শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষৎ

(উপনিষদ্-গ্রন্থমালা-১২)

বৈদিকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকয়া

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকয়া চ

সহিতা

গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তসম্মতানুবাদান্বয়ানুবাদ-সমেতা চ

ত্রিদণ্ডিস্বামিনা-শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি-গোস্বামিনা

সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অথর্ব্ববেদীয়া-

শ্রীগোপালতাপনীয়োপনিষৎ

(পূর্ব্বোত্তরবিভাগৌ)

[illegible]ীয়-সিদ্ধান্তসম্মত-সানুবাদান্বয়ানুবাদ-ভূমিকা-

সূচীপত্রাদি-সমেতা

বৈদিকাচার্য্য-শ্রীবিশ্বেশ্বরভট্ট-কৃত-টীকয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-

শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদেন চ কৃত-টীকয়া সমেতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনাম্বয়বর-ব্রহ্ম-মাধ্ব-

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-ওঁ-বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-

শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-

মহারাজেন রচিতয়া শ্রীমদ্ভাগবতানুগয়া শ্রীচৈতন্য-মতানু-

মোদিতাচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারপরয়া 'তত্ত্বকণা'নাম্ন্যা

চানুব্যাখ্যয়া সহ তেনৈব সম্পাদিতা।

তস্য প্রতিষ্ঠানস্য পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় স্বধামপ্রাপ্ত

নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণ-কৃতয়া

টীকদ্বয়স্য বঙ্গানুবাদেন সমন্বিতা।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ প্রকাশিতা।

উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত শ্রীগোপালতাপনী—উপনিষদ্ গ্রন্থখানি
শ্রুতিমন্ত্র, অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ, শ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীবিশ্বনাথ-
রচিত টীকাদ্বয়ের বঙ্গানুবাদের সহিত ও সম্পাদক
কর্ত্তৃক রচিত তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত
প্রকাশিত।

—প্রথম সংস্করণ—

শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া তিথি

গৌরাব্দ ৪৮৯, বাংলা ১৩৮২, ইংরাজী ১৯৭৫ সাল

—প্রকাশক—

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় ভাগবত মহারাজ

—দ্বিতীয় সংস্করণ—

শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া তিথি

গৌরাব্দ ৫০৭, বাংলা ১৪০০, ইংরাজী ১৯৯৩ সাল

—প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ

বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

—মুদ্রাকর—

সুব্রত ভট্টাচার্য্য
ইম্প্রেসিভ ইম্প্রেশন
১০, কার্ত্তিক বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

(১) ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯
(২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা
(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

উৎসর্গপত্রম্

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক - সংরক্ষকপ্রবর - শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় - নবমাধস্তনাশ্রয়বর - শ্রীস্বরূপ -শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ-শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজানাং শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত - শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থল - শ্রীধামমায়াপুরস্থ বিশ্ববিশ্রুতাকরমঠরাজ - শ্রীচৈতন্যমঠস্য তচ্ছাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহস্য চ প্রতিষ্ঠাতৄণাম্ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী - গোস্বামি - প্রভুপাদানাং মনোহভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয় শ্রীপাদপদ্মরেণু - সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন সম্পাদিতোপনিষদ্-গ্রন্থমালান্তর্গতা শ্রীগোপালতাপনীয়োপনিষদিয়ম্ তেষাং শ্রীকরকমলেষু সমর্পিতাঽস্তু—

শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া-তিথৌ,

গৌরাব্দ-উননবত্যুত্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-মিশন-
প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২৯ সংখ্যান্তর্গতে
২৯বি, সংখ্যকে হাজরা বর্ত্মনি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরো ! ভবৎকরুণয়া প্রারব্ধুমিষ্টা 'কণা-
তত্ত্বানাং' বিমলোপপত্তিমহিতা সম্পূর্য্যতাং বাং নুমঃ।
ঈশাকেনকঠৈতরেয় বিলসচ্ছান্দোগ্যযুক্-তৈত্তিরী
যা শ্বেতাশ্বতরাপি মুণ্ডকমথো আরণ্যকং যদ্ বৃহৎ ॥

যা প্রশ্নোপনিষৎ সহৈব রমতে মাণ্ডূক্যনাম্ন্যাঽন্যয়া
তা একাদশবিশ্রুতোপনিষদঃ প্রারম্ভতঃ সংস্তুমঃ।
ভেদাভেদমতাগ্যচিন্ত্যসরণে সিদ্ধান্তভূতানি চ
নিত্যং মে হৃদয়ে স্ফুরন্তু চ গুরুর্দীনে প্রসীদেন্ময়ি ॥

শ্রীশ্রৌতানি বচাংসি নৈব পুরুষৈরুক্তানি তানীশ্বরা-
ভেদ-শ্রৌতপথে চরন্তি চ নিজপ্রামাণ্যসিদ্ধানি হি।
আচার্য্যাঃ পরিপূজয়ন্ত্যভিধয়া বৃত্ত্যাঽনুশীল্যাত্মনাং
তত্ত্বং তেন ময়াঽধমেন চ কৃতস্তদ্বোধনায় শ্রমঃ ॥

দীনাতিদীন-

গ্রন্থ-সম্পাদকেন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥

তদু হোবাচ ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্॥
গোবিন্দান্মৃত্যুর্ব্বিভেতি॥ গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞাতং ভবতি॥ স্বাহয়েদং সংসরতীতি॥

যো ধ্যায়তি রসয়তি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি।

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনৈবামুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্॥

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। তং পীঠস্থং যেঽনু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো-বিদধাতি কামান্, তং পীঠগং যেঽনুভজন্তি ধীরাস্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ তস্মাদেনং নিত্যমভ্যসেন্নিত্যমভ্যসেদিতি॥

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং যজেত্তং ভজেদিতি ওঁ তৎসদিতি॥

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ-অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রেষ্ঠমূর্ত্তি গ্রন্থ-সম্পাদকের পরমপূজনীয় শিক্ষাগুরুদেব পরমপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের গ্রন্থ-সম্পাদকের প্রতি করুণাপূর্ণ—

আশীর্ব্বাণী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বেদান্তদর্শন ও উপনিষদ্ প্রসঙ্গে দুই একটি কথা

আমাদের অন্যতম সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তি-মহারাজ 'শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-আসন ও মিশনের' বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য। তিনি গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মটীকা, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্নকৃত ভাষ্য ও টীকার বঙ্গানুবাদ এবং স্বীয় 'সিদ্ধান্তকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যাসহ শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিত অধ্যায়-চতুষ্টয়াত্মক বেদান্তসূত্র (বেদান্তদর্শন) অতিশয় নিপুণতাসহ সম্পাদন এবং স্বয়ংই অর্থসংগ্রহ করিয়া মুদ্রণ ও প্রকাশ দ্বারা বৈষ্ণব-জগতের বহুকাল যাবৎ অনুভূত যে অভাব পূরণ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের নহে, সর্ব্বসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডিগণের যে আনন্দবিধান করিয়াছেন

তাহা সত্য সত্যই অতুলনীয় এবং গ্রন্থ-সমালোচনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা হইতেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রিকায়ও উক্ত গ্রন্থের সুদীর্ঘ আলোচনা ও ভূয়সী প্রশংসা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের আরও বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে বলিয়াছেন,—শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, তাহা শ্রীপাদ সিদ্ধান্তিমহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাসঙ্গিক শ্লোকসমূহ সূত্রসমূহসহ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কার্য্যটি পূর্ব্বে আর কাহারো প্রকাশিত 'বেদান্তসূত্র'-সংস্করণে দৃষ্ট হয় নাই। আচার্য শ্রীরামানুজ এবং আচার্য শ্রীমধ্বমুনির টীকা রচিত হইবার পরেও শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় সর্বভারত-প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদেরও ধারণা ছিল—আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদই বেদান্তদর্শন। তাঁহাদের সেই ভ্রান্তি অপনোদিত হইয়াছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার-শ্রবণে; তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সিদ্ধান্তই প্রকৃত বেদান্তদর্শন। শ্রীল জীবগোস্বামীর ষট্সন্দর্ভ বা ভাগবত সন্দর্ভ ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গোবিন্দভাষ্য দুষ্প্রাপ্য হইলে এবং দক্ষিণভারতের পূর্ব্বোক্ত আচার্যদ্বয়ের দর্শনও সহজলভ্য না হওয়ায় উত্তর ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীর বেদান্তানুশীলনে শ্রীশঙ্করাচার্যের টীকাই একমাত্র উপজীব্য ছিল। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ ও ভক্তিসন্দর্ভ এবং শ্রীমৎ সিদ্ধান্তিমহারাজের সম্পাদিত গোবিন্দভাষ্য ও তদীয় অনুব্যাখ্যাসহ বেদান্তসূত্র প্রকাশিত হওয়ায় পণ্ডিতমণ্ডলীর বেদান্তদর্শনের শুদ্ধ আলোক পাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

বেদের শিরোভাগ শ্রুতি, বেদান্ত বা উপনিষদ্‌-নামে খ্যাতা। বেদ ও শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্যও সাধারণ পণ্ডিত-মণ্ডলীর ধারণার অতীত; তাঁহারা বেদকে কর্মকাণ্ড ও শ্রুতিকে জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া মনে করেন। সেই ধারণায় যাহারা আচ্ছন্ন তাহাদিগকে সাবধান করিয়া আমাদের প্রয়োজন-তত্ত্বের আচার্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী মনঃশিক্ষায় তারস্বরে বলিয়াছেন,—

"ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমণ করে অভক্ষ্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

কিন্তু দার্শনিকগণের মধ্যে যে দশবিধ প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-সম্বন্ধে বেদ, শ্রুতি বা আম্নায় প্রমাণই মাত্র গ্রাহ্য। অন্যান্য প্রমাণ—শ্রুতিপ্রমাণের অনুগত হইলেই মাত্র গ্রাহ্য, নতুবা নহে। বৈষ্ণবদর্শনে বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত তত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাই বেদান্তদর্শনের শিরোরত্ন। সাধারণ জনগণের বেদ বা বেদান্ত-সম্বন্ধে যে অসম্যক্ এবং বহুস্থানে বিপরীত ধারণা আছে, তাহাই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর নিরাস করিয়াছেন। 'শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দন' একটি নামাপরাধ; তাহার প্রশ্রয় আচার্যবর্গ কখনও দেন নাই বা দিতে পারেন না।

ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে, আমাদের গৌরবের পাত্র ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তিমহারাজ 'বেদান্তসূত্র' প্রকাশের পরে শুদ্ধভক্তির আলোকে—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য,

তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক দশোপনিষদ্ এবং 'শ্বেতাশ্বতর' নামক প্রসিদ্ধ উপনিষদ্‌টি সম্পাদন ও প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু উক্ত উপনিষদ্ সমূহের টীকা করিয়াছিলেন ; কিন্তু অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তৎকৃত ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য ব্যতীত অন্যান্য উপনিষদ্ সমূহের ভাষ্য কীটদষ্ট হওয়ায় জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ, বেদার্কদীধিতি, ভাবার্থসহ ঈশোপনিষদের একটি অভিনব সংস্করণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহাও দুষ্প্রাপ্য। শ্রীমদানন্দতীর্থ-বিরচিত-ভাষ্য, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত-ভাষ্য, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত সানুবাদ-বেদার্ক-দীধিতি-ভাবার্থ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ বেদান্তরত্ন-কৃত শ্রীবলদেব-ভাষ্যানুবাদ ও শ্রীপাদ সিদ্ধান্তিমহারাজ-লিখিত তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যাসহ ঈশোপনিষদের একটি মনোরম সংস্করণ মহারাজের সম্পাদনায় শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন হইতে (২৯-বি হাজরা রোড্, কলিকাতা-২৯) ৪৮৪ গৌরাব্দে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীপাদ রঙ্গরামানুজমুনীন্দ্র-বিরচিত টীকা, গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত-সম্মত সানুবাদ-অন্বয় ও অনুবাদ, পণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ-কৃত-শ্রুত্যর্থবোধিনী টীকা এবং শ্রীমৎসিদ্ধান্তিমহারাজ-কৃত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচারপরা 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যাসহ এই মহারাজের সম্পাদনায় ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দে (১৩৭৮ বঙ্গাব্দে) কেনোপনিষদ্, ৪৮৫ গৌরাব্দে কঠোপনিষদ্, ৪৮৫ গৌরাব্দে মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্, ৪৮৬ গৌরাব্দে তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় উপনিষদ্ এবং ৪৮৬ গৌরাব্দে প্রশ্নোপ-

নিষদ্ এবং ৪৮৫ গৌরাব্দে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ-দুষ্প্রাপ্যাদি-জনিত এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রকার চিন্তাশীলতার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহের মুদ্রণ ও প্রকাশে মহারাজের যে কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্য লক্ষিত হইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই বিস্ময়জনক। গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহাকে যে '**বিদ্যাবাগীশ**' গৌরাশীর্ব্বাদ-উপাধি প্রদান করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত পাত্ররূপেই তিনি এত অল্পসময়ের মধ্যে এত দুরূহ কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মনে পড়ে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলায় শ্রীপাদ সিদ্ধান্তিমহারাজ ব্রহ্মচারী অবস্থায় (তৎকালীন নাম শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী) নির্ভীক-কণ্ঠে শ্রৌতবাণী প্রচার করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অপার আনন্দ বিধান করিয়াছেন। সেই প্রচারে একবার ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে যাহাদের অপসিদ্ধান্ত নিরাস করা হইয়াছিল, তাহারা আনন্দবাজার পত্রিকায় মহারাজের বিরুদ্ধে প্রায় এক কলম সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া অনেকে অসন্তুষ্ট ও ভীত হইলেও শ্রীল প্রভুপাদ তাহা পড়িয়া উল্লাসের সহিত বলিয়াছিলেন,— "সিদ্ধস্বরূপ আমায় একলক্ষ টাকার প্রচার করিয়াছে" কারণ ঐ বিরুদ্ধ সমালোচনায়ও আমাদের প্রচার্য-বিষয় ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং তদ্দৃষ্টে জিজ্ঞাসু সুধীগণ প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদধন্য পাত্র শ্রীপাদ সিদ্ধান্তিমহারাজ বেদান্তদর্শন ও উপনিষদ্-গ্রন্থমালা অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারার্থক স্বীয় ব্যাখ্যাসহ সম্পাদন, মুদ্রণ ও প্রকাশ দ্বারা যে গৌরবের আসনে স্থান লাভ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি অপার আনন্দ লাভ করিতেছি। নিত্য জগতে শ্রীল প্রভুপাদও কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীউদ্ধব-সংবাদ, শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীবলদেব-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীভাগবতামৃত-কণা, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু, শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-কিরণলেশ, মহাজন-গীতসংগ্রহপ্রমুখ গ্রন্থসমূহ যে প্রকার চমৎকারিতার সহিত তিনি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও আমরা পরমানন্দিত। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া হরিকথা প্রচারপূর্ব্বক জগতের আরও কল্যাণ করুন, ইহাই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে এই দাসের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী
৪৮৮শ্রীগৌরাব্দ।

বিনীত—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাসতীর্থ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

তত্ত্বমঞ্জুষা

ওঁ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠমহাত্মনে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ! ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে ।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্ ।

বন্দে শিক্ষাগুরুং শ্রীলং ভক্তিবিবেকভারতীম্ ।
সরস্বত্যগ্রয়ং বিজ্ঞং সদা নামপরায়ণম্ ॥
বৈষ্ণবাচার্য্যপাদায় গুরুসেবৈকজীবিনে ।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসনস্থাপনকারিণে ॥

সংসারমোহনাশায় প্রাপকায় গুরোঃ পদম্ ।
ভক্তিবর্ত্ম দর্শকায় নমস্তস্মৈ কৃপাব্ধয়ে ॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে ! পাদাম্ভোজায় তে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

স্ফাতিরাবর্ত্তয়েন্মূকম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হ'বে বিঘ্ন-বিনাশন ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের প্রণতিমুখে স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত **শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষদ্** গ্রন্থখানি, বহু বাধাবিঘ্নের পর সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইতেছেন দেখিয়া আমি নিজেকে অতিশয় ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি। আমি সর্ব্বতোভাবে সকল বিষয়ে অযোগ্য হইলেও পতিতপাবন **শ্রীগুরুপাদপদ্মের** অপরিসীম অহৈতুক করুণায় **শ্রীমদ্ভাগবতানুগ-বিচারে** ও কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব-প্রচারিত **অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ** সুবিমল বৈদিক সিদ্ধান্তানুসারে উপনিষদের অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ ও তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা-সহকারে অন্যান্য কয়েকখানি উপনিষদের সম্পাদনার পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অতিপ্রিয়, অতিমধুর এই উপনিষদ্খানিও যে সম্পাদিত হইলেন, তাহাতে আশা করি, পরম পূজনীয় গৌড়ীয়বৈষ্ণববৃন্দ তথা সারগ্রাহী সুধীমণ্ডলী এই গ্রন্থপাঠে কিঞ্চিৎ প্রীতি ও আনন্দানুভব করিয়া মাদৃশ অধমের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিবেন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনীয়।

আমি যখন উপনিষদ্-গ্রন্থমালার কার্য্য আরম্ভ করিয়া কতিপয় উপনিষদের সম্পাদনা ও প্রকাশনা সমাপ্ত করিলাম তখন পরম পূজনীয় মদীয় সতীর্থবর বেদ-বেদান্তাদি-শাস্ত্রে পারঙ্গত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিভূদেব শ্রৌতি গোস্বামী মহারাজ** আমাকে একটি আদেশ করেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয় শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষদ্ গ্রন্থখানি অবশ্য অবশ্য উপনিষদ্-গ্রন্থমালার মধ্যে সম্পাদন ও প্রকাশন করিবার বিশেষ যত্ন করিবেন। তদবধি শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষদের বিভিন্ন সংস্করণ সংগ্রহ করিবার জন্য উৎসুক হই।

বহু যত্ন ও চেষ্টার পর শ্রীমহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ কেবল শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত-টীকা সহ পাইলাম। এই গ্রন্থখানি এখনও সাধারণের দৃষ্টিপথে আছে। তারপর আমাদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত **শ্রীআসনের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ভারতী গোস্বামী মহারাজের** সংগৃহীত মুর্শিদাবাদ, হরিভক্তি-প্রদায়িনীসভা, বহরমপুর-রাধারমণ-যন্ত্রে শ্রীব্রজনাথ মিশ্র-প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীবামদেব মিশ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত-ভক্তহর্ষিণী টীকাদ্বয়সহ একখানি গ্রন্থ পাইলাম। আর কোনও সংস্করণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষদ্-গ্রন্থখানির উপর বৈদিকাচার্য্য শ্রীবিশ্বে-শ্বর, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব, শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীবলদেবের টীকার কথা প্রসিদ্ধ। তারপর আমাদের পরাৎপরগুরুদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শ্রীগোপালতাপনীর একটি -সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, (শুনিতে পাই) কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আর কোনও সংস্করণ নয়নগোচর না হওয়ায় এই দুইখানি গ্রন্থাবলম্বনেই কার্য্যারম্ভ করিতে প্রবৃত্ত হই। যদিও বৈদিকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বরের টীকাটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেরূপ সুখপ্রদ হইবে না, তথাপি ইহা সুপ্রাচীন এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদও তাঁহার টীকার মধ্যে শ্রীবিশ্বেশ্বরের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অনেক অর্ব্বাচীন লোক **অথর্ব্ববেদোক্ত** এই উপনিষদ্-গ্রন্থখানিকে সমধিক মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। সেজন্য বৈদিকাচার্য্যের টীকাটি সংযোজিত থাকিলে স্মার্ত্তভাবাপন্ন অনেকেই আবার গ্রন্থখানির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, সেইবোধে উহা সংযোজিত।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লেখনীতে পাই,—"বেদশাস্ত্রে পুরুষোত্তমত্ব-বিচারে কয়েকপ্রকার বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে শিরোভাগ-

কেই 'উপনিষৎ' বলা যায়।" "সংহিতা"-অংশ বেদের কায়ভাগ। "ব্রাহ্মণ" ও "তাপনী" প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের উপনিষদংশ 'শিরোভাগ' নামে কথিত হয়।"

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিখানি অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত পিপ্পলাদ-শাখায় পঠিত। সেইজন্য এই তাপনীকে আথর্ব্বণ উপনিষদ্‌ও বলা হয়। শ্রীযশোদার স্তন্যপায়ী **শ্রীনন্দনন্দন শ্রীগোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণই** এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বলিয়া ইহার নাম শ্রীগোপালতাপনী হইয়াছে। এই গ্রন্থানুশীলনে সংসার-বন্ধন মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভকরতঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তাঁহার সম বা তাঁহার অধিক আর কেহ নাই। তিনি অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব। এই গ্রন্থ-খানিতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব, তাঁহার ভজন, তাঁহার রসাস্বাদ, তাঁহার ধ্যানাদি বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সে-কারণ এই উপনিষদ্‌টীকে উপনিষৎ-শিরোমণি বা উপনিষদ্-মুকুটমণি বলা যাইতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সুবিচার ইহাতে বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের অতিপ্রিয় হইয়াছে। সাধারণতঃ গুর্জ্জর বা গুজরাট ও তাহার নিকটস্থ দেশে পরাশর গোত্র-সম্ভূত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে অথর্ব্ববেদ ও তদন্তর্গত পিপ্পলাদ শাখান্তর্গত শ্রীগোপালতাপনীর আলোচনা বিশেষ-ভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা এই তাপনী-প্রমাণই সিদ্ধান্তমধ্যে বলবৎ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীগোপালতাপনীর ন্যায় শ্রীরামতাপনী ও শ্রীনৃসিংহতাপনীও তত্তদুপাসকগণের নিকট পরম আদরণীয়।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে সকল সিদ্ধান্ত তদনুগ গোস্বামিপাদগণকে উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাও এই শ্রীগোপাল-

তাপনীতে পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমন্ত্রে উপাসনা-বিষয়ে ইহা একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীল জীবপাদের ষট্সন্দর্ভ, সর্ব্বসংবাদিনী প্রভৃতি এবং শ্রীল সনাতনের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ও শ্রীল শ্রীরূপের লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত সংরক্ষিত আছে, এই শ্রীগোপালতাপনী গ্রন্থখানিও তন্মধ্যে অগ্রগণ্য, সুপ্রাচীন ও আদি বলিয়া ব্রজরসোপাসক বৈষ্ণবগণেরও অতিশয় আদরের বস্তু সন্দেহ নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উপজীব্য ও অতিপ্রিয় এই উপনিষদ্ গ্রন্থের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্য ও টীকার সংযোজন একান্ত প্রয়োজন হইলেও শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের প্রণীত টীকাব্যতীত আর কাহারও টীকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া কেবল শ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীবিশ্বনাথের টীকাদ্বয়সহ গ্রন্থখানি নূতন কলেবরে প্রাকট্য লাভ করিলেন। এতৎ-প্রসঙ্গে আর একটা কথা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কথাটী এই যে, এই গ্রন্থখানি যখন মুদ্রণ প্রায় শেষ তখন মাননীয় শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়ের সম্পাদিত কয়েকটী টীকা সংবলিত একখানি গ্রন্থ অকস্মাৎ হস্তগত হয়, তাহাতে দেখিলাম যে, যে টীকাটি আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ-রচিত বলিয়া এই গ্রন্থ-মধ্যে মুদ্রিত করিয়াছি, উহা নাকি শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি, প্রণীত। অবশ্য উহাতে শ্রীজীবের রচিত শ্রীগোপালতাপনীর সুখ-বোধিনী-নাম্নী যে টীকা দৃষ্ট হইতেছে, তাহার সহিত শ্রীল বিশ্বনাথের নামে প্রচারিত টীকাটীর হুবহু মিল রহিয়াছে, কেবল কোন কোন স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ বা অনবধানতাবশতঃ কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু টীকাটি যে কাঁহার রচিত, সে-বিষয়ে হৃদয়ে তখন প্রবল সংশয় দেখা দিল। কাঁহারও স্বহস্তলিখিত কোন পুঁথি চাক্ষুষ দেখিতে পাওয়া

আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। তবে উঁহারা নাকি হাতের লেখা পুঁথি দেখিয়া মুদ্রণ করিয়াছেন; এমন কি, শ্রীহরিদাস দাসমহাশয় শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়ের মুদ্রিত শ্রীজীবপাদের টীকাটিরই সমর্থক। আমার এ-সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা সম্ভব নহে; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, উভয়েই যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য তখন টীকা যাঁহারই রচিত হউক এবং যাঁহার নামেই প্রচারিত হউক, বিষয়বস্তু যখন এক, তখন ক্ষতির কোন আশঙ্কাই নাই, কারণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত তো একই, সুতরাং শ্রীগোপাল-তাপনীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তই আমরা পাইতেছি। কেবল টীকা-রচয়িতার নামের সমস্যা ঘটিতেছে। তবে শ্রীমৎ পুরীদাস মহাশয়ের সম্পাদিত টীকাগ্রন্থটী যদি পূর্ব্বে পাইতাম তবে অনেকগুলি মুদ্রাকর-প্রমাদরহিত হইত এবং অনবধানতাবশতঃ যে ভ্রমপ্রমাদ প্রকাশ পাইল, তাহাও সংশোধিত হইত। এবিষয়ে বৈষ্ণবগণের নিকট আমার অনিচ্ছাকৃত ও অজ্ঞাত অপরাধ আমি ক্ষমার্হ বলিয়া আশা করি ও প্রার্থনা করি।

শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষদে দুইটি-বিভাগ দৃষ্ট হয়। একটি পূর্ব্ববিভাগ অপরটি উত্তর-বিভাগ। পূর্ব্ববিভাগে পঞ্চাশটি মন্ত্র এবং উত্তরবিভাগে একশতটি মন্ত্র আছে।

শ্রীবিশ্বেশ্বরভট্ট মহাশয় তাঁহার টীকা রচনার পূর্ব্বে 'ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ' বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। আর শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকা রচনার প্রারম্ভে "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ" উল্লেখে প্রণাম করিয়াছেন। ইহাতে উভয়ের ভাব-বৈশিষ্ট্যের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য বহরমপুর সংস্করণ-দৃষ্টেই এই ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের অনুশীলনে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব, তাঁহার ভজন, রসাস্বাদ ও ধ্যানাদি প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। সেইজন্য এক কথায় এই উপনিষদ্‌টি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন-প্রতিপাদক উপনিষৎ। শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতি অতিশয় কৃপালু হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা দ্বারা অধিকারী জনের রাগ-দ্বেষাদি অনর্থের উপশম এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রাপ্তির নিমিত্ত এই গোপাল-বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীগোপালবিদ্যার অর্থ,মন্ত্র, নাম, উপাসনা প্রভৃতি বিষয় জ্ঞাত করাইবার অভিপ্রায়ে শ্রুতিখানি একটি আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছেন। সেই আখ্যায়িকাটি হইল এই যে, কোন একসময়ে জিজ্ঞাসু সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! (১) কোন্ দেব সর্ব্বোত্তম? (২) মৃত্যু কাঁহাকে ভয় করে? অর্থাৎ কাঁহার উপাসক জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অতিক্রম করিতে পারে? (৩) কাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিলে আর অন্য জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না? (৪) কাঁহার প্রেরণায় এই সংসার চলিতেছে—উৎপন্ন হইতেছে?

এই প্রশ্ন-চতুষ্টয়ের উত্তরে পাওয়া যায় যে, (১) শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, পুরুষোত্তম ও পরমারাধ্য দেব। (২) শ্রীগোবিন্দকেই মৃত্যু ভয় করে। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের উপাসকগণই মৃত্যুকে অতিক্রম করে। (৩) শ্রীগোপী--জনবল্লভের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই সকল তত্ত্বের জ্ঞান হয়। (৪) শ্রীভগবানের প্রেরণায় মায়া দ্বারা এই সংসার উৎপন্ন হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

সনকাদি ঋষিগণ শ্রীব্রহ্মার নিকট তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর পাইয়া পুনরায় গূঢ়ার্থ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—(১) কৃষ্ণ কে? (২) গোবিন্দ কাহাকে বলা হয়? (৩)

গোপীজনবল্লভই বা কে ? এবং (৪) মন্ত্রান্তর্গত স্বাহা শব্দে কাহাকে বুঝিব ?

শ্রীব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণকে বলিলেন যে, কৃষ্ণ শব্দের অর্থ—যিনি পাপাকর্ষণ করেন অর্থাৎ অসুরের অপরাধ পর্য্যন্ত নাশ করেন—এই সর্ব্বাপরাধনাশক সচ্চিদানন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা অর্থাৎ পরমারাধ্য। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে এই সচ্চিদানন্দস্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাহারও মতে 'কৃষি' ভূর্বাচক-শব্দ অতএব সৎ এবং চিৎতত্ত্ব; আর ণ-শব্দে নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দ। সুতরাং সচ্চিদানন্দরূপতাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ।

গোবিন্দ-শব্দের অর্থ বলিলেন যে, গো-শব্দ নানার্থে প্রযুক্ত। গো-শব্দে পশুজাতি-বিশেষ ধরিলে শ্রীনন্দ-গোকুলস্থ গাভীসমূহ লক্ষিত হয়। শ্রীমন্নন্দ-গোকুলমণ্ডলে গাভীগণ লইয়া যাঁহার লীলা প্রসিদ্ধ। আবার গো-শব্দে ভূমি-অর্থে সর্ব্বভুবন এবং বেদকেও বুঝায়। ইহাতে যিনি বিখ্যাত ও দ্রষ্টা। অথবা উক্ত তিনটি লোকের যিনি বিদিতা অর্থাৎ বেত্তা খ্যাতি লাভ করেন।

গোপীজনবল্লভ-শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার গোপীজন-বল্লভরূপ জ্ঞানের দ্বারাই সকল তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়—একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গোপীজনরূপ যে সকল আবিদ্যার কলা আছে অর্থাৎ তাঁহার সম্যগ্ বিদ্যার—প্রেমভক্তিবিশেষরূপ যে সকল মূর্ত্তি, তাঁহাদের প্রেরক অর্থাৎ নিজ লীলাতে প্রবর্ত্তক। এই জন্যই তিনি রমণ।

পরে আরও বলিলেন—এই যে গোবিন্দ-শব্দের প্রতিপাদ্য ও 'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'—এই সম্পূর্ণ মন্ত্রার্থ বলা হইল, ইনিই মায়াধীশ পরমেশ্বর, ইনিই বিশ্বপ্রপঞ্চের অধীশ্বর, অধিষ্ঠান ও পরিচালক।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের উপাসনার ফল বলিলেন যে, যিনি এই শ্রীকৃষ্ণাখ্য অসাধারণ শক্তিমান্ পুরুষকে ধ্যান করেন এবং কামবীজের (ক্লীং) সহিত পঞ্চপদী গোপালবিদ্যা (কৃষ্ণায় নমঃ) জপের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন ও সর্ব্বোপাধি নিরসনপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করেন, তিনি অমৃত হন অর্থাৎ বিমুক্ত হন।

ইহা শ্রবণে মুনিগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, (১) সেই ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণের রূপ কি প্রকার? (২) তাঁহার রসন কি? অর্থাৎ কি প্রকারে তাঁহাকে রসাস্বাদ করাইয়া সুখী করা যায়? অথবা কি প্রকারে তাঁহার রস আস্বাদ করা যায়? (৩) তাঁহার ভজনই বা কি? অর্থাৎ কি প্রকারে তাহার ভজন করিব?

সনকাদি মুনিগণের এবংবিধ প্রশ্ন শ্রবণানন্তর ব্রহ্মা প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন করিলেন, (গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য)। অতঃপর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের রসন অর্থাৎ তাঁহার কিরূপে সন্তোষ উৎপাদন করা যায়, তাহা বলিয়াছেন, (গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের ভজন কি প্রকার? তাহার বর্ণন করিলেন। ইহার আলোচনাও গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যাইবে। এমন কি, মন্ত্রে অনুল্লিখিত বিষয়ও যাহা সাধারণভাবে সাত্ত্বিক বিপ্রগণের শ্রীকৃষ্ণোপাসনা ও বিশেষভাবে ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণোপাসনা তাহাও বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের জগৎসৃষ্টির বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের মধ্যে যে পঞ্চপদের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীব্রহ্মা তাহার প্রত্যেক পদের আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সাত্ত্বিক বিপ্রগণ শাস্ত্রমার্গানুসারে গোবিন্দের বিভিন্নভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন আবার শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে গোকুলনায়ক জানিয়া রাগমার্গে আরাধনা করিয়া থাকেন।

অতএব ব্রহ্মাণ্ডপালক, সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য গোবিন্দের আরাধনা সকলের কর্ত্তব্য—এই কথা ব্রহ্মা বলিলে সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মার নিকটে গোবিন্দের সেই উপাসনা-বিষয়ে শ্রবণ করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা মুনিগণকে উপাসনা-বিষয়ে আরাধনার অধিষ্ঠানভূত পীঠস্থান-বিষয় বর্ণন করিয়াছেন এবং সে-বিষয়ে মন্ত্র সম্মতিও প্রদর্শন করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে ব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণকে মন্ত্রান্তর বলিয়াছেন—যিনি যাবতীয় নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, সকল চেতনের মধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের সকল কামনা পূরণ করিয়া থাকেন, যে ধীর ব্যক্তি সেই পীঠস্থ তাঁহাকে একাগ্রমনে ভজন করেন, তাঁহার শাশ্বতী সিদ্ধি লাভ হয়, আর যাহারা শ্রীকৃষ্ণভজনে পরাঙ্মুখ তাহাদের কোন মঙ্গল হয় না।

এ-বিষয়ে আর একটি মন্ত্রে ব্রহ্মা মুনিগণকে বলিলেন যে, যে ব্যক্তি যত্নসহকারে বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক উল্লিখিত মন্ত্রাত্মক গোপালপদের সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করেন, তাঁহার ভজনের অব্যবহিত পরেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সেই ভজনকারীকে স্বীয় গোপালরূপ অথবা গোপবেশ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন।

মুক্তিকামী ব্যক্তির তিনিই একমাত্র শরণ, কারণ মুক্তিদাতা আর কেহই নহে। ইনিই সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া প্রলয়-সমুদ্রে নিমগ্ন বেদসমূহকে মৎস্যরূপে ও হয়গ্রীবাদি মূর্ত্তিতে উদ্ধার-করতঃ ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছেন।

পঞ্চপদী মন্ত্রের উপাসনার ফল বলিয়াছেন যে, যে সকল সাধক পঞ্চপদ্যাত্মক প্রণবপুটিত অষ্টাদশাক্ষর গোবিন্দ-মন্ত্রকে জপ করেন,

গোবিন্দদেব তাঁহাদিগকে নিজ গোপাল মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। সুতরাং সংসারের সকল প্রকার উপদ্রব দূরীভূত করিবার এবং নিত্যানন্দ লাভের জন্য সেই গোবিন্দমন্ত্র সকলের পুনঃ পুনঃ জপ করা কর্ত্তব্য।

এই পঞ্চপদী মন্ত্র হইতেই দশাক্ষর প্রভৃতি অন্য সকল মন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। কি প্রকারে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও মন্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনমুখে পঞ্চপদী-মন্ত্রের স্বরূপ বলিলেন। শুধু তিনি নহেন, এই মন্ত্রবলে মহেশ্বরেরও পরমাত্ম-জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। অতঃপর ব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণের নিকট পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ পূর্ব্বক বলিলেন যে, সূরিগণ বিষ্ণুর পরমপদকে নিত্যকাল সূর্য্যতুল্য দর্শন করেন। অতঃপর সেই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র হইতে সৃষ্টিক্রম বর্ণন করিলেন। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রটি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশক, মুক্তির পথে যাইতে হইলে সর্ব্বদা উহা জপ করা কর্ত্তব্য। উক্ত সৃষ্টি-তত্ত্ব-বিষয়ে যে সকল গাথা আছে, তাহাও ব্রহ্মা বর্ণন করিলেন। অতএব বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, বিমল, বিশোক ও অশেষ লোভাদির সঙ্গবর্জ্জিত যে পদ অর্থাৎ স্বরূপ তাহাই গোলোকাখ্য ধাম ও পঞ্চপদ্যাত্মক মন্ত্র, তাহাই বাসুদেবাত্মক। তিন-প্রকারে ভেদোক্তি কেবল একই তত্ত্ব ত্রিবিধরূপে আবির্ভূত বলিয়া। সর্ব্বশেষে ব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণকে বলিলেন যে, যিনি বিশুদ্ধসত্ত্বময়-গুণাদিবিশিষ্ট, অদ্বিতীয় তত্ত্ব হইয়াও পঞ্চপদ্যাত্মক এই তিনরূপে 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ' শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীবৃন্দাবনধামে কল্পতরুমূলে উপবিষ্ট আছেন, আমি সেই পরমপুরুষকে পরম স্তুতি পাঠ পূর্ব্বক আরাধনা করি। অতঃপর ব্রহ্মা দ্বাদশটি মন্ত্রে শ্রীগোবিন্দের স্তব বর্ণন করিয়াছেন। স্তবান্তে উহাতে সনকাদি মুনিগণের যাহাতে প্রবৃত্তি হয়, সেইজন্য বলিলেন যে, এই সকলই মন্ত্র, শ্রীভগবান্ আমার প্রতি পরিতুষ্ট

থাকিলেও আমি যেরূপ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে স্তব করিলাম, তোমরাও সেইরূপ পঞ্চপদ্যাত্মক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান কর, তাহা হইলে তোমরাও সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

অনন্তর ব্রহ্মা পুনর্ব্বার বলিলেন, মুনিগণ! শ্রুতিদেবী আমাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বাসুদেবাত্মক পঞ্চপদী মন্ত্র অনন্যভাবে জপ করেন, তিনি অনায়াসে সেই শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। অতঃপর শ্রীভগবৎস্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ ও পরমদেব, সেইহেতু তাঁহার ধ্যান, তাঁহার রসন অর্থাৎ রসাস্বাদ বা প্রেমাস্বাদ, তাঁহার অর্চ্চন ও প্রেমপূর্ব্বক আরাধনা করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাই শ্রুতিদেবী নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপসংহার করিলেন—'ওঁ তৎসৎ' এই তিনটি শব্দের তিনিই একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু। এখানেই পূর্ব্ববিভাগ সমাপ্ত॥

শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষদের উত্তরবিভাগের সারমর্ম্ম এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। এই বিভাগে শ্রীগোপালের ঐশ্বর্য্যের প্রখ্যাপিকা একটি আখ্যায়িকার দ্বারা অবতারণা হইয়াছে। পূর্ব্বতাপনী-তে যে কথিত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব। শ্রুতি-পাদিত এই উপসংহার-তাৎপর্য্যসূচক মহাবাক্যের বিষয়টী এই উত্তর-তাপনীতে প্রকারান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

যে আখ্যায়িকা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক মহিমা ব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণকে বর্ণন করিলেন, তাহা এইরূপ—একসময়ে ব্রজবাসি-গোপীগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গাভিলাষিণী, তাঁহারা একদিন

সমস্ত রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের সমীপে ক্রীড়া-সহকারে বাস করিয়া গোপবেশধারী সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে উত্তর দিলেন। ব্রজবাসি-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নাথ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিলে আমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হইবে অর্থাৎ তোমার সঙ্গ-বিয়োগ হইবে না। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন,—গোপীগণ! মুনিপ্রবর দুর্ব্বাশাকে ভক্ষ্য প্রদান করিলেই তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। ব্রজবাসিনীরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রজেশ্বর! যমুনার জল অগাধ, কিরূপে তাহা পার হইয়া আমরা তাঁহার নিকটে যাইব? নিকটে না গেলে তো আমাদের, শ্রেয়োলাভ হইবে না। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে গোপীগণ! "শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী"—এই বাক্য বলিয়া তোমরা যমুনার জলমধ্যে প্রবেশমাত্রই যমুনা তোমাদিগকে পথ দিবেন। গোপীগণ ভাবিলেন, কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই যমুনা আমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন কেন? আর শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মচারীই বা বলা যায় কি প্রকারে? যিনি শতশত কামিনী সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলা সঙ্গত হয় কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাদিগকে নিজ নামের স্মৃতির মহিমা বলিতে গিয়া বলিলেন যে, গোপীগণ! আমার নামের এমনই মাহাত্ম্য যে, নাম স্মরণমাত্র অতলস্পর্শা নদীও অল্পতোয়া হয়, পাপাত্মা ব্যক্তি পবিত্র হয়, এমন কি, দৈত্যাদিও মুক্তিলাভ করে।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক তখনই 'শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মচারী' শব্দ বলিয়া যমুনার জলে নামিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যমুনা ক্ষীণতোয়া হইলে তাঁহারা তাহা অতিক্রম করিয়া দুর্ব্বাশা মুনির আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে পায়সান্ন ও অতিপ্রিয় ঘৃতপক্কান্ন ভোজন করাইলেন। মুনিপ্রবর দুর্ব্বাশা গোপীগণের প্রতি স্নেহবশতঃ সুমিষ্ট পায়সাদি ভোজন করিয়া

তাঁহাদিগকে ব্রজে গমনের অনুমতি করিলেন। তখন গোপীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো! আমরা কি প্রকারে অগাধ জলপূর্ণা প্রবল স্রোতস্বতী যমুনা পার হইব? তদুত্তরে মুনি বলিলেন যে, দুর্ব্বাভোজী বা নিরাহারী আমাকে স্মরণ করিলেই যমুনা তোমাদিগকে পথ দিবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে গান্ধর্ব্বী নাম্নী এক প্রধানা গোপী অন্যান্য গোপীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ন্যায় গোপীগণের সঙ্গ করিয়া কিরূপে ব্রহ্মচারী হইলেন? দুর্ব্বাশা মুনিও আমাদের প্রদত্ত পায়সান্ন ও ঘৃতান্ন প্রচুর ভোজন করিয়া তিনিই বা কি প্রকারে দুর্ব্বাভোজী বা নিরাহারী হইলেন? প্রধানা গোপী যখন মুনিপ্রবরকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন অন্যান্য গোপীগণ উত্তর শ্রবণের জন্য আগ্রহান্বিতা হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীগান্ধর্ব্বীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বাশা মুনি উত্তর করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভূত ও ভৌতিক পদার্থের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা, স্বয়ং অচ্যুত তত্ত্ব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী একথা সুসঙ্গতই হইয়াছে। ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইলেন যে, যেমন আকাশ শব্দগুণ-যুক্ত হয়। আকাশের গুণ শব্দ কিন্তু সেই আকাশ ও আকাশের গুণ শব্দ হইতে ভিন্ন প্রত্যগাত্মা অন্তর্য্যামী পুরুষ পরমাত্মা। পরমাত্মা আকাশে অবস্থিত থাকিলেও আকাশ তাঁহাকে জানিতে পারে না, এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থের মধ্যে দ্রষ্টব্য। এতৎপ্রসঙ্গে দুর্ব্বাশা মুনি বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণের কারণ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার সেই সর্ব্বাতিরিক্ত শক্তিমত্ত্বহেতু তাঁহার তাবৎকার্য্যশক্তি কোথায়ও কখনও পরাভূত হয় না। এই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আপনাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি শরীরদ্বয়ের কারণস্বরূপ, ইহাও একটি উপলক্ষণমাত্র, বস্তুতঃ তিনি

সকল কার্য্যের কারণ। এমন কি, তিনি নিজ আবির্ভাবাদি সকলের কারণ।

অতঃপর উদাহরণস্বরূপে বলিলেন,—এক জীবদেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা-ভেদে দুইটি পক্ষী বাস করেন; ইঁহারা পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন। তন্মধ্যে জীবনামক পক্ষী স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করেন আর অপর পক্ষী ঈশ্বর কেবল সাক্ষিস্বরূপে দ্রষ্টা। জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া স্বয়ং অভোক্তা থাকেন। সংসারের মূল আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। তাঁহা হইতে অভিন্নতত্ত্ব অন্তর্য্যামী ঈশ্বর। জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। জীব অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া নানাবিধ কর্ম্মফলভোগের সহিত এই সংসার ভ্রমণ করিয়া থাকে।

ঈশ্বর ভোক্তা নহেন, তাহার কারণ তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটি মায়ার বৃত্তি। ঈশ্বর মায়াতীত বলিয়া ঈশ্বরে উক্ত বৃত্তিদ্বয় নাই। সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ঈশ্বর ভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যায়,—যেমন আলোক ঘটকে প্রকাশ করে, তাই বলিয়া সেই আলোক ঘটের বিষয় হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর সকলের প্রকাশক হইলেও বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় হন না, শ্রীকৃষ্ণে আবার তাহা অপেক্ষা অতিশয়িতা আছে।

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, শ্রীকৃষ্ণও তো গোপীগণের সহিত বিহার করেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে অকামী বা অবিষয়ী হইতে পারেন? তদুত্তরে শ্রুতি বলেন—কামের দ্বারা চালিত হইয়া যিনি ভোগাভিলাষ করেন, তিনি কামী বা বিষয়ী হন আর যিনি অকামভাবে অর্থাৎ কেবল আনুকূল্যময় প্রেমের দ্বারা বিষয় স্বীকার করেন, তাহাকে কামী বা বিষয়ী বলা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—আত্মারামোঽ-

প্যরীরমৎ (ভাঃ ১০।২৯।৪২) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম অর্থাৎ স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত হইয়াও সদয়ভাবে নিজশক্তি গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছেন, গোপীগণের প্রেমের এতাদৃশ মহিমা। শ্রীকৃষ্ণের অকামিত্ব-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া প্রধানা গোপী মুনিবরকে পুনরায় কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন যে, এবংবিধ শ্রীকৃষ্ণ—গোবিন্দ কিরূপে আমাদের মধ্যে গোপালরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন ? ইত্যাদি—গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সেই সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মুনিবর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মার মধ্যে যে সংলাপ হইয়াছিল, তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি দুর্ব্বাশা শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-সংবাদ আরম্ভের প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন করিলেন তৎপরে সৃষ্টির প্রারম্ভে যে একমাত্র শ্রীনারায়ণ ছিলেন এবং তাঁহাতেই এই বিশ্বসংসার ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। সেই শ্রীনারায়ণের হৃদয়ে প্রথমে সঙ্কল্পরূপে পরে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং দীর্ঘকাল তপস্যার পর শ্রীনারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাহার অভিলষিত প্রশ্নরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা প্রশ্ন করিলেন যে অবতার-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবতার কোন্‌টি ? যাঁহাকে স্মরণ করিলে স্মরণকারিগণ সংসার হইতে অনায়াসে মুক্ত হন।

শ্রীনারায়ণ প্রথমে মোক্ষদায়িকা সপ্ত পুরীর কথা বর্ণনান্তে মথুরা-পুরীর বিষয় বর্ণন করেন যে, তথায় গোপালাখ্য শ্রীকৃষ্ণ নিত্য অবস্থান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপীগণের সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন। শ্রীনারায়ণ সেই গোপালপুরীর উৎকর্ষ-

সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এই গোপালপুরী দ্বাদশ বনে বেষ্টিত। এই দ্বাদশ বনেই শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন লীলা করিয়া থাকেন। সেই দ্বাদশ বনে আবার দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, ব্রহ্মা, নারদাদি বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। 'শ্রীবৃন্দাবনাদিতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের এবং মথুরাদিতে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহরূপে স্থিতি ও লীলা।'

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নকে লইয়া সমস্ত যাদবগণের সহিত, রুক্মিণ্যাদি শক্তি ও পট্টমহিষীবর্গের সমভিব্যাহারে সম্যক্ লীলা-সৌষ্ঠবসহকারে মথুরামণ্ডলে অবস্থিত থাকেন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইঁহারা চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণ-চতুর্ভুজরূপে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত আবার দ্বিভুজরূপে যশোদানন্দনরূপেও প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং অবতারী।

মুনিবর দুর্ব্বাশা গান্ধর্ব্বীর শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব-সম্বন্ধে যে প্রশ্ন হইয়াছিল তাহার উত্তর প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রণবের অর্থ প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত করিলেন। যিনি এই পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহার অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম হইতে মুক্তি ঘটে এবং শুদ্ধ চিৎস্বরূপে পার্ষদদেহে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের গোপালরূপের মহিমাও বর্ণন করিলেন। 'ওঁ তৎ সৎ' এই বাক্য যাঁহাকে নির্দ্দেশ করে, সেই পরব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহারই স্বরূপ গোপাল, তিনি পরম, সত্যস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণের মূল বলিয়া শ্রীনারায়ণেরও তদ্রূপত্ব।

শ্রীকৃষ্ণাবতারের নিত্য নিবাসস্থান মথুরামণ্ডল। যিনি এই স্বরূপের আরাধনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই সেই ধামে গমন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের পূজার প্রকারেও পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি মথুরা প্রদেশে,

এমন কি, জম্বুদ্বীপের যে কোন স্থানে থাকিয়া তাঁহার শিলাদিময়ী শ্রীমূর্ত্তির যথাবিধি পূজা করেন অথবা তদ্গতচিত্তে তাঁহার ধ্যান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয় হন।

শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে ইহাও বলিলেন যে, আমি মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বদা তোমার পূজ্য হইয়াছি। তুমি পরম অধিকারী বলিয়া আমার এই শ্রীকৃষ্ণরূপের উপাসনার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ, অধিকারিভেদে আবার কেহ কেহ চতুর্ব্ব্যূহরূপে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন।

তিনি আরও বলিলেন,—এই জম্বুদ্বীপে যুগানুবর্ত্তী প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিগণ গোপালাদিরূপে আমাকে পূজা করিয়া থাকেন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইঁহারাই চতুর্ব্ব্যূহ। এই চতুর্ব্ব্যূহ সকলেই শ্রীগোপাল হইতে অভিন্ন। শ্রীভগবান্ মন্বাদিরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন আর স্বয়ং শ্রীমুখে স্ব-প্রাপক ভক্তিধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভদ্রবন ও কৃষ্ণবনের অধিবাসিগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া থাকেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবিহীন ব্যক্তিও যদি ভগবদ্ভক্ত হন, তাহা হইলে তিনি শ্রীভগবানের প্রিয় মথুরাপুরীতে বাস করিবার অধিকারী হন। শ্রীভগবানে ভক্তি না থাকিলে কোনও ধর্ম্ম বা পুণ্যবলে শ্রীমথুরা পুরীতে অবস্থান করা যায় না। অবশ্য অন্যান্য তীর্থে যেরূপ পুণ্যবানের অধিকার, এখানে সেরূপ নাই। বরাহপুরাণ বলেন—যাদের কুত্রাপি গতি নাই, তাদের মথুরা-ধামই গতি। শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত হইলেই শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে নিজ প্রিয়স্থান মথুরাধামে বাসের অধিকার দেন।

শ্রীকৃষ্ণই চতুর্ব্ব্যূহাত্মক। ইহা শ্রবণপূর্ব্বক ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্রীবলরামাদি চতুর্ব্ব্যূহ কিরূপে চারিমূর্ত্তি মিলিত

হইয়া কৃষ্ণাখ্য একতত্ত্ব হইবেন? একতত্ত্বের আবার চতুর্ব্ব্যূহ হইবার কারণ কি? অনেকের তো একত্ব সম্ভব নহে। দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন যে, প্রণবও তো একাক্ষর সুতরাং তাঁহার বাচ্য অর্থ একই হওয়া উচিত, চারিটি হইতে পারে না, অতএব সেই প্রণব চারি অক্ষরাত্মক হইলেন কিরূপে? শ্রীনারায়ণ এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, একই বস্তুতে অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে সর্ব্বপ্রকার ভেদ থাকিতে পারে। আর তুমি যে একাক্ষরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা দুইপ্রকারে সঙ্গত হইতে পারে—অনশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ-বস্তুগতরূপে এবং দ্বিতীয়তঃ প্রণবাখ্যবর্ণবিশেষরূপে। অতঃপর একতত্ত্ব কি প্রকারে চতুর্ব্ব্যূহ হইলেন, তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিলেন। তৎপরে মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি যে প্রণবরূপে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূর্ত, তাহাও বলিলেন। 'ক্লীম্' বীজ ও প্রণব অভিন্ন। সুতরাং ক্লী ৺ বীজ ও প্রণব 'শ্রীকৃষ্ণায়' এই মন্ত্রের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব শ্রুতিতে সূচিত ধ্যানকে বিশদভাবে বুঝাইতেছেন—অষ্টপত্রাদি কয়েকটি মন্ত্রের দ্বারা। গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণন দ্রষ্টব্য।

অতঃপর মথুরা-শব্দের অর্থ বলিতেছেন—যেরূপ মন্থনদণ্ডদ্বারা দধি মন্থন করিলে তাহার সারভূত নবনীত উত্থিত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সমগ্র জগৎ মন্থন করিয়া তাহার সারভূত ব্রহ্মাখ্য শ্রীমদনগোপাল মূর্ত্তি আবির্ভূর্ত হইয়া থাকেন সেই কারণে সেই স্থানের নাম মথুরা।

মন্দাধিকারী বিরাট্ উপাসকদিগের স্বপূজাঙ্গধ্যানতত্ত্বে কল্পনা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মাকে শ্রীনারায়ণ স্বীয় দিব্য ধ্বজা ও আতপত্র-চিহ্নিত চরণদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্যের দীপ্তিই শ্রীকৃষ্ণের চরণের

ধ্বজ আর সুমেরু পর্ব্বত ছত্রের হিরণ্ময় দণ্ড। ব্রহ্মলোকই তাঁহার ছত্র। ব্রহ্মাণ্ডের অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগ তাঁহার চরণদ্বয়। ইহাদিগের উপাসনাও কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যে 'শ্রীবৎসলাঞ্ছন' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই শব্দার্থ বর্ণন করিতেছেন।

যিনি লাঞ্ছন অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ চন্দ্রাকৃতি-লোম-চিহ্নের সহিত এবং বক্ষে শ্রী-রেখা ধারণ করিয়া শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর বল্লভরূপে বিরাজমান, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্রীবৎসলাঞ্ছন বলেন। অতঃপর কৌস্তভ শব্দের অর্থ বলিতেছেন। যাঁহার তেজঃ-প্রভাবে সূর্য্য, অগ্নি, বাক্ ও চন্দ্র প্রভৃতি তেজঃসম্পন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, সেই ভগবত্তেজকে ঈশ্বরোপাসকগণ কৌস্তভমণি বলিয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ ও অহঙ্কারকে তাঁহার চারিটী হস্তরূপে কল্পনা করা হয়। যাঁহার বালকের মত মনঃ সত্ত্বগুণরূপ হস্তে বিরাজিত হইয়া চক্র সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে আর জগতের মূলকারণস্বরূপা মায়া, তাহা শার্ঙ্গরূপে তমোগুণরূপ হস্তে অবস্থিত এবং বিশ্বাখ্য পদ্মও সেই করে অবস্থিত। এ-সকলও উপাস্য।

বিষ্ণুভক্তের সংসার-নিবৃত্তিহেতু তাঁহাদের হৃদয়ে যে, 'সোঽহং—শ্রীভগবানের আমি' এইরূপ বিদ্যার উদয় হয়, তাহাই গদারূপে শ্রীভগবানের অহঙ্কারাখ্য-হস্তে অবস্থিত থাকে বলিয়া তাহা উপাস্য। আর দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামরূপ মোক্ষ-প্রাপক পুরুষার্থত্রয় তাঁহার দিব্য কেয়ূররূপে বাহুতে অবস্থিত। দিব্য মহিমান্বিত পুরুষগণ কর্ত্তৃক উহা উপাস্য। এক্ষণে পূর্ব্ববর্ণিত কণ্ঠের বিষয় বলিতেছেন যে, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকে কণ্ঠ বলিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। আর আদ্যা মায়াশক্তি যাহা প্রপঞ্চরূপ আভরণে ভূষিতা তাহাই মালারূপে আবৃত।

তাহাকে মালারূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণই কূটস্থ সর্ব্বকারণ-কারণ অক্ষর-শব্দে কথিত। শ্রীনারায়ণকেই পণ্ডিতগণ কিরীট বলিয়া উপাসনা করেন। সাংখ্য ও যোগদর্শনকে বুধগণ কুণ্ডল বলেন। এই প্রকারে—মন্দাধিকারীর পক্ষে ধ্যানের বিষয় বর্ণনান্তে তাহার ফলস্বরূপ সাক্ষাৎ ধ্যানকে লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল বলিতেছেন। কেবল মুক্তিলাভই ভক্তের ভগবদ্ধ্যানের ফল নহে। পরন্তু শ্রীভগবান্ তাহাকে নিজ আত্মাকে দান করিয়া তাহার প্রেমের বশীভূত হন। শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, বিধাতঃ! তোমাকে যে সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে ধ্যানের বিষয় বলিলাম, ইহা সমস্ত পরে ঘটিবে।

এক্ষণে ব্রহ্মা পুনরায় শ্রীনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উপাসক-গণের প্রকট মূর্ত্তিসমূহের কিরূপে আভরণাদি প্রদান এবং কিরূপেই বা ধ্যান ও পূজাদি করিতে হইবে? দেবগণ, রুদ্রগণ, ব্রহ্মার পুত্রগণ, বিনায়কগণ, দ্বাদশ-আদিত্য, গন্ধর্ব্বগণ কি প্রকারে এবং কাহাকে যজন করেন?

স্বপদানুগা মূর্ত্তি কে? আর অন্তর্দ্ধানেই বা কোন্ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকেন? মনুষ্যগণই বা কিরূপে আপনার কোন্ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন?

পূর্ব্ব বর্ণিত শ্রুতিতে ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে যে তিনটি প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন, তাহারই উত্তর যথাক্রমে দিলেন। গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। তৎপরে স্বপদানুগা মূর্ত্তির পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন যে, যাঁহার আবির্ভাব আছে কিন্তু তিরোভাব নাই, সেইরূপ মূর্ত্তিকেই স্বপদানুগা বলা হয়। শ্রীভগবান্ কদাচিৎ জগতে আবির্ভূত হন আবার কদাচিৎ তিরোভূত হন। তিনি স্বপদে অর্থাৎ গোলোকাখ্য নিজ ধামে বর্ত্তমান থাকেন।

শ্রীভগবানের গোলোকলীলার বিষয় শ্রীব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়-রস……তমহং ভজামি" (ব্রঃ সং-৫।৩৭) শ্লোকে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীব্রহ্মসংহিতায় যে 'তাৎপর্য্য' লিখিয়াছেন তাহা এ-স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছেন। শ্রুতি পাঠকগণ তাহা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন।

অতঃপর কি প্রকারে, কে; কাঁহাকে কি মন্ত্রে পূজা করেন? তাহা সবিস্তারে শ্রীগোপালতাপনী গ্রন্থে ৮০ সংখ্যক মন্ত্র হইতে পাওয়া যাইবে।

অবশেষে "দত্ত্বা স্তুতিং" ৯৯ সংখ্যক মন্ত্রে শ্রীগোপালতাপনী গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে এই পুণ্যতমা উত্তর-তাপনীরূপা স্তুতি এবং সর্ব্বভূতের কর্তৃত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্তৃত্ব প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

অতস্তর দুর্ব্বাশা নিজ উপদেশের প্রামাণিকতা-স্থাপন-মানসে নিজ সম্প্রদায়ের পরিচয় দিতেছেন। এই শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতির সিদ্ধান্তসমূহ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, তৎপরে ব্রহ্মা তৎপুত্র সনকাদি চতুষ্টয়কে বলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট নারদ শ্রবণ করিয়াছেন এবং শ্রীনারদের সকাশে দুর্ব্বাশা মুনি শ্রবণ করিয়া যথাশ্রুত বিষয় গান্ধর্ব্বীকে বলিলেন।

এই দুর্ব্বাশা মুনির এই শ্রুতি-পরম্পরা এবং উপদিষ্ট বিষয় জ্ঞাত হওয়ার পর ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই দুর্ব্বাশা মুনি শ্রীঅম্বরীষের চরণে অপরাধকারী সেই বৈষ্ণবাপরাধী দুর্ব্বাসা হইতে পারেন না। কারণ সেই বৈষ্ণবাপরাধী দুর্ব্বাসা ছিলেন রুদ্রের শিষ্য একজন যোগৈশ্বর্য্যশালী অতএব পাঠকবর্গের নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন উভয়কে এক মনে করিয়া ভ্রম না করেন।

মদীয় পরমারাধ্যতম পরম করুণাময় পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষদ্-গ্রন্থখানি আত্মপ্রকাশ পাইলেন দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ধন্য ও কৃতার্থ-বোধ করিতেছি। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারই আশীর্ব্বাদে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, প্রশ্ন ও শ্বেতাশ্বতর নামক নয়খানি উপনিষদ্ গৌড়ীয়ভাষ্য ও অনুবাদ সহকারে আত্মপ্রকাশ পাইয়াছেন। এক্ষণে দশম উপনিষদ্রূপে গোপালতাপনী প্রকাশিত হইলেন। সকলের নিকট সরলান্তঃকরণে আমার একান্ত নিবেদন যে, এই গ্রন্থ-সম্পাদনে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। সকলই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শক্তিতে ও করুণায় সম্পন্ন হইয়াছে। "কাককে গরুড় করেন, ঐছে দয়াময়" এই বাক্যটি স্মরণ হইতেছে। মূকের বাচালত্ব-লাভ, পঙ্গুর গিরি-উল্লঙ্ঘনসামর্থ্য যে শ্রীগুরু-কৃপাবলে সম্ভব, ইহা তাহারই নিদর্শন, সেজন্য আমি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীগুরুদেবের রাতুল চরণে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে, হে পরমারাধ্যতম গুরুদেব! শ্রীগীতা, শ্রীবেদান্তসূত্র ও শ্রীউপনিষদ্-গ্রন্থমালা-প্রণয়নে তোমারই মহিমা বিঘোষিত হইতেছে সত্য; কিন্তু গ্রন্থ-মধ্যে যে সকল ভুল, ত্রুটী, অমার্জ্জনীয় অপরাধ মাদৃশ অধমের অযোগ্যতা ও অনবধানতাবশতঃ সংঘটিত হইয়াছে তাহার জন্য এ-অধমকে ক্ষমাপন করিয়া শ্রীচরণের নিত্য দাস্য প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করিবেন।

সতীর্থ বৈষ্ণবগণের নিকটও আমার একান্ত প্রার্থনা যে, ভাবী পূজনীয় বৈষ্ণবগণ মাদৃশ অধমের সম্পাদিত-গ্রন্থের ভুল, ত্রুটী সংশোধনপূর্ব্বক শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়-প্রস্থানের বৈষ্ণবপর-শুদ্ধ-ব্যাখ্যা-

মূলে ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ সকলকে অবগত করাইবেন এবং আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

মদীয় পরমপূজনীয় সতীর্থবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও প্রবীণ বৈষ্ণব, তিনি আমাকে এই শ্রীগোপালতাপনী উপনিষৎখানি সম্পাদনের আজ্ঞা করেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার শ্রীচরণে চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমি যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। তথাপি নিজের অযোগ্যতা ও অনবধানতাবশতঃ যে সকল ভ্রম, প্রমাদ গ্রন্থ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এই গ্রন্থ-দর্শনে তিনি যদি নিজগুণে কিছু প্রসন্ন হন, তাহা হইলে আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থবোধ করিব।

মদীয় পরমারাধ্য শিক্ষাগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাসতীর্থ গোস্বামী মহারাজ আমাকে সকল সময়ে গ্রন্থ-সম্পাদনে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। আমি নিতান্ত অযোগ্য, তাহা জানিয়াও এই মহামহিম বৈষ্ণবগণ অহৈতুকী কৃপা-প্রকাশে আমাকে গ্রন্থ-সম্পাদনে আজ্ঞা করেন। অবশ্য তাঁহাদের সন্তোষ-বিধানের মত কার্য্য করিবার শক্তি আমার আদৌ নাই, কেবল তাঁহাদের শ্রীচরণ-কৃপায় যতটুকু যাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহারা প্রসন্ন হউন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। এই গ্রন্থের প্রথমেই তাঁহার আশীর্ব্বাণীটি মুদ্রিত রহিয়াছে, উহাই তাঁহার মাদৃশ অধমের প্রতি কৃপার নিদর্শন।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা মদীয় বর্ত্ম প্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ এই শ্রীআসন ও মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎসেবায় আমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রকটকালেই 'শ্রীউদ্ধবসংবাদ' ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তৎকর্ত্তৃক সম্পাদনকালেই আমাকে গ্রন্থ-সম্পাদন-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অপ্রকটে তাঁহার সঙ্কলিত ও আরব্ধ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অসমাপ্তাংশ তাঁহারই আদেশে মাদৃশ অধমের দ্বারা কোন প্রকারে সমাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার দ্বারা সমাপ্ত হইলেই গ্রন্থদ্বয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; যাহাহউক, সেই অবধি গ্রন্থ-সম্পাদনে যে আমার প্রবল স্পৃহা জাগে, তাহা তাঁহারই করুণায় ও প্রেরণায়। তিনি যদি এই শ্রীআসন ও মিশন রচনা না করিতেন এবং গ্রন্থ-সম্পাদন-কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত না করিতেন, তবে আমার-দ্বারা গ্রন্থ-সম্পাদন তো দূরের কথা, আমার পারমার্থিক জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইত, তাহা জগদীশ্বর ব্যতীত কেই বা জানেন। অতএব আমার দ্বারা শ্রীআসন ও মিশনের পরিচালনা এবং বেদান্তাদি গ্রন্থের সম্পাদনা সকলই তাঁহার কৃপায়ই সম্পন্ন হইল। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী ও কৃতজ্ঞ হইয়া দাস্যসূত্রে আবদ্ধ, তিনি যে কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কিভাবে সম্পাদিত হইতেছে, নিত্যধাম হইতে তিনি নিশ্চয় দর্শন করিতেছেন। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, তিনিই আমাকে সংসার কূপ হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছেন এবং যাহাতে "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা" তদানুগত্যে করিতে পারি, তাহারও সুযোগ দিয়া

অন্তরাল হইতে লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণাম জানাই।

আমাদের শ্রীআসনের পণ্ডিতবর মহোপাধ্যায় শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহাশয় অশেষশাস্ত্রদর্শী ও প্রবীণ পণ্ডিত, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তিনি আমাকে বিশেষ বাৎসল্যযুক্ত স্নেহ করেন, যাহার ফলে অতি বৃদ্ধ বয়সেও এই সকল গ্রন্থ-সম্পাদন-কার্য্যে আমাকে পরম উদার ও নিরলসভাবে সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ রামানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় গ্রন্থ-প্রচারকার্য্যে যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমি একাধারে বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইয়াছি। তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে দুর্ব্বোধ্য ও অতিশয় মূল্যবান্ এই গ্রন্থ সমূহকে অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষ করিয়াছেন, তাহা শুধু আমি নহি, সকলেরই নিকট আশ্চর্য্যজনক বোধ হইয়াছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার মঙ্গল কামনা করি। তিনি উত্তরোত্তর হরিভজনের পথে অগ্রসর হইয়া সকলের বিস্ময়জনকভাবে সাফল্য লাভ করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রসাদভাজন হউন, ইহাও আমি কামনা করি।

'রূপলেখা' প্রেসের স্বত্বাধিকারী আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী, বি, এস্, সি, ভক্তিকলানিধি, মহাশয় বিশেষ যত্নসহকারে ও নিপুণতার সহিত যেরূপভাবে শ্রীআসনের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী মুদ্রণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। শুধু ধন্যবাদ জানাইয়াই আমি ক্ষান্ত হইতে পারি না, তিনি উত্তরোত্তর হরিভজনের পথে অগ্রসর হইয়া মানব জীবন সফল করুন,

ইহাই আমার একান্ত বাসনা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথ নন্দী বি, কম্, মহাশয়ও পূর্ব্বে বহুবার এবং বিশেষতঃ এই গোপালতাপনী মুদ্রণসময়েও যে পরিশ্রম ও যত্ন লইয়াছে, তজ্জন্য আমি বিশেষ মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট। আমার মনে হয়, শ্রীমান্ দ্বিজেন যদি এবারে সাহায্য না করিত, তাহা হইলে এ-গ্রন্থ মুদ্রণই সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। আমি সেজন্য দ্বিজেনের, দ্বিজেনের পিতার এবং পরিবারের সকলের নিত্যমঙ্গল কামনা করি।

আমাদের প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বাইণ্ডিং-কার্য্যে শ্রীমান্ মোহনলাল নন্দী মহাশয় যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তিনিও অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এই গ্রন্থের শেষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উপনিষদ্-গ্রন্থমালা সম্বন্ধে সমালোচনা মুদ্রিত রহিয়াছে এবং বিভিন্ন মনীষিবৃন্দের ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের মন্তব্য সংযোজিত রহিয়াছে। আমি সেই সকল পত্রিকার সম্পাদকবর্গকে এবং বিভিন্ন মাননীয় ব্যক্তিগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের শ্রীআসন ও মিশন হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর নিয়মিত আগ্রহশীল পাঠকবর্গের নিকট আমার নিবেদন এই যে, গ্রন্থ-মধ্যে আমার অযোগ্যতা ও অনবধানতাবশতঃ যে সকল ভ্রম ও প্রমদাদি প্রবেশ করিয়াছে,- তাহা সুধী ও শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গ নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিয়া সংশোধন পূর্ব্বক তত্ত্বার্থ গ্রহণ করিলে আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

পাঠক ও গ্রাহকবর্গের নিকট আমি বিশেষভাবে জানাইতেছি যে, আমার বয়স সম্প্রতি সত্তর বৎসর। বহুদিন হইতেই ডায়বেটিস্ ও

ব্লাডপ্রেসার রোগে আক্রান্ত। দুই চক্ষুতেই দৃষ্টি-রোধ দেখা দিয়াছে এবং মস্তিষ্ক ঘূর্ণনও আরম্ভ হইয়াছে। তৎসঙ্গে স্মৃতি-শক্তিরও অভাব দেখা দিয়াছে। সে-কারণ আমি আমার প্রতিশ্রুত 'বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য' উপনিষদ্ দুইখানি সম্পাদন করিতে বর্ত্তমানে অসমর্থ হইতেছি। একে ত' শরীরের অসমর্থতা তদুপরি মুদ্রণ-ব্যাপারেও যেরূপ দুর্ম্ল্যতা, ক্লেশ ও দুর্যোগ দেখা দিয়াছে, তাহাতে এইরূপ বিপুলাকার উপনিষদ্দ্বয়ের সম্পাদন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছি না। তজ্জন্য আমি সকলের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ভবিষ্যতে কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব ইহা বৈষ্ণবপর ব্যাখ্যাসহ সম্পাদন করিবেন, এই আশাবদ্ধ রহিল।

সর্ব্বশেষ আমি শ্রীআসনের সকল শিষ্যবর্গকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, আমার জীবন সমাপ্তপ্রায়, শিষ্যবর্গের ও সহানুভূতিশীল ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত কায়মনোবাক্য ও অর্থের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াই আমি গ্রন্থ-সম্পাদন-কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; এক্ষণে সকলে আপনারা হরিভজনে মনোনিবেশ করুন। সময় আমাদের বেশী নাই। হরিভজন-ব্যতিরেকে আমরা যাহাই করিব, তাহার মূল্য কিছুই নাই। সেজন্য আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিতেন—"হরিভজন-কারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ।"

জানিনা, কোন অজ্ঞাত সুকৃতিবলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় আজ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছি, তাই সম্প্রদায়ের কোনও সেবা করিতে পারি কিনা, এই ভাবনায় কালাতিপাত করিতে থাকিলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুক কৃপায় গ্রন্থ-সম্পাদনের এই অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ-বিষয়ে সকল আশা পূর্ণ হইল না। তথাপি জন্মান্তরে পুনরায় সুযোগের আশা লইয়া

শ্রীগুরুবর্গের মহিমারই জয়ঘোষণাপূর্ব্বক তাঁহাদেরই নিত্যদাস্য প্রার্থনা করি।

বাংলা ৩০ শে বৈশাখ ১৩৮২ সাল।

শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া,

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮৯।

নিবেদনমিতি

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মরেণু-

সেবাভিলাষী-দাসাধম—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীলগুরুমহারাজের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ্‌গ্রন্থখানির সম্পাদনা ও প্রকাশনা সমাপ্ত হইয়া অক্ষয়তৃতীয়াতে আত্মপ্রকাশ পাইতেছেন। এই উপনিষদ্‌খানিতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা, মন্ত্র, ভজন ও পূজন-বিষয় বর্ণিত থাকায় ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম আদরের বস্তু। ইহা উপনিষদ্ শিরোমণি বলিয়া বিখ্যাত হওয়ায় গৌড়ীয়গণের পরম উপজীব্য গ্রন্থ।

আমাদের পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমদ্বলদেব ভাষ্যসমন্বিত শ্রীগীতার একটী মনোরম সংস্করণ নিজরচিত 'অনুভূষণ'-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা যে অভূতপূর্ব্ব হইয়াছে, পাঠকমাত্রই তাহা অবগত হইয়াছেন, তৎপরে গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিরচিত শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকা-সমন্বিত শ্রীবেদান্তসূত্রের অন্বয়, অনুবাদ এবং ভাষ্য ও টীকার বঙ্গানুবাদ সহ নিজরচিত **'সিদ্ধান্তকণা'**-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত বেদান্তসূত্র গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাও পাঠকমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক দুরূহ বিষয়ের সহজবোধ্যতা সম্বন্ধে অনুভূত করাইয়াছেন।

অবশেষে উপনিষদ্-গ্রন্থমালার সম্পাদনা আরম্ভ করিয়া প্রথমে ঈশ, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও প্রশ্ন নামক নয়খানি উপনিষদ্ নিজরচিত **'তত্ত্বকণা'**-নাম্নী গৌড়ীয় ব্যাখ্যার সহিত সম্পাদন সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে দশম-উপনিষদ্‌রূপে শ্রীগোপালতাপনী- উপনিষদ্‌খানির সম্পাদনা সমাপ্ত করিলেন। আজ

আমরা শুধু নহি, গৌড়ীয় ধর্ম্মানুরাগীমাত্রই, এমন কি, বৈদিক ধর্ম্মপথের অনুসরণকারিগণও সকলে আনন্দিত হইয়াছেন এবং উচ্চকণ্ঠে শ্রীল মহারাজের এই মহা-অবদান-বিষয়ে প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহার সম্পাদিত যে কোন গ্রন্থই পাঠ করা যাউক না কেন, সর্ব্বত্রই তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণাবলীর দ্বারা সুসংবর্দ্ধিত করিয়াছেন তাহা সকলের নিকট অভূতপূর্ব্ব বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সকল শাস্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে অধ্যয়ন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও শ্রীমদ্ভাগবতকেই অমল প্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং নিজ আচার ও প্রচারের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম জগতে সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামীবর্গ শ্রীমদ্ভাগবতাবলম্বনে বিপুল গোস্বামিশাস্ত্র রচনা করিয়া জগদ্বাসীকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন।

আমাদের পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** তথা পরমারাধ্যতম পরাৎপর গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও** বিভিন্ন গ্রন্থ-রচনা ও আচার-প্রচারের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তথা গোস্বামি-পাদগণের আচরিত ও প্রচারিত সুবিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন করিয়া সমগ্র বেদ, বেদান্তের সারনিহিত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে সর্ব্বসমক্ষে সুবিস্তার করিয়াছেন। আমাদের পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব শ্রীআসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ** আমাদের শ্রীল গুরুমহারাজকে লইয়া এই প্রতিষ্ঠান রচনা করতঃ এই সকল গ্রন্থরচনা-রূপ মহৎকার্য্যের সূচনা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীআসন-

বাসী সকলেই আমরা পূজ্যপাদ শ্রীল ভারতীমহারাজের করুণার বিষয় অনুধাবন করিতেছি। তিনি যদি আজ আমাদের গুরুমহারাজকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়া না যাইতেন তবে আমরা এই অপূর্ব্ব দান-গ্রহণে বঞ্চিত হইতাম। সুতরাং শতকণ্ঠে তাঁহার জয়গান করি।

আমাদের শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁহার সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্তে একথা অকপটে স্বীকার ও প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাবলেই এই দুরূহকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে এবং সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে তাঁহাকে অসীম কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, যাহার বলে আজ তিনি শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়-প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনায় সমর্থ হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন আমরা শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত কয়েকটি শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারি, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল। এই সময়ে আমাদের শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারিরূপে শ্রীগুরু-সেবায় রত থাকিয়া শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে সর্ব্বত্র শ্রীগুরুদেবের বাণী প্রচার করিয়া তাঁহার কিরূপ সুখোদয় করিয়াছিলেন তাহাও নিম্নলিখিত আশীর্ব্বাদপত্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যাইবে। সেই সময়ে শ্রীগুরুদেব মহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, বিদ্যাবাগীশ, ভক্তিশাস্ত্রী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আজ সেই পরমগুরুদেবের কৃপাশক্তিবলেই আমাদের শ্রীগুরুদেবে এই আচার্য্যশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকাচার্য্যপ্রবর মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ-শ্রীমদ্ভাগবতানুগ-বিচারে শ্রুতি-স্মৃতি ও ন্যায় প্রস্থানত্রয়ের গৌড়ীয় ভাষ্য প্রণয়ন পূর্ব্বক বেদান্ত-উপনিষদ্-শ্রীমদ্ভগবদগীতা ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশনাদ্বারে স্বীয় সম্প্রদায়ের সেবা ও শ্রদ্ধালু পাঠকগণের মহদোপকার করিয়াছিলেন। আমরা সর্ব্ব বিষয়ে অযোগ্য হইলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবাভিলাষে শ্রীমদ্ভগবদগীতা. ঈশ-কেন-কঠ ইত্যাদি উপনিষদ্ গ্রন্থসমূহের দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের সন্তোষ বিধানে যত্ন করিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণায় এক্ষণে উপনিষদ্ শিরোমণি—'শ্রীগোপালতাপনী' প্রকাশিত হইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পরম উপজীব্য শ্রীগোপালতাপনীতে গোপীজনবল্লভ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা ও শাশ্বতী সিদ্ধি লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থ সম্পাদক—মদীয় শ্রীগুরুমহারাজ 'তত্ত্ব মঞ্জুষা' নাম্নী ভূমিকায় শ্রীগোপাল তাপনীর বিষয়বস্তু অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। অতএব আমরা এবিষয়ে অধিক বর্ণনে ধৃষ্টতা পরিহার করিলাম।

আমাদের অনবধানে গ্রন্থমধ্যে মুদ্রণজনিত ভ্রম-প্রমাদ সুধী পাঠকগণ ক্ষমাপূর্ব্বক শ্রুতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব।

শ্রীঅক্ষয়তৃতীয়া তিথি
১৯ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৫০৭
১২ বৈশাখ, বাংলা ১৪০০ সাল

ইতি—
বৈষ্ণবদাসানুদাস,

(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারণে বিধৌ।
অতুলোৎসাহসচ্চেষ্টাসম্পন্নাশেষচেতসে ॥১॥
সাত্বতশাস্ত্রসদ্‌যুক্তিযুক্তবাণী-প্রকাশিনে।
শ্রীমৎসিদ্ধস্বরূপায় ব্রহ্মচর্য্যপদাজুষে ॥২॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
উপদেশক ইত্যেষ উপাধিরদ্য সাদরম্ ॥৩॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥৪॥
বেদেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥৫॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রচারণে কৃতী।
বৈষ্ণবশাস্ত্রসদ্ব্যাখ্যানিপুণো বাগ্মিতাযুতঃ॥
ব্রহ্মচারিবরঃ শ্রীমদ্গুরুভক্তিপরায়ণঃ।
সিদ্ধস্বরূপনামায়ং শ্রীমান্ সদ্গুণরাজিতঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈর্মুদা বিমণ্ড্যতে।
মহোপদেশক খ্যাতিপ্রবরেণাদ্য সাদরম্।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুশুভ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিপুলোৎসাহচেষ্টা-সম্পন্নায়োদারবুদ্ধয়ে।
শাস্ত্রযুক্ত্যা পরস্যাপি দুষ্টমতবিনাশিনে॥
মহোপদেশকাহ্বায় শ্রীমতে ব্রহ্মচারিণে।
সিদ্ধস্বরূপসংজ্ঞায় সিদ্ধরূপস্থসেবিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
বিদ্যাবাগীশ ইত্যেতদুপাধিপ্রবরং মুদা॥
সপ্তেষুবসুশুভ্রাংশু শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

আশা করি শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের সম্পাদিত এই উপনিষদ্‌খানি পাঠ করিয়া ভক্তবৃন্দ, সুধী ও সজ্জন পাঠকবৃন্দ পরমানন্দিত হইবেন। এতদধিক আর কিছু বর্ণন না করিয়া কেবলমাত্র আমাদের শ্রীগুরুদেবের বন্দনা- মুখে আমার নিবেদন সমাপ্ত করিতেছি। ইতি—

নমো ওঁ গুরুদেবায় ধীমতে সৌম্যমূর্ত্তয়ে।
ভক্তিশ্রীরূপসিদ্ধান্তী প্রভবে শ্রীমহাত্মনে॥
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচারিণে সতে।
সাত্বতশাস্ত্রসদ্‌ব্যাখ্যা-নিপুণায় মহামতে॥
ব্রহ্মসূত্র-শ্রুতি-স্মৃতৌ গৌড়ীয়ভাষ্যকারিণে।
শাস্ত্রযুক্ত্যা ততস্তত্র বিপ্রতিপত্তিনাশিনে॥
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াধীশ-সেবা-প্রকাশিনে।
বৈষ্ণবাচার্য্যদেবায় নিত্যকল্যাণ-দায়িনে॥

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর আবির্ভাব-তিথি।
গৌরাব্দ ৪৮৯, ১৬মধুসূদন।
২৭ বৈশাখ, ১৩৮২ সাল।
ইংরাজী ১১ মে ১৯৭৫।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-রেণু-সেবাভিলাষী-দাসাধম—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষুশ্রীভক্তিহৃদয় ভাগবত

কলিকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়স্য মহাচার্য্যেণ মহোপাধ্যায় বিবিধশাস্ত্রবেত্তৃ পণ্ডিতবর শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ বেদান্তরত্ন ভক্তিভূষণেন রচিতম্।

উপনিষত্তাৎপর্য্যম্

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।

যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি বুধাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
তং দেবং পরমেশানং ভক্ত্যা বয়মুপাস্মহে॥

তত্র তদ্দর্শনোপায়ো বহুধা ভাষ্যকৃন্মতঃ।
কেচিজ্ জ্ঞানং কর্ম্ম কেচিৎ ভজনং কেচিদূচিরে॥
তমেব বিদিত্বাত্যেতি মৃত্যুং শ্রুতিরিয়ং দৃঢ়ম্।
বক্তি কিন্তু বেদনার্থ আচার্য্যাণাং পৃথক্ পৃথক্॥

ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা সা নোপেক্ষ্যা সুখোন্মুখী।
ন্যায়েনৈতেন সুগমং পন্থানং ভেজিরে বুধাঃ॥
বিদ্যা হি দ্বিবিধা প্রোক্তা পরাপর-বিভেদতঃ।
ভক্তিস্তত্র পরা বিদ্যা তদন্যা কথ্যতেঽপরা॥

যয়াধিগম্যতেঽধীশঃ শ্রুতিসারমিদং ততঃ।
পুরুষৈর্নিত্যকল্যাণকামিভিঃ সা ন হীয়তে॥
কেচিদদ্বৈতমার্গেণ তদ্দর্শনমূশন্তি বৈ।
অন্যে যাগাদিভিঃ সাধ্যং জগুস্তদ্দর্শনং বুধাঃ॥

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদং শ্রীরামানুজঃ প্রভুর্জ্জগৌ।
আচার্য্য মাধ্ববাদস্তু দ্বৈতমার্গে প্রবৃত্তিমান্ ॥
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনা শুদ্ধাদ্বৈতবাদঃ প্রবর্ত্তিতঃ।
নিম্বাদিত্যো বর্ণিতবান্ দ্বৈতাদ্বৈতমতং পৃথক্ ॥

মহাপ্রভুঃ শ্রীভগবান্ ব্রহ্মমাধ্বাদিভিঃ সহ।
গৌড়ীয়-সম্প্রদায়স্য ভেদাভেদমচিন্ত্যকম্ ॥
সিদ্ধান্তং বর্ণয়ন্ লোকে শুদ্ধভক্তি-প্রদর্শকঃ।
অনুস্মৃত্যাশয়ং খ্যাতো যদ্যপি শ্রূয়তে কিল ॥

কিন্তু বিদ্যাভূষণ শ্রীবলদেবঃ প্রভুঃ পুরা।
দশোপনিষদাং ভাষ্যং প্রণিনায় মনীষয়া ॥
দুর্ভাগ্যবশতোঽস্মাভিস্তত্রৈকমীশ-ভাষ্যকম্।
লব্ধমন্যদনুরাপং তত্ ত্রিদণ্ডিস্বামিনা স্বয়ম্ ॥

'ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তিনা'-চার্য্যেণ মহাত্মনা।
নাম্না 'তত্ত্বকণা' টীকা মহাপ্রভু-মতানুগা ॥
রচয়িত্বা সপ্রকাশা দশোপনিষদাবলৌ।
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তিগাথা মঠাধীশেন রক্ষিতা ॥

সর্ব্বে গাস্যন্তি তদ্দানে প্রযত্নং বিশ্বমঙ্গলম্।
ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডূক্য-তিত্তিরি ॥
ঐতরেয়ঞ্চ শ্বেতাশ্বতরং গোপালতাপনী।
দশোপনিষদোহেতা নিদানং ভাষ্যসঞ্চয়ে ॥

ইতি কৃত্বা তৎপ্রযত্নো কৃতস্তত্ত্বকণাকৃতৌ।
আধ্যাত্মিকমাধিদৈবমাধিভৌতিকমেব চ ॥
এতন্ত্রিদুঃখোপশমোঽভীষ্টত্বেন মতঃ স্মৃতঃ।
ষড়্দর্শনানি তচ্ছান্তৌ মার্গা ইতি বিভাব্যতে ॥

বেদান্তদর্শনং তেষু মুখ্যং শ্রুতিমতং যতঃ।
প্রতিজ্ঞা হেতুদৃষ্টান্তঃ পরামর্শো বিনির্ণয়ঃ॥
ইতি পঞ্চৈবাবয়বান্-সাধ্যতত্ত্বে বিনির্দিশেৎ।
ঈশঃ সদানন্দবিজ্ঞঃ কারণং স প্রপঞ্চকে॥

প্রতিজ্ঞৈষা জগত্সৃষ্টেঃ স্থিতেশ্চ লয়-হেতুতঃ।
হেতুনা সহ সম্বন্ধঃ কার্য্যস্য ব্যাপ্তিরুচ্যতে॥
দৃষ্টান্তো ঘটনির্ম্মাণে কুলালোঽব্যভিচারতঃ।
সাধ্যব্যাপ্তি বিশিষ্টস্য হেতোঃ পক্ষে স্থিতিঃ স্মৃতঃ॥

পরামর্শো নিগমনমতদ্ব্যাবৃত্তিরূপধৃক্।
প্রমাণাদি-পদার্থানাং নিশ্চয়ান্মুক্তিরুচ্যতে॥
নৈয়ায়িকৈ র্ন তচ্ছক্যমানস্ত্যাৎ তত্ত্ববেদনে।
শ্রুত্যা বিরোধাৎ প্রকৃতের্হেতুতা সা কথং ভবেৎ॥

স ঐক্ষতেতি শ্রুত্যা যদ্বীক্ষণং জড়-দুর্লভম্।
মীমাংসকমতে কর্ম্ম নির্দিষ্টমীশদর্শনে॥
পারত্রিকং ফলং তদ্ধি কথমস্মিংস্তদাগমঃ।
বৈশেষিকাণাং সরণি র্ন্যায়দৃষ্ট্যা বিচার্য্যতাম্॥

যোগশাস্ত্রং তত্ত্বতস্তু ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিতম্।
শেষোবেদান্তসিদ্ধান্ত আশ্রেয়স্তত্ত্বনির্ণয়ে॥
মতভেদেষু তত্রাপি ভক্তিঃ পন্থাঃ সুসম্মতঃ।
বৈষ্ণবৈরাশ্রিতঃ সম্যগ্লক্ষ্যেষ্বব্যভিচারতঃ॥

তৎ প্রামাণ্যং ব্যাসসূত্রৈ স্তত্র তত্র প্রদর্শিতম্।
শ্রোতব্যঃ স হি মন্তব্যো নিদিধ্যাসন-গোচরঃ॥
ধ্যানং নিরন্তরং তত্ত্বমিতরচ্ছেদ-কারণম্।
ধ্রুবানুস্মৃতিরূপং তৎ তৈলধারা নিরন্তরা॥

যথা পতেৎ ত্ববিচ্ছিন্নং ধ্যানং তদ্দর্শনে স্মৃতিঃ।
তস্মিন্‌দৃষ্টে কিমজ্ঞাতং কিমলভ্যং ভবেদিহ॥
অশেষকল্যাণগুণো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
তল্লাভে দ্বিবিধা ভক্তিঃ সাধ্যসাধনভেদতঃ॥

শ্রবণাদি-নববিধা ভক্তিঃ সাধনমুচ্যতে।
প্রেমোৎকর্ষেণ তৎপ্রাপ্তিঃ সাধ্যা ভক্তির্নিগদ্যতে॥
আত্মনস্তত্র শরণধিয়া সর্ব্বসমর্পণাত্।
সা জায়তে তদিতরব্যাসঙ্গ-বিরতিস্তদা॥

এষ যোগ ইতি খ্যাতো ধ্যানাভ্যাসোঽপি তৎফলম্।
কীর্ত্তনং ভগবন্নাম্নো নামি-স্মরণকারণম্॥
অভেদো নামিনোনাম্নস্তস্মাৎ তৎকীর্ত্তনংপরম্।
তস্যোপনিষদং জ্ঞাতুমিচ্ছামি পুরুষং পিতঃ॥

ইত্যর্থিতঃ পিতোবাচারুণয়ে বরুণঃ শ্রুতিম্।
প্রশ্নে কতমআত্মেতি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা সপুরুষঃ॥
নপশ্যো মৃত্যুংপশ্যতি নরোগং নোত দুঃখিতাম্।
ইতি চ্ছান্দোগ্যোপনিষদ্ আত্মানং স্বপ্রকাশকম্॥

জ্ঞানরূপঞ্চ বিজ্ঞানময়মন্যম্ মনোময়াৎ।
আনন্দময়মেতস্মাৎ বিজ্ঞানাচ্ছ্রেয় উচ্যতে॥
স ভূমা স রসস্তং বৈ লব্ধ্যানন্দীভবেৎ পুমান্।
সদেব সৌম্যেদমগ্র একমেবাদ্বিতয়কম্॥

বক্তি মুণ্ডকোপনিষচ্ছ্বেতশ্বতরবাগপি।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং হি ব্রহ্মেত্যাহ মুহুর্ম্মুহুঃ॥
অসমোর্দ্ধস্বরূপত্বাৎ ত্রিধাভেদ-বিবর্জ্জিতম্।
আত্মতত্ত্বং বদন্ত্যেতত্তদোপনিষদং বচঃ॥

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদস্থ যাদৃগ্রূপঃ প্রকাশিতঃ।
উচ্যতে স হি সঙ্ক্ষেপাদদ্বৈতবাদ-খণ্ডনে ॥
কর্ম্ম জ্ঞানং নোপযোগি তৎসাধনচতুষ্টয়ম্।
ততোঽথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শঙ্করস্থ মতং পুনঃ ॥

নৈতদ্ যুক্তং নায়মাত্মা লভ্যঃ প্রবচনেন হি।
ন মেধয়া ন শ্রুতেন ত্যাগেনাত্মা সমীক্ষ্যতে ॥
ধ্রুবানুস্মৃতিরেব স্থাদ্দ্বায়ং তদ্দর্শনে স্মৃতম্।
যমেবৈষ হি বৃণুতে তেন লভ্যঃ স নান্যথা ॥

তস্যৈব আত্মা বৃণুতে স্বাং তনুং মৌণ্ডকং বচঃ।
ধ্রুবানুস্মৃতিশব্দার্থোঽবিচ্ছিন্নং তস্থদর্শনম্ ॥
প্রত্যক্ষতাপত্তিরেতদ্দর্শনং প্রতিপাদিতম্।
ফলান্তরস্থ বৈমুখ্যং তস্থ প্রীতিং করোতি হি ॥

ভক্তির্ধ্রুবানুস্মরণ উপাসনপদাভিধা।
ধ্রুবস্মৃতেঃ সাধনানি যজ্ঞাদীনীতি সম্মতম্ ॥
তমেবং বেদানুবচো যজ্ঞদানোপবাসকৈঃ।
ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি তস্মাৎ কার্য্যা ধ্রুবা স্মৃতিঃ ॥

অশেষকল্যাণগুণোভগবানিতি শব্দ্যতে।
সত্যার্জ্জবদয়াদানাহিংসা নপ্রতিকূলতা ॥
কল্যাণানি হ্যনন্তানি শ্রীহরেঃ সন্তি সর্ব্বদা।
সত্যমেতদ্ বিশিষ্টং তদদ্বৈতং মতমুচ্যতে ॥

নাস্মভ্যং রোচতে তদ্ যদীশোপনিষদোবচঃ।
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চশ্রিত্বা যস্তদ্বেদোভয়ং স হি ॥
অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।
প্রমাণত্বেন ব্রহ্মাপ্তৌ জ্ঞানং কারণমুচ্যতে ॥

কিং জ্ঞানেন হৃভক্তস্য ন বা তৎ সর্ব্বগোচরম্।
কর্ম্মণা চ মৃত্যুং তীর্ত্বা কথমেতৎ প্রবর্ত্ততে॥
জ্ঞানং ন সুলভং কর্ম্ম নৈব মূর্খেষু সম্ভবেৎ।
স্ত্রীচণ্ডালাদিমূর্খাণামধিকারো ন যচ্ছ্রুতৌ॥

উপাশ্রয়স্ততঃ পন্থাঃ সরলঃ সর্ব্বগো ভবেৎ।
প্রহ্লাদ-ধ্রুব-নারীণাং তিরশ্চাং শ্রূয়তে হরেঃ॥
দর্শনং পরমাবাপ্তিস্তস্মাত্তত্র প্রবর্ত্ততাম্।
সাধুমঙ্গলকৃচ্ছাস্ত্রস্ত্যাগমার্গে প্রতিষ্ঠিতঃ॥

মহারাজোঽবোধয়ত্তৎ শ্রুতিতত্ত্বকণৈঃ কৃতৈঃ।
শ্রৌতভাষ্যৈঃ সানুবাদৈঃ যত্নতশ্চপ্রকাশিতৈঃ॥
মহারাজনিদেশেন ভগবৎকৃপয়া ময়া।
দ্বৈতবাদস্থাপনায় 'শ্রুত্যর্থ বোধিনী' কৃতা॥

সাধবঃ পরিতুষ্যেয়ুর্যদি সা সার্থকঃ শ্রমঃ।
ত্রুটিপ্রমাদৌ লক্ষ্যৌ চেৎ ক্ষমস্তাং বিদুষাংগণাঃ॥

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি,	শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মমধুপসমপ্রেক্ষকঃ
১৩ই চৈত্র ১৩৮১ সাল।	**শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ দেবশর্ম্মা**

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মন্ত্র-সূচী

(বর্ণমালানুক্রমে)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অথর্ব্ববেদীয়-

শ্রীগোপালতাপনীয়োপনিষৎ

(পূর্ব্ববিভাগঃ)

মঙ্গলাচরণম্

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

গ্রন্থারম্ভে নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত মঙ্গলাচরণ কর্ত্তব্য। এজন্য গ্রন্থ-সম্পাদক পরমদেবতা ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে আত্মসমর্পণরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। ঐকান্তিক কৃষ্ণ-ভক্তগণ কোন ফলের কামনা না করিয়াই নিরুপাধিক প্রেমবশে সকল কার্য্যের আরম্ভে আরাধ্যদেবের প্রীতিবিধান-উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। শিষ্টসম্প্রদায় বলিয়াছেন,—

'জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
শাস্ত্রাদৌ তেন কর্ত্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ।'

যে কোন গ্রন্থ-পাঠের পূর্ব্বে পাঠক প্রথমে জানিতে চায়—পাঠ্য গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয় কি? এবং সেই পাঠের ফল কি? তৎপরে গ্রন্থের সহিত প্রতিপাদ্য-বিষয়ের কি সম্বন্ধ? এবং ফলের সহিত প্রতিপাদ্য-বিষয়ের কি সম্বন্ধ? ইহা জানিতে পারিলেই তাহা পড়িতে প্রবৃত্ত হয়; ইহাই সাধারণ নিয়ম, তন্মধ্যে জীবমাত্রেরই বিশেষতঃ

ত্রিতাপদগ্ধ জীবের পক্ষে দুঃখ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তিই স্বাভাবিক কাম্য। সেই কামনার পরিপূর্ত্তি-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেই পাঠকের আগ্রহাতিশয় জন্মে। এই শ্রীগোপালতাপনী-নাম্নী উপনিষৎখানি উদ্দেশরূপে প্রথমে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে—'উদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চ', প্রথমে প্রারিপ্সিত-গ্রন্থের সামান্যাকারে উল্লেখ হইবে, পরে তাহার লক্ষণ এবং পরিশেষে তাহার পরীক্ষা প্রয়োজন হয়। গোপালতাপনী নামের উল্লেখ গ্রন্থের পরিচয় দিতেছে। এই উপনিষৎখানি অথর্ব্ববেদীয় পিপ্পলাদ-শাখান্তর্গত। এজন্য ইহাকে আথর্ব্বণোপনিষদ্ বলে। শ্রীগোপাল-শব্দের অর্থ যিনি গো অর্থাৎ বেদবাক্য ও পৃথিবীর পরিপালক। বেদ ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত অর্থাৎ নিঃশ্বাসের মত সহজভাবেই ঈশ্বর হইতে ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ প্রকাশ পাইয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে কথিত আছে—'তস্যৈতস্য মহতঃ পুরুষস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ আথর্ব্বণশ্চ'। যাহা হইতে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাকে বেদ বলে; ঈশ্বর সেই বেদ-বক্তা, এজন্য উহার প্রামাণ্য। তপ্‌ ধাতুর অর্থ প্রকাশ, যে উপনিষৎ শ্রীগোপাল-সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহার নাম শ্রীগোপালতাপনী। গোপালের নামান্তর শ্রীকৃষ্ণ, এজন্য 'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইল। কৃষ্ণ-শব্দটি কৃষ্‌ ধাতুর উত্তর 'ণ' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। কথিত আছে—'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।' 'কৃষ্‌' ধাতুর অর্থ সত্তা, 'ণ' প্রত্যয়ের অর্থ নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দ, উভয়ের মিলিতার্থ সদানন্দ, যিনি পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর—তিনি কৃষ্ণ-শব্দের বাচ্য। তাঁহাকে নমস্কার অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিতেছি। নমস্ শব্দের অর্থ 'স্বাবধিকোৎকর্ষবোধকব্যাপারঃ।'

যাহা দ্বারা নিজের অহমিকা নিবৃত্ত হইয়া নিজ হইতে প্রণম্যের উৎকর্ষ বোধিত হয়, তাহাই নমস্কার, ইহা বাচিক, কায়িক ও মানসিক-ভেদে ত্রিবিধ, তন্মধ্যে শব্দ-প্রয়োগ দ্বারা যে উৎকর্ষ বোধিত হয়, তাহা বাচিক নমস্কার; যাহা শরীর দ্বারা অর্থাৎ ভূলুণ্ঠিত মস্তকে অথবা করশিরঃ-সংযোগে সাধিত হয়, তাহা কায়িক; মনে মনে শরণাগতি মানসিক। এখানে বাচিক প্রণাম দর্শিত হইয়াছে। শ্রী-শব্দে কৃষ্ণশক্তি—রাধাতত্ত্বকেও বুঝাইয়া থাকে।

শ্রুতিঃ—॥ ওঁ ॥ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[ইহা শ্রৌত মঙ্গলাচরণ, 'ওঁ'—এই প্রণব-মন্ত্রটি বেদের আদিতে প্রযোজ্য, এজন্য এই শ্রুতিতেও উহা প্রযুক্ত হইয়াছে। 'প্রণবস্তস্য বাচকঃ' প্রণব-মন্ত্র পরমেশ্বরের বাচক। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর-স্বরূপ—ইহা প্রতিপাদিত হইল।] ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ (পর-ব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম) [তিনি কিরূপ ?] সচ্চিদানন্দরূপায় [সচ্চ চিচ্চ আনন্দশ্চ] (যিনি সৎ স্বরূপ অর্থাৎ নিত্যপুরুষ, চিৎ অর্থাৎ চিন্ময় বা জ্ঞানময় ও আনন্দ-অর্থে আনন্দময়স্বরূপ, সেই সচ্চিদানন্দ যাঁহার রূপ অর্থাৎ স্বরূপ), [এতদ্ভিন্ন তটস্থ লক্ষণ হইতেছে] অক্লিষ্ট-কারিণে (অক্লিষ্টকর্ম্মত্ব অর্থাৎ যিনি ভক্তজনকে অক্লিষ্ট—অবিদ্যাদি পঞ্চ-বিধ ক্লেশ-রহিত [সংসারকারণ-মুক্ত] করিয়া থাকেন এবং যিনি অক্লেশে সর্ব্ব কার্য্য করিতে সমর্থ অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তিশালী) বেদান্তবেদ্যায় (যিনি বেদান্তবেদ্য অর্থাৎ বেদান্তবাক্য দ্বারা প্রকাশ্য) [তস্মৈ] নমঃ (তাঁহাকে নমস্কার)। [প্রশ্ন হইতেছে—তিনি যে ভক্তবৎসল, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও বেদান্তশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য, ইহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু এই ধর্ম্মগুলি সমস্তই অদৃষ্ট, নমস্কারের উপযোগী মূর্ত্ত গুণ কি ? যাহাতে

তাঁহাকে নমস্কার করা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] গুরবে (তিনি গুরুরূপে বিদ্যমান, গুরুই তাঁহার অভিন্নরূপে শিষ্যকে সমস্ত হিত-উপদেশ দিতেছেন) [এবং] বুদ্ধিসাক্ষিণে (তিনি বুদ্ধিসাক্ষী অর্থাৎ নিজ শরীরমধ্যে ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃরূপে তত্ত্বাবভাসক, তাহাদের সাক্ষী অর্থাৎ জ্ঞানদাতা) ; [এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গ উপাসনা ও অন্তরঙ্গ উপাসনা-দৃষ্টান্ত দেখান হইল] ॥১॥

অনুবাদ—যিনি সৎ অর্থাৎ নিত্য, চিৎ—জ্ঞানময় ও আনন্দময়-স্বরূপ, বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, অক্লেশে এবং নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের সম্পাদক এবং যিনি ভক্তগণের অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ দূরীভূত করেন, যিনি আমাদের গুরু অর্থাৎ গুরুরূপে বুদ্ধির প্রেরক ও বুদ্ধির সাক্ষী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ॥১॥

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ।

বৈদিকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বরভট্টকৃত-টীকা—পরমকারুণিকতয়া সগুণোপাসনক্রমেণাধিকারিজনানামনর্থনিবৃত্তয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপশ্রীকৃষ্ণা-ত্মতাবাপ্তয়ে চ শ্রীগোপালবিদ্যামুদ্দীপয়ন্তী তাপনী শ্রুতিঃ শ্রোতৄণামবিঘ্ন-বিদ্যাসিদ্ধয়ে সদাচারাববোধনায় বিষয়সৌলভ্যপ্রকাশনেন তৎপ্রবৃত্তি-সিদ্ধয়ে চ প্রতিপাদ্যপরমদৈবতপ্রণতিলক্ষণং মঙ্গলং প্রকাশয়তি সচ্চিদা-নন্দরূপায়েতি। কৃষ্ণায় নমঃ ইতি সম্বন্ধঃ। কৃষ্ শব্দঃ সচ্চিদ্বাচকঃ ন-শব্দশ্চানন্দবাচকঃ, ইত্যভিপ্রেত্য কৃষ্ণশব্দার্থমাহ সদিতি। সচ্চিদানন্দঃ এব স্বরূপং যস্য সঃ তস্মৈ। ক্লেশকর্ষকত্বং কৃষ্ণশব্দার্থমাহ অক্লিষ্টেতি। অক্লিষ্টম্ অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশলক্ষণক্লেশপঞ্চরহিতং ভক্তজনং করোতি ইতি তচ্ছীলায়। তৎসদ্ভাবে প্রমাণমাহ—বেদান্তবেদ্যায় লক্ষণাবৃত্ত্যা প্রকাশ্যায় ইত্যর্থঃ। তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি, বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইতি শ্রুতেঃ স্মৃতেশ্চ। নমস্ততোপয়িকং

রূপমাহ বিশেষণদ্বয়েন। গুরবে সর্ব্বহিতোপদেষ্ট্রে, বুদ্ধেঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণমনোধিয়াং সাক্ষিণে। এতেন জ্ঞানদাতৃত্বেন প্রাধান্যং সূচিতম্। বেদান্তবেদ্যায় ইতি বিষয়ঃ সূচিতঃ। উপনিষচ্ছব্দবাচ্যত্বাদপি তাপন্যা বিষয়প্রয়োজনাদিকং সূচিতম্। তথাহি য ইমাং গোপাল-বিদ্যামুপযান্তি মুমুক্ষবস্তেষামিয়ং গোপালবিদ্যা গর্ভ-জন্ম-জরা-রোগাদ্যনর্থ-ব্রাতং শাতয়তি তথা কৃষ্ণাখ্যং সংসারবিনিবর্ত্তকং পরং ব্রহ্ম গময়তি। সংসারহেত্ববিদ্যাদিকঞ্চ অত্যন্তমবসাদয়তি বিনাশয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা গোপালবিদ্যা উপনিষদুচ্যতে। তদ্ধেতুত্বাচ্চ গ্রন্থোঽপি উপনিষদি-ত্যুচ্যতে 'আয়ুর্বৈ ঘৃতম্' ইত্যাদিবৎ। অত্র মুমুক্ষুরধিকারী। কৃষ্ণাখ্যং সংসারবিনিবর্ত্তকং সচ্চিদানন্দস্বরূপং বিষয়ঃ। আত্যন্তিকী সংসার-নিবৃত্তিঃ কৃষ্ণস্বরূপাবাপ্তিশ্চ প্রয়োজনম্ ॥১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বরভট্টকৃত-টীকানুবাদ—শ্রীবিশ্বেশ্বরনামধেয় কোনও বৈদিকাচার্য্য এই টীকা রচনা করেন, কিন্তু এই টীকা কোন্ সময় রচনা করিয়াছেন, তাহা অজ্ঞাত। অনুমান হয়, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন টীকা। তিনি টীকা প্রণয়নারম্ভে মঙ্গলাচরণরূপে 'ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ' বলিয়াছেন। সাধারণভাবে মনে হইতে পারে পার্ব্বতীপুত্র-গণেশকে স্মরণ করিলেন। আবার কেহ মনে করিতে পারেন,—ওঁ প্রতিপাদ্য বাগধীশকে আমার প্রণাম। তিনি এই স্মৃতিবাক্য স্মরণ করিয়াই প্রামাণ্যবোধে ইহার উক্তি করিয়াছেন, সেই স্মৃতি-বাক্যটি এই,—

'ওঁ বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্ ॥'

সুরাচার্য্য-প্রমুখ মনীষিগণ যে কোনও কার্য্যারম্ভে যাঁহাকে নমস্কার করিয়া সফলকাম হইয়া থাকেন, সেই সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন গণাধিপকে আমি প্রণাম করি। কিন্তু এই প্রণামের তাৎপর্য্যে ইহাও বলা যায়

—এই নমস্য গণাধিপ বিষ্ণুই বিবক্ষিত, কারণ—গণের অধিপ অর্থাৎ সর্ব্ব জীবের অধিপতি গণেশ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু। গণেশই এস্থলে শ্রীবিষ্ণুর নামান্তরবোধে নমস্য, যেহেতু শ্রুতিতে পাই—

'অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।'

বদ্ধজীব-মাত্রেরই ভ্রম ও প্রমাদ সম্ভব ; সেই অজ্ঞতাবশতঃ অথবা ভ্রান্তিবশতঃ কর্ম্মমাত্রে যদি কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তবে অখিল-মোহ-নিবর্ত্তক জ্ঞানস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর স্মরণমাত্রে তাহা সম্পূর্ণ হয়, ইহা শ্রুতিবাক্য বলিয়াছেন ও মহাপুরুষদিগেরও আচার। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ব্যাসদেবের লেখক শ্রীগণেশ বলিয়াও তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারেন। অতএব গণেশাদি পঞ্চদেবতার অন্যতম-জ্ঞানে গণেশ এস্থলে বন্দনীয় না হওয়ার কথা। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ জানেন—শ্রীনৃসিংহদেবই অপ্রাকৃত সিদ্ধিদাতা এবং ভক্তিপথের সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশকারী। ব্রহ্ম-সংহিতায় পাওয়া যায়,—শ্রীনৃসিংহদেবের পদযুগল গণেশের স্কন্ধে আরোপিত হওয়ায় গণেশ পার্থিব-সিদ্ধিদাতা। "যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভদ্বন্দ্বে……গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" (ব্রঃ সং ৫।৫০)

পরম-কারুণিকা শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি সগুণ-উপাসনাক্রমে অর্থাৎ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-সমূহের উপাসনা দ্বারা অধিকারী জনগণের অনর্থ-নিবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতি অনর্থের নিবৃত্তি এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের তাদাত্ম্যভাবে সারূপ্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীগোপাল-বিদ্যা উদ্দীপিত করিতেছেন অর্থাৎ তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন।

সেইজন্য প্রারম্ভে শ্রোতৃবর্গের নির্ব্বিঘ্নে বিদ্যা-শুশ্রূষা সিদ্ধির জন্য, শিষ্টাচারের ও সদাচারের কর্ত্তব্যতা খ্যাপনার্থ ও সহজে অভিধেয়-বিষয়ের প্রকাশহেতু ইহাতে শ্রোতৃবর্গের তৎপাঠে প্রবৃত্তির সার্থকতা

দেখাইবার উদ্দেশে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রণতিরূপ মঙ্গলাচরণ হইল। সচ্চিদানন্দরূপায়েত্যাদি-মন্ত্রে শ্রুতি তাহা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রুতিতে যে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত 'কৃষ্ণায়' পদ আছে, তাহার 'নমঃ' শব্দের সহিত অন্বয়। 'কৃষ্ণ' শব্দটি কৃষ্ ধাতু ও 'ন' প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ, তন্মধ্যে কৃষ্ ধাতুর অর্থ সৎ ও চিৎ। যেহেতু উক্ত আছে—'কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে'। কৃষ্ ধাতুর অর্থ কর্ষণ, কর্ষণের কর্ম্ম ভূমি, ভূ ধাতুর অর্থ সত্তা ইহা 'ভূসত্তায়াং' মহর্ষি পাণিনির গণপাঠে বিবৃত হইয়াছে, অতএব 'সৎ' অর্থ সিদ্ধ হইল এবং কৃষ্ ধাতুর অর্থ হরণও হয়; জ্ঞান সমস্ত অজ্ঞান হরণ করে, এজন্য 'কৃষ্' ধাতুর দুইটি অর্থ—সত্তা ও জ্ঞান, ন প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দ, যেহেতু তাঁহার নিত্য-সত্তা ও চিদানন্দময় স্বরূপ, অতএব প্রকৃতি-প্রত্যয়ের মিলিত-অর্থ সচ্চিদানন্দ, এই অভিপ্রায়ে মন্ত্রোক্ত কৃষ্ণশব্দের অর্থ সচ্চিদানন্দ বলা হইল। পরে সচ্চিদানন্দ হইতেছে রূপ অর্থাৎ স্বরূপ যাঁহার, যাঁহাতে আছে কর্ষকত্ব অর্থাৎ হরণকারিত্ব; কাহার হরণকারী তিনি? ক্লেশের হরণকারিত্ব তাঁহাতে আছে, ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন 'অক্লিষ্ট-কারিণে' এইটি বিশেষণ পদ, অক্লিষ্ট-শব্দের অর্থ ক্লেশরহিত, ক্লেশ বলিতে 'অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ; তন্মধ্যে অবিদ্যা বলিতে অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ ও আত্মভিন্নকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান, ইহার জন্য জীব ক্লেশ অনুভব করে, এইজন্য ইহার নাম অবিদ্যা। অস্মিতা-শব্দের অর্থ অহন্তা ও মমতা—এই অভিমান, সুখের জন্য আসক্তি রাগ, অপ্রিয়ের উপর বিদ্বেষ দ্বেষ-পদবাচ্য ও অভিনিবেশ—ক্ষয়, মৃত্যু প্রভৃতির জন্য ভয় হইলেও তাহাতেই রত থাকা—এই কয়টি লইয়াই সংসার, যে তদ্রহিত সে অক্লিষ্ট অর্থাৎ ভক্তগণ, তাহা

সম্পাদন করাই যাঁহার নিত্যস্বভাব, তিনি অক্লিষ্টকারী, কারী—এই পদটি শীলার্থে কৃ ধাতুর ণিনি প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ। অতঃপর উক্তরূপ শ্রীকৃষ্ণের সত্তার প্রমাণ দেখাইতেছেন। 'বেদান্তবেদ্যায়' বেদান্ত-শাস্ত্র দ্বারা যিনি প্রতিপাদ্য। আপত্তি এই—বেদান্তশব্দে তো ব্রহ্মতত্ত্বও বুঝায়, কিন্তু তিনি বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা প্রকাশ্য, এই অর্থ কিরূপে হইল? সেজন্য বলিতেছেন—সমাধান এই—বেদ্য শব্দের অর্থ লক্ষণাবৃত্তি-দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রদ্বারা প্রকাশ্য, সে বিষয়ে প্রমাণ—'তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' এই শ্রুতি ও 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ' এই গীতা-বাক্য। অতঃপর 'নমস্য' শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারোপযোগী রূপ বলিতেছেন—'গুরবে' ও 'বুদ্ধিসাক্ষিণে' এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা। তিনি গুরু অর্থাৎ গুরুরূপে সর্ব্ববিধ হিতোপদেশ দিতেছেন, ইহা বাহ্য পূজায় উপযোগী, আর অন্তরঙ্গোপাসনার উপযোগী বিশেষণ 'বুদ্ধিসাক্ষিণে' যিনি বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের-কারণ—যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি—তৎসমুদয়ের সাক্ষী অর্থাৎ জ্ঞানসম্পাদক, ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি জ্ঞানদাতা, এজন্য প্রধান। অতঃপর গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বিষয় যে বেদান্ত-বেদ্য পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ—পরমাত্মা, ইহা সূচিত হইল। তাপনী-কথাটি উপনিষৎ-শব্দের বাচ্য, এজন্য সেই তাপনী-শব্দ দ্বারাও বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ সূচিত হইল। কিরূপে? তাহা দেখ—যেহেতু এই তাপনী পাঠ দ্বারা যে সকল মুক্তিকামী ব্যক্তি এই গোপাল-বিদ্যা অধিগত হন, এই তাপনী উপনিষদ্-বোধিত-গোপালতত্ত্ব-বিদ্যা তাঁহাদিগের গর্ভবাস, যন্ত্রণা, জন্ম, বার্দ্ধক্য, রোগ, শোক প্রভৃতি শত অনর্থ যেরূপ খণ্ডন করে, সেইরূপ সংসার-নিবৃত্তিহেতু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে উপনীত করে এবং সংসারে পুনরাবৃত্তির হেতু অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, বাসনা প্রভৃতিকে নির্মূল করে অর্থাৎ ধ্বংস করে এজন্য 'ষদ্‌৯ বিশরণ-গত্যবসাদনেষু' খণ্ডন, গতি ও বিনাশার্থক সদ্ ধাতু, উপ ও নি

উপসর্গযোগে নিষ্পন্ন উপনিষদ্‌শব্দ দ্বারা অভিহিত হইতেছে। এবং গোপাল-বিদ্যার হেতু বলিয়া গ্রন্থও উপনিষদ্‌শব্দের বাচ্য হইল। যেমন 'আয়ুর্ব্বৈ ঘৃতম্' বলিলে ঘৃতকে 'আয়ুঃ'র সহিত অভিন্ন বলা হয়, লক্ষণা দ্বারা কার্য্য-কারণভাব-সম্বন্ধ লইয়া—সেইরূপ বিদ্যার কারণ উপনিষদ্‌কেও গোপাল-বিদ্যা বলা হইল। এই বিদ্যায় অধিকারী ত্রিতাপদগ্ধ মুক্তিকামী ব্যক্তি, বিষয় হইতেছে--শ্রীকৃষ্ণাভিধেয়, সংসার-নিবৃত্তিকারী সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আর প্রয়োজন বা ফল হইতেছে—আত্যন্তিক অর্থাৎ পুনঃ সংসারপ্রাগভাবরহিত বর্ত্তমান সংসার (জন্ম, মৃত্যু-প্রবাহ) ধ্বংস, এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ ॥১॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদকৃত-টীকা—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥ অথ। ক্লীঁ-কারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ। লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবঃ। ইত্যাদিভিঃ শ্রীমতা গৌতমেন ভগবতা স্বীয়তন্ত্রস্য প্রমাণতা দর্শিতা তদিহ পূর্ব্বতাপনী। 'কাদাপো লাৎ পৃথ্বী ঈতোঽগ্নির্ব্বিন্দোরিন্দুস্তৎসংপাতাৎ তদর্ক ইতি, ক্লীঁ কারাদসৃজদিত্যাদিপ্রতীকশ্লোকময়ী প্রসিদ্ধপরম্পরা পরাশরগোত্রাদি-ব্রাহ্মণসম্প্রদায়প্রাপ্তাথর্ব্ববেদস্থ পিপ্পলাদশাখাদিপঠিতা শ্রীগোপাল-তাপন্যাখ্যা শ্রুতিরিয়ং স্বপ্রতিপাদ্যং শ্রীকৃষ্ণমেব সর্ব্ববেদান্ত-সম্মত্যা সর্ব্বোত্তমত্বেন প্রতিপাদয়ন্তী নমস্করোতি সচ্চিদানন্দরূপায় ইতি। কৃষ্ণায় নম ইত্যন্বয়ঃ। কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ইতি। ব্রহ্মণ্যো-দেবকীপুত্র ইতি চ যঃ সামোপনিষদাদিষু, যশ্চ, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রীভাগবতাদিষু, প্রসিদ্ধস্তস্মা এব। কায়েন মনসা বাচাত্মানং সমর্পয়ামীত্যর্থঃ। তদুপর্য্যন্যস্যাসম্ভবাৎ তথৈব স্বরূপেণ বিশিনষ্টি সচ্চিদিতি। সৎ কালদেশাদ্যপরিচ্ছিন্নং, চিৎ স্বপ্রকাশং, আনন্দশ্চা-তুল্যাতিশয়সুখম্। রূপং—কিং তদ্রূপমিত্যাদি বক্ষ্যমাণপ্রশ্নোত্তরাভ্যাং

শ্রীবিগ্রহাকারং স্বরূপং যস্য তস্মৈ। শক্ত্যাধিক্যেন বিশিনষ্টি অক্লিষ্টকারিণ ইতি অনায়াসেন সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাৎ। সর্ব্বতোঽপ্যচিন্ত্যশক্তয় ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মাণংপ্রতি তৎক্ষণেনৈব স্বান্তর্য্যামি সসামগ্রীকানন্তব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাবির্ভাবনাদেঃ, অঘাসুরাদীনামপি মহাজ্ঞানিদুর্ল্লভমোক্ষস্যাশুপ্রদানাৎ, পূতনায়া অপি তৎক্ষণাদেব মহাদুর্ল্লভজননীসাম্যপ্রাপণাৎ। শিবব্রহ্মাদিভ্য ইব স্থাবরেভ্যোঽপি বেণুবাদ্যাদিভিঃ সহসা পুলকাদিময়মহাপ্রেমপ্রদানাৎ, প্রতিক্ষণমপি স্বস্যাপি বিস্মাপনরূপেণ সুষ্ঠু সর্ব্বচমৎকারণাৎ শ্রীশুকসীমপরমহংস শ্রীবিরিঞ্চলক্ষ্মীসীম পরমভক্তগণস্পৃহণীয়সৌভাগ্যধরস্বভাবসিদ্ধনিজপরিকরবৃন্দবন্ধুবরত্বাচ্চ। তত্র তত্র কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য প্রমাণবিশেষপ্রমেয়ত্বেন বিশিনষ্টি বেদান্তবেদ্যায় ইতি। বেদান্তৈঃ সর্ব্ববেদসমন্বয়সিদ্ধার্থৈর্ব্বেদশিরোভির্ব্বেদ্যায়। তত্র শ্রীবিগ্রহস্য তাদৃশত্বং শ্রীভাগবতেন ক্রমাদুদাহ্রিয়তে। যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধোশ্চেষ্টামাহুরিত্যাদিনা, নচান্তর্ন বহির্যস্যেত্যাদিনা, স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথং প্রয়াত ইত্যাদিনা, যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনমিত্যাদিনা চ। অক্লিষ্টকারিত্বস্য প্রমাণানি চ তত্র প্রসিদ্ধান্যেব। বেদান্তবেদ্যত্বঞ্চ যথা শ্রীমদ্গীতোপনিষৎসু—'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য' ইতি। শ্রীভাগবতে চ। 'মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহমি'তি। নমু বেদান্তস্য তাদৃগর্থজ্ঞানং কুতঃ স্যাত্তত্রাহ গুরব ইতি। তদর্থোপদেষ্টৃত্বেনাপ্যাবির্ভাবিণে। তদনুভবেঽপি স এব হেতুরিত্যাহ বুদ্ধিসাক্ষিণ ইতি। বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃরূপেণ তৎপ্রতিপাদিতনিজরূপানুভবস্যাপি কারয়িত্রে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ স এব শরণত্বেনাশ্রয়ণীয় ইতি তাৎপর্য্যম্। অত্র বিনৈব ফলোদ্দেশং নমস্কারনির্দ্দেশাচ্ছুদ্ধভক্ত এবাধিকারী। কৃষ্ণাখ্যং তাদৃশবস্তু বিষয়ঃ। শুদ্ধভক্তিরেব প্রয়োজনম্। গ্রন্থপ্রয়োজনাদীনাং সাধ্যসাধনভাবঃ সম্বন্ধ ইত্যভিপ্রেতম্ ॥১॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত-টীকানুবাদ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। স্বপ্রতিপাদ্য শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদের টীকার নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির নিমিত্ত পরম বৈষ্ণব মহাভাগবত শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ নিজারাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তিকে প্রথমে প্রণাম করিতেছেন। অতঃপর 'ক্লীঁ' কারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ। ল-কারাৎ পৃথিবী জাতা ক-কারাজ্জলসম্ভবঃ। তন্ত্রবক্তা শ্রীভগবান্ শিব শ্রুতি-অনুসারে বলিয়াছেন যে, ক্লীঁ এই বীজ হইতে ভগবান্ পরমাত্মা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা শ্রুতির অন্ত বেদান্ত বলিতেছেন। তন্মধ্যে ক্, ল্, ঈ—এই তিন বর্ণ ও বিন্দু মিলিত হইয়া 'ক্লীঁ' বীজ নিষ্পন্ন, তাহার অর্থ ক্-কার হইতে জলের উৎপত্তি, ল্-কার হইতে পৃথিবী, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীভগবদবতার গোতম মহর্ষি নিজ গৌতমীয় তন্ত্রের প্রামাণ্য দেখাইয়াছেন। তাহাই এখানে পূর্ব্ব তাপনী। এখানে বলা হইতেছে—ক্-কার হইতে জল, ল্ হইতে ভূমি, ঈ-কার হইতে অগ্নি ও বিন্দু হইতে চন্দ্রবিন্দু, এই চারিটি বর্ণের মিলনে অর্থ দাঁড়াইল ক্লীঁ। এই বীজ 'ক্লীঁ' -কারাদসৃজদ্বিশ্বম্' ইত্যাদি শ্রুতির প্রতীক শ্লোকময়ী এই পূর্ব্ব তাপনী শ্রুতি। এইরূপ পরম্পরায় প্রসিদ্ধ আছে যে, পরাশর-গোত্রীয় আদি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রাপ্ত অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত পিপ্পলাদশাখাদিতে পঠিত এই গোপালতাপনীনাম্নী শ্রুতি নিজ-প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্ববেদান্তসম্মতিক্রমে সর্ব্বোত্তম তত্ত্বরূপে প্রতিপাদন করতঃ 'সচ্চিদানন্দরূপায়' ইত্যাদি শ্লোকে প্রণাম করিতেছেন। এই শ্রুতির অন্তর্গত কৃষ্ণায় ইহার সহিত নমঃ-শব্দের অন্বয়। 'কৃষ্ণায়' ইহার অর্থ যিনি সাক্ষাৎ দেবকীনন্দন এবং যিনি সামোপনিষৎ প্রভৃতিতে 'ব্রহ্মণ্য অর্থাৎ বেদবেদ্য দেবকীপুত্র বলিয়া কথিত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতেও 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—অন্য সমস্ত অবতার, অংশ ও

অংশাংশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান্‌কে প্রণাম। নমস্ শব্দের অর্থ শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা আমি তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের অধিক কেহ থাকিতে পারে না বলিয়া সেই পরব্রহ্মকে স্বরূপলক্ষণ দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন। 'সচ্চিদানন্দরূপায়' ইহার দ্বারা, ইহার অর্থ তিনি সৎ অর্থাৎ কালতঃ ও দেশতঃ পরিচ্ছেদহীন, চিৎ—স্বপ্রকাশ, আনন্দ—সুখময় অর্থাৎ যে সুখের সম ও অধিক নাই, সেই সুখ তাঁহার স্বরূপ, তাহা কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন প্রশ্ন ও তাহার উত্তর বাক্যদ্বারা পরে প্রতিপাদিত শ্রীবিগ্রহাকার যাঁহার স্বরূপ তাঁহাতে আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি। অতঃপর সর্ব্বাধিক শক্তিমত্তাদ্বারা তাঁহাকে বিশেষিত করিতেছেন—'অক্লিষ্টকারিণে' এই পদদ্বারা, ইহার অন্তর্গত অক্লিষ্ট-শব্দের অর্থ বিনাক্লেশে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, এই হেতু সর্ব্বাধিক তিনি অচিন্তনীয় শক্তিসম্পন্ন এই অর্থ। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় এই যে—ব্রহ্মাকে তিনি অল্পকালেই তাঁহার নিজ অন্তর্য্যামিত্ব ও সকল উপাদানসহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব দেখাইলেন। অঘাসুর-প্রভৃতি দুষ্কৃতিকারীকে মহাজ্ঞানীর দুর্ল্লভ মোক্ষ অল্পকালেই দান করিয়াছেন; শিশুঘাতিনী পাপিষ্ঠা পূতনা রাক্ষসীকে স্তন্যদানের পরই মহাদুর্ল্লভ জননীসাম্য পাওয়াইয়াছেন, শিব ব্রহ্মা প্রভৃতির মত স্থাবর-বৃক্ষাদিকেও বেণুবাদ্যাদি দ্বারা অকস্মাৎ সেইরূপ মহাপ্রেম দান করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদেরও শরীরে রোমাঞ্চ হইয়াছিল। আরও দেখাইয়াছেন—প্রতিক্ষণে তাঁহার বিস্ময়জনকত্বরূপে সর্ব্ববিধ চমৎকারিত্ব জন্মাইয়া শ্রীশুকদেব পর্য্যন্ত পরমহংসদিগের, শ্রীবিরিঞ্চি-লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত পরম ভক্তবর্গের স্পৃহণীয় সৌভাগ্যাতিশয় স্বভাবসিদ্ধ নিজ পারিষদবর্গের পরম বন্ধু হইয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে প্রমাণ কি? এই আশঙ্কার উত্তরে সর্ব্বোত্তম প্রমাণ বেদ যাহা দ্বারা তিনি

প্রমেয় অর্থাৎ অব্যভিচরিতভাবে প্রমাণিত, সেইজন্য 'বেদান্তবেদ্যায়' বিশেষণ দ্বারা তাঁহাকে বর্ণন করিতেছেন। তাহার অর্থ তিনি বেদান্ত অর্থাৎ যাহাতে সর্ব্ববেদসমন্বয় দ্বারা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই বেদশিরঃসমূহ দ্বারা তিনি জ্ঞেয়। সে বিষয়ে তাঁহার শ্রীবিগ্রহের যে বেদ-শিরোবেদ্য স্বরূপ তাহা, শ্রীভাগবতেই একে একে বর্ণিত হইতেছে, যথা—'যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধোশ্চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্' অর্থাৎ হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক, এই বিশ্ব যে কালের অধীন হইয়া চলিতেছে, সেই কালকে বেদসমূহ তোমার লীলামাত্র বলিয়া বর্ণন করেন। আরও যশোদার স্তবে পাওয়া যায়—'ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তো জগতো যো জগচ্চয়ঃ' এখানে শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও অনাদ্যনন্তত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। আরও দেখ 'স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথং পরাত্মা' ইত্যাদি নৃগোপাখ্যানে অপ্রমেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথা 'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্' এই ব্রহ্ম-স্তবে শ্রীকৃষ্ণের সনাতন পূর্ণ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। তিনি যে অক্লিষ্টকারী, তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবতে বহুস্থানে পাওয়া যাইবে। তাঁহার বেদান্তবেদ্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা বাক্যই-প্রমাণ ; যথা—'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ' সমস্ত বেদ শ্রীকৃষ্ণে সমন্বিত, বেদদ্বারা তিনিই প্রতিপাদ্য। শ্রীভাগবতেও উক্ত আছে—'মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্' আমাকে যজ্ঞরূপে বেদ বিধান করিতেছে, আর অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে সেই সেই দেবতার নামে আমার নামই উল্লিখিত করে, তাঁহারা আমা হইতে পৃথক্ নহেন। আর যে আকাশাদি ভূতবর্গকে জগৎ-কারণ বলে, তাহাও তর্কের দ্বারা নিরস্ত হয়, কারণ তাহারাও আমা হইতে পৃথক্ নহে।

অতঃপর আশঙ্কা হইতেছে, বেদান্তের সেই প্রকার অর্থ-জ্ঞান

কোথা হইতে হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'গুরবে' এই বিশেষণ, তিনি গুরুরূপে সেই বেদার্থ উপদেশ দিয়া থাকেন, এজন্য তিনি গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সেই বেদার্থবোধ-বিষয়েও তিনিই একমাত্র হেতু ইহা 'বুদ্ধিসাক্ষিণে' বিশেষণ দ্বারা বলা হইল, যেহেতু তিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা, চৈতন্যশক্তি যোজন দ্বারা পরিচালক, সেইজন্য বেদ-প্রতিপাদিত-নিজস্বরূপের অনুভব তিনিই করাইয়া থাকেন, এই তাৎপর্য্য। অতএব এই সকল প্রবন্ধের তাৎপর্য্য এই যে, তিনিই সকলের শরণ্য-হেতু আশ্রয়ণীয়। এই নমস্কারশ্রুতিতে যদিও ফলের উল্লেখ নাই, তথাপি নমঃ শব্দ দ্বারা আত্মসমর্পণ বোধিত হওয়ায় শুদ্ধভক্তিই ফল এবং সেই শুদ্ধ ভক্তই তাঁহার উপাসনায় অধিকারী, ইহা জ্ঞাতব্য। আর প্রতিপাদ্য-বিষয় হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ-সংজ্ঞক সেই পরমেশ্বর তত্ত্ব, শুদ্ধভক্তির সোপানাদি নির্দ্দেশই গ্রন্থের প্রয়োজন। গ্রন্থের সহিত প্রয়োজন প্রভৃতির সাধ্য-সাধনভাব অর্থাৎ প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতাই সম্বন্ধ, ইহাই এই নমস্কারের অভিপ্রেত-বিষয়-সম্বন্ধ-ফল-নির্দ্দেশ ॥১॥

তত্ত্বকণা—ওঁ ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো-
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ন্ স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥

শ্রীগুরু, বৈষ্ণব আর প্রভু-ভগবান্।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ॥
সেই আশাবন্ধে মুই করিনু স্মরণ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিখানি অথর্ব্ব-বেদান্তর্গত পিপ্পলাদ-শাখায় পঠিত। এইহেতু ইহাকে আথর্ব্বণোপনিষৎ কহে। গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। সে কারণ মঙ্গলাচরণে তাহাই লক্ষিত হইতেছে। এই উপনিষদ-খানিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক—সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি—অভিধেয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—প্রয়োজনরূপে বিশেষভাবে নির্ণীত হওয়ায় ইহাকে উপনিষদ্-শিরোমণি বা উপনিষদের মুকুটমণি বলা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থানুশীলনে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব, তাঁহার ভজন, রসাস্বাদ ও ধ্যানাদি প্রভৃতি বিষয় অবগত হওয়া যায়। এক কথায় এই উপনিষদখানি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন-প্রতিপাদক উপনিষৎ। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি অতিশয় কৃপালু হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা দ্বারা অধিকারী জনের রাগ-দ্বেষাদি অনর্থের উপশম এবং শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-প্রাপ্তির নিমিত্ত এই গোপাল-বিদ্যা প্রকাশ করিতেছেন।

এই গ্রন্থখানির উপর বৈদিকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্ট, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ শ্রীজীবপাদের ও শ্রীমদ্বলদেবের টীকাদ্বয় নয়নগোচর হইতেছে না। সে কারণ শ্রীবিশ্বেশ্বরভট্ট-কৃত অতি প্রাচীন টীকাটি এবং সর্ব্বশেষ রচিত শ্রীবিশ্বনাথকৃত টীকাসহ এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইল।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তদীয় টীকার প্রারম্ভে স্বীয়-আরাধ্য শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চরণে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক "ক্লীঁ" বীজের অর্থ প্রকাশপূর্ব্বক এস্থলে সংক্ষেপতঃ শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রীরাসোল্লাস-তন্ত্রেও বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কামবীজরূপে ও শ্রীরাধা রতিবীজরূপে প্রকট আছেন। অতএব "ক্লীঁ" কামবীজ এবং "শ্রীঁ" এইটি হইতেছে রতিবীজ, এই দুইটি কীর্ত্তন করিলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

"ক্লীঁ" এই একাক্ষর বীজের নামই কামবীজ। শ্রীবৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে ইহার অর্থ এইরূপ পাওয়া যায়,—উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ 'ক্লীঁ' এই কামবীজান্তর্গত 'ক্' কার হইতে জল, 'ল্' কার হইতে পৃথিবী, 'ঈ' কার হইতে অগ্নি, 'নাদ' অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র হইতে বায়ু এবং 'বিন্দু' হইতে আকাশ উৎপন্ন করিয়াছেন, সুতরাং এই বীজাত্মক মন্ত্রই হইতেছে সর্ব্বভূতের আত্মা-স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত ভূতের মূল-কারণ। এ-বিষয়ে বিস্তারিতরূপে পরে আলোচিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব-বিষয়ে ব্রহ্মসংহিতায় পাই, "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্"। (৫।১);

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্," সামোপনিষদে পাওয়া যায়,—"কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।" বাসুদেবোপনিষদে দৃষ্ট হয়,—"দেবকীনন্দনো-নিখিলমানন্দয়েৎ।"

প্রভাসখণ্ডে ও পদ্মপুরাণে শ্রীনারদ-কুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবদুক্তিতে পাই,—"নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।" ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণাষ্টোত্তর-শতনাম-স্তোত্রে পাওয়া যায়,—"সহস্র-নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে গর্গ-বচনে পাওয়া যায়;—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো-হ্যস্য……ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" (ভাঃ ১০।৮।১৩-১৪)।

শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (ভাঃ ৭।১০।৪৮)। "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্" (ভাঃ ১০।১৪।৩২)। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে আছে,—"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।" শ্রীগীতাতে পাই,—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্।" (অহং শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রীগোপালতাপনীতেও পাওয়া যাইবে,—"যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপাল" ইতি। "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ"।

শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিশালিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়,—ব্রহ্মাকে স্বান্তর্য্যামিত্ব ও সমুদয় উপাদানসহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের আবির্ভাব প্রদর্শনে, অঘাসুরাদিকে আশু মহাজ্ঞানি-দুর্ল্লভ মোক্ষ প্রদানে, পূতনায় ধাত্র্যুচিতা-গতিদানে, শিব-ব্রহ্মাদির ন্যায় স্থাবরাদিকেও বেণুবাদনাদি দ্বারা সহসা পুলকাদি-সঞ্চারে মহাপ্রেমপ্রদান-লীলায়। এই সকল বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নিজেরও বিস্ময়জনক। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই,—"রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,

আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। স্বসৌভাগ্য যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম, এইরূপ নিত্য তার ধাম॥"

এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং······বিস্মাপনং স্বস্য চ" (ভাঃ ৩।২।১২)।

ব্রহ্মসংহিতার "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিপাদ প্রচুর পরিমাণে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, সেগুলি তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, আনন্দের বিগ্রহের কথা শুনা যায় না। শ্রীজীবপাদ বলেন,—ইহা পরম অপূর্ব্ব পূর্ব্বসিদ্ধ-আনন্দবিগ্রহ। "সচ্চিদানন্দলক্ষণো যো-বিগ্রহস্তদ্রূপ এবেত্যর্থঃ"। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তবে পাওয়া যায়,— "ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনৌ" (ভাঃ ১০।১৪।২২)। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে— "নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ"।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

দেবর্ষিরুপসঙ্গম্য ভাগবতপ্রবরো নৃপ।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণং রহস্যেতদভাষত॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর।
বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো॥
ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্।
গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ॥

(ভাঃ ১০।৩৭।৯-১১)

শ্রীদেবকীদেবীর স্তবে পাই,—"যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো"।
(ভাঃ ১০।৩।২৬)

শ্রীযশোদা দেবীর দামবন্ধনকালে শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্‌······দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥"
(ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪)

শ্রীনৃগরাজার বিমোচনকালে নৃগরাজও বলিয়াছিলেন,—"স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথঃ পরাত্মা যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ।"
(ভাঃ ১০।৬৪।২৬)

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের বেদান্তবেদ্যত্ব-বিষয়ে শ্রীগীতায় পাওয়া যায়,—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য" ইতি (গীঃ ১৫।১৫)। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে" (ভাঃ ১১।২১।৪০)।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব জানিবার উপায়-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোনো ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৭) এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ·········আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥" (ভাঃ ১১।২৯।৬)। শ্রীউদ্ধবও বলিয়াছেন,—হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুঃ-প্রাপ্ত কবিসকলও স্মৃতিজনিত আনন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হয় না; যেহেতু, তুমি অপার কৃপাবশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আছ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই;—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তজনে॥ (চৈঃ চঃ আদি ১।৪৫)॥১॥

শ্রুতিঃ—ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমূচুঃ।
কঃ পরমো দেবঃ? কুতো মৃত্যুর্ব্বিভেতি?
কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভাতি?
কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি? ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—মুনয়ঃ হ বৈ (এইরূপ স্মৃত হয়—একসময়ে সনকাদি মুনিগণ পরব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া) ব্রহ্মাণম্ উচুঃ (পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) কঃ পরমঃ দেবঃ? (পরমদেব অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রধান আরাধ্য কে?) কুতশ্চ মৃত্যুর্ব্বিভেতি? (মৃত্যু কাহাকে ভয় করে?) কস্য বিজ্ঞানেন (কাঁহার বিজ্ঞান লাভ করিলে) অখিলং বিজ্ঞাতং ভাতি? (সব তত্ত্বই বিজ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায়?) কেন ইদং বিশ্বং সংসরতি? ইতি (এই বিশ্বসংসার কাঁহা দ্বারা স্থিতিমান্ হইয়া চলিতেছে?) ॥২॥

অনুবাদ—শ্রীগোপালবিদ্যার অর্থ, মন্ত্র, নাম, উপাসনা প্রভৃতি, তাহা দেখাইবার জন্য এই আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে, স্মৃত আছে, একসময়ে তত্ত্বালোচনাকারী সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, কোন্ দেব সর্ব্বোত্তম? মৃত্যু কাঁহাকে ভয় করে অর্থাৎ কাঁহার উপাসক জন্ম-মৃত্যু-ধারা অতিক্রম করে? কাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিলে আর জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না? কাঁহার প্রেরণায় এই সংসার চলিতেছে—উৎপন্ন হইতেছে? ॥২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—গ্রন্থপ্রয়োজনাদীনাঞ্চ সাধ্যসাধনভাবঃ সম্বন্ধ ইত্যভি-প্রেত্য গোপালবিদ্যাস্তত্যর্থমাখ্যায়িকামারচয়তি মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণ-মিতি। হ বৈ ইত্যব্যয়ম্। হ বৈ স্মর্য্যতে। মুনয়ঃ তত্ত্বমননশীলাঃ সনকাদয়ঃ, ব্রহ্মাণং প্রতি উচুঃ। কিং। কঃ পরমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ দেবঃ। কুতঃ কস্মাৎ চ মৃত্যুঃ বিভেতি ত্রস্যতি। কস্য বিজ্ঞানেন অখিলং সকলং জগৎ ভাতি। কেনেদং বিশ্বং সংসরতি প্রসরতি উৎপদ্যতে ॥২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত-টীকানুবাদ—

গ্রন্থ-প্রয়োজন প্রভৃতির সাধ্যসাধনভাবসম্বন্ধ অর্থাৎ সাধ্য ভক্তিলাভের উপায়-নির্দ্দেশক এই গ্রন্থ। এই অভিপ্রায়ে গোপাল-বিদ্যার প্রশংসার্থ আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন—'মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমূচুঃ' ইত্যাদিগ্রন্থে। 'হ' ও 'বৈ' এই যুগ্ম অব্যয়। তাহার অর্থ—স্মৃত হয় যে, মুনিগণ অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব মনন করিয়াই থাকেন, সেই সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? সর্ব্বোত্তম দেব কে? মৃত্যু কাঁহাকে ভয় করে? কাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে পারিলে আর কোনও জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না, সমস্তই জ্ঞাত হয়? কাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব চলিতেছে অর্থাৎ কাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে? ॥২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তথৈব প্রশ্নোত্তরাভ্যাং দর্শয়তি। ওঁ মুনয় ইতি। ওঁ ইতি বাগারম্ভে মঙ্গলার্থম্। তস্যৈব ভগবন্নামমন্ত্রাদিময়সর্ব্ববাচাং প্রভবস্থানত্বাৎ। মুনয়ঃ প্রথমপ্রাপ্তত্বাৎ সনকাদয়ঃ। হ বৈ স্মরণে। দেব আরাধ্যঃ দেবত্বজ্ঞানার্থমেব তদ্বিশেষান্ পৃচ্ছন্তি কস্মাদিতি। মৃত্যুস্তৎ-পরম্পরা, অখিলং ভাতি অখণ্ডং প্রকাশতে সংসরতি স্বকার্য্যে প্রবর্ত্ততে ॥২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত-টীকানুবাদ—

মুনিগণের প্রশ্ন ও ব্রহ্মার উত্তর দ্বারা শ্রুতি দেখাইতেছেন—'ওঁ মুনয়ঃ' ইত্যাদি গ্রন্থে। শ্রুতির আরম্ভে 'ওঁ' এই প্রণবের প্রয়োগ মঙ্গলার্থ। কথিত আছে—'ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥ বাক্ সৃষ্টির প্রথমে 'ওঙ্কার' ও 'অথ' এই দুইটী শব্দ ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিল, সেজন্য সকল বেদ পাঠের প্রথমে মাঙ্গলিক এই দুইটি

শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেহেতু সেই ওঙ্কারই শ্রীভগবানের নাম, মন্ত্র প্রভৃতি সকল বাক্যের উৎপত্তিহেতু। মুনিগণ অর্থাৎ প্রথমেই সনকাদি মুনির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এজন্য সেই মননশীল সনকাদি মুনিগণ। 'হ বৈ' এই যুগ্ম অব্যয়—স্মরণার্থক অর্থাৎ এইরূপ স্মৃত হইতেছে যে। উপাস্যদেবতা কে? উপাস্যতা-জ্ঞানের জন্যই সেই দেবতার বিশেষ বিশেষ কার্য্য তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'কস্মাৎ মৃত্যুর্ব্বিভেতি'? কাঁহা হইতে এই গ্রন্থদ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যু ও তাহার পর পর অবস্থা। অখিলং বিজ্ঞাতং, অখিলং ভাতি—অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়া থাকে? 'কেনেদং বিশ্বং সংসরতি', সংসরতি পদের অর্থ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥২॥

তত্ত্বকণা—গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রয়োজনাদি তত্ত্বের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এই প্রাচীন রীতি-অনুসারে শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি গোপাল-বিদ্যার প্রয়োজন ও সাধ্য-সাধন-ভাব সম্বন্ধাদি প্রদর্শনার্থ এই আখ্যায়িকা অবতারণা করিতেছেন। ইহা স্মৃত হয় যে, এক সময়ে তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ সনকাদি মুনিগণ তদীয় পিতৃদেব ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে ব্রহ্মন্! (১) পরমারাধ্যদেব কে? (২) কাঁহাকে মৃত্যু ভয় পায়? অর্থাৎ কাঁহার আশ্রয় লইলে তাঁহাকে মৃত্যু গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না, তিনি জন্ম-মৃত্যুর অতীত হন। (৩) কাঁহার বিজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সর্ব্ববিষয় বিজ্ঞাত হওয়া যায়? অর্থাৎ আর কোন জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। (৪) আর কাঁহার দ্বারা এই জগৎ—চরাচর ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি লাভ করে? এবং স্থিতিশীল হইয়া পরিচালিত হয়?

এই প্রশ্নোত্তরক্রমেই শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতির পূর্ব্ব বিভাগ আরম্ভ হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥

(ভাঃ ১১।২১।৪২) ॥২॥

শ্রুতিঃ—তদু হ উবাচ ব্রাহ্মণঃ।
শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—তদ্ (সেই প্রশ্নগুলির মধ্যে) 'উ' (নিশ্চিতভাবে, নিঃসন্দেহে) হ (বিস্তৃত করিয়া, স্পষ্ট করিয়া) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মা) উবাচ (বলিলেন) শ্রীকৃষ্ণো বৈ (শ্রীকৃষ্ণই) পরমং দৈবতম্ (পরম আরাধ্য দেবতা, তিনিই সর্ব্বোত্তম) ॥৩॥

অনুবাদ—সেই সকল প্রশ্নের মধ্যে ব্রহ্মাও যিনি পরব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ ও তাঁহার সাক্ষাৎকারী সেই হিরণ্যগর্ভ তাঁহাদিগকে উত্তর-দান-কালে প্রথমে পরমারাধ্য দেবতা সম্বন্ধে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, পুরুষোত্তম, যেহেতু তিনি সচ্চিদানন্দময় বিভু, তিনিই সকলের পরমারাধ্য ॥৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—তদুহেতি। তৎ তত্র প্রশ্নেষু, ব্রাহ্মণঃ ছান্দসত্বাৎ ব্রহ্মা। উ অপি। তান্ প্রতি হ কিল গোপালবিদ্যয়ৈবোত্তরম্ উবাচ। কিম্। কৃষ্ণঃ বৈ প্রসিদ্ধং পরমং দৈবতম্। কৃষ্ শব্দঃ সত্তা-বাচকঃ ন কারশ্চ আনন্দবাচকঃ তথাচ সদানন্দঃ পরমং দৈবতমিত্যর্থঃ। যদ্বা। ভক্তপাপকর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ পরমং দৈবতমিত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত-টীকানুবাদ—

তদ্—সেই সকল প্রশ্নের মধ্যে, ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মা, ছান্দস প্রয়োগহেতু দীর্ঘ। উ—(প্রশ্ন শুনিয়া) তিনিও তাঁহাদিগের উদ্দেশে গোপালবিদ্যার

আশ্রয়েই উত্তর করিলেন ; কি বলিলেন ? শ্রীকৃষ্ণ যে পরমব্রহ্ম—ইহা প্রসিদ্ধ। কারণ কৃষ্ ধাতু 'ন' প্রত্যয়যোগে কৃষ্ণ এই পদটি হইয়াছে, ইহার অর্থ—কৃষ্ ধাতু সত্তাবাচক অর্থাৎ যিনি সৎ—নিত্য শাশ্বত পুরুষ এবং 'ন' প্রত্যয়ের অর্থ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দময় ভূমাস্বরূপ, তিনিই পরম দেবতা। অথবা কৃষ্ ধাতুর অর্থ কর্ষণ, হরণ, যিনি ভক্তের সমস্ত পাপ হরণ করেন, এজন্যও তিনি পরম দেবতা ॥৩॥

তত্ত্বকণা—শ্রীব্রহ্মা মুনিগণকে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ; কারণ—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥"

তদুপাসনা-তন্ত্র-গৌতমীয়তন্ত্রেঽষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র-ব্যাখ্যায়াং তদেতত্তুল্যং পদ্যং দৃশ্যতে—

"কৃষিশব্দশ্চ সত্তার্থো নশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ ॥"

বৃহদ্‌গৌতমীয়ে—"কৃষিশব্দো হি সত্তার্থো নশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
সত্তা-স্বানন্দয়োর্যোগাৎ তৎ পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥" ইতি।

"অদ্বয়ব্রহ্মবাদিভিরপি সত্তানন্দয়োরৈক্যং তথা মন্তব্যম্। শাব্দৈকে-ভিন্নাভিধেয়ত্বেন প্রতীতেঃ সত্তা-শব্দেন চাত্র সর্ব্বেষাং সতাং প্রবৃত্তি-হেতুর্যৎ পরমং সত্তদেবোচ্যতে—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ। অভিন্নাভিধেয়ত্বে "বৃক্ষঃ তরুঃ" ইতিবদ্বিশেষেণ বিশেষ্যত্বা-যোগাদেকস্য বৈয়র্থ্যাচ্চ। গৌতমীয়পদ্যস্যৈবং ব্যাখ্যেয়ং—পূর্ব্বার্দ্ধে সর্ব্বাকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট আনন্দাত্মা কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ ; তদুত্তরার্দ্ধে যস্মাদেবং

সর্ব্বাকর্ষকসুখরূপোঽসৌ তস্মাদাত্মা জীবশ্চ তত্র সুখরূপো ভবেৎ। তত্র হেতুঃ—'ভাবঃ' প্রেমা, তন্ময়ানন্দত্বাদিতি। তদেবং স্ব-রূপ-গুণাভ্যাং পরমবৃহত্তমঃ সর্ব্বাকর্ষক আনন্দঃ কৃষ্ণশব্দবাচ্য ইতি জ্ঞেয়ম্। স চ শব্দঃ শ্রীদেবকীনন্দন এব রূঢ়ঃ।" ইতি শ্রীজীবপাদব্যাখ্যা ॥৩॥

শ্রুতিঃ—গোবিন্দান্মৃত্যুর্ব্বিভেতি ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—গোবিন্দাৎ (যিনি বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান ও উপাসনা দ্বারা দর্শনীয় হন, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য, পরমোপাস্য সেই শ্রীভগবান্ শ্রীগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ হইতে) [শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় হইতে যেহেতু অমৃতত্ব—মুক্তিলাভ হয়, সেজন্য] মৃত্যুর্ব্বিভেতি (মৃত্যু তাঁহাকে ভয় করে অর্থাৎ তাঁহার উপাসকের নিকট অগ্রসর হয় না) [ইহা হইল মুনিদিগের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর] ॥৪॥

অনুবাদ—অতঃপর মুনিদিগের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন,—'শ্রীগোবিন্দকে মৃত্যু ভয় করে।' যেহেতু বেদার্থতত্ত্ব-জ্ঞান ও উপাসনা দ্বারা তিনি প্রাপ্ত হন, সেইহেতু সেই উপাসনার ফলে উপাসকের নিকট মৃত্যু আসিতে ভয় করে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই উপাসকের রক্ষক ॥৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—গোবিন্দাদিতি। গবাং জ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দঃ তস্মাৎ উপলভ্যাৎ অমৃতস্বরূপাবাপ্তৌ মৃত্যুঃ বিভেতি ভয়েন তদাজ্ঞাকারী ভবতি ইত্যর্থঃ। 'ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ'। ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—গোবিন্দাৎ মৃত্যুর্বিভেতি।—ইহার অর্থ—গোবিন্দ হইতে অর্থাৎ গোবিন্দ শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ, যিনি বেদজ্ঞান দ্বারা উপলভ্য ; যথা, গো-শব্দের অর্থ বেদবাক্য (উপনিষদ্বা-

ক্যাদি) তাহার জ্ঞানের ফলে যিনি উপলব্ধ হইলে তত্ত্ববিদ্‌কে অমৃতত্ব (অমরত্ব—মুক্তি) লাভ করায়। তখন মৃত্যু সেই উপাসকের রক্ষাকর্ত্তাকে ভয় করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করে। শ্রুতিতে আছে—'ভীষাস্মাদ্‌বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্য ইত্যাদি'—তিনি ভয়ের কারণ, এজন্য তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য নিয়মিতভাবে উদিত হইতেছেন। 'ভয়াদগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি-পঞ্চমঃ' ইতি চ, শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, তাঁহার শাসনে অগ্নি তাপ দিতেছে, বায়ু বহিতেছে, মৃত্যু ভয়ে দৌড়াইতেছে ॥৪॥

তত্ত্বকণা—মুনিগণের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন যে, মৃত্যু শ্রীগোবিন্দকে ভয় করে অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের আশ্রিত জনের নিকট মৃত্যু প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেবের বাক্যেও পাই,—

"মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥" (ভাঃ ৩।২৫।৪২)

আরও পাই,—

"নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ।
আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥" (ভাঃ ৩।২৫।৪১)

শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—হে জননি, আমিই ভগবান্, আমিই প্রকৃতি ও পুরুষাবতারাদির নিয়ন্তা, আমিই সর্ব্বভূতের আত্মা। জীববৃন্দের নিদারুণ সংসার-ভয় আমার ভজন বিনা আর কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না ॥৪॥

শ্রুতিঃ—গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্‌জ্ঞাতং ভবতি ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর 'কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভাতি' কাঁহাকে স্বরূপতঃ ও তটস্থ লক্ষণদ্বারা অনুভব করিলে জ্ঞাতব্য

সকল তত্ত্বের জ্ঞান হয়, মুনিগণের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন] গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন (গোপী-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—গুপ্‌ রক্ষণে—এই গুপ্‌ ধাতুর অর্থ—শ্রীভগবানের যে প্রকৃতিশক্তি অর্থাৎ বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যিনি নাম ও রূপ দিয়া সমস্ত জগৎকে রক্ষা করিতেছেন, অথবা 'গুপ্‌ সংবরণে' ঢাকিয়া রাখা অর্থে—যিনি পরব্রহ্মস্বরূপকে জড়লোকের নিকট হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, সেই যোগমায়া, তাঁহার ছায়াস্বরূপা প্রকৃতি-শক্তি হইতে 'জন' অর্থাৎ জাত প্রপঞ্চ, তাহার যিনি বল্লভ অর্থাৎ অধীশ্বর, উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের কারণ—তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিলেই) তৎ [অখিলং] (অখণ্ড বিশ্ব) জ্ঞাতং ভবতি (বিজ্ঞাত হইয়া থাকে) [যেমন এক মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই মৃৎপিণ্ড-জাত ঘটশরাবাদি সমস্তই বুঝা যায়] [ইহা, শ্রুতি, ইতিহাস ও লোক-প্রসিদ্ধি হইতে জানা যায়] ॥৫॥

অনুবাদ—গোপীজনবল্লভের স্বরূপ-বিজ্ঞান লাভ করিলেই সকল বিজ্ঞাত হয়। সেই গোপীজনবল্লভ পরমেশ্বর। অন্তরঙ্গা যোগমায়া ও বহিরঙ্গা মহামায়া তাঁহার শক্তি, তন্মধ্যে যোগমায়া তাঁহার স্বরূপকে বহির্মুখের নিকট হইতে আবরণ করিয়া রাখেন; তাঁহার জগৎসৃষ্টিকারিণী মায়াশক্তি হইতে উৎপন্ন প্রপঞ্চকে তিনি পালন করিতেছেন অতএব 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' এই শ্রুতি বলিতেছেন—পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিলেই সংসারকে অতিক্রম করা যায়, তদ্‌ভিন্ন অন্য কোনও পার হইবার পথ নাই ॥৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—গোপীজনেতি। ইদং সকলং জগৎ নামরূপাভ্যাং গোপায়তি রক্ষতি অথবা পরং পুমাংসং পরব্রহ্মস্বরূপং গোপায়তি সংবৃণোতীতি ব্যুৎপত্ত্যা গোপী প্রকৃতির্মায়া তস্যাঃ সকাশাৎ জাতঃ প্রপঞ্চঃ গোপীজনঃ তস্য বল্লভঃ স্বামী ঈশ্বরঃ উৎপাদন-পালন-সংহরণা-

ধানমিত্যধিষ্ঠানত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানেন তৎ অখিলং বিশ্বং বিজ্ঞাতং ভবতি। যথা একেন মৃৎপিণ্ডেন অখিলং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি। ইতি শ্রুতিস্মৃতীতিহাসলোকেষু প্রসিদ্ধেঃ ॥৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—গোপীজনবল্লভেতি—ইহার অর্থ এই সমগ্র জগৎকে যিনি নামরূপ দিয়া রক্ষা করিতেছেন, শ্রীভগবানের সেই প্রকৃতি-শক্তি মহামায়া অথবা তাঁহার যে যোগমায়া শক্তি পরব্রহ্মস্বরূপকে তাঁহার সংবরণশক্তি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, সেই মায়াই গোপী, তাহা হইতে জাত প্রপঞ্চের নাম গোপীজন, তাহার বল্লভ অর্থাৎ অধীশ্বর, অধিপতি, যেহেতু তিনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন—তাহার তিনি অধিষ্ঠাতা। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন, যেমন একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে মৃণ্ময় সমস্ত বস্তু বিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ। ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস (মহাভারত) ও লোক-কথায় প্রসিদ্ধ বলিয়া তাঁহার জ্ঞানদ্বারা সকল বিজ্ঞাত হয় ॥৫॥

তত্ত্বকণা—মুনিগণের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন যে, গোপীজনবল্লভের তত্ত্বজ্ঞান হইতেই সমগ্র বিশ্ব বিজ্ঞাত হয়। গোপীজনবল্লভ বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। কারণ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকেই এখানে 'গোপী' বলা হইয়াছে। সেই শক্তির অপর নাম মায়া, মায়া আবার দ্বিবিধা। যোগমায়া ও মহামায়া। মহামায়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে নাম রূপ দিয়া রক্ষা বা পালন করেন। আর যোগমায়া পরব্রহ্ম পরমপুরুষকে সংবরণ করিয়া অর্থাৎ ঢাকিয়া রাখেন।

শ্রীভগবানের গোপীনাম্নী শক্তি বা মায়াশক্তি হইতে এই প্রপঞ্চ জাত বলিয়া জগৎকে 'গোপীজন' বলা হয়। সেই শক্তির বা তজ্জাত

জগতের তিনি বল্লভ অর্থাৎ স্বামী—জগদীশ্বর। তিনিই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তা। বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায়,—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চ" (ভাঃ ১।১।১)। 'যতো বা ইমানি ভূতানি' (তৈঃ ৩।১।১) "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো" (গীঃ ১০।৮) "ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪৩) জগতের সেই মূল পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই সকল তত্ত্বের জ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রুতিও বলেন,—'যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি।' ॥৫॥

শ্রুতিঃ—স্বাহয়েদং সংসরতীতি ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরিশেষে 'কাঁহার দ্বারা এই জগৎ প্রসার লাভ করিতেছে ও উৎপন্ন হইতেছে ?' মুনিগণের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন] স্বাহয়া (সু+আহা ; সু—সুষ্ঠুভাবে, আহ অর্থাৎ আহুতি ক্রিয়া যাহা দ্বারা (স্বাহা মন্ত্রে) সম্পন্ন হয়, তাহা মায়া, যেহেতু মায়ার দ্বারা) ইদং (এই জড় জগৎ) সংসরতি (উৎপন্ন হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিতেছে) ॥৬॥

অনুবাদ—অতঃপর মুনিগণের শেষ প্রশ্নের উত্তর শ্রুতি দিতেছেন, স্বাহা-অর্থ মায়া, যেহেতু মায়া দ্বারা এই জগৎ পরিচালিত হইতেছে। কথাটি এই—স্বাহা মন্ত্রে কর্ম্মযজ্ঞের অঙ্গ আজ্য প্রভৃতির অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার ফলে জীব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনশ্চ এই জগতে আসে ও পুনশ্চ কর্ম্ম করে। মায়ার দুইটি বৃত্তি—আবরণী ও বিক্ষেপণী, তন্মধ্যে যে বৃত্তি জীবের স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিতেছে তাহাই আবরণী, আর বিক্ষেপণী, যাহা চিত্তকে বিভ্রান্ত করিতেছে, কর্ম্মকাণ্ডের মধুপুষ্পিত বাক্যে ভুলাইয়া জীবকে সকাম কর্ম্মে লইয়া যাইতেছে, এইজন্য লীলাময় পরমেশ্বরের অধীনা মায়া-

রূপিণী শক্তিই সৃষ্টির কারণ ও আহ ক্রিয়াটি আ পূর্ব্বক হু ধাতু (আহুত্যর্থক) হইতে নিষ্পন্ন, নিপাতনে পৃষোদরাদিত্বাৎ উকার লোপ পরে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ দ্বারা সিদ্ধ। জীবের মায়াই আহুতিক্রিয়া, কারণ লোকৈষণা, বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা-রূপ মোহে পড়িয়া জীব মায়াতেই জীবনের আহুতি দিতেছে ॥৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—স্বাহয়েতি। সুষ্ঠু আহ আহুতিক্রিয়া যয়া সা স্বাহা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বাহাশব্দবাচ্যয়া মায়য়া ইদং জীবজাতং সংসরতি সংসারবন্তবতি ইত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—স্বাহয়েত্যাদি সু অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে —যথাবিধি, আহ—আহুতিক্রিয়া যাহার দ্বারা সম্পন্ন হয়—এই ব্যুৎপত্তি-বশতঃ স্বাহা স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ প্রত্যয় দ্বারা স্বাহা-শব্দের অর্থ মায়া হইতেছে, সেই স্বাহা-শব্দবাচ্য-মায়া দ্বারা এই জীবসমূহ পরিচালিত হইতেছে অর্থাৎ সংসারে আসা যাওয়া করিতেছে ॥৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদেবং পৃথগ্বিষয়মিবাচরিতানাং প্রশ্নানামুত্তরাণ্যপি ক্রমেণৈব তাদৃগেবাহেতি বক্তুমাহ। তদুহোবাচেতি। তত্তান্ প্রতি। উ অবধারণে, হ স্ফুটমিতি। স্ফুটমেবোবাচেত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিৎ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞঃ পরব্রহ্মানুভবী চ। সচাত্র ব্রহ্মা। তদুহোবাচ হৈরণ্য ইতি হিরণ্যগর্ভত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥৩-৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এইরূপে এই মুনিকৃত প্রশ্নগুলি যদিও ফলতঃ একই, যেহেতু সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হইতেছে এক পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণ, তাহা হইলেও সেই পৃথক্ পৃথগ্ভাবে কৃত প্রশ্ন-সমুদায়ের উত্তরগুলিও একে একে প্রশ্নক্রমেই সেই প্রশ্নের ভাবেই বলিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্ অর্থাৎ তাঁহাদিগের প্রতি, উ—ইহাই নিশ্চিত, হ—স্পষ্টভাবেই ইহা বলিলেন। তিনি কে ? সেই ব্রহ্মা অর্থাৎ

যিনি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মবিৎ বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞানী ও পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারী, নতুবা নিশ্চিতভাবে দৃঢ়বিশ্বাসে বলিবেন কিরূপে? এতাদৃশ ব্রহ্মাই বক্তা। তিনি যে বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ও পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারী হিরণ্যগর্ভ—ইহা প্রমাণিত হইতেছে, পরে বক্ষ্যমাণ 'তদু হোবাচ হৈরণ্য.' এই শ্রুতি হইতে। মনুসংহিতায় কথিত আছে—ব্রহ্মার উৎপত্তিক্ষেত্র হিরণ্ময়-অণ্ড, এজন্য তিনি হিরণ্যগর্ভ, মনুবাক্য যথা 'অপএব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ'॥ যুগভেদে পরমাত্মা সৃষ্টির আদিতে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি-বীজ নিক্ষেপ করিলেন, ক্রমে ঐশী শক্তিতে ঐ বীজ একটি সূর্য্যসঙ্কাশ জ্যোতির্ম্ময় অণ্ডরূপে পরিণত হইল। তাহাতেই সর্ব্বলোকের ও সর্ব্বপ্রাণীর পিতামহ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন ॥৩-৬॥

তত্ত্বকণা—কাঁহা কর্ত্তৃক এই বিশ্ব প্রসারিত হইতেছে? তাহা মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন যে, স্বাহা কর্ত্তৃক এই জগৎ বিস্তার লাভ করে। সেই স্বাহা শব্দের অর্থ মায়া; কারণ সু+আহা—স্বাহা অর্থে সুষ্ঠুভাবে আহুতিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় যদ্দ্বারা তাহা মায়া। জীব মায়ার আশ্রয়েই জন্ম-জন্মান্তর কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং মায়াতেই কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধ-জীবের জীবনের আহুতি প্রদত্ত হয় বলিয়া মায়া দ্বারাই জীবের সংসার পরিচালিত হয়।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" (গীঃ ৯।১০)

আরও পাই,—

"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" (গীঃ ১৮।৬১)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ" (ভাঃ ৪।১১।১৭) ॥৬॥

শ্রুতিঃ—তদু হোচুঃ কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দশ্চ কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ, কা স্বাহেতি ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[ব্রহ্মা যখন মুনিগণকে এইরূপ বলিলেন, তখন তাঁহাদের সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন] তদ্ উ হ (তদ্ বিষয়ে পূর্ব্ববৎ) মুনয়ঃ (সনকাদি মুনিগণ) উচুঃ (জিজ্ঞাসা করিলেন) [ব্রহ্মন্] কঃ কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ কে ?) অসৌ (আপনার কথিত) গোবিন্দঃ চ (সেই গোবিন্দই বা কে ?) ইতি (এই কথা) গোপীজনবল্লভঃ কঃ (গোপীজনবল্লভ কে ?) কা স্বাহা (স্বাহা শব্দের অর্থ কি ?) ॥৭॥

অনুবাদ—মুনিগণ ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া সংশয়ান্বিত হইলেন ; তাঁহারা ভাবিলেন—'কৃষ্ণ তো একজন মনুষ্যরূপী, তিনি পরমব্রহ্মস্বরূপ, ইহা কিরূপে সম্ভব ? এবং গোপীজনবল্লভ যদি গোবিন্দ হন, তবে জন শব্দের বাচ্য অর্থ কৃষ্ণ হইতে কি পৃথক্ ? এবং পুনশ্চ গোপীজনবল্লভ এই কথার অন্তর্গত গোপী—কোন্ গোপী, তাহাকে জন বলা হইল কেন ? যদি গোপীদের বোধক গোপীজন হয় এবং তাঁহাদের বল্লভের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়, তবে 'স্বাহা' পদ কেন ? এই সকল বিষয়ে গূঢ়ার্থ জ্ঞানের জন্য তাঁহারা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলেন ॥৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এবং গূঢ়ার্থে ব্রহ্মণা উক্তে তদর্থং জিজ্ঞাসবো মুনয়ঃ তৎ তত্র, উহ পূর্ব্ববৎ উচুঃ ইত্যাহুঃ কঃ কৃষ্ণ ইতি ॥৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—ব্রহ্মা এইরূপ গুহ্য অর্থ বলিলে তাহা শুনিয়া মুনিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ কে ? গোবিন্দই বা কে ? এবং গোপীজনবল্লভ-শব্দ-প্রতিপাদ্য দেবতা কে ? স্বাহা শব্দের অর্থ কি ? তাহা বলুন ॥৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—ততঃ কৃষ্ণাদীনাং তত্তত্তাবজ্ঞাপনার্থং পুনঃ প্রশ্ন ইত্যাহ তদুহোচুরিতি ॥৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর পাইয়াও পুনশ্চ মুনিগণ সেই কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীজনবল্লভ ও স্বাহা পদের গূঢ়ার্থ জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন—এই কথা 'তদুহ উচুঃ' ইহার দ্বারা বলিতেছেন ॥৭॥

তত্ত্বকণা—সনকাদি মুনিগণের প্রশ্নের উত্তর ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত হইলে পর তাহার গূঢ়ার্থ জানিবার জন্য তাঁহারা সংশয়াপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! কৃষ্ণ কে? গোবিন্দ কাহাকে বলে? গোপীজনবল্লভই বা কে? এবং স্বাহা কাহার নাম? স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন ॥৭॥

শ্রুতিঃ—তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ পাপকর্ষণো গো-ভূমি-বেদ-
বিদিতো বিদিতা গোপীজনাবিদ্যাকলা-
প্রেরকস্তন্মায়া চেতি ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মা) তান্ (প্রশ্নকারী সেই মুনিগণকে) উবাচ (বলিলেন) [তবে শুন—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি?] পাপ-কর্ষণঃ (যিনি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মরূপে পাপহরণকারী, তিনিই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, এইজন্য তিনি পরমারাধ্য) [গোবিন্দ শব্দের অর্থ এই—] গো-ভূমি-বেদ-বিদিতো (গো-ভূমি-বেদ-বিদিত) [গো-শব্দের অর্থ গো-জাতি, ভূমি, অর্থাৎ সর্ব্বভুবন, বেদ, ইহাদিগের মধ্যে যিনি বিখ্যাত] বিদিতা (জ্ঞানকারী ও লাভকারী যিনি) গোপীজন-আবিদ্যা-কলা-[তাসাং] প্রেরকঃ (গোপীজনরূপা যে সকল আবিদ্যার কলা অর্থাৎ সম্যক্ বিদ্যার কলা—প্রেমভক্তি-বিশেষরূপ যে মূর্ত্তিসমূহ তাঁহাদিগকে

যিনি নিজ লীলায় প্রেরণ করিয়া থাকেন) তন্মায়া চেতি (সেই ঈশ্বরের অধীনা যে মায়া তাহার নাম স্বাহা) [ইহাই 'গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা' এই মন্ত্রের অর্থ] ॥৮॥

অনুবাদ—তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন, যিনি অসুরগণেরও অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনিই পরমারাধ্য কৃষ্ণ। গোবিন্দ শব্দের অর্থ—যিনি ব্রজস্থ গাভী, পৃথিবী ও বেদে বিদিত ও তাহাদের পতি, আর গোপীজনবল্লভ বলিতে গোপীজন-রূপ যে আবিদ্যার কলাসমূহ আছে, তাঁহাদের অর্থাৎ প্রেমভক্তিবিশেষরূপ মূর্ত্তিসমূহের যিনি প্রেরক অর্থাৎ নিজ লীলায় প্রেরণা দিতেছেন, তিনিই গোপীজনবল্লভ, স্বাহা-শব্দের অর্থ 'স্বা' অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, 'হা' শব্দের অর্থ চিচ্ছক্তি অর্থাৎ পরা প্রকৃতি, যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানে অবিদ্যা-কৃত-বিশ্বের লয় হয়, ইহাই 'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' মন্ত্রের অর্থ ॥৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—প্রাগুক্তার্থে ব্রহ্মা প্রাহ ইত্যাহ তানুবাচ ব্রাহ্মণ-ইতি। ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্মা তান্ সনকাদীন্ প্রতি উবাচ কৃষ্ণস্বরূপমাহ পাপেতি। পাপকর্ষকত্বাৎ প্রাগুক্তরীত্যা চ সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ পাপ-কর্ষক-সচ্চিদানন্দ এব কৃষ্ণঃ অতঃ পরমো দেব ইত্যর্থঃ। গোবিন্দ-স্বরূপমাহ গোভূমিবেদবিদিত ইতি। গবি ভূমৌ, গোশব্দবাচ্যত্বাৎ বেদাৎ বিদিতঃ বিদিতা বেত্তা দ্রষ্টা গোবিন্দঃ অতস্তস্মাদধিষ্ঠানতয়া জ্ঞাত্বা মৃত্যুর্বিভেতি ইত্যর্থঃ। গোপীজনবল্লভস্বরূপমাহ গোপীজনেতি। গোপায়ন্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ তাসাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা প্রবিদ্যাকলাশ্চ তাসাং বল্লভঃ স্বামী প্রেরকঃ ঈশ্বর ইতি ব্যুৎপত্ত্যা গোপীজনবল্লভস্যেশ্বরস্য সর্ব্বাধিষ্ঠানস্য জ্ঞানেন সর্ব্বমারোপিতত্বেন বিদিতং ভবতি ইত্যর্থঃ। স্বাহাস্বরূপমাহ তন্মায়েতি। প্রাগুক্তরীত্যা তস্য ঈশ্বরস্য অধীনা মায়া স্বাহা তয়া সর্ব্বং সংসরতি ইত্যর্থঃ ॥৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—পূর্ব্বে যে মুনিগণ প্রশ্ন করিয়াছেন, সে-বিষয়ে ব্রহ্মা বলিতেছেন, এই কথা—তান্ উবাচ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, সেই সনকাদি মুনিদিগের প্রতি বলিলেন। প্রথমে কৃষ্ণ-শব্দের অর্থ অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ বলিতেছেন 'পাপকর্ষণ' এই কথায়। যিনি 'পাপকর্ষণঃ' সকল পাপ হরণ করেন, এজন্য এবং পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাখ্যানুসারেও যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অতএব পাপকর্ষক সচ্চিদানন্দই কৃষ্ণ, সুতরাং তিনি পরমদেব। অতঃপর গোবিন্দের স্বরূপ বলিতেছেন—'গোভূমিবেদবিদিত' ইহা দ্বারা। গো-শব্দ-বাচ্য গো-জাতি ও ভূমি, তাহাতে এবং বেদ হইতে তিনি বিদিত—বিখ্যাত। তিনি বিদিতা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, এজন্য সেই গোভূমি-বেদের অধিষ্ঠানরূপে জ্ঞাত সেই কৃষ্ণ হইতে মৃত্যু ভয় পায়—সরিয়া যায়—ইহাই গোবিন্দ-শব্দের তাৎপর্য্য। গোপীজনবল্লভস্বরূপ বলিতেছেন—গোপীজনেত্যাদি দ্বারা। গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা, যিনি গোপায়ন্তি রক্ষা করিয়া থাকেন, এজন্য গোপী-অর্থে পালনশক্তি, তাঁহাদিগের জন অর্থাৎ সমূহ, তদ্বাচ্য প্রবিদ্যার কলা আছে তাঁহাদের বল্লভ—স্বামী প্রেরক, নিয়ন্তা—এই ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ গোপীজনবল্লভ অর্থাৎ পরমেশ্বর, তিনি সকলের অধিষ্ঠান, ইহা জানিলে জাগতিক সমস্ত প্রপঞ্চ তাঁহাতে আরোপিতরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহা চতুর্থ প্রশ্নের অর্থ। অতঃপর স্বাহা-শব্দের স্বরূপ বলিতেছেন। 'তন্মায়া চ' এই অংশ দ্বারা। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে সেই ঈশ্বরের অধীন মায়াই স্বাহা-শব্দবাচ্য, সেই মায়ার দ্বারাই সমস্ত চালিত হইতেছে ॥৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র ক্রমেণ উত্তরং দর্শয়িতুমাহ তানুবাচেতি। পাপমত্রাস্বরাপরাধপর্য্যন্তং যস্তেষামপি সর্ব্বাপরাধনাশনঃ স এব পরমারাধ্য ইত্যর্থঃ। কর্ষতি সর্ব্বাপরাধান্ ইতি কৃষ্ণশব্দস্য নিরুক্তি-

বিশেষাৎ। ততো য এবম্ভূতত্বেন শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যৈঃ প্রসিদ্ধঃ স এব তচ্ছব্দাভিধেয় ইতি ভাবঃ। অত্র। 'কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচক' ইত্যাদ্যনুসারেণ কেষাঞ্চিন্মতা সচ্চিদানন্দরূপায়েত্যনেনোক্তা। আহ। গোশব্দস্য নানার্থতাং প্রত্যয়ভেদঞ্চাবলম্ব্যাহ গোভূমীতি। একশেষেণ গৌঃ প্রসিদ্ধঃ পশুজাতিবিশেষঃ, গৌর্ভূমিশ্চ গৌর্বেদশ্চেতি গাবঃ তেষু বিদিতো বিখ্যাত ইতি তান্ বিদিতা বেদিতা লব্ধেতি চ গোবিন্দ ইত্যর্থঃ। অত্র পশুজাতিবিশেষত্বেন শ্রীমন্নন্দগোকুলস্থা এব গাব উচ্যন্তে। তত্রৈব এতস্য বিখ্যাতিঃ তাভিশ্চ শ্রীমন্নন্দগোকুলমখণ্ডমেব লক্ষ্যতে। তত্র বিদিত ইতি স্বৈরক্রীড়ত্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। মথুরা-দ্বারকাদিলীলায়াং দৈত্যানাং যুদ্ধমরণাদিরূপং ধর্ম্মং মর্য্যাদীকৃত্য এব মারণাৎ। তত্র তু পূতনাদৌ তদনুস্মরণান্তত্রাপি মহাভক্তবত্তত্রাপি গতিদানাৎ। স্বৈরক্রীড়ত্বেন ব্যক্তীভবতীতি তস্মাদ্গোবিন্দত এব মৃত্যুরধিকং বিভেতীতি ভাবঃ। তথৈব হি ভূমিষু সর্ব্বভুবনেষু তথা বেদেষু বিদিত উদঘুষ্যত ইত্যর্থঃ। বিদিতেতি পক্ষেঽপি স এবার্থঃ গোকুলে স্বরূপেণ ভূমিবেদয়োর্যশোদ্বারা তস্য তথা প্রাপ্তত্বাৎ। গোপীজন ইতি। গোপীজনরূপাঃ খলু গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানং ভবতীতি পূর্ব্বোক্তাৎ। যা আবিদ্যায়াঃ কলাঃ সম্যগ্বিদ্যায়াঃ প্রেমভক্তির্বিশেষরূপা যা মূর্ত্তয়ঃ তাসাং প্রেরকঃ স্বলীলাসু প্রবর্ত্তকো রমণ ইত্যর্থঃ। 'রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমি'তি শ্রীভগবদ্গীতাপ্রকরণাৎ। 'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামী'তি ব্রহ্মসংহিতাতঃ। 'স বো হি স্বামী ভবতী'তি উত্তরতাপনীভ্যঃ। অত্রান্যত্র চ তথা তথা ধ্যানোপদেশাচ্চ। অর্থান্তরে 'যত্র বিদ্যাঽবিদ্যে ন বিদামো বিদ্যাঽবিদ্যাভ্যাং ভিন্ন' ইত্যুত্তরতাপনীবাক্যম্। 'হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী

মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে' ইতি বিষ্ণুপুরাণবাক্যম্। 'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ' ইতি স্বাম্যুক্তঞ্চ বিরুধ্যেত। উক্তঞ্চ। তাভিরাশ্লেষেণ তস্যাপি প্রকাশাধিক্যম্। 'তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুত' ইতি তস্মাদ্গোবিন্দত্বজ্ঞানেঽপি পরমপ্রেমাত্মকতদ্বিশিষ্টতাজ্ঞানেনৈব সুষ্ঠু তজ্‌জ্ঞানং ভবতীতি ভাবঃ। অতএবোক্তং শ্রীমদুদ্ধবেনাপি। 'বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চে'তি। 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইতি' চ। অতো যদ্‌ব্রহ্মসংহিতায়াং 'চিন্তামণিপ্রকরসদ্ম স্বকল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু স্বরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমি'ত্যাদি শ্রূয়তে। তদপি বৈকুণ্ঠাদিপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মীতোঽপ্যা-ধিক্যান্মহালক্ষ্মীত্বেনৈব মন্তব্যম্। তন্মায়া চেতি স্বাহাশব্দেন তন্মায়োচ্যত ইত্যর্থঃ। মায়া চাত্র যোগমায়া চিচ্ছক্তিরিতি যাবৎ তৎকৃপা বা। ত্রিগুণাত্মিকাঽথ জ্ঞানং চ। তথা চিচ্ছক্তিরেব চ মায়াশব্দেন ভণ্যতে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহোদধিপাঠাৎ। মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি নিঘণ্টুঃ। মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্ব-প্রকাশাচ্চ। তেন উভয়থাপি সর্ব্বেষাং সর্ব্বপ্রবৃত্তেস্তৎস্বরূপভূতায়াস্তস্যা এব স্যাদিতি পূর্ব্বপ্রশ্নোপযোগি উত্তরমায়াতম্। 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাদি'তি 'চক্ষুষশ্চক্ষুরি'তি 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি' চ শ্রুতেঃ। ন চ সংসরতীত্যস্য মায়েত্যস্য বাস্যথার্থত্বমাশঙ্ক্যং শ্রীভগবতি স্বাত্মার্পণার্থরূপত্বেন নির্বক্ষ্যমাণস্য স্বাহা তৎপদস্য সংসারহেতুরূপার্থত্ববিরোধাৎ। তদেবং প্রশ্নানুসারেণ পৃথগ্বি-ধানার্থান্নিরূপ্যাপৃথক্ত্বমেব দর্শয়তি। সৈব পর্য্যবসীয়তে। স্বা-শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎপ্রকৃতিঃ পরা। তয়োরৈক্যসম্ভূতি-মূর্থবেষ্টনবর্ণকঃ। অতএব হি বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্ণকো ভবেৎ ইতি গৌতমীয়ে ভগবত্তাদাত্ম্যোপপন্না সৈবোক্তা ॥৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তত্রেত্যাদি। সেইসকল প্রশ্নের মধ্যে যথাক্রমে উত্তর দেখাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—তান্থবাচে-ত্যাদি বাক্যদ্বারা। 'পাপকর্ষণঃ' শ্রুতির অন্তর্গত এই পাপ বলিতে এখানে সকল পাপ, এমন কি, অসুরদের অপরাধ পর্য্যন্ত বক্তব্য। যিনি (শ্রীকৃষ্ণ) সেই অসুরদেরও সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তিনিই পরম আরাধ্য দেবতা, ইহাই তাৎপর্য্য। অতঃপর 'কৃষ্ণ' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছেন, 'কর্ষতি সর্ব্বাপরাধান্' যিনি সর্ব্বপ্রকার অপরাধ নাশ করেন, এবং 'ন' প্রত্যয়ের অর্থ পরমানন্দ, যেহেতু ইহাই কৃষ্ণ-শব্দের নির্ব্বচনবিশেষ হইতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব যিনি এই স্বরূপে শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিখ্যাত, তিনিই কৃষ্ণ-শব্দের বাচ্য-অর্থ—ইহাই অভিপ্রায়। এ বিষয়ে 'কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে'। কৃষ্ ধাতুর অর্থ সত্তা। যেহেতু 'ভূ সত্তায়াম্' গণপাঠে ভূ ধাতুর এই অর্থ পাওয়া যায়। তাহার উত্তর 'ন' প্রত্যয়। ইহার অর্থ নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দ, সেই প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থ সম্মিলিত হইয়া কৃষ্ণ-শব্দের অর্থ বাচ্য হইতেছে। এই অনুসারে কোন কোন ব্যাখ্যাতার মতে সচ্চিদানন্দরূপই শ্রীকৃষ্ণের—ইহাই 'সচ্চিদানন্দরূপায়' এই নমস্কার-সূত্রপদ দ্বারা কথিত। তাহার পর গোবিন্দ-শব্দের অর্থ বলিতেছেন—গো-শব্দের অর্থ গৌশ্চ গৌশ্চ গৌশ্চ এই একশেষদ্বারা 'গাবঃ' হইল অর্থাৎ তিনটি গো বুঝাইতেছে, তন্মধ্যে প্রথম গো গো-জাতি, দ্বিতীয় গো ভূমি, তৃতীয় গো বেদ, সেই ত্রিবিধ গোতে যিনি বিখ্যাত। উক্ত তিনটি গো'কে যিনি 'বিদিতা' অর্থাৎ বেত্তা—লাভ করেন—এই অর্থ, বিদ্ ধাতু লাভ-অর্থে তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত। গোবিন্দ-শব্দ উক্তার্থক। এখানে প্রথম গো-শব্দের অর্থ পশুজাতিবিশেষ তাহা নন্দগোপের গোকুলস্থিত গো'কে অভিহিত করিতেছে, সেই গোবৃন্দের মধ্যে তাঁহার প্রসিদ্ধি হইয়াছিল, সেই

গাভীদের দ্বারা শ্রীমান্ নন্দের গোকুলমণ্ডল লক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে তিনি বিদিত অর্থাৎ স্বেচ্ছামত তাহাদিগের সহিত লীলা করিয়াছেন, এইরূপে তিনি প্রসিদ্ধ। মথুরা, দ্বারকাদি লীলায় পাওয়া যায় যে, দৈত্যদের যুদ্ধে নিধন হইলে স্বর্গ ও মুক্তি হইবে—এই ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে পূতনা রাক্ষসীকে মৃত্যুকালে মহা ভক্তজনের মত সদ্‌গতি দিয়াছেন। এই সকল স্বাধীন লীলাকারিরূপে তিনি প্রকট হইয়া থাকেন, অতএব গোবিন্দ হইতে যে মৃত্যু বিশেষ ভয় পায়, ইহাই গোবিন্দ-শব্দের ভাবার্থ। সেই প্রকারই তিনি এই পৃথিবীতে, অন্যান্য সকল ভুবনেতে ও বেদশাস্ত্রে 'বিদিত' হইতেছেন অর্থাৎ উদ্‌ঘোষিত হইতেছেন। তাহার পর 'বিদিতা' এই বিশেষণ পক্ষেও সেই একই অর্থ। কারণ নন্দগোকুলে তাঁহার নিজ স্বরূপে ভূমি ও বেদের যশো বিস্তার দ্বারা সেইরূপ অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতঃপর গোপীজনবল্লভেতি বিশেষণের ব্যাখ্যা হইতেছে। তাঁহার গোপীজনবল্লভতাস্বরূপ-জ্ঞান হইলেই (ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এজন্য) গোপীজনরূপ যে সকল আবিদ্যার কলা আছে, সেগুলি সম্যক্ বিদ্যার অর্থাৎ প্রেমভক্তিবিশেষরূপা মূর্ত্তি, তাঁহাদের তিনি বল্লভ অর্থাৎ প্রেরক অর্থাৎ নিজ নিত্যলীলায় প্রবৃত্তিজনক, এইজন্য তিনি রমণ—এই তাৎপর্য্য। এ রহস্য 'রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্' ইত্যাদি শ্রীভগবদ্‌গীতায় পাওয়া যায় (গীঃ ৯।২)। ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থেও আছে যে—'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' যে গোলোকনাথ পরমধাম গোলোকে আনন্দ ও চিন্ময় রস কর্ত্তৃক প্রতিভাবিতা, সেই সকল নিত্যলীলাসঙ্গিনীর সহিত যেন গোলোকেই বিহার করিতেছেন। যিনি সকল প্রাণীর আত্ম-

স্বরূপ, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি। আবার এই গ্রন্থের উত্তর-ভাগ উত্তর-তাপনীতে বলা হইয়াছে 'স বোহি স্বামী ভবতি'। গান্ধর্বী মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তোমাদিগের স্বামী হইতেছেন। তদ্‌ভিন্ন এই বিষয়ে ও অন্য সব বিষয়েও তাঁহার ধ্যানের উপদেশ আছে। অর্থান্তরে উত্তরতাপনীতে কথিত হইয়াছে—'যত্র বিদ্যাবিদ্যে ন বিদামো-বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ। বিদ্যাময়ো হি যঃ' শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর হইতেও উৎকর্ষ আছে, যেহেতু 'বিদ্যা ও অবিদ্যা তাঁহাতে আছে,' একথা আমরা মানিব না, কারণ তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন। আপত্তি এই, একথা না মানিলে শ্রীবিষ্ণুপুরাণের একটি বাক্য আছে—'হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিদ্‌ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো-গুণবর্জ্জিতে।' হে ভগবন্! তুমি সমস্ত বিদ্যা ও অবিদ্যার আশ্রয়, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিদ্ এই ত্রিশক্তি চিন্ময়রূপে বর্ত্তমান, কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণাতীত তোমাতে হ্লাদ ও তাপ অর্থাৎ জড়ীয় সুখ-দুঃখ থাকিতে পারে না। কেন না, সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর সর্ব্বদা চিন্ময় হ্লাদিনী ও সংবিদ্ শক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত থাকায় নিত্যানন্দে অবস্থিত এবং জীব অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ, এজন্য জীব সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের আকর।—এইরূপ বিষ্ণুপুরাণের টীকায় শ্রীধর স্বামীর উক্তিও বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। না, তাহা নহে; কথিত আছে—সেই সকল ব্রজগোপী কর্ত্তৃক আশ্লিষ্ট হওয়ায় তাঁহারও অধিক প্রকাশই হইয়াছিল। যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১০।৩৩।৬) সেই রাসমণ্ডলে গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছিলেন। অতএব গোবিন্দত্ব-জ্ঞানসত্ত্বেও তাঁহাকে পরমপ্রেমা-ত্মকত্ববিশিষ্ট গোবিন্দত্ব-জ্ঞান দ্বারাই তাঁহার জ্ঞান সুষ্ঠু হইয়া থাকে।—ইহাই অভিপ্রায়। এইজন্যই শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১০।৪৭।৫৮)

'বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ' এই প্রেমানন্দময় অবস্থা মুমুক্ষু মুনিরা ও কৃষ্ণপ্রেমার্থী আমরা মাত্র কামনা করি। আরও দেখ—'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ' (১০।৪৭।৬০) গোপীদের উপর শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে অনুগ্রহ বর্ষিত হইয়াছে, এ-অনুগ্রহ একান্ত অনুরক্তা লক্ষ্মীরও হয় নাই। অতএব ব্রহ্মসংহিতাতে যে বলা আছে—'চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসুকল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।' সহস্র সহস্র চিন্তামণি-নিবদ্ধ-গৃহে উত্তমোত্তম লক্ষ কল্পবৃক্ষে বেষ্টিত গোলোকধামে যিনি সুরভি—গাভীগণকে পালন করিতেছেন, যাঁহাকে লক্ষ সংখ্যক লক্ষ্মী সসম্ভ্রমে সেবা করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এখানে যে লক্ষ্মী বলা হইয়াছে, ইঁহা-দিগকে মহালক্ষ্মী,—মনে করিতে হইবে, কারণ ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে, বৈকুণ্ঠাদি শ্রীধামে নিবাসিনী প্রসিদ্ধ লক্ষ্মী হইতে আধিক্য দ্যোতিত হইতেছে। 'তন্মায়াচেতি' ইহা 'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' এই মন্ত্রোক্ত স্বাহা শব্দের অর্থ মায়া বলা হইতেছে। এখানে মায়া বলিতে শ্রীহরির যোগমায়া, যাঁহাকে এক কথায় চিচ্ছক্তি বলা হয়। অথবা শ্রীভগবানের কৃপাই মায়া। কারণ 'শব্দমহোদধিগ্রন্থে পঠিত হয় যে, 'ত্রিগুণাত্মিকা-অথ জ্ঞানঞ্চ॥ তথা চিচ্ছক্তিরেব চ মায়াশব্দেন ভণ্যতে শব্দতত্ত্বার্থ-বেদিভিঃ।' মায়া শব্দের অর্থ ত্রিগুণময়ী অবিদ্যা, অথবা জ্ঞান, কিংবা চিচ্ছক্তি। ইহা শাব্দিকরা বলেন। নিরুক্তকার নিঘণ্টু অধ্যায়ে বলিয়াছেন—মায়া, বয়ুন, জ্ঞান এক পর্য্যায়ভুক্ত শব্দ। আবার বিশ্বপ্রকাশ কোষে আছে 'মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ' মায়া শব্দের অর্থ দম্ভ ও কৃপা। অতএব যাহাই বলা হউক, উভয়রূপেই সকলের সকল প্রকার চেষ্টা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হইতেই হয়। এতাবৎ গ্রন্থে মুনিগণের প্রশ্নোপযোগী উত্তর আসিল। 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ

প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ' যদি পরম ব্যোম আনন্দময় পুরুষ না থাকিতেন, তবে কে প্রাণনাদিবায়ু-ক্রিয়া করিত, কে জীবনাধায়ক ব্যাপার করিত, এই শ্রুতি ও 'চক্ষুষশ্চক্ষুঃ' তিনি দৃকশক্তির শক্তি-বিধায়ক, এবং 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' যাঁহার প্রকাশে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে—এই শ্রুতিও উক্ত বিষয়ে প্রমাণ। যদি বল 'সংসরতি' এই পদের কিংবা 'মায়া' এই পদের প্রসিদ্ধার্থ ছাড়িয়া অন্যরূপ অর্থ করা হইল কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা যদি না কর, তবে স্বাহা পদের যে অর্থ পরে বলা হইবে, শ্রীভগবানে স্বাত্মার্পণ (আত্মসমর্পণ)-রূপ এবং 'তৎ' পদের অর্থ যিনি সংসারের হেতু এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, যেহেতু যিনি সংসার-সৃষ্টি কর্ত্তা তাঁহাতে আত্মসমর্পণ না করিলে মুক্তি হইতে পারে না, পুনশ্চ সংসারই হয়; অতএব পূর্ব্বোক্ত অর্থই গ্রহণীয়। অতএব এইরূপ প্রশ্নানুসারে 'পৃথক্ পৃথক্ অর্থগুলি নিরূপণ করিয়া তাহাদের সহিত ভগবানের ভেদই দেখাইতেছেন। স্বাহা-শব্দের অন্তর্গত 'স্বা'-শব্দের অর্থ—ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষ ও 'হা' শব্দের অর্থ চিৎ পরা প্রকৃতি, উভয়ের মিলনে উৎপন্ন মুখবেষ্টন (অধর)-বর্ণ (ওঁ), এই কারণে—স্বাহা শব্দের অর্থ—বিশ্বের লয় যাহাতে হইয়া থাকে, ইহা গৌতমীয়তন্ত্রে জীবের ভগবানের সহিত তাদাত্ম্য-অর্থ সঙ্গত হইতেছে।৮।

তত্ত্বকণা—সনকাদি মুনিগণের প্রতি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীজনবল্লভ এবং স্বাহা প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণ-শব্দের অর্থ—যিনি পাপকর্ষণ করেন অর্থাৎ অসুরের অপরাধ পর্য্যন্ত নাশ করেন—এইজন্য সর্ব্বাপরাধনাশক সচ্চিদানন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা অর্থাৎ পরমারাধ্য। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাহারও

মতে কৃষি ভূর্বাচক শব্দ অতএব সৎ এবং চিৎতত্ত্ব, এবং ণ-শব্দে নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দ। সুতরাং সচ্চিদানন্দরূপতাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। এইজন্য নমস্কারে বলা হইয়াছে—'সচ্চিদানন্দরূপায়'।

তৎপরে গোবিন্দ-শব্দের অর্থ বলিতেছেন,—'গো'-শব্দ নানার্থে প্রযুক্ত। গো-শব্দে পশুজাতি-বিশেষ। আবার গো-শব্দে ভূমি অর্থে সর্ব্বভুবন এবং বেদকেও বুঝায়। ইহাতে যিনি বিখ্যাত ও দ্রষ্টা। উক্ত তিনটি লোকের যিনি বিদিতা অর্থাৎ বেত্তা বা লাভ করেন। বিদ্ ধাতু লাভার্থও বুঝায়। এস্থলে গো-শব্দে পশুবিশেষ ধরিলে শ্রীনন্দগোকুলস্থ গাভীসমূহ লক্ষিত হয়। সেই গো-সমূহের মধ্যে তাঁহার লীলা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীমন্নন্দগোকুলমণ্ডলে গাভীগণ লইয়া তাঁহার লীলা প্রসিদ্ধ।

মথুরা ও দ্বারকালীলায় অসুরাদির নিধন দ্বারা 'যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়', এইরূপ ধর্ম্মের তিনি মর্য্যাদা-রক্ষক। হতারি-গতিদায়করূপে প্রসিদ্ধ। আবার পূতনা রাক্ষসীকে মহাভক্তের অনুরূপ গতি অর্থাৎ ধাত্রীর প্রাপ্য গতি প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥" (ভাঃ ১০।৬।৩৫)

এইরূপ স্বাধীন লীলাকারিরূপে তিনি প্রকট হন। সুতরাং এই গোবিন্দকে মৃত্যু ভয় পাইয়া থাকে।

গো-শব্দের অর্থ ভূমি ও বেদ-বিচারে তিনি এই পৃথিবীতে বা সকল ভুবনে তথা সমগ্র বেদে বিদিত অর্থাৎ উদ্‌ঘোষিত হইয়া থাকেন। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" (গীঃ ১৫।১৫) "বেদান্তবেদ্যায়"

প্রভৃতি শ্রুতি-প্রমাণ-বলেও তিনি বেদে বিদিত। নন্দগোকুলে তাঁহাকে স্বস্বরূপে ভূমি ও বেদের যশের বিস্তার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে গোপীজনবল্লভ-শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন—তাঁহার গোপীজনবল্লভরূপ জ্ঞানের দ্বারাই সকল তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। গোপীজনরূপ যে সকল আবিদ্যার কলা আছে অর্থাৎ তাঁহার সম্যগ্‌ বিদ্যার—প্রেমভক্তিবিশেষরূপ যে-সকল মূর্ত্তি, তাঁহাদের প্রেরক অর্থাৎ নিজ-লীলাতে প্রবর্ত্তক, এই জন্যই তিনি রমণ। শ্রীগীতাতেও পাই,—"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিতি" (গীঃ ৯।২)।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

> "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
> স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
> গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো-
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রঃ সং ৩৭)

অর্থাৎ আনন্দ-চিন্ময়-রস-কর্ত্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয়-চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা হ্লাদিনী শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়-ব্যূহরূপা সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজন করি।

আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল ঠাকুর 'ভক্তি-বিনোদ এই শ্লোকের 'তাৎপর্য্যে' যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"শক্তি ও শক্তিমান্‌ একাত্মা হইয়াও হ্লাদিনীশক্তি কর্ত্তৃক রাধা ও কৃষ্ণ-রূপে পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়া নিত্য অবস্থান করেন। সেই

আনন্দ (হ্লাদিনী) ও চিৎ (কৃষ্ণ), উভয়েই অচিন্ত্য শৃঙ্গার-রস বর্ত্তমান। সেই রসের বিভাব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন। তন্মধ্যে আলম্বন—দ্বিবিধ অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয়; আশ্রয়—স্বয়ং রাধিকা ও তৎকায়ব্যূহগণ, এবং বিষয়—স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই গোলোক-পতি গোবিন্দ। সেই রসের প্রতিভাবিত আশ্রয়ই গোপীগণ; তাঁহাদের সহিতই গোলোকে কৃষ্ণের নিত্যলীলা।

"নিজরূপতয়া" অর্থাৎ হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তি-প্রকটিতরূপিণী কলা-সকলের সহিত; সেই চতুঃষষ্টি কলা, যথা—নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুল-কুসুম-বলি-বিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশন-বসনাঙ্গরাগ, মানভূমিকা-কর্ম্ম, শয্যা-রচন, উদক-বাদ্য, উদক-ঘাত, চিত্রাযোগ, মাল্য-গ্রন্থন-বিকল্প, শেখরাপীড়-যোজন, নেপথ্য-যোগ, কর্ণপত্র-ভঙ্গ, গন্ধ-যুক্তি, ভূষণ-যোজন, ঐন্দ্রজাল, কৌ-মার-যোগ, হস্ত-লাঘব, চিত্র-শাকপূপ-ভক্ষ্যবিকার-ক্রিয়া, পানক-রস-রাগাসব-যোজন, সূচি-বাপ-কর্ম্মাদি, সূত্র-ক্রীড়া, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্ব্বচক-যোগ, পুস্তক-বাচন, নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন, কাব্যসমস্যা-পূরণ, পট্টিকা-বেত্রবাণ-বিকল্প, তর্কুকর্ম্ম, তক্ষণ, বাস্তবিদ্যা, রৌপ্যরত্ন-পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগ-জ্ঞান, আকর-জ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-যোগ, মেষ-কুক্কুট-শাবক-যুদ্ধবিধি, শুক-শারিকা-প্রপালন, উৎসাদন, কেশ-মার্জ্জন-কৌশল, অক্ষর-মুষ্টিকাকথন, ম্লেচ্ছিতক-বিকল্প, দেশভাষা-জ্ঞান, পুষ্প-শকটিকা-নিমিত্ত-জ্ঞান, যন্ত্র-মাতৃকা, ধারণ-মাতৃকা, সম্পট্য, মানসী-কার্য্য-ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিকল্প, ছলি-তক-যোগ, কোব-চ্ছন্দে-জ্ঞান, বস্ত্র-গোপন, দ্যূত, আকর্ষ-ক্রীড়া, বালক-ক্রীড়ণক, বৈনায়িকী বিদ্যা, বৈজয়িকী বিদ্যা এবং বৈতালিকী বিদ্যা।

এই সমস্ত বিদ্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া রস-প্রকরণরূপে গোলোকধামে

নিত্য প্রকট এবং জড়জগতে চিচ্ছক্তি-যোগমায়া দ্বারা ব্রজলীলায় প্রশস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এইজন্য শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

"সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে॥
সহৈব স্বপরিবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ।
কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা॥
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ।
প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা॥
অন্যাস্ত্ব-প্রকটা ভান্তি তাদৃগস্তদগোচরাঃ।
তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ॥
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ।
যা স্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ॥"

অর্থাৎ গোলোকে সর্ব্বদা স্বীয় অনন্ত-লীলা-প্রকাশের সহিত কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন। কখনও জগতের মধ্যে সেই লীলার প্রকাশান্তর হয়। শ্রীহরি সপরিবারেই জন্মলীলাদি প্রকট করেন। কৃষ্ণভাবানুসারে লীলা-শক্তি তদীয় পরিকরগণকেও সেই-সেই-ভাবে বিভাবিত করেন। যে-সকল লীলা প্রপঞ্চ-গোচর হয়, তাহাই প্রকট-লীলা; আবার সেইরূপ কৃষ্ণের সমস্ত-লীলাই প্রপঞ্চের অগোচরে অপ্রকটরূপে গোলোকে আছে। প্রকট-লীলায় কৃষ্ণের গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় গতাগতি। যে-সমস্ত লীলা ঐ স্থানত্রয়ে অপ্রকট, তাহা চিদ্ধামে বৃন্দাবনাদি-স্থানে প্রকট হইয়া থাকে। এই সকল সিদ্ধান্ত-বাক্যে ইহাই জানা যায় যে, প্রকট-লীলা ও অপ্রকট-লীলায় কোন ভেদ নাই। এই শ্লোকের টীকায় এবং উজ্জ্বল-নীলমণির টীকায় এবং কৃষ্ণ-সন্দর্ভাদিতে অস্মদীয় আচার্য্যচরণ শ্রীজীব-গোস্বামী

বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণের প্রকট-লীলা—যোগমায়া-কৃতা ; মায়িক-ধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহাতে মায়া-প্রত্যায়িত কতকগুলি কাৰ্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বরূপ-তত্ত্বে থাকিতে পারে না ; যথা—অসুর-সংহার, পরদার-সংগ্রহ ও জন্মাদি ; গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব, সুতরাং তদীয় স্বকীয়া ; তাঁহাদের কিরূপে পরদারত্ব সম্ভব হয় ? তবে যে তাঁহাদের প্রকটলীলায় পারদারত্ব, তাহা—কেবল মায়িক-প্রত্যয়-মাত্র। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের এই প্রণালীর কথাগুলিতে যে গূঢ়ার্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে আর সংশয় থাকিবে না। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচাৰ্য্য ; সুতরাং শ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সৰ্ব্বদাই বৰ্ত্তমান, অধিকন্তু তিনি—আবার কৃষ্ণলীলায় মঞ্জরী-বিশেষ ; অতএব সকল-তত্ত্বই তাঁহার পরিজ্ঞাত। তাঁহার আশয় বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক স্বকপোল-কল্পিত অর্থ রচনা করত পক্ষ-বিপক্ষভাবে সতর্ক করিয়া থাকেন। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে, প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা—পরস্পর অভেদ ; কেবল একটি—প্রপঞ্চাতীত প্রকাশ, অন্যটি—প্রপঞ্চান্তর্গত প্রকাশ, এইমাত্র ভেদ। প্রপঞ্চাতীত-প্রকাশে দ্রষ্টৃ-দৃষ্টগত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা আছে। বহুভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকৃপা হইলে যিনি প্রপঞ্চ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক চিজ্জগতে প্রবিষ্ট হন, আবার যদি তাঁহার সাধনকালীন রস-বৈচিত্র্যের আস্বাদন-সিদ্ধি থাকে, তবেই তিনি গোলোকের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধলীলা দর্শন ও আস্বাদন করিতে পারিবেন। সেরূপ পাত্র দুর্ল্লভ, আর যিনি প্রপঞ্চে বৰ্ত্তমান হইয়াও ভক্তিসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণ-কৃপায় চিদ্রসের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভৌম-গোকুল-লীলায় সেই গোলোকলীলা দেখিতে পা'ন।

সেই অধিকারিদ্বয়ের মধ্যেও অবশ্য তারতম্য আছে ; বস্তুসিদ্ধি না হওয়া পৰ্য্যন্ত সেই গোলোক-লীলা-দর্শনে কিছু কিছু মায়িক প্রতিবন্ধক থাকে। আবার, স্বরূপসিদ্ধির-তারতম্যক্রমে স্বরূপ-দর্শনের

তারতম্যানুসারে ভক্তদিগের গোলোক-দর্শনের তারতম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নিতান্ত মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণই ভক্তিচক্ষুশূন্য; তন্মধ্যে কেহ কেহ—কেবল মায়া-বিচিত্রতায় আবদ্ধ, এবং কেহ কেহ বা—ভগবদ্‌ বহির্ম্মুখ-জ্ঞানের আশ্রয়ে চরমনাশের প্রত্যাশী; তাহারা ভগবানের প্রকট-লীলা দেখিতে পাইলেও তাহাদের নিকট ঐ প্রকট-লীলায় অপ্রকটসম্বন্ধ-শূন্য কেবল জড়-প্রতীতির মাত্র উদয় হয়। অতএব অধিকারি-ভেদে গোলোক-দর্শনের গতিই এইরূপ। ইহাতে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, গোলোক যেরূপ শুদ্ধতত্ত্ব, গোকুলও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে মলশূন্য হইয়াও যোগমায়া চিচ্ছক্তি-কর্ত্তৃক জড়-জগতে প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকট-বিষয়ে কিছুমাত্র মায়িক মল, হেয়তা বা অসম্পূর্ণতা নাই; কেবল দ্রষ্টৃ-জীবদিগের অধিকারানুসারেই তাহা কিছু কিছু পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়। মল, হেয়ত্ব, উপাধি, মায়া, অবিদ্যা, অশুদ্ধত্ব, ফল্গুত্ব, তুচ্ছত্ব, স্থূলত্ব—কেবল দ্রষ্টৃ-জীবের জড়-ভাবিত চক্ষু, বুদ্ধি, মনঃ ও অহঙ্কারনিষ্ঠ, কিন্তু দৃশ্যবস্তু-নিষ্ঠ নয়। যিনি যতদূর তত্তদ্দোষশূন্য, তিনি ততদূর বিশুদ্ধতত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ। শাস্ত্রে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা—মলশূন্য; কেবল তদালোচক-ব্যক্তিদিগের নিকটই প্রতীতিসমূহ তত্তদধিকারক্রমে মলযুক্ত বা মলশূন্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে চতুঃষষ্টি-কলার বিবৃতি কথিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় মূলতঃ শুদ্ধরূপে গোলোকেই বর্ত্তমান। আলোচকদিগের অধিকারক্রমেই সেই-সেই-বাক্যে হেয়ত্ব, তুচ্ছত্ব ও স্থূলত্বের প্রতীতি হয়। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যত প্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে-সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয়ভাবও সেই বিচারাধীন কোন প্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগ-মায়া-কৃত সমস্ত-প্রকাশই শুদ্ধ; পরদার ভাবটি—যোগমায়া-কৃত,

সুতরাং কোন শুদ্ধতত্ত্বমূলক। সে শুদ্ধতত্ত্বটি কি, তাহা বিচার করা যাউক। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্বোক্ত-ধীরোদাত্তাদি-চতুর্ভেদস্য তস্য তু। পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ॥ তত্র পতিঃ স কন্যায়াঃ যঃ পাণিগ্রাহকো ভবেৎ। রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়া-বলার্থিনা। তদীয়-প্রেম-সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥ লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমব-তারিণি॥" তত্র নায়িকাভেদ-বিচারঃ,—"নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে। তত্তু স্যাৎ প্রাকৃত-ক্ষুদ্র নায়িকাদ্যনুসারতঃ।" এইসকল শ্লোকে শ্রীজীব-গোস্বামী অনেক বিচার করিয়া পরদার-ভাবকে যোগমায়া-কৃত জন্মাদিলীলার ন্যায় বিভ্রম-বিলাস-রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তথাপি "পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং" এই ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি স্বীয় গম্ভীর আশয় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন-সিদ্ধান্তেও যোগমায়া-কৃত বিভ্রম-বিলাস স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি শ্রীজীব-গোস্বামী যখন গোলোক ও গোকুলের একত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তখন গোকুলের সমস্ত-লীলায় যে মূল-তত্ত্ব আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যিনি বিবাহ-বিধিক্রমে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই 'পতি', এবং যিনি রাগদ্বারা পরকীয়া রমণীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তদীয় প্রেম-সর্ব্বস্ব-বোধে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন, তিনিই 'উপপতি'। গোলোকে বিবাহবিধি-বন্ধনরূপ ধর্ম্মই নাই; সুতরাং তথায় তল্লক্ষণ পতিত্বও নাই; আবার তদ্রূপ স্বীয়-স্বরূপাশ্রিতা গোপীদিগের অন্যত্র বিবাহ না থাকায়, তাঁহাদের উপপত্নীত্বও নাই। তথায় স্বকীয় ও পরকীয়,—এই উভয়বিধ ভাবের পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি হইতে পারে না। প্রকট-লীলায় প্রাপঞ্চিক-জগতে বিবাহ-বিধি বন্ধনরূপ 'ধর্ম্ম' আছে;—কৃষ্ণ সেই ধর্ম্ম হইতে অতীত। সুতরাং মাধুর্য্যমণ্ডল-রূপ ধর্ম্ম—যোগমায়া দ্বারা ঘটিত।

সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ পরকীয়-রস আস্বাদন করিয়াছেন। এই যে যোগমায়া-কর্ত্তৃক প্রকটিতা ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন-লীলা তাহা প্রপঞ্চেই প্রপঞ্চাচ্ছাদিত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলায় তাদৃশ লঘুত্ব নাই। পরকীয়া-রসই সর্ব্ব-রসের নির্য্যাস; 'তাহা গোলোকে নাই', —এই কথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয়। পরমোপাদেয়-গোলোকে পরমোপাদেয়-রসাস্বাদন নাই,—এরূপ নয়। অবতারী কৃষ্ণ তাহা কোন-আকারে গোলোকে এবং কোন-আকারে গোকুলে আস্বাদন করেন। সুতরাং পর-দারত্ব-রূপ ধর্ম্মলঙ্ঘন-প্রতীতি মায়িক-চক্ষে প্রতীত হইলেও তাহার কোনপ্রকার সত্যতা গোলোকেও আছে। "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" "আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ" "রেমে ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ প্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন-দ্বারা প্রতীত হয় যে, আত্মারামতাই কৃষ্ণের নিজ-ধর্ম্ম। কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময়-চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া-বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়া বুদ্ধি প্রবলা থাকায় তথায় দাস্য-রস-পর্য্যন্তই রসের সুন্দর-গতি। কিন্তু গোলোকে আত্মশক্তিকে শতসহস্র-গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয়-বিস্মৃতি-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন। স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্ল্ভতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ 'পরোঢ়া'-অভিমান আছে, এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য'-অভিমান স্বীকারপূর্ব্বক বংশী-প্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি-লীলা করেন। গোলোক—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ে অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমান-মাত্রেরই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়। আবার বাৎসল্য-রসও অবতারীকে আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই;—ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ

আছেন, কিন্তু জন্ম-ব্যাপার নাই, জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু অভিমান-মাত্র; যথা—"জয়তি জন-নিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ" ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান—নিত্য। শৃঙ্গাররসেও সেইরূপ 'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমান-মাত্র নিত্য হইলে, দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হয় না। ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতে প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়, এইমাত্র ভেদ। বৎসল-রসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু-স্থূলাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার-রসে সেই-সেই-গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তা-গত পতিত্ব না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন যে, "ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।" এই জন্যই রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, উজ্জ্বলরসে নায়ক—দুই প্রকার; যথা—"পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ" ইতি। শ্রীজীব তাঁহার টীকায় "পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাম্" এই কথাতেই বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকাদিতে কৃষ্ণের পতিত্ব এবং গোলোক ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য উপপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গোলোকনাথ ও গোকুলনাথে উপপতি-লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বীয় আত্মারামত্ব-ধর্ম্মের যে লঙ্ঘন, পরো-ঢ়া-মিলন-জন্য রাগই সেই ধর্ম্মলঙ্ঘনের হেতু। গোপীদিগের নিত্য পরোঢ়াত্ব-অভিমানই সেই পরোঢ়াত্ব। বস্তুতঃ তাঁহাদের পৃথক্-সত্তা-যুক্ত পতি কখনও না থাকিলেও অভিমান সেই-স্থানে তাঁহাদের পরকীয়া অবলাত্ব সম্পাদন করে। সুতরাং "রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং" ইত্যাদি সকল লক্ষণই মাধুর্য্যপীঠে নিত্য

বর্ত্তমান। ব্রজে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে প্রাপঞ্চিক-চক্ষুঃ ব্যক্তিদিগের নিকট স্থূলাকারে লক্ষিত হয়। সুতরাং গোলোকে পরকীয় ও স্বকীয়-রসের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ;—ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিলেও হয়। পরকীয়-সার যে স্বকীয়-নিবৃত্তি এবং স্বকীয়-সার যে পরকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ পরকীয়া-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ বিবাহবিধি-শূন্য রমণ, তদুভয়ে একরস হইয়া উভয়-বৈচিত্র্যের আধাররূপে বিরাজমান। গোকুলে সেইরূপই বটে, কেবল প্রপঞ্চগত-দ্রষ্টৃগণের অন্যপ্রকার প্রত্যয়। গোলোকবীর গোবিন্দে ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য পতিত্ব ও উপপতিত্ব নির্ম্মলরূপে বিরাজমান; গোকুল-বীরে সেইরূপ হইয়াও যোগমায়া দ্বারা প্রতীতি-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যদি বল,—যোগমায়া যাহা প্রকাশ করেন, তাহা চিচ্ছক্তি-কৃত পরম-সত্য, সুতরাং পরদারত্ব-রূপ প্রতীতিও যথাবৎ সত্য? তদুত্তর এই যে, রসাস্বাদনে সেরূপ অভিমানের প্রতীতি থাকিতে পারে এবং তাহাতেও দোষ নাই; কেননা, তাহা অমূলক নয়। কিন্তু জড়-বুদ্ধিতে যে হেয়-প্রতীতি হয়, তাহাই দুষ্ট; তাহা শুদ্ধ-জগতে থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীজীব-গোস্বামী যথাযথই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তও অচিন্ত্যরূপে সত্য; কেবল স্বকীয়া-বাদ ও পরকীয়া-বাদ লইয়া বৃথা জড়-বিবাদই মিথ্যা ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ। যিনি শ্রীজীব-গোস্বামীর টীকা-সমূহ এবং প্রতিপক্ষের টীকা-সকল নিরপেক্ষ হইয়া ভালরূপে আলোচনা করিবেন,—তাঁহার কোন সংশয়াত্মক বিবাদ থাকিবে না। শুদ্ধ-বৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই; তাঁহাদের বাক্-কলহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি—মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব-তার অভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের প্রেম-রহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষ-গত দোষের আরোপ করেন। "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ"

এই রাসপঞ্চাধ্যায়ী-শ্লোকের বিচারে শ্রীসনাতন গোস্বামী স্বীয় 'বৈষ্ণব-তোষণী'তে যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহা ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিনা-আপত্তিতে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন।

গোলোকাদি-চিদ্বিলাস-সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামি-পাদদিগের উপদিষ্ট একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। তাহা এই,—ভগবত্তত্ত্ব সর্ব্বদা চিদ্‌বিশেষ দ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ জড়-বিশেষাতীত, কখনই নির্ব্বিশেষ নয়। ভগবদ্‌-রস—'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী' এই চারিপ্রকার বিশেষ-গত বিচিত্রতা-দ্বারা সুন্দর, এবং তাহা সর্ব্বদা গোলোক ও বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। গোলোকের রস যোগমায়া-বলে ভক্তদিগের উপকারার্থ জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রজরসরূপে প্রতীত, এবং এই গোকুল-রসে যাহা-যাহা দেখা যাইতেছে, সে-সকলই আবার গোলোক-রসে বিশদরূপে প্রতীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র ভেদ, তত্তৎ জনের রস-বিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্ব্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভী প্রভৃতি সকল গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিত-ভাবে গোলোকে আছে; কেবল জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে জড়-প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই। বিচিত্র-ব্রজলীলায় অধিকার-ভেদে-গোলোকের পৃথক্ পৃথক্ স্ফূর্ত্তি; সেই সেই স্ফূর্ত্তির কোন্ কোন্ অংশ—মায়িক ও কোন্ কোন্ অংশ—শুদ্ধ, এ-বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হওয়া কঠিন। ভক্তি-চক্ষুঃ প্রেমাঞ্জন দ্বারা যতই ছুরিত বা শোভিত হইবে, ততই ক্রমশঃ বিশদ-স্ফূর্ত্তির উদয় হইবে। সুতরাং কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই; বিতর্কের দ্বারা অধিকার উন্নত হয় না; কেননা, গোলোক-তত্ত্ব—অচিন্ত্য-ভাবময়। অচিন্ত্য-ভাবকে চিন্তা-দ্বারা অনুসন্ধান করিলে তুষাবঘাতীর-নিরর্থক-পরিশ্রমের ন্যায় নিষ্ফল-চেষ্টা হইবে। সুতরাং জ্ঞান-চেষ্টা

হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তি-চেষ্টায় অনুভূতি-লাভ করা কর্ত্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্ব্বিশেষ প্রতীতির উদয় হয়, তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মায়া প্রতীতি-শূন্য শুদ্ধপরকীয়া রস—অতি দুর্ল্লভ। তাহা গোকুল লীলায় বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই রাগানুগভক্তগণ সাধন করিবেন ; এবং সিদ্ধিকালে অধিকতর উপাদেয় মূল-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের পারকীয়-চেষ্টাময়ী-ভক্তি অনেকস্থলে জড়গত-বৈধর্ম্ম্যরূপে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া আমাদের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীজীব উৎকণ্ঠিত হইয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সার গ্রহণ করাই শুদ্ধবৈষ্ণবতা। আচার্য্যাবমাননা দ্বারা মতান্তর-স্থাপন যত্ন করিলে অপরাধ হয়।"

এই গ্রন্থের পরবর্ত্তীভাগে উত্তরতাপনীতে পাওয়া যাইবে যে, গান্ধর্ব্বী মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—যিনি ভোক্তা হইয়াও অভোক্তা ইত্যাদিস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তোমাদিগের স্বামী হইবেন। তদ্ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও এস্থলে বা অন্যত্র ধ্যানাদির উপদেশ পাওয়া যায়।

ভোক্তা ও অভোক্তা—এই উভয় বাক্যের মীমাংসায় উত্তর-তাপনীতে পাওয়া যায়,—শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যা ও অবিদ্যা আছে, একথা আমরা স্বীকার করি না, তবে তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥" (ভাঃ ১১।১১।৩)

অর্থাৎ হে উদ্ধব! অবিদ্যা ও বিদ্যা এই উভয় পদার্থই মদীয় মায়া-রচিত, অনাদি, মদীয় শক্তিস্বরূপ ও জীবগণের-বন্ধ-মোক্ষহেতু বলিয়া অবগত হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও আছে,—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎত্বয্যেকা-সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।"

অর্থাৎ হে ভগবন্! সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়ানিষ্ট হইয়া মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় পূর্ব্বক যে অবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহাতে শক্তি হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা—এই তিন প্রকার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণস্বরূপে একাকারা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি' মানি।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৫৪-১৫৫)

শুদ্ধাদ্বৈত-বাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য শ্রীভাগবতে ১।৭।৫-৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামীর উদ্ধৃত এবং ভগবৎসন্দর্ভধৃত সর্ব্বজ্ঞ-সূক্ত-বাক্যে পাই,—

"হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।"

অর্থাৎ ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সংবিৎ-শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট, কিন্তু জীব স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যা দ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশ সমূহের আকর।

যদি ঈশ্বরে বিদ্যা বা অবিদ্যা আছে, বলা হয়, তবে শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামিপাদের এই বাক্যের সঙ্গেও বিরোধ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥" (ভাঃ ১০।৩৩।৬)

অর্থাৎ সুবর্ণমণির মধ্যগত মহামরকত নীলমণি যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রাসমণ্ডলে গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছিলেন।

এই জন্যই গোবিন্দত্ব-জ্ঞানেই পরম প্রেমাত্মক তদ্বিশিষ্টতা-জ্ঞানের দ্বারাই সুষ্ঠু তাঁহার জ্ঞান হইয়া থাকে।

শ্রীমদুদ্ধব-বাক্যেও পাই,—

"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো-
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথারসস্য॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)

নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই গোপীগণের অনন্যগত পরম প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহারাই কেবলমাত্র সার্থক জন্মলাভ করিয়াছেন। মুমুক্ষু মুনিগণ এবং মাদৃশ ভক্তগণ সর্ব্বদা এতাদৃশ পরম প্রেমভাব প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-কথা-রসিক ব্যক্তিগণের শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক—এই ত্রিবিধ জন্মেই বা কি? অথবা চতুর্ম্মুখ জন্মেই বা কি? যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহারা সর্ব্বোত্তম।

আরও পাই,—

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজ-দণ্ডগৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্॥

আসামহো চরণ-রেণু-জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৬০-৬১)

অর্থাৎ রাসলীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় ভুজদণ্ড দ্বারা গোপীগণের কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণের দ্বারা যাদৃশ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদীয় বক্ষঃস্থলে একান্তাসক্তা লক্ষ্মীদেবী বা পদ্মসদৃশ অঙ্গসৌরভ এবং কান্তিবিশিষ্টা অপ্সরাগণও তাদৃশ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই, অন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতি-সমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণ-রেণুভাক্ গুল্ম-লতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্ম লাভ করিব।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাই,—

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" (ব্রঃ সং ৫।২৯)

অর্থাৎ লক্ষ-লক্ষ-কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিনিকর-গঠিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শত-সহস্র-লক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

এই শ্লোকের 'তাৎপর্য্যে' শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"চিন্তামণি-শব্দে এখানে চিন্ময় রত্ন বুঝিতে হইবে; মায়াশক্তি

যেরূপ জড় পঞ্চভূত দিয়া জড় জগৎ গঠন করেন, চিচ্ছক্তি তদ্রূপ চিৎস্বরূপ চিন্তামণি দিয়া চিজ্জগৎ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ-চিন্তামণি অপেক্ষা গোলোকের ভগবদাবাসগঠন-সামগ্রীরূপ চিন্তামণি—অধিকতর দুর্ল্লভ ও উপাদেয়। সাধারণ-কল্পবৃক্ষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে, আর কৃষ্ণাবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্রেমবৈচিত্র্যরূপ অনন্তফল দিয়া থাকেন। সাধারণ কামধেনুগণ দোহন করিবা-মাত্র দুগ্ধ দেয়, আর গোলোকের কামধেনুগণ শুদ্ধভক্ত জীবগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্তিকারক চিদানন্দস্রাবী প্রেম-প্রস্রবণরূপ দুগ্ধ-সমুদ্র সর্ব্বদা ক্ষরণ করে। 'লক্ষ-লক্ষ' ও 'সহস্রশত' এই সকল শব্দ—অনন্ত-সংখ্যা-বাচক; 'সম্ভ্রম' বা সাদরে অর্থাৎ প্রেম-পরিপ্লুত হইয়া; 'লক্ষ্মী' শব্দে গোপসুন্দরী; 'আদিপুরুষ' অর্থে যিনি সকলের আদি, তিনি।"

এক্ষণে 'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'-মন্ত্রের স্বাহা-শব্দের অর্থ বলিতে-ছেন। স্বাহা-শব্দের অর্থ মায়া। আর সেই মায়া বলিতে চিচ্ছক্তি যোগমায়াকে বুঝায়। মায়া-শব্দের অর্থে শ্রীভগবানের কৃপাও হয়। শব্দমহোদধি-পাঠে জানা যায়,—শব্দতত্ত্বার্থ-বেদিগণ মায়া বলিতে ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা, জ্ঞান ও চিচ্ছক্তিকে বর্ণন করিয়া থাকেন। নিঘণ্টুতেও পাওয়া যায়—মায়া অর্থে মায়া, বয়ুন ও জ্ঞান। বিশ্ব-প্রকাশ বলেন—মায়া-শব্দের অর্থ দম্ভ এবং কৃপা হয়।

ইহার ফলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, উভয় প্রকারেই সকলের সর্ব্ব-প্রবৃত্তি শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি হইতেই সাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব প্রশ্নের উপযোগী উত্তর ইহাই। যেমন শ্রুতিতে পাই,—পরব্যোম আনন্দময় পুরুষ না থাকিলে কেই বা প্রাণন ক্রিয়া পরিচালন করিত? আরও পাই,—তিনিই 'চক্ষুর চক্ষুঃ', যাঁহার তেজে বা শক্তিতে সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মায়া-শব্দের এইরূপ অর্থই যথার্থ। যেহেতু শ্রীভগবান্‌ই সংসারের হেতু এবং সংসার-তরণে তাঁহাতে স্বাত্মার্পণই প্রয়োজন। শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যতীত মায়া-তরণের অন্য উপায় নাই।

পূর্ব্বোক্ত এইরূপ প্রশ্নের অনুসারে পৃথগ্‌বিধ-অর্থ নিরূপণ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে দেখাইতেছেন। 'স্বা'-শব্দের অর্থ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এবং 'হা'-শব্দের অর্থ চিৎ-পরা প্রকৃতি। এই দুয়ের মিলনেই এই স্বাহা-শব্দের উৎপত্তি। শ্রীভগবানের তাদাত্ম্য-ভাবেই ইহা উৎপন্ন হয়, গৌতমীয় তন্ত্রে ইহা পাওয়া যায়।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে পাই,—

"পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥" (শ্বে: ৬।৮)

তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তির নাম পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী পরা শক্তি জ্ঞান (সংবিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী)-ভেদে বিবিধা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তা'তে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে ॥"

(চৈ: চ: মধ্য ৮।১৫-১৫১-১৫২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥" (ভা: ২।৯।৩৩)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ (গীঃ ৯।৮)

মায়া-উত্তরণের উপায়-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" (গীঃ ৭।১৪) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—সকলং পরং ব্রহ্মৈব তৎ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—তৎ (তিনিই অর্থাৎ যিনি গোপপালন শক্তি ও তৎসমুদয়ের এবং তদ্বাচ্য আবিদ্যা কলাসমূহের বল্লভ—প্রেরক-ঈশ্বর; এই ব্যুৎপত্তি-অনুসারে যিনি পরমেশ্বর, তিনিই বিশ্ব প্রপঞ্চের অধীশ্বর ও অধিষ্ঠান, ইহা জানিলেই বুঝা যায় যে, সমস্তই তাঁহাতে অবস্থিত অর্থাৎ তাঁহার আশ্রিত এবং স্বাহা-শব্দ-প্রতিপাদ্য মায়ার তিনি অধীশ্বর, সেই মায়াদ্বারাই সমস্ত সংসার পরিচালিত হইতেছে, 'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' এই মন্ত্রার্থই) সকলং (মায়াসহিত) পরং ব্রহ্মৈব (পরব্রহ্ম—পরমেশ্বরই, ইহা মন্ত্রের প্রতিপাদ্য) ॥৯॥

অনুবাদ—এই যে গোবিন্দ-শব্দের প্রতিপাদ্য ও গোপীজনবল্লভায় স্বাহা—এই সম্পূর্ণ মন্ত্রার্থ বলা হইল, ইনিই মায়াধীশ পরমেশ্বর ॥৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—সকলমন্ত্রস্য ফলিতার্থমাহ সকলমিতি। কলয়া মায়য়া সহিতং সকলং পরমেশ্বরাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব তৎ উক্ত-মন্ত্র-প্রতিপাদ্যম্ ॥৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—সমস্ত মন্ত্রটীর অন্তর্গত প্রতিপদের ব্যাখ্যা দ্বারা ফলিত অর্থ যাহা দাঁড়াইল তাহাই 'সকলং পরং ব্রহ্মৈব তৎ' এই শ্রুতি বলিতেছেন। কলা অর্থাৎ মায়া তাহার

সহিত যিনি বর্ত্তমান সেই পরমেশ্বরনামক পরব্রহ্মই উক্ত মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ॥৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—সকলং পরমং ব্রহ্মৈব তদিতি। তৎ পূর্ব্বোক্ত-চতুষ্টয়ার্থজাতং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং নরাকৃতি পরব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণস্যৈব বিশেষণভেদেন গোবিন্দাদিব্যপদেশদ্বয়াৎ। পঞ্চমপদার্থস্য চ তৎ। স্বরূপশক্তিত্বেন তদ্ভেদাদিতি ভাবঃ। অস্যৈব পরব্রহ্মত্বমুত্তরতাপন্যাং দর্শয়িষ্যতে। কথং বাস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতীত্যাদৌ যথৈব বিষ্ণুপুরাণে—'যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতী'তি। ব্রহ্মাণ্ড-পাদ্মাদৌ—'নরাকৃতি পরং ব্রহ্মে'তি। শ্রীমদ্ভাগবতে চ—'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমি'তি। 'তদিদং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যত' ইতি। 'যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনমি'তি। শ্রীভগবদ্গীতাসু চ—'ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমি'তি ॥৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অতঃপর নবম শ্রুতি 'সকলং পরং ব্রহ্মৈব তৎ' ইহার অর্থ বলিতেছেন। তৎ অর্থাৎ পূর্ব্বে বর্ণিত চারিপদের চারিটি অর্থ মিলিত হইয়া পর্য্যবসিত অর্থ হইল যে, শ্রীকৃষ্ণনামক মনুষ্যাকৃতি পরমব্রহ্মই—এই অর্থ। কেননা, সেই শ্রীকৃষ্ণেরই বিশেষণ-ভেদে গোবিন্দাদি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, এইজন্য। আর পঞ্চম পদার্থ যে তৎশব্দবাচ্য অর্থ তাহা স্বরূপশক্তি, এজন্য উক্ত চারিটি অর্থ হইতে ইঁহার ভেদ আছে। ইনিই যে পরব্রহ্ম, তাহা উত্তরতাপনীতে দেখান হইবে। প্রশ্ন হইতেছে—এই কৃষ্ণ-অবতারের কিরূপে ব্রহ্মরূপতা হইতে পারে? তাহার উত্তর—বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ বলা আছে, তাহা এই—'যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।' কোনো মনুষ্য যদু বংশের কথা শুনিলে সে সংসার-বিমুক্ত হয়, কারণ, সেই বংশে মনুষ্যমূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ-নামে শাশ্বত পরমব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পদ্মপুরাণাদিতেও

যেরূপ পাওয়া যাইতেছে—'নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম' নরমূর্ত্তি পরমব্রহ্ম। শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্' (৭।১৫।৭৫) মনুষ্যমূর্ত্তিতে পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে বিরাজমান। 'তদিদং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে' (১০।১৪।১৮) গো-বৎস এবং গোপালক এক্ষণে অপরিমিত অদ্বয়-ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন, 'যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্' 'পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষ যাঁহাদের মিত্র' এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলিতেছেন—'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—আধার'॥৯॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে সমস্ত মন্ত্রের ফলিতার্থ বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, কলা শব্দে মায়া, তাঁহার সহিত, এই অর্থে 'সকল' অর্থাৎ পরমেশ্বর বস্তু, ইনিই পরব্রহ্ম এবং মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা।

শ্রীকৃষ্ণই নরাকৃতি পরব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণেরই বিশেষণ-ভেদে গোবিন্দ ও গোপীজনবল্লভ সংজ্ঞাদ্বয়। পঞ্চম পদার্থ স্বাহাও তিনি অর্থাৎ তাঁহারই স্বরূপশক্তি। এইজন্য উক্ত চারিটি অর্থ হইতে ইহার ভেদ। শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব-বিষয় উত্তর-তাপনীতে প্রদর্শিত হইবে। অভেদ-শ্রুতির তাৎপর্য্যে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বলিয়াছেন—"প্রাণৈকাধীনবৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা" (প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৬)।

এই শ্রীকৃষ্ণাবতারের পরব্রহ্মতা-বিষয়ে—শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন—যদুবংশে যে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ, তাঁহার কথা শ্রবণ করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মাণ্ড ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের কথা পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা·········
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥ (ভাঃ ৭।১৫।৭৫)

ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিতম্।
.........অমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে॥ (ভাঃ ১০।১৪।১৮)

আরও বলিয়াছেন,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে স্বয়ং ভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্" (গীঃ ১৪।২৭)

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের—

"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (ভাঃ ৭।১০।৪৮)
"যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ" (ভাঃ ৯।২৩।২০)
"মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরেঽব্যয়ে" (ভাঃ ১১।৫।৪৯)

প্রভৃতি শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুই ত সমান।
'নাম' 'বিগ্রহ' 'স্বরূপ',—তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি,—তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭ পঃ) ॥৯॥

শ্রুতিঃ—যো ধ্যায়তি রসয়তি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি সোঽমৃতো ভবতীতি ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—[ইঁহার ধ্যান প্রভৃতি করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়] যঃ ধ্যায়তি (এই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মকে যে ব্যক্তি ধ্যান করেন) রসয়তি (সেই পরমপুরুষকে রসন অর্থাৎ সুখ দান করেন বা

প্রেমাস্বাদন করেন) ভজতি (এবং সমস্ত উপাধি নিরসন পূর্ব্বক উপাসনা করেন) সঃ (সেই ধ্যান-রসাস্বাদন ও ভজনকারী ব্যক্তি) অমৃতঃ ভবতি (অমরত্ব লাভ করেন, মুক্তি পাইয়া থাকেন) ॥১০॥

অনুবাদ—অতঃপর এই পঞ্চ বিশেষণযুক্ত মন্ত্র-জপাদির ফল বলিতেছেন। যে ব্যক্তি এই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য পরম দেবতাকে ধ্যান করেন, স্বরূপদর্শন জন্য আনন্দ আস্বাদ করেন এবং ভক্তি-সহকারে তাঁহার উপাসনা করেন, সে ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ বিমুক্ত হন। দুইবার 'হয়' বলিবার উদ্দেশ্য দৃঢ়তা।

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এতদ্ধ্যানাদেঃ ফলমাহ যো ধ্যায়তীতি। যঃ তদ্রূপং ধ্যায়তি তথা রসয়তি কামবীজেন পঞ্চপদীং জপতি ভজতি পূজয়তি সঃ অমৃতো ভবতি মরণাৎ বিবর্জ্জিতো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥১০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এই পরম দেবতার ধ্যানাদির ফল বলিতেছেন—যো ধ্যায়তি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। তাহার অর্থ—যে ধ্যান করে—তাঁহার স্বরূপ ধ্যান করিতে থাকে, সেই প্রকার 'রসয়তি' অর্থাৎ কামবীজ (ক্লীঁ) সহিত ঐ পাঁচটি পদ (কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায়, স্বাহা) জপ করে এবং পূজা করে, সে অমৃত হয় অর্থাৎ মরণ হইতে বিমুক্ত হয় ॥১০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদেবং প্রশংসাদ্বারা স্থাপয়তি যোধ্যায়তীতি এতদ্যো ধ্যায়তীতি পাঠান্তরম্। এতৎ কৃষ্ণাখ্যমেবাসাধারণশক্তিমৎ যো ধ্যায়তি যঃ কশ্চিৎ স এবাধিকারী অমৃতঃ পরমানন্দঘনমূর্ত্তির্ভবতি। রসতি আস্বাদপূর্ব্বকং ভজতি সর্ব্বোপাধিনৈরাস্যেন ॥১০॥

শ্রীবিশ্বনাথকৃত-টীকানুবাদ—অতঃপর মন্ত্রোপাসনা প্রশংসা দ্বারা এই মন্ত্রকে স্থাপন করিতেছেন—যো ধ্যায়তি ইত্যাদি বাক্যে। কোনও গ্রন্থে 'এতদ্ যো ধ্যায়তি' এইরূপ পাঠ আছে ; তাহার অর্থ

এই কৃষ্ণাখ্য অসাধারণ শক্তিমান্ দেবকে যে কেহ ধ্যান করেন, তিনিই অধিকারী হন এবং ধ্যানাদির ফলে পরমানন্দময়মূর্ত্তি হন ও অমৃত হন অর্থাৎ মরণরহিত হন। 'রসতি' সর্ব্বোপাধি নিরসন-করতঃ আস্বাদপূর্ব্বক 'ভজতি' যিনি ভজন করেন ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের উপাসনার ফল বলিতেছেন। যিনি এই শ্রীকৃষ্ণাখ্য অসাধারণ শক্তিমান্ পুরুষকে ধ্যান করেন এবং কামবীজের (ক্লীঁ) সহিত পঞ্চপদী গোপালবিদ্যা জপের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন ও সর্ব্বোপাধি নিরসনপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করেন, তিনি অমৃত হন অর্থাৎ বিমুক্ত হন।

ভগবৎ-স্মৃতির ফল-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥"
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।১০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রম্) ॥১০॥

শ্রুতিঃ—তে হোচুঃ কিং তদ্রূপং কিং রসনং কথং বা অহো তদ্ভজনং তৎ সর্ব্বং বিবিদিষতামাখ্যাহীতি ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—[মুনিগণ তাহা শুনিয়া সানন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন] তে হ (তে—সেই সনকাদি মুনিগণ) [তাহার পর—ঐ কথা শুনিবার পর] উচুঃ (জিজ্ঞাসা করিলেন) [কি জিজ্ঞাসা করিলেন?] কিং

তদ্রূপং (সেই ধ্যেয়রূপ কি প্রকার ?) কিং রসনং (সেই আনন্দানুভব কি প্রকার ?) অহো (আহা) কথং বা (কি প্রকারেই বা) তদ্‌ভজনং (তাঁহার ভজন করিব) তৎ সর্ব্বং (সেই সমুদয়) বিবিদিষতাম্ (আমরা জানিতে অভিলাষী—আমাদিগকে) আখ্যাহি (বিস্তৃতভাবে বলুন) ইতি (ইহা) ॥১১॥

অনুবাদ—ইহা শুনিয়া মুনিগণ সানন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! সেই ধ্যেয়রূপ কি? তাঁহার রসাস্বাদন কি প্রকার? আহা, তাঁহার উপাসনা পদ্ধতি বা কি? সেই রূপাদি সমুদয় আমরা জানিতে ইচ্ছা করি; আপনি আমাদিগকে বিস্তৃতভাবে সেই সকল বলুন ॥১১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—ধ্যেয়ং পৃচ্ছন্তি তথা রসনাদিকঞ্চ পৃচ্ছন্তি তে হোচুরিত্যাদিনা ॥১১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তাঁহারা ধ্যেয়রূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সেইপ্রকার তাঁহার রসন—আস্বাদন প্রভৃতিও জিজ্ঞাসা করিলেন—এই কথাই 'তে হ উচুঃ' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ॥১১॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র ধ্যেয়ং রসনাদিকং চাপৃচ্ছন্নিত্যাহ তে হোচুরিতি। রূপং ধ্যেয়ত্বেনাধিগমিতম্ ॥১১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তখন ধ্যেয় রূপ ও রসন প্রভৃতির প্রকার কি? এই কথাই তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—তে হোচুঃ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কিংবিধরূপ? তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত যে রূপ ধ্যেয়রূপে বিদিত হইবে, অর্থাৎ বুঝা যাইবে ॥১১॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণানন্তর সনকাদি মুনিগণ বিস্ময় ও আনন্দসহকারে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ কি

প্রকার? যাহা আমাদিগের ধ্যান করিতে হইবে। তাঁহার রসন কি? অর্থাৎ কি প্রকারে তাঁহাকে রসাস্বাদ করাইয়া সুখী করা যায়? অথবা কি প্রকারে বা তাঁহার রস আস্বাদন করা যায়? তাঁহার ভজনই বা কি? অর্থাৎ কি প্রকারে তাঁহার ভজন করিব? আমরা এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে জানিতে অভিলাষী। কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমাদিগকে তাহা উপদেশ করুন ॥১১॥

শ্রুতিঃ—তদুহোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্ ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—তদ্ উ হ উবাচ হৈরণ্যঃ (সেই প্রশ্নের উত্তরে হিরণ্যগর্ভজাত ব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণকে বলিলেন) গোপবেশম্ (তিনি গোপবেশ—রক্ষকের যে বেশ সেই বেশধারী অর্থাৎ পালকস্বরূপ) [এবং] অভ্রাভং (অপ্—জলকে যে ধারণ করিয়া থাকে, সেই জলপূর্ণ সমুদ্রের মত অপার, গম্ভীর) তরুণং (নিত্য তরুণ, বার্দ্ধক্যাদিরহিত) কল্পদ্রুমাশ্রিতম্ (কল্পদ্রুম অর্থাৎ সকল পুরুষার্থের হেতুভূত বেদ—তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন অর্থাৎ বেদের তিনি প্রতিপাদ্য, তিনি সকলের কর্ম্মফলদাতা অথবা তিনি কল্পবৃক্ষের মূলে অবস্থিত।) ॥১২॥

অনুবাদ—তখন হিরণ্যগর্ভপুত্র ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন—মুনিগণ, তাঁহার রূপ কি শুনুন, তিনি গোপবেশধারী অর্থাৎ সর্ব্বদাই পালকের আকারে অবস্থিত, তাঁহার স্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্রের মত গম্ভীর ও অপার, অথবা তিনি সজল জলদকান্তি, এবং তরুণ অর্থাৎ জীবধর্ম্ম জন্মাদি বিকাররহিত সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থিত বা নিত্য নবীন এবং তিনি কল্পদ্রুমের অর্থাৎ সর্ব্বপুরুষার্থের হেতুভূত এজন্য কল্পদ্রুমস্বরূপ

ফলদাতা ও সকলের আশ্রয় অথবা কল্পদ্রুমের মূলে অবস্থিত সিংহাসনের উপরে তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট ॥১২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—হিরণ্যস্য—হিরণ্যগর্ত্তস্যাপত্যং হৈরণ্যঃ ব্রহ্মা ধ্যেয়ং রূপম্ উবাচ ইত্যর্থঃ। গোপবেশমিতি। গোপায়তীতি গোপস্তস্য বেশো যস্য তং গোপবেশং পালকস্বরূপম্, অপো বিভর্ত্তি ইত্যভ্রঃ সমুদ্রঃ তদ্বদাভা যস্য তম্ অভ্রাভং সমুদ্রবদ্গম্ভীরম্ অপারমিত্যর্থঃ। তরুণং জরাদিদোষরহিতম্। কল্পদ্রুমঃ বেদঃ সর্ব্বপুরুষার্থহেতুত্বাৎ তম্ আশ্রিতং তৎপ্রতিপাদ্যম্। ইতি তেনৈব বা সর্ব্বোপাসনাকর্ম্মপ্রতিপাদকেন তত্তৎকর্ম্মফলসিদ্ধয়ে আশ্রিতম্। ঈশ্বরায়ত্তং 'ফলমত উপপত্তেঃ' ইতি ন্যায়াৎ। 'লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্' ইতি স্মৃতেশ্চ। যদ্বা গোপঃ ধেনুপালকঃ তস্য বেশঃ যস্য তম্। অভ্রাভং সজলজলদনীলম্। তরুণং নবযৌবনম্। কল্পবৃক্ষমূলে সিংহাসনস্থাম্বুজোপবিষ্টমিত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—হৈরণ্যঃ—হিরণ্যস্যাপত্যং ইতি হৈরণ্যঃ ব্রহ্মেতি—যিনি হিরণ্যগর্ভের পুত্র ইতি হিরণ্য শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয়দ্বারা সিদ্ধ এই হৈরণ্য শব্দটি ইহার প্রথমার একবচনে, তিনি ব্রহ্মা, প্রথমে ধ্যেয়রূপ বলিলেন—গোপবেশমিত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। গোপায়তি—যিনি পালন করেন এই অর্থে গোপ পদটি নিষ্পন্ন। তাঁহার বেশের মত বেশ যাঁহার, তিনি গোপবেশ—পালকস্বরূপ। অব্‌ভ্রাভম্ অপ্ জল তাহা 'বিভর্ত্তি' ধারণ করে যে সে অভ্রঃ অর্থাৎ সমুদ্র তাহার মত আভা কান্তি যাঁহার তিনি অব্‌ভ্রাভম্ সমুদ্রের মত গম্ভীর (দুরবগাহ) ও অপার (অনতিক্রমণীয়) এই অর্থ। তরুণং—বার্দ্ধক্যাদি শরীর-বিকার-রহিত, কল্পদ্রুমাশ্রিতম্—সকলপুরুষার্থ—চতুর্বর্গলাভের হেতু বলিয়া কল্পদ্রুম—বেদশাস্ত্র যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন অর্থাৎ তিনি বেদ-প্রতিপাদ্য। অথবা বেদ সর্ব্ব-উপাসনা-কর্ম্মের প্রতিপাদক, তাহা দ্বারা

সেই সেই কর্ম্মফল সিদ্ধির যিনি আশ্রয়—অবলম্বন এই অর্থ। যুক্তি এই—কর্ম্মফল ঈশ্বরের অধীন, এইজন্য তিনি সকল কর্ম্মের আশ্রয় এইরূপে, এবং 'লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্' কর্ম্মযোগী যে বৈদিককর্ম্ম করে, তাহা হইতে যে অভিলাষ সিদ্ধ হয়, তাহা আমার দ্বারাই নিষ্পাদিত। এই শ্রীগীতাবাক্যও তাহার প্রমাণ। অথবা গোপবেশমিত্যাদি শব্দের অর্থ এইরূপ, যথা গোপঃ অর্থাৎ ধেনুপালক তাহার বেশ যাহাতে আছে, তিনি গোপবেশ। অভ্রাভম্ সজল-মেঘবৎ নীলবর্ণ। তরুণং নবযৌবনবিশিষ্ট। কল্পদ্রুমাশ্রিতম্ কল্পবৃক্ষমূলে যে সিংহাসন আছে তদুপরিস্থিত পদ্মে উপবিষ্ট ॥১২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অত্র রূপমাহ গোপবেশমিতি ॥১২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মা ভগবানের রূপ বর্ণন করিতেছেন—গোপবেশমিত্যাদি গোপবেশধারী ইত্যাদিদ্বারা ॥১২॥

তত্ত্বকণা—সনকাদি মুনিগণের এবংবিধ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন করিতেছেন। তিনি 'গোপবেশ' অর্থাৎ গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষা বা পালন, এইজন্য। যিনি রক্ষা বা পালন করেন, তিনি গোপ, তত্তুল্য যাঁহার বেশ, তিনি গোপবেশ অর্থাৎ পালকস্বরূপ। আর তিনি 'অভ্রাভম্' অব্ অর্থাৎ অপ্ শব্দে জল, তাহাকে যে ধারণ করে, এই অর্থে অভ্র-শব্দে সমুদ্র—তৎসদৃশ যাঁহার আভা হইয়াছে অর্থাৎ সমুদ্রতুল্য অপার ও গম্ভীর। অথবা সজল-জলদতুল্য নীলবর্ণকান্তি। তিনি তরুণ অর্থাৎ নবীন বয়স অথবা জরাদিদোষরহিত, আর তিনি কল্পদ্রুমাশ্রিত অর্থাৎ কল্পতরুর মূলে সিংহাসনস্থ পদ্মোপরি উপবিষ্ট। অথবা কল্পদ্রুম শব্দে বেদ, যাহা সর্ব্ব-পুরুষার্থের হেতুভূত, সেই বেদ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত অর্থাৎ তিনি সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য। এইজন্য তিনি বেদোক্ত কর্ম্ম বা উপাসনার

সর্ব্বফলদাতৃরূপে সর্ব্ববেদের আশ্রয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—
“গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর” চৈঃ চঃ মধ্য (২১।১০১)

শ্রীগোবর্দ্ধনধারণ-লীলায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

“তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥”
(ভাঃ ১০।২৫।১৮)

অর্থাৎ আমার শরণাগত রক্ষিত, গৃহস্বরূপ ব্রজকে স্বশক্তিযোগে রক্ষা করিব, আমি গোষ্ঠরক্ষণরূপ ব্রতই গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“সর্ব্বেষামিহ ভূতানামেষ হি প্রভবাপ্যয়ঃ।
গোপ্তা চ তদবধ্যায়ী ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥”
(ভাঃ ১০।৪৪।৪৮)

অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ জগতের সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি, বিনাশ এবং রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি কখনও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না ॥১২॥

ধ্যানের মন্ত্র ১—৩

শ্রুতিঃ—তদিহ শ্লোকা ভবন্তি।

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—তদিহ শ্লোকা ভবন্তি (এ-বিষয়ে অর্থাৎ এই ধ্য মন্ত্রও পাওয়া যায়) [যথা] সৎপুণ্ডরীকনয়নং (প্রস্ফুটিতশ্বেতপদ্ম যাঁহার নয়ন,—তাৎপর্য্য—সত্ত্বরজস্তমঃ সম্পর্কশূন্য বিশুদ্ধসত্ত্ব হৃৎপদ্ম যাঁহাকে পাওয়াইয়া দেয়) মেঘাভং (নবীন নীরদশ্যাম—অর্থাৎ ত্রিতাপদগ্ধ জীবের উত্তপ্ত মনে যাঁহার সচ্চিদানন্দস্বরূপ আভা পতিত হয়) বৈদ্যুতাম্বরম্ (বৈদ্যুতং অর্থাৎ বিদ্যুৎ যাঁহার বস্ত্র অথবা যেন বিদ্যুৎ হইতে উৎপন্ন—স্বভাস্বর, পীতাম্বর) দ্বিভুজং (যাঁহার দুইটি হস্ত অর্থাৎ হিরণ্য-গর্ভ ও বিরাট্ পুরুষ এই দুইটি হস্তের কার্য্য পালনাদি যিনি করিতেছেন) জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং (জ্ঞানমুদ্রাসম্পন্ন তাৎপর্য্য 'তৎ ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রাপ্ত যে সচ্চিদানন্দ-একরসাকারবৃত্তি—তাহাতে যিনি প্রকাশিত হন) বনমালিনং (গলদেশে বনমালা শোভিত, ভাবার্থ—বিবিক্ত-প্রদেশে ঐকান্তিক ভক্তদিগের নিকট যিনি আত্মপ্রকাশ করেন) ঈশ্বরম্ (ব্রহ্মাদি দেবগণের নিয়ন্তা অর্থাৎ যাঁহার প্রশাসনে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের রূপ-সম্বন্ধে তিনটি মন্ত্র আছে; তন্মধ্যে প্রথমটির অর্থ—তিনি নির্ম্মল হৃদয়দেশ-রূপ পদ্মে অবস্থিত আছেন, (ইহা প্রকাশিত হইতেছে) মেঘের মত আচ্ছন্ন অর্থাৎ সন্তপ্তমনে যাঁহার আভা—দ্যুতি পতিত হয়। (কথাটি এই—ত্রিতাপে দগ্ধ জীবও

তাঁহার আশ্রয় লয় এজন্য ভগবৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি তাহাতেও প্রকাশ পাইয়া থাকেন) বিশেষরূপে দ্যুতিশীল অর্থাৎ যাঁহার আবির্ভাব স্বপ্রকাশ চিদাকাশ সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ। দুইটি—হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ পুরুষ তাঁহার হস্তস্থানীয়। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যালোচনায় সচ্চিদানন্দৈকরসাকারা বৃত্তিতে তিনি প্রকাশমান, তিনি কেবল—সেই জ্ঞানেরই বিষয়, বন অর্থাৎ নির্জ্জন প্রদেশে নিজ ভক্তদের মধ্যে প্রকাশমান, তিনি ঈশ্বর—সর্ব্বনিয়ন্তা ॥১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—উক্তরূপধ্যানং মন্ত্রসম্মতিব্যাজেন সবিস্তরমাহ—তদিহেতি। তৎ তত্র ইহ উক্তরূপধ্যানে শ্লোকাঃ মন্ত্রাঃ অপি ভবন্তি। সৎপুণ্ডরীকনয়নমিতি। সৎ নির্ম্মলং পুণ্ডরীকং হৃৎকমলং নয়নং প্রাপকং যস্য তম্। মেঘা উপতপ্তমনসি সচ্চিদানন্দস্বরূপা আভা যস্য তম্। বিশেষেণ দ্যোতত ইতি বিদ্যুৎ বিদ্যুদেব বৈদ্যুতম্ তাদৃশং অম্বরং যস্য স্বপ্রকাশচিদাকাশমিত্যর্থঃ। দ্বৌ হিরণ্যগর্ত্ত-বিরাড়াত্মানৌ ভুজৌ মৌক্তিকশিল্পহেতুভূতৌ হস্তৌ যস্য তং দ্বিভূজম্। জ্ঞানমুদ্রা তৎ ত্বমসীতি। সচ্চিদানন্দৈকরসাকারা বৃত্তিঃ তত্র আঢ্যং প্রকাশমানম্। বনে বিবিক্তপ্রদেশে স্বভক্তেষু মালতে প্রকাশতে ইতি তং বনমালিনম্। ঈশ্বরং ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তারম্ ॥১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—বর্ণিতরূপের ধ্যান-সম্বন্ধে মন্ত্রার্থের সামঞ্জস্য আছে, এই অভিপ্রায় লইয়া বিস্তৃতভাবে শ্রীহরির ধ্যেয় রূপ বর্ণন করিতেছেন—তদিহেত্যাদি বাক্যের দ্বারা—তৎ অর্থাৎ তদ্বিষয়ে ধ্যেয়রূপ-বিষয়ে, ইহ—উক্তরূপ-ধ্যানে, শ্লোক—মন্ত্র, যেহেতু যাহা দ্বারা স্তুতি করা হয়, তাহার নাম মন্ত্র, এইরূপ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সৎপুণ্ডরীকনয়নমিতি, তন্মধ্যে সৎ অর্থাৎ নির্ম্মল—সত্ত্বরজস্তমোগুণের অতীত শুদ্ধ সত্ত্বময় যে পুণ্ডরীক শ্বেতপদ্মসদৃশ হৃদাকাশ, তাহাই

তাঁহাকে পাওয়াইয়া দেয় যেহেতু সেই হৃৎপদ্মই তাঁহার স্থান। মেঘ—উপতপ্ত মন—তাহাতে যাঁহার সচ্চিদানন্দরূপ আভা পতিত হয়। বৈদ্যুতাম্বরং বিদ্যুদেব বৈদ্যুতং—বিদ্যুৎশব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন বৈদ্যুতশব্দ অর্থাৎ যাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে, সেই বৈদ্যুত—বিদ্যুৎ—বিশিষ্ট প্রকাশ সেইরূপ অম্বর চিদাকাশ যাঁহার অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চিদাকাশস্বরূপ, দ্বিভুজম্ যাঁহার দুইটি হস্ত, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ পুরুষ যাঁহারা মুক্তাশিল্পের কারণ—অর্থাৎ সমুদ্র জলে যাঁহারা মুক্তা সৃষ্টির কর্ত্তা, অথবা মুক্তি দানের প্রযোজক এইরূপ দুইটি হস্ত যাঁহার, জ্ঞানমুদ্রাঢ্যম্—জ্ঞানমুদ্রা সচ্চিদানন্দমাত্রময়ী যে চিত্তবৃত্তি তাহাতে আঢ্যং প্রকাশমান, বনমালিনম্ বন যেমন নির্জ্জন-স্থান সেইরূপ অন্য চিন্তা-রহিত-হৃদয়ে নিজভক্তসমূহমধ্যে প্রকাশমান, ঈশ্বরম্ যিনি ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্তা ॥১॥

শ্রুতিঃ—গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্ ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—[আর কি প্রকার ?] গোপগোপীগবাবীতং (গোপ, গোপী এবং গো-সমূহকর্ত্তৃক স্বামীরূপে যিনি আশ্রিত অর্থাৎ ইহাদের তিনি স্বামী, এজন্য তাহাদের কর্ত্তৃক আশ্রিত) সুরদ্রুম-তলাশ্রিতং (সুরদ্রুম—কল্পদ্রুম তাহার মত যে অভীষ্ট পূরণ করে অর্থাৎ বেদ তাঁহার স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আছেন অর্থাৎ যিনি বেদ-প্রতিপাদ্য) দিব্যালঙ্করণোপেতম্ (ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত) রত্ন-পঙ্কজমধ্যগম্ (রত্নতুল্য অতিস্বচ্ছ যে ভক্ত-হৃদাকাশ—তন্মধ্যে স্থিত ॥২॥

অনুবাদ—এবং তিনি জীব, মায়া ও বেদের অধীশ্বর, বাঞ্ছা-কল্পতরু বেদ-শাস্ত্রের যিনি প্রতিপাদ্য, (সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী,

জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মোক্ষরূপ ভগযুক্ত ভগবান্ রত্নের মত স্বচ্ছ ভক্ত-হৃদয়-কমলে বিরাজমান ॥২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—আত্মানং গোপায়তীতি গোপঃ জীবঃ গোপী মায়া গাবঃ বেদাশ্চ তৈঃ আবীতং স্বামিতয়া আশ্রিতম্। সুরদ্রুমঃ বেদঃ তস্য তলং স্বরূপম্ আশ্রিতং তৎপ্রতিপাদ্যম্ ইত্যর্থঃ। দিব্যালঙ্করণৈঃ ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যৈঃ উপেতম্। তথা রত্নতুল্যং অতিস্বচ্ছং যৎ পঙ্কজং হৃদয়কমলং তদন্তঃস্থাকাশগতঃ তম্। 'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্য চ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ইতি।' তে চ ষড়্‌ধর্ম্মা যস্য সন্তীতি ভগবান্ ॥২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—গোপ—যে আত্মস্বরূপ গোপন করিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ জীবাত্মা, গোপী—মায়া ও গো—বেদ—তাহাদের দ্বারা স্বামিরূপে আশ্রিত, অর্থাৎ জীব, মায়া ও বেদ সকলই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত—শ্রীকৃষ্ণ এই সকলের স্বামী। সুরদ্রুম—কল্পদ্রুম তদ্বৎবাঞ্ছাপ্রদ বেদস্বরূপকে যিনি অধিকার করিয়া আছেন, অর্থাৎ বেদের প্রতিপাদ্য, দিব্যালঙ্কার ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যাদি সমন্বিত, রত্নপঙ্কজমধ্যগম্—রত্নতুল্য অতি স্বচ্ছ যে হৃদয়াকাশ তন্মধ্যস্থিত পদ্মে নিষণ্ণ। তিনি ভগবান্, যেহেতু সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র ধর্ম্ম, সমগ্র সম্পদ, সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান ও মোক্ষ এবং বৈরাগ্য ইহারা ভগ শব্দের বাচ্য, সেই ছয়টি ধর্ম্ম যাঁহার আছে, তিনি ভগবান্ ॥২॥

শ্রুতিঃ—কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেরিতি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[আর তিনি কিরূপ ? তাহা এই তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন—] কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্ (কালিন্দী

যমুনা অর্থাৎ নির্ম্মল উপাসনা নদীর উচ্ছুসিত তরঙ্গ বিস্ফুরণ তৎ-সম্পৃক্ত বায়ু ও নিশ্চল প্রাণবায়ু এই উভয় দ্বারা যিনি আরাধিত হয়েন) কৃষ্ণং চেতসা চিন্তয়ন্ (জনঃ) (এইপ্রকার সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি শ্রীভগবানকে যিনি স্থিরমনে ধ্যান করেন) (সঃ) সংসৃতেঃ মুক্তঃ ভবতি (সেই ধ্যানকারী এই সংসার হইতে মুক্ত হন) ॥২॥

অনুবাদ—আর যিনি কালিন্দী অর্থাৎ কালিন্দীরমত নির্ম্মল উপাসনার তরঙ্গবৎ উচ্ছুসিত নানা স্ফুরণ তৎ-সম্পৃক্ত বায়ু ও নিশ্চল প্রাণবায়ু এই দুইটি কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন, এবম্ভূত সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্থিরমনঃসংযোগপূর্ব্বক ধ্যান করিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অথবা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ যিনি এই চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাঁহার এই ধ্যানমন্ত্রগুলির যথা-শ্রুত অর্থ এইরূপ জ্ঞাতব্য। যথা যাঁহার নয়ন দুইটি প্রফুল্ল শুক্ল পঙ্কজতুল্য অতি নির্ম্মল, সজল জলধরের মত নীল কান্তি, বিদ্যুতের মত সমুজ্জ্বল পীত-অম্বর, যিনি চতুর্ভুজরূপে অবতীর্ণ হইয়াও নিত্য দ্বিভুজ, কারণ মাতা দেবকীর প্রার্থনায় অন্য দুইটি হাত উপসংহার করিয়াছিলেন। যাঁহার হৃদয়াশ্রিত তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ এই দুই অঙ্গুলিযোগরূপ জ্ঞানমুদ্রা আছে, নানা পুষ্প ও পল্লব-রচিত পাদতল পর্য্যন্ত লম্বমান মালায় যিনি বিভূষিত ও সর্ব্বনিয়ন্তা। শ্রীদাম প্রভৃতি গোপগণ, রাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ ও কপিলা প্রভৃতি ধেনুসমূহে যিনি পরিবৃত, কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিত, অলৌকিক আভরণে অলঙ্কৃত, সিংহাসনের উপরিস্থিত যে রত্নময় স্বর্ণপদ্ম—তাহার মধ্যে যিনি উপবিষ্ট, যামুনতরঙ্গ-সঙ্গী বায়ুদ্বারা বীজিত এবংবিধ শ্রীকৃষ্ণকে মনঃসংযোগপূর্ব্বক ধ্যান করিলে সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কালিন্দী নাম নির্ম্মলোপাসনা তস্যাঃ জলকল্লোলাঃ নানাস্ফুরণতরঙ্গাঃ তৎসঙ্গী মারুতঃ নিশ্চলপ্রাণবায়ুশ্চ তাভ্যাং

সেবিতং আরাধিতম্। যদ্বা ভক্তানুগ্রহার্থমাবিষ্কৃতচিদ্ঘনস্য যথাশ্রুতমেবেদং ধ্যানম্। সৎপুণ্ডরীকবদতিনির্ম্মলে নয়নে যস্য তম্। মেঘাভং নীরদশ্যামলম্। তড়িদাভং অম্বরং যস্য তং পীতাম্বরম্। দ্বিভুজং দেবকী-প্রার্থনয়া অন্যভুজদ্বয়স্যোপসংহৃতত্বাৎ। যদ্বা অষ্টাদশাক্ষরে দ্বিভুজো-ধ্যেয় ইতি সূচিতম্। জ্ঞানমুদ্রা হৃদ্যাশ্রিততর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগরূপা তয়া আঢ্যং যুক্তম্। বনমালা নাম নানাপুষ্পপল্লবরচিতা পাদতলাবলম্বিনী মালা বিদ্যতে যস্য তং বনমালিনম্। ঈশ্বরং উক্তার্থম্। গোপাঃ শ্রীদামাদয়ঃ গোপ্যঃ রাধাদ্যাঃ গাবঃ কপিলাপ্রভৃতয়ঃ তাভিঃ আবীতং পরিবৃতম্। কল্পবৃক্ষাশ্রয়ম্। দিব্যৈঃ অলৌকিকৈঃ আভরণৈঃ উপেতম্। সিংহাসনোপরি রত্নময়সুবর্ণকমলমধ্যস্থিতম্। যমুনাজলতরঙ্গসম্বন্ধি-বায়ুনা সেবিতম্। এবম্বিধং শ্রীকৃষ্ণং চেতসা চিন্তয়ন্ ধ্যায়ন্ নরঃ সংসৃতেঃ সংসারাৎ মুক্তো ভবতি। ইতিশব্দো ধ্যানসমাপ্ত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—কালিন্দী অর্থাৎ যমুনার জল যেমন অতি স্বচ্ছ সেই প্রকার নির্ম্মল উপাসনার যে উচ্ছ্বাস উত্তরোত্তর স্ফুরণ অর্থাৎ তরঙ্গসমূহ তৎসম্পৃক্ত বায়ু ও নিশ্চলপ্রাণবায়ু এই উভয় দ্বারা তিনি আরাধিত। অথবা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থ প্রকটিত চিদ্ঘনমূর্ত্তির এইরূপ ধ্যান যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। যথা তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্রটির অর্থ উত্তমশ্বেতপদ্মবৎ অতি নির্ম্মল যাঁহার দুইটি চক্ষুঃ, যিনি নবনীরদশ্যাম, বিদ্যুৎসদৃশ সমুজ্জ্বল বস্ত্রপরিধায়ী অর্থাৎ পীতাম্বর, যিনি দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ হইয়া আবির্ভূত হইবার পর মাতা দেবকীর প্রার্থনায় অপর ভুজদ্বয় প্রত্যাহার করিয়াছেন যিনি হৃদয়-দেশে তর্জ্জনী-অঙ্গুষ্ঠযোগেরচিত জ্ঞান মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। বনমালা অর্থাৎ নানাবিধ পুষ্পপল্লবে গ্রথিত আপাদ-তললম্বিত মালা, তাহা দ্বারা শোভিত, যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা। শ্রীদাম প্রভৃতি গোপগণ ও শ্রীরাধা প্রমুখ গোপী এবং কপিলাদিধেনুসমূহে পরিবৃত। কল্পতরুমূলে

অধিষ্ঠিত। দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক অলঙ্কারনিচয়ে অলঙ্কৃত সিংহাসনের উপরিভাগে স্থাপিত রত্ন-খচিত সুবর্ণ কমলমধ্যে উপবিষ্ট, যমুনাজলতরঙ্গসঙ্গী বায়ু কর্তৃক বীজিত—পরিসেবিত, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে ধ্যানকারীব্যক্তি সংসার হইতে মুক্ত হয়। ইতি শব্দটি ধ্যান-মন্ত্রের সমাপ্তি-সূচক ॥৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—শ্লোকাঃ মন্ত্রাঃ। বৈদ্যুতং বিদ্যুদ্ভবমিবাম্বরং যস্য। জ্ঞানমুদ্রাঢ্যম্। অবচনেনৈব প্রোবাচেতি শ্রুতের্জ্ঞানৈধা মুদ্রারীতি-মৌনরূপা তয়াঢ্যম্। রসবিশেষেণ বেণুবাদনরসাবিষ্টত্বাৎ মৌনমুদ্রাঢ্য-মিতি চ পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যত ইতি।

গোপাঃ শ্রীদামাদয়ঃ। গোপ্যো রাধাদ্যাঃ। গাবঃ কপিলাদ্যাঃ। তাভিরাবীতম্। ইতি শব্দো ধ্যানসমাপ্ত্যর্থঃ ॥১-৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—শ্লোক শব্দের অর্থ মন্ত্র, যাহা দ্বারা শ্লোকিত—আরাধিত করা হয়, তাহাকে মন্ত্র বলে। বৈদ্যুতং—যেন বিদ্যুৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ বস্ত্র যাঁহার, তিনি বৈদ্যুতাম্বর। জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং—জ্ঞান দ্বারা যিনি সব প্রকাশ করেন, মুখে মৌনমুদ্রা অবলম্বন করিয়া আছেন। শ্রুতিও সেই কথা বলিতেছেন,—'অবচনেনৈব প্রোবাচ'—বাক্য না বলিয়াই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। মুদ্রার রীতি মৌনস্বরূপ, জ্ঞান দ্বারা বর্দ্ধিত—নিবদ্ধ। অলৌকিক মাধুর্য্য-রসে যিনি বেণু-বাদনে আবিষ্ট—বিভোর, এ-কারণে মৌনাবলম্বী, কোনো-কোনো গ্রন্থে 'মৌনমুদ্রাঢ্যম্' পাঠ আছে দেখা যায়। গোপ-গোপী-গবাবীতং—গোপ—শ্রীদাম প্রভৃতি নিত্য লীলাসহচর, গোপী—রাধা প্রভৃতি স্বরূপশক্তি, গাবঃ—কপিলা ধেনু প্রভৃতি, এই সমুদয় দ্বারা আবীত—বেষ্টিত। ইতি শব্দটি ধ্যানসমাপ্তির সূচক ॥১-৩॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত ধ্যান-বিষয়ে তিনটি মন্ত্র কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্রে পাওয়া যায়,—শ্রীকৃষ্ণ নির্ম্মল পুণ্ডরীকনয়ন, অর্থাৎ

সৎ-শব্দে নির্ম্মল, পুণ্ডরীক-শব্দে হৃৎপদ্ম এবং নয়ন-শব্দে প্রাপক অর্থাৎ নির্ম্মল হৃদয়কমলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। তিনি মেঘাভ অর্থাৎ নবজলধরকান্তি, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আভাবিশিষ্ট, তিনি উত্তপ্ত মনেও শান্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বদাই তিনি বিশেষরূপে দীপ্তি পাইয়া থাকেন, তিনি স্বপ্রকাশ চিদাকাশস্বরূপ এই অর্থে বিদ্যুৎ, সেই বিদ্যুৎ হইতে বৈদ্যুত হইয়াছে, তৎসদৃশ যাঁহার অম্বর অর্থাৎ পীতবসন ; তিনি দ্বিভুজমূর্ত্তি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ পুরুষ তাঁহার দুই হস্তরূপে বিদ্যমান ; তাহারা মুক্তা সম্বন্ধীয় শিল্পকর্ম্মের হেতুভূত অথবা মুক্তিদানের উপায় ; তিনি জ্ঞানমুদ্রাধারী, জ্ঞানমুদ্রা-শব্দে 'তত্ত্বমসি' বাক্যে সচ্চিদানন্দ এক রসরূপা বৃত্তি, তাহাতে যিনি আঢ্য অর্থাৎ প্রকাশমান ; অথবা রসবিশেষে বেণুবাদনরূপ রসাবিষ্ট বলিয়া মৌনমুদ্রাযুক্ত, এইরূপ পাঠান্তরও আছে। তিনি বনমালা বিভূষিত, বন-শব্দে নির্জ্জনপ্রদেশ। মালধাতুর অর্থ প্রকাশ অর্থাৎ তিনি নির্জ্জনপ্রদেশে স্বীয় ভক্তগণের নিকট প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মাদি-দেবগণেরও নিয়ন্তা অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞাতেই ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব-স্ব কার্য্য করিয়া থাকেন।

যিনি গোপ, গোপী, গো ইত্যাদিতে পরিবৃত, আপনাকে গোপন করে যে, এই অর্থে গোপ অর্থাৎ জীব, অথবা গোপ বলিতে শ্রীদামাদি, গোপী-শব্দে পূর্ব্ব ব্যাখ্যানুযায়ী মায়া অথবা শ্রীরাধাদি গোপীগণ, গো-শব্দে বেদ অথবা কপিলাদি গাভীগণ, ইঁহারা যাঁহাকে স্বামিরূপে আশ্রয় করিয়াছেন, অর্থাৎ এই সকলই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণ এই সমুদায়ের স্বামী, ইনি সুরদ্রুমতলাশ্রিত অর্থাৎ বেদ-প্রতিপাদ্য ; অথবা কল্পতরুমূলে অবস্থিত, আর ইনি দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অর্থাৎ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যে যথা সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমস্ত বীর্য্য ইত্যাদিতে বিভূষিত, অথবা অলৌকিক অলঙ্কার দ্বারা নিত্য বিভূষিত ;

ইনি রত্নতুল্য অতিশয় নির্ম্মল হৃদয়কমলের অন্তঃস্থ আকাশের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ তথায় যাঁহার উপবেশন স্থান, অথবা রত্নপঙ্কজের মধ্যবর্ত্তী।

তৃতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন,—যমুনাসলিলতরঙ্গসঙ্গী বায়ু যাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিতেছে, অথবা কালিন্দী-শব্দে নির্ম্মল উপাসনা, কল্লোল-শব্দে নানাবিধ স্ফূর্ত্তি, সঙ্গিমারুত-শব্দে নিশ্চল প্রাণবায়ু, এই উভয়ের আরাধিত, অথবা ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণের জন্য আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে নির্ম্মলচিত্তে যিনি ধ্যান করেন, তিনি সংসার হইতে অবশ্যই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

সেই ধ্যানমূর্ত্তির সোজাসুজি সংক্ষিপ্ত বর্ণন এই যে, যাঁহার নয়নযুগল প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মসদৃশ, নবজলধরের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, বিদ্যুতের ন্যায় যাঁহার পরিধেয় বসন পীতবর্ণ এবং যিনি দ্বিভুজ, আর যিনি হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর যোগরূপ জ্ঞানমুদ্রাকে ধারণ করিয়াছেন এবং বিবিধ পত্র-পুষ্প দ্বারা বিরচিতা মালা যাঁহার আপাদ-মস্তকে লম্বমান রহিয়াছে, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর এবং শ্রীদামাদি গোপগণ, শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীসকল, কপিলাদি ধেনুগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এবং যিনি কল্পতরুমূলে অবস্থিত ও দিব্য অলঙ্কার দ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গ নিত্য বিভূষিত আর যিনি রত্নখচিত সিংহাসনোপরিস্থিত পদ্মোপরি উপবিষ্ট এবং যিনি যমুনার সলিল-তরঙ্গসঙ্গী ধীর সমীরণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত; এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে নির্ম্মল চিত্তদ্বারা যিনি ধ্যান করিতে পারেন, তিনি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
সংযাস্যত্যাশু নির্ব্বাণং দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়া-ভ্রমঃ॥" (ভাঃ ১১।১৪।৪৬)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের (২।২।৯-১২) এবং (৩।২৮।১৩-১৮) শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য ॥১-৩॥

শ্রুতিঃ—তস্য পুনা রসনং জলভূমীন্দুসম্পাত-কামাদি কৃষ্ণায়েত্যেকং পদং গোবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ং গোপীজনেতি তৃতীয়ং বল্লভায়েতি তুরীয়ং স্বাহেতি পঞ্চমমিতি পঞ্চপদীং জপন্। পঞ্চাঙ্গং দ্যাবাভূমী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাগ্নী তদ্রূপতয়া ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্ম সম্পদ্যত ইতি ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—] তস্য (সেই শ্রীকৃষ্ণ—পরব্রহ্মের) পুনঃরসনম্ (সন্তোষ-বিধায়ক, প্রীতি-সম্পাদক হইতেছে মন্ত্রোক্ত পাঁচটি পদের জপ) জলভূমীন্দুসম্পাত-কামাদি কৃষ্ণায়েতি একং পদম্ (সেই পঞ্চপদের মধ্যে প্রথম পদ 'ক্লীঁ কৃষ্ণায়' এই অংশ) [তন্মধ্যে 'ক্লীং' বীজের অর্থ—ক্ ল্ ঈ, ঁ এই চারিটি বর্ণের সমষ্টি,—তন্মধ্যে ক্‌কারের অর্থ জল, ল্‌কারের অর্থ ভূমি, ঈকারের অর্থ অগ্নি—তেজঃ, ইন্দু চন্দ্র অর্থাৎ অনুস্বার—ইহাদের সম্পাতে—সমষ্টি হইতে উৎপন্ন] ক্লীং বীজ আদিতে রাখিয়া পঞ্চপদ ঘটিত অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র) [তন্মধ্যে] ক্লীঁ কৃষ্ণায় ইত্যেকং পদম্ (ক্লীং কৃষ্ণায় এই একটি পদ) গোবিন্দায় ইতি দ্বিতীয়ং ('গোবিন্দায়' ইহা দ্বিতীয় পদ) গোপীজনেতি তৃতীয়ং (গোপীজনবল্লভায় ইহার আদিভূত 'গোপীজন' ইহা তৃতীয় পদ) বল্লভায় ইতি তুরীয়ং ('বল্লভায়' এই পদটি চতুর্থ পদ) স্বাহা ইতি পঞ্চমম্ (অন্তে স্বাহা পদটি পঞ্চমপদ) পঞ্চপদীং জপন্ (যে ব্যক্তি এই পঞ্চপদসমষ্টি অর্থাৎ 'ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তিনি) পঞ্চাঙ্গং (পাঁচটি অঙ্গ—হৃদয়, মস্তক, শিখা, বাহু, করতল পৃষ্ঠে এই পঞ্চাঙ্গে ন্যাসের যোগ্য) দ্যাবাভূমী, সূর্যাচন্দ্রমসৌ, সাগ্নী (দ্যাবা দ্যৌঃ স্বর্গ, ভূমি, সূর্য্য, চন্দ্র ও তৎসহ অগ্নি এই পঞ্চপদাত্মকমন্ত্র চিন্তা করিলে) সেই দ্যাবা দ্যুলোক,

পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নিরূপী পঞ্চপদাত্মক ব্রহ্মলাভ করেন)—তদ্রূপতয়া 'ব্রহ্ম সম্পদ্যতে'—যেহেতু স্বর্গলোক, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি ইহারা ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়, সুতরাং জপকারী ব্যক্তিও ব্রহ্মসম্বন্ধ লাভ করেন। ইহা একবার জপের ফল। দ্বিরুক্তি প্রথমোপনিষৎ-সমাপ্তির সূচক ॥১৩॥

অনুবাদ—ধ্যানের পর শ্রীভগবানের রসন অর্থাৎ প্রীতিপদ ক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের রসন অর্থাৎ সন্তোষ হয় পঞ্চপদী মন্ত্র জপ হইতে। তন্মধ্যে প্রথম পদ হইতেছে—ক্লীং বীজ, যাহা যথাক্রমে ক্, ল্, ঈ, বিন্দুর সংযোগ—ইহার অর্থ জল, ভূমি, অগ্নি ও চন্দ্র অর্থাৎ অনুস্বারস্বরূপ, তৎপরে 'কৃষ্ণায়' যোগ, দ্বিতীয় পদ 'গোবিন্দায়', 'গোপীজন' ইহা তৃতীয় পদ, 'বল্লভায়' চতুর্থ পদ, 'স্বাহা' পঞ্চম পদ—এই পঞ্চপদঘটিত পঞ্চপদী মন্ত্র—"ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপকালে হৃদয়াদি পাঁচটি অঙ্গে ন্যসনীয়; এই পঞ্চপদ্যাত্মকমন্ত্র চিন্তা করিতে হইবে। সেই পঞ্চাঙ্গ হইতেছেন—দ্যুলোক, ভূর্লোক, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি। যেহেতু ব্রহ্ম এই দ্যাবাভূমি প্রভৃতির অধিষ্ঠান এইজন্য এইরূপে একবারও জপকারী ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে। দুইবার ব্রহ্ম সমাপ্তির কথা প্রথম উপনিষদের সমাপ্তি সূচক ॥১৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—দ্বিতীয়প্রশ্নোত্তরমাহ—তস্য পুনা রসনমিতি। তস্য কৃষ্ণাখ্য-ব্রহ্মণঃ রসনং জলভূমীন্দুসম্পাতকামাদি যথা স্যাত্তথা পঞ্চপদজপরমিতি শেষঃ। জলং ককারঃ, ভূমিঃ লকারঃ, ঈকারঃ অগ্নিঃ, ইন্দুঃ অনুস্বারঃ, এতেষাং সম্পাতরূপং যৎ কামবীজং তৎ আদৌ প্রথমং যথা স্যাত্তথেত্যর্থঃ। তান্যেব পঞ্চপদানি বিবৃণোতি—কৃষ্ণায়েত্যেকং পদমিত্যাদিনা। উক্তরসনস্য ফলমাহ—পঞ্চপদীমিতি। পঞ্চপদীং জপন্ পুরুষঃ পঞ্চাঙ্গং ব্রহ্ম নারায়ণাত্মকং তদ্রূপতয়া পঞ্চাঙ্গব্রহ্মতাদাত্ম্যেন প্রাপ্নোতীতি সম্বন্ধঃ। ইদন্তু সকৃজ্জপফলম্। পঞ্চাঙ্গান্যাহ। দ্যাবাভূমী,

তথা অগ্নিনা সহিতৌ সাগ্নী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ। অভ্যাসঃ প্রথমোপনিষৎ-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥১৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মা মুনিগণের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—তস্য পুনাররসনমিত্যাদি বাক্যদ্বারা। তস্য—সেই কৃষ্ণসংজ্ঞক পরব্রহ্মের, রসনং আস্বাদ—সন্তোষ, যাহা জল, ভূমি, ঈকার, অগ্নি, চন্দ্র ইহাদের সম্মিলনে জাত কামাদি ক্লীং পূর্ব্বক পঞ্চ মন্ত্রজপ, ইহা মন্ত্রমধ্যে উক্ত না থাকিলেও ধর্ত্তব্য। ক্লী৺ মন্ত্রের ঘটক ক্ ল্ ঈ, ৺ ইহাদের মধ্যে ককারের অর্থ জল, ল্ পৃথ্বী বীজ, ঈ অগ্নি-বাচক ও বিন্দু অনুস্বার—ইহাদের সম্মিলন হইতে জাত 'ক্লীং' এই বীজ, তাহা প্রথমে যোজনা করিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যেত্যাদি বাক্যান্ত পঞ্চ পদের মধ্যে কৃষ্ণায় এই একটি পদ, এইরূপ গোবিন্দায় দ্বিতীয় পদ, গোপীজনেতি তৃতীয় পদ, বল্লভায় চতুর্থ পদ, স্বাহা এই পঞ্চম পদ, ইহার সম্মেলনে পঞ্চপদী মন্ত্র জপ করিবে, অতঃপর তাহার জপফল বলিতেছেন—পঞ্চপদীম্ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। যে পঞ্চপদী জপ করে, সেই ব্যক্তি পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্ম নারায়ণাত্মক বলিয়া সেই ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ দ্বারা ব্রহ্মনারায়ণকে প্রাপ্ত হয়, ইহা একবার পঞ্চপদী জপের ফল। অতঃপর পঞ্চাঙ্গ বলিতেছেন। যথা, দ্যাবাভূমী—দ্যুলোক ও পৃথিবী, সাগ্নী—অগ্নির সহিত সূর্য্য ও চন্দ্র। ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মসম্পদ্যতে দুইবার উক্তি প্রথমোপনিষৎ সমাপ্তিবোধক ॥১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—দ্বিতীয়প্রশ্নোত্তরমাহ—তস্যেতি। তস্য রূপস্য পুনর্ধ্যানানন্তরং যদ্রসনমাস্বাদস্তদেব রসনমিত্যর্থঃ। তেনাজহল্লক্ষণয়া প্রেমাপি গৃহ্যতে রস্যং পুনাররসনমেবমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। রস্যমাস্বাদ্যং যত্তদীয়ং প্রেম তদেব রসনমাস্বাদোঽপীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। আস্বাদঃ খলু শ্রীভগবন্মাধুর্য্যানুভবঃ। তস্মাচ্চ প্রেম জায়তে। তচ্চ

শ্রীভগবদভিলাসোল্লাসময়-মানসানুকূল্যাতিশয়ঃ। সোঽয়মাস্বাদ্যমানে শ্রীভগবতি স্বয়মাস্বাদ্যবিশেষতাং প্রাপ্নোতি পরমপুরুষার্থত্বেন স্ফূর্ত্তিঃ। তদেবমপি তস্যাস্বাদত্বং কারণতাদাত্ম্যাপত্ত্যপেক্ষয়েতি ॥১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তস্যেত্যাদিদ্বারা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন। তস্য—সেই রূপের, পুনঃ—ধ্যানের পর, রসনং অর্থাৎ আস্বাদ—মনে মনে রসানুভব। এই অর্থ করায় বুঝিতে হইবে—অজহল্লক্ষণা স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ যে লক্ষণায় স্বার্থ ও স্বার্থাতিরিক্ত পদার্থ বুঝায় তাহার নাম অজহল্লক্ষণা—যে লক্ষণা অভিধাবোধ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া, অন্যার্থ বুঝাইতেছে—তাহা জহৎ-স্বার্থ লক্ষণা—যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এখানে গঙ্গা পদটি নিজ মুখ্যার্থ জলপ্রবাহ বুঝাইলে বাক্যার্থের অসঙ্গতি হয়, এজন্য গঙ্গা পদ গঙ্গা-তটকে বুঝাইতেছে। যাহা তাহা নহে, সেই অজহৎ স্বার্থ লক্ষণা দ্বারা এখানে রসন শব্দটি আস্বাদ্য রস-ও প্রেম দুইটি বুঝাইতেছে। কোনো কোনও গ্রন্থে রস্যংপুনারসনমেবমিতিপাঠঃ তাহার অর্থ—রসন শব্দের অর্থ রস্য যাহা আস্বাদ্য ভগবৎ-প্রেম, তাহা রসনও বটে অর্থাৎ আস্বাদস্বরূপ বটে, কথাটি এই—ভগবানের মাধুর্য্যানুভবের নাম রস, তাহা হইতেই অনুভবকারীর তাঁহাতে প্রেম জন্মে, তাহার মানে ভগবান্‌কে পাইবার জন্য যে তীব্র অভিলাষের স্ফূরণাত্মক মনের আনুকূল্যাতিশয়, সেই এই প্রেম যৎকালে শ্রীভগবান্ আস্বাদিত অর্থাৎ অনুভূত হইতে থাকেন, তখন যে নিজেও আস্বাদ্যবিশেষতা প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম পরম-পুরুষার্থরূপে স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ। এক্ষণে কথা হইতেছে—যদিও এই আস্বাদ্য ও আস্বাদন বিভিন্ন, কারণ আস্বাদ্য প্রেম আর আস্বাদন তাহার অনুভূতি, উহা আস্বাদের কারণ, সুতরাং আস্বাদ্য ও আস্বাদন এক না হইলেও কার্য্যের কারণের সহিত তাদাত্ম্যাপত্তি—অভেদ ধরিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ ভজনে নির্ব্বক্তব্যে ভগবৎসম্বন্ধপ্রতিপত্ত্যর্থং মহামন্ত্রং পুনরুপদিশতি জলেতি। জলং ককারঃ তদ্বাচিত্বাৎ। ভূমির্লকারঃ লকারবীজত্বাৎ। তথা ঈ দীর্ঘ ঈকারঃ অগ্নিঃ কৃতসন্ধিত্বাৎ। ইন্দুরনুস্বারঃ তদাকারত্বাৎ। তেষাং সংপাতো মিলনং তেন জাতং যৎ কামবীজং তদাদিকং কৃষ্ণায়েত্যেকপদমিত্যর্থঃ। পঞ্চাঙ্গানি হৃদাদীনি তত্তৎস্থানে ন্যস্তানি যস্য তদ্‌যথা স্যাৎ তথা জপন্। তস্যাঞ্চ পক্ষপদ্যাং ভগবদাত্মিকা দ্যাবাদিপঞ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতা ভাবয়ন্নিত্যর্থঃ। তদ্রূপতয়া মন্ত্রময়তয়া ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। যদ্বা, তচ্ছব্দেন যচ্ছব্দো-লভ্যতে ততশ্চ যে দ্যাবাভূমী উর্দ্ধাধঃপ্রদেশৌ সর্ব্বাশ্রয়ৌ যৌ চ সাগ্নী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সর্ব্বপ্রকাশকৌ তদ্রূপতয়া। তান্নিরূপয়তি প্রকাশয়তীতি তদ্রূপং তত্তয়া যৎ পঞ্চাঙ্গং ব্রহ্ম তৎসংপদ্যতে সম্যক্ প্রাপ্নোতি। অত্র প্রথমপদদ্বয়েন প্রথমদ্বয়স্যাশ্রয়ণীয়তায়াং প্রকাশনং ব্যজ্যতে। অন্যত্রয়েণান্যত্রয়স্য প্রকাশকতায়াস্তদ্ব্যজ্যত ইতি গম্যতে। তত্র চ প্রথমপদস্য সর্ব্বশক্তিপ্রকাশকতন্মূলনামময়ত্বেন সর্ব্বোর্দ্ধতয়া দ্যাবা-যোগঃ। দ্বিতীয়স্য ভূমৌ প্রকাশমানতাদৃশবৈভবত্বাৎ ভূম্যা যোগঃ। তৃতীয়স্য সর্ব্বতোঽপ্যুদ্দীপ্তভাবত্বাৎ সূর্য্যেণ যোগঃ। চতুর্থস্য তৎ কান্তিযোগেন সর্ব্বাহ্লাদত্বাচ্চন্দ্রমসা যোগঃ। পঞ্চমস্য তত্রার্পণার্থ-রূপস্য নিত্যসম্বন্ধাদগ্নিনা যোগ ইতি। উভয়ত্র পক্ষে নরাকৃতি-পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। শ্রীমদ্ব্রজ্জনশ্চন্দ্রধ্বজস্য তথা বক্ষ্যমাণত্বাৎ। আবৃত্তিঃ প্রথমোপনিষৎ সমাপ্ত্যর্থা ॥১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অতঃপর ভজনপদার্থ নির্ব্বচন করণীয়া হইলেও তাহার ভগবানের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্তির জন্য আবার মহামন্ত্রের উপদেশ করিতেছেন—জলভূমীন্দু ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ক্লীঁ মন্ত্রের ঘটক ক্ ল্, ঈ ও বিন্দু, তন্মধ্যে ক্ কারের অর্থ জল, যেহেতু ক্ কার জলবাচক, অভিধানে আছে—'পুংসি কঃ কং

শিরোঽস্তুনেব', ল্ কার বর্ণের অর্থ ভূমি, যেহেতু ভূমিবীজ লকার, ঈকারের অর্থ অগ্নি, কারণ 'ঈ' বর্ণটি দুইটি বর্ণের সন্ধিঘটিত, ইন্দু শব্দের অর্থ চন্দ্রবিন্দু অনুস্বারাকার বর্ণ, এই কয়টি বর্ণের সম্মিলনে জাত যে কামবীজ (ক্লীঁ) তাহাকে, ইহা পঞ্চপদী মন্ত্রের আদিতে রাখিয়া 'ক্লীঁ কৃষ্ণায়' এই একটি পদ। পঞ্চাঙ্গ—হৃদয়, মস্তক, শিখা, বাহুদ্বয় ও করতল-পৃষ্ঠ এই পাঁচটি অঙ্গে উক্ত পঞ্চপদী ন্যাস করিতে হয়, এইভাবে জপ করিবে অর্থাৎ সেই পঞ্চপদীতে ভগবৎস্বরূপ দ্যাবাভূম্যাদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাস্বরূপ চিন্তা করিবে—ইহা তাৎপর্য্য। তদ্রূপতয়া ইত্যাদি মন্ত্রময় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। অথবা ইহার অর্থ এইরূপ তদ্ শব্দ ও যদ্ শব্দের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তদ্ শব্দ থাকিলেই যদ্ শব্দ গ্রাহ্য, এজন্য যে দ্যাবাভূমী অর্থাৎ উর্দ্ধ-অধঃ প্রদেশ সকলের আশ্রয়-স্বরূপ, আর যে সাগ্নী—অগ্নিসহ সূর্য্য ও চন্দ্রমাঃ যাহারা সর্ব্বপ্রকাশক, ব্রহ্ম এতৎ স্বরূপহেতু অর্থাৎ তাহাদের প্রকাশক এজন্য পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। এই পঞ্চাঙ্গের মধ্যে প্রথম দুই পদ যে 'দ্যাবাভূমী' তাহা দ্বারা তাহার আশ্রয়ণীয়তা-বিষয়ে প্রকাশশক্তি সূচিত হইল। আর তিনটি অঙ্গ সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ইহাদের প্রকাশনশক্তি সেই পরমাত্মা হইতে জাত ইহা জ্ঞাপিত হইতেছে। পুনশ্চ সেই পঞ্চাঙ্গের মধ্যে প্রথম 'দ্যাবা' পদের দ্বারা সর্ব্বশক্তিপ্রকাশক ব্রহ্মাভিন্ন নাম-রূপের আশ্রয় বলিয়া এবং ঐ দ্যুলোক সকলের উর্দ্ধস্থিত বলিয়া তাহার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ বুঝাইল। দ্বিতীয় ভূমিপদ দ্বিতীয় অঙ্গ ভূমি, প্রকাশমান সেই সেই কার্য্যরূপ বিভূতি তাহাতে থাকায় ভূমির সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ। তৃতীয় অঙ্গ সূর্য্য, সর্ব্বাধিক উদ্দীপ্ত-ভাবহেতু সূর্য্যের সহিত তৃতীয়ের সম্বন্ধ, চতুর্থ অঙ্গ চন্দ্রমাঃ স্বকীয় কান্তি দ্বারা সর্ব্বাহ্লাদক হওয়ায় তাহার সহিত চতুর্থ অঙ্গের সম্বন্ধ, পঞ্চম 'স্বাহা', তাহার অর্থ সমর্পণ, অগ্নির সহিত তাহার নিত্যসম্বন্ধ,

এইরূপে ক্লীঁ কৃষ্ণায় (১) গোবিন্দায় (২) গোপীজন (৩) বল্লভায় (৪) স্বাহা (৫) এই পাঁচটি পদের দ্বারা যে দ্যাবা, ভূমি, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি বুঝাইতেছে সে বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইল। পঞ্চপদী মন্ত্রজপ-পক্ষ এবং পঞ্চাঙ্গ ন্যাসপক্ষ উভয় পক্ষেই জপকারী ব্যক্তি সেই নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। যেহেতু এই ফল ব্রহ্মার ও চন্দ্রধ্বজ রাজার হইয়াছিল, ইহা পরে কথিত হইবে। আবৃত্তি প্রথমোপনিষৎ সমাপ্তির জন্য ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—শ্রীকৃষ্ণের রূপের ধ্যানের বিষয় বর্ণন করার পর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের রসন অর্থাৎ সন্তোষ উৎপাদন কিরূপে করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন।

জল, ভূমি, ঈ, ইন্দু, ইহাদিগের সম্মিলনে উৎপন্ন যে কামবীজ অর্থাৎ জল-শব্দে ক কার, ভূমি-শব্দে ল কার, ঈ কার শব্দে অগ্নি, ইন্দু বা চন্দ্র-শব্দে অনুস্বার—এ সকলের সম্মিলনরূপ "ক্লীং" বীজকে আদি করিয়া পঞ্চপদী অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের জপ করিলে পরব্রহ্মের 'রসন' হইয়া থাকে। রসন-শব্দে আস্বাদ্য রস ও প্রেম উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে। আস্বাদ্য ভগবৎপ্রেমই রসন বা আস্বাদ্যস্বরূপ। শ্রীভগবানের মাধুর্য্যানুভবের নাম রস, তাহা হইতেই মাধুর্য্যানুভব-কারীর তাঁহাতে প্রেম জন্মে। সেই প্রেম আবার শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য তীব্র অভিলাষাত্মক উল্লাসময় অবস্থা, তাহাতে মনের যে আনুকূল্যাতিশয় অর্থাৎ মনের অতিশয় ব্যগ্রতা, তাহাকেই প্রেম বলে। সেই প্রেমে যখন শ্রীভগবান্ আস্বাদ্যমান হন, তখন স্বয়ংও আস্বাদ্য-বিশেষতা প্রাপ্ত হন। তাহাই পরমপুরুষার্থরূপে স্ফূর্ত্তি। আস্বাদ্য ও আস্বাদনে ভেদ থাকিলেও কার্য্য-কারণের অভেদাপত্তি ধরিয়া তাদাত্ম্যভাবে গৃহীত হইবে।

অনন্তর ভজনের কথা বিবক্ষিত হইলেও ভগবৎসম্বন্ধ-প্রতিপাদনের নিমিত্ত পুনরায় মহামন্ত্র উপদেশ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত 'ক্লীং' বীজ পূর্ব্বে রাখিয়া 'কৃষ্ণায়' একপদ, 'গোবিন্দায়' দ্বিতীয়পদ, 'গোপীজন' তৃতীয়পদ, 'বল্লভায়' চতুর্থপদ, 'স্বাহা' পঞ্চমপদ—এই পঞ্চপদাত্মক মন্ত্র অর্থাৎ এই পঞ্চপদী অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে উপাসনা করিতে হইবে।

এই উপাসনার ফল বলিতেছেন,—

পঞ্চপদী কৃষ্ণমন্ত্রের জপ-পরায়ণ ব্যক্তি দ্যাবা, ভূমি, অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই পঞ্চাঙ্গরূপ নারায়ণাত্মক পরব্রহ্মকে পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে পাই,—

"কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
স্মৃতিমাত্রেণ তেষাং বৈ ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদঃ॥
তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপলীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ১৫৮-১৫৯)

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের টীকায় পাই,—

"তত্র তেষু শ্রীদ্বারকানাথদৈবতাদি মন্ত্রেষপি মধ্যে তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্যৈব গোপলীলয়া নিজাং ভগবত্তাং তন্বতঃ বিস্তারয়তঃ সতো যে মন্ত্রাস্ত এব শ্রেষ্ঠতমাঃ; তেষপি মধ্যে অষ্টাদশাক্ষরঃ সম্মোহনাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ॥"

এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে বর্ণিত ব্রহ্মা ও সনকাদি মুনিগণের প্রসঙ্গ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদাহৃত হইয়াছে, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য॥১৩॥

রসন-বিষয়ে শ্লোক

শ্রুতিঃ—তদেষ শ্লোকঃ।

ক্লীমিত্যেতদাদাবাদায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায়েতি চ
গোপীজনবল্লভায় বৃহদ্ভানব্যা সকৃদুচ্চরেদ্-
যো গতিস্তস্যাস্তি মঙ্‌ক্ষু নান্যা গতিঃ স্যাদিতি ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—তদ্ (সেবিষয়ে—উক্ত রসন-ব্যাপারে) এষঃ শ্লোকঃ (এই মন্ত্রটি একরূপ) [কোনটী ?] ক্লীম্ ইত্যেতদাদাবাদায় (ক্লীম্ এই বীজ প্রথমে গ্রহণ করিয়া) কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ইতি চ (কৃষ্ণায় এই পদ ও তৎপরে গোবিন্দায় এই পদ যোজনা করিয়া) গোপীজন বল্লভায় (গোপীজন ও বল্লভ এই পদদ্বয়) বৃহদ্‌ভানব্যা স্বাহা বৃহদ্ভানবী, সেই স্বাহা এই পদ অন্তে যোগ করিয়া) যঃ সকৃৎ (যে ব্যক্তি একবারও উচ্চারণ করে) তস্য মঙ্‌ক্ষু (তাহার অতি শীঘ্র) গতিঃ অস্তি (পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্মস্বরূপা গতি প্রাপ্তি হয়) অন্যা গতিঃ ন স্যাৎ (মৃত্যুর পর চন্দ্রমণ্ডলে গতি হয় না)। ইতি (রসন-সমাপ্তি) ॥১৪॥

অনুবাদ—এইরূপ রসন-বিষয়ে অনুরূপ মন্ত্রও পাওয়া যায়। যথা প্রথমে ক্লীং এই পদ দিয়া পরে 'কৃষ্ণায়' পদ, তৎপরে 'গোবিন্দায়' পদ যোজনা করিয়া তৎপরে গোপীজন ও তদন্তে বল্লভায় পদ দিবে, শেষে স্বাহা পদ যোজনা করিয়া যে ব্যক্তি একবারও উচ্চারণ করে তাহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি অতি শীঘ্রই হয়। চন্দ্রমণ্ডল ধরিয়া পিতৃযানে গতি হয় না। এই বলিয়া রসন সমাপ্তি করিলেন।

শ্রীবিশ্বেশ্বর—উক্তরসনে মন্ত্রসংবাদমাহ তদেষ ইতি। তৎ তত্র উক্তে রসনে এষঃ শ্লোকঃ মন্ত্রঃ বর্ত্তত ইতি। ক্লীমিত্যেতৎ আদৌ আদায় উচ্চার্য্য অথ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ইতি চ, পুনঃ গোপীজন-

বল্লভায় বৃহদ্ভানব্যা স্বাহয়া ইত্যর্থঃ। ইতি যঃ সকৃৎ একবারমপি উচ্চরেৎ তস্য মঙ্‌ক্ষু শীঘ্রং পঞ্চাঙ্গব্রহ্মাত্মরূপগতিঃ ভবতি। অন্যা চন্দ্রমণ্ডলরূপা গতিঃ তস্য ন স্যাৎ। ইতি শব্দো রসন-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥১৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—উক্তবিধ রসন-বিষয়ে অনুরূপ মন্ত্রের কথা বলিতেছেন। তদেষ শ্লোকঃ এই বাক্যদ্বারা তৎ—সেবিষয়ে—বর্ণিত রসন-বিষয়ে, এই মন্ত্র আছে যথা—ক্লীম্ এই পদটি প্রথমে যোজনা করিয়া অর্থাৎ উচ্চারণ করিয়া, তাহার পর 'কৃষ্ণায়' ও 'গোবিন্দায়' পদ, তাহার পর 'গোপীজন বল্লভায়' পদ 'স্বাহা' পদের সহিত এই পঞ্চপদী মন্ত্র যে ব্যক্তি একবারও উচ্চারণ করে, তাহার শীঘ্রই পঞ্চাঙ্গব্রহ্মাত্মরূপগতি অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। অন্য অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলরূপগতি তাহার হয় না। ইতি শব্দটি রসনের কথা সমাপ্তির জন্য ॥১৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অত্র মন্ত্রসংবাদমাহ—তদেষ শ্লোক ইতি বৃহদ্ভান-ব্যান্তিমপদরূপা তয়া সহ তত্তৎপদং ক্রমেণ যঃ সকৃদপ্যুচ্চরেৎ তস্য গতিঃ পূর্ব্বোক্তা শ্রীকৃষ্ণাখ্যা মঙ্ক্ষু শীঘ্রমেব ভবেৎ অন্যা গতির্ন ভবেদিত্যর্থঃ। তস্মাদেতদেব শ্রীগুরোঃ শিক্ষণীয়মিতি ভাবঃ। ইতিশব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ ॥১৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এবিষয়ে মন্ত্রের অনুরূপতা বলিতেছেন—তদেষ শ্লোক এই বাক্যদ্বারা। বৃহদ্ভানবী (স্বাহা) অর্থাৎ শেষ পদের সহিত সেই সেই পূর্ব্বোক্ত পদগুলি যথাক্রমে অর্থাৎ "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা" এই মন্ত্রটি যদি কেহ একবারও উচ্চারণ করে, তাহার মৃত্যুর পর গতি পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণাখ্য-পরব্রহ্মপ্রাপ্তি শীঘ্রই হয়। তদ্‌ভিন্ন অন্য গতি হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব শ্রীগুরুর আশ্রয়ে ইহাই শিক্ষণীয়, ইহা অভিপ্রায়। ইতি শব্দটি মন্ত্র-সমাপ্তি বুঝাইতেছে ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—সাধক 'ক্লীঁ' এই বীজ আদিতে গ্রহণ অর্থাৎ উচ্চারণ-পূর্ব্বক 'কৃষ্ণায়' 'গোবিন্দায়' এই পদদ্বয় যোজনা করতঃ 'গোপীজন' এই এক পদ, 'বল্লভায়' ও 'স্বাহা' এই দুই পদ যোগ করিয়া "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রটি জপ করিবেন। একবার মাত্র জপ করিলে পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করতঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন। তাঁহার উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল চন্দ্রলোকাদি প্রাপ্তি হয় না।

"মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ স মন্ত্র ইতি কীর্ত্তিতঃ" অর্থাৎ যাঁহার অবিরাম মনন অর্থাৎ চিন্তনের দ্বারা নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তাহাকে মন্ত্র বলে। সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে পাই,—

"মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ।
সর্ব্বাবতার-বীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ॥"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

"সর্ব্বেষাং মন্ত্রবীর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগ-মোক্ষৈকসাধনম্॥"

(শ্রীবৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র)

"তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপ-লীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষ্বপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ॥"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

অর্থাৎ আবার শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকানাথ প্রভৃতি বহুবিধমূর্ত্তি-সমূহের মধ্যে যে মূর্ত্তিতে গোপ-লীলা দ্বারা স্বীয় ভগবত্তা বিস্তার করিয়াছেন,

সেই গোপ-লীলাত্মক মূর্ত্তির অর্থাৎ ব্রজবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির মন্ত্রগুলিই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র হইতেছেন—শ্রীধাম বৃন্দাবনে কল্পতরু-মূলে যোগপীঠস্থ সহস্রদল-পদ্মোপরি রত্নসিংহাসনাবস্থিত সহস্র সহস্র গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত অপার-মাধুর্য্যময় শ্রীরাধা-গোবিন্দ-যুগলের শ্রীপাদপদ্ম ও প্রেমসেবা লাভ করিবার পরমউপায়-স্বরূপ।

এই মন্ত্ররাজ পঞ্চপদে বিভক্ত যথা—(১) ক্লীঁ কৃষ্ণায়, (২) গোবিন্দায়, (৩) গোপীজন, (৪) বল্লভায়, (৫) স্বাহা।

'ক্লীঁ' এই আদি একাক্ষর বীজের নাম কামবীজ। শ্রীবৃহদ্‌গোতমীয় তন্ত্রে ইহার এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ 'ক্লীঁ' এই কামবীজ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কামবীজান্তর্গত 'ক' কার হইতে জল, 'ল' কার হইতে পৃথিবী, 'ঈ' কার হইতে অগ্নি, 'নাদ' অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র হইতে বায়ু এবং 'বিন্দু' হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই বীজাত্মক মন্ত্রই হইতেছে সর্ব্বভূতের আত্ম-স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বভূতের মূলকারণ।

রাগমার্গী অর্থ এইরূপ—

'ক' কারের অর্থ—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।

'ল' কার হইতেছে—সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমজনিত পরমানন্দময় সুখ-সমুদ্র।

'ঈ' কারের অর্থ—নিত্য-বৃন্দাবনেশ্বরী পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধা।

'নাদ' ও 'বিন্দু' অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু হইতেছে—শ্রীরাধাকৃষ্ণের চুম্বন-জনিত পরমানন্দময় মাধুর্য্য।

অনন্তর কামবীজ যে, শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীবিগ্রহ, সে বিষয়ে বলিতেছেন,—শ্রীসনৎকুমার-সংহিতায় পাওয়া যায়,--হে নারদ! কামবীজ যে কেবল অক্ষরময় তাহা নহে, পরন্তু উহা শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীবিগ্রহ-স্বরূপ; যেহেতু এই অক্ষরসমূহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ হইতে অভিন্ন; তাহা ক্রমশঃ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

'ক' কারকে শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশ, ললাট, ভ্রূযুগল, নাসিকা, নেত্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয় বলিয়া জানিবে। 'ল' কার—তাঁহার গণ্ডদেশ, হনু (গণ্ডদেশের উপরপ্রান্ত), চিবুক (থুতনী), গ্রীবা (ঘাড়), কণ্ঠ ও পৃষ্ঠ। 'ঈ' কার হইতেছে—তাঁহার স্কন্ধ, বাহু, কফোনি (কনুই) এবং হস্তের অঙ্গুলি ও নখসমূহ। 'অর্দ্ধচন্দ্র' হইতেছে—তাঁহার বক্ষঃস্থল, উদর, পার্শ্বদেশ, নাভি ও কটি। 'বিন্দু' হইতেছে—তাঁহার উরু, জানু, জঙ্ঘা (গোড়ালি ও হাটুর মধ্যভাগ), গুল্ফ (গোড়ালি), পদ, পার্ষ্ণি (গোড়ালির নিম্নপ্রদেশ) এবং পদের অঙ্গুলি ও নখসমূহ।

আরও বলিলেন,—হে নারদ! কামবীজের অন্তর্গত পঞ্চ অক্ষর পঞ্চ পুষ্পবাণসদৃশ, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর—

'ক' কার হইতেছে—'আম্র-মুকুল', 'ল'কার—'অশোকপুষ্প', 'ঈ'কার—'মল্লিকা-পুষ্প', 'অর্দ্ধচন্দ্র'—'মাধবী-পুষ্প' এবং 'বিন্দু'—'বকুল-পুষ্প'। এই পঞ্চবিধ পুষ্পগণ।

(১) "কৃষ্ণায়"—শ্রীগোপালতাপনীই বলিয়াছেন—"পাপ-কর্ষণো হি কৃষ্ণঃ" অর্থাৎ যিনি পাপসকল কর্ষণ করেন অর্থাৎ সম্যক্-প্রকারে ধ্বংস করেন, তিনিই কৃষ্ণ। এস্থলে পাপ বলিতে সকলেরই সর্ব্ববিধ পাপ ও অপরাধ বুঝায়; এমন কি, অসুরগণেরও অপরাধ পর্য্যন্ত। যেহেতু "কর্ষতি সর্ব্বাপরাধান্" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সর্ব্ববিধ অপরাধ বিনাশ করেন, ইহাই 'কৃষ্ণ' শব্দের নিরুক্তি-বিশেষ।

সেই কৃষ্ণ পরব্রহ্ম এবং তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, শ্রীবৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রে পাই,—

"কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ"। শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।"

শ্রীমন্মহাভারতে পাই,—

"কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

শ্রীকৃষ্ণ তদীয় বেণু, রূপ ও লীলাদির অতুলনীয় মাধুর্য্যপ্রভাবে ত্রিজগতের স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমারাধ্য।

(২) "গোবিন্দায়"—পূর্ব্বেই এই শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে পাইয়াছি,—"গো-ভূমি-বেদ-বিদিতো বেদিতা গোবিন্দঃ" অর্থাৎ যিনি গো, ভূমি ও বেদসমূহে প্রসিদ্ধ এবং যিনি এই সমস্তকে প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই হইতেছেন 'গোবিন্দ'। গো-শব্দে বহু অর্থ থাকিলেও এখানে তিনটি অর্থ মাত্র গৃহীত হইয়াছে,—(১) প্রসিদ্ধ পশুজাতি বিশেষ (গরু) (২) ভূমি (ভুবন) ও (৩) বেদ। আবার 'পশুজাতি বিশেষ'-অর্থে শ্রীমন্নন্দগোকুলস্থ গো-সকলকেই লক্ষ্য করিতেছেন। যিনি অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ হইয়াও গো-সমূহে পরিবৃত হইয়া স্বৈর-ক্রীড়াশীল এবং যিনি ঐরূপ অবস্থাতেই সর্ব্বভুবনে ও সর্ব্ববেদে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ যিনি শ্রীমন্নন্দগোকুলে স্বীয় ব্রজজন-মনোহর নবজলধর-শ্যামসুন্দর-রূপে বিরাজমান থাকিয়া সুমধুর লীলা বিস্তার করিতেছেন এবং নিখিলভুবন ও বেদ-সমূহ যাঁহার সেই লীলামাধুরী উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতেছেন, সেজন্য যিনি ভুবনে ও

বেদে প্রসিদ্ধ, সেই 'গোপাল'-বেশধারী গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণই 'গোবিন্দ'-পদের বাচ্য।

(৩) "গোপীজন"—শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতি এস্থলে বলিয়াছেন—"গোপীজনাবিদ্যা-কলা"। 'গোপীজন'-অর্থে গোপীজন-রূপ আবিদ্যা-কলা বুঝাইতেছে। 'আবিদ্যা' শব্দের অর্থ হইতেছে,—আ—সম্যক্ বিদ্যা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; এই বিদ্যা-শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তিকে বুঝাইতেছে। কলা-শব্দের অর্থে প্রেমভক্তির মূর্ত্তিবিশেষ। অতএব 'গোপীজন' শব্দের অর্থে ইহাই জানা যাইতেছে যে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী-শক্তি-স্বরূপা-প্রেমভক্তির মূর্ত্তিবিশেষ, তাঁহারাই গোপীজন। একমাত্র এই জাতীয় প্রেমভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সম্যগ্‌রূপে বশীভূত হন। ইহাই মধুর রসের প্রেম, যাহা দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের প্রেমকে পরাভূত করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করেন।

'গোপীজন' শব্দের আর একটি অর্থও পাওয়া যায়,—'গোপী'-শব্দে গুপ্‌ ধাতুর অর্থ—রক্ষা করা, পালন করা, শ্রীকৃষ্ণের যে বিশিষ্ট শক্তি প্রেম দিয়া ভক্তগণকে পালন করেন, সেই শক্তি হইল 'গোপী'। এই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীমতী রাধিকাই—এই হ্লাদিনী-শক্তিস্বরূপিণী। অতএব 'গোপী'-শব্দে হ্লাদিনী শক্তি-স্বরূপিণী প্রকৃতিকুল-ললামভূতা বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকাকেই বুঝাইয়া থাকে, যথা;—

"গোপী তু প্রকৃতী রাধা জনস্তদংশ-মণ্ডলঃ।" আর 'জন'-শব্দে এই শ্রীমতী রাধিকার অংশমণ্ডল অর্থাৎ কায়ব্যূহ-রূপিণী-গোপীমণ্ডলকে বুঝায়। অতএব 'গোপীজন' শব্দের অর্থে শ্রীরাধিকা ও তদীয় কায়ব্যূহরূপা শ্রীললিতা-বিশাখাদি সখীগণকে বুঝাইতেছে।

(৪) "বল্লভায়" 'বল্লভ'-শব্দের অর্থ প্রেরক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা, রমণ। যিনি স্বীয় মাধুর্য্যময় লীলা-সমূহে গোপীগণের প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা বা রমণ অর্থাৎ যিনি নায়করূপে গোপীগণসহ পরম মধুর লীলা-বিলাসাদি করিয়া থাকেন, তিনিই গোপীজনবল্লভ বা গোপীগণের পতি অর্থাৎ শ্রীললিতা-বিশাখাদি-সমন্বিতা শ্রীরাধিকার প্রাণপতি।

তিনিই নন্দনন্দন রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ, যিনি শ্রীবৃন্দাবনে 'গোপী' অর্থাৎ পদ্ম-নয়না-নবীনা এবং সুন্দরীগণ-পরিবৃতা 'শ্রীরাধিকা'-সহ মদনমোহনরূপে বিরাজ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আবার যে কালে গোপীকুল-মুকুটমণি শ্রীরাধিকার সহিত শোভিত হন, তখনই কেবল তিনি মদনমোহন, যথা,—

"রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" তাহা হইলে তিনি যেহেতু অনুক্ষণই গোপীমণ্ডল-পরিবৃতা শ্রীরাধিকাসহ বিরাজ করেন, সেইহেতু তিনিই নিত্যই মদনমোহন। শ্রীকৃষ্ণের, তথা গোবিন্দরূপ অর্থাৎ 'গোপাল'-রূপ শ্রীকৃষ্ণের এই নব-কিশোর মদনমোহন-মূর্ত্তিই গোপীজনবল্লভ। অতএব 'গোপীজনবল্লভ' বলিতে যখন শ্রীশ্রীমদন-মোহন মূর্ত্তিকেই বুঝায় এবং সেই শ্রীমদনমোহনই যখন নিত্যই শ্রীরাধালিঙ্গিত-বিগ্রহ, তখন "গোপীজনবল্লভ'ও নিত্যই শ্রীরাধালিঙ্গিত-বিগ্রহ। অতএব 'গোপীজনবল্লভ' বলিতে স্বতঃই শ্রীরাধা-কৃষ্ণযুগলকেই বুঝায়। সেইজন্যই অষ্টাদশাক্ষর বা দশাক্ষর মন্ত্রকে সাধারণতঃ যুগল-মন্ত্রই বলা হয়।

(৫) "স্বাহা"—শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতি স্বাহা-শব্দে 'তন্মায়া চ" বলিয়াছেন। "স্বাহা"—শ্রীকৃষ্ণের মায়া অর্থাৎ শ্রীযোগমায়াকে বুঝাইতেছে। যে যোগমায়া গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা

চিচ্ছক্তি ; ইনিই ভক্তগণকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। সুতরাং 'স্বাহা' পদের—"স্বাহা চাত্মসমর্পণমিতি"—এইরূপ অর্থই কথিত হইয়া থাকে। যাঁহার সাহায্যে আত্ম-সমর্পণ করা যায়, তিনি হইতেছেন "স্বাহা"। এই "স্বাহা" পদের উচ্চারণ বা স্মরণ দ্বারা গোপীজন-বল্লভের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তগণের সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ করা হয়। সেইজন্য এইরূপ চিন্তা করতঃ "স্বাহা" পদের উচ্চারণ বা স্মরণ করিতে হইবে যে, আমি যেন গোপীজনবল্লভের শ্রীপদারবিন্দে সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক তদ্দাসত্বে নিযুক্ত হইতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ, তিনে মোর নাথ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১।১৯)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীগোপীনাথ, এই তিন ঠাকুর বৃন্দাবনের অধিদেব, গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ নিজ সেবায় অধিকার দান করিয়া আপনার নিজজন করিয়াছেন।"

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সেব্য অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই মদনমোহন, গোবিন্দই গোবিন্দ এবং গোপীজনবল্লভই গোপীনাথ। মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই—সম্বন্ধ। গোবিন্দসেবাই—অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভ কর্ত্তৃক আকৃষ্টিই—প্রয়োজন। শ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয়াশ্রয় ভগবদ্বিগ্রহ এই তিন ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব"॥১৪॥

শ্রুতিঃ—ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনৈবা-মুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্ ॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে ভজন-শব্দের অর্থ বলিতেছেন] অস্য ভজনম্ ভক্তিঃ (এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই ভজন-শব্দের অর্থ) [তাহা কিরূপ ?] তদ্ (সেই ভজন) ইহ-অমুত্র (ঐহিক ও পারত্রিক) উপাধিনৈরাস্যেন এব (উপাধি অর্থাৎ কামনা—তাহা ত্যাগ করিয়াই, ঐহিক—পুত্রবিত্তাদি-সুখ ও পারত্রিক—স্বর্গসুখ-ভোগ-কামনা ত্যাগ করিয়াই) অমুষ্মিন্ (ঐ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে) মনসঃ কল্পনম্ (মনের যে অর্পণ করা হইবে, যাহার ফলে প্রেমবশে তন্ময়তা জন্মিবে, তাহাই ভজন-পদার্থ) এতদেব চ (আর এই যে কৃষ্ণ-প্রেমাধীন তন্ময়ীভাব ইহাই) নৈষ্কর্ম্ম্যম্ (নৈষ্কর্ম্ম্য) ॥১৫॥

অনুবাদ—তাঁহার ভজন কিরূপ অর্থাৎ ভজন শব্দের অর্থ কি ? ইহার উত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—তাঁহার ভজন আর ভক্তি একই কথা, ভক্তির লক্ষণ ঐহিক সকল কামনা ও পারলৌকিক স্বর্গাদি-প্রাপ্তির আশা সর্ব্বথা ত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্বথা বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ-মনঃ সমর্পণ, প্রেমবশে তন্ময়ীভাব—ইহাকে ভজন বলা হয়। যদি বল, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি কিরূপে হইবে ? তাহার উত্তর—ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য বা প্রকৃত শুদ্ধ জ্ঞান ॥১৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কথঞ্চাহো তদ্ভজনমিত্যস্যোত্তরং বক্তুং ভজনশব্দার্থ-মাহ—ভক্তিরস্য ভজনমিতি। পর্য্যায়েণার্থাবগমাসম্ভবাৎ পুনর্ভজনস্য লক্ষণমাহ—তদিহামুত্রেতি। ইহ অমুত্র উপাধেঃ ঐহিক-পারলৌকিক-প্রয়োজনস্য নৈরাস্যেন নিরসনমেব নৈরাস্যং তেন ঐহিকামুষ্মিক-ফলকামনারাহিত্যেন এব অমুষ্মিন্ কৃষ্ণাখ্যে ব্রহ্মণি মনসঃ কল্পনং

প্রেম্না তন্ময়ত্বং তদেব ভজনমুক্তমিত্যর্থঃ। এতৎ ভজনং এব নৈষ্কর্ম্যং জ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ ॥১৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—কি প্রকারে অর্থাৎ কি বিধানে কীদৃশ অনুষ্ঠানে তাঁহার ভজন হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—'ভক্তিরস্য ভজনমিতি' এই গ্রন্থদ্বারা। পর্য্যায় শব্দের দ্বারা যথাযথ অর্থবোধ সম্ভব হয় না, এজন্য পুনশ্চ ভজন শব্দের লক্ষণ বলিতেছেন—'তদিহামুত্র' এই বাক্যদ্বারা। ইহ—ইহলোকে, অমুত্র—পরলোকে, উপাধির অর্থাৎ প্রয়োজনরূপ ঐহিক ফল ও পারলৌকিক ফল-প্রাপ্তির নিরাস দ্বারা অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ফল-কামনা ত্যাগ দ্বারাই ঐ শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে মনের কল্পন অর্থাৎ প্রেমবশতঃ তন্ময়তা, ইহাই ভজন, এই ভজনই নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ জ্ঞান ॥১৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—কথং বাঽহো তদ্ভজনমিত্যস্যোত্তরং বক্তুং ভজনশব্দস্যার্থমাহ—ভক্তিরস্য ভজনমিতি। ভক্তিশব্দো ভগবৎসেবাবাচ্যঃ প্রসিদ্ধোঽর্থ এবাস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। তদেব বিশদয়তি—তদিহেতি। লোকদ্বয়কামনানিরসনেন শ্রীকৃষ্ণে মনোঽর্পণমেবাস্য ভজনমিত্যর্থঃ। মূলমন্ত্রেঽপি চতুর্থ্যন্তে তন্মূলনামনি অন্তিমদ্ব্যক্ষরপদান্বয়েন তস্যৈবার্থস্য স্ফুটত্বাৎ। এতদর্থমেব মূলমন্ত্রদর্শনপূর্ব্বকমেতদ্দর্শিতমিতি ভাবঃ। তদেবং বৃক্ষমূলস্থানীয়স্য মনসোঽর্পণেন শাখাস্থানীয়তত্তদিন্দ্রিয়ার্পণস্যাপি ভজনত্বং বিবক্ষিতম্। নম্বনাদিজন্মকর্ম্মশ্রেণ্যাং সত্যাং কথং তস্য মঙ্ক্ষু সৈব গতিঃ স্যাত্তত্রাহ—এতদেব চ নৈষ্কর্ম্যং তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ। আবশ্যকতৎকারণত্বাদভেদনির্দ্দেশঃ। যদ্বা, ন চ তস্মাজ্ জ্ঞানং নাম ভিন্নমস্তীত্যাহ—এতদিতি তদ্ভজনমেব চ নৈষ্কর্ম্যজ্ঞানমিত্যর্থঃ। নিষ্কর্ম্ম এব নৈষ্কর্ম্যং স্বার্থে ষ্যঙ্ কর্ম্মজ্ঞানয়োর্মিথঃ প্রতিযোগিত্বাৎ। কর্ম্মাতিরিক্তং জ্ঞানমেব হ্যুপলক্ষিতং ভবতীতি। জ্ঞানত্বঞ্চ তস্য মনোবৃত্তিবিশেষতয়াবির্ভাবাদিতি ॥১৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অহো! কি প্রকারে সেই ভজন করিতে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর বলিবার জন্য ভজন-শব্দের অর্থ বলিতেছেন,—ইঁহার ভক্তির নাম ভজন। শ্রীভগবানের সেবাই ভক্তি,—ইহা প্রসিদ্ধ অর্থ। সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভজন বলিয়া কথিত হয়। তাহাই বিশদরূপে বলিতেছেন—'তদিহ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোক-সম্বন্ধীয় ভোগ-কামনা ত্যাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মনঃসমর্পণই তাঁহার ভজন—ইহাই তাৎপর্য্য। যেহেতু অন্তে চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত মূলমন্ত্রেও (কৃষ্ণায়েত্যাদি···স্বাহা) শেষ দুই অক্ষর 'স্বাহা' পদের সহিত মূল নামে অন্বয় হইতে উক্ত অর্থ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। এই অভিপ্রায়েই মূলমন্ত্র প্রথমে দেখাইয়া পরে ভজন দর্শিত হইয়াছে। অতএব এইরূপে সংসারবৃক্ষের উদ্ভবস্থানীয় মনের শ্রীভগবানে অর্পণ হইলে শাখা-স্থানীয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অর্পণ হয়, তাহাও ভগবদ্ ভজন, ইহা বলিবার অভিপ্রায়। প্রশ্ন এই—অনাদি জন্ম ও কর্ম্ম-প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া কিরূপে সেই ভজনকারীর এত শীঘ্র সেই পরব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ মুক্তি সম্ভব? তদুত্তরে বলিতেছেন, 'এতদেবচ নৈষ্কর্ম্ম্যম্' এই ভজনই নৈষ্কর্ম্ম্য—জ্ঞান, তাহাই মুক্তির হেতু, ইহাই বক্তব্য। মুক্তির অবশ্যকারণ সেই জ্ঞানের হেতু—ভজন জন্মাইয়া দেয় বলিয়া কার্য্য-কারণের অভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে। অথবা উহার সমাধান এই প্রকার—ভজন হইতে শুদ্ধজ্ঞান ভিন্ন নহে, ইহাই বলিতেছেন—এতৎ শব্দের অর্থ তাঁহার ভজনই নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) এই অর্থ। নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে ব্রহ্মজ্ঞান অর্থ পাওয়া যায়, কিরূপে? নিষ্কর্ম্ম কর্ম্মত্যাগই নৈষ্কর্ম্ম্য নিষ্কর্ম্মন্ শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্যঙ্, জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, ইহা দ্বারা কর্ম্মাতিরিক্তজ্ঞানই লক্ষিত হইতেছে। মনোবৃত্তিবিশেষরূপে জন্মিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞানরূপে পরিণত হয়, এইজন্য ভজন ও শুদ্ধজ্ঞান একই পদার্থ ॥১৫॥

তথ্যকণা—ভজন কি? বা কি প্রকার? তাহার উত্তরে ব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণকে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, তাহাই ভজন অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার ভোগকামনা পরিত্যাগ-করত শ্রীকৃষ্ণাখ্য-পরব্রহ্মে মনের সমর্পণ পূর্ব্বক তাহাতে প্রেমাধিক্য-বশতঃ যে তন্ময়তা লাভ, তাহাই ভজন এবং ইহাকেই নৈষ্কর্ম্ম্য বা শুদ্ধজ্ঞান বলা যায়।

'ভক্তি'-শব্দে ভগবৎসেবাবাচ্য প্রসিদ্ধার্থই শ্রীকৃষ্ণের ভজন বলিয়া কথিত হয়। সেই সেবা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐহিক ও পারত্রিক কামনা নিরসনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রোক্ত পঞ্চমপদের অর্থাৎ 'স্বাহা' পদের লক্ষিত আত্মসমর্পণ প্রয়োজন। সেই আত্মসমর্পণের মূলে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মনের অর্পণ করিলেই তদধীন ইন্দ্রিয়সমূহও ভগবৎসেবায় নিয়োজিত হইয়া ভজন করিতে অভ্যস্ত হয়।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাই,—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।১০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্র)

আরও পাই,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে'কৃষ্ণানুশীলন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।৬৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥" (ভাঃ ৩।২৯।১০-১৩)

ভগবদ্‌ভজনে যে নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান সাধিত হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥"
(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ভগবদ্ভক্তিরহিত হইলে যে, তাহা শোভা পায় না, সে বিষয়েও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।" (ভাঃ ১।৫।১২)

এই শ্লোকের 'বিবৃতি'তে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"জীবের ভোগবাসনা হইতে কর্ম্মফল ভোগের চেষ্টা। তাহার বিপরীতভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা এবং

প্রীতিবাঞ্ছারহিত তটস্থ নির্ব্বিশেষভাব নৈষ্কর্ম্ম্যে ফলভোগবাসনারহিত হইলে কেবল চেতনধর্ম্ম অবস্থান করে। তাহা যদি হরিসেবার কার্য্যে না লাগে, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতোহি সঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত—৩।২৩।৫৬)

এই কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, এবং যে ধর্ম্মার্থকাম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, যে বৈরাগ্যপূর্ণ সম্বিদ্‌বিকাশ ভগবৎ-পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত হয় না, তাহাই জড় বা অচিৎ জীবনরহিত—প্রাকৃতমাত্র। সর্ব্বাত্মা অচ্যুত হইতে চ্যুত হইয়া তাদৃশ নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান কোন সুফল প্রসব করে না। গোময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে, ষণ্ডবিষ্ঠা সেরূপ করে না তদ্রূপ কর্ম্মবীরগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কর্ম্ম নিজ আসুরিক বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পন্ন করিলেও তাহা ভগবদ্বিমুখ চেষ্টা হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সেই জন্য কাল তাহাকে বিনাশ করিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত করে। হরিসেবা-কর্ম্ম বা হরিসেবন-জ্ঞান নিত্য অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান। নিত্য হরিসেবা ছাড়িয়া যে জীব নশ্বর ভোগপ্রবৃত্তিতে ধাবিত হন, তাঁহার সেই অসজ্‌জ্ঞান কখনই চরম মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সচ্চিদানন্দ বস্তু-বর্জ্জিত অসৎ অচিৎ নিরানন্দময় ত্রিগুণভূমিকায় কর্ম্ম ও জ্ঞানবৃত্তিদ্বয় জীবকে ঈশসেবাবিমুখ করায়। ঈশবৈমুখ্যই জীবের যাবতীয় অশুভ আনয়ন করে। সেই ঈশবৈমুখ্যপ্রকাশ নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান ভগবানের উদ্দেশে হরিসেবায় নিযুক্ত না হওয়া কাল পর্য্যন্ত তাহা পঞ্চম পুরুষার্থ হরিপ্রেমা উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৭-১৮) ॥১৫॥

শ্রুতিঃ—কৃষ্ণং তং বিপ্রা বহুধা যজন্তি, গোবিন্দং সন্তং বহুধারাধয়ন্তি গোপীজনবল্লভো ভুবনানি দধ্রে ॥১৬॥

অন্বয়ানুবাদ—তং কৃষ্ণম্ (সেই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে গোপাল-যাদবরূপ-বিবেকশূন্য হইয়া) বিপ্রাঃ (শাস্ত্র মার্গানুসারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণ) বহুধা (বহু প্রকারে যথা কেহ দ্রব্যযজ্ঞে, কেহ পাঠযজ্ঞে, কেহ বা যোগযজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা) যজন্তি (পূজা করিয়া থাকেন) গোবিন্দং সন্তং (যখন জানিতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণই গোবিন্দ অর্থাৎ গো, ভূমি ও বেদে বিদিত এবং গোকুল-নায়করূপে আবির্ভূত, তখন তাঁহাকে) বহুধা (নানারূপে অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নয় প্রকার ভক্তি দ্বারা সেবা করেন) [তন্মধ্যে শ্রবণ—কৃষ্ণ-গুণ-শ্রবণ, কীর্ত্তন—নামকীর্ত্তন, স্মরণ—ভগবৎস্বরূপ-চিন্তা, পাদসেবন—পরিচর্য্যা, অর্চ্চন—পূজা, বন্দন—প্রণাম ও স্তুতি, দাস্য—কর্ম্মসমর্পণ ও ভগবদাজ্ঞা-পালন, সখ্য—তাহাতে বিশ্বাস, আত্মনিবেদন—কায়মনোবাক্যে-আত্ম-সমর্পণ, এই নয়টি দ্বারা ভক্তি সম্পন্ন হয় অথবা গোকুলবাসীদের মত বিচিত্র বিচিত্র প্রেমবৃত্তি দ্বারা সেবা সম্পন্ন হয়) গোপীজনবল্লভঃ (সেই গোবিন্দ গোপীজনবল্লভরূপে আবির্ভূত হইয়া) ভুবনানি (অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে) দধ্রে (পালন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন) ॥১৬॥

অনুবাদ—সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণ সেই আনন্দময় কৃষ্ণকে বহুপ্রকারে পূজা করিয়া থাকেন, কেহ দ্রব্যযজ্ঞ, কেহ স্বাধ্যায়যজ্ঞ ও কেহ যোগযজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দরূপে অর্থাৎ গোবিন্দ-অর্থ—গো, ভূমি, বেদপালকরূপে বিদিত হইবেন তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, পূজা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—এই নয় প্রকার ভক্তিদ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন অথবা গোকুলবাসীদিগের মত রাগবৃত্তি-বৈচিত্র্যানুসারে প্রেমভক্তি সহকারে সেবা করেন, সেই গোবিন্দই গোপীজনবল্লভরূপে আবির্ভূত হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক ত্রিভুবন পালন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন ॥১৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কৃষ্ণং তমিতি তং কৃষ্ণম্ আনন্দাত্মানং বিপ্রাঃ সাত্ত্বিকাঃ বহুধা দ্রব্যযজ্ঞ-পাঠযজ্ঞ-যোগযজ্ঞাদিভিঃ যজন্তি। গোবিন্দমিতি। গোভূমিবেদবিদিতং সন্তং বহুধা শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণপাদসেবনার্চ্চনবন্দনদাস্যসখ্যাত্মনিবেদনাদিভিঃ বিপ্রাদয়ঃ সর্ব্বেঽপি আরাধয়ন্তি সেবয়ন্তে। তস্যৈব সেব্যত্বে হেতুঃ গোপীজনবল্লভ ইতি। গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ তাসাং জনঃ সমুদায়ঃ তস্য বল্লভঃ স্বামী প্রেরকঃ সন্ ভুবনানি অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি দধ্রে। উপলক্ষণমেতৎ। অপালয়ৎ পালয়তি পালয়িষ্যতি চ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—কৃষ্ণং তমিত্যাদি—আনন্দময় সেই কৃষ্ণকে, সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন বিপ্রগণ বহুপ্রকারে যথা—দ্রব্যযজ্ঞ, পাঠযজ্ঞ ও যোগযজ্ঞাদি দ্বারা অর্চ্চন করিয়া থাকেন, তিনি গো, ভূমি ও বেদে বিদিত ইহা জানিতে পারিলে তাঁহাকে নানাপ্রকারে যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই আরাধনা করেন।

তিনি কেন সেব্য ? তাহার কারণ বলিতেছেন—গোপীজনবল্লভ— এই বিশেষণ দ্বারা, তাহার অর্থ গোপী—পালনশক্তি, সেই শক্তি-সমুদয়ের তিনি স্বামী অর্থাৎ প্রেরক হইয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড পালন করিয়াছেন। ইহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পালনের উপলক্ষণ অর্থাৎ পালন করিয়াছেন, পালন করিতেছেন ও পালন করিবেন ॥১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদেবং মূলমন্ত্রেণ সমুদিতং ভজনস্য নির্ব্বচনং দর্শয়িত্বা তত্রৈব মন্ত্রেণানুক্তং, যস্য শক্তিচতুর্থীকস্যোত্তরে বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমাহ। কৃষ্ণং তং বিপ্রা ইতি তত্র কৃষ্ণং তং গোপালযাদবরূপাবিবেকেন কৃষ্ণত্ব-মাত্রেণাবিভূ´তং সন্তং বিপ্রাঃ শাস্ত্রমার্গিণো যজন্তি পূজয়ন্তি কচিদ্বিপ্রা ইত্যস্যাভাবে পূজকত্বেন তত্রএবোপতিষ্ঠন্তে। অথ তমেব গোবিন্দং শ্রীগোকুলনায়কতয়াবিভূ´তং সন্তং বহুধা শ্রীগোকুলবাসিবত্রাগবৃত্তি-বৈচিত্র্যা আরাধয়ন্তি সেবন্তে তদীয়রাগরুচয় ইতি শেষঃ। স এব গোবিন্দো গোপীজনবল্লভরূপেণাবিভূ´তস্তু ভুবনানি জগন্ত্যেব দধ্রে অনুগৃহ্লাতীত্যর্থঃ। তাদৃশত্বোপাসকসম্বন্ধপরম্পরয়াপি তদনুগ্রহ-প্রাপ্তের্নাত্র পূর্ব্ববদারাধনাপেক্ষা ইতি ॥১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এইরূপে সেই ভজন যাহা মূল-মন্ত্রের দ্বারা উক্ত নির্ব্বচন (প্রকৃতিগত অর্থ বিশ্লেষণ) দেখাইয়া সেই ভজন-বিষয়েই যাহা মন্ত্র দ্বারা কথিত হয় নাই, এইরূপ যাহার শেষে শক্ত্যর্থে শক্তি অর্থবাচক চতুর্থী যুক্ত হইলে যে বিশেষত্ব বোধিত হয়, তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন,—কৃষ্ণং তং বিপ্রা ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। এই বাক্যে যে 'কৃষ্ণং তম্' বলা হইয়াছে, সেই গোপাল; যাদবরূপে বিবেক না রাখিয়া কেবল কৃষ্ণত্বমাত্রেণ আবিভূ´ত মনে করিয়া তাঁহাকে শাস্ত্র-পদ্ধতি-অনুসারে বিপ্রগণ পূজা করিয়া থাকেন, কোন

কোনও গ্রন্থে 'বিপ্রাঃ' এই পদের অভাব থাকিলেও পূজক-হিসাবে সেই বিপ্রগণই ধর্ত্তব্য হইবে। তাহার পর যখন জানা যাইবে সেই গোবিন্দ শ্রীগোকুলনায়করূপে আবির্ভূত হইয়াছেন তখন তাঁহাকে বহুপ্রকারে অর্থাৎ শ্রীগোকুলাধিবাসী-সমূহের মত বিচিত্র বিচিত্র প্রেমানুরাগবৃত্তি দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন, কাহারা? 'তদীয়রাগরুচয়ঃ' এই কর্ত্তৃপদটি অধ্যাহার্য্য অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতে চান, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি প্রেমাকৃষ্ট ব্যক্তিগণ অনুরাগ বৃত্তিদ্বারা সেবা করেন। সেই গোবিন্দই আবার গোপীজনবল্লভরূপে আবির্ভূত হইয়া ত্রিভুবনকে ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ অনুগৃহীত করিতেছেন। সেইরূপের উপাসক সম্প্রদায়-পরম্পরা দ্বারা ও প্রাপ্ত-উপাসনায় সেই অনুগ্রহ প্রাপ্তি ঘটে; এই হেতু আর এস্থানে পূর্ব্বের মত আরাধনা বিহিত হইল না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রমার্গে আরাধনা বলা হইল না ॥ ১৬ ॥

তত্ত্বকণা—এইপ্রকারে মূলমন্ত্রের সহিত সমুদিত ভজনের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিয়া মন্ত্রে অকথিত এইরূপ যাহার শেষে শক্ত্যর্থে চতুর্থী যুক্ত হইলে যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তাহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন,—গোপালযাদবরূপবিবেক না রাখিয়া কেবল কৃষ্ণত্বমাত্রে আবির্ভূত জানিয়া সেই শাস্ত্রমার্গানুসারে বিপ্রগণ পূজা করিয়া থাকেন। তৎপরে সেই গোবিন্দ শ্রীগোকুলনায়করূপে আবির্ভূত হইয়াছেন যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারা শ্রীগোকুলবাসিগণের মত রাগবৈচিত্র্যানুসারে অর্থাৎ রাগমার্গে গোকুলবাসিগণের অনুসরণে বিবিধভাবে সেবা করেন। আবার সেই গোবিন্দই গোপীজনবল্লভরূপে আবির্ভূত হইয়া কিন্তু সমগ্র জগৎ ধারণ অর্থাৎ পালনপূর্ব্বক অনুগৃহীত করেন। তাদৃশত্ব অর্থাৎ সেইরূপের উপাসকসম্বন্ধ-পরম্পরা-ক্রমেই সেই অনুগ্রহ প্রাপ্তি ঘটে। ইহাতে পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রযুক্তিমূলক আরাধনার অপেক্ষা থাকে না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
'স্বয়ংভগবত্তা', 'প্রকাশ'—দুইত স্বরূপ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবানে পায়।
বিধিভক্তে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠে যায়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৮০-৮১)

আরও পাই,—

"রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪৫)

"লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪৯)

সাধারণতঃ সাত্ত্বিক প্রকৃতির বিপ্রগণ শাস্ত্রমার্গ অনুসরণ করিয়া আনন্দময় কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মকে দ্রব্যযজ্ঞ, পাঠযজ্ঞ ও যোগযজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চন করেন। আবার গো-ভূমি-বেদ-বিদিত গোবিন্দকে বিপ্রাদি সকলেই শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনরূপ নয় প্রকার ভক্তির দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। আবার যিনি পালনশক্তি দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন, সেই গোপীজনবল্লভকেও জনসমূহ সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করিবার যত্ন করেন।

কিন্তু রাগানুগা-ভক্তি-যজনকারী ভক্তগণের ‘কৃষ্ণায়’, ‘গোবিন্দায়’, ‘গোপীজনবল্লভায়’ শক্তিসমন্বিত মন্ত্রসমূহে শেষোক্ত ‘স্বাহা’ পদের দ্বারা যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘স্বাহা’-শব্দের তাৎপর্য্যে আত্মসমর্পণকে বুঝায়। সুতরাং ভক্তগণ প্রথমতঃ সাধারণভাবে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, পরে ভক্তের প্রেমরস যতই গাঢ় হইতে থাকে, ততই শ্রীকৃষ্ণকে আরও অপেক্ষাকৃত মধুর মূর্ত্তিতে পাইবার আশায় ঐ ভক্তের চিত্ত লালায়িত হয়। তখন তিনি ‘গোবিন্দ’-রূপ কৃষ্ণে অর্থাৎ ব্রজরাজ-নন্দন ও মা যশোদার প্রাণধন ‘গোপাল’-রূপ কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ভক্তের প্রেমরস সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইলে, সেই প্রেমরস-নিমগ্ন রসিক ভক্ত তখন নলিন-নয়ণা ব্রজললনাগণ-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম সুন্দর নবকিশোর নটবর শ্যামসুন্দর মদনমোহন মূর্ত্তিকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হন এবং সেই অনুত্তম গোপী-প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া ‘গোপীজনবল্লভ’-রূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন। তখন তাঁহার গোপীপ্রেম-রস-পিপাসু সেই ব্যাকুলপ্রাণে আর শুধু ‘কৃষ্ণায় স্বাহা’ বলিয়া তৃপ্তি হয় না বা ‘কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা’ বলিয়াও তৃপ্তি-লাভ করে না, তখন তিনি প্রাণ ভরিয়া বলেন—“কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা” অথবা কেবল “গোপীজনবল্লভায় স্বাহা” বলিয়াও তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া থাকে; এইজন্য পরম করুণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জীবের পরম কল্যাণের নিমিত্ত কেবল “গোপীজন-বল্লভায়” পদ লইয়াই দশাক্ষরমন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সেইজন্যই মধুর রস-লোলুপ ভক্তগণ অপার মাধুর্য্যময়ী ব্রজসুন্দরীগণ-পরিবৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের প্রেমসেবা-লাভের নিমিত্ত তদ্বিষয়ক অদ্বিতীয় সাধনস্বরূপ এই অষ্টাদশাক্ষর বা দশাক্ষর মন্ত্রেরই কেবলমাত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥১৬॥

শ্রুতিঃ—স্বাহাশ্রিতো জগদেজয়ৎ সুরেতাঃ ॥১৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[তিনি পালক-হিসাবে কেবল উপাস্য নহেন, তিনি ত্রিভুবনের জনক, এজন্যও উপাস্য] স্বাহাশ্রিতঃ (মায়া তদাশ্রিত হইয়া অর্থাৎ তিনি অধিষ্ঠাতৃরূপে মায়ার পরিচালক হইয়া) জগৎ [অপি] (জগৎকেও) এজয়ৎ (অব্যক্ত নামরূপে অবস্থিত জগৎকে ব্যক্ত করিবার জন্য চালনা করিলেন) [তাহার কারণ—তিনি] সুরেতাঃ (সুন্দর-অমোঘ চিৎস্বরূপ বীজ যাহা মায়ায় প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, সেই উন্মুখতাবিশিষ্ট) ॥১৭॥

অনুবাদ—পালন করেন বলিয়াই কেবল তিনি আমাদের আরাধ্য নহেন, তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, এজন্যও সেব্য। মায়ার অধিষ্ঠাতা হইয়া, নামরূপে অনভিব্যক্ত-জগৎকে তিনি সৃষ্টিকালে ব্যক্ত করিলেন। জড়-প্রকৃতিতে যাবৎ পর্য্যন্ত চিৎ শক্তির বৃত্তি প্রতিবিম্বিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় না, এখন সৃষ্টির সময় উপস্থিত বুঝিয়া তিনি মায়াতে চিৎ-পুঞ্জরূপ জীব-বীজকে আধান করিলেন, পুরুষরূপ শ্রীভগবানের প্রেরণাযোগে মায়া সৃষ্টি করিতে লাগিল ॥১৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এবং পালকত্বাৎ সেব্যত্বমুক্তম্ অথ জনকত্বাদপি তদাহ স্বাহাশ্রিত ইতি। স্বাহা মায়া তদাশ্রিতঃ তদধিষ্ঠাতা সন্ জগৎ অব্যক্তনামরূপম্ এজয়ৎ অচালয়ৎ ব্যক্তীভাবায়োন্মুখমকরোৎ সৃষ্টিকালে। তত্র হেতুগর্ত্তবিশেষণমাহ সুরেতা ইতি। সুষ্ঠু শোভনং চিদ্রূপং মায়ায়াং প্রতিবিম্বোন্মুখং রেতো যস্য সঃ সুরেতাঃ। 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ইতি' শ্রুতেঃ। 'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্' ইতি স্মৃতেশ্চ ॥১৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এই প্রকারে পালকত্ব-নিবন্ধন তাঁহার সেব্যত্ব কথিত হইল, অতঃপর জনকত্ব-নিবন্ধনও সেব্যত্ব বলিতেছেন—স্বাহাশ্রিত ইত্যাদি শ্রুতি। স্বাহা অর্থাৎ মায়া তদাশ্রিত হইয়া অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধিষ্ঠাতা হইয়া অনভিব্যক্ত-নামরূপী জগৎকে চালিত করিলেন অর্থাৎ সৃষ্টিকালে ব্যক্ত করিবার জন্য উন্মুখ করিলেন। সে-বিষয়ে তাঁহার 'সুরেতাঃ' এই বিশেষণটি কারণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, কিরূপে? ইহা বুঝাইতেছেন। সুরেতাঃ—সু অর্থাৎ শোভন সুষ্ঠু যে চিৎস্বরূপ তাঁহার রেতঃ—বীর্য্য তাহা মায়ার গর্ভে প্রতিবিম্বিত হইবার জন্য উন্মুখ হইল। যেহেতু শ্রুতি আছে, তিনি প্রতি শরীর-মধ্যে তাঁহার অনুরূপ হইয়া রহিলেন। ভগবদ্গীতাতেও (গীঃ ১৪।৩) আছে, 'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্'। মহত্তত্ত্বরূপব্রহ্ম আমার উৎপত্তির ক্ষেত্র, আমি তাহাতে বীজাধান করিয়া থাকি ॥১৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্রৈব স্বাত্মার্পণময়স্বাহাপদেনাশ্রিত আশ্রীয়মাণশ্চেৎ কৃষ্ণস্তমাশ্রয়মাণো বা জনস্তদা জগদপি এজয়ৎ এজয়তি. প্রেম্না কম্পাদি-ভাববিবশং করোতি যতঃ সুরেতা স্বাবির্ভূতমহাবীর্য্যোঽসাবিতি। অত্র বীর্য্যানুবাদস্তদাত্মান্তর্ভূতমেব তদিতি বিবক্ষয়া ॥১৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—সেই সেবা-বিষয়ে স্বাহা শব্দার্থ স্বাত্মার্পণ, তাহার দ্বারা জীব যদি কৃষ্ণাশ্রিত হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বাত্মার্পণের পাত্র হন, অথবা কৃষ্ণাশ্রিত জীব, জগৎ অপি নিজের মত প্রেমবশে জগৎকেও কম্পাদি প্রভৃতির ভাববিবশ করিয়া তুলে। ইহার কারণ—যেহেতু তিনি 'সুরেতাঃ' নিজমধ্যে মহাবীর্য্যের আবির্ভাব জন্মাইয়াছেন। এস্থলে বীর্য্য (রেতঃ) কথাটির পুনরুল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য বীর্য্য (সৃষ্টিশক্তি) তাঁহার আত্মার অন্তর্ভূত; ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে ॥১৭॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বের শ্রুতিমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার কর্ত্তব্যতাবিষয়ে ব্রহ্মাণ্ড-পালক বলিয়া প্রতিপাদন করিবার পর এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণই অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জনক বলিয়াও তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম মায়ার অধিষ্ঠাতা হইয়া অব্যক্ত-নামরূপ জগৎকে ব্যক্ত করিবার মানসে যখন মায়ার পরিচালনা করিলেন, তখন—সেই সৃষ্টিকালে সেই অব্যক্ত জগৎকে নামরূপ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাই,—

"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥" (গীঃ ১৪।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥" (ভাঃ ৩।৫।২৬)
"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ম্॥" (ভাঃ ৩।২৬।১৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
'জীব'-রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭২-২৭৩)

ব্যাখ্যান্তরে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,--

'স্বাহা' পদে স্বাত্মার্পণ বুঝায়, স্বাহা পদের দ্বারা আত্মসমর্পণমূলে আশ্রিত জীব যদি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লন, তাহা হইলে সেই আশ্রিত জন, এমন কি, সমগ্র জগৎও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে কম্পাদি ভাববিশেষ লাভ করেন, যেহেতু তিনি স্বরেতাঃ অর্থাৎ তাঁহাতে মহাবীর্য্যের আবির্ভাব আছে, সেই বীর্য্যের অন্তর্ভূতই এই প্রভাব নিচয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।" (ভাঃ ১০।২৯।৪০) ॥১৭॥

শ্রুতিঃ—বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বভূব। কৃষ্ণস্তথৈকোঽপি জগদ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চপদো বিভাতীতি॥১৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের আরাধনার সুবিধার জন্য গোপালবিদ্যাত্মক শব্দরূপে পাঁচপ্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, দৃষ্টান্তসহকারে বলিতেছেন—] একো বায়ুর্যথা (যেমন একই বায়ু) ভুবনং প্রবিষ্টঃ (ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে প্রবেশ করিয়া) জন্যে জন্যে (প্রতি-দেহমধ্যে) পঞ্চরূপঃ বভূব (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে) তথা একঃ অপি কৃষ্ণঃ (সেইপ্রকার একই কৃষ্ণ) জগদ্ধিতার্থং (জগতের হিতের জন্য) অসৌ (ঐ কৃষ্ণ) শব্দেন (গোপালবিদ্যারূপ শব্দের দ্বারা) পঞ্চপদঃ [সন্] বিভাতি (পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়া বিবিধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন) ইতি (ইতি শব্দ মন্ত্রসমাপ্তির বোধক) ॥১৮॥

অনুবাদ—একই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গোপালবিদ্যাত্মক শব্দরূপে পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়া আছেন, যেমন এক মহাবায়ু ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতিদেহে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচরূপে বিভক্ত হইয়াছে, সেইপ্রকার একই শ্রীকৃষ্ণ জগতের মঙ্গলার্থ মন্ত্রোক্ত পঞ্চরূপে বিখ্যাত হইতেছেন ॥১৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—ভক্তানামারাধনসৌকর্য্যায় গোপালবিদ্যাত্মকশব্দরূপেণ ভগবান্ পঞ্চধা ভাতীতি সদৃষ্টান্তমাহ বায়ুর্যথৈক ইতি। যথা ভুবনং ব্রহ্মাণ্ডং প্রবিষ্টঃ এক এব বায়ুঃ জন্যে জন্যে শরীরে শরীরে প্রতি-শরীরং পঞ্চরূপঃ প্রাণাপানব্যানাদিরূপঃ বভূব। তথা এব একোঽপি অসৌ কৃষ্ণঃ জগদ্ধিতার্থং ভুবনং প্রবিষ্টঃ শব্দেন গোপালবিদ্যাত্মকেন পঞ্চ পদানি যস্য সঃ পঞ্চপদঃ, বিবিধং ভাতি প্রকাশতে। ইতিশব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ ॥১৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—জগদ্বাসী ভক্তগণের আরাধনার সুবিধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপালবিদ্যারূপ মন্ত্রে পঞ্চপদী হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাই দৃষ্টান্ত-সহকারে বলিতেছেন—'বায়ুর্যথৈকো' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। যেমন ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে প্রবিষ্ট একই বায়ু প্রতি প্রাণিশরীরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানভেদে বিভক্ত হইয়া আছে, সেইপ্রকার ঐ শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও জগতের হিতার্থ জগন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং পঞ্চপদে বিভক্ত গোপালবিদ্যা দ্বারা পঞ্চপদ হইয়াছেন এবং তাহাতেই বিবিধাকারে প্রকাশ পাইতেছেন। ইতি-শব্দটি গোপালবিদ্যা-মন্ত্র-সমাপ্তি-বোধক ॥১৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ তস্যৈকস্যাপি তত্তৎপদেনাবির্ভাববৈশিষ্ট্যং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি বায়ুরিতি। জন্যে জন্যে দেহে দেহে। পঞ্চভিঃ

প্রাণাদিনামভীরূপ্যন্তে পঞ্চরূপঃ। শব্দেন তু তত্তন্নাম্না পঞ্চভির্বিশেষ্যৈঃ পঠ্যতে জ্ঞায়তে যঃ স পঞ্চপদ ইত্যর্থঃ। ইতিশব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ ॥১৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—সেই এক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চপদী মন্ত্রের অন্তর্গত এক একটি পদের দ্বারা আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্য। পরে দৃষ্টান্ত-সহকারে বিশদ করিতেছেন। বায়ুর্যথৈক ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। জন্তে জন্তে—প্রতি দেহমধ্যে, পঞ্চরূপঃ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাচ নামে যাহারা রূপিত—নির্দ্দিষ্ট হয়, এজন্য বায়ু পঞ্চরূপ। শব্দেন তু অর্থাৎ সেই সেই কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীজন, বল্লভ ও স্বাহা এই পাঁচটি বিশেষ্যপদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপদসংজ্ঞায় অভিহিত হন। ইতিশব্দ মন্ত্র-সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য ॥১৮॥

তত্ত্বকণা—অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের মধ্যে যে পঞ্চপদের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেক পদের আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝাইতেছেন—বায়ু যে প্রকার প্রাণিগণের প্রতি শরীরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানরূপে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই শ্রীকৃষ্ণ জীবকল্যাণের নিমিত্ত শ্রীগোপালবিদ্যা-মন্ত্রে পঞ্চপদী হইয়া বিবিধরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥১৮॥

শ্রুতিঃ—তে হোচুরুপাসনমেতস্য পরমাত্মনো গোবিন্দস্যাখিলাধারিণো ব্রূহীতি ॥১৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গোবিন্দনামধারী ভগবান্‌কে বিপ্রগণ বহুপ্রকারে আরাধনা করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই আরাধনাত্মক-উপাসনারস্বরূপ জিজ্ঞাসা হইতেছে] তে হ উচুঃ—(সেই মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্!) এতস্য পরমাত্মনঃ গোবিন্দস্য (এই পরমাত্মা গোবিন্দের) অখিলাধারিণঃ (যিনি অখিল

ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়—তাঁহার) উপাগনং ব্রূহি (উপাসনা বলুন) ইতি (ইহা) ॥১৯॥

অনুবাদ—অতঃপর সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত গোবিন্দস্বরূপের উপাসনার কথা এক্ষণে প্রশ্ন করিলেন—ভগবন্! সকল জীবের জীবনস্বরূপ অতএব অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় গোবিন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাপ্রণালী আমাদিগকে বলুন ॥১৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—গোবিন্দং সন্তং বহুধারাধয়ন্তীত্যুক্তং তত্রারাধনাত্মকমুপাসনং পৃচ্ছন্তীত্যাহ তে হোচুরুপাসনমেতস্যেতি। তে সনকাদয়ঃ হ কিল এতস্য পরমাত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গোবিন্দস্য অখিলাধারিণঃ উপাসনম্ আরাধনং ব্রূহি কথয় ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গোবিন্দরূপী পরমাত্মাকে সাত্ত্বিক বিপ্রগণ বহুপ্রকারে সেবা করিয়া থাকেন, সে-বিষয়ে আরাধনাস্বরূপ উপাসনা-প্রণালী মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'তে হোচুরুপাসনমেতস্য' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা, তে—সেই সনকাদি মুনিগণ, হ অর্থাৎ এইরূপ শ্রুত হয়; এতস্যেত্যাদি—এই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের, যিনি সমগ্র বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা প্রণালী বলুন ॥১৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র শাস্ত্রৈকগম্যত্বাৎ পূজাপরিপাটীমপৃচ্ছন্নিত্যাহ তে হোচুরিতি। পরমাত্মনঃ সর্ব্বজীবজীবনরূপস্য। অতএবাখিলাধারিণোঽখিলাশ্রয়স্যেত্যর্থঃ। ণিনিপ্রত্যয়াৎ ॥১৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—শ্রীভগবানের পূজাপরিপাটী একমাত্র শাস্ত্র হইতেই জানা যায়, সেজন্য তাহাই মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'তে হোচুঃ' এই বাক্য দ্বারা, তাহা বলিতেছেন;

পরমাত্মনঃ অর্থাৎ সমস্ত জীবের জীবনস্বরূপ, এইজন্য তিনি অখিলাধারী অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের আশ্রয়—এই তাৎপর্য্য ; কারণ ধৃ ধাতুর শীলার্থে ণিনি (ইন্) প্রত্যয় দ্বারা 'ধারিণঃ' এই পদটি নিষ্পন্ন ॥১৯॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সাত্ত্বিক বিপ্রগণ শাস্ত্রমার্গানুযায়ী গোবিন্দের বিভিন্নভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। আবার ভক্তগণ তাঁহাকে গোকুলনায়ক জানিয়া রাগমার্গে আরাধনা করিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মাণ্ড-পালক সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য গোবিন্দের আরাধনা সকলের কর্ত্তব্য—এই কথা ব্রহ্মা বলিলে সনকাদি মুনিগণ পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্! এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় ধারক, অধীশ্বর পরমাত্মরূপী গোবিন্দের উপাসনা-বিষয় শ্রবণে আমরা বিশেষ সমুৎসুক, অতএব তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন ॥১৯॥

শ্রুতিঃ—তানুবাচ যত্তস্য পীঠং হৈরণ্যাষ্টপলাশমম্বুজম্। তদান্তরালিকেঽনলাস্ত্রযুগং তদন্তরাদ্যার্ণাখিল-বীজং কৃষ্ণায় নমঃ ইতি বীজাঢ্যং সব্রহ্মাণ-মাধায়ানঙ্গগায়ত্রীং যথাবদ্ব্যালিখ্য ভূমণ্ডলং শূলবেষ্টিতং কৃত্বাঽঙ্গং বাসুদেবাদি রুক্মিণ্যাদি স্বশক্তীন্দ্রাদি বসুদেবাদি পার্থাদি নিধ্যাবীতং যজেৎ। সন্ধ্যাসু প্রতিপত্তিভিরুপচারৈস্তেনাস্যা-খিলং ভবত্যখিলং ভবতীতি ॥২০॥

অন্বয়ানুবাদ—তান্ উবাচ (ব্রহ্মা মুনিগণকে বলিলেন) যৎতস্য পীঠং (উপাসনার অঙ্গ যন্ত্র বা পীঠ, সেই পীঠের পরিচয় মুনিগণকে দিলেন) [নিজগৃহে উত্তমরূপে ধৌত পীঠ (আসন) স্থাপন করিয়া] হৈরণ্যাষ্টপলাশং (সুবর্ণনির্ম্মিত আটটি পত্রযুক্ত)

অম্বুজং স্থাপয়েৎ (পদ্ম তদুপরি স্থাপন করিবে, অথবা কুঙ্কুমাদি সুরভিত চন্দন দ্বারা একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে) তদান্তরালিকে (সেই পদ্মের ফাঁকে) অনলাশ্রযুগং (কামবীজ ও স্বাহা এই দুইটি পুটিত দুইটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে) তদন্তরাদ্যার্ণাখিলবীজং (সেই ষট্ কোণের মধ্যভাগে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের আদি বর্ণবীজ অর্থাৎ কামবীজ যাহা সমস্ত পুরুষার্থের মূলীভূত [ক্লীঁ বীজ] এবং মতান্তরে তাহার সহিত সাধনীয় বস্তুর নাম ও কার্য্যের নাম লিখিবে) কৃষ্ণায় নমঃ ইতি বীজাঢ্যং (কর্ণিকামধ্যে 'কৃষ্ণায় নমঃ' এই বীজ ও কামবীজযুক্ত) সব্রহ্মাণম্ আধায় (সেই কর্ণিকাস্থ কামবীজকে পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র-সমন্বিত করিয়া) অনঙ্গগায়ত্রীম্ যথাবৎ হি আলিখ্য (নমঃ) 'কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা' এই আটচল্লিশ অক্ষরাত্মক মালামন্ত্রকে অষ্টদল পদ্মের প্রতি দলে ছয় ছয়টি অক্ষর লিখিয়া তৎপরে পদ্মের উপরিভাগে একটি বৃত্তাকার মণ্ডল আঁকিয়া তাহা পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণে বেষ্টিত করিতে হইবে, (ইহা ক্রমসংহিতায় লিখিত আছে) ভূমণ্ডলং শূলবেষ্টিতং কৃত্বা (চতুরস্র অর্থাৎ সমচতুষ্কোণ, ভূগৃহকে অষ্টবজ্রযুক্ত করিতে হইবে, ইহা ধারণ যন্ত্রপক্ষে জ্ঞাতব্য, এই জন্যই সাধ্য ও নাম লিখিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে) [বিশেষ এই—পূজার জন্য যন্ত্র করণীয় হইলে যন্ত্রের কর্ণিকার উপর ওঁ আধারশক্ত্যৈ নমঃ, এবং প্রকৃত্যৈ কূর্ম্মায় পৃথিব্যৈ এই চারি দেবতার পূজান্তে অগ্নিকোণ প্রভৃতি চারি পীঠপাদে ধর্ম্মায় নমঃ এবং জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায় এই মন্ত্রে ধর্ম্মাদি চারি দেবতার পূজা কর্ত্তব্য। প্রণবের চারি মন্ত্রে চারিমণ্ডল মধ্যে সং সত্ত্বায় নমঃ,

রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ, মধ্যে নবশক্তি পূজনীয় যথা—বিমলায়ৈ নমঃ এবং উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ, পদ্মের পূর্ব্বাদি অষ্টদলে ও কর্ণিকায় পূজা করিয়া 'ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ-যোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্রটি পদ্মের উপরিভাগে বিন্যাস করিবে। পরে পীঠদেবতা পূজা করিয়া আরাধ্য দেবতাকে আবাহন পূর্ব্বক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—এই পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।] অতঃপর আবরণ-দেবতা পূজনীয়।—এ-বিষয়ে টীকানুবাদে বিস্তারিত পাওয়া যাইবে ॥২০॥

অনুবাদ—মুনিগণকে ব্রহ্মা বলিলেন,—তাঁহার যে পীঠ, তাহা শুন। নিজগৃহে ধৌত সুবর্ণঘটিত অষ্টপত্র সমন্বিত পদ্ম হইবে, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ত্রিকোণ দুইটি অঙ্কিত করিতে হইবে। সেই ষট্ কোণ-মধ্যে মন্ত্রের প্রথম অক্ষর, যাহা সমস্ত প্রয়োজন-নির্ব্বাহক সেই ক্লীঁ বীজ তৎপরে 'কৃষ্ণায় নমঃ' এই বীজ যোগ করিয়া পরে সন্ধিস্থলে ষড়ক্ষর বীজ লেখ্য। পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ও কামবীজ (ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) ইহা এবং কামগায়ত্রী (নমঃ কামদেবায় বিদ্মহে সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা) দ্বারা ঐ 'ওঁ' মাতৃকাবর্ণ-মালায় ষড়স্র বেষ্টন করিবে, উহা উক্তরূপে অঙ্কিত করিবে, তৎপরে ভূমণ্ডল অর্থাৎ ভূপুর ভূমিভাগকে মায়াবীজে বেষ্টিত করিবে। শূল অর্থাৎ বজ্র (অস্ত্রায় ফট্) মন্ত্রে অঙ্গপূজা (পীঠপূজা) অন্তে—আবরণ পূজা কর্ত্তব্য; যথা—ষট্‌কোণের অগ্নিকোণে,

নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান কোণে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়, মস্তক, শিখা, বাহুদ্বয়, নেত্রপূজা, পূর্ব্বাদি দিকে ফট্ মন্ত্রে অস্ত্রপূজা হইবে, বাসুদেব, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পূজ্য, পরে রুক্মিণী প্রভৃতি স্বশক্তি (রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা, সুশীলা) ইন্দ্রাদি দশ দিক্ পতি, শক্তির সহিত বসুদেবাদি (বসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা, বলদেব, সুভদ্রা ও গোপবৃন্দ গোপীবৃন্দ) পার্থাদি (অর্জ্জুন, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিষক্সেন, সাত্যকি, গরুড়, নারদ ও পর্ব্বত) নিধিগণ (ইন্দ্রনিধি, নীলনিধি, কুন্দ, মকর, অনঙ্গ, কচ্ছপ, শঙ্খ, পদ্ম) দ্বারা বেষ্টিত ভাবিয়া তাহাদের পূজা করিবে। ত্রিসন্ধ্যায় ধ্যানাদি ও উপচারদানে পূজা করিলে সাধকের সমস্তই সিদ্ধ হয়। দুইবার উক্তি উপাসনোপনিষৎ সমাপ্তিসূচনার্থ॥২০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—তত্রারাধনাধিষ্ঠানভূতং পীঠনিরূপণমবতারয়তি। তানুবাচেতি। যত্তস্য পীঠং তৎতান্ প্রতি ব্রহ্মা উবাচ ইত্যর্থঃ। স্বগৃহে ক্ষালিতং পীঠং স্থাপয়িত্বা হৈরণ্যাষ্টপলাশং সৌবর্ণাষ্টদলম্ অম্বুজং স্থাপয়েৎ গন্ধযুতেন চন্দনেন বা বিলিখেৎ ইত্যর্থঃ। তদান্তরালিকে তস্য কমলস্য অন্তরাল এব প্রদেশে অনলাস্ত্রযুগং ত্রিকোণদ্বয়ং সংলিখে-দিত্যর্থঃ। তদন্তরাদ্যার্ণেতি, তস্য ষট্‌কোণস্য অন্তরা মধ্যে আদ্যার্ণ-রূপম্ অখিলকার্য্যস্য বীজং কামবীজং সাধ্যনাম কর্ম্মনাম চ লিখেদিতি শেষঃ। তদুক্তং সনৎকুমারসংহিতায়াম্। কর্ণিকায়াং লিখেদ্বহ্নিপুটিতং মণ্ডলদ্বয়ম্। তস্য মধ্যে লিখেদ্বীজং সাধ্যাখ্যং কর্ম্মসংযুতম্ ইতি। কৃষ্ণায় নম ইতি বীজাঢ্যং আঢ্যং সংযুক্তং ষড়স্রং সন্ধিষু ষড়ক্ষরং লিখেৎ ষড়স্রম্ ইতি ক্রমদীপিকোক্তেঃ। সব্রহ্মাণমিতি। পূর্ব্বলিখিতং কর্ণিকাস্থমনঙ্গবীজম্ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রোপেতম্ আধায় মন্ত্রতদ্দ্রষ্ট্রোরভেদাৎ মন্ত্রো ব্রহ্মা। তদুক্তং সংহিতায়াম্। ততঃ

শিষ্টৈর্মনোর্বর্ণৈস্তং কামং বেষ্টয়েৎ সুধীঃ। ইতি। ষট্‌কোণস্থ পূর্ব্ব-নৈঋর্ত্যবায়ব্যকোণেষু শ্রীমিতি বীজং লিখেৎ। আগ্নেয়পশ্চিমে-শানকোণেষু হ্রীমিতি বীজং লিখেদিতি শেষঃ। শ্রিয়ং ষট্‌কোণ-কোণেষু ঐন্দ্রনিঋর্তিবায়ুষু। আলিখ্য বিলিখেন্মায়াং বহ্নিবারুণ-শূলিষু ইতি সংহিতোক্তেঃ। অনঙ্গগায়ত্রীমিতি। অষ্টদলস্থ সর্ব্বজন-সম্মোহনকেশরেষু অনঙ্গগায়ত্রীং কামগায়ত্রীং যথাবৎ ত্রিশঃ ত্রিশঃ বিলিখেদিত্যর্থঃ। (নমঃ) কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা ইত্যষ্টচত্বারিংশদক্ষরং মালামন্ত্রং প্রতিদলং ষট্ ষট্ অক্ষরং ক্রমেণ লিখেদিত্যেব বোধ্যম্। অষ্টদলস্যোপরি বৃত্তং কৃত্বা মাতৃকাক্ষরৈর্বেষ্টয়ে-দিত্যপি বোধ্যম্। অক্ষরৈঃ কামগায়ত্র্যা বেষ্টয়েৎ কেশরে সুধীঃ। কামমালামনোর্বর্ণৈর্দলেম্বষ্টস্থ মন্ত্রবিৎ। লিখেদগ্রহানৈর্ভক্তৈর্মাতৃকাং তদ্বহির্লিখেৎ ইতি সংহিতোক্তেঃ। ভূমণ্ডলং শূলবেষ্টিতং কৃত্বেতি। ভূগৃহং চতুরস্রং স্যাদষ্টবজ্রযুতং মুনে ইতি সংহিতোক্তেঃ।

অস্যৈব ধারণযন্ত্রত্বাৎ সাধ্যাদিলেখনমপ্যাদাবস্ফুটৎ। অতএব ধারণবিধানং তৎফলঞ্চ সংহিতায়ামুক্তং 'হুত্বা সহস্রমাজ্যেন মন্ত্রসম্পাত-পূর্ব্বকম্। মার্জয়িত্বাঽযুতং জপ্ত্বা ধারয়েৎ মন্ত্রমুত্তমম্। ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য-মাপ্নোতি দেবৈরপি সুপূজিত' ইত্যাদিনা। ইদন্তু কেবলধারণার্থং যদা যন্ত্রং ক্রিয়তে তদভিপ্রায়েণোক্তং যদা পুনঃ পূজার্থং যন্ত্রং ক্রিয়তে তদা তু পূর্ব্বং মণ্ডূকাদিপৃথিব্যন্তং পূজয়েৎ কর্ণিকোপরি। অগ্ন্যাদি-পীঠপাদেষু ধর্ম্মাদীংশ্চতুরো যজেৎ। চতুর্ষু পীঠগাত্রেষু ধর্ম্মাদীংশ্চতুরো যজেৎ। কর্ণিকায়াং ততোঽনন্তং পদ্মান্তঞ্চ ততো যজেৎ। তারবর্ণ-প্রভিন্নানি মণ্ডলানি ক্রমাত্ততঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইতি যজেদাত্মচতুষ্টয়ম্। আত্মান্তরাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মেতি ক্রমাৎ সুধীঃ। বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগেতি পঞ্চমী। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী

স্মৃতা। প্রাগাদ্যষ্টস্থ পত্রেষু কর্ণিকায়াং যজেন্মুনে। 'ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ' ইতি। পীঠমন্ত্রসময়মস্যোপরি বিন্যস্য। ততঃ পীঠং সমভ্যর্চ্চ্য দেবমারাহ্য নারদ। অর্ঘ্যাদিধূপদীপাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ॥

অথাবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। তত্র প্রথমাবরণমাহ অঙ্গেতি। ষট্কোণস্যাগ্নেয়নৈঋ´ত্যবায়ব্যেশানেষু হৃদয়শিরঃশিখাকবচানি অগ্রভাগে নেত্রং পূর্ব্বাদিদিক্ষু চ অস্ত্রং ইত্যঙ্গানি পূজয়েৎ। দ্বিতীয়াবরণমাহ বাসুদেবাদীনি। পূর্ব্বপশ্চিমযাম্যোত্তরদলেষু যথাক্রমং বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধান্ পূজয়েৎ। আগ্নেয়নৈঋ´ত্যবায়ব্যেশানেষু যথাক্রমং শান্তিশ্রীসরস্বতীরতীঃ পূজয়েৎ। তৃতীয়াবরণমাহ। রুক্মিণ্যাদিশক্তয়ঃ কৃষ্ণশক্তয়ঃ। দলেষু রুক্মিণীসত্যভামাজাম্ববতী তথা। নাগ্নজিতী মিত্রবিন্দা কালিন্দী চ ততঃ পরা। লক্ষ্মণা চ সুশীলা চ পূজ্যা হেমামিতপ্রভা ইত্যর্থঃ। চতুর্থপঞ্চমাদ্যাবরণমাহ ইন্দ্রাদিবসুদেবাদিপার্থাদীনি। অত্র বসুদেবাদ্যাবরণমেব চতুর্থং বোধম্। পূর্ব্বভাগে বসুদেবায় পীতবর্ণায়। আগ্নেয়কোণে দেবক্যৈ শ্যামলায়ৈ। দক্ষিণভাগে নন্দায় কর্পূরগৌরায়। নৈঋ´ত্যকোণে যশোদায়ৈ কুঙ্কুমগৌর্য্যৈ। পশ্চিমে বলদেবায় শঙ্খকুন্দেন্দুধবলায়। বায়ব্যে কলাপশ্যামলায়ৈ সুভদ্রায়ৈ। উত্তরকোণে গোপেভ্যঃ। ঈশানকোণে গোপীভ্যঃ। পঞ্চমস্তু পার্থাদ্যাবরণম্। অর্জ্জুননিশঠোদ্ধবদারুকবিশ্বক্সেনসাত্যকিগরুড়নারদপর্ব্বতান্ পূজয়েৎ। ষষ্ঠং নিধ্যাবরণং পূর্ব্বদিশি ইন্দ্রনিধয়ে। আগ্নেয়দিশি নীলনিধয়ে। যাম্যে কুন্দায় নমঃ। নৈঋ´ত্যকোণে মকরায়। পশ্চিমে অনঙ্গায়। বায়ব্যে কচ্ছপায়। উত্তরে শঙ্খনিধয়ে। ঈশানকোণে পদ্মনিধয়ে। সপ্তমমিন্দ্রাদ্যাবরণম্। ইন্দ্রায় পীতবর্ণায় পূর্ব্বদলে। এবমগ্ন্যাদিষু অগ্নয়ে রক্তবর্ণায়। যমায় নীলোৎপলবর্ণায়। রক্ষোঽধিপতয়ে কৃষ্ণবর্ণায়।

বরুণায় শুক্লবর্ণায়। বায়বে ধূম্রবর্ণায়। কুবেরায় নীলবর্ণায়ৈ। ঈশানায় শ্বেতবর্ণায়। পূর্ব্বেশানয়োর্মধ্যে ব্রহ্মণে গোরোচনাবর্ণায়। নৈঋর্ত্য-পশ্চিময়োর্মধ্যে শেষনাগায় শ্বেতবর্ণায়। পূর্ব্বাদিদলে বজ্রায় পীতবর্ণায়। শক্তয়ে শুক্লবর্ণায়ৈ দণ্ডায় নীলবর্ণায়। শঙ্খায় শ্বেতবর্ণায়। পাশায় বিদ্যুদ্বর্ণায়। ধ্বজায়ৈ রক্তবর্ণায়ৈ। গদায়ৈ নীলায়ৈ। ত্রিশূলায় শুক্লবর্ণায় ইত্যষ্টমাবরণম্। আধীতমিতি। এতৈঃ আবরণৈঃ আবীতং পরমেশ্বরং যজেৎ। সন্ধ্যাসু ত্রিকালসন্ধ্যাসু প্রতিপত্তিভিঃ ধ্যানৈঃ উপচারৈঃ ষোড়শোপচারাদিমহারাজোপচারৈঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ। তেনেতি। তেন আরাধনেন অস্য আরাধকস্য অখিলং পুরুষার্থচতুষ্টয়ং ভবতি। অভ্যাসো দ্বিতীয়োপনিষৎসমাপ্ত্যর্থঃ ॥২০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—সেই শ্রীকৃষ্ণপূজায় আরাধনাস্থান পীঠনিরূপণের জন্য অবতারণা করিতেছেন, তান্ উবাচ ইত্যাদি গ্রন্থ-দ্বারা। ইহার অর্থ—সেই গোবিন্দের পূজায় যে পীঠ হইবে, তাহা সনকাদি মুনিকে ব্রহ্মা বলিলেন, নিজগৃহে ধৌত পীঠ স্থাপন করিয়া তাহার উপর স্বর্ণনির্ম্মিত অষ্টপত্র-সমন্বিত স্বর্ণময় পদ্ম স্থাপন করিবে অথবা গন্ধযুক্ত কুঙ্কুমাদিদ্রব্যে শ্বেতচন্দন দ্বারা উহা অঙ্কিত করিবে। তাহার ফাঁকে ফাঁকে অবকাশে অর্থাৎ সেই পদ্মের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুইটি অনলাস্ত্র-পুটিত অর্থাৎ দুইটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহা অনল ও অস্ত্র বীজে পুটিত, তদন্তরাদ্যার্ণেতি—ইহার অর্থ সেই ত্রিকোণদ্বয়ের অর্থাৎ ষট্‌কোণের, অন্তরা মধ্যবর্ত্তিস্থানে। আদ্যার্ণরূপং ষড়ক্ষর মন্ত্রের প্রথম অক্ষর (ক্লীঁ) যাহা সমস্ত কার্য্যের বীজ উৎপত্তিকারণ কামবীজ (ক্লীঁ) তাহাতে সাধ্যনাম অর্থাৎ যে কার্য্যসাধন করিতে অভিপ্রেত যেমন বশীকরণ প্রভৃতি অর্থাৎ যাহাতে বশ করিতে হইবে সেই বীজ এবং কার্য্যের নাম এই দুইটি অঙ্কনীয়, ক্রিয়াপদ নাই সেজন্য লিখেৎ পদটি উহ্য। সনৎকুমারসংহিতাতে এইরূপ ব্যক্তই আছে যথা 'কর্ণিকায়ামিত্যাদি'

সুবর্ণপদ্মের কর্ণিকাতে দুইটি ত্রিকোণ মণ্ডল (অনল শব্দের অর্থ তৃতীয়) তাহার মধ্যে সাধ্যাখ্য বীজ ও কর্ম্ম। সে বীজ কি? তাহা বলিতেছেন—ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ এই বীজ সহিত ষড়স্র—ষট্ কোণ আঁকিবে এবং তাহাতে ঐ মূল মন্ত্রের ছয়টি অক্ষর বসাইবে। যেহেতু ক্রমদীপিকা গ্রন্থে ইহাই লিখিত হইয়াছে। সব্রহ্মাণম্ অর্থাৎ মন্ত্রের সহিত, ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ মন্ত্র, যেহেতু ব্রহ্মা এই মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি, সেই দ্রষ্টা ও মন্ত্র অভিন্ন এইজন্য মন্ত্রকে ব্রহ্মা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত এই—পূর্ব্বলিখিত পদ্মের কর্ণিকায় লিখিত কামবীজ (ক্লীঁ) তাহাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যুক্ত করিয়া ইহাই সব্রহ্মাণম্ ইহার অর্থ। সনৎকুমারসংহিতায় তাহাই কথিত হইয়াছে। যথা মন্ত্রের অবশিষ্ট (ক্লীঁ ভিন্ন) বর্ণদ্বারা সেই কামবীজকে বেষ্টন করিবে। ষট্‌কোণের পূর্ব্বদিক্‌স্থ, নৈর্ঋত কোণস্থ, বায়ুকোণস্থ ত্রিকোণের অগ্রভাগে শ্রীম্ এই বীজ লিখিবে, পরে সেই ষট্ কোণের অপর তিনটি কোণ—অগ্নি, পশ্চিম ও ঈশান কোণে হ্রীম্ এই মায়াবীজ লেখ্য। সংহিতায় তাহাই লিখিত আছে, যথা—শ্রিয়ং ষট্ কোণ কোণেষু ইত্যাদি। অনঙ্গগায়ত্রী বলিতে কামগায়ত্রীকে বুঝায় অষ্টদল পদ্মের কেশরগুলি সর্ব্বজন সম্মোহন তাহাতে অনঙ্গ গায়ত্রী অর্থাৎ কামগায়ত্রী, যথাবৎ অর্থাৎ তিনটি তিনটি কোণে অঙ্কিত করিবে। কামগায়ত্রী যথা '(নমঃ) কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মে বশী কুরু কুরু স্বাহা' এই অষ্টচত্বারিংশৎ অক্ষরাত্মক মালা মন্ত্রটি অষ্টদল পদ্মের প্রতি দলে ছয়টি ছয়টি করিয়া অক্ষর বিন্যাস কর্ত্তব্য। অষ্টদল পদ্মের বাহিরে একটি বৃত্ত (গোলাকৃতি মণ্ডল) করিয়া মাতৃকাবর্ণ অ আ ইত্যাদি বর্ণ দ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিবে, ইহাই জ্ঞাতব্য। সংহিতায় তাহাই কথিত আছে—যথা অক্ষরৈঃ কামগায়ত্র্যা বেষ্টয়েৎ কেশরে সুধীঃ। কামমালামনোর্বর্ণৈ-

ফলেষষ্টস্থ মন্ত্রবিৎ। লিখেদ্ গুহাননৈর্ভক্তৈর্মাতৃকাংতদ্বহির্লিখেৎ। গুহ—কার্ত্তিক, তাঁহার আনন—মুখ ছয় সংখ্যক। ভক্ত অর্থাৎ বিভক্ত। ভূমণ্ডলং শূলবেষ্টিতমিতি—ইহার অর্থ ভূগৃহকে সমচতুষ্কোণ করিয়া তাহার আটদিকে ফট্ মন্ত্র যুক্ত করিবে। এইরূপ লিখিত যন্ত্রধারণের উপযোগী, সুতরাং সাধনীয় মন্ত্র ও সাধ্য কার্য্যও লেখ্য, ইহাই পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে। এইজন্যই ধারণের বিধান ও তাহার ফল সনৎকুমার-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। যথা 'হুত্বা সহস্রমাজ্যেন' ঘৃতদ্বারা সহস্রবার উক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হোম করিয়া পরে অযুত সংখ্যক জপ করিয়া ঐ কবচের সংস্কার করিবে পরে ঐ সর্ব্বোত্তম মন্ত্র ধারণীয়। ইহার ফলে ত্রিভুবনাধিপতা লাভ হয় এবং সেই ব্যক্তি দেবতাদেরও পূজিত হয়। যেখানে কেবল ধারণের জন্য এই যন্ত্র অঙ্কিত হয়, সেই অভিপ্রায়ে কথিত। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পূজার জন্য যন্ত্র অঙ্কিত হয় তথায় ঐ যন্ত্রের কর্ণিকায় আধারশক্তয়ে প্রকৃত্যৈ কূর্ম্মায় অনন্তায় পৃথিব্যৈ মন্ত্রে উহাদের পূজা করিয়া পরে চারিপীঠপাদ অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশানকোণে ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, পূর্ব্বাদি চারিদিকে পীঠগাত্রে অধর্ম্মায় অজ্ঞানায় অবৈরাগ্যায় অনৈশ্বর্য্যায় কর্ণি-কায় কূর্ম্মায় অনন্তায় পদ্মায় পৃথিব্যৈ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে মন্ত্রে এইরূপে তার অর্থাৎ প্রণবের অক্ষরানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলের পূজান্তে সং সত্বায় রং রজসে তং তমসে পরে আং আত্মনে অং অন্তরাত্মনে পং পরমাত্মনে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে মন্ত্রে চতুর্ব্বিধ আত্মার পূজা পরে পূর্ব্বাদি অষ্টপত্রে বিমলায়ৈ নমঃ উৎকর্ষিণ্যৈ জ্ঞানায়ৈ ক্রিয়ায়ৈ যোগায়ৈ প্রহ্বৈ সত্যায়ৈ ঈশানায়ৈ অনুগ্রহায়ৈ মন্ত্রে ইহাদের অষ্টদলে ও মধ্যে পূজান্তে ওঁ নমো (ভগবতে) বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ মন্ত্রে পীঠমন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য

বিন্যাস করতঃ পীঠ দেবতার পূজা দেবতার আবাহন ও অর্ঘ গন্ধ পুষ্পধূপদীপাদি উপচারদান কর্ত্তব্য।

পরে আবরণ পূজা কর্ত্তব্য ; প্রথম আবরণ যথা—ষট্ কোণের অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান কোণে হৃদয়, মস্তক, শিখা ও কবচ, অগ্রভাগে নেত্র, পূর্ব্বাদি চারিদিকে অস্ত্রায় ফটিতি মন্ত্রে অস্ত্র পূজা কর্ত্তব্য। অথ দ্বিতীয়াবরণ বাসুদেবাদি—যথা পদ্মের পূর্ব্বে, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর দলে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ পূজনীয়। অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান কোণে যথাক্রমে শান্তি, শ্রী, সরস্বতী, রতি পূজনীয়। অথ তৃতীয়াবরণ—যথা রুক্মিণী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণশক্তি অষ্টদলে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা—ইহারা সুবর্ণবৎ অপরিমিত প্রভাসম্পন্ন। চতুর্থ আবরণ—যথা বসুদেবাদি যথা পূর্ব্বে বসুদেবায় পীতবর্ণায়, অগ্নি-কোণে দেবক্যৈ শ্যামলায়ৈ, দক্ষিণ ভাগে নন্দায় কর্পূরগৌরায়, নৈঋর্ত কোণে যশোদায়ৈ কুঙ্কুমগৌর্য্যৈ, পশ্চিমে বলদেবায় শঙ্খকুন্দেন্দুধবলায়, বায়ুকোণে কলাপবৎ (ময়ুর পিচ্ছসম) শ্যামলায়ৈ সুভদ্রায়ৈ, উত্তরে গোপেভ্যঃ, ঈশানে গোপীভ্যঃ। পঞ্চমাবরণ পার্থ প্রভৃতি—যথা অর্জ্জুন, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্সেন, সাত্যকি, গরুড়, নারদ, পর্ব্বত। ষষ্ঠ আবরণ যথা—নিধি প্রভৃতি। তন্মধ্যে পূর্ব্ব দিকে ইন্দ্রনিধয়ে নমঃ, এইরূপ অগ্নিকোণে নীলনিধয়ে, দক্ষিণে কুন্দায়, নৈঋর্তে মকরায়, পশ্চিমে অনঙ্গায়, বায়ুকোণে কচ্ছপায়, উত্তরে শঙ্খনিধয়ে, ঈশানে পদ্মনিধয়ে। অথ সপ্তমাবরণ—যথা পূর্ব্বদলে ইন্দ্রায় পীতবর্ণায়, এইরূপ অগ্ন্যাদি কোণে ও দক্ষিণদিকে যথাক্রমে অগ্নয়ে রক্তবর্ণায়, যমায় নীলোৎপলবর্ণায়, রক্ষোঽধিপতয়ে কৃষ্ণবর্ণায়, বরুণায় শুক্লবর্ণায়, বায়বে ধূম্রবর্ণায়, কুবেরায় নীলবর্ণায়, ঈশানায় শ্বেতবর্ণায়, পূর্ব্বে ও ঈশান মধ্যে ব্রহ্মণে গোরোচনাবর্ণায়, নৈঋর্ত

ও পশ্চিমদিকের মধ্যে শেষনাগায় শ্বেতবর্ণায়, অথ অষ্টমাবরণ—যথা পূর্ব্বাদি পদ্মপত্রে বজ্রায় পীতবর্ণায়, শক্তয়ে শুক্লবর্ণায়, দণ্ডায় নীলবর্ণায়, শঙ্খায় শ্বেতবর্ণায়, পাশায় বিদ্যুদ্বর্ণায়, ধ্বজায়ৈ রক্তবর্ণায়ৈ, গদায়ৈ নীলায়ৈ, ত্রিশূলায় শুক্লবর্ণায়, ইতি আবরণ অষ্টবিধ, ইহাদের দ্বারা পরিবৃত পরমেশ্বরকে পূজা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাসু প্রতিপত্তিভিরুপচারৈরিত্যাদি—ত্রিসন্ধ্যায়, প্রতিপত্তি অর্থাৎ ধ্যান পূর্ব্বক উপচার দ্বারা অর্থাৎ যথা ষোড়শোপচারাদি মহারাজোপচার দ্বারা পূজা কর্ত্তব্য। তেনাস্য অখিলং ভবতি—সেই আরাধনা দ্বারা, এই আরাধকের, অখিল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি প্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় উপনিষৎ সমাপ্তিসূচক 'অখিলং ভবতি' ইহার দুইবার পাঠ ॥২০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র যন্ত্রাত্মকং পীঠং তাবদ্দর্শয়তি তাসুবাচেতি। যত্তস্য পীঠং তৎ তান্ প্রতি ব্রহ্মা উবাচেত্যর্থঃ। তদিদং পটলপ্রায়লিখনেন ব্যাখ্যায়তে—স্বগৃহে ক্ষালিতং পীঠং স্থাপয়িত্বা হৈরণ্যাষ্টদলমম্বুজং স্থাপয়েৎ, গন্ধপূতেন চন্দনেন বা লিখেৎ। তদাস্তরালিকে তস্য কমলস্যাস্তরালভবপ্রদেশে অনঙ্গাস্ত্রযুগং ত্রিকোণদ্বয়ম্ সম্পুটিতং লিখেদিত্যর্থঃ। তস্য ষট্‌কোণস্যাস্তরা মধ্যে আত্মার্ণরূপং অখিলস্বকার্য্যস্য বীজং কামবীজং সাধ্যনাম কর্ম্ম চ লিখেদিতি শেষঃ। তদুক্তং সনৎকুমারসংহিতায়াম্। কর্ণিকায়াং লিখেদ্বহ্নিপুটিতং মণ্ডলদ্বয়ম্। তস্য মধ্যে লিখেদ্বীজং সাধ্যাখ্যং কর্ম্মসংযুতমিতি। কৃষ্ণায় নম ইতি চ বীজেন কামবীজেনাঢ্যমিতি ষড়স্রসন্ধিষু ষড়ক্ষরং লিখেদিত্যর্থঃ। ষড়স্রসন্ধিষ্বিতি ক্রমদীপিকোক্তেঃ। সব্রহ্মাণমিতি পূর্ব্বলিখিতকর্ণিকাস্থ-মনঙ্গবীজং সব্রহ্মাণমষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রোপেতমাধায়েত্যর্থঃ। মন্ত্রতদ্দ্রষ্ট্রোর-ভেদান্মন্ত্রো ব্রহ্মা, মন্ত্রদেবতয়োরভেদাৎ পরব্রহ্মরূপ এব বা। তদুক্তম্ তস্যামেব সংহিতায়াম্। ততঃ শিষ্টৈর্মনোর্বর্ণৈস্তং কামং বেষ্টয়েৎ

সুধীরিতি। ষট্‌কোণস্য পূর্ব্বনৈঋ´তবায়ব্যকোণেষু শ্রীঁ বীজং লিখেৎ। আগ্নেয়পশ্চিমেশানকোণেষু হ্রীঁ বীজং লিখেৎ। তদুক্তং তস্যামেব। 'শ্রিয়ং ষট্‌কোণকোণেষু ঐন্দ্রনৈঋ´তবায়ুষু। আলিখ্য বিলিখেন্মায়াং বহ্নিবারুণ-শূলি'ষ্বিতি। অনঙ্গগায়ত্রীমিতি। অষ্টদলস্য কেশরেষনঙ্গ-গায়ত্রীং যথাবৎ ত্রিশস্ত্রিশোবিলিখেদিত্যর্থঃ। 'কামদেবায় বিদ্মহে' ইত্যাদি কামগায়ত্রী তত্তদষ্টদলেষু। '(নমঃ) কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজন-সম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু স্বাহে'ত্যষ্টাচত্বারিংশদক্ষরং মালামন্ত্রং প্রতিদলং ষট্‌ষড়ক্ষরক্রমেণবিলিখে-দিত্যেব বোদ্ধব্যম্। অষ্টদলস্যোপরি বৃত্তং কৃত্বা মান্ত্রিকাক্ষরৈর্বেষ্টয়ে-দিত্যপি বোদ্ধব্যম্। তস্যামেব—অক্ষরৈঃ কামগায়ত্র্যা বেষ্টয়েৎ কেশরৈঃ সুধীঃ। কামমালামনোর্বর্ণৈর্দলেম্বষ্টসু মন্ত্রবিৎ। লিখেদ্‌গুহা-ননৈর্ভক্তৈর্মান্ত্রিকাংস্তদ্বহির্লিখেদিতি। অত্র গুহাননৈঃ ষড়্‌ভিরিত্যর্থঃ। ভক্তৈর্বিভক্তৈরিত্যর্থঃ। ভূমণ্ডলং শূলবেষ্টিতং কৃত্বেতি। 'ভূগৃহং চতুরস্রং স্যাদষ্টবজ্রযুতং মুনে' ইতি তৎসংহিতোক্তেঃ। তস্যৈব ধারণযন্ত্রত্বাৎ সাধ্যাদিলিখনমপ্যাদাবস্যসূচৎ। অতএব ধারণবিধানং তৎফলঞ্চ তস্যামেবোক্তম্ 'হুত্বা সহস্রমাজ্যেন যন্ত্রে সম্পাতপূর্ব্বকম্। মার্জয়িত্বা-যুতং হুত্বা ধারয়েদ্‌যন্ত্রমুত্তমম্। ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যমাপ্নোতি দেবৈরপি সুপূজিতঃ' ইত্যাদিনা। যদা তু পূজার্থং যন্ত্রং ক্রিয়তে তদাপ্যুক্তং তস্যামেব। 'মণ্ডূকাদিপৃথিব্যন্তং পূজয়েৎ কর্ণিকোপরি। অগ্ন্যাদি-পীঠপাদেষু ধর্ম্মাদীংশ্চতুরো যজেৎ। কর্ণিকায়াং ততোহনন্তং পদ্মান্তঞ্চ ততো যজেৎ। তারবর্ণপ্রভিন্নানি মণ্ডলানি ক্রমাত্ততঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইতি যজেদাত্মচতুষ্টয়ম্। আত্মান্তরাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মা চেতি বৈ ক্রমাৎ। বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগেতি পঞ্চমী। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা। প্রাগাদ্যষ্টসু পত্রেষু কর্ণিকায়াং যজেন্মুনিঃ। 'ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে

বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ’ ইতি মন্ত্রং পদ্মোপরি বিন্যস্য উক্তসংহিতানুসারেণ। ততঃ পীঠং সমভ্যর্চ্চ্য দেবমাবাহ্য নারদ। অর্ঘাদিধূপদীপাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েদিতি।

অথাবরণপূজা। তত্র প্রথমাবরণমাহ অনঙ্গমিতি। ষট্‌কোণস্থাগ্নেয়-নৈঋর্ত্য বায়ব্যেশানেষু হৃদয়শিরঃশিখাকবচানি। অগ্রভাগে নেত্রম্। পূর্ব্বাদি দিক্ষু চাস্ত্রমিত্যঙ্গানি পূজয়েৎ ॥১॥

দ্বিতীয়াবরণমাহ বাসুদেবাদীতি। পূর্ব্ব-পশ্চিমযাম্যোত্তরদলেষু যথাক্রমং বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধান্ পূজয়েৎ। আগ্নেয়নৈঋর্ত্য-বায়ব্যেশানেষু যথাক্রমং শান্তিশ্রীসরস্বতীরতীঃ পূজয়েৎ ॥২॥

তৃতীয়াবরণমাহ। রুক্মিণ্যাদীতি। যা রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্বশক্তয়ঃ কৃষ্ণশক্তয়ো দলেষু। রুক্মিণী সত্যভামা চ জাম্ববত্যপরা ততঃ। নাগ্নজিতী মিত্রবিন্দা কালিন্দী চ ততঃ পরা। লক্ষ্মণা চ সুশীলা চ পূজ্যা এত্যাঃ শুভপ্রদাঃ ইতি প্রসিদ্ধাস্তাঃ পূজয়েৎ ॥৩॥

চতুর্থপঞ্চমাদ্যাবরণমাহ ইন্দ্রাদীতি। অত্র চ বসুদেবাদ্যাবরণমেব চতুর্থং জ্ঞেয়ম্। পূর্ব্বভাগে বসুদেবায় পীতবর্ণায়। অগ্নিকোণে দেবক্যৈ শ্যামলায়ৈ। দক্ষিণভাগে নন্দায় কর্পূরগৌরায়। নৈঋর্ত্যে যশোদায়ৈ কুঙ্কুমগৌর্য্যৈ। পশ্চিমে বলদেবায় শঙ্খেন্দুকুন্দধবলায়। বায়বে কলাপশ্যামলায়ৈ সুভদ্রায়ৈ। উত্তর-কোণে গোপেভ্যঃ। ঐশানে গোপীভ্যঃ। শ্রীদেবকীযশোদয়োর্ণবিভাবগোহয়ং সনৎকুমারসংহিতানু-সারেণাস্যাস্তাপন্যাষ্টীকাকারবিশেষণবিশ্বেশ্বরভট্টেন লিখিতম্। যদ্যোক্তং গৌতমীয়তন্ত্রে। দেবকী শ্যামসুভগা সর্ব্বাভরণশোভনা। যশোদা হেমসঙ্কাশা সিতবস্ত্রযুগাবৃতেতি। তদেবমেব শারদাতিলককৃতা মাধবভট্টেন ক্রমদীপিকাব্যাখ্যানেন তৎক্রমমপি ত্যক্ত্বা ব্যাখ্যায়তে। মাতরৌ-যশোদা দেবক্যৌ কীদৃশৌ অরুণশ্যামলে ইতি। ততোহরুণতা চাত্র

গৌরতাময়ী। কেচিত্তু ক্রমদীপিকাক্রমানুসারেণ বর্ণবিপর্য্যয়ং মন্যন্তে। কিন্তু তাবত্তদপ্যুপাসকানুভবপ্রামাণ্যেনেতি। প্রস্তুতমনুসরামঃ ॥৪॥

পঞ্চমং তু পার্থাদ্যাবরণম্। অর্জ্জুন-নিশঠোদ্ধব-দারুক-বিশ্বক্সেন-সাত্যকি-নারদ-পর্ব্বতা ইতি ক্রমেণ ॥৫॥

ষষ্ঠং নিধ্যাবরণম্। পূর্ব্বস্মিন্ ইন্দ্রনিধয়ে। আগ্নেয়ে নীলনিধয়ে। যাম্যে কুন্দায়। নৈর্ঋতে মকরায়। পশ্চিমেঽনঙ্গায়। বায়ব্যে কচ্ছপায়। উত্তরে শঙ্খায়। ঈশানে পদ্মায় ॥৬॥

সপ্তমমিন্দ্রাদ্যাবরণম্। পূর্ব্বদলে ইন্দ্রায় পীতবর্ণায়। এবমাগ্নেয়াদিষু অগ্নয়ে রক্তবর্ণায়। যমায় নীলোৎপলবর্ণায়। রক্ষোধিপতয়ে কৃষ্ণবর্ণায়। বরুণায় শুক্লবর্ণায়। বায়বে ধূম্রবর্ণায়। কুবেরায় নীলবর্ণায়। ঈশানায় শ্বেতবর্ণায়। পূর্ব্বেশানয়োর্মধ্যে ব্রহ্মণে গোরোচনাবর্ণায়। নৈর্ঋত্যপশ্চিময়োর্মধ্যে শেষনাগায় শ্বেতবর্ণায় ॥৭॥

অষ্টমাবরণম্—পূর্ব্বাদি দলে বজ্রায় পীতবর্ণায়। শক্তয়ে শুক্লবর্ণায়। দণ্ডায় নীলবর্ণায়। শঙ্খায় শ্বেতবর্ণায়। পাশায় বিদ্যুদ্বর্ণায়। ধ্বজায়ৈ রক্তায়ৈ। গদায়ৈ নীলায়ৈ। ত্রিশূলায় শুক্লায় ইত্যষ্টমাবরণামিতি ॥৮॥

সন্ধ্যাসু ত্রিকালসন্ধ্যাসু প্রতিপত্তিভির্ধ্যানৈঃ উপচারৈঃ পঞ্চোপচারাদি মহারাজোপচারান্তৈঃ। পূজয়েদিত্যর্থঃ। তেনারাধনেনাস্যারাধকস্যাখিলং পুরুষার্থচতুষ্টয়ং ভবতি। অভ্যাসো দ্বিতীয়োপনিষৎ-সমাপ্ত্যর্থঃ। অত্র যস্তস্যেত্যাদিষু পাঠভেদং ব্যাখ্যাভেদঞ্চ কেচিৎ-কুর্ব্বন্তি। যথা তস্য পদ্মস্যান্তরালে কর্ণিকায়াং বর্ত্তমানম্ অনলাগ্রযুগং তির্য্যগূর্দ্ধভাবেন ত্রিকোণদ্বয়ম্। তদন্তস্তন্মধ্যেঽষ্টাদশাক্ষরস্যাদ্যার্ণং প্রথমাক্ষরং কামবীজং যস্তেনাখিলৈর্মন্ত্রৈর্, নৈরিতরমন্ত্রাক্ষরৈর্বীতং বেষ্টিতং যথা স্যাত্তথা কৃষ্ণায় নম ইতি বীজাঢ্যং ষড়ক্ষরমাধায় সব্রহ্মণা

প্রণবেন সহ বর্ত্তমানামাগমগীয়মানামনামজপাগায়ত্রীমাধায় অনঙ্গমনু কামবীজেন সহ গায়ত্রীং কামগায়ত্রীং যথাবদ্বাপঠ্য সর্ব্বতো বেষ্টয়িত্বা ভূমণ্ডলং তদ্বহির্মণ্ডলং শূলবেষ্টিতং দিক্ষু বিদিক্ষু চ শূলেন ব্যাপ্তং কৃত্বা অঙ্গৈস্তদংশভূতৈর্বাসুদেবসঙ্কর্ষণাদিভিঃ রুক্মিণ্যাদিভিশ্চ স্বশক্তি-ভিরিন্দ্রাদিভিশ্চ বসুদেবাদিভিশ্চ পার্থাদিভিশ্চ নিধিভিশ্চাবীতমাবৃতং পূজয়েৎ সন্ধ্যাসু সন্ধ্যাসু ত্রিসন্ধ্যমিত্যর্থঃ। প্রতিপত্তিভিরিতি। অতিক্রম্য পত্তিঃ প্রাপ্তির্যেষাং তৈদ্র্ব্যৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা অতিশয়েন পত্তিঃ প্রাপ্তির্যেষামিতি সুলভৈঃ পত্রপুষ্পাদিভিরপীত্যর্থ ইতি ॥২০॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—'তদিদং পটলপ্রায়লিখনেন ব্যাখ্যায়তে' ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন তাহা সনৎকুমারসংহিতার পটলের লিখিতকে প্রায় অনুসরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি।

সেই শ্রীকৃষ্ণপূজায় যন্ত্রস্বরূপ পীঠ দেখাইতেছেন—'তানুবাচ' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। সেই শ্রীকৃষ্ণের যে পীঠ, তাহা ব্রহ্মা সনকাদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ইহাই 'তানুবাচ' এই গ্রন্থের অর্থ। তাহা এই সনৎকুমার সংহিতার পটলে যাহা লিখিত আছে তাহাই প্রায়শঃ লিখিয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে। পূজামণ্ডপে ধৌত পীঠ রাখিয়া তাহার উপর স্বর্ণনির্ম্মিত অষ্টদল পদ্মটি রাখিবে অথবা কুঙ্কুম, রোচনা, অগুরু ও গন্ধদ্রব্যে সুরভিত শ্বেত-চন্দন দ্বারা ঐ অষ্টদল পদ্মটি অঙ্কন করিবে। পরে 'তদন্ত-রালিকে' অর্থাৎ সেই পদ্মের মধ্যস্থিত অবকাশে দুইটি ত্রিকোণের মধ্যে অর্থাৎ ত্রিকোণ দুইটীকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সংপুটিত করিয়া পদ্মটি আঁকিবে। সেই ষট্‌কোণের মধ্যে অর্থাৎ কর্ণিকায় অষ্টাদশাক্ষর বীজের আদি পদাত্মক কামবীজ (ক্লীঁ) যাহা অভীষ্ট সমস্ত কার্য্যের বীজ—মূলীভূত তাহা এবং সাধ্য নাম স্বীয় কর্ম্ম নাম লিখিবে 'লিখেৎ' ইহা উহ্য। সনৎকুমার সংহিতায় তাহাই বলা আছে,

যথা—পদ্মের কর্ণিকায় দুইটি ত্রিকোণ পুটিত মণ্ডল আঁকিবে। সেই ষট্কোণের মধ্যে বীজ (ক্লীঁ) সাধনীয় কর্ম্ম নামে সংযুক্ত করিবে এবং ষট্কোণ যন্ত্রের ছয় কোণে ষড়ক্ষর মন্ত্রের ছয়টি অক্ষর লিখিবে। ক্রমদীপিকায় 'ষড়স্রসন্ধিষু' বলায় ষট্চক্রকে বলিলাম। 'সব্রহ্মাণম্' ইহার অর্থ কর্ণিকার মধ্যস্থিত পূর্ব্বলিখিত কামবীজকে 'সব্রহ্মাণম্' অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রসমন্বিত করিয়া। প্রশ্ন—ব্রহ্মা শব্দের অর্থ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র হইল কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—মন্ত্র ও মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রহ্মা অভিন্ন এইজন্য ব্রহ্মা বলিতে মন্ত্রকে বুঝিব অথবা ব্রহ্মের সহিত অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ এই অর্থ—যেহেতু মন্ত্র ও দেবতা উভয়ের কোনও প্রভেদ নাই—এইজন্য। সেকথা সেই সনৎকুমার সংহিতাতেই কথিত আছে। তাহার পর অবশিষ্ট মন্ত্র বর্ণের দ্বারা সেই 'ক্লীং' বীজকে সাধক বেষ্টন করিবেন। তাহার পর ঐ ষট্কোণ চক্রের পূর্ব্ব কোণে, নৈঋ´ত কোণে ও বায়ু কোণে শ্রীঁ' বীজ লিখিবে। অগ্নি কোণে, পশ্চিমদিকে ও ঈশান কোণে হ্রীঁ' বীজ লিখিবে।

তদুক্তং তস্যামেব—তাহা সেই সনৎকুমারসংহিতাতেই কথিত হইয়াছে যথা 'শ্রিয়ং ষট্‌কোণকোণেষু'—ষট্ কোণের ছয়টি কোণে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিক, নৈঋ´ত ও বায়ু কোণে লক্ষ্মী বীজ (শ্রীঁ) 'আলিখ্য' লিখিয়া, 'বিলিখেন্মায়াং বহ্নিবারুণশূলিষু' অগ্নিকোণে, পশ্চিমদিকে ও ঈশান কোণে মায়াবীজ (হ্রীঁ মন্ত্র) লিখিবে। অনঙ্গগায়ত্রীমিতি—অষ্টদল পদ্মের কেশর গুলিতে যথাযথভাবে তিন তিনটি ভাগে কামগায়ত্রী লিখিবে। কামদেবায় বিদ্মহে ইত্যাদি কামগায়ত্রী। সেই পদ্মের আটটি পত্রে ছয় ছয়টি অক্ষর ক্রমে ক্রমে লিখিবে। কামদেবের মালামন্ত্র যথা 'নমঃ কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য

হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা' এই আটচল্লিশ অক্ষরাত্মক মালামন্ত্রকে ছয় ছয় অক্ষর ক্রমে আট দলে বিন্যাস করিবে। তাহার পর অষ্টদল পদ্মের বাহিরে এক বৃত্ত অঙ্কন করিয়া তাহা কামগায়ত্রীর অক্ষরে বেষ্টন করিতে হইবে, ইহাও জ্ঞাতব্য। তস্যামেব—সেই সনৎকুমার সংহিতাতেই লিখিত আছে যথা 'অক্ষরৈঃ কামগায়ত্র্যা বেষ্টয়েৎ কেশরৈঃ সুধীঃ'—সুধীব্যক্তি কামগায়ত্রীর অক্ষরগুলি দ্বারা বেষ্টন করিবে। এবং কামমালা-মনোর্বর্ণৈর্দলেম্বষ্টসু মন্ত্রবিৎ—মন্ত্রজ্ঞব্যক্তি অনঙ্গের পূর্ব্বোক্ত মালামন্ত্রের আটচল্লিশটি অক্ষরকে ছয় ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া অষ্টদল পদ্মের আটটি পত্রে লিখিবে। লিখেদ্গুহানৈর্ভক্তৈর্মাত্রিকাং-স্তদ্বহির্লিখেৎ—সেই পদ্মের বাহিরে কামদেবের মালামন্ত্রের বর্ণগুলিকে ছয় ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই বর্ণগুলি লিখিতে হইবে। ভূমণ্ডলং শূলবেষ্টিতংকৃত্বা ইতি—ভূমি ভাগ চারিসমকোণ হইবে তাহাতে ফট্‌মন্ত্র আটটি দিকে যোজনা করিবে। ইহা সেই সনৎকুমারসংহিতায় কথিত আছে, যথা—'ভূগৃহং চতুরস্রং স্যাদ্ অষ্ট বজ্রযুতং মুনে—হে দেবর্ষি নারদ! চারিসমকোণ হস্তপরিমাণ ভূমণ্ডল অষ্ট বজ্রযুক্ত হইবে। ইহা ধারণযন্ত্র হওয়ায় ঐ যন্ত্রের প্রথমেই সাধ্যনাম ও কর্ম্মনাম লিখিবার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব···ধারণবিধানং তৎফলঞ্চ তস্যামেব উক্তম্' এই জন্যই অর্থাৎ ইহা ধারণযন্ত্র বলিয়াই ধারণের বিধান ও ধারণের ফল সেই সংহিতাতেই কথিত হইয়াছে। যথা—'হুত্বা সহস্রমাজ্যেন যন্ত্রে সম্পাতপূর্ব্বকম্'—সহস্রবার ঘৃতাহুতি অগ্নিতে দিয়া প্রতিবার হুতশেষ সেই যন্ত্রে নিক্ষেপ করতঃ—'মার্জ্জয়িত্বাযুতংহুত্বা'—এইভাবে সেই যন্ত্র মার্জ্জন (শোধন) করিয়া দশ হাজারবার ঐ মন্ত্র-জপ করিয়া সেই সর্ব্বোত্তম যন্ত্র ধারণ করিবে। ইহার ফলে ত্রিভুবনের আধিপত্য প্রাপ্ত হয় ও দেবতাদেরও পূজ্য হইয়া থাকে। 'যদাতু পূজার্থং যন্ত্রং ক্রিয়তে'—তু,—যে ক্ষেত্রে পূজার জন্য যন্ত্র কৃত হইবে

তদাতুক্তম্ তস্যামেব—সে স্থলে সেই সংহিতাতেই বিধি কথিত হইয়াছে। 'মণ্ডূকাদি পৃথিব্যন্তং পূজয়েৎ কর্ণিকোপরি'—মণ্ডূক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী দেবতাকে কর্ণিকার উপর পূজা করিবে। অগ্ন্যাদিপীঠপাদেষু—পরে অগ্নি নৈঋ´ত বায়ু ও ঈশান এই চারিটি পীঠপাদে অধর্ম্মাদি, অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য চারিটির পূজা এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর এই চারিপীঠ-গাত্রে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পূজার পর—তার—'বর্ণ প্রভিন্নানি মণ্ডলানি ক্রমাত্ততঃ। প্রণবের যে তিনটি বর্ণ অকার, উকার, মকার তদ্‌ভেদে তিনটি মণ্ডলের যথা সূর্য্য, চন্দ্র, বহ্নিমণ্ডলের ক্রমানুসারে পূজা কর্ত্তব্য। ততঃ—তাহার পর সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পূজান্তে, 'যজেদাত্মচতুষ্টয়ম্' চারিটি আত্মার পূজা হইবে—যথা আত্মা (শারীর), অন্তরাত্মা (ইন্দ্রিয়), পরমাত্মা (পরমেশ্বর), জ্ঞানাত্মা (বিজ্ঞানাত্মা) ইহাদের যথাক্রমে পূজা করতঃ তৎপরে পদ্মের অষ্ট পত্রে ও কর্ণিকায় বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা (ইহা পঞ্চমী শক্তি), প্রহ্বী, সত্যা এবং ঈশানা, অনুগ্রহা (নবমী শক্তি)। 'প্রাগাদ্যষ্টসু-পত্রেষু কর্ণিকায়াং যজেন্মুনিঃ'—সাধক ইহাদিগকে যথাক্রমে পূর্ব্বাদি অষ্টপত্রে ও কর্ণিকায় পূজা করিবেন। পরে পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ-যোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্র পদ্মের উপরি ন্যাস করিবে উক্ত সনৎকুমারসংহিতানুসারে। যথা ততঃ পীঠং সমভ্যর্চ্চ্য দেবমাবাহ্য নারদ। অর্ঘ্যাদিধূপদীপাদীন্ উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ। সনৎকুমার বলিলেন, হে নারদ! পীঠন্যাসের পর পীঠ পূজা করিয়া দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন পূর্ব্বক অর্ঘ প্রভৃতি ধূপদীপাদি উপচার দিবে।

অতঃপর আবরণ দেবতা পূজাবিধি কথিত হইতেছে। ভগবান্ আটটি আবরণে আবৃত। তন্মধ্যে প্রথমাবরণ অঙ্গমিত্যাদি লিখিত

ষট্ কোণের অগ্নি, নৈঋ´ত, বায়ু ও ঈশান এই চারিটি কোণে হৃদয়, শিরঃ, শিখা ও বাহু এবং অগ্রভাগ নেত্র, এই পঞ্চাঙ্গ পূজ্য মন্ত্র যথা ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, ক্লীঁ শিখায়ৈ নমঃ, ক্লীঁ কবচায়হুঁ, ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায়বৌষট্ এবং পূর্ব্বাদি চারিদিকে অস্ত্র (ফট্) ॥১॥

অথ দ্বিতীয়াবরণ বলিতেছেন—বাসুদেবাদি যথা পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দলে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ চারিদেবতা পূজা করিবে। অগ্নি, নৈঋ´ত, বায়ু ও ঈশান কোণে যথাক্রমে শান্তি, শ্রী, সরস্বতী ও রতি পূজ্যা ॥২॥

তৃতীয়াবরণ কথিত হইতেছে—রুক্মিণ্যাদি দ্বারা, রুক্মিণী প্রভৃতি যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, অষ্টদলে তাঁহারা পূজনীয়া। যথা রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, তাহার পর নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, তাহার পর লক্ষ্মণা ও সুশীলা ইঁহারা পত্রাগ্রে পূজনীয়া। ইঁহাদের পূজায় শুভ হইয়া থাকে। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ শক্তি সুতরাং পূজ্যা ॥৩॥

অতঃপর চতুর্থাবরণ ও পঞ্চমাবরণ বলিতেছেন। যথা—পূর্ব্বভাগে বসুদেবায় পীতবর্ণায়, অগ্নিকোণে দেবক্যৈ শ্যামলায়ৈ, দক্ষিণভাগে নন্দায় কর্পূরগৌরায়, নৈঋ´তে যশোদায়ৈ কুঙ্কুমগৌর্য্যৈ, পশ্চিমে বলদেবায় শঙ্খেন্দুকুন্দধবলায়, বায়ুকোণে কলাপ (ময়ূরপিচ্ছ) শ্যামলায়ৈ সুভদ্রায়ৈ, উত্তরভাগে গোপেভ্যঃ, ঈশানকোণে গোপীভ্যঃ। এখানে শ্রীদেবকী ও শ্রীমতী যশোদার যে বর্ণ বিশেষের কথা বলা হইল উহা সনৎকুমার সংহিতানুসারে এই গোপালতাপনী টীকাকার বিশেষ বিশ্বেশ্বর ভট্ট কর্ত্তৃক লিখিত আছে। সে কথা গৌতমীয়তন্ত্রে বর্ণিত আছে। যথা 'দেবকী শ্যামসুভগা সর্ব্বাভরণশোভনা। যশোদা হেমসঙ্কাশা সিতবস্ত্রযুগাবৃতা', তাহা আবার শারদাতিলক-রচয়িতা মাধবভট্ট-কৃত

ক্রমদীপিকা-ব্যাখ্যানাবলম্বনে সেই ক্রমও ছাড়িয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। যথা—'মাতরৌ যশোদা দেবক্যৌ' শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদা ও দেবকী ইঁহারা কিরূপ? যথাক্রমে অরুণবর্ণা ও শ্যামলা অতএব এখানে অরুণ-বর্ণ বলিতে গৌরবর্ণা গ্রাহ্য। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন। ক্রমদীপিকা-লিখিত ক্রমানুসারে বর্ণ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ যশোদা শ্যামলা দেবকী অরুণ বর্ণা মনে করেন। কিন্তু তাহাও উপাসকের উপলব্ধি-প্রামাণ্যে জ্ঞেয়। যাহা হউকঅতঃপর প্রস্তাবিত ক্রম অনুসরণ করিতেছি ॥৪॥

পঞ্চম আবরণ পার্থ প্রভৃতি, যথা অর্জ্জুন, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিষ্বক্‌সেন, সাত্যকি, গরুড়, নারদ ও পর্ব্বতমুনি যথাক্রমে পূজ্য ॥৫॥

ষষ্ঠ আবরণ নিধি প্রভৃতি। যথা—পূর্ব্বভাগে ইন্দ্রনিধয়ে, অগ্নিকোণে নীলনিধয়ে, দক্ষিণে কুন্দায়, নৈঋ'তে মকরায়, পশ্চিমে অনঙ্গায়, বায়ুকোণে কচ্ছপায়, উত্তরে শঙ্খায়, ঈশানে পদ্মায় ॥৬॥

সপ্তম আবরণ ইন্দ্রাদি—যথা পদ্মের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত পত্রে ইন্দ্রায় পীত-বর্ণায়, অগ্নিকোণে অগ্নয়ে রক্তবর্ণায়, দক্ষিণে যমায় নীলোৎপলবর্ণায়, নৈঋ'তে নৈঋ'তায় কৃষ্ণবর্ণায়, পশ্চিমে বরুণায় শুক্লবর্ণায়, বায়ুকোণে বায়বে ধূম্রবর্ণায়; উত্তরে কুবেরায় নীলবর্ণায়, ঈশানে ঈশানায় শ্বেতবর্ণায়, পূর্ব্ব ও ঈশান-মধ্যে ব্রহ্মণে গোরোচনা বর্ণায়, নৈঋ'ত ও পশ্চিমদিকের মধ্যে শেষনাগায় শ্বেতবর্ণায় ॥৭॥

অষ্টম আবরণ—পূর্ব্বাদি দলে যথাক্রমে অস্ত্রপূজা—বজ্রায় পীত-বর্ণায়, শক্তয়ে শুক্লবর্ণায়, দণ্ডায় নীলবর্ণায়, শঙ্খায় শ্বেতবর্ণায়, পাশায় বিদ্যুদ্বর্ণায়, ধ্বজায়ৈ রক্তায়ৈ। গদায়ৈ নীলায়ৈ, ত্রিশূলায় শুক্লায়। ইতি অষ্টম আবরণ ॥৮॥

সন্ধ্যাসু অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যায়, প্রতিপত্তিভিঃ—ধ্যান দ্বারা, উপচারৈঃ—পঞ্চোপচার, দশোপচার, ষোড়শোপচার, দ্বাত্রিংশদ্‌উপচার, দ্বিষষ্টি-উপচার, মহারাজোপচার দ্বারা পূজা করিবে। তেন—সেইরূপ

আরাধনা দ্বারা, অস্য—এই আরাধনাকারীর, অখিলং—সমগ্র পুরুষার্থ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি সিদ্ধ হয়। 'অখিলং ভবতি অখিলং ভবতি' দুইবার পাঠ দ্বিতীয়-উপনিষৎ সমাপ্তিসূচক। এইস্থলে 'যৎ তস্য' ইত্যাদির পাঠান্তর কেহ কেহ করেন এবং তাহার ব্যাখ্যাও অন্যপ্রকার করেন। যথা তস্য—সেই পদ্মের, অন্তরালে—কর্ণিকায়, বর্ত্তমান, অনলাগ্রযুগম্—কিঞ্চিৎ উর্দ্ধভাগান্বিত দুইটি ত্রিকোণ, তদন্তঃ—সেই ত্রিকোণ-মধ্যে। অষ্টাদশাক্ষরস্য আদ্যার্ণং—অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রথম বর্ণ ক্লীং এই কামবীজ, সেই বীজ দ্বারা যাহাতে ন্যূন যে সকল অন্য মন্ত্রাক্ষরগুলি আছে, তাহা দ্বারা বেষ্টিত হয়, সেইভাবে 'ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ' এই ষড়ক্ষর বীজসহ লিখিয়া, সব্রহ্মাণং—প্রণবের সহিত বর্ত্তমান যে গায়ত্রী, যাহার নাম ও জপ বেদশাস্ত্র প্রশংসা করিয়া থাকেন, সেই গায়ত্রীবর্ণ লিখিয়া, কামবীজের সহিত কামগায়ত্রী, যথাবৎ—যেভাবে পঠিত হইয়া থাকে, সেইভাবে পড়িয়া ভূমণ্ডলকে চারিদিকে বেষ্টন করতঃ, সেই মণ্ডলের বাহিরে পূর্ব্বাদি চারিদিকে ও অগ্নি প্রভৃতি চারিটীকোণে শূল দ্বারা বেষ্টিত করিয়া, অঙ্গৈঃ—শ্রীভগবানেরই অংশস্বরূপ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ দ্বারা এবং ভগবানের স্বকীয় শক্তি রুক্মিণী প্রভৃতি, ইন্দ্রাদি লোকপাল, বসুদেবাদি পার্ষদগণ, পার্থ প্রভৃতি সহচর ও নিধি প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত সেই ভগবান্‌কে পূজা করিবে। সন্ধ্যাসু—সন্ধ্যায়, সন্ধ্যায় অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যায়। প্রতিপত্তিভিঃ—প্রতি শব্দের অর্থ অতিক্রম করিয়া যাহাদের প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সেই দুর্লভ বস্তু দ্বারা, অথবা প্রতিপত্তি শব্দের অর্থ—প্রতি—অতিশয়িতভাবে, পত্তিঃ প্রাপ্তি যাহাদের অর্থাৎ অতিসুলভ পত্র পুষ্পাদি দ্বারাও তাঁহার আরাধনা করিবে।২০।

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিতেছেন। বৎস! উপাসনা করিতে হইলে প্রথমতঃ উপাসনা-বিষয়ে পীঠস্থান জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এইজন্য ব্রহ্মা মুনিগণকে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার অধিষ্ঠানভূত পীঠস্থান-বিষয়ে বর্ণন করিতেছেন।

নিজগৃহ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তথায় পীঠ স্থাপন করিয়া তদুপরি স্বর্ণ নির্ম্মিত অষ্টদল পদ্ম স্থাপন করিবে অথবা চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য দ্বারা উক্ত পীঠোপরি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। পরে উক্ত পদ্মের মধ্যস্থলে দুই ত্রিকোণ অর্থাৎ ষট্‌কোণ লিখিবে। অনন্তর সেই ষট্‌কোণের মধ্যস্থলে কামবীজ "ক্লীং" ও কামবীজ-সহিত 'কৃষ্ণায় নমঃ' এই ছয় অক্ষর ষট্‌কোণের সন্ধিতে লিখিবে। তৎপরে পূর্ব্বলিখিত কামবীজকে অষ্টাদশাক্ষরী গোপালবিদ্যা অর্থাৎ 'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা'—এই মন্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। মন্ত্রে ও মন্ত্রদ্রষ্টায় অভেদহেতু মন্ত্রই ব্রহ্মা। তৎপরে ষট্‌কোণের পূর্ব্বদিকে নৈঋতকোণে বায়ুকোণে শ্রী৺বীজ এবং পশ্চিমদিকে অগ্নিকোণে ও ঈশানকোণে হ্রী৺ বীজ লিখিতে হইবে। তদনন্তর সর্ব্বজন সম্মোহক অষ্টকেশরের প্রতিকেশরে ছয় ছয়টি অক্ষরে অষ্টচত্বারিংশদক্ষরী কামগায়ত্রী লিখিতে হইবে। যথা—"নমঃ কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা"। পরে অষ্টদল পদ্মের বহির্ভাগে বলয়াকৃতিরূপে অকারাদি পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ দ্বারা বেষ্টন করিবে। তৎপরে ভূমণ্ডলকে শূলবেষ্টিত অর্থাৎ ভূগৃহ চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া তাহার অষ্টদিকে অষ্টবজ্র পূর্ব্বাদি চারিদিক শ্রী৺ এবং অগ্নি প্রভৃতি চারিদিকে হ্রী৺ লিখিবে এবং পূর্ব্বলিখনানুসারে এই যন্ত্রকে ধারণও করিবে। ধারণবিধান ও ধারণফল যথা—মন্ত্রে ঘৃত

সম্পাতপূর্ব্বক সহস্র হোম করণানন্তর যন্ত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিয়া এই যন্ত্র ধারণ করিবে। এইরূপে যন্ত্র ধারণ করিলে সে ব্যক্তি ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য লাভ করে এবং দেবগণেরও পূজ্য হইয়া থাকে। আর কেবল ধারণযন্ত্রেই এইরূপ করিবে, পূজাযন্ত্রের নিয়ম অন্যরূপ অর্থাৎ পূজার্থ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কর্ণিকোপরি মণ্ডুকাদি পৃথিবী পর্য্যন্তের পূজা করিয়া অগ্ন্যাদি পীঠপাদে ধর্ম্মাদি চতুষ্টয়ের পূজা ও পূর্ব্বাদি চারিদিকে অধর্ম্ম প্রভৃতির পূজা করিবে। তৎপরে কর্ণিকাতে অনন্ত এবং পদ্মের অন্তে প্রণবের বর্ণসমূহকে অর্কমণ্ডল সোমমণ্ডল অগ্নিমণ্ডল যথাক্রমে পূজা করিবে। তদনন্তর সত্ত্ব রজস্তমঃ—এই তিনগুণ এবং আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা—এই চতুষ্টয়কে পূজা করিবে। তৎপরে পদ্মের অষ্টদল ও কর্ণিকায় বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা এই নবশক্তির পূজা করিবে। তদনন্তর "ওঁ নমো ভাগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ" এই পীঠমন্ত্র পদ্মের উপরি বিন্যাসপূর্ব্বক পীঠকে অর্চ্চন করিয়া শ্রীকৃষ্ণদেবকে আহ্বান পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের দ্বারা পূজা করিবে।

অনন্তর আবরণপূজা করিতে হইবে। এ-বিষয়ে এখানে আর বিশেষ উল্লিখিত হইল না। উভয় টীকা ও তদনুবাদে দ্রষ্টব্য ॥২০॥

শ্রুতিঃ—তদিহ শ্লোকা ভবন্তি—একো বশী সর্ব্বগঃ
কৃষ্ণ ঈড্য-একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যেঽনুভজন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥২১॥

অন্বয়ানুবাদ—[তদিহ শ্লোকা ভবন্তি—উক্ত উপাসনায় মন্ত্রেরও অনুমোদন আছে] তৎ (সেই দৃষ্ট) ইহ (উক্ত উপাসনায়)

শ্লোকাঃ ভবন্তি (মন্ত্রও আছে)। একঃ বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণঃ ঈড্যঃ (তিনি এক হইয়াও সকলের নিয়ন্তা, সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী, সর্ব্বব্যাপক, সেই কৃষ্ণ সকলের স্তবনীয়) যঃ একঃ সন্ অপি (এক হইয়াও যিনি) বহুধা বিভাতি (অচিন্ত্য-শক্তিবলে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন) পীঠস্থং তং অনু (পঞ্চপদাত্মক সেই শ্রীকৃষ্ণকে উক্ত যন্ত্রস্থ চিন্তা করিয়া) যে ধীরাঃ (যে সকল ধীর ব্যক্তি) ভজন্তি (উপাসনা করেন) তেষাং (তাঁহাদিগেরই) শাশ্বতং সুখং (নিত্যানন্দ লাভ হয়) ইতরেষাং ন (তদ্‌ভিন্ন—কৃষ্ণ-ভক্তিরহিতদিগের অন্ধের রূপদর্শনের মত সে সুখ হয় না) ॥২১॥

অনুবাদ—উক্ত উপাসনায় মন্ত্রও অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, সর্ব্বব্যাপক,- এক, অর্থাৎ তিনি সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদত্রয় বর্জ্জিত, তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব, এজন্য সমস্তই তাঁহার অধীন; দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ তিনি সীমারহিত, তিনি স্বয়ং ভগবান্ এজন্য, সকলেরই পূজ্য। তিনি এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রাণবায়ুর ন্যায় পাঁচরূপে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। সেই পঞ্চপদাত্মক পীঠস্থ ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া যে সকল একান্তী ভক্ত উপাসনা করেন, তাঁহাদের নিত্য-আনন্দাত্মক সুখ লাভ হয়। তদ্ভিন্ন মহানারায়ণাদির উপাসক হইলেও সে সুখের অধিকারী হয় না, চক্ষুর্হীন ব্যক্তির পক্ষে যেমন রূপদর্শন অসম্ভব, সেইরূপ তাঁহার ভজন-বিমুখ ব্যক্তির সে সুখানুভব কোথায়? ॥২১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—উক্তোপাসনে মন্ত্রসম্মতিমাহ তদিহেতি। তৎ-তস্মিন্ দৃষ্টে ইহ উক্তোপাসনে শ্লোকাঃ মন্ত্রা অপি ভবন্তি বর্ত্তন্তে। একো বশী সর্ব্বগ ইতি। একঃ সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদরহিতঃ

অতএব বশে সর্ব্বমস্যাস্তীতি বশী, সর্ব্বগঃ সর্ব্বত্র দেশতঃ কালতঃ বস্তুতশ্চাপরিচ্ছিন্নঃ কৃষ্ণঃ আনন্দ অতএব ব্রহ্মাদীনামপি স্তুত্যঃ। পূর্ব্বোক্তঃ একোঽপি সন্ যঃ কৃষ্ণঃ জগৎপালনায় বহুধা পঞ্চরূপঃ বিভাতি বিবিধং প্রকাশতে বায়ুরিব প্রাণাদিভেদৈঃ। তৎপীঠস্থমিতি। তং পঞ্চপদাত্মকং প্রাগুক্তং পীঠস্থং অমু লক্ষ্যীকৃত্য যে ধীরাঃ একাগ্রচিত্তাঃ ভজন্তি তেষামেব শাশ্বতং নিত্যানন্দাত্মকং সুখং ন তু ইতরেষাং তদ্ভক্তিরহিতানাম্। অচক্ষুষ্মতামিব রূপদর্শনম্ ॥২১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—উক্ত বর্ণিত উপাসনায় মন্ত্রেরও যে অনুমোদন আছে, 'তদিহ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহা দেখাইতেছেন। তৎ—সেই বর্ণিত। ইহ—উক্ত উপাসনায়, শ্লোকাঃ—মন্ত্রও, ভবন্তি—আছে। সেই মন্ত্র হইতেছে—'একো বশী সর্ব্বগ এক' ইত্যাদি। তিনি একঃ—অর্থাৎ তাঁহার সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ নাই, একারণ বশী, সমস্ত বস্তু তাঁহার অধীন, তিনি সর্ব্বগঃ—সকল স্থানে, সকল সময়ে ও বস্তু হিসাবে তাঁহার কোনও পরিচ্ছেদ নাই, কৃষ্ণঃ—তিনি আনন্দময়, এজন্য ব্রহ্মা প্রভৃতিরও তিনি পূজ্য, এবংবিধ এক হইয়াও জগৎ-পালনের জন্য বহুরূপে অর্থাৎ উক্ত পঞ্চরূপোপপন্ন হইয়া বিবিধপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন একই বায়ু প্রাণনাদি ব্যাপারভেদে বহুরূপে প্রকাশমান। তৎপীঠস্থমিত্যাদির অর্থ—তৎ সেই পঞ্চপদাত্মক, পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণপীঠস্থিত পরমাত্মার উদ্দেশে যে সকল ধীরব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া ভজনা করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত অর্থাৎ নিত্যানন্দস্বরূপ সুখ হয়—অনুভূতিতে আসে, তদ্ভিন্ন তাঁহার ভক্তিরহিত বিমুখগণের সে উপলব্ধি হয় না, যেমন অন্ধব্যক্তির রূপদর্শন অসম্ভব ॥২১॥

শ্রীবিশ্বনাথ—উক্তোপাসনে মন্ত্রসম্পত্তিমাহ তদিহেতি। একঃ স্বয়ং ভগবত্ত্বেনাসমোর্দ্ধত্বাৎ। যথোক্তং শ্রীভাগবতে। 'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতি-

শয়স্ত্রাধীশ' ইতি। অতো বশী সর্ব্ববশয়িতা। যতঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বব্যাপকঃ। স চ কৃষ্ণঃ। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি'ত্যাদিষু প্রসিদ্ধো যঃ স এব। অতঃ স এবেড্যঃ সর্ব্বস্তুত্যঃ। নমু শ্রীকৃষ্ণরূপেণাপি বহব আবির্ভাবা-দৃশ্যন্তে কথমেকত্বং তত্রাহ। একোঽপি সন্নিতি অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। যথোক্তং তত্রৈব। 'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহদি'তি। ধীরাঃ শ্রীশুকাদিব-দ্বিবেকিনঃ। তেষাং শাশ্বতং যৎ সুখম্ ইতরেষামন্যেষাং মহানারায়ণা-দ্যুপাসকানামপি নেত্যর্থঃ। তথোক্তং তত্রৈব। 'যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ, পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গমি'তি ॥২১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—উক্তপ্রকার উপাসনায় মন্ত্রের'ও অনুমোদন বলিতেছেন—তদিহ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। তিনিই এক যেহেতু তাঁহার সম বা তদধিক-শক্তিমান্ অন্য কেহ নাই, শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা বলা আছে 'স্বয়ন্তুসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ, স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্ত-কামঃ'। (ভাঃ ৩।২।২১)। উদ্ধব মৈত্রেয়কে বলিতেছেন—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর হইয়াও কেন যে উগ্রসেনাদির আজ্ঞাবহ, তাহাই আমাদের দুঃখ, যেহেতু তিনি নিজেই নিজ তুল্য তাঁহার সমশক্তি বা তদধিক প্রভাবশালী অন্য কেহ নাই, এজন্য সকল বশ করিতেছেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বগ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক, তিনিই তো কৃষ্ণ, কৃষ্ণ যে সাক্ষাদ্ ভগবান্ একথা 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। (ভাঃ ১।৩।২৮) ইত্যাদি বাক্যে যিনি প্রসিদ্ধ, তিনিই সকলের স্তবনীয়। আপত্তি হইতেছে যে, কৃষ্ণরূপেও তো তাঁহার বহু আবির্ভাব দেখা যায়, তবে তিনি স্বগত ভেদহীন হইলেন কিরূপে? ইহার সমাধানকল্পে শ্রুতি বলিতেছেন—একোঽপি সন্নিতি হাঁ, তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ, যেহেতু তাঁহার শক্তি অচিন্তনীয়, শ্রীমদ্ভাগবতেই বলা আছে 'চিত্রং

বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক-উদাবহৎ'। (ভাঃ ১০।৬৯।২) দেবর্ষি নারদ যখন শুনিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে হত্যা করিয়া তাহার দ্বারা রুদ্ধ ষোড়শ সহস্র নারীকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে একই মূর্ত্তিতে একই লগ্নে (কালে) পৃথক্ পৃথক্ গৃহে থাকিয়া বিবাহ করিয়াছেন, এই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর কৃষ্ণের উপাসকগণের উপাসনার ফল বলা হইতেছে, 'ধীরাঃ—শ্রীশুকাদি পরমহংসগণ, তেষাং—তাঁহাদিগের যে শাশ্বত আনন্দ তাহা, ইতরেষাং—মহানারায়ণাদি-উপাসকগণেরও হয় না—ইহাই তাৎপর্য্য। কথা এই—শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত আছে—'যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং' ভগবন্! তুমি নিজ মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী স্বাধীন যোগমায়া শক্তির প্রভাব দেখাইতে গিয়া স্বীকার করিয়াছ যাহা, তাহা তোমার নিজেরও বিস্ময়জনক এবং সৌভাগ্যসম্পদের পরাকাষ্ঠা ও তোমার সমস্ত ভূষণেরও ভূষণ ॥২১॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা-বিষয়ে মন্ত্রের সম্মতি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়। তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিক আর কেহ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্য-লক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥" (ভাঃ ৩।২।২১)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই; তিনি স্বীয়

পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণকাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপালগণ কর প্রভৃতি পূজোপহার সমর্পণপূর্ব্বক কোটী কোটী কিরীটসংঘট্ট দ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিতেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীঅর্জ্জুনের বাক্যেও পাই,—

"ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো-
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥" (গীঃ ১১।৪৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পঃ)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥" (ভাঃ ১।৩।২৮)

শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বহু হইতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥" (ভাঃ ১০।৬৯।২)

শ্রীকৃষ্ণ এক বিগ্রহে অবস্থিত থাকিয়াই এককালে পৃথক্ভাবে ষোড়শ সহস্র মন্দিরে ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন, কৃষ্ণচরিত এইরূপ অদ্ভুত।

শ্রীকৃষ্ণলীলার চমৎকারিতা যে সর্ব্বোপরি তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ (ভাঃ ৩।২।১২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপুঃ তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১০১-১০৩)

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণের গোকুল-লীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোম-লীলা, কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার-লীলা, মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, ব্রহ্ম-শিবাদি গুণাবতার-লীলা, পৃথু ব্যাসাদি আবেশাবতার-

লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি-লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্ত ক্রীড়াময় ভগবানের খেলা-সমূহের মধ্যে, তারতম্য-বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপুঃ, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ—নরলীলার সদৃশ কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মল-বিশিষ্ট নহে।

কৃষ্ণের মধুর রূপের এককণা গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা—এই ভুবনত্রয়কে, বা অন্তঃপুর গোলোকবৃন্দাবন, মধ্যমাবাস পরব্যোম ও বাহ্যাবাস দেবীধাম,—এই ত্রিভুবনকে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ এবং তত্তৎত্রিভুবনস্থ প্রাণিগণকে রূপমাধুরীতে আকর্ষণ করে।

পরব্যোমাদিতে বিশুদ্ধসত্ত্বপরিণতিরূপা চিচ্ছক্তি-যোগমায়ার অবস্থিতি নাই। সেই যোগমায়ার অপূর্ব্ব অসামান্য শক্তির কার্য্য দেখাইতে ভক্তগণের নিতান্ত গোপনীয় ও আদরণীয় বস্তুস্বরূপ নিত্যলীলা গোলোক হইতে প্রপঞ্চে প্রকট করিলেন" ॥২১॥

শ্রুতিঃ—নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যেঽনুভজন্তি ধীরাস্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥২২॥

অন্বয়ানুবাদ—[উক্ত বিষয়ে আর একটি মন্ত্র বলিতেছেন, যথা—] যঃ (যে শ্রীকৃষ্ণ) নিত্যানাং নিত্যঃ (যিনি নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য), চেতনানাম্ চেতনশ্চ (যিনি চেতনবস্তুসমূহের মধ্যে চেতন) একঃ বহূনাং কামান্ বিদধাতি (যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন) [যদি বল, তাঁহার উপাসক তো অনন্ত, কাহার কামনা তিনি পূরণ করিবেন? হাঁ, তাহা সত্য, তাহা হইলেও তিনি

এমনই শক্তিশালী যে, এক হইয়াও যেমন বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহার প্রেম যাঁহারা কামনা করিয়া থাকেন, সেই সকল ব্যক্তির কামনা তিনি পূরণ করেন] যে ধীরাঃ পীঠগং অনুভজন্তি (যে সকল ধীর ব্যক্তি উক্ত পীঠস্থিত তাঁহার একাগ্রচিত্তে ভজনা করেন) তেষাং শাশ্বতী সিদ্ধিঃ [ভবতি] (তাঁহাদেরই শাশ্বত সিদ্ধি হয়) ন ইতরেষাম্ (কিন্তু তদ্‌ভক্তিবিমুখদিগের সে নিত্যানন্দ লাভ হয় না) ॥২২॥

অনুবাদ—উক্তোপাসনায় আর একটি অনুরূপ মন্ত্র বলিতেছেন—তিনি নিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনবস্তুসমূহের মধ্যে চেতন, এক হইয়াও যিনি সকলের কামনা পূরণ করিয়া থাকেন, সেই সকল তাঁহার একান্ত ভক্তের নিত্যানন্দময়ী সিদ্ধি হইয়া থাকে, নতুবা তাঁহার বিমুখদিগের ঐ সিদ্ধি হয় না ॥২২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—মন্ত্রান্তরমাহ নিত্যো নিত্যানামিতি। নিত্যানাম্ ইব মধ্যে যো বস্তুতঃ নিত্যঃ তথা চেতনানাম্ ইব ব্রহ্মাদীনাং মধ্যে বস্তুতঃ চেতনঃ, তথা যঃ একঃ সন্ পঞ্চপদরূপেণ বহূনাং কামা বিদধাতি। পীঠগং যে অনুভজন্তি ধীরাঃ তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী অনপায়িনী নতু ইতরেষাম্ ইতি পূর্ব্ববৎ ॥২২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—উক্ত বিষয়ে অন্য মন্ত্রের সংবাদ দিতেছেন—নিত্যো নিত্যানামিত্যাদি শ্রুতিদ্বারা। যাবতীয় নিত্য বস্তুর মধ্যেও যিনি বাস্তব নিত্য, তথা চেতন তৎপ্রতীয়মানসমূহের মধ্যে যিনি বাস্তব চেতন, যথা ব্রহ্মাদি চেতনের মধ্যে যিনি বস্তুতঃ চেতন, এই প্রকার যিনি এক হইয়াও পঞ্চপদরূপে বহু ব্যক্তির কামনা পূরণ করিতেছেন। যে সকল ধীর পীঠস্থ তাঁহাকে আরাধনা করেন, তাঁহাদের অবিনশ্বর সিদ্ধি হয়, অভক্তের তাহা হয় না ইত্যাদি পূর্ব্বের মত জানিবে ॥২২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—এবং নিত্যো নিত্যানামিত্যাদি। তন্নিত্যত্বেনৈবান্যেষাং নিত্যত্বমিত্যর্থঃ। এবং চেতয়িতৃণাং জীবানাং চেতয়িতৃত্বমপি। তদুক্তং তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৪।৫) "সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমন্যদ্বস্তু রূপ্যতামি"তি। নম্বনন্তা এবোপাসকাস্তস্য ইতি তেষাং সঙ্কীর্ণত্বং স্যাত্তত্রাহ। একো বহূনামিতি। একোঽপি সন্নিতিবদেব কামান্ তৎপ্রেমময়ান্ তেষাং শাশ্বতী সিদ্ধিঃ স্যাৎ ত্বিতরেষাং নেতি পূর্ব্ববৎ। তথাচ ব্যাখ্যাতং বিশ্বেশ্বরভট্টৈঃ। যে ধীরা একাগ্রচিত্তা ভজন্তি তেষামেব শাশ্বতী নিত্যানন্দাত্মিকা সিদ্ধিরিয়ং নত্বিতরেষাং তদ্ভক্তিরহিতানাং অচক্ষুষামিব রূপদর্শনমিতি ॥২২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এবং নিত্যো নিত্যানাম্ ইত্যাদি মন্ত্রও উক্ত উপাসনার অনুরূপ আছে। তাঁহার নিত্যতা দ্বারাই অন্য সমস্ত বস্তু নিত্য—এই তাৎপর্য্য। এইপ্রকার চেতন জীবসমূহের চৈতন্য-সম্পাদক তিনি। এ কথা ভাগবতে আছে, যথা—"সর্ব্বেষামপি বস্তূনাংভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমন্যদ্বস্তু রূপ্যতাম্।" (ভাঃ ১০।১৪।৫৭) ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব-প্রসঙ্গে বলিতেছেন, হে ভগবন্! যাবতীয় বস্তুর কারণ,—প্রধান, ইহা নির্ণীত হইয়াছে, আপনি সেই কারণেরও কারণস্বরূপ। অতএব কৃষ্ণসম্বন্ধরহিত কি বস্তু আছে, তাহা নিরূপণ করিতে পারা যায় কি? এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই হইলে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসকতো অসংখ্য, তাহাতে তাহাদের সঙ্কীর্ণত্ব অর্থাৎ প্রভেদাভাব হইল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন, 'একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্' তিনি এক হইয়াও যেমন পঞ্চরূপে আছেন, সেই প্রকারই ভগবৎপ্রেমময়দিগের কামনা পূরণ করেন। 'তেষাং' তাহাদের শাশ্বতী নিত্যানন্দময়ী সিদ্ধি হয়, 'ইতরেষাং তু ন' কৃষ্ণবহির্ম্মুখদিগের সে আনন্দ হয় না। ইহা পূর্ব্বের মত জ্ঞাতব্য।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্ট সেইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যথা যাঁহারা ভগবদ্ বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যানন্দাত্মিকা এই সিদ্ধি। তদ্‌ভিন্নদিগের অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তিবিমুখ-দিগের সে সিদ্ধি হয় না, যেমন চক্ষুহীন ব্যক্তিদিগের রূপদর্শন ঘটে না। অতএব সকল জীবের ঐক্য বা সঙ্কর হইতে পারে না ॥২২॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় ব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণের নিকট মন্ত্রান্তর বলিতেছেন,—যিনি যাবতীয় নিত্য বস্তুর মধ্যেও বস্তুতঃ নিত্য; ব্রহ্মাদি সকল চেতনের মধ্যে যিনি বাস্তব চেতন এবং যিনি এক হইয়াও পঞ্চরূপে প্রকাশ পাইয়া অনেকের কামনা পূরণ করেন, তাঁহাকে পীঠস্থ লক্ষ্য করিয়া যে ধীর ব্যক্তিগণ একাগ্রমনে ভজন করেন, তাঁহাদের অবিনশ্বর সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল মানব কৃষ্ণভজনে পরাঙ্মুখ তাহারা সে প্রকার সিদ্ধিলাভ করে না। যাহাদের চক্ষু নাই, তাহারা যেমন রূপ দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ কৃষ্ণসম্বন্ধবিহীনের কোন মঙ্গল হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥
সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ ॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৫৬-৫৭)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পাই,—

"অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।"

(গীঃ ১১।৪০) ॥২২॥

শ্রুতিঃ—এতদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে,
নিত্যযুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামান্‌।
তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ
প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈব ॥২৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[এবিষয়ে আরও একটি মন্ত্র বলিতেছেন—] যে (যে সকল সাধক) এতৎ (এই যন্ত্রময় বা পীঠস্থিত) বিষ্ণোঃ পরমং পদং (গোবিন্দের পরম পদের) নিত্যযুক্তাঃ (সতত যত্নবান্‌ হইয়া) সংযজন্তে (সর্ব্বতোভাবে যথাবিধি আরাধনা করেন) ন কামান্‌ [সংযজন্তে] (কিন্তু নিজ ভোগের জন্য আরাধনা করেন না অর্থাৎ ভক্তীতর সকল কামনা ত্যাগ করেন) তেষাং (সেই সাধকোত্তমদিগের) অসৌ গোপরূপঃ (ঐ গোপালরূপী অথবা গোপবেশধারী পরমেশ্বর) প্রযত্নাৎ (যত্ন সহকারে সেই -উপাসনার ফলে) তদৈব (ভজনের অব্যবহিত সময়েই) আত্মপদং (বৈকুণ্ঠধাম অথবা স্বস্বরূপ) প্রকাশয়েৎ (প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকেন) ॥২৩॥

অনুবাদ—এবিষয়ে আরও একটি মন্ত্র আছে,—যে সকল সাধক-ব্যক্তি নিত্যযুক্ত হইয়া এই যন্ত্রাত্মক বিষ্ণুপদের উপাসনা করেন, কিন্তু নিজভোগ্য কোন কাম্যবস্তু কামনা করেন না, সেই উত্তম সাধক-গণের ঐ গোপালক শ্রীহরি অথবা গোপবেশধারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সেই একনিষ্ঠতার ফলে যত্ন সহকারে ঐরূপ উপাসনার অব্যবহিত পর সময়েই গোপালস্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকেন ॥২৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—মন্ত্রান্তরমাহ এতদ্বিষ্ণোরিতি। যে সাধকাঃ এতৎ যন্ত্রাত্মকং বিষ্ণোঃ পদং নিত্যযুক্তাঃ সততং প্রযত্নবন্তঃ সংযজন্তে সম্যগারাধয়ন্তি ন তু কামান্‌ কাময়ন্তে। তেষাং সাধকোত্তমানাম্‌ অসৌ গোপালকরূপঃ গোপবেশো বা প্রযত্নাৎ আত্মপদং

স্বরূপং তদা এব ভজনাব্যবহিতসময়ে এব প্রকাশয়েৎ প্রত্যক্ষং দর্শয়েৎ ॥২৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এতদ্ বিষ্ণোঃ ইত্যাদি আর একটি মন্ত্র বলিতেছেন যে—যে সকল সাধক, এতৎ—এই মন্ত্রাত্মক, বিষ্ণোঃ পদং—বিষ্ণুস্বরূপ, নিত্যযুক্তাঃ—সর্ব্বদা যত্ন লইয়া—একনিষ্ঠ হইয়া সম্যক্‌রূপে আরাধনা করেন, কিন্তু কোনও কাম্যবস্তু কামনা করেন না, সেই উত্তম সাধকদিগের ঐ গোপালকরূপী অথবা গোপবেশধারী শ্রীহরি সাধনার ফলে নিজস্বরূপ তখনই অর্থাৎ ভজনের অব্যবহিত সময়েই প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকেন ॥২৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—এতৎ পূর্ব্বোক্তং পীঠরূপং সংযজন্তে যথোক্তমুপাসতে ন তু কামান্ কাময়ন্তে ইতি শেষঃ। ন কামাদিতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ। ততোঽন্যত্র কামনাশূন্যতয়েত্যর্থঃ। আত্মপদং নিত্যস্বস্থানম্ ॥২৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এতৎ—এই পূর্ব্ববর্ণিত পীঠকে অথবা পীঠস্বরূপ শ্রীহরিকে, যথোক্তবিধানে উপাসনা করেন কিন্তু কাম্যবস্তু কামনা করেন না, কাময়ন্তে ক্রিয়াপদটি এই 'কামান্' এই বাক্যে পূরণ করিতে হইবে। কোনো কোনও পুস্তকে 'কামান্' স্থলে 'কামাৎ' এই পাঠ আছে ; ইহার অর্থ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যবিষয়ে কামনাশূন্য হওয়ায়। আত্মপদং অর্থাৎ নিত্য স্বকীয় ধাম বা নিত্যলীলাস্থান প্রদর্শন করান ॥২৩॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মা পুনরায় সনকাদি মুনিগণকে মন্ত্রান্তর বলিতেছেন। যে ব্যক্তি যত্নসহকারে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উল্লিখিত মন্ত্রাত্মক গোপালপদের সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের ভজনের অব্যবহিত কালেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যত্নপূর্ব্বক ভজনকারী সেই

সাধকোত্তমকে আপন গোপালরূপ অথবা গোপবেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেইজন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৫ম)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ" (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯) ॥২৩॥

শ্রুতিঃ—যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বিদ্যাস্তস্মৈ গোপায়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমনুব্রজেত ॥২৪॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (যে পরমেশ্বর) পূর্ব্বং (সৃষ্টিসময়ে) ব্রহ্মাণং (বিরিঞ্চিকে) বিদধাতি (সৃষ্টি করিয়া থাকেন) যঃ (যে পরমেশ্বর) তস্মৈ (সেই ব্রহ্মাকে) বিদ্যাঃ (বেদশাস্ত্রসমূহ) গোপায়তিস্ম (প্রলয় সাগরের জলে নিমজ্জমান বেদগুলিকে মৎস্যমূর্ত্তিতে ও হয়গ্রীবাদি মূর্ত্তিতে উদ্ধার করিয়া উপদেশ করিয়াছেন) তং দেবং (সেই পরমদেব) আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং (স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরকে) মুমুক্ষুঃ বৈ (মুক্তিকামী ব্যক্তি নিশ্চিত) শরণম্ অনুব্রজেত (শরণ লইবে) ॥২৪॥

অনুবাদ—মুক্তিকামী ব্যক্তির তিনিই একমাত্র শরণ। যেহেতু মোক্ষদাতৃত্ব তাঁহারই, শ্রুত হয়। ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন—যে

পরমেশ্বর সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মাকে প্রথমে সৃষ্টি করিলেন এবং যে শ্রীকৃষ্ণ প্রলয়সাগরে মগ্ন বেদশাস্ত্রগুলি মৎস্য-হয়গ্রীবাদি মূর্ত্তিতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মাকে উহা উপদেশ করিলেন, কিংবা রক্ষা করিলেন, সেই পরমদেব স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে মুক্তিকামী ব্যক্তি নিশ্চিত শরণ লইবে ॥২৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—নন্থ তৎপ্রকাশে সতি কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য মুমুক্ষু-শরণোক্ত্যৈব তস্য মোক্ষপ্রদত্বমাহ যো ব্রহ্মাণমিতি। যঃ পরমেশ্বরঃ পূর্ব্বং সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মাণং বিদধাতি রচয়তি, যঃ কৃষ্ণঃ তস্মৈ তদর্থং বিদ্যাঃ বেদান্ প্রলয়পয়োধিজলে মগ্নান্ মৎস্যহয়গ্রীবাদিরূপেণ গোপায়তি তস্মৈ উপদিশতি বা। তং দেবং দ্যোতনাত্মকং আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং স্বপ্রকাশং মুমুক্ষুঃ মোক্ষার্থী শরণমনুব্রজেৎ ॥২৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তিনি ভক্তগণের নিকট প্রত্যক্ষ হইলে কি হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে তাঁহার মোক্ষদাতৃত্ব নিবন্ধন মুমুক্ষুদিগের তিনি একমাত্র আশ্রয়ণীয়—এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন, যঃ—যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বং—সৃষ্টিকালে, ব্রহ্মাণং—ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, যঃ তস্মৈ—যে শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রহ্মার সৃষ্টি-সামর্থ্যের জন্য বেদগুলি—যাহা প্রলয়কালীন সমুদ্রজলে নিমগ্ন হওয়ায় মৎস্য-হয়গ্রীবাদি মূর্ত্তিতে রক্ষা করিয়াছেন অথবা ব্রহ্মাকে ঐ সকল বেদ উপদেশ করিয়াছেন, সেই দেব অর্থাৎ সকল বস্তুর চৈতন্যশক্তি-বিধায়ক স্ব-প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণকে মুক্তিকামী ব্যক্তি শরণ লইবে ॥২৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র সাধকতমত্বেন তৎকৃপৈবোপন্যস্তেতদিতি দর্শয়ংস্তস্য তদ্রূপত্বেন নিত্যাবস্থায়িত্বমপি দর্শয়তি যো ব্রহ্মাণমিতি। বিদ্যাঃ বক্ষ্যমাণরীত্যা অষ্টাদশার্ণাদ্যাঃ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং আত্মন এব সকাশাৎ বুদ্ধেঃ সর্ব্বস্যাপি জ্ঞানস্য প্রকাশো যস্য তং শাস্ত্রযোনিমিত্যর্থঃ ॥২৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—সে-বিষয়ে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ প্রকাশের প্রধান কারণ তাঁহার কৃপাই, তাহারই উপন্যাস বা উল্লেখ করা উচিত ইহা দেখাইয়া তিনি সেই কৃপাপূর্ণরূপে নিত্য অবস্থিত, ইহাই বলিতেছেন—যো ব্রহ্মাণম্ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। বিদ্যাঃ—অষ্টাদশাক্ষর (ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) ইত্যাদি মন্ত্র পরে কথিত রীতি-অনুসারে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছেন। 'আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং' যাঁহার নিজ হইতেই সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে অর্থাৎ যিনি স্ব-প্রকাশ বা শাস্ত্রযোনি তাঁহাকে মুমুক্ষু ব্যক্তি শরণ লইবে ॥২৪॥

তত্ত্বকণা—গোপালবেশরূপী পরব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিলে সাধকের কি ফল লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন—তিনি মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের আশ্রয় অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাই প্রতিপাদনমুখে ব্রহ্মা মুনিগণকে বলিতেছেন,—হে বৎসগণ, যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং হয়গ্রীব ও মৎস্যরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন গোপালবিদ্যাত্মক বেদগণকে উদ্ধার করতঃ ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই স্ব-প্রকাশস্বরূপ কৃষ্ণদেবকে মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ আশ্রয় করিবেন। অর্থাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই মুমুক্ষুরা মুক্তিলাভ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও আশ্রয়ে মুক্তিলাভ হয় না। দেবগণ মুচুকুন্দকে বলিয়াছিলেন—

"বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥" (ভাঃ ১০।৫১।২০)

শিবও ঘণ্টাকর্ণকে বলিয়াছেন,—

"মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।"

শ্রীশ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলেন,—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বেঃ ৩।৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং-পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্ ॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৫৮)

শ্রীগীতায়ও পাওয়া যায়,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" (গীঃ ৭।১৪)

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

"যে করয়ে বন্দী, ছাড়য় সেই সে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়ামুক্তি হয় ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১৩১) ॥২৪॥

শ্রু[illegible]ঃ—ওঙ্কারেণান্তরিতং যে জপন্তি—
গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুম্।
তেষামসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং
তস্মাৎ মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্যশান্ত্যৈ॥২৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর অষ্টাদশাক্ষর যাহা পাঁচটি পদঘটিত ক্লীং কৃষ্ণায়েত্যাদি মন্ত্র উহা অন্যমন্ত্রের মূল—ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে প্রণবপুটিত পঞ্চপদ মন্ত্রের উপাসনাফল দেখাইতেছেন—]

যে (যাঁহারা) ওঙ্কারেণ (প্রণব দ্বারা) অন্তরিতং পঞ্চপদং (আবৃত অর্থাৎ প্রণবপুটিত ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ—এই পঞ্চপদ মন্ত্র) জপন্তি (জপ করেন) তেষাম্ অসৌ (সেই জপকারীদিগের সমক্ষে ঐ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ) আত্মরূপং দর্শয়েৎ (নিজস্বরূপ দেখাইয়া থাকেন) তস্মাৎ (সেইহেতু) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিকামী ব্যক্তি) নিত্যশান্ত্যৈ (সাংসারিক সর্ব্ববিধ অনর্থের নিবৃত্তির দ্বারা নিত্য তাদৃশ শান্তির জন্য) অভ্যসেৎ (গোবিন্দ-মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ করিবেন) ॥২৫॥

অনুবাদ—অতঃপর এই পঞ্চপদ-সমন্বিত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র হইতেই অন্য মন্ত্রের উদ্ভব, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে প্রণবপুটিত অর্থাৎ পঞ্চপদ মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব যোজনা করিয়া জপের ফল বলিতেছেন—যে সকল সাধক গোবিন্দের পঞ্চপদাত্মক মন্ত্র প্রণব দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহা-দিগকে নিজস্বরূপ দেখাইয়া থাকেন। অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তি সংসার-মুক্তি কামনায় ও নিত্য শান্তি লাভের নিমিত্ত গোবিন্দ-মন্ত্র পুনঃ পুনঃ নিরন্তর জপ করিবেন ॥২৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—পঞ্চপদমন্ত্রস্য মন্ত্রান্তরমূলত্বং বিবক্ষুঃ প্রণবপুটিতং পঞ্চপদরসনফলমাহ ওঙ্কারেণান্তরিতমিতি। ওঙ্কারেণ অন্তরিতং পুটিতং গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুং মন্ত্রং যে জপন্তি তেষাম্ অসৌ গোবিন্দঃ আত্মস্বরূপং দর্শয়েৎ। তস্মাৎ কারণাৎ মুমুক্ষুঃ পুরুষঃ নিত্যশান্ত্যৈ সংসারানর্থশান্ত্যৈ গোবিন্দ-মন্ত্রং অভ্যসেৎ পুন পুনর্জপেৎ ॥২৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—পঞ্চপদাত্মক উক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র অন্য মন্ত্রের মূল—ইহা বলিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রণবপুটিত (আদ্যন্তে প্রণবযুক্ত) কৃষ্ণমন্ত্র জপের ফল বলিতেছেন—'ওঙ্কারেণান্ত-

রিতম্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। ওঙ্কারেণ—প্রণবদ্বারা, অন্তরিত—বেষ্টিত বা পুটিত গোবিন্দের পঞ্চপদাত্মক মন্ত্র যাঁহারা জপ করেন, তাঁহাদিগকে গোবিন্দ আত্মস্বরূপ দেখাইয়া থাকেন। সে-কারণ মুক্তিকামী পুরুষ, সংসাররূপ দুঃখ নিবারণার্থ গোবিন্দ-মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ করিবেন ॥২৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তস্যৈব মন্ত্রস্য প্রণবসম্বন্ধেন জপমাত্রাৎ পূর্ব্বোক্ত সম্যগ্ যজনমভিব্যঞ্জয়তি ওঙ্কারেণান্তরিতমিতি। তেন সম্পুটিতমিত্যর্থঃ। তেষামিতি তান্ প্রতীত্যর্থঃ। তস্যৈবেতি পাঠে তেষাং মধ্যে কস্যচিন্মতে ব্রহ্মাদিতুল্যস্যৈবেতি নিয়ম ইত্যর্থঃ। মুমুক্ষুঃ সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যক্তুমিচ্ছুঃ। অভ্যসেৎ তন্মন্ত্রমাবর্ত্তয়েৎ নিত্যশান্ত্যৈ সর্ব্বোপদ্রব-রহিতনিত্যতাদৃশসুখায়েত্যর্থঃ ॥২৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—সেই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে আদ্যন্তে প্রণবসংযোগকরতঃ তাঁহার জপমাত্রেই পূর্ব্বোক্ত সম্যক্ যজন নিষ্পন্ন হইবে, ইহা ওঙ্কারেণান্তরিতমিত্যাদি বাক্যে অভিব্যক্ত করিতেছেন। 'ওঙ্কারেণান্তরিতম্' অর্থাৎ ওঙ্কার-পুটিত। তেষাম্ অর্থাৎ তাহাদের সমক্ষে। কোনও গ্রন্থে 'তস্যৈব' এইরূপ পাঠ আছে তাহার অর্থ তাহাদিগের মধ্যে কাহারও মতে ব্রহ্মাদি তুল্যেরই ঐ দর্শন হয়—এইরূপ নিয়ম। মুমুক্ষুঃ—এক কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে যিনি অভিলাষী। অভ্যসেৎ—সেই মন্ত্র বার বার আবৃত্তি করিবেন। নিত্যশান্ত্যৈ—সকল প্রকার উপদ্রবহীন সেই নিত্যানন্দ লাভের জন্য—এই অর্থ ॥২৫॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপদযুক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই সকল মন্ত্রের মূল—ইহা জানাইবার অভিপ্রায়ে প্রণবপুটিত অর্থাৎ আদি ও অন্তে প্রণব (ওঁ) যোজনা করিয়া পঞ্চপদ মন্ত্রের উপাসনার ফল

বলিতেছেন—যে সকল সাধক পঞ্চপদাত্মক প্রণবপুটিত অষ্টাদশাক্ষর গোবিন্দ মন্ত্রকে জপ করিয়া থাকেন। গোবিন্দদেব সেই সাধককে নিজ গোপাল-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা মোক্ষার্থী অথবা কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত ইতর কামনা পরিত্যাগে অভিলাষী তাঁহারা সংসাররূপ অনর্থ শান্তির নিমিত্ত বা সর্ব্বোপদ্রবরহিত নিত্যানন্দ লাভের জন্য সেই গোবিন্দ-মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" (ভাঃ ২।৩।১০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ) ॥২৫॥

শ্রুতিঃ—এতস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্
গোবিন্দস্য মনবো মানবানাম্।
দশার্ণাদ্যাস্তেঽপি সঙ্ক্রন্দনাদ্যৈ-
রভ্যস্যন্তে ভূতিকামৈর্যথাবৎ ॥২৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই পঞ্চপদ মন্ত্র হইতে অন্য সব মন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে] এতস্মাৎ ('ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' এই পঞ্চপদ মন্ত্র হইতে) অন্যে (অপর সব) গোবিন্দস্য মনবঃ (শ্রীগোবিন্দের মন্ত্রগুলি) দশার্ণাদ্যাঃ (দশাক্ষর প্রভৃতি) মানবানাং অভূবন্ (সনক প্রভৃতি মুনিগণের স্ফুরিত হইয়াছে) তেঽপি (সেই মন্ত্রগুলিও) ভূতিকামৈঃ (ঐশ্বর্য্যাভিলাষী) সঙ্ক্রন্দনাদ্যৈঃ

(ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কর্তৃক) যথাবৎ (বিধি-অনুসারে) অভ্যস্তন্তে (মুহুর্মুহুঃ আবৃত্তি হইয়া থাকে) ॥২৬॥

অনুবাদ—সেই এই পঞ্চপদ মন্ত্রই সকল গোপাল-মন্ত্রের বীজ। ইহাই এই শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইতেছে। এই পঞ্চপদ মন্ত্র হইতে অন্য দশাক্ষর প্রভৃতি গোবিন্দের মন্ত্রগুলি সনক প্রভৃতি মুনিগণের নিকট স্ফুরিত হইয়াছিল। আবার সেইগুলিও ঐশ্বর্য্যকামী ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, সনকাদি মুক্তিকামিগণ এবং ভক্তিকামী নারদাদি কর্ত্তৃক বিধিবিহিত উপায়ে অভ্যস্ত হইয়া থাকে ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এতস্মাদন্যে মন্ত্রা বভূবুরিত্যাহ। এতস্মাৎ পঞ্চপদমন্ত্রাৎ অন্যে দশাক্ষরাদ্যাঃ গোবিন্দস্য মনবঃ মানবানাং সনকাদীনাং স্ফুরিতাঃ বভূবুঃ। তেঽপি সঙ্ক্রন্দনাদ্যৈঃ। 'সঙ্ক্রন্দন ইন্দ্রঃ সঙ্ক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতধা সেনাম্ অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ।' ইতি শ্রুতেঃ। 'সঙ্ক্রন্দনো দুশ্চ্যবনঃ' ইত্যমরকোষাচ্চ, তৎপ্রমুখৈঃ ভূতিকামৈঃ যথাবৎ বিধ্যুক্তপ্রকারেণ অভ্যস্তন্তে ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এই পঞ্চপদ মন্ত্র হইতে অন্য সকল মন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে—ইহাই এই শ্রুতি বলিতেছেন। এতস্মাৎ—এই পঞ্চপদ মন্ত্র হইতে, অন্য দশাক্ষরপ্রভৃতি গোবিন্দের মন্ত্রগুলি সনকপ্রভৃতি মানবগণের কাছে প্রতিভাত হইয়াছে। সেইগুলিও সংক্রন্দন অর্থাৎ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছে, এখানে সংক্রন্দন শব্দের অর্থ ইন্দ্র। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—'সংক্রন্দনোঽনিমিষ-একবীরঃ শতধা সেনাম্ অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ' সংক্রন্দন নামক এক অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্র নিমেষশূন্য হইয়া শতপ্রকারে শত্রুসৈন্য জয় করিয়াছিলেন, অমরকোষ হইতেও পাওয়া যায়, যথা—'সংক্রন্দনো দুশ্চ্যবনঃ' সেই সংক্রন্দনপ্রমুখ দেবগণ

কর্ত্তৃক ঐশ্বর্য্যকামনায়, যথাবৎ বিধিবাক্যোক্তপ্রকারে উক্ত মন্ত্রগুলি আবৃত্ত হইয়াছে ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তস্যৈব মন্ত্রস্য সর্ব্বতন্মন্ত্রবীজত্বমাহ এতস্মাদিতি। মানবানাং নানাবাসনজীবানাং কৃতে অভূবন্ সনকাদিষু প্রাদুর্ভূতাঃ ভূতিকামৈরপীত্যন্বয়ঃ। তত্র সঙ্ক্রন্দনাদ্যৈর্ভূতিকামৈঃ সনকাদ্যৈর্মুক্তিকামৈঃ শ্রীনারদাদ্যৈর্ভক্তিকামৈরিতি তন্ত্রানুসারেণ জ্ঞেয়ম্ ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—সেই পঞ্চপদ মন্ত্রই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রের বীজ অর্থাৎ মূল; ইহা 'এতস্মাদন্যে' ইত্যাদি শ্রুতি বলিতেছেন। মানবানাং—নানাবিধ বাসনাসম্পন্ন জীবদিগের জন্য সনকাদি মুনিগণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যকামীরাও তাহা অভ্যাস করিয়া থাকেন, 'ভূতিকামৈঃ' পদের অন্বয় নিম্নোক্তপ্রকার জ্ঞাতব্য, তন্মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবগণ ভূতিকামী হইয়া, সনকাদি মুক্তিকামী হইয়া, শ্রীনারদাদি ভক্তিকামী হইয়া এইরূপ একটি 'ভূতিকামৈঃ' পদের তন্ত্রতানুসারে সর্ব্বত্র অন্বয় জ্ঞাতব্য। 'একস্য সর্ব্বত্র সম্বন্ধস্তন্ত্রতা' একটি পদের বহুস্থানে যোজনার নাম তন্ত্রতা ॥২৬॥

তত্ত্বকণা—এইরূপে পঞ্চপদাত্মক মন্ত্র হইতে দশাক্ষর প্রভৃতি অন্য মন্ত্রসমূহ সনকাদি মুনিগণের নিকট স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। ঐশ্বর্য্যকামী ইন্দ্রাদি দেবগণ, মুক্তিকামী সনকাদি মুনিগণ এবং ভক্তিকামী শ্রীনারদাদি ভক্তগণ সেই মন্ত্রের যথাবিধি উপাসনা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তাংস্তান্ কামান্ হরির্দদ্যাৎ যান্ যান্ কাময়তে জনঃ।
আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ ॥"

(ভাঃ ৪।১৩।৩৪)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥" (গীঃ ৪।১১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে ।
তারে সে সে ভাবে ভজি, এ মোর স্বভাবে ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৪।২১)

আরও—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে ।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৯০) ॥২৬॥

**শ্রুতিঃ—যদেতস্য স্বরূপার্থং বাচা বেদয়ন্তি তে পপ্রচ্ছুঃ,
তদু হোবাচ ব্রহ্মসবনং চরতো মে
ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত
গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভুব ॥২৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—[ইহার হেতু বলিতেছেন—] যৎ (যেহেতু) [সেই মন্ত্রসকল] এতস্য (এই শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপার্থং (স্বরূপভূত অর্থ—যাহা সমস্ত পুরুষার্থ-বাচক) বাচা (শব্দ দ্বারা) বেদয়ন্তি (জ্ঞাপন করিতেছে) [ইহা শুনিয়া] তে (সেই সনকাদি মুনিগণ) পপ্রচ্ছুঃ (পঞ্চপদ-স্বরূপ জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করিলেন) তদ্-উ-হ উবাচ (ব্রহ্মাও সেই পঞ্চপদ-স্বরূপ বলিলেন) হ (এইরূপ প্রসিদ্ধ) ব্রহ্মসবনং (ব্রহ্মার জীবিতকাল—দ্বিপরার্দ্ধের প্রথমভাগে) চরতঃ মে ধ্যাতঃ (যখন আমি বর্ত্তমান, তখন আমি পরমেশ্বরকে ধ্যান করিলাম)

স্তুতঃ (স্তব করিলে, সেই ধ্যাত ও স্তুত পরমেশ্বর) পরার্দ্ধান্তে (ব্রহ্মার জীবিতকালের দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থাৎ নিশাবসানে) সঃ অবুধ্যত (তিনি যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন) গোপবেশঃ (গোপালের বেশ ধরিয়া) মে পুরস্তাৎ আবির্বভূব (আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন) ॥২৭॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা যখন বলিলেন যে, সেই সমস্ত পঞ্চপদ মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপকে শব্দ দ্বারা বুঝাইয়া দেয়। তখন সেই সনকাদি মুনিগণ তাহা শুনিয়া সর্ব্বপুরুষার্থ-সাধক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যাহা শব্দ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থাকে, সেই পঞ্চপদ মন্ত্র কি কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রসিদ্ধি আছে,—ব্রহ্মা সেই পঞ্চপদ মন্ত্রের স্বরূপ বলিয়াছিলেন। তাহা এই,—ব্রহ্মা বলিলেন, আমি আমার পরমায়ুঃ দ্বিপরার্দ্ধকালের প্রথমভাগে যখন বর্ত্তমান তখন তাঁহাকে ধ্যান করি ও স্তব করি, দ্বিতীয়পরার্দ্ধে অর্থাৎ নিশাকাল অতীত হইলে গোপবেশ ধরিয়া তিনি যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন এবং সেই পরমপুরুষ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ॥২৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অত্র হেতুমাহ যদেতস্যেতি। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ তে মন্ত্রাঃ, এতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপভূতম্ অর্থং সর্ব্বপুরুষার্থ-সাধকং বাচা বেদয়ন্তি। তে মুনয়ঃ পঞ্চপদমন্ত্রস্বরূপং জিজ্ঞাসবঃ পপ্রচ্ছুঃ। তদুহেতি। তৎ পঞ্চপদস্বরূপম্ উ অপি হ কিল ব্রহ্মা উবাচ। কিম্। ব্রহ্মসবনং ব্রহ্মণঃ সবনং প্রথমপরার্দ্ধং চরতঃ বর্ত্তমানস্য মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরমেশ্বরঃ পরার্দ্ধান্তে রাত্র্যন্তে সঃ গোপবেশঃ অবুধ্যত যোগনিদ্রাতঃ উত্থিতঃ তথা মে পুরস্তাৎ আবির্বভূব পুরুষঃ ॥২৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—কেন যে ঐ পঞ্চপদ মন্ত্র অন্য সকল মন্ত্রের উদ্ভবক্ষেত্র সে-বিষয়ে হেতু এই যে—এই পঞ্চপদ মন্ত্রগুলি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত অর্থ শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে। যৎ—যেহেতু, সেই

মন্ত্রগুলি এই শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপভূত অর্থ বুঝাইতেছে, সেই স্বরূপটি হইতেছে সাধকের সমস্ত পুরুষার্থ-সাধক, যাহা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতেছে। তে পপ্রচ্ছুঃ—এইখানে 'পঞ্চপদস্বরূপম্' এই পদটি উহ্য আছে অর্থাৎ না থাকিলেও উহা লইতে হইবে অর্থাৎ পঞ্চপদমন্ত্র-স্বরূপ কি? তাহা মুনিগণ প্রশ্ন করিলেন। তদুহ ইত্যাদির অর্থ, তৎ—সেই পঞ্চপদস্বরূপ, উ ও হ—প্রসিদ্ধি আছে, তাহা ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন। উ—তাহাও, হ—প্রসিদ্ধি, ব্রহ্মা বলিলেন, কি বলিলেন? ব্রহ্মসবনং—অর্থাৎ ব্রহ্মার যে সবন—পরমায়ুঃ প্রথমপরার্দ্ধ-পরিমিত বৎসরে তাঁহার অনুবর্ত্তনকারী আমা কর্ত্তৃক ধ্যাত ও স্তুত পরমেশ্বর দ্বিতীয়-পরার্দ্ধের শেষে অর্থাৎ ব্রহ্মার নিশাবসানে ভগবান্ গোপবেশে যোগ-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন এবং আমার সম্মুখে সেই স্বরূপে আবির্ভূত হইলেন ॥২৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র হেতুঃ। যদেতস্য স্বরূপার্থং বাচা বেদয়ন্তীতি যৎ যস্মাচ্চ কারণাৎ তে মন্ত্রা অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপভূতমর্থম্। স্বরূপমেব সর্ব্বপুরুষার্থসাধকম্। যদ্বাচা বেদয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি ॥

তে পপ্রচ্ছুরিত্যত্র পঞ্চপদস্বরূপমিতি শেষঃ ॥
তদুহেতি। তৎ পঞ্চপদস্বরূপমপি হ কিল ব্রহ্মা উবাচ ॥

কিং? ব্রহ্মসবনং ব্রহ্মণঃ সময়ং প্রথমপরার্দ্ধং তমনুবর্ত্তমানস্য মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরমঃ পরমেশ্বরঃ, পরার্দ্ধান্তে স গোপালঃ অবুধ্যত। তথাভূতে ময়ি অবধানং কৃতবান্। ততশ্চ গোপবেশ এব সন্ মে পুরস্তাদাবির্বভূব। কেষাঞ্চিৎ পাঠান্তরে তদিদং ব্যাখ্যেয়ম্। হ তে মুনয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ তত্তদেব ব্রাহ্মণোঽস্ফুটমুবাচেত্যন্বয়ঃ। যদিতি কিং? তদাহ। এতস্যাষ্টাদশার্ণস্য স্বরূপস্থিতো যোঽর্থস্তত্তদ্বস্তূৎপাদিকা

শক্তিস্তং বাচা নিগদেনৈবাবেদয়তি। কিমুবাচ তদাহ অনবরত-মিতি। শিষ্টমন্যৎ সমানম্ ॥২৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এ-বিষয়ে অর্থাৎ অন্য সকল শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র যে ঐ পঞ্চপদ মন্ত্র হইতে উদ্ভূত, তাহার কারণ এই—যদেতস্য স্বরূপার্থং বাচা বেদয়ন্তি ইতি—যৎ যে কারণে, সেই মন্ত্রগুলি এই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত অর্থকে অর্থাৎ স্বরূপই সমস্ত পুরুষার্থের সাধক, যাহা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতেছে। 'তে পপ্রচ্ছু:' এই বাক্যে 'পঞ্চপদস্বরূপম্' এই পদটি যোজনীয়। তদুহ ইত্যাদির অর্থ—তৎ—সেই পঞ্চপদস্বরূপও ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। কি বলিয়াছিলেন? ব্রহ্মসবনং ব্রহ্মার জীবিতকাল দ্বিপরার্দ্ধের প্রথম পরার্দ্ধ, তমনুবর্ত্তমানস্য—অর্থাৎ যখন আমি সেই প্রথম পরার্দ্ধে আছি, সেই সময় আমা কর্ত্তৃক ধ্যাত এবং স্তুত পরমেশ্বর দ্বিতীয় পরার্দ্ধের অবসান হইলে অর্থাৎ ব্রাহ্মী নিশার অবসানে তিনি গোপালবেশে জাগিলেন, অর্থাৎ ধ্যানকারী আমাতে মনোযোগ দিলেন। তাহার পর গোপবেশ লইয়াই আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। কোনো কোনও গ্রন্থে 'কাহাদের' এই পাঠ আছে—তাহা এইরূপ ব্যাখ্যা করণীয়, সেই পাঠান্তর যথা—'হ তে মুনয়ঃ পপ্রচ্ছু:' তত্তদেব ব্রাহ্মণোঽস্ফুটমুবাচ—এইরূপ অন্বয়। যদিতি—যে, কি? তাহা বলিতেছেন, এতস্য—এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের স্বরূপেস্থিত যে অর্থ, অর্থাৎ সেই সেই বস্তুর উৎপাদিকা শক্তি, সেই স্বরূপস্থিত অর্থকে বাচা অর্থাৎ সেই কথায় উল্লেখ করিয়াই বলিলেন, কি বলিলেন? তাহা বলিতেছেন—'অনবরতমিতি' অবশিষ্ট অংশ উভয়পাঠে সমান ॥২৭॥

তত্ত্বকণা—যে কারণে উল্লিখিত মন্ত্রসকল পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-সাধক অর্থকে বাক্য দ্বারা বোধ

করায়, সেইহেতু সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে পঞ্চপদ মন্ত্রের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলাসন ব্রহ্মাও তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পঞ্চপদ মন্ত্রের স্বরূপ বলিতেছেন,—তিনি বলিলেন—বৎসগণ! শ্রবণ কর, আমি যখন আমার জীবিতকালের প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান তখন আমি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও স্তব করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মীনিশার অবসান হইলে তিনি আমার মনের মধ্যে থাকিয়া সেই গোপবেশধারী পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সেই রূপেই আমার অগ্রে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"পুংসাং স্বকামায় বিবিক্তমার্গৈ-
রভ্যর্চ্চতাং কামদুঘাঙ্‌ঘ্রিপদ্মম্।
প্রদর্শয়ন্তং কৃপয়া নখেন্দু-
ময়ূখভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রম্॥" (ভাঃ ৩।৮।২৬)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—"বিবিক্তৈর্জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রত্বেন শুদ্ধৈর্ম্মার্গৈর্বৈধ-রাগাদিভির্দ্দাস্যসখ্যাদিভাবমার্গৈর্ব্বা কামদুঘং সেবোপযোগিমনোরথপূরকমঙ্‌ঘ্রিপদ্মং সহস্রপাদপদ্মানাং মধ্য এব একং কিঞ্চিৎ উন্নময্য প্রদর্শয়ন্তং তত্র পাদপদ্মমিত্যুত্তরশ্লোকে মুখেনেত্যেকবচনলিঙ্গেন ভঙ্গ্যাত্রৈব প্রস্তাবে পুংসামিত্যাদি শ্লোকত্রয্যা শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শনমেব ব্রহ্মণে দর্শিতং "তদুহোবাচ—ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাৎ আবির্ব্বভূবেতি গোপালতাপনী শ্রুতের্ব্রহ্মসংহিতাকথা-দৃষ্টেশ্চেতি। তস্যৈব মদনগোপালস্বরূপস্য ত্রিভঙ্গমূর্ত্তে র্ব্যত্যস্তপাদস্য দক্ষিণচরণপদ্মোন্নমনদৃষ্টেরিতি কেচিদাহুঃ" ॥২৭॥

শ্রুতিঃ—ততঃ প্রণতো ময়াঽনুকূলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্ত্বা অন্তর্হিতঃ পুনঃ সিসৃক্ষতো মে প্রাদুরভূৎ। তেষ্বক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রকাশয়ন্ তদিহ ককারাদাপো লকারাৎ পৃথিবী ঈতোঽগ্নির্বিন্দোরিন্দুস্তৎসম্পাতাৎ তদর্ক ইতি ক্লীঙ্কারাদসৃজম্। কৃষ্ণায়পদাদাকাশং খাদ্বায়ুরিত্যু-ত্তরাৎ সুরভিং বিদ্যাং প্রাদুরকার্ষম্। তদুত্তরাৎ স্ত্রী-পুংসাদি চেদং সকলমিদং সকলমিতি ॥২৮॥

অন্বয়ানুবাদ—ততঃ (তিনি আবির্ভূত হইলে) ময়া (আমি—ব্রহ্মা) অনুকূলেন (ভক্তিপ্রবণ) হৃদা (মনে) প্রণতঃ (তাঁহাকে প্রণাম করিলাম) [পরে] মহ্যম্ অষ্টদশার্ণং (তিনি আমাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র) [স্বস্য] স্বরূপভূতং (যাহা নিজের স্বরূপভূত, তাহা) সৃষ্টয়ে (জগৎসৃষ্টির জন্য) দত্ত্বা (দিয়া) অন্তর্হিতঃ (পরমেশ্বর তিরোহিত হইলেন) পুনঃ (আবার) সিসৃক্ষতঃ (আমি সৃষ্টির অভিপ্রায় করিলে, তিনি) মে প্রাদুরভূৎ (আমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন) [কি ভাবে ?] তেষু অক্ষরেষু (সেই অষ্টাদশ অক্ষর-মধ্যে) ভবিষ্যজ্ জগদ্রূপং (ভাবি জগৎ) প্রকাশয়ন্ (আমার মনোগোচর করিয়া) তদ্ (সেই জগৎস্বরূপ প্রদর্শিত হইলে) ইহ (এই অষ্টা-দশাক্ষর মন্ত্র-মধ্যে) ককারাৎ (ক্লীঁ মন্ত্রের অন্তর্গত ককার হইতে) আপঃ (জল সৃষ্টি করিলাম) লাৎ পৃথিবী (লকার হইতে ভূমি) ঈতোঽগ্নিঃ (ঈকার হইতে তেজঃ) বিন্দোঃ ইন্দুঃ (অনুস্বার হইতে চন্দ্রমা) তৎসম্পাতাৎ (ককার প্রভৃতির সংশ্লিষ্টরূপ ক্লীং বীজ হইতে) তদর্কঃ ইতি (সেই জগৎ কারণ সূর্য্য সৃষ্টি করিলাম) কৃষ্ণায়পদাৎ আকাশম্ (কৃষ্ণায় পদ হইতে অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষর পঞ্চপদের অন্তর্গত 'কৃষ্ণায়' ইহা হইতে আকাশ সৃষ্টি করিলাম) খাদ্বায়ুঃ

(চিদাকাশ হইতে শব্দরাশির জ্ঞানের জন্য 'গোবিন্দায়' এই পদ হইতে বায়ু সৃষ্টি করিলাম। পরে তৎপরবর্ত্তী দুই পদ 'গোপীজন-বল্লভায়' ইহা হইতে) সুরভিং (কামধেনু ও গোপজাতি) বিদ্যাং (চতুর্দ্দশ বিদ্যা) প্রাদুরকার্ষম্ (প্রাদুর্ভূত করিলাম) তদুত্তরাৎ (তাহার পরবর্ত্তী স্বাহা পদ হইতে) স্ত্রী-পুংসাদি চ (স্ত্রী জাতি, পুরুষ জাতি ও নপুংসক জাতি সৃষ্টি করিলাম) [এইরূপে] সকলং ইদং (এই স্থাবর জঙ্গম) [প্রাদুরকার্ষম্—ব্যক্ত করিলাম] [পুনশ্চ] ইদং সকলং (ইহা তৃতীয়োপনিষদের সমাপ্তি-দ্যোতক) ইতি (ইতি পদ, পঞ্চমন্ত্রের সৃষ্টি সমাপ্তি নিমিত্ত) ॥২৮॥

অনুবাদ—তাহার পর আমি প্রণাম করিলে পর অর্থাৎ ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে পর তিনি জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত নিজ স্বরূপভূত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র আমাকে দিয়া তিরোহিত হইলেন, তাহার পর আমি সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলে আমার সম্মুখে তিনি পুনশ্চ গোপবেশধারী হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন, কি জন্য? সেই অষ্টাদশাক্ষর-মধ্যে ভবিষ্যৎজগৎ আমার মনোগোচর করিবার জন্য, তাহার পর ঐ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র-মধ্যে জগৎরূপ প্রদর্শিত হইলে আমি ক্লীঁ বীজের অন্তর্গত ককার হইতে জল, লকার হইতে ভূমি, ঈকার হইতে তেজঃ, অনুস্বার হইতে চন্দ্র সৃষ্টি করিলাম। সেই ককারাদির সমষ্টি স্বরূপ সমুদয় ক্লীঁ মন্ত্র হইতে ঐ প্রসিদ্ধ সূর্য্য সৃষ্টি করিলাম। পরে 'কৃষ্ণায়' এই পদ হইতে আকাশ, পরে 'গোবিন্দায়' এই পদ হইতে বায়ু সৃষ্ট হইল শব্দ জানিবার জন্য, পরে 'গোপীজন' 'বল্লভায়' এই দুইটি পদ হইতে যথাক্রমে কামধেনু ও চতুর্দ্দশ বিদ্যা সৃষ্টি করিলাম। তাহার পরবর্ত্তী পদ 'স্বাহা' হইতে স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগৎ উৎপাদিত হইল। এইরূপে সৃষ্টি সমাপ্ত হইল, ইহা বুঝাইবার জন্য সকলম্ পদটি দুইবার উক্ত হইল ॥২৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—ততঃ প্রণত ইতি। ততঃ তদনন্তরং ময়া অনুকূলেন তত্রানুরক্তেন হৃদা মনসা প্রণতঃ নমস্কৃতঃ অথ মহ্যম্ অষ্টাদশার্ণমন্ত্রং স্বস্য স্বরূপভূতং সৃষ্ট্যর্থং দত্ত্বা পরমেশ্বরঃ অন্তর্হিতঃ। পুনঃ সিসৃক্ষত ইতি। অথ সিসৃক্ষতঃ সৃষ্টিং কর্ত্তুমিচ্ছতঃ মে পুরস্তাৎ গোপবেশধরঃ প্রাদুরভূৎ। কিং? তেষু অষ্টাদশসু অক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগৎ প্রকাশয়ন্ মনোগোচরং কুর্ব্বন্। তদিহেতি। তৎ তস্মিন্ জগদ্রূপে প্রদর্শিতে সতি ইহ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রে কাৎ ককারাৎ আপঃ জলং, লকারাৎ পৃথিবী ভূমিঃ, ঈকারাৎ অগ্নিঃ, বিন্দোঃ ইন্দুঃ অনুস্বারাৎ চন্দ্রঃ। তৎসম্পাতাৎ তেষাং ককারাদীনাং সংশ্লিষ্টরূপাৎ ক্লীঙ্কারাৎ তদর্ক ইতি ক্লীঙ্কারাদসৃজম্। কৃষ্ণায় ইতি পদাৎ আকাশম্ ইতি পদার্থম্ অসৃজম্। খাদ্বায়ুরিতি। খাৎ চিদাকাশাৎ শব্দরাশিং বেদিতুং গোবিন্দায়েতি পদাৎ বায়ুঃ ইতি অসৃজম্। উত্তারাৎ পদদ্বয়াত্মকাৎ গোপীজনবল্লভায়েতি পদাৎ সুরভিঃ কামধেনুঃ বিদ্যাঃ চতুর্দ্দশ ইতি প্রাদুরকার্ষ্যম্। তদুত্তরাৎ স্বাহাপদাৎ স্ত্রীপুংসাদি চ স্ত্রীপুরুষ ক্লীবঞ্চ সকলং স্থাবরজঙ্গমং প্রাদুরকার্ষ্যম্। অভ্যাসস্তৃতীয়োপনিষৎ সমাপ্ত্যর্থঃ। ইতি পদং পঞ্চপদস্য সৃষ্টিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥২৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—ততঃ প্রণত ইত্যাদির অর্থ—ততঃ—তাহার পর, ময়া—আমি (ব্রহ্মা), অনুকূলেন—তাঁহাতে ভক্তিপ্রবণ-হৃদয়ে, প্রণতঃ—তাঁহাকে প্রণাম করিলে পরে আমাকে তিনি অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র, স্বস্য স্বরূপভূতং যাহা তাঁহার নিজস্বরূপ, সৃষ্টয়ে—জগৎ সৃষ্টির জন্য দিয়া পরমেশ্বর অন্তর্হিত হইলেন। পুনঃ সিসৃক্ষতঃ ইতি—তাহার পর আমি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি আমার সম্মুখে গোপবেশধারিরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। কি জন্য? সেই অষ্টাদশ অক্ষরের মধ্যে ভবিষ্যৎ জগৎ আমার মনোগোচর করিয়া। তদিহ ইতি। তৎ—সেই জগৎ মনোমধ্যে

প্রদর্শিত হইবার পর, ইহ—এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অন্তর্গত ককার হইতে জল, লকার হইতে পৃথিবী অর্থাৎ ভূমি, ঈকার হইতে অগ্নি (তেজঃ), বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার হইতে ইন্দু অর্থাৎ চন্দ্র, তৎসম্পাতাৎ সেই ককারাদির সংশ্লিষ্টরূপ ক্লীঁ বীজ হইতে, তৎঅর্কঃ সেই প্রসিদ্ধ জগৎ-সবিতা সূর্য্য সৃষ্টি করিলাম। 'কৃষ্ণায়' পদ হইতে আকাশ এই পদার্থ সৃষ্টি করিলাম। খাদ্ আকাশ হইতে, অর্থাৎ চিদাকাশ হইতে শব্দরাশি জানিবার জন্য 'গোবিন্দায়' এই পদ হইতে বায়ু নামে ভূত সৃষ্টি করিলাম। উত্তরাৎ—তাহার পরবর্ত্তী মিলিত দুইপদ 'গোপীজন-বল্লভায়' ইহা হইতে কামধেনু ও চতুর্দ্দশ বিদ্যা—ইহা প্রাদুর্ভূ‍ত করিলাম। তাহার পরবর্ত্তী 'স্বাহা' এই পদ হইতে স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক, সকল স্থাবর-জঙ্গম বিশ্ব ব্যক্ত করিলাম। তৃতীয় উপনিষৎ সমাপ্তি-সূচক সকলমিদং ইহার দুইবার আবৃত্তি। ইতি শব্দটি উক্ত পঞ্চপদের সৃষ্টিকার্য্য সমাপ্তির জন্য ॥২৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—ততশ্চ ময়া প্রণতো নমস্কৃতঃ সন্। অনুকূলেন সানুগ্রহেণ হৃদা। স্বরূপং স্বস্বরূপভূতমিতি। সর্ব্বেষামেবার্থানামুপাদানশক্তিত্বং দর্শিতম্। সৃষ্টয়ে দত্তেতি তথাপি মহদুপযোগানুসারেণ এব যৎকিঞ্চিৎ ফলমুদেতীতি ভাবঃ ॥

পুনঃ সিসৃক্ষত ইতি তেষষ্টাদশস্বক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগৎ প্রকাশয়ন্ মম গোচরং কুর্ব্বন্ ॥

তদিহেতি। তত্তস্মিন্ জগদ্রূপে প্রকাশিতে সতি ইহাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রে অহং কাৎ ককারাৎ। তেষাং সম্পাতাৎ তেষাং ককারাদীনাং সংশ্লিষ্টরূপাৎ ক্লীঁকারাৎ তদর্কঃ প্রসিদ্ধোঽর্ক ইত্যেতান্ পঞ্চাসৃজম্ ॥

কৃষ্ণায়াদিতি। কৃষ্ণায়েতি পদাদাকাশমিতি পদার্থম্।

খাদ্বায়ুরিতি। আকাশাচ্ছব্দরাশিবেদিতুর্গোবিন্দায়েতি পদাদ্বায়ুরিতি পদার্থম্ উত্তরাৎ পদদ্বয়াত্মকাৎ গোপীজনবল্লভায়েতি পদাৎ সুরভিং কামধেনুং বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ প্রাদুরকার্ষম্। তদুত্তরাৎ স্বাহাপদাৎ স্ত্রী পুমান্ ক্লীবং চ ইতীদং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ প্রাদুরকার্ষম্। অভ্যাসস্তৃতীয়োপনিষৎ-সমাপ্ত্যর্থঃ। অত্র কেষাঞ্চিৎ পাঠান্তরে ব্যাখ্যা চেয়ম্। তথৈবাহ পুনঃ সিসৃক্ষয়া মে প্রাদুরভূদিতি। তেষ্বক্ষরেষু সূক্ষ্মরূপেণ জগদস্তীতি শ্রীগোপাল এব স্বয়মপি স্ফোরয়ামাসেত্যর্থঃ। তত্তস্মাদিহ জগতি কাৎ ককারজপপ্রভাবাৎ আপো জাতা ইতি শেষঃ। এবং লাদিত্যাদি। তৎসম্পর্কাদীকারবিন্দোঃ সংযোগজপপ্রভাবাৎ। ইত্যনেন প্রকারেণ। কিঞ্চ কৃষ্ণায়াদিতি। খাদ্বায়ুরিতীতি বায়ুরিত্যর্থঃ। উত্তরাৎ গোবিন্দায়েত্যস্মাৎ। সুরভিং গোপজাতিং বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ। তদুত্তরাৎ গোপীজনেত্যাদিতঃ, ইত্যেতৎপ্রভৃতিকং সকলমিদং প্রাদুরকার্ষমিত্যন্বয় ইতি। অবাদীনামীশ্বরসৃষ্টত্বেঽপি স্বসৃষ্টত্বেনোক্তির্ব্যষ্টিসৃষ্ট্যর্থং তেষামেবাংশেন পরিণামবিশেষসম্পাদনং যত্তদপেক্ষয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্। কিন্তু কাদাপ ইত্যনেন মৃল-তদাদীনামপি তত্তচ্ছক্তেরুৎপত্তেরিতি জ্ঞাপিতমিতি ॥২৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তাহার পর আমি প্রণাম করিলে তিনি, সানুগ্রহেণ হৃদা—দয়াপ্রবণ হৃদয়ে, স্বরূপং—নিজের স্বকীয় স্বরূপভূত অর্থাৎ সকল বস্তুর উপাদানশক্তিত্ব—ইহাই 'স্বরূপম্' এই কথায় দেখান হইল। সৃষ্টয়ে দত্ত্বা ইতি সৃষ্টির জন্য দিয়া, ইহা হইলেও মহত্তত্ত্বের সাহায্যানুসারেই যে কোন ফল ফলেই—ইহাই ভাবার্থ; পুনঃ সিসৃক্ষতঃ ইতি—সেই পঞ্চপদ মন্ত্রের অষ্টাদশ অক্ষর মধ্যে ভাবী জগৎ প্রকাশ করিয়া আমার বুদ্ধিগোচর করিলেন। তদিহ ইতি—সেই জগৎ প্রকাশ হইলে পর, ইহ—এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র-মধ্যে আমি (ব্রহ্মা) ক্লীঁ বীজের

ককার হইতে। তেষাং সম্পাতাৎ—সেই ককারাদির সমষ্টিভূত ক্লীঁ বীজ হইতে, তদর্কঃ—এই প্রসিদ্ধ সূর্য্য, ইত্যেতান্‌পঞ্চাসৃজম্‌—জল, ভূমি, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য এই পাঁচটি পদার্থ সৃষ্টি করিলাম। কৃষ্ণায়াদিতি—কৃষ্ণায় এই পদ হইতে আকাশম্‌ ইতি—আকাশ পদার্থ। খাৎবায়ুঃ—আকাশ হইতে বায়ুপদার্থকে সৃষ্টি করিলাম, পরবর্ত্তী পদ গোবিন্দায় হইতে, যে বায়ু হইতে শব্দরাশি-জ্ঞান হয়। তাহার পরবর্ত্তী দুইপদ মিলিয়া যে পদ হইয়াছে অর্থাৎ গোপীজনবল্লভায় ইহা হইতে কামধেনু এবং চতুর্দ্দশ বিদ্যা সৃষ্টি করিলাম। তাহার পরবর্ত্তী অর্থাৎ শেষপদ স্বাহা হইতে স্ত্রী জাতি, পুরুষ ও ক্লীব জাতি ইহা এবং এই স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্ব প্রাদুর্ভূত করিলাম। 'সকলং সকলং' ইহার দুইবার পাঠ তৃতীয়োপনিষৎ সমাপ্তির সূচনার্থ। এইস্থলে কোনো কোনও ব্যক্তির পাঠান্তরে এই ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তর যথা 'তথৈবাহ—সেইরূপ পাঠান্তর বলিতেছেন,—পুনঃ সিসৃক্ষয়া—পুনরায় আমার সৃষ্টির ইচ্ছায় প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সকল মন্ত্রপদের অক্ষরগুলির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে জগৎ আছে, শ্রীগোপালই স্বয়ংই ইহা স্ফুরিত করিয়াছিলেন,—ইহাই তাৎপর্য্য। তদিহ ইতি—তৎ. তাহা হইতে ক্লীঁ বীজ হইতে, ইহ—এই জগতে, কাৎ—ককার বর্ণ জপ প্রভাবে, আপঃ জল, জাতাঃ জন্মিল, জাতাঃ পদটি না থাকিলেও উহা পূরণীয় এবং লাৎ ইত্যাদিষু 'লাৎ' প্রভৃতিতেও জাতাঃ পদ পূরণীয়, এইপ্রকার লকার জপ প্রভাবে পৃথিবী, ঈকার জপপ্রভাবে অগ্নি ও বিন্দু জপপ্রভাবে চন্দ্র উৎপন্ন হইল, তৎসম্পর্কাৎ ঈকার ও বিন্দুর সংযোগজাত বর্ণের জপ প্রভাবে। ইতি—এইপ্রকারে। কিঞ্চ আর এক কথা—কৃষ্ণায় এই পদ হইতে আকাশ, খাৎবায়ুরিতি—আকাশ হইতে বায়ু এই অর্থ। উত্তরাৎ—গোবিন্দায় এই পদ

হইতে, সুরভিং—গোপজাতি, বিদ্যাঃ—চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যা, তদুত্তরাৎ—তৎপরবর্ত্তী 'গোপীজনবল্লভায়' এই পদ হইতে, ইতি—এই সমস্ত, সকলম্—এই পদের সহিত 'প্রাদুরকার্ষম্' এই ক্রিয়া-পদের অন্বয়। অবাদীনাং—জল প্রভৃতির, ঈশ্বরসৃষ্টচরত্বেঽপি—যদিও ঈশ্বর হইতেই পূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছে, ব্রহ্মার যে নিজ হইতে সৃষ্টরূপে উহাদের উক্তি, তাহা ব্যষ্টিসৃষ্টির অভিপ্রায়ে, অর্থাৎ ভগবান্ সমষ্টি সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্মা পৃথক্ পথক্ একটি একটি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদেরই অংশ দ্বারা পরিণামবিশেষ হইয়াছে, ইহা যে সম্পাদন হইল, তাহা পূর্ব্ব সৃষ্ট জলাদিকে অবলম্বন করিয়া—ইহা বোদ্ধব্য। আর এক কথা, 'কাদ্ আপঃ' ককার হইতে জল্ হইল এক কথায় জ্ঞাতব্য যে মূলীভূত জল প্রভৃতিরও উৎপত্তি সেই সেই শক্তি হইতে ॥২৮॥

তত্ত্বকণা—তদনন্তর আমি অনুরক্ত চিত্তে সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলে, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সৃষ্ট্যর্থ স্বীয় স্বরূপভূত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে আমি শ্রীভগবানের আজ্ঞানুসারে পুনশ্চ জগৎ-সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি উক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রতি অক্ষরে ভাবী জগতের প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পুনরায় সেই গোপবেশধারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আমার সমীপে আবির্ভূত হইলেন।

পরে ঐ মন্ত্রের জপ-প্রভাবে ও প্রভুর অনুগ্রহে ভাবী জগৎ আমার গোচরীভূত হইলে পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে আমি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম অর্থাৎ ককার হইতে জল, লকার হইতে ভূমি, ঈকার হইতে অগ্নি এবং অনুস্বার হইতে চন্দ্র সৃষ্টি করিলাম। সুতরাং ককার, লকার, ঈকার ও অনুস্বার, ইহাদিগের সমষ্টিরূপ ক্লীঁ বীজ হইতে জল, পৃথিবী, অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি হইল। তদনন্তর অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট 'কৃষ্ণায়' এই পদ দ্বারা

আকাশ সৃষ্টি করিলাম। এইরূপে আকাশ সৃষ্টি করিয়া সেই চিদাকাশ হইতে শব্দসমূহের বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত 'গোবিন্দায়' এই পদ দ্বারা বায়ু সৃষ্টি করিলাম। তৎপরে 'গোপীজনবল্লভায়' এই পদদ্বয় হইতে কামধেনু ও চতুর্দ্দশ বিদ্যা অর্থাৎ ষড়ঙ্গ, চারিবেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যার আবির্ভাব হইল এবং তৎপরে 'স্বাহা' এই পদ হইতে স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব, স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগৎ প্রকাশ করিলাম। এই-রূপে আমি শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপাবলে জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। জলাদির সৃষ্টি কিন্তু শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেই করিয়াছেন। ব্রহ্মার যে নিজ সৃষ্টির উক্তি, তাহা কেবল ব্যষ্টি সৃষ্টির নিমিত্ত তাহাদেরই অংশবিশেষের দ্বারা পরিণামবিশেষ সম্পাদন যাহা, তাহা পূর্ব্ব ভগবদ্সৃষ্ট জলাদিকে অবলম্বন করিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মা এবং জগৎ স্রষ্ট্রে প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
ব্যজ্যেদং স্বেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে॥"
(ভাঃ ৩।৯।৪৪)

স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

"যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ॥"
(ভাঃ ২।৫।১১)

অর্থাৎ এই বিশ্ব স্বপ্রকাশ ভগবান্ কর্ত্তৃকই প্রকাশিত। আমি কেবল তাঁহারই শক্তিতে (পিষ্ট পেষ-ন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক) সেই ভগবৎ-প্রকাশিত বস্তুকেই পুনরায় সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশিত করিয়া

থাকি। যেমন সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি চৈতন্যপ্রকাশ বস্তু সকলকেই প্রকাশ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে আরও পাই,—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥" (ভাঃ ২।৬।৩২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর—এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পঃ) ॥২৮॥

**শ্রুতিঃ—এতস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজো গতমোহ-
মাত্মানং বেদ, ইত্যোঙ্কারান্তরালিকং মনুমা-
বর্ত্তয়েৎ সঙ্গরহিতোঽভ্যানয়ৎ ॥২৯॥**

অন্বয়ানুবাদ—[এই মন্ত্র যে কেবল আমাকে সৃষ্টি-শক্তি দানে সমর্থ, তাহা নহে, ইহা মহেশ্বরেরও আত্মবোধ প্রদানকারী, এই কথা বলিতেছেন] এতস্যৈব যজনেন (এই পঞ্চপদ মন্ত্রের উপাসনাফলে) চন্দ্রধ্বজঃ (যিনি চন্দ্রশেখর মহেশ্বর ও চন্দ্রধ্বজ নামে রাজা) গতমোহম্ আত্মানং [বুবুধে] (নিজেকে মোহমুক্ত জানিয়াছিলেন) ইতি (এইহেতু বর্ত্তমানকালীন সাধকও) ওঙ্কারান্তরালিকং (আদ্যন্তে ওঙ্কার যোগ করিয়া অর্থাৎ ওঙ্কারপুটিত করিয়া) মনুম্ (ঐ অষ্টাদশাক্ষর পঞ্চপদাত্মক মন্ত্র) সঙ্গরহিতঃ (বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক) আবর্ত্তয়েৎ (অভ্যাস করিবেন), [তিনি] অভ্যানয়ৎ (প্রত্যক্ষের অগোচর পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবেন, অতএব কামনাশূন্য হইয়া ঐ মন্ত্র ওঙ্কার-পুটিত করিয়া জপ করিবে) ॥২৯॥

অনুবাদ—এই পঞ্চপদ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া চন্দ্রশেখর মহাদেব বা চন্দ্রধ্বজনামক রাজা নিজেকে মোহমুক্ত জানিয়াছিলেন এবং পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আদ্যন্তে ওঙ্কার যোগ করিয়া যে কোনও ব্যক্তি এই মন্ত্র জপ করিবেন, তিনি পরমেশ্বরকে লাভ করিবেন। কামনাত্যাগ পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপের ফলে প্রত্যক্ষের অগোচর পরমেশ্বরকে মহাদেব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ॥২৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—ন কেবলং সৃষ্টিসামর্থ্যপ্রদ এবায়ং মন্ত্রোঽপি তু মহেশ্বরস্যাত্মজ্ঞানপ্রদোঽপীত্যাহ এতস্যৈবেতি। এতস্যৈব পঞ্চপদস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজঃ নাম চন্দ্রমৌলিরীশ্বরঃ গতমোহং যথা স্যাত্তথা আত্মানং বেদ বুবুধে ইতি কারণাৎ ইদানীন্তনঃ ওঙ্কারান্তরালিকং প্রণবসম্পুটিতং মনুম্ অষ্টাদশাক্ষরং সঙ্গরহিতঃ আবর্ত্তয়েৎ। আবর্ত্ত-নেন অপ্রত্যক্ষং পরমাত্মানং অভ্যানয়ৎ আনয়ৎ ইত্যর্থঃ ॥২৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এই মন্ত্রটি কেবল যে আমাকে সৃষ্টি-সামর্থ্য দান করে, তাহা নহে, কিন্তু ইহা মহেশ্বরেরও আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছে। এতস্যৈব ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা তাহাই বলিতেছেন। এতস্যৈব এই পঞ্চপদাত্মক মন্ত্রেরই উপাসনা দ্বারা চন্দ্রশেখর মহেশ্বর মোহমুক্ত হইয়া পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ গতমোহভাবে পরমাত্মা কি? বুঝিয়াছিলেন, ইতি—এই কারণে বর্ত্তমানকালীন ব্যক্তিও, 'ওঙ্কারান্তরালিকম্' ওঙ্কারের মাঝে অর্থাৎ প্রণবপুটিত অষ্টাদশাক্ষর ঐ মন্ত্র নিঃসঙ্গ হইয়া জপ করিবে, কারণ ইহার জপ দ্বারা প্রত্যক্ষের অগোচর পরমেশ্বরকে মহাদেব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য ॥২৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদেবং স্বোপযোগানুসারেণ ফলোদয়মুক্ত্বা ফল-বিশেষোদয়মপ্যন্যত্র দর্শয়তি এতস্যৈবেতি। পূর্ব্বমষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রময়-

ত্বেনোক্তস্য শ্রীগোপালস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজো নাম রাজা গতমোহং যথা স্যাত্তথাত্মানং বেদ বুবুধে।

ইতি তত্তৎফলপ্রাপ্তিহেতোরিদানীন্তনোঽপি ওঙ্কারান্তরালিকং প্রণবসম্পুটিতমষ্টাদশাক্ষরং সংযোগেন স্ফূর্ত্ত্যন্তরেণ রহিতঃ। আবর্ত্তয়েৎ। তেনাবর্ত্তনেনাভিপ্রত্যক্ষং শ্রীগোপালমানয়েদিত্যর্থঃ। শ্রীবিশ্বেশ্বরস্তু চন্দ্রধ্বজো মহাদেব ইতি ব্যাচষ্টে। অত্র কেষাঞ্চিৎ পাঠান্তরে ব্যাখ্যা চেয়ম্। আত্মানং সংবেদয়িত্বা তদনুভবযুক্তং কৃত্বা ওঙ্কারান্তরালিক-মনুমাবর্ত্তয়চ্চন্দ্রধ্বজঃ। ততশ্চ সঙ্গরহিতোঽভ্যানয়দিতি পূর্ব্ববৎ ॥২৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অতএব ব্রহ্মা এইরূপে নিজ উপযোগিতানুসারে ফল-সিদ্ধি বলিয়া ফলবিশেষের উৎপত্তি অন্যস্থলে দেখাইতেছেন—এতস্যৈব ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। এতস্য—পূর্ব্বে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রময়রূপে কথিত শ্রীগোপালেরই উপাসনা দ্বারা চন্দ্রধ্বজ নামক কোনও রাজা মোহাতীতভাবে আত্মস্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইতি অর্থাৎ সেই সেই ফল-প্রাপ্তির হেতু বর্ত্তমানকালীন ব্যক্তিও প্রণব সম্পুটিত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র, এক মনে অর্থাৎ অন্য বিষয়ের স্ফুরণরহিত হইয়া অভ্যাস করিবে, সেই অভ্যাসের ফলে নিজের প্রত্যক্ষে গোপালকে আনিবে। টীকাকার শ্রীবিশ্বেশ্বর কিন্তু চন্দ্রধ্বজের ব্যাখ্যা মহাদেব করিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধে কতিপয় পদের পাঠান্তরে এই ব্যাখ্যা হইবে—আত্মানং সংবেদয়িত্বা অর্থাৎ নিজেকে তদনুভবযুক্ত করিয়া ওঙ্কার সংপুটিত ঐ মন্ত্রকে চন্দ্রধ্বজ রাজা জপ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি সংসারের আসক্তি রহিত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে নিকটে আনিয়াছিলেন। অন্যান্য অংশ পূর্ব্ববৎব্যাখ্যেয় ॥২৯॥

তত্ত্বকণা—এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যে কেবল আমাকেই (ব্রহ্মাকেই) সৃষ্টি-সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা নহে, চন্দ্রমৌলি

মহেশ্বরও উক্ত মন্ত্রবলে পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এই অষ্টাদশাক্ষর পঞ্চপদী মন্ত্রের আরাধনা করিয়া চন্দ্রচূড় মহাদেবও অজ্ঞান বিনাশপূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন এবং অপ্রত্যক্ষ পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতএব ইদানীন্তন মানবগণ নিষ্কামচিত্তে প্রণবপুটিত করিয়া উক্ত মন্ত্র জপ করিবেন, তাহা হইলে তাঁহারাও পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। চন্দ্রধ্বজ নামে এক রাজা এই মন্ত্র জপের ফলে গতমোহ হইয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, ইহাও পাওয়া যায়, চন্দ্রধ্বজ রাজার বিষয় ও চন্দ্রমৌলিশিবের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে ॥২৯॥

শ্রুতিঃ—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্। তস্মাদেনং
নিত্যমভ্যসেন্নিত্যমভ্যসেদিতি ॥৩০॥

অন্বয়ানুবাদ—[সেই ভগবৎস্বরূপ বিবৃত করিতেছেন—] তৎ (প্রসিদ্ধ) বিষ্ণোঃ (বিশ্বব্যাপক পরমাত্মার) পরমং পদং (পরমপদ অর্থাৎ স্বরূপকে) দিবি (প্রকাশনাত্মক স্বরূপে) সূরয়ঃ (সূরিগণ) সদা পশ্যন্তি (সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন) [কি প্রকার সেই পদ ?] চক্ষুঃ ইব (চক্ষুর মত সদা সূর্য্যতুল্য প্রকাশস্বভাব) [আর কিরূপ সেই পদ ?] আততম্ (ব্যাপক—বিস্তৃত) তস্মাৎ (সেই কারণে অর্থাৎ যেহেতু এই মন্ত্র বিষ্ণু-প্রাপ্তির হেতু, সেইজন্য) এনং (এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র) নিত্যম্ অভ্যসেৎ (নিত্য জপ করিবে) নিত্যমভ্যসেৎ (ইহা দুইবার পাঠ চতুর্থ উপনিষৎ-সমাপ্তিদ্যোতক) ॥৩০॥

অনুবাদ—যে-স্থানে সেই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ গোচর করিবে, তাহা গোলোকধাম—ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। সূরিগণ আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর মত অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় পরমাত্মার স্বরূপ অর্থাৎ

প্রকাশনশক্তি সর্ব্বদা দর্শন করেন, তাহা বিশ্বব্যাপক। এই মন্ত্র জপের ফলে বিষ্ণুপ্রাপ্তি হয় সুতরাং এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র নিত্য জপ করা কর্ত্তব্য। নিত্য অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। দুইবার উক্তি চতুর্থ উপনিষৎ-সমাপ্তি-বোধার্থ ॥৩০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—পরমাত্মস্বরূপং বিবৃণোতি তদ্বিষ্ণোরিতি। তৎ প্রসিদ্ধং বিষ্ণোঃ পদং পদনীয়স্বরূপং দিবি ইতি বিদ্যোতনাত্মকে স্বরূপে সূরয়ঃ জ্ঞানিনঃ সদা পশ্যন্তি। কীদৃশং পদং চক্ষুঃ ইব চষ্টে ইতি চক্ষুঃ প্রকাশমেবেত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং পদং আততং ব্যাপকম্। উপসংহরতি তস্মাদিতি। তস্মাৎ বিষ্ণুপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ এনম্ অষ্টাদশাক্ষরং মন্ত্রং নিত্যমভ্যসেৎ। অভ্যাসশ্চতুর্থোপনিষৎ-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥৩০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—অতঃপর তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি বাক্য দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ বিবৃত করিতেছেন। তৎ—প্রসিদ্ধ, বিষ্ণোঃ পদং—যাহা পদনীয় অর্থাৎ প্রাপ্য, জ্ঞেয় বিষ্ণুস্বরূপ, দিবি—প্রকাশনাত্মক স্বরূপে, সূরয়ঃ—জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন, কিরূপ সেই পদনীয় বিষ্ণুস্বরূপ? উত্তর—চক্ষুঃইব—যেন চক্ষুর মত—প্রকাশক, পুনশ্চ কীদৃশম্—আর কি প্রকার? আততম্—যাহা সর্ব্বব্যাপী। এক্ষণে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র-বিষয়ে বক্তব্যের উপসংহার করিতেছেন—তস্মাদিত্যাদি বাক্যে। তস্মাৎ—যেহেতু এই মন্ত্র বিষ্ণুপ্রাপ্তির হেতু, এই কারণে, এনম্—এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রটি, নিত্যম্ অভ্যসেৎ—সর্ব্বদা জপ করিবে, আবার পাঠ হইল চতুর্থ উপনিষৎ-সমাপ্তি বোধনার্থ ॥৩০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অত্র যন্ত্রাভ্যানয়েস্তস্য গোলোকাখ্যমধিষ্ঠানমাহ তদ্বিষ্ণোরিতি। দিবি আকাশে বিততং বিস্তৃতং চক্ষুঃ সূর্য্যমিব। 'নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে।' ইত্যুক্তেঃ। এনং মন্ত্রম্ ॥৩০॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এই প্রবন্ধে যে স্থানে বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ গোচর করিবে, সেই স্থানটি গোলোক-নামক শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, ইহা তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি বাক্য দ্বারা বলিতেছেন। দিবি—আকাশে, বিততং—বিস্তৃত, চক্ষুঃ—সূর্য্যের মত, কারণ ইহা 'নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতি-স্থিতি-নাশহেতবে। ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে নমঃ' আকাশের সূর্য্যের মত পরমাত্মস্বরূপ ইহা—এই বাক্যেই বলা আছে। এনং মন্ত্রকে ॥৩০॥

তত্ত্বকণা—অতঃপর ব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণের নিকট পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন—সূরিগণ বিখ্যাত বিষ্ণুর পরমপদকে গগনবিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় অর্থাৎ সূর্য্যতুল্য অবলোকন করেন। ঐ বিষ্ণুপদই জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেইজন্ত উহাকে সূর্য্যতুল্য বলা হইল। এবং ঐ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই সেই গোলোকাধিষ্ঠিত শ্রীবিষ্ণুর প্রাপ্তির প্রধান উপায়। অতএব ভগবদ্দর্শনার্থী মানবগণ উক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র নিত্য জপ করিবেন।

ঋগবেদেও এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়,—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ
সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ (ঋক্ ১।২২।২০)

অর্থাৎ আকাশে অবাধে সূর্য্যালোকলাভে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, সূরিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষবর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরম পদ, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন ॥৩০॥

শ্রুতিঃ—তদাহুরেকে যস্য প্রথমপদাদ্ভূমির্দ্বিতীয়পদা-
জ্জলং তৃতীয়পদাত্তেজশ্চতুর্থপদাদ্বায়ুশ্চরমপদাদ্-
ব্যোম ইতি বৈষ্ণবপঞ্চব্যাহৃতিময়ং মন্ত্রং কৃষ্ণা-
বভাসং কৈবল্যস্থত্যৈ সততমাবর্ত্তয়েদিতি ॥৩১॥

অন্বয়ানুবাদ—তদ্ আহুঃ একে (সেই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র-বিষয়ে কতিপয় মুনি বলিয়া থাকেন) যস্য প্রথমপদাৎ (যে অষ্টাদশাক্ষর পঞ্চপদাত্মক মন্ত্রের প্রথম পদ 'ক্লীঁ কৃষ্ণায়' ইহা হইতে) ভূমিঃ (পৃথিবী হইয়াছে) দ্বিতীয় পদাৎ (দ্বিতীয় পদ—'গোবিন্দায়' ইহা হইতে) জলং (জল উৎপন্ন হইয়াছে) তৃতীয় পদাৎ তেজঃ (তৃতীয় পদ 'গোপীজন' হইতে অগ্নি হইয়াছে) চতুর্থ পদাৎ বায়ুঃ (চতুর্থ পদ 'বল্লভায়' হইতে বায়ু জন্মিয়াছে) চরমপদাৎ ব্যোম (শেষ পদ পঞ্চম পদ 'স্বাহা' হইতে আকাশ হইয়াছে) ইতি বৈষ্ণবপঞ্চব্যাহৃতিময়ং (এইরূপ বৈষ্ণবপঞ্চব্যাহৃতি উক্ত পঞ্চপদস্বরূপ, তন্ময় এই মন্ত্র) কৃষ্ণাবভাসং (কৃষ্ণস্বরূপ-প্রকাশক) কৈবল্যস্থত্যৈ (মুক্তি পথে অগ্রসর হইবার জন্য) সততম্ আবর্ত্তয়েৎ (সর্ব্বদা অভ্যাস—জপ করিবে) ॥৩১॥

অনুবাদ—অতঃপর সেই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যে পঞ্চপদে বিভক্ত, সেই পঞ্চ পদ হইতে সৃষ্টিক্রম—এইরূপ কোন কোন মুনিগণ বলিয়া থাকেন। যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রথম পদ 'ক্লীঁ কৃষ্ণায়' হইতে ভূমি হইয়াছে, দ্বিতীয় পদ 'গোবিন্দায়' ইহা হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে, 'গোপীজন' এই তৃতীয় পদ হইতে অগ্নি জন্মিয়াছে, চতুর্থপদ 'বল্লভায়' ইহা হইতে বায়ু সৃষ্ট হইয়াছে, শেষপদ 'স্বাহা' ইহা হইতে আকাশ উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপে এই বিষ্ণুবিষয়ক পঞ্চব্যাহৃতিময় মন্ত্রটি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-প্রকাশক, মুক্তিপথে যাইতে হইলে সর্ব্বদা উহা জপ করণীয় ॥৩১॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদাহুরেক ইতি। তৎ অষ্টাদশাক্ষরে একে কদাচিদেবমপি ভবেদিতি তন্মাত্রজ্ঞানিনঃ॥

যস্য প্রথমপদাদিতি স্পষ্টার্থম্॥ উপসংহরতি ইতি বৈষ্ণবেতি। বৈষ্ণবপঞ্চব্যাহৃতয়ঃ পূর্ব্বোক্তানি পঞ্চপদানি তন্ময়ং তদ্রূপং মন্ত্রম্। কৃষ্ণাবভাসং তদাবির্ভাবকং কৈবল্যস্যৈত্যৈ। কৈবল্যরূপা যা সৃতি-র্ভক্তিরূপা ভগবৎপদ্ধতিস্তস্যৈ তাং সাধয়িতুমিত্যর্থঃ। 'কৈবল্যসম্মত-পথস্ত্বথভক্তিযোগ' ইতি শ্রীভাগবতাৎ॥৩১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—'তদাহুরেক ইতি' তৎ—সেই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে, একে—কদাচিৎ এইরূপ ব্যাখ্যাও হয়, তন্মাত্র-জ্ঞানিগণ করিয়া থাকেন। যস্য প্রথমপদাৎ—যে মন্ত্রের প্রথম পদ হইতে ভূমি হইয়াছে ইত্যাদি অর্থ সহজবোধ্য। উপসংহরতি উক্তির উপসংহারে বলিতেছেন—ইতি বৈষ্ণবপঞ্চব্যাহৃতিময়ম্—বৈষ্ণব (বিষ্ণুসম্বন্ধীয়) পাঁচটি ব্যাহৃতি অর্থাৎ উক্ত পঞ্চপদ, তন্ময়ং—সেই পঞ্চপদস্বরূপ মন্ত্রটি, কৃষ্ণাবভাসম্—কৃষ্ণের আবির্ভাবক, কৈবল্যস্যৈত্যৈ—মুক্তিরূপ যে সৃতি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপ ভগবদুপাসনা পদ্ধতি, তাহার জন্য অর্থাৎ সেই ভক্তি সাধনের জন্য। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে, যথা 'কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথভক্তিযোগঃ' ভক্তিযোগ হইতেছে কৃষ্ণতাদাত্ম্য-প্রাপ্তির পথ, ইহা পরে কথিত হইতেছে (ভাঃ ২।৩।১২)।৩১।

তত্ত্বকণা—এক্ষণে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্থান্তর দ্বারা জগৎ সৃষ্টির বিষয় এরূপ বর্ণিত হইতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন—বৎসগণ! প্রকারান্তরে উক্ত মন্ত্রের বিবরণ শ্রবণ কর। তন্মাত্রজ্ঞানী মুনি-গণ বলিয়া থাকেন যে, ঐ পদের প্রথম পদ হইতে ভূমি, দ্বিতীয়

পদ হইতে জল, তৃতীয় পদ হইতে তেজঃ, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু এবং পঞ্চম পদ হইতে আকাশ সৃষ্টি হইয়াছে।

বৈষ্ণবপঞ্চব্যাহৃতিময় পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপদযুক্ত তন্ময় অর্থাৎ তদ্রূপ মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবক অর্থাৎ প্রকাশক। কৈবল্যসৃতি অর্থাৎ কৈবল্যরূপা যে সৃতি সেই ভক্তিরূপা ভগবৎপদ্ধতি সাধনের নিমিত্ত এই পঞ্চপদাত্মক বৈষ্ণব মন্ত্র নিত্য জপ করা বিধেয়।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥" (ভাঃ ২।৩।১২)

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"যদি প্রশ্ন হয় যে, যাহারা এতাবৎকাল দেবতান্তর ভজন করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের ভাগবত-সঙ্গে ভগবানে ভক্তির উদয় কি প্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, দেবতান্তরের ভক্ত-সম্বন্ধে কি কথা? এমন কি, ব্রহ্মোপাসকগণের পর্য্যন্ত ভাগবত-গণের সঙ্গে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। তাহারই ক্রমরীতি এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহার হরিকথাতে রতি নাই, তাহার প্রকৃত বিষয়-নিবৃত্তি লাভ হয় নাই। এ-স্থানে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও দেবতান্তর-উপাসনাসমূহ হইতে শুদ্ধা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। আরও বলা হইল, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তি-ব্যতীত নিষ্ফল; কারণ তত্তৎ সাধকগণের পক্ষে অন্তে ভক্তি-ব্যতীত আর কিছু নিঃশ্রেয়স নাই। অতএব কর্ম্ম-জ্ঞানাদ্যনাবৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-প্রধানা নিষ্কামা শুদ্ধা ভক্তিই প্রেমভক্তি লাভের

সাধন। তাহার মধ্যে আবার নামকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই শুক-দেবের অভিমত।”

শ্রীল শ্রীজীবপাদ বলেন—

“একো নারায়ণো দেব” ইত্যাদৌ “পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ” ইত্যুক্তদিশা কৈবল্যায় লব্ধুং শ্রীনারায়ণং সম্যতঃ পন্থা উপায়ো যো ভক্তিযোগস্তৎপ্রেমা স চ যত্রেতি বা।”

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্॥
সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥”

(ভাঃ ১২।১৩।১১-১২)

এই শ্লোকের ‘বিবৃতি’র শেষে -পরমারাধ্যতম মদীয় শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

“প্রয়োজনতত্ত্বে প্রেমভক্তি বা কেবলা ভক্তি এক প্রয়োজন নির্ণীত হইয়াছে। বাস্তববস্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই এক সম্বন্ধ, কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠাই এক অভিধেয়, কৃষ্ণপ্রেমৈকনিষ্ঠাই কেবলা ভক্তি। ভগবন্নিষ্ঠারূপা ভক্তিই সম্বন্ধজ্ঞানের পরম সুষ্ঠু আদর্শ। কেবলা ভক্তি প্রেম-নামক প্রয়োজনে কৈবল্য-শব্দের সার্থকতা করে। একনিষ্ঠার অভাবে ব্যভিচারিণী ভক্তি বা অভক্তি কৃষ্ণপ্রেমরূপ একপ্রয়োজনসিদ্ধির ব্যাঘাত করে। কৃষ্ণপ্রেমই যখন একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় হয়, তখনই আমাদের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির আবরণ ও কৃষ্ণ-সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা বিদূরিত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনে যোগ্যতা হয় এবং তখনই আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ভক্তের ভজনীয় বস্তুতে সেবার কেবলতা বুঝিতে পারি” ॥৩১॥

শ্রুতিঃ—তদত্র গাথাঃ—

যস্য পূর্ব্বপদাদ্ভূমির্দ্বিতীয়াৎ সলিলোদ্ভবঃ।
তৃতীয়াত্তেজ উদ্ভূতং চতুর্থাদ্ গন্ধবাহনঃ ॥৩২॥

শ্রুতিঃ—পঞ্চমাদম্বরোৎপত্তিস্তমেবৈকং সমভ্যসেৎ।
চন্দ্রধ্বজোঽগমদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদমব্যয়ম্ ॥৩৩॥

অন্বয়ানুবাদ—তদত্র গাথাঃ—(সেই সৃষ্টিতত্ত্বে এইসকল গাথাও শুনা যায়) যস্য (যে পঞ্চপদাত্মক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের) পূর্ব্বপদাৎ (প্রথম পদ 'ক্লীঁ কৃষ্ণায়' এই পদ হইতে) ভূমিঃ (পৃথিবী হইয়াছে) দ্বিতীয়াৎ সলিলোদ্ভবঃ (দ্বিতীয় পদ 'গোবিন্দায়' এই পদ হইতে জল হইয়াছে) তৃতীয়াৎ তেজঃ উদ্ভূতম্ (তৃতীয় পদ 'গোপীজন' এই পদ হইতে অগ্নি উদ্ভূত হইল) চতুর্থাৎ গন্ধবাহনঃ (চতুর্থপদ 'বল্লভায়' ইহা হইতে বায়ু উৎপন্ন) পঞ্চমাৎ অম্বরোৎপত্তিঃ (পঞ্চম পদ 'স্বাহা' হইতে আকাশ জন্মিল) তমেকং এব (সেই এক অদ্বিতীয় অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই) সমভ্যসেৎ (সুষ্ঠুভাবে জপ করিবে) চন্দ্রধ্বজঃ অগমৎ (চন্দ্রধ্বজ নামক রাজা এই জপের ফলে পাইয়াছিলেন) বিষ্ণোঃ (পরমেশ্বরের) পরমং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) অব্যয়ং (নিত্য—অবিনশ্বর) পদম্ (ধাম) ॥৩২-৩৩॥

অনুবাদ—এবিষয়ে এই সকল গাথা শুনিতে পাওয়া যায়। যথা,—যে অষ্টাদশাক্ষর পঞ্চপদাত্মক মন্ত্রের প্রথম পদ হইতে পৃথিবী হইল, দ্বিতীয় পদ হইতে জল উৎপন্ন, তৃতীয় পদ হইতে অগ্নি উদ্ভূত, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু জন্মিল, পঞ্চম পদ হইতে আকাশ উদ্ভূত, সেই এই অদ্বিতীয় অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই একনিষ্ঠভাবে জপ করিবে, এই মন্ত্র জপের ফলে চন্দ্রধ্বজ মহাদেব অথবা চন্দ্রধ্বজ নামে রাজা বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাশ্বত পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৩২-৩৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অথ মন্ত্রান্তরেণ পঞ্চপদেভ্যো জগৎসৃষ্টিং নিরূপয়তি তদাহুরেকে ইতি। তৎ তত্র অষ্টাদশাক্ষরে একে মুনয়ঃ আহুঃ। প্রথমপদাৎ ভূমিঃ। দ্বিতীয়পদাৎ জলম্। তৃতীয়পদাৎ তেজঃ। চতুর্থপদাৎ বায়ুঃ। চরমাদ্ব্যোম। ইতি বৈষ্ণবপঞ্চব্যাহৃতয়ঃ পঞ্চপদানি তন্ময়ং মন্ত্রং কৃষ্ণস্বরূপপ্রকাশকং কৈবল্যস্য মোক্ষস্য সৃত্যৈ মার্গায় সততং আবর্ত্তয়েৎ অভ্যসেৎ ॥৩২-৩৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—অতঃপর অন্য মন্ত্র দ্বারা, পঞ্চ পদ হইতে জগৎসৃষ্টি বিশ্লেষণ করিতেছেন—'তদাহুরেকে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। তৎ—সেই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র-বিষয়ে, একে মুনয়ঃ—কতিপয় মুনি, আহুঃ—বলিয়া থাকেন। তাহার প্রথম পদ হইতে ভূমি জন্মিয়াছে, দ্বিতীয় পদ হইতে জল, তৃতীয় পদ হইতে অগ্নি, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু, শেষ পদ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, ইতি—এইরূপে, বৈষ্ণবপঞ্চব্যাহৃতয়ঃ—বিষ্ণুবিষয়ক পঞ্চপদ, তদাত্মক ঐ মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মুক্তির পথে যাইবার জন্য সর্ব্বদা উহা অভ্যাস করিতে হইবে ॥৩২-৩৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদত্রেতি তত্তন্মন্ত্রে অত্রোৎকৃষ্টগাথাঃ শ্লোকা ভবন্তি। যস্যেতি স্পষ্টম্ ॥৩২-৩৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অতএব ইহাতে ইত্যাদি রূপই সেই সেই মন্ত্রে। এবিষয়ে উৎকৃষ্ট গাথা অর্থাৎ শ্লোক আছে। যস্য ইত্যাদি গাথা দুইটির অর্থ সুস্পষ্ট॥৩২-৩৩॥

তত্ত্বকণা—উক্ত সৃষ্টি-তত্ত্ব-বিষয়ে কয়েকটি গাথাও শুনিতে পাওয়া যায়,—পঞ্চপদাত্মক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রথম পদ হইতে ভূমি, দ্বিতীয় পদ হইতে জল, তৃতীয় পদ হইতে তেজঃ, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু এবং পঞ্চম পদ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল।

একারণ সাধক এই এক মন্ত্রই জপ করিবেন। উল্লিখিত মন্ত্রের আরাধনা দ্বারা চন্দ্রমৌলি মহেশ্বর—শিব অথবা চন্দ্রধ্বজ নামে এক রাজা শ্রীবিষ্ণুর উৎকৃষ্ট অব্যয় পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৩২-৩৩॥

শ্রুতিঃ—ততো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদি-
নিরস্তসঙ্গম্। যত্তৎপদং পঞ্চপদং তদেব—
স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি ॥৩৪॥

অন্বয়ানুবাদ—ততঃ (সেইহেতু) বিশুদ্ধং (বিশুদ্ধ সত্ত্বময়) বিমলং (প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সম্পর্করহিত) বিশোকং (ত্রিতাপরহিত) অশেষলোভাদি-নিরস্তসঙ্গম্ (লোভপ্রভৃতি নিঃশেষ রিপুর সঙ্গবর্জিত) যৎতৎপদং (সেই যে স্বরূপ) তদেব পঞ্চপদম্ (তাহাই ঐ পঞ্চপদাত্মক মন্ত্র) স বাসুদেবঃ (তিনিই বাসুদেব অর্থাৎ তিনি সকলের অধিষ্ঠান ও চৈতন্যময় পুরুষ) যতঃ (যে বাসুদেব হইতে) অন্যৎ ন অস্তি (অন্য কিছু অত্যন্ত ভিন্ন নহে, সকলই তদাত্মক) ॥৩৪॥

অনুবাদ—সেইহেতু সেই স্বরূপই বিশুদ্ধ চিজ্জ্যোতিঃস্বরূপ, অবিদ্যাদিমলরহিত ও ত্রিতাপশূন্য, লোভাদিসঙ্গপরিহীণ। তাহাই গোলোকাখ্য কাম্যপদ, পঞ্চপদাখ্য মন্ত্রময়, প্রসিদ্ধ বাসুদেবাত্মক। তাঁহা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন কিছু নাই। সকলই তদাত্মক ॥৩৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—ততো বিশুদ্ধমিতি। ততঃ কারণাৎ বিশুদ্ধত্বাদি-গুণোপেতং তৎ প্রসিদ্ধং যৎপদং পদনীয়স্বরূপং তৎ পদং পদমেব পঞ্চধা গুণিতং পদং পঞ্চপদম্ ইতি বিগ্রহঃ। বিশুদ্ধং চিজ্জ্যোতিঃ বিমলম্ অবিদ্যাদিমলরহিতং বিশোকং মনস্তাপরহিতম্ অশেষাঃ যে লোভাদয়ঃ তেষাং নিরস্তঃ সঙ্গঃ যস্মিন্ বিশুদ্ধাদিগুণকং পদমেব।

বাসুদেবঃ বসত্যস্মিন্নিতি বাসুঃ স চাসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ। যতঃ বাসুদেবাৎ অন্যৎ কিঞ্চিৎ নাস্তি ॥৩৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—ততোবিশুদ্ধমিত্যাদির ব্যাখ্যা—ততঃ—সেইকারণে, বিশুদ্ধাদি গুণযুক্ত প্রসিদ্ধ সেই যে উপাসনীয় স্বরূপ তাহাই পদ অর্থাৎ পদই পাঁচপ্রকারে গুণিত হইয়া পঞ্চপদ নামে খ্যাত। একপদ পঞ্চপদ কিরূপে হইল? উত্তর—পাঁচপ্রকারে গুণবিশিষ্ট করিয়া এইরূপ সমাস বাক্য দ্বারা পঞ্চপদ হইয়াছে। যেহেতু ঐ পদই বিশুদ্ধ—চিজ্জ্যোতিঃস্বরূপ, বিমল অর্থাৎ অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, বাসনা-রূপ-মলশূন্য, বিশোকম্—যাহাতে মনস্তাপ থাকে না, অশেষলোভাদি-নিরস্তসঙ্গম্—সমগ্র লোভাদি রিপুর সম্পর্ক যাহাতে দূরীভূত হইয়াছে, বিশুদ্ধাদি গুণবিশিষ্ট উক্ত পঞ্চগুণিত পদই, তাহাই বাসুদেব-স্বরূপ, সমস্ত বস্তু ইহাতে বাস করে বলিয়া বাসু ও দেব অর্থাৎ প্রকাশনস্বরূপ। বাসুদেব ভিন্ন অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তুই নাই ॥৩৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—ততো বিশুদ্ধমিতি বিশুদ্ধং বিশুদ্ধসত্ত্বময়ম্। অতএব সুতরাং বিমলং রজস্তমঃশূন্যম্। অতএব বিশোকম্, অশেষা যে লোভাদয়স্তেষাং নিরস্তঃ সঙ্গো যস্মিন্ তাদৃশং যত্তৎ পদং শ্রীগোলোকাখ্যং তদেব পঞ্চপদং তদাখ্যমন্ত্রময়ং তচ্চ প্রসিদ্ধো বাসুদেবস্তদাত্মকমিত্যর্থঃ। ইতি ত্রয়াণামভেদোক্তিরেকমেব তত্ত্বং ত্রিধাবির্ভূতমিতি জ্ঞাপনায়। তস্য চ বাসুদেবস্য বৈভবমাহ। যতঃ সকাশাদন্যৎ কিমপি নাত্যন্তভিন্নমস্তি যদন্তর্ভূতমেব সর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥৩৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—ততো বিশুদ্ধমিত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—বিশুদ্ধ অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান, সুতরাং বিমল—রজঃ ও তমো দোষশূন্য, এইজন্যই বিশোক—ত্রিতাপরহিত, অশেষ সমগ্র যে

লোভাদিদোষ তাহাদের সঙ্গ অর্থাৎ সম্পর্ক যাহা হইতে দূরীভূত, তাদৃশ, সেই যে শ্রীগোলোক নামক ধাম, তাহাই পঞ্চপদ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপদ মন্ত্রস্বরূপ, আর বাসুদেব—সেই মন্ত্রস্বরূপ ইহাই তাৎপর্য্য। এই যে তিনটিকে অভিন্নরূপে বলা হইল অর্থাৎ পদ গোলকস্বরূপ, তাহাই পঞ্চপদস্বরূপ এবং পঞ্চপদই বাসুদেবস্বরূপ এই তিনটির অভিন্নরূপে কথনের উদ্দেশ্য একই তত্ত্ব তিনপ্রকারে আবির্ভূত—ইহার বোধন। সেই বাসুদেবের বৈভব বা মহিমা বলিতেছেন। যে বাসুদেব হইতে অন্য কোনো বস্তুই একান্ততঃ ভিন্ন নহে, অর্থাৎ সমস্ত তত্ত্বই সেই বাসুদেবের অন্তর্ভূত ॥৩৪॥

তত্ত্বকণা—অতএব বিশুদ্ধসত্ত্বময়, বিমল, বিশোক ও অশেষ-লোভাদির সঙ্গবর্জ্জিত যে পদ অর্থাৎ স্বরূপ, তাহাই গোলোকাখ্য-ধাম ও পঞ্চপদাত্মক মন্ত্র, তাহাই বাসুদেবাত্মক। তিনপ্রকারে ভেদোক্তি কেবল—একই তত্ত্ব ত্রিবিধরূপে আবির্ভূত, ইহা জানাইবার জন্য। সেই বাসুদেবের মহিমায় পাওয়া যায়—যিনি সর্ব্বত্র বাস করেন অর্থাৎ সকলের অধিষ্ঠান এবং যিনি দেব অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রকাশমান পরম জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ। বাসুদেব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন কোন বস্তু নাই, সকলই তদাত্মক।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
> বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
> বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
> বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥"

(ভাঃ ১।২।২৮)

আরও পাই,—

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥"

(ভাঃ ২।৫।১৪)

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৫৬)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।"

(গীঃ ১১।৪০)

আরও পাই,—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

(গীঃ ৭।১৯) ॥৩৪॥

শ্রুতিঃ—তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং
সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি ॥৩৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[সর্ব্বশেষে নিজ বক্তব্য বলিতেছেন—এইজন্য আমি (ব্রহ্মা) বাসুদেবকে স্তব করি] [কিজন্য ?] তম্ (তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বাদি পঞ্চগুণবিশিষ্ট) একং (অদ্বিতীয় স্বরূপ হইয়াও পঞ্চপদাত্মকস্বরূপে বর্ত্তমান) গোবিন্দং (পঞ্চপদস্বরূপ পরমেশ্বর) বৃন্দাবন-সুরভূ-রুহতলাসীনং (বৃন্দাবনস্থিত কল্পবৃক্ষের তলদেশে উপবিষ্ট তাঁহাকে)

সততং সমরুদ্গণঃ অহম্ (সর্ব্বদা আমি ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত) পরময়া স্তুত্যা (একান্ত ভক্তিতে) তোষয়ামি (আরাধনা করি) ॥৩৫॥

অনুবাদ—বাসুদেব অদ্বিতীয় হইয়াও সর্ব্বস্বরূপ, তিনি ভিন্ন অন্য অত্যন্ত ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট কিছু নাই; এইজন্য আমি বাসুদেবকে স্তব করি। তিনিই একমাত্র ত্রিবিধ ভেদরহিত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পঞ্চপদস্বরূপ, বৃন্দাবনে স্থিত কল্পবৃক্ষাদির তলে তিনি উপবিষ্ট আছেন, ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত আমি সতত একান্ত ভক্তিতে তাঁহাকে স্তব করি ॥৩৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অতঃ পঞ্চপদাত্মকং বাসুদেবমেবাহং স্তৌমীত্যাহ তমেকমিতি তং বিশুদ্ধপদাত্মকং একং সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদ-রহিতং সচ্চিদানন্দপদাত্মকস্বরূপং গোবিন্দং পঞ্চপদাত্মকং বৃন্দাবনে সুরভূরুহাঃ কল্পবৃক্ষাঃ তেষাং তলে আসীনং সততং নিরন্তরং সমরুদ্গণঃ অহং ব্রহ্মা পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি ॥৩৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—যেহেতু সেই পরমেশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ, এইজন্য পঞ্চপদস্বরূপ অর্থাৎ 'ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপী-জনবল্লভায় স্বাহা' এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবকে আমি স্তব করিতেছি—তমেকমিত্যাদি বাক্যের দ্বারা এই কথা বলিতেছেন। তং—অবিদ্যাদি-দোষরহিত, বিশুদ্ধস্বরূপ, একং—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদরহিত, যিনি সচ্চিদানন্দ পদ-প্রতিপাদ্য-স্বরূপ, যিনি গোবিন্দ, 'কৃষ্ণায় নমঃ' এই পঞ্চপদাত্মক মন্ত্র হইতে অভিন্ন, যিনি বৃন্দাবনস্থিত দেববৃক্ষ—কল্পবৃক্ষাদির তলদেশে উপবিষ্ট, তাঁহাকে দেবগণের সহিত আমি (ব্রহ্মা) নিরন্তর পরম স্তুতি দ্বারা প্রীত করিতেছি ॥৩৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—সর্ব্বান্তে স্বস্য ধ্যেয়মুপদিশতি তমেকমিতি। পঞ্চ-পদং তন্মন্ত্রাত্মকম্। সততং সমরুদ্গণোঽহমিতি মনসৈব ধ্যাত্বেতি

জ্ঞেয়ম্। প্রাকৃতানামেষাং তত্রাপ্রবেশাৎ। তত্রস্থৈর্ব্রহ্মাদিভিস্তেষাম-ভেদভাবনয়া বা তথোক্তম্। অত্র পূর্ব্বে যে সাধ্যাবিশ্বেদেবাঃ সনাতনাঃ। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত শুভদর্শনা ইতি পুরুষসূক্তগত পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ ॥৩৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—পরিশেষে নিজের নিত্য ধ্যেয় দেবতার উপদেশ করিতেছেন—তমেকমিত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। পঞ্চপদং—পাঁচটি পদঘটিত সেই মন্ত্র (ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) এইমন্ত্র, সততং সমরুদ্গণঃ অহমিতি—দেবগণের সহিত নিরন্তর শুদ্ধ মনের দ্বারা ধ্যান করিয়া। মনসা ও ধ্যাত্বা এই দুইটি পদ না থাকিলেও উহাতে যোজনা করিতে হইবে। এখানে সাধারণ দেবতা মরুদ্গণ ইঁহারা প্রাকৃত, সুতরাং তথায় ইঁহাদের প্রবেশ, সেই বৈকুণ্ঠে সম্ভব নহে, এজন্য তত্রস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত, এই অর্থ করা হইল, অথবা তত্রস্থ দেবগণ সেব্য-সেবকভাবে শ্রীগোবিন্দ হইতে অভিন্ন। এই অভেদ চিন্তার জন্য 'সমরুদ্গণ' এইরূপ বলিলেন, যেহেতু পদ্মপুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডের উক্তি হইতে যে পুরুষসূক্ত মন্ত্র পাওয়া যায়, যথা—"তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ" ইহার অর্থ—এই বৈকুণ্ঠধামে যে সকল সাধ্য নামক বিশ্বেদেবসমূহ আছেন, তাঁহারা নিত্য, জন্ম-মৃত্যু-রহিত (অপ্রাকৃত) তাঁহারা অর্থাৎ তাঁহার উপাসকগণ, মহিমানঃ—মহাত্মা, 'হ'কার অবধারণার্থে, নাকং—অক অর্থাৎ দুঃখ, যেখানে নাই, সেই বৈকুণ্ঠে, সচন্তে—তাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন, সেই নাক কিরূপ? যত্র—যে নাকে বিরাট্ পুরুষরূপে, পূর্ব্বে পুরাতন, সাধ্যাঃ—বিষ্ণুর উপাসক দেবাঃ—বিশ্বে দেবগণ, সন্তি—অবস্থান করিতেছেন। ইহার দ্বারা অপ্রাকৃত নিত্যদেবতা অবগত হওয়া যাইতেছে ॥৩৫॥

তত্ত্বকণা—পরিশেষে ব্রহ্মা সনকাদি ঋষিগণকে বলিলেন—আমি সেই বাসুদেবকে স্তব করি। যিনি বিশুদ্ধসত্ত্বময়-গুণাদি বিশিষ্ট, অদ্বিতীয় তত্ত্ব হইয়াও পঞ্চপদাত্মক এই তিন রূপে 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ' শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীবৃন্দাবনধামে কল্পতরুমূলে উপবিষ্ট আছেন, আমি সেই পরম পুরুষকে অন্যান্য ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত পরম স্তুতি পাঠপূর্ব্বক আরাধনা করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবে পাই,—

"তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩০) ॥৩৫॥

শ্রুতিঃ—ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[ব্রহ্মা 'ওঁ নমঃ' ইত্যাদি দ্বাদশটি মন্ত্র দ্বারা বাসুদেবের স্তব বলিতেছেন] ওঁ নমঃ বিশ্বরূপায় (হে ভগবন্ বাসুদেব! এই বিশ্ব তোমার রূপ অর্থাৎ বহিরঙ্গরূপ, তোমাকে প্রণাম) বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে (বিশ্বের রক্ষা ও লয়ের কারণ তুমি, তোমাকে প্রণাম) বিশ্বেশ্বরায় (বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি) বিশ্বায় (বিশ্বস্বরূপ তুমি) গোবিন্দায় নমঃ নমঃ (তুমি গো, ভূমি ও বেদের রক্ষক এবং শ্রীগোকুলের নায়করূপে আবির্ভূত তোমাকে ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণাম) ॥৩৬॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা মুনিগণকে বলিলেন—আমি এই বারটি মন্ত্রে ভগবান্ বাসুদেবের স্তব করি। সেই স্তবটি এই, হে ভগবন্! এই বিশ্ব তোমার রূপ, সুতরাং সর্ব্বত্র তোমাকে দেখিতেছি,

তোমাকে প্রণাম, তুমিই এই বিশ্বের রক্ষা ও লয়ের কারণ, তুমি বিশ্বের নিয়ন্তা—অধীশ্বর, তুমিই বিশ্ব ; যেহেতু—তোমা ব্যতীত পৃথক্ দ্বিতীয় সত্তা কিছু নাই, তুমি গোবিন্দরূপে গোকুলের নায়ক এবং বৃন্দাবনস্থ গোপ-গোপী ও গোগণকে রক্ষা করিয়া থাক ও বেদ প্রচার করিয়া সমস্ত তত্ত্ব প্রচার করিতেছ, তোমায় ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রণাম ।৩৬।

শ্রীবিশ্বনাথ—ওঁ নম ইতি স্তুতিরিয়মৈশ্বর্য্যবিশেষান্ মাধুর্য্য-বিশেষাংশ্চ ব্যঞ্জয়ন্তী সর্ব্বানেবোপাসকাননুগৃহ্লাতি তত্র বিশ্বরূপায়েত্যাদিকং স্বমোহনতল্লীলামপি বোধয়তি দৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ ।৩৬।

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—ওঁ নমো বিশ্বরূপায় ইত্যাদি, এই স্তুতিটি শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-বিশেষ ও মাধুর্য্যবিশেষ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বপ্রকার উপাসককে অনুগৃহীত করিতেছেন। কারণ তন্মধ্যে ওঁ নমো বিশ্বরূপায় ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মা ভগবানের ব্রহ্ম-মোহনস্বরূপলীলা দর্শন করিয়াছেন, ইহাই এই স্তবের অভিপ্রায় ।৩৬।

শ্রুতিঃ—নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩৭॥

অন্বয়ানুবাদ—বিজ্ঞানরূপায় (হে ভগবন্! তুমি সমস্ত বিজ্ঞানের আধার—বিজ্ঞানস্বরূপ) পরমানন্দরূপিণে (নিত্য সর্ব্বাধিক আনন্দের মূর্ত্তি অর্থাৎ পরমানন্দময়স্বরূপ) কৃষ্ণায় (সর্ব্বাকর্ষক ও আনন্দপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ) গোপীনাথায় (গোপীগণের নাথস্বরূপ) গোবিন্দায় (গো, ভূমি ও বেদের রক্ষক এবং গোকুলনায়ক গোবিন্দ) নমো নমঃ (তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম) ।৩৭।

অনুবাদ—হে বাসুদেব! যাঁহার বিজ্ঞানবলে সমস্তই প্রতিভাত হইতেছে, সেই বিজ্ঞানের আধার তুমি, তুমি সমস্ত আনন্দের মূলাধার অর্থাৎ পরমানন্দময়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ সকলের আকর্ষক ও আনন্দপ্রদাতা, তুমি গোপীনাথ অর্থাৎ গোপীগণের নাথস্বরূপ, হে গোবিন্দ! তোমাকে বার বার প্রণাম করি ॥৩৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—নমো বিজ্ঞানেত্যাদি স্পষ্টম্ ॥৩৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—নমো বিজ্ঞানরূপায় ইত্যাদি স্তুতি-বাক্য সুস্পষ্ট ॥৩৭॥

শ্রুতিঃ—নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমল-নাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে ভগবন্! তোমাকে প্রণাম] নমঃ কমল-নেত্রায় (তুমি পুণ্ডরীকনয়ন, তোমাকে প্রণাম) কমলমালিনে (পদ্মমালাধারী তুমি, তোমাকে নমস্কার) কমলনাভায় নমঃ (তোমার নাভিপদ্ম হইতে জগৎস্রষ্টার উৎপত্তি, তুমি কারণস্বরূপ, তোমাকে প্রণাম) কমলাপতয়ে নমঃ (কমলা অর্থাৎ গোপীগণের তুমি অধিপতি অথবা সমস্ত শ্রী তোমার কান্তা, সেই শ্রীকান্ত পরমপুরুষ তুমি, তোমাকে প্রণাম) ॥৩৮॥

অনুবাদ—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার পদ্মপলাশবৎ নয়ন যাহা-তেই পতিত হয়, তাহাই স্নিগ্ধ, মুগ্ধ, শুদ্ধ হয়, তুমি কমলমালা-শোভী, যোগমায়া লইয়া তোমার সমস্ত লীলা, তোমার নাভিপদ্ম হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি, তুমি কমলারূপিণী গোপীগণের অধিপতি এবং সকল শ্রী'র অধিপতি, তোমাকে প্রণাম ॥৩৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—কমলানাং গোপীরূপাণাং পতয়ে। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি ব্রহ্মসংহিতাতঃ। গোপীনাং পতিরেব স ইতি গৌতমীয়ে তদেতন্মন্ত্রব্যাখ্যানাচ্চ ॥৩৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোপীগণই কমলা, তাঁহাদিগের তিনি পতি। যেহেতু ব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়—'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ' সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ই কান্তাশব্দবাচ্য, সেই সমস্ত শ্রী—লক্ষ্মীর অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। গৌতমীয় তন্ত্রেও পাওয়া যায়—'গোপীনাং পতিরেব সঃ' তিনিই গোপীদিগের পতি,—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে তাহাই অবগত হওয়া যায় ॥৩৮॥

শ্রুতিঃ—বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ানুবাদ—গোবিন্দায় নমঃ নমঃ (হে গোবিন্দ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম) বর্হাপীড়াভিরামায় (হে পরম সুন্দর! ময়ূরপিচ্ছ দ্বারাও তুমি কতো সুন্দর, অথবা ময়ূরপিচ্ছে তুমি তোমার শিল্প, কৌশল প্রকটিত করিয়া তাহার দ্বারা ভূষিত) রামায় (তুমি রামরূপে অংশাবতার) অকুণ্ঠমেধসে (তুমি অকুণ্ঠবিজ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞ) রমামানসহংসায় (শ্রীদেবীর মানসরূপ-মানসসরোবরবিহারী হংস, তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার) ॥৩৯॥

অনুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণরূপিন্ পরমেশ্বর! মর্ত্ত্য লীলায় ময়ূরপিচ্ছ-ভূষণে তুমি বিভূষিত, কতো সুন্দর, শ্রীরামরূপে তোমার অংশাবতার, তোমার জ্ঞানের কোথায়ও কুণ্ঠা নাই, লক্ষ্মীদেবীর মানসরূপ মানসসরোবরে তুমি হংসের মত বিহার করিতেছ, হে গোবিন্দ! তোমাকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রণাম করিতেছি ॥৩৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—রামায়েতি। অংশেন রামরূপায়েত্যর্থঃ রময়তীতি মনোহররূপায়েতি বা ॥৩৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—রামায় ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ—তুমি রাম অর্থাৎ অংশে রামরূপে অবতীর্ণ, অথবা যিনি সকলকে আনন্দ দান করেন অর্থাৎ মনোহররূপী সেই তুমি ॥৩৯॥

শ্রুতিঃ—কংসবংশবিনাশায় কেশি-চাণূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥৪০॥

অন্বয়ানুবাদ—কংসবংশবিনাশায় নমঃ (হে দুর্বৃত্ত-কংসাদি-অসুরগণের ধ্বংসকারী হরি, তোমাকে নমস্কার) কেশিচাণুরঘাতিনে (তুমি অশ্বরূপী কেশী—অসুরনাশক, চাণূর দৈত্যের নিহন্তা) বৃষভধ্বজবন্দ্যায় (তুমি মহাদেব কর্ত্তৃক বন্দনীয় অর্থাৎ বাণাসুরের সহিত যুদ্ধে তাহার রক্ষার্থ উদ্যত মহাদেবের মোহনকারী) পার্থ-সারথয়ে নমঃ (তুমি কুরু-পাণ্ডব-সংগ্রামে পৃথাপুত্র সখা অর্জ্জুনের সারথ্যকারী অতএব ভক্তবৎসল, অনন্তশক্তির আধার, তোমাকে নমস্কার) ॥৪০॥

অনুবাদ—প্রভু! তুমি অনন্ত শক্তির আধার, তুমি দুর্বৃত্ত কংসাদি-দৈত্যবংশের ধ্বংসকারী, তুমি কেশিদানব ও চাণূরদৈত্যের নাশক, মহাদেব তোমার চরণে প্রণত অর্থাৎ মহাদেবেরও বন্দনীয়, তুমি অর্জ্জুনের সারথ্য কর্ম্ম করিয়া আশ্রিতবাৎসল্য দেখাইয়াছ, তোমার চরণে প্রণাম করি ॥৪০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—বৃষভধ্বজবন্দ্যায়েতি বাণযুদ্ধে শিবমোহনসূচনায়। পার্থসারথিত্বেন ভারতযুদ্ধবৎ ॥৪০॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—'বৃষভধ্বজবন্দ্যায়' এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে বাণদৈত্য-যুদ্ধে তিনি ভক্তের প্রাণরক্ষার্থ, যুদ্ধকারী মহাদেবকে মোহিত করিয়াছেন—ইহার সূচনার জন্য। যেমন ভারত-যুদ্ধে পার্থের সারথিও হইয়াছেন ॥৪০॥

শ্রুতিঃ—বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে ॥ ৪১॥

অন্বয়ানুবাদ—বেণুবাদনশীলায় (হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি বংশীধ্বনি করিয়া ভক্তগণকে সর্ব্বদা তোমার শ্রবণ করিতেছ) গোপালায় (গোজাতি, পৃথিবী ও বেদকে রক্ষা করিতেছ) অহিমর্দ্দিনে (তুমি দুষ্ট কালিয়সর্প-দমনকারী) কালিন্দীকূললোলায় (যমুনাতটে বিহারের জন্য সতৃষ্ণ) লোলকুণ্ডলধারিণে (কর্ণে দোদুল্যমান কুণ্ডলে শোভিত হইয়া তুমি কত শোভা পাইতেছ) ॥৪১॥

অনুবাদ—হে নিত্যলীলাপরায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ! তুমি মধুর বংশীবাদন করিয়া ভক্তগণকে সতত আত্মাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছ, তুমি বেদ, পৃথিবী ও গোজাতিকে রক্ষা করিতেছ এবং গোপ-গোপী-গোগণকে পালন করিয়া গোপালরূপে বিরাজমান, দুষ্ট কালিয়, অঘ প্রভৃতি অসুরকে দমন করিয়া গো-গোপকুলের জীবনদান করিয়াছ, যমুনাতটে বিহারপ্রিয়, চঞ্চল কুণ্ডলে তোমার কি মনোরম শোভা, তোমায় নমস্কার ॥৪১॥

শ্রীবিশ্বনাথ—লোলকুণ্ডলবল্লভ ইতি কচিৎপাঠঃ ॥৪১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—কোনো গ্রন্থে 'লোলকুণ্ডলধারিণে' এই স্থানে 'লোলকুণ্ডলবল্লভ' এইরূপ পাঠ আছে, তাহার অর্থ—হে দোদুল্যমান মকরকুণ্ডলে সর্ব্বপ্রিয় ॥৪১॥

শ্রুতিঃ—বল্লবীবদনাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥৪২॥

অন্বয়ানুবাদ—বল্লবীবদনাম্ভোজমালিনে (গোপীগণের বদনপদ্ম দ্বারা তোমাতে পতিত হইয়া মালার শোভা বিস্তার করিতেছে) নৃত্যশালিনে (প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া তুমি নৃত্যপরায়ণ) প্রণতপালায় নমঃ (প্রণতগণের পরিপালক তোমাকে প্রণাম) শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ (সচ্চিদানন্দ হরি! তোমাকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রণাম) ॥৪২॥

অনুবাদ—হে প্রভু গোপীকান্ত! গোপীগণ তোমার অঙ্গে নিজ মুখপদ্ম চুম্বনার্থ স্থাপন করিয়া যেন পদ্মমালা পরাইয়াছে, তাহাদের প্রেমোন্মাদে তুমি কেমন নৃত্যপরায়ণ, হে প্রণতপালক! তোমাকে নমস্কার, হে সচ্চিদানন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৪২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—বল্লবীনয়নান্যেবাম্ভোজানি তান্যেব প্রতিসংক্রান্তত্বাৎ। নানারূপাণি বিদ্যন্তে যত্র তস্মৈ, বদনাম্ভোজেতি তু ক্বচিৎপাঠঃ ॥৪২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—বল্লবীনয়নেতি। গোপীগণের নয়নরূপ পদ্মমালায় তুমি শোভিত যেহেতু সেই নয়ন পদ্মগুলিই তোমার দেহে প্রতিবিম্বিত। নানারূপ তোমাতে বিদ্যমান, তোমাকে প্রণাম। কোনো কোনও গ্রন্থে 'বদনাম্ভোজ' এইরূপ পাঠ আছে, তাহার অর্থ—মুখপদ্মগুলি তোমার অঙ্গে পতিত ॥৪২॥

শ্রুতিঃ—নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে ॥৪৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[ভগবন্ বাসুদেব! তোমার অনন্ত অচিন্তনীয়-লীলা] নমঃ পাপপ্রণাশায় (ত্রিতাপদগ্ধ জীবকুল তোমার আশ্রিত হইলে তাহাদের তাপমূল পাপাদি তুমি ধ্বংস করিতেছ, তোমাকে নমস্কার) গোবর্দ্ধনধরায় চ (এবং ইন্দ্রের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার

জন্য ও বর্ষণ-বজ্রপাতে বিপন্ন বৃন্দাবনভূমি রক্ষা করিবার জন্য বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা তাহার উপর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধরিয়াছ) পূতনাজীবিতান্তায় (আবার বালঘাতিনী পূতনাদানবীর স্তন্যপানচ্ছলে জীবন হরণ করিয়াছ) তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে (বাত্যারূপী তৃণাবর্ত্ত দৈত্য তোমাকে নভঃ প্রদেশে লইয়া গেলে তুমি তাহার প্রাণ হরণ করিয়াছিলে, তোমাকে নমস্কার) ॥৪৩॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! তুমি অনন্ত অচিন্ত্যলীলাপরায়ণ! তুমি আশ্রিত জনের পাপ বিনাশ করিয়া থাক, তুমি গোবর্দ্ধনধারী, পূতনার জীবনান্তকারী, তৃণাবর্ত্তের প্রাণসংহার-কর্ত্তা, তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥৪৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—নমঃ পাপেতি স্পষ্টম্ ॥৪৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—নমঃ পাপপ্রণাশায় ইত্যাদি স্তুতিবাক্যার্থ সুস্পষ্ট ॥৪৩॥

শ্রুতিঃ—নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ানুবাদ—নিষ্কলায় (বাসুদেব! তুমি নিরংশ, পূর্ণ, মায়াতীত) বিমোহায় (তুমি স্বয়ং মায়াহীন হইয়া মায়া বিস্তারী) শুদ্ধায় (তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়) অশুদ্ধ-বৈরিণে (দুর্বৃত্তদিগের শত্রু) অদ্বিতীয়ায় (তোমার সম বা অধিক কেহ নাই, তুমি স্বয়ং ভগবান্) [অতএব] মহতে (সর্ব্বোত্তম) কৃষ্ণায় (সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার) ॥৪৪॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ বাসুদেব! তুমি পরমেশ্বর, তুমি মায়াতীত, মোহ তোমা হইতে বিগত। তুমি শুদ্ধসত্ত্বময়, অবিদ্যাদি দোষ-বিরহিত, দুষ্ট-প্রকৃতি লোকদিগের তুমি সংহারকারী, তোমার সম কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই, তুমিই এক, অদ্বিতীয় অতএব মহান্, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে প্রণাম ॥৪৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—নিষ্কলায় নির্ম্মায়ায়, বিগতো মোহো যস্মাত্তস্মৈ অশুদ্ধানাং দৈত্যাদীনাং বৈরিণে মর্দ্দনায়। ন দ্বিতীয়ঃ স্বয়ং ভগবল্লক্ষণং সমং রূপং যস্য তস্মৈ অতএব মহতে ॥৪৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—নিষ্কলায়—মায়াতীত, বিমোহায়—যাহা হইতে মোহ—অবিদ্যা বিগত হইয়াছে, অশুদ্ধবৈরিণে—পাপী দৈত্যদানবাদির মর্দ্দনকারী, তোমার সম ভগবত্তা-স্বরূপ আর কাহারও নাই, অতএব তুমি মহান্, সর্ব্বোত্তম ॥৪৪॥

শ্রুতিঃ—প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধি-ব্যাধি-ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ॥৪৫॥

অন্বয়ানুবাদ—পরমানন্দ প্রসীদ (হে পরমানন্দময় ভগবন্! তুমি প্রসন্ন হও) পরমেশ্বর প্রসীদ (হে পরমেশ্বর! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও) প্রভো (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ! হরি!) আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং (তোমার অপ্রাপ্তিজনিত মানসিক দুঃখ ও তদ্বিষয়ে বাহ্য দুঃখরূপ ভুজঙ্গ দ্বারা আমি দষ্ট) মাম্ উদ্ধর (আমাকে দুঃখমুক্ত কর) ॥৪৫॥

অনুবাদ—হে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরমানন্দময়, পরমেশ্বর! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে দয়া কর। তোমার অপ্রাপ্তিজনিত মনঃকষ্টে ও তজ্জনিত বাহ্যকষ্টরূপ সর্প আমাকে দংশন করিয়াছে ; হে সর্ব্বকর্ত্তা! আমাকে দুঃখ হইতে মুক্ত কর ॥৪৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—আধিস্তদপ্রাপ্তৌ মানসী ব্যথা, ব্যাধিস্তত্র বাহ্যব্যথা, মামুদ্ধর উদ্ধৃত্য নিজচরণসমীপং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥৪৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—আধি—তোমার অপ্রাপ্তির জন্য মানসিক কষ্ট এবং সেই বিষয়ে বাহ্যকষ্ট, ব্যাধি। মাম্ উদ্ধর—আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার চরণসমীপে লইয়া যাও ॥৪৫॥

শ্রুতিঃ—শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো ॥৪৬॥

অন্বয়ানুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণ! (সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম) রুক্মিণীকান্ত (রুক্মিণী দেবীর প্রাণনাথ) গোপীজনমনোহর (ব্রজবাসিনীদিগের চিত্তাকর্ষক) হে জগদ্‌গুরো! (তুমি জগতের গুরু) সংসারসাগরে মগ্নম্ (আমি সংসাররূপ দুষ্পার সাগরে ডুবিয়া আছি) মাম্ উদ্ধর (আমাকে নিজ চরণে ভক্তি দিয়া তাহা হইতে উদ্ধার কর) ॥৪৬॥

অনুবাদ—হে সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণীবল্লভ! গোপীজন মোহন! তুমিই জগদ্‌গুরু! আমি দুষ্পার সংসারসাগরে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে ভক্তি দিয়া উদ্ধার কর ॥৪৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণেতি স্পষ্টম্ ॥৪৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি স্তুতির অর্থ সুস্পষ্ট ॥৪৬॥

শ্রুতিঃ—কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥৪৭॥

অন্বয়ানুবাদ—হে কেশব (ক-ব্রহ্মা ও ঈশ মহাদেবের তুমি আশ্রয়) ক্লেশহরণ (ত্রিতাপ-নাশক) নারায়ণ (সকল জীবের একমাত্র গতি) জনার্দ্দন (জন্ নামক দৈত্যগণের বিনাশক) হে গোবিন্দ (গো-গোপী-গোপ-পালক) পরমানন্দ (পরমানন্দস্বরূপ) মাধব (লক্ষ্মীকান্ত) মাম্ সমুদ্ধর (আমাকে উদ্ধার কর) ॥৪৭॥

অনুবাদ—হে কেশব! অবিদ্যাদি-ক্লেশহরণকারী, জীবের একমাত্র আশ্রয়, জনার্দ্দন, গোবিন্দ! পরমানন্দ মাধব! আমাকে উদ্ধার কর ॥৪৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—বাসুদেবস্তুতিমাহ ওঁ নমঃ ইতি দ্বাদশমন্ত্রৈঃ ॥৩৬-৪৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—ওঁ নমঃ বিশ্বরূপায় ইত্যাদি দ্বাদশটি মন্ত্রের দ্বারা সেই বাসুদেবের স্তুতি বলিতেছেন ॥৩৬-৪৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—কেশবেতি স্পষ্টম্ ॥৪৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—কেশব ক্লেশহরণেত্যাদির অর্থ সুস্পষ্ট ॥৪৭॥

তত্ত্বকণা—অনন্তর কমলযোনি ব্রহ্মা দ্বাদশমন্ত্রে শ্রীগোবিন্দের স্তব করিতেছেন, প্রথমে বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি বিশ্বরূপ, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, আপনিই বিশ্বের অদ্বিতীয় অধীশ্বর এবং বিশ্ব আপনার অধীন বলিয়া আপনাকে বিশ্বস্বরূপ বলা হয়, যেহেতু আপনি ব্যতীত পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট কোন বস্তু নাই, সকলই আপনার আশ্রিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
> বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥"
>
> (ভাঃ ১১।৫।৩০)

দ্বিতীয় স্তবে ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি বিজ্ঞানময় পরমানন্দ-স্বরূপ। হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি গোপ-গোপীজনের বল্লভ, হে গোবিন্দ, গোপীনাথ আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
> নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
>
> (ভাঃ ১।৮।২১)

তৃতীয় স্তবে বলিতেছেন,—হে প্রভো! আপনার নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত, আপনার গলদেশে বনমালা বিলম্বিত রহিয়াছে, হে গোবিন্দ! আপনার নাভিকমল জগৎ সৃষ্টির উদ্ভব, আপনি কমলার প্রাণপতি, আপনাকে নমস্কার।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥" (ভাঃ ১।৮।২২)

চতুর্থ স্তবে ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভগবন্! ময়ূরপিচ্ছযুক্ত চূড়া আপনার মস্তক সুশোভিত করিতেছে, আপনিই সকলের মনোরমণ করিয়া থাকেন, আপনার অন্তরে কোন কুণ্ঠা নাই, আপনি অপরিমেয় জ্ঞানময়, আপনিই লক্ষ্মীদেবীর মানসরূপ মানসসরোবরের হংসস্বরূপ, অতএব হে গোবিন্দ! আপনার শ্রীচরণকমলে নমস্কার করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥"
(ভাঃ ১০।২১।৫)

পঞ্চম স্তবে বলিয়াছেন,—হে প্রভো! আপনি কংসাসুরকে সবংশে বিনাশ করিয়াছেন। হে ভগবন্! আপনারই হস্তে কেশী, চাণূর প্রভৃতি দানবগণ নিহত হইয়াছে, মহাদেবও আপনার চরণকমল বন্দনা করিয়া থাকেন, বাণযুদ্ধে আপনি শিবমোহন-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, আপনি অর্জ্জুনের সহিত সখ্য স্থাপন-

পূর্ব্বক তাহায় সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, আমি আপনার শ্রীচরণকমলে প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"চাণূরং মুষ্টিকঞ্চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনম্।
কংসঞ্চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোঽহনি তে বিভো॥"

(ভাঃ ১০।৩৭।১৫)

ষষ্ঠ স্তবে ব্রহ্মা বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি শ্রীবৃন্দাবনধামে গোপালবেশে সর্ব্বদা বেণু-বাদনে রত, কালিয়-দমনলীলাকারী, আপনি যমুনার তীরে লীলাপরায়ণ, আপনার কর্ণযুগল চঞ্চল কুণ্ডলে বিভূষিত, আপনার চরণযুগলে সতত প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ॥"

(ভাঃ ১০।১৮।৮)

শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমন-লীলায়ও পাই,—

"তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্নফণাতপত্রো-
রক্তং মুখৈরুরু বমন্ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ।
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং
নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম॥" (ভাঃ ১০।১৬।৩০)

সপ্তম মন্ত্রে ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শ্রীকৃষ্ণ! গোপীগণের নয়নকমল মালারূপে আপনার সর্ব্বাঙ্গে শোভা বর্দ্ধন করিত, আপনি তাহাদের সমক্ষে নৃত্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন, প্রভো! আপনি প্রণতজনের পালক, আপনার চরণে অনন্ত প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" (ভাঃ ১০।৭৩।১৬)

আরও পাই,—

"প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩৭)

অষ্টম মন্ত্রে ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—হে ভগবন্! আপনি জগতের পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন, আপনি গোকুল-রক্ষার নিমিত্ত নিজ-করে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছেন, আপনি স্তনপানচ্ছলে পূতনার জীবনাস্ত করিয়া ধাত্র্যুচিতা গতি দান করিয়াছেন, তৃণাবর্ত্ত নামক মহাসুর আপনারই হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আপনার চরণযুগলে অনন্ত প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥"
(ভাঃ ১০।২৫।১৮-১৯)

পূতনা-বধবিষয়েও পাই,—

"অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥" (ভাঃ ৩।২।২৩)

নবম মন্ত্রে ব্রহ্মা বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি নিষ্কল অর্থাৎ মায়াতীত, পূর্ণস্বরূপ, আপনার মায়া সমগ্র জগৎ মোহিত করিয়াছে। আপনি মোহবর্জ্জিত স্বয়ং শুদ্ধস্বরূপ, পরম বিশুদ্ধ এবং পরম পাবন। আপনি অদ্বিতীয় অধীশ্বর এবং সকলের পূজ্য মহান্ পুরুষ। হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার চরণকমলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণের স্তবে পাই,—

"শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ! তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ॥" (ভাঃ ১১।৬।৯)

দশম মন্ত্রে ব্রহ্মা বলিতেছেন,—হে পরমানন্দস্বরূপ! হে পরমেশ্বর! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; হে প্রভো! আপনার অদর্শন-জনিত মনঃপীড়া ও বাহ্যব্যথারূপ ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন অর্থাৎ আমাকে শ্রীচরণ-সমীপে আশ্রয় প্রদান করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবে পাই,—

"এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা
যদ্ যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো-
যুঞ্জীত কর্ম্ম শমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্॥" (ভাঃ ৩।৯।২৩)

আরও পাই,—

"তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো-
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥" (ভাঃ ১০।১৪।৩০)

একাদশ মন্ত্রে ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি রুক্মিণীর প্রাণপতি, আপনি গোপীজন-মনোহরণকারী; হে জগদ্গুরো! আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি। আমাকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবে পাই,—

"অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎ পৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ-
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥" (ভাঃ ১০।১৪।১০)

দ্বাদশ মন্ত্রে ব্রহ্মা বলিতেছেন,—হে কেশব, আপনি জগতের দুঃখ বিমোচন করিয়া থাকেন। হে নারায়ণ, হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! আমি সংসারে পতিত আছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
(ভাঃ ১০।৭৩।১৬) ॥৩৬-৪৭॥

শ্রুতিঃ—অথৈবং স্তুতিভিরারাধয়ামি যথা যূয়ং তথা পঞ্চপদং জপন্তঃ শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ সংসৃতিং তরিষ্যথেতি হোবাচ হৈরণ্যঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ানুবাদ—অথ অহং এবং স্তুতিভিঃ যথা আরাধয়ামি (তাহার পর আমি [ব্রহ্মা] এইরূপ এই সকল মন্ত্র দ্বারা যে প্রকার

শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া থাকি) [কেন-না ইহাতে মন্ত্রপ্রচার ও সিদ্ধি হইবে] পঞ্চপদং জপন্তঃ যূয়ং (হে মুনিগণ ! তোমরাও ঐ অষ্টাদশাক্ষর পঞ্চপদ মন্ত্র জপ কর) শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ (মন্ত্রার্থ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান কর, তাহা হইলে) সংসৃতিং তরিষ্যথ (সংসার পার হইবে) ইতি হৈরণ্যঃ হ উবাচ (হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এই কথা মুনিদিগের প্রতি বলিলেন) ॥৪৮॥

অনুবাদ—উক্ত মন্ত্রের প্রচার সিদ্ধির জন্য ব্রহ্মা মুনিগণের প্রতি বলিলেন, হে মুনিগণ ! যেমন আমি পূর্ব্বোক্ত স্তুতি মন্ত্রগুলি দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে আরাধনা করি, সেইরূপ তোমরাও পঞ্চপদ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ কর এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান কর, ইহার ফলে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে ॥৪৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অথাহং স্তুতিভিরারাধয়ামি ভগবন্তং মন্ত্রপ্রবৃত্তি-সিদ্ধ্যর্থমিত্যাহ অথৈবমিতি। অথ অস্মিন্ তুষ্টেঽপি এবং পূর্ব্বোক্তাভিঃ অহং পরমেশ্বরং যথা আরাধয়ামি পঞ্চপদং জপন্তঃ যূয়ং তথা তেন প্রকারেণ শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ সংসৃতিং সংসার-সমুদ্রং তরিষ্যথ ইতি হিরণ্যজঃ ব্রহ্মা মুনীন্ প্রতি উবাচ ইত্যর্থঃ ॥৪৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তাহার পর আমি স্তুতিগুলি দ্বারা শ্রীভগবানকে মন্ত্রপ্রচার সিদ্ধির জন্য আরাধনা করিয়া থাকি। এই কথা 'অথৈবম্' ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছেন। অথ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি তুষ্ট থাকিলেও এবং পূর্ব্বোক্ত স্তুতিগুলি দ্বারা, আমি পরমেশ্বরকে যেরূপে আরাধনা করিয়া থাকি, তোমরাও পঞ্চপদাত্মক উক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া এবং সেইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে, এই কথা ব্রহ্মা মুনিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ইহাই অর্থ ॥৪৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ হৈবমিত্যত্রামুং পঞ্চপদমিত্যত্র চ ইতি হোবাচ হৈরণ্য ইত্যস্যান্বয়ঃ। মধ্যপাতিত্বাৎ ॥৪৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—'অথ হৈবং' এই সন্দর্ভে এবং পরবর্ত্তী 'অমুং পঞ্চপদম্' ইত্যাদি বাক্যে 'ইতিহোবাচ হৈরণ্যঃ' এই অংশের অর্থ জানিবে, কারণ 'ইতিহোবাচ হৈরণ্যঃ' ইহা উভয় বাক্যের মধ্যে পতিত ॥৪৮॥

তত্ত্বকণা—হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এইরূপে পরব্রহ্ম গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া উক্ত মন্ত্রসমূহে ঋষিগণের প্রবৃত্তি সিদ্ধির নিমিত্ত বলিয়াছেন—হে বৎসগণ! এই সকলই মন্ত্র; শ্রীভগবান্ আমার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিলেও আমি যেমন পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে স্তব করিলাম, তোমরাও সেইরূপ পঞ্চপদাত্মক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান কর, তাহা হইলে তোমরাও সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ॥" (ভাঃ ১১।২৭।৪৫) ॥৪৮॥

শ্রুতিঃ—অমুং পঞ্চপদং মন্ত্রমাবর্ত্তয়েদ্ যঃ,
স যাত্যনায়াসতঃ কেবলংতৎপদংতৎ।
অনেজদেকং মনসো জবীয়ো-
নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শদিতি ॥৪৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর দয়াবশে শ্রুতি আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন] অমুং (ঐ বাসুদেবাত্মক) পঞ্চপদং মন্ত্রং (পঞ্চপদবিশিষ্ট অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র) যঃ আবর্ত্তয়েৎ (যে ব্যক্তি কেবল অভ্যাস

করে) সঃ অনায়াসতঃ (সেই ব্যক্তি বিনাক্লেশে) কেবলং (বিশুদ্ধ সেই শ্রীগোলোকাখ্য) তৎপদং (প্রসিদ্ধ বাসুদেব নামক পদ) যাতি (প্রাপ্ত হন) [মন্ত্র দ্বারা সেই পদ বিশদ করিতেছেন, কিরূপ ঐ বাসুদেবাখ্য পদ ?] অনেজৎ (কম্পনহীন অর্থাৎ যাহা হইতে চ্যুতি নাই, অপ্রচ্যুত—সর্ব্বদা একরূপ, নিশ্চল) একং (সর্ব্ব-ভূতে সমান) মনসঃ জবীয়ঃ (মনঃ হইতেও দ্রুতগামী অর্থাৎ যাহাকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ধরিতে পারে না, মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তির অগোচর) [তাহার কারণ—] পূর্ব্বম্ অর্শৎ (মনেরও পূর্ব্বে প্রাপ্ত যেহেতু আকাশের মত উহা সর্ব্বব্যাপক হইলেও দেশ ও কালের অতীত) ইতি (মন্ত্র-সমাপ্তি হইল) ॥৪৯॥

অনুবাদ—পরিশেষে শ্রুতিদেবী দয়াবশতঃ আমাদিগকে (জীব-গণকে) বলিতেছেন—ঐ অষ্টাদশাক্ষর পঞ্চপদবিশিষ্ট মন্ত্রটি সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেবের স্বরূপ, যে ব্যক্তি ঐ মন্ত্র নিরন্তর জপ করেন তিনি বিনাক্লেশে, বিশুদ্ধ সেই প্রসিদ্ধ বাসুদেবস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই বাসুদেব তত্ত্ব কম্পনশূন্য অর্থাৎ নিশ্চল, ইহার কখনও চ্যুতি হয় না, উহা সর্ব্বদাই একরূপ, নির্ব্বিকার, স্থির মনঃ হইতেও দ্রুতগামী অর্থাৎ মনোবৃত্তির অগোচর, ব্রহ্মাদি দেবগণও সে পদ পাইতে সমর্থ হয়েন না অথবা দেবগণ অর্থাৎ প্রকাশক চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহাকে ধরিতে পারে না। মন্ত্র এইখানেই সমাপ্ত হইল ॥৪৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অথ দয়াবতী শ্রুতিরস্মান্ প্রত্যাহ। অমুং বাসু-দেবাত্মকং পঞ্চপদমন্ত্রং য আবর্ত্তয়েৎ সঃ অনায়াসতঃ কেবলং শুদ্ধং তৎ বাসুদেবাখ্যং তৎ প্রসিদ্ধং পদং যাতি। উক্তং পদং মন্ত্রেণ বিশদয়তি। এজনং কম্পনং স্বাবস্থানপ্রচ্যুতিঃ তদ্বর্জ্জিতং সর্ব্বদৈব একরূপমিত্যর্থঃ। তথা সর্ব্বভূতেষু একম্। মনসোজবীয় ইতি।

মনসঃ অপি বেগবত্তরম্। এতৎ পদং দেবা দ্যোতনকরণাঃ চক্ষুরাদী-ন্দ্রিয়াণি ন প্রাপ্নুবন্তঃ। চক্ষুরাদি প্রবৃত্তের্মনোব্যাপারপূর্ব্বকত্বাৎ মনসঃ অপি জবীয়ঃ ন তচ্চক্ষুরাদিগম্যম্ ইত্যর্থঃ। মনসোঽপি জবীয়স্ত্বে হেতুমাহ পূর্ব্বমর্শদিতি। ক্ষণমাত্রাৎ ব্রহ্মলোকাদিকং সংকল্পয়তঃ মনসঃ অবভাসকং সাক্ষি মনসোঽপি পূর্ব্বং ব্রহ্মলোকাদিকং প্রতি অর্শৎ প্রাপ্তং ব্যোমবদ্ ব্যাপিত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ইতিশব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ ॥৪৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—অতঃপর শ্রুতিদেবী দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। ঐ পঞ্চপদ মন্ত্র (ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) উহা শ্রীভগবান্ বাসুদেবস্বরূপ, উহাকে যে, আবর্ত্তন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে, সে ব্যক্তি ঐ পদ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর মন্ত্র দ্বারা উক্ত পদ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন 'অনেজৎ—ন এজৎ' এজনং অর্থাৎ কম্পন—স্বীয় অবস্থা হইতে চ্যুতি তদ্রহিত অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ। সেইপ্রকার সকল প্রাণীতে যাহা একস্বরূপ, 'মনসোজবীয়ঃ' মনঃ হইতেও অতি বেগবান্। এই পদ দেবগণ অর্থাৎ প্রকাশনশীল, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়চয়, ন প্রাপ্নুবন্তঃ—পায় নাই, কারণ কি ? যেহেতু চক্ষুরাদির কাজ মনঃব্যাপার হইতে জন্মে, সেই মনঃ হইতেও যে অধিক বেগবান্ তাহা চক্ষুরাদি প্রাপ্য কিরূপে হইবে ? মনঃ হইতেও অধিক বেগশালী সেইপদ কেন ? তাহা দেখাইতেছেন—'পূর্ব্বমর্শৎ' ইতি, ক্ষণমাত্রে ব্রহ্মলোকাদি চিন্তাকারী মনঃ সেই মনের অবভাসক —অতএব প্রকাশক অর্থাৎ সাক্ষাৎকারী, যিনি মনেরও পূর্ব্বে ব্রহ্ম-লোকাদিগত, তাহার কারণ আকাশের মত সর্ব্বব্যাপক। ইতি শব্দটি মন্ত্র-সমাপ্তির সূচক ॥৪৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—কেবলং শুদ্ধং তৎ শ্রীগোলোকাখ্যং পদং তস্য ব্রহ্ম-স্বরূপত্বং দর্শয়তি অনেজদিতি নিশ্চলং মনসো জবীয়ঃ তচ্ছক্ত্যাগোচরঃ।

দেবা ব্রহ্মাদয়োঽপি ন যৎ আপ্নুবন্ প্রাপ্তুং ন শক্নুবন্তি। অয়ং তু কালতো দেশতশ্চ পূর্ব্বেষু মর্শৎ মৃশৎ ব্যাপ্তুং সমর্থমিত্যর্থঃ। তদুক্তং ভাগবতে। "ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ সনাতনম্। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়োগুণাপায়ে সমাহিতাঃ" ইতি। শ্রীহরিবংশে চ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মহেন্দ্রেণ। তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহমিতি। ইতি শব্দঃ সমাপ্তৌ ॥৪৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—শ্রীগোলোকনামক পদ তাহা কেবল অর্থাৎ বিশুদ্ধ, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা দেখাইতেছেন 'অনেজৎ' —নিশ্চল, স্থির অথচ 'মনসঃ জবীয়ঃ'—মনের শক্তি দ্বারা অবিষয়, অর্থাৎ অপ্রাপ্য যেহেতু দেবাঃ—ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও, 'ন যৎ আপ্নুবন্' —যাহা পাইতে সমর্থ হন নাই। এই পদ যেহেতু কালতঃ ও দেশতঃ 'পূর্ব্বেষু'—পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত বস্তুতে, 'মৃশৎ'—ব্যাপিয়া থাকিতে সমর্থ। তাহা ভাগবতে কথিত আছে, যথা 'ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারু-ণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্" (১০।২৮।১৪) ভগবান্ বাসুদেব চিন্তা করিলেন—এই লোকে অবিদ্যা, তজ্জনিত কামনা এবং তজ্জন্য কর্ম্মবশে নানাবিধ উত্তম অধম গতিতে ভ্রমণ করিয়া জীব স্বীয় গতি জানিতে পারে না, সেজন্য ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরি গোপ-গোপীদিগের লোক অর্থাৎ স্বীয় বৈকুণ্ঠ নামক ব্রহ্মলোক যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহা তাহাদিগকে দর্শন করাইলেন। আর কিরূপ সেই গোলোক? 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়োগুণাপায়ে সমাহিতাঃ" ইতি—সেই ব্রহ্মপদ চিন্ময়, তাহা সত্যম্ অর্থাৎ অবাধ্য, অবিনশ্বর,

জ্ঞানম্—অর্থাৎ তাহা জড় নহে—প্রকাশময়, অনন্তম্—দেশতঃ কালতঃ পরিচ্ছেদশূন্য, জ্যোতিঃ—স্বপ্রকাশ, সনাতনং—শাশ্বতব্রহ্ম, গুণাপায়ে—প্রাকৃতিক সত্ত্বরজঃতমোগুণের অধিকার নষ্ট হইলে, সমাহিতাঃ মুনয়ঃ—মননশীল সততযুক্ত মুনিগণ যাহা দেখিতে পান। শ্রীহরিবংশেও কথিত আছে—শ্রীকৃষ্ণকে দেবরাজ বলিতেছেন—"তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিদ্মো বয়ং. সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্" ইতি—তাহার উপরিদেশে গোলোক বর্ত্তমান। সাধ্যনামক দেবযোনিরা তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহার সমীপস্থ উপরি উপরিভাগে তোমার স্থান যাহা তপোময়, আমরা (ইন্দ্রপ্রমুখ) সকলে পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তোমার সেই পদ জানিতে পারি নাই, ইতি শব্দটি মন্ত্র-সমাপ্তিসূচক ॥৪৯॥

তত্ত্বকণা—অনন্তর ব্রহ্মা পুনর্ব্বার বলিলেন,—মুনিগণ! শ্রুতিদেবী আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। যিনি এই বাসুদেবাত্মক পঞ্চপদ মন্ত্র অনন্তভাবে জপ করেন, তিনি অনায়াসে সেই শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। সেই ভগবৎস্বরূপ সর্ব্বদা একরূপ, তাহার কথনও চ্যুতি বা অবস্থান্তর নাই। আর তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজমান। তিনি মনঃ হইতেও অধিক বেগশালী সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না অর্থাৎ তিনি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত বস্তু। কারণ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার মনের অধীন সুতরাং প্রাকৃত মনঃ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন কিন্তু অপ্রাকৃত বাক্য ও মনের তিনি গোচরীভূত হন। ইনি দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, তবে স্বেচ্ছায় যে কোন দেশে, যে কোন কালে নিজেকে আবির্ভূত বা প্রকাশ করিতে পারেন।

গোপগণকে বৈকুণ্ঠলোক-প্রদর্শনকল্পে পাওয়া যায়,—

"ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥"

(ভাঃ ১০।২৮।১৪-১৫)

অর্থাৎ পরম করুণাময় বিভু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপগণকে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মস্বরূপ বৈকণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। সেই স্থান চিন্ময়, অপরিচ্ছিন্ন, সত্য, স্ব-প্রকাশ, নিত্য ও ব্রহ্মস্বরূপ। মুনিগণ নির্গুণতা প্রাপ্ত হইলে সমাধিদশায় সেই স্থান দর্শন করিতে সমর্থ হন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—"বৃন্দাবনস্যাপি ব্রহ্মানন্দস্বরূপত্বেনৈতাদৃশত্বেঽপি মায়াবিভূতিমধ্যবর্ত্তিত্বেনৈব মাধুর্য্যাধিক্যম্। যথা দীপজ্যোতিষস্তমোমধ্যবর্ত্তিত্বেন। অতএব তমসঃ পরং ন তু তমোমধ্যবর্ত্তিসত্যজ্ঞানাদিরূপং জ্যোতির্দর্শয়ামাস। কিঞ্চ, ব্রহ্ম স্বরূপতোঽপি বিচিত্রলীলাময়ং ভগবৎস্বরূপমতিমধুরং শুকদেবাদিভক্তাত্মারামানুভবাদবসীয়তে। তচ্চ ভগবদ্বপুঃ সর্ব্বব্যাপকমপি পরিচ্ছিন্নং ষড়্‌বিকাররহিতমপ্যপ্রাকৃতজন্মাস্তিত্ববৃদ্ধ্যাদিসহিতং তরঙ্গাদিদোষশূন্যমপি ক্ষুৎ-পিপাসা-প্রস্বেদ-ভয়-মোহ-সাংগ্রামিক-শস্ত্রঘাতাদিসহিতমতর্ক্যানন্তশক্তিত্বাদেব যথা তথৈব "পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকমিতি ভগবদুক্তেঃ "বৃন্দাবনমপি ব্রহ্মদৃষ্টানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপকমপি পরিচ্ছিন্নম্। স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগতষট্তরঙ্গাম্বুধিম্" ইত্যাগমাদিবাক্যাৎ তরঙ্গাদিদোষরহিতমপি ক্ষুৎ-পিপাসা-জন্মজরাচ্ছেদভেদাদিমন্মনুষ্যপশুখগনগাদিকমপি নিত্যমেবেত্যনন্তচমৎকারাশ্রয়মিতি।"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলেন—"গোপগণের নিজ-লোক গোলোক। ব্রহ্মসংহিতায় যে, "চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু" শ্লোকে ধামের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই বর্ণিত বৈভবের দ্বারা বরুণের প্রপঞ্চ-লোক-গত-বৈভব তিরস্কৃত হইয়াছে। তাহা তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত—প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হয় না বলিয়া তৎসম্বন্ধে অসংস্পৃষ্ট। অতএব ঐ লোক সচ্চিদানন্দময়; এইজন্য "সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। সত্যাদিরূপ যে ব্রহ্ম, গুণাতীতাবস্থায় ঋষিগণ যাহা অনুভব করেন, তাহাই (সেই ব্রহ্মই) স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের প্রাকট্যের দ্বারা সত্য-বাদিরূপ ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া গোপদিগকে দর্শন করাইয়াছিলেন।"

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাই,—

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রঃ সং ৫।২৯)

এই শ্লোকের 'তাৎপর্য্যে' শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"চিন্তামণি-শব্দে এখানে চিন্ময় রত্ন বুঝিতে হইবে; মায়াশক্তি যেরূপ জড় পঞ্চভূত দিয়া জড়জগৎ গঠন করেন, চিচ্ছক্তি তদ্রূপ চিদ্বস্তুরূপ চিন্তামণি দিয়া চিজ্জগৎ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ চিন্তামণি অপেক্ষা গোলোকের ভগবদাবাস-গঠন-সামগ্রীরূপ চিন্তামণি অধিকতর দুর্ল্লভ ও উপাদেয়। সাধারণ কল্পবৃক্ষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে। কৃষ্ণাবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্রেমবৈচিত্র্যরূপ অনন্ত ফল দিয়া থাকেন। সাধারণ কামধেনুগণ দোহন করিবামাত্র দুগ্ধ দেয়, আর গোলোকের কামধেনুগণ শুদ্ধভক্ত-

জীবগণে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবৃত্তিকারক চিদানন্দস্রাবী প্রেম-প্রস্রবণরূপ দুগ্ধ-সমুদ্র সর্ব্বদা ক্ষরণ করে। 'লক্ষ লক্ষ' ও 'সহস্রশত' এইসকল শব্দ—অনন্ত-সংখ্যা-বাচক; 'সম্ভ্রম' বা সাদরে, অর্থাৎ প্রেমপরিপ্লুত হইয়া, 'লক্ষ্মী' শব্দে গোপসুন্দরী; 'আদিপুরুষ' অর্থে যিনি সকলের আদি, তাঁহাকে আমি চিন্তা করিতেছি ॥৪৯॥

শ্রুতিঃ—তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং
রসয়েৎ তং যজেৎ তং ভজেদিতি
ওঁ তৎ সদিতি ॥৫০॥

ইতি—পূর্ব্বতাপনী শ্রীকৃষ্ণোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

অন্বয়ানুবাদ—[যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা অতএব তাঁহার ধ্যান, তাঁহার প্রেম আস্বাদন ও উপাসনা কর্ত্তব্য; ইহা উপসংহার (সমাপ্তি) করিতেছেন] তস্মাৎ (যেহেতু তিনি সর্ব্বোত্তম, এইজন্য) কৃষ্ণ এব পরোদেবঃ (সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর) তং ধ্যায়েৎ (সেজন্য তাঁহাকে ধ্যান করিবে) তং রসয়েৎ (তাঁহার প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করিবে) তং যজেৎ (তাঁহাকে পূজা করিবে) তং ভজেৎ (তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবে) ইতি (এইরূপে পূর্ব্বতাপনী সমাপ্ত হইল) ওঁ তৎ সৎ (তিনিই প্রণব-বাচ্য, তিনিই 'তৎ' অর্থাৎ পরব্রহ্ম, ও 'সৎ' অর্থাৎ শাশ্বত পুরুষ 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনশব্দের বাচ্য পরমব্রহ্মই তিনি।) ইতি (এইরূপে পূর্ব্বতাপনী সমাপ্ত হইল) ॥৫০॥

ইতি— পূর্ব্বতাপনী শ্রীকৃষ্ণোপনিষদের অন্বয়ানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেবতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব এইজন্য তিনি পরম দেবতা, তাঁহাকে ধ্যান করিবে, তাঁহার প্রেম-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবে, তাঁহার পূজা করিবে, তাঁহার আরাধনা করিবে। যেহেতু তিনিই 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ॥৫০॥

ইতি—পূর্ব্বতাপনী শ্রীকৃষ্ণোপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাৎ ধ্যান-রসন-ভজনান্যস্যৈব কর্ত্তব্যানি ইত্যুপসংহরতি তস্মাৎ অবিলুপ্তচিদেকরসত্বাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ তং ধ্যায়েৎ তং রসয়েৎ তং যজেৎ তং ভজেৎ প্রেম-পূর্ব্বকমারাধয়েৎ। কীদৃশম্? ওঁ তৎ সৎ শব্দত্রয়প্রতিপাদ্যম্ ইত্যর্থঃ। ইতিশব্দঃ পূর্ব্বতাপনীসমাপ্ত্যর্থঃ। তদুক্তং গীতায়াং ভগবতা। ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥৫০॥

ইতি—শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরবিরচিতায়াং গোপালতাপনীটীকায়াং গোপীনাথস্য ধ্যানরসনভজননিরূপণং নাম পূর্ব্ব-তাপনীয়োপনিষট্টীকা সমাপ্তা ॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—অতএব সর্ব্বোৎকর্ষনিবন্ধন ধ্যান, প্রেম, আরাধনা—এই শ্রীকৃষ্ণেই কর্ত্তব্য—ইহাই উপসংহার করিয়া বলিতেছেন। তস্মাৎ—অর্থাৎ অবিলুপ্ত চিদেকরসত্বহেতু শ্রীকৃষ্ণই পরমদেব, পরমেশ্বর, পরম উপাস্য, তাঁহাকে ধ্যান করিবে, তাঁহার প্রেমরস আস্বাদন করিবে, তাঁহার অর্চ্চনা করিবে, প্রেমপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিবে। তিনি কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন—ওঁ তৎ সৎ শব্দবাচ্য 'ওঁ' শব্দের তিনি বাচ্য, 'তৎ' শব্দের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম এবং 'সৎ' শব্দের গ্রাহ্য শাশ্বত। ইতি শব্দটি পূর্ব্বতাপনী সমাপ্তির

সূচক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটি শব্দের প্রতিপাদ্য তাহা ভগবান্ স্বমুখেই শ্রীমদ্‌গীতা-গ্রন্থে বলিয়াছেন। যথা ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ইতি ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি শব্দ ব্রহ্মের বাচক ॥৫০॥

ইতি—শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত গোপালতাপনী উপনিষদের টীকায় গোপীনাথের ধ্যান, প্রেম, আরাধনা-নিরূপণ নামক পূর্ব্বতাপনী টীকা সমাপ্তা ॥

শ্রীবিশ্বনাথ—যস্মাদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য ভূরি মহিমা তস্মাৎ কৃষ্ণ এবেত্যাদি ॥৫০॥

ইতি—শ্রীগোপালতাপন্যাঃ পূর্ব্ববিভাগবিবৃতিঃ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ প্রচুর মহিমা সেজন্য কৃষ্ণই পরম দেবতা ॥৫০॥

ইতি—শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদের পূর্ব্ববিভাগের বিবৃতি সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ ও পরম দেব, অতএব তাঁহার ধ্যান, তাঁহার রসন অর্থাৎ রসাস্বাদ, তাঁহার অর্চ্চন ও প্রেমপূর্ব্বক আরাধনা করাই সকলের কর্ত্তব্য। ইহাই শ্রুতি নির্দ্দেশ করিতেছেন। তিনিই 'ওঁ তৎ সৎ'—এই তিনটি শব্দের একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণই যে পরাৎপর তত্ত্ব, সেবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীগীতাতে বলিয়াছেন,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" (গীঃ ৭।৭)

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাই,—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"
(শ্বেঃ ৩।৮)

আরও পাই,—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥" (শ্বেঃ ৬।৭)

অতএব—

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" (শ্বেঃ ৬।৮)

ব্রহ্মসংহিতায় পাই,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।" (ব্রঃ সং ৫।১)

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবেও পাই,—

"সোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা
সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্ যথাহং
স্রক্ষ্যামি পূর্ব্ববদিদং প্রণতপ্রিয়োঽসৌ॥" (ভাঃ ৩।৯।২২)

দেবতাগণও শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছেন,—

"নস্যোত-গাব ইব যস্য বশে ভবন্তি-
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্দ্যমানাঃ।
কালস্য তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ, পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য॥" (ভাঃ ১১।৬।১৪)

শ্রীউদ্ধব বিদুরকেও বলিয়াছেন,—

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।" (ভাঃ ৩।২।২১)

শ্রীঅর্জ্জুনও বলিয়াছেন,—

"ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ" (গীঃ ১১।৪৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পঃ)

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥" (চৈঃ চঃ আদি ২।১০৬)
"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৫ পঃ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৪৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"
(ভাঃ ১।৩।২৮)

শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম সে-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (ভাঃ ৭।১০।৪৮)

"যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।" (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পাই,—

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবদুক্তিতেও পাওয়া যায়,—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (গীঃ ১৪।২৭)

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"
(গীঃ ১৫।১৮)

শ্রীভগবানের ধ্যান-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥" (ভাঃ ১১।৫।৩৩)

শ্রীনারদও শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—

"দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ॥" (ভাঃ ১০।৬৯।১৮)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাই,—

"যস্যাঃ শ্রেয়স্করং নাস্তি যয়া নির্বৃতিমাপ্নুয়াৎ।
যা সাধয়তি মামেব ভক্তিং তামেব সাধয়েৎ॥" (ব্রঃ সং ৬০)

অর্থাৎ যাহা হইতে অধিক শ্রেয়স্কর আর কিছু নাই, যাঁহার সহিত পরমানন্দ-নির্বৃতি প্রাপ্তি ঘটে এবং যেভক্তি আমাকে অনুকূল করিতে পারেন, তাদৃশ সাধনভক্তি সেই প্রেম-ভক্তিকে সাধিতে পারেন।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,— "প্রেমভক্তি অপেক্ষা জীবের অধিক শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই; সেই সাধ্যভক্তিতেই জীবের পরমানন্দ। একমাত্র প্রেমভক্তি হইতেই কৃষ্ণচরণ লাভ হয়। যে ব্যক্তি সেই সাধ্য-ভক্তিকে ব্যাকুলতার সহিত উদ্দেশ করিয়া সাধন-ভক্তির চর্চ্চা করেন, তিনি সেই সাধ্য-তত্ত্ব পাইবেন, অন্যে পাইবে না।"

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'।
প্রেম বিনা কৃষ্ণ-প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৪ পঃ)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তিমমোর্জ্জিত॥"

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

এই গোপালতাপনী শ্রুতিতেই উত্তর বিভাগে পাওয়া যাইবে—

"বিজ্ঞানঘনানন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।" অর্থাৎ বিজ্ঞানঘনানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈক রসরূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই মন্ত্রের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন— "বিজ্ঞান অর্থাৎ তত্তদ্রূপগুণাদি দ্বারা বিশিষ্ট যে জ্ঞান জড়-প্রতি-যোগি যে বস্তু তাহাই ঘনবিগ্রহ যাঁহার তিনি। তাদৃশ বিগ্রহ-

স্বরূপই অথবা দুঃখপ্রতিযোগিত্ব-হেতু আনন্দই ঘন যাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈক রসস্বরূপ যে ভক্তিযোগ, তথায় অবস্থান করেন অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।"

শ্রীশ্রীজীবপাদ ভগবৎ-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"চিৎপ্রধানা যে শক্তি দ্বারা ভগবান্ স্বয়ং আনন্দকে জানেন এবং অপরকে আনন্দ জানাইতে সমর্থ হন, তাহাকে 'হ্লাদিনী' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম………।" (চৈঃ চঃ আদি ৪পঃ)

সুতরাং ভক্তি সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া ভক্তিই ভগবানের স্বরূপভূত তত্ত্ব এবং সেই ভক্তিসারই প্রেম।

ভক্তির মহিমা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥" (ভাঃ ১১।১৪।২৫)

অর্থাৎ সুবর্ণ যেরূপ অনলে পরিদগ্ধ হইয়াই অন্তর্ম্মল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে, মানবগণের চিত্তও সেইরূপ একমাত্র মদীয় ভক্তিযোগের দ্বারাই কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহাপ্রেমের আবির্ভাববশতঃ আমার পূর্ণ সেবা-পদ্ধতি লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

(ভাঃ ৭।৫।২৪)

শ্রীল শুকদেব বলেন,—

"তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্ ॥"

(ভাঃ ২।১।৫)

শ্রীল রূপপাদের বাক্যে পাই,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কেবলা ভক্তির সাধন আরম্ভ হইতে চরম প্রয়োজন বা প্রাপ্তি ফলের ভূমিকাসমূহ এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন—(১) সাধুকৃপা, (২) মহৎসেবা, (৩) শ্রদ্ধা, (৪)গুরুপদাশ্রয়, (৫) ভজনস্পৃহা, (৬) ভজন, (৭) অনর্থাপগম, (৮) নিষ্ঠা, (৯) রুচি, (১০) আসক্তি, (১১) ভাবভক্তি বা রতি, (১২) প্রেমভক্তি, (১৩) কৃষ্ণদর্শন এবং (১৪) কৃষ্ণ-মাধুর্য্যানুভব।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও পাই,—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্ত্যে 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি হইতে হয় তবে 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥"

(চৈ চঃ মধ্য ২৩।৯-১৩)॥৫০॥

ইতি—শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতির পূর্ব্ববিভাগের 'তত্ত্বকণা' সমাপ্তা॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অথর্ব্ববেদীয়-

শ্রীগোপালতাপনীয়োপনিষৎ (উত্তরবিভাগঃ)

গোপালৈশ্বর্য্য-প্রখ্যায়িকা আখ্যায়িকা

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রুতিঃ—একদা হি ব্রজস্ত্রিয়ঃ সকামাঃ শর্ব্বরীমুষিত্বা
সর্ব্বেশ্বরং গোপালং কৃষ্ণমূচিরে।
উবাচ তাঃ কৃষ্ণঃ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—একদা (একসময়) হি (পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আছে) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (ব্রজবাসিনী রমণীগণ শ্রীমতী রাধিকা প্রভৃতি) সকামাঃ (নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণসঙ্গাভিলাষিণী হইয়া) শর্ব্বরীম্ (সারা রাত্রি) উষিত্বা (কৃষ্ণসান্নিধ্যে কালযাপন করিয়া) সর্ব্বেশ্বরং (সর্ব্বাধিপ সর্ব্ব-নিয়ন্তা) গোপালম্ (গোপালমূর্ত্তি) কৃষ্ণম্ (সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণকে) উচিরে (বক্ষ্যমাণ প্রশ্নসমুদয় করিয়াছিলেন) কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাঃ (সেই ব্রজস্ত্রীগণকে) উবাচ (প্রত্যুত্তরে বলিলেন) ॥১॥

অনুবাদ—পূর্ব্বতাপনীতে বর্ণিত গোপীনাথের ধ্যান, রসন ও ভজন দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্বময় ব্যক্তির যে কৃষ্ণ ভিন্ন গতি নাই, তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা—ইহা দেখাইবার জন্য একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন। প্রসিদ্ধি আছে—একসময়ে

ব্রজবাসিনীগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণসঙ্গাভিলাষিণী হইয়া সমস্ত রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের কাছে রহিলেন, শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় অনুপম মাধুর্য্য-বোধে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা সর্ব্বেশ্বর, গোপালমূর্ত্তি, ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ তদুত্তরে তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥১॥

বৈদিকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকা—পূর্ব্বতাপন্যাং গোপীনাথস্য ধ্যানরসনভজনৈঃ সুনিষ্পন্নচিত্তস্য 'বাসুদেব এব মোক্ষদো নান্য' ইতি দর্শয়িতুং তস্য কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তমৈশ্বর্য্য-প্রখ্যায়িকামাখ্যায়িকাং বোধসৌকর্য্যার্থমারচয়তি ! একদা হীতি। একদা একস্মিন্ কালে ব্রজস্ত্রিয়ঃ গোপিকাঃ সকামাঃ শর্ব্বরীং রাত্রিং কৃষ্ণং প্রতি বক্ষ্যমাণমর্থং উচিরে সন্নিধৌ উষিত্বা। সর্ব্বেশ্বরং ইতি নৃসিংহাদিব্যাবৃত্ত্যর্থমুক্তম্। গোপালম্ ইতি বলদেবব্যাবৃত্ত্যর্থম্। কৃষ্ণমিতি কৃষ্ণং প্রতি বক্ষ্যমাণমর্থম্ উচিরে কৃষ্ণশ্চ তাঃ প্রতি বক্ষ্যমাণমর্থম্ উবাচ ইত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—পূর্ব্বতাপনীতে গোপীনাথের ধ্যান, প্রেম ও ভজন দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তের 'শ্রীকৃষ্ণই যে এক-মাত্র মুক্তিদাতা, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ নাই', ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার যে কোনও বস্তুসাধনে, অসাধনে ও অন্যরূপ করিবার ক্ষমতা আছে, ইহারই বিবরণীসহ একটি আখ্যায়িকা উত্থাপন করিতেছেন, উদ্দেশ্য—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাধিক মহিমা সহজে লোকের বোধগম্য হয়। একদাহি ইত্যাদি—একসময় গোপিকাগণ কামাতুরা হইয়া, রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া বক্ষ্যমাণবিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর—একথা বলিবার উদ্দেশ্য—নৃসিংহাদি-অবতারের সর্ব্বেশ্বরত্ব খণ্ডনার্থ এবং গোপাল—এই বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায়—বলদেবকে নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য।

কৃষ্ণং—অর্থাৎ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সন্নিধিতে 'উচিরে কৃষ্ণঃ চ তাঃ'—শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের প্রশ্নের উত্তর বক্ষ্যমাণবাক্যে দিয়াছিলেন ॥১॥

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকা—পূর্ব্বতাপন্যাং প্রকারান্তরেণ তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেব ইত্যুপসংহারতাৎপর্য্যেণ মহাবাক্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশত্বং যদুক্তং তদেবোত্তরতাপন্যাং প্রকারান্তরেণ বিব্রিয়তে একদেতি। সকামা ইত্যনবচ্ছিন্ন-শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাভিলাষাঃ। উষিত্বা কৃষ্ণসন্নিধৌ রাত্রিমনুক্রীড়িত্বেত্যর্থঃ। ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণমূচিরে ইতি। উবাচ তাঃ কৃষ্ণ ইতি যথোচিতমগ্রেঽনুবর্ত্তনীয়ম্ ॥১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—পূর্ব্বতাপনীতে একপ্রকার বলা হইয়াছে যে, 'সেই শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র আরাধ্য'—এই উপসংহারের তাৎপর্য্য-সূচক মহাবাক্য (তস্মাৎ কৃষ্ণএব পরো দেবঃ) দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, ইহাই উত্তরতাপনীতে প্রকারান্তরে বিবৃত হইতেছে, একদা ইত্যাদি বাক্যে। গোপীগণকে 'সকামা', এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিবার উদ্দেশ্য যে তাঁহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গাভিলাষিণী। উষিত্বা—কৃষ্ণসমীপে সারারাত্রি ক্রীড়া করিয়া, এই অর্থ। ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণমূচিরে—ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উবাচ তাঃ কৃষ্ণ ইতি—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—এই বাক্যটি পরে যথাযোগ্যভাবে যোজনীয় ॥১॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বতাপনীতে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, তিনি অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব, তিনি সকলের আরাধ্য, শ্রুতি-প্রতিপাদিত এই উপসংহার-তাৎপর্য্যসূচক মহাবাক্যের বিষয়টী এই উত্তরতাপনীতে প্রকারান্তরে বিবৃত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা এক আখ্যায়িকা উত্থাপন করিতেছেন।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গোপীনাথের ধ্যান, প্রেম ও ভজন দ্বারা নির্ম্মলান্তঃকরণবিশিষ্ট ভক্তের মোক্ষ-প্রদাতা একমাত্র বাসুদেব। প্রকারান্তরে ইহাও বলা হইল যে, বাসুদেব ব্যতীত মুক্তিদাতা অন্য কেহ নাই। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক-মহিমা বর্ণন-উদ্দেশ্যে আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে কোন বিষয়ে করা, না করা বা অন্যথা করার অদ্বিতীয় সামর্থ্য রাখেন, তাহাও প্রকাশ করিতেছেন। সেই আখ্যায়িকা এইরূপ—একদা ব্রজবাসিনী গোপীগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গাভিলাষিণী, তাঁহারা একদিন সমস্ত রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের সমীপে ক্রীড়াসহকারে বাস করিয়া গোপবেশধারী সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর বলিবার তাৎপর্য্য শ্রীনৃসিংহাদি অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলা, তাঁহারা কেহ সর্ব্বেশ্বর নহেন। আর 'গোপাল' বলার তাৎপর্য্যেও এস্থলে বলদেবকে লক্ষ্য না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিতেছেন ॥১॥

শ্রুতিঃ—অমু কস্মৈ ব্রাহ্মণায় ভক্ষ্যং দাতব্যং ভবতি,
দুর্ব্বাশসেতি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—[ব্রজস্ত্রীগণ কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন] অমু কস্মৈ ব্রাহ্মণায় (কোন ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া) ভক্ষ্যং দাতব্যং (খাদ্য দান করা উচিত) ভবতি (হইবে) দুর্ব্বাশসে ইতি (শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন দুর্ব্বাশা মুনিকে খাদ্য দিও) ॥২॥

অনুবাদ—ব্রজবাসিনীদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য কাহাকে খাদ্য দান করিলে তোমার সহিত আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গের ব্যাঘাত না হয়, সেজন্য তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন—কোন্ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য দ্রব্য দান করা উচিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—দুর্ব্বাশা মুনিকে ভক্ষ্য দ্রব্য দান করিবে ॥২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—সামান্যত আখ্যায়িকাং সূচয়িত্বা বিশেষতস্তাং দর্শয়িষ্যন্ আদৌ স্ত্রীণাং বচনমাহ অস্মু কস্মৈ ব্রাহ্মণায় কং ব্রাহ্মণমস্মু লক্ষীকৃত্য ভক্ষ্যং দাতব্যং ভবতি যেন মনঃস্থিতাঃ কামাঃ পূর্ণা-ভবন্তীতি শেষঃ। কৃষ্ণবচনমাহ দুর্ব্বাশসে দাতব্যমিতি শেষঃ। ছান্দ-সত্বাৎ সন্ধিঃ ॥২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—প্রথমে সাধারণভাবে আখ্যায়ি-কার উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু সেই আখ্যায়িকাটী কি? তাহা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য প্রথমে স্ত্রীলোকদিগের বাক্য উত্থাপন করিতেছেন। অস্মু কস্মৈ ব্রাহ্মণায় ইতি—কোন্ ব্রাহ্মণের উদ্দেশে অর্থাৎ কোন্ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য দেওয়া যোগ্য হইবে, যাহা দ্বারা আমাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, এই অংশটুকু পূরণীয়। পরে কৃষ্ণের প্রত্যুত্তর বাক্য বলিতেছেন, দুর্ব্বাশসেতি—ইহাতেও 'দাতব্যম্' এই পদ পূরণীয়, দুর্ব্বাশসে ইতি সন্ধি হইলে দুর্ব্বাশস ইতি এইরূপ হয়, দুর্ব্বাশসেতি পদ হয় না যেহেতু পুনঃ সন্ধির নিষেধ আছে, কিন্তু ঐ প্রয়োগ বৈদিক প্রয়োগ প্রযুক্ত দোষাবহ হইল না ॥২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র ব্রজস্ত্রীণাং বাক্যমাহ। অস্মু কস্মা ইতি অস্মু অনন্তরং যস্মৈ তদ্দানেন সদা ভবৎসঙ্গাবিয়োগঃ স্যাৎ তস্মৈ কস্মৈ ইত্যর্থঃ॥ অথ শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্। দুর্ব্বাশেতি। দুর্ব্বাশস ইতি বক্তব্যে

সন্ধিশ্ছান্দসঃ। অয়ং ভাবঃ। ময়া তস্মৈ ভক্ষ্যদাপনমিদমুপলক্ষণমেব কিন্তু স এবাসামভীষ্টসিদ্ধিং বোধয়িষ্যতি যতো ব্রহ্ম-নারায়ণাদিসম্প্রদায়েন প্রাপ্তমদীয়তাপনীশ্রুতিতত্ত্বঃ সম্প্রতি মদাবির্ভাবসময়ে ব্রজসমীপবাসেনোপসংক্রান্তভাদৃশস্নেহলেশঃ। সর্ব্বত্র নিরপেক্ষত্বেনাসামপি প্রত্যেতব্যঃ কথানুসারতস্তদ্দ্বারৈবোপদেশোঽভীষ্ট ইতি ॥২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তন্মধ্যে ব্রজাঙ্গনাদিগের বাক্য বলিতেছেন—অনু কস্মৈ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। অনু—অনন্তর, যস্মৈতদ্দানেন—যাহাকে ভক্ষ্য দান করিলে, সদা ভবৎসঙ্গাবিয়োগঃ স্যাৎ—যাহাতে আপনার সঙ্গের বিচ্ছেদ না হয়, এমন কাহাকে দিব—এই অর্থ। তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দুর্ব্বাশেতি দুর্ব্বাশস ইতি সন্ধি বৈদিক, অয়ংভাবঃ—শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাশা মুনিকে ভক্ষ্যদান করিতে বলিলেন, ইহার অভিপ্রায়—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যে দুর্ব্বাশা মুনিকে ভক্ষ্যদান করাইবার কথা বলিলাম—ইহা কেবল ভক্ষ্যদান নহে, কিন্তু এই ভক্ষ্য পাইয়া মুনি সন্তুষ্ট হইয়াই ইহাদের (গোপীদিগের) অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় বুঝাইয়া দিবেন, যেহেতু ব্রহ্মা ও নারায়ণাদি-সম্প্রদায় পরম্পরায় প্রাপ্ত আমার এই তাপনীশ্রুতির মর্ম্ম অবগত হইয়া এক্ষণে আমার আবির্ভাব-সময়ে নন্দ-গো-ব্রজের সমীপে বাসদ্বারা দুর্ব্বাশা মুনি আমার ব্রজবাসিনীদের উপর স্নেহের লেশ তাহাতে উপসংক্রান্ত হইবে, ব্রজাঙ্গনাদিগেরও সব বিষয়ে নিরপেক্ষতাবশতঃ ও ঐ লেশ অবিশ্বাস্য হইবে না, আখ্যায়িকানুসারে তাহা হইতেই যে উপদেশ পাওয়া যাইবে, তাহাই সকলের অভিপ্রেত ॥২॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মা সাধারণভাবে আখ্যায়িকার সূচনা করিয়া তাহা বিশেষরূপে জানাইবার নিমিত্ত অগ্রে ব্রজবাসিনী স্ত্রীগণের কথোপকথন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা প্রখ্যাপন করিতেছেন।

একদিন ব্রজবাসিনী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নাথ! কিরূপ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করা উচিত অর্থাৎ কাহাকে ভক্ষ্যাদি প্রদান করিলে আমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হইবে অর্থাৎ তোমার সঙ্গ-বিয়োগ হইবে না। গোপীগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—গোপীগণ! মুনিপ্রবর দুর্ব্বাশাকে ভক্ষ্যপ্রদান করিলেই তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারিবে। দুর্ব্বাশাকে ভক্ষ্যদানের কথা উপদেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বুঝাইলেন যে, দুর্ব্বাশা মুনি ভক্ষ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হইলে তিনি গোপীগণকে অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় উপদেশ করিবেন। ইহার তাৎপর্য্যে পাই যে, শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মাদিক্রমে পরম্পরায় এই গোপালতাপনী শ্রুতির মর্ম্ম অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ে নন্দ-গো-ব্রজের সমীপে বাসের দ্বারা দুর্ব্বাশা মুনিরও আমার ব্রজবাসিনীদিগের উপর তাদৃশ স্নেহ-লেশ উপসংক্রান্ত হইবে। আর ব্রজাঙ্গনাদিগেরও সর্ব্বত্র নিরপেক্ষতাবশতঃ ঐ স্নেহলেশ অবিশ্বাস্য হইবে না—এই কথা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, দুর্ব্বাশা মুনি দ্বারা যে উপদেশ পাওয়া যাইবে, তাহা শ্রীকৃষ্ণেরও অভিপ্রেত ॥২॥

শ্রুতিঃ—কথং যাস্যামোঽতীর্ত্ত্বা জলং যমুনায়া
যতঃ শ্রেয়ো ভবতি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[পুনশ্চ গোপীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন] কথং যাস্যামঃ যমুনায়াঃ জলম্ অতীর্ত্ত্বা (কি করিয়া লৌকিক উপায়ে পারের অযোগ্য যমুনা-জল পার না হইয়া মুনির নিকট যাইব?) যতঃ (যে মুনি হইতে) শ্রেয়ঃ ভবতি (আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে) ॥৩॥

অনুবাদ—ব্রজকামিনীগণ পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রজেশ্বর! যমুনার জল অগাধ, সাধারণ উপায় তাহাতে কার্য্যকরী হয় না, কিরূপে তাহা পার না হইয়া মুনির নিকট যাইব, তাঁহার কাছে না গেলে তো শ্রেয়ঃ হইবে না ॥৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—পুনঃ স্ত্রীণাং বাক্যং কথমিতি। যমুনায়াঃ জলম্ অক্ষোভ্যম্ অতীর্ত্বা কথং তং মুনিং যাস্যামঃ। যতঃ মুনেঃ সকাশাৎ শ্রেয়ো ভবতি ॥৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—আবার ব্রজস্ত্রাদিগের প্রশ্নবাক্য—কথমিত্যাদি দ্বারা। যমুনার জল অক্ষোভ্য অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে দুস্পার, তাহা উত্তীর্ণ না হইয়া কিরূপে সেই মুনির নিকট যাইব, মুনির নিকট গেলে তো আমাদের শ্রেয়ঃ হইবে ॥৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ তাসাং বাক্যং কথমিতি যমুনায়া জলমিতি যোজ্যম্। জলমিতি তস্যাং জলপ্রাচুর্য্যবিবক্ষয়া অতীর্ত্বেতি স্বেষাং দক্ষিণতীরে তস্য তুত্তরে স্থিতিরিতি বোধ্যতে ॥৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অতঃপর ব্রজনারীদিগের বাক্য—কথমিত্যাদি, 'যমুনায়াঃ' ইহার সহিত 'জলং' এই পদের অন্বয়। জলম্ ইতি—যমুনাতে জলের প্রাচুর্য্য ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে বলিল। 'অতীর্ত্বা' পার না হইয়া, ইহাতে বুঝাইতেছে যে, তাহাদের বাস যমুনার দক্ষিণ তীরে, আর মুনির অবস্থান নদীর উত্তরে ॥৩॥

তত্ত্বকণা—ব্রজগোপীগণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রিয়! কিরূপে এই দুস্পার যমুনার জল পার হইয়া মুনির নিকট আমরা গমন করিব এবং কিরূপেই বা তাঁহাকে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিব? যাহার ফলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

ইহাতে ব্রজগোপীগণ যমুনার দক্ষিণ তীরে এবং দুর্ব্বাশা মুনি যমুনার উত্তর তীরে অবস্থিত ছিলেন, ইহাই বুঝাইতেছে ॥৩॥

শ্রুতিঃ—কৃষ্ণেতি ব্রহ্মচারীত্যুক্ত্বা মার্গং বো দাস্যতি যং মাং স্মৃত্বা অগাধা গাধা ভবতি, যং মাং স্মৃত্বা অপূতঃ পূতো ভবতি, যং মাং স্মৃত্বা অব্রতী ব্রতী ভবতি, যং মাং স্মৃত্বা সকামো নিষ্কামো-ভবতি, যং মাং স্মৃত্বাঽশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো-ভবতি ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন] কৃষ্ণ ইতি [নাম] (কৃষ্ণ এই নামে) ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী) ইত্যুক্ত্বা (এই বাক্য বলিয়া যমুনা-মধ্যে গেলে) বঃ মার্গং দাস্যতি (যমুনা তোমাদিগকে পথ দিবেন) [যদি মনে কর 'কৃষ্ণ' এই উক্তিমাত্রে যমুনা পথ দিবেন কেন? আর কৃষ্ণ বহুস্ত্রীভোগী, লম্পট, কিরূপে তিনি ব্রহ্মচারী হইবেন? তাহা মনে করিও না, যেহেতু] যং মাং স্মৃত্বা অগাধা গাধা ভবতি (আমার নামের মহিমা এই যে, আমাকে স্মরণ করিলে অতলস্পর্শা নদী তলস্পর্শা হয়) যং মাং স্মৃত্বা অপূতঃ পূতঃ ভবতি (আমাকে স্মরণ করিলে অপবিত্র ব্যক্তি পবিত্র হয়) যং মাং স্মৃত্বা অব্রতী ব্রতী ভবতি (আমাকে স্মরণ করিলে ব্রত না করিলেও লোকে ব্রতী হয়) যং মাং স্মৃত্বা সকামঃ নিষ্কামঃ ভবতি (আমাকে স্মরণ করিলে সকাম ব্যক্তি নিষ্কাম হয়) যং মাং স্মৃত্বা অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়োভবতি (আমাকে ধ্যান করিলে অশ্রোত্রিয় ব্যক্তি শ্রোত্রিয় হয়) ॥৪॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—যমুনা-মধ্যে তোমরা 'কৃষ্ণ ব্রহ্ম-চারী' বলিয়া যাইবে, যমুনা তোমাদিগকে পথ দিবেন। গোপীগণ কহিলেন—'কৃষ্ণ' এই উক্তিমাত্রে কিরূপে যমুনা আমাদিগকে পথ দিবেন? আর বহুস্ত্রী-সম্ভোগশীল শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ব্রহ্মচারী হইতে

পারেন? এই শঙ্কার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-নাম-স্মৃতি-মহিমা বলিতেছেন, হে ব্রজসুন্দরীগণ! যে আমাকে স্মরণ করিলে অতলস্পর্শা নদী তলস্পৃষ্টা হয়, যে আমাকে স্মরণ করিলে অপবিত্র পবিত্র হয়, যে আমাকে স্মরণ করিলে ব্রত গ্রহণ না করিলেও সে ব্রতী হয়, যে আমাকে স্মরণ করিলে কামনাপূর্ণ ব্যক্তি কামনাশূন্য হয়, যে আমাকে স্মরণ করিলে অবেদজ্ঞ ব্যক্তি বেদজ্ঞ হয় ॥৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অথ শ্রীকৃষ্ণবাক্যং কৃষ্ণেত্যাদি। কৃষ্ণ ইতি নাম যঃ স ব্রহ্মচারীতি বাক্যং যমুনামধ্যে উক্ত্বা ব্রজস্থ বো যুষ্মাকং যমুনা মার্গং দাস্যতি কৃষ্ণেতি ছান্দসত্বাৎসন্ধিঃ। কৃষ্ণেত্যুক্তিমাত্রেণ কথং যমুনা মার্গং বো দাস্যতি কথং চানেকাঙ্গনাসম্ভোগশীলো ব্রহ্মচারী স্যাদিতি শঙ্কাব্যুদস্তয়ে স্বস্মৃতিমহিমানমাহ যং মাং স্মৃত্বা অগাধা তলস্পর্শরহিতাপি সর্ব্বা সরিৎ গাধা ভবতি যং মাং স্মৃত্বা অপূতঃ পূতো ভবতি যং মাং স্মৃত্বাঽব্রতী ব্রতী ভবতি যং মাং স্মৃত্বা সকামো নিষ্কামো ভবতি যং মাং স্মৃতাঽশ্রোত্রিয়ো শ্রোত্রিয়ো ভবতি ইতি। স্পষ্টার্থমিদম্ ॥৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তাহার পর আবার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কৃষ্ণ—এই নামে যিনি, তিনি ব্রহ্মচারী—এই বাক্য বলিয়া যমুনামধ্যে আপনারা যাউন, তাহাতে যমুনা আপনাদিগকে পথ দিবেন। 'কৃষ্ণঃ ইতি' সন্ধি করিলে 'কৃষ্ণ ইতি' এই বাক্য হয়, তবে সন্ধি দ্বারা 'কৃষ্ণেতি' বাক্য কিরূপে হইল? তাহার উত্তরে বলা যাইতেছে—উহা বৈদিক প্রয়োগ, এজন্য সন্ধি হইতে পারিল। যদি মনে কর—কেবল 'কৃষ্ণ' এই উক্তিমাত্রে কিরূপে যমুনা আমাদিগকে পথ দিবেন, আর কিরূপেই বা কৃষ্ণ বহুস্ত্রী-সম্ভোগী হইয়াও ব্রহ্মচারী হইতে পারেন? এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ নাম-স্মৃতির মহিমা বলিতেছেন, যে আমাকে স্মরণ করিলে তলস্পর্শ-

রহিত সকল নদীই তলস্পৃশ্যা হয়, যে আমাকে স্মরণ করিলে অপবিত্র ব্যক্তি পবিত্র হয়, যে আমাকে স্মরণ করিলে ব্রতাবলম্বী না হইলেও ব্রতী বলিয়া গণ্য হয়, যে আমাকে স্মরণ করিলে কামনাপূর্ণ ব্যক্তি নিষ্কাম হয়, যে আমাকে স্মরণ করিলে অশ্রোত্রিয় ব্যক্তি শ্রোত্রিয় হয়। সেই কৃষ্ণ—আমি—এই বাক্যটির অর্থ সুস্পষ্ট ॥৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্। কৃষ্ণেতি ব্রহ্মচারীতি কৃষ্ণব্রহ্মচারীতি ক্রমেণোক্ত্বা স্থিতানামিত্যর্থঃ। কৃষ্ণেতি সন্ধিশ্ছান্দসঃ। দাস্যতি যমুনেতি শেষঃ। যদ্বা কৃষ্ণ ইতি নামায়ং ব্রহ্মচারীতি বাক্যং যমুনায়ামুক্ত্বা ব্রজত ততো বো যুষ্মাকং মার্গং যমুনা দাস্যতি ইত্যর্থঃ। কুতস্তত্রাহ যং মাং স্মৃত্বেত্যাদি। যং মাং স্মৃত্বা স্থিতস্য জলস্যাগাধা স্বপ্রদানেন অতলস্পর্শাপি যমুনা গাধা তলস্পৃশ্যা ভবতি। ইদং যৎকিঞ্চিদেব যতঃ অপূতো দৈত্যাদিরপি পূতো মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। অব্রতী ব্রতমাত্ররহিতোঽপি সর্ব্বব্রতফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। সকামঃ সর্ব্বকামযুক্তোঽপি নিষ্কামো ভবতি। মদেককামনয়া তত্তৎকামানাং স্বয়মপগমাৎ। নিষ্কামঃ সকামো ভবতীতি পাঠে নিষ্কাম আত্মারামঃ সোঽপি সকামো মদ্দিদৃক্ষাদি-কামো ভবতি, কিংবহুনা অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়রহিতোঽপি উপলক্ষণ-ঞ্চৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিরহিতোঽপি স চ দ্বিবিধঃ। আত্মারামো নাভি-ব্যক্তেন্দ্রিয়ঃবৃক্ষাদিশ্চ। সোঽপি তল্লীলাশ্রবণবেণুবাদ্যাদিপ্রভাবেণ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং লভত ইত্যর্থঃ। 'পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ-শ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্' ইতি। 'গো-গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদারবেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ। অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রমি'তি শ্রীভাগবতাৎ ॥৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—গোপীদিগের প্রশ্নের পর আবার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। কৃষ্ণেতি ব্রহ্মচারীতি একযোগে কৃষ্ণব্রহ্মচারী এই ক্রমে বলিয়া অবস্থিত তোমাদিগকে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—'কৃষ্ণেতি' কৃষ্ণঃ ইতি ইহাদের সন্ধিতে কৃষ্ণইতি হয়, তবে কৃষ্ণেতি পদ কিরূপে হইল, উত্তর—বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া সন্ধি ঐরূপ হইল। দাস্যতি ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ নাই, সেজন্য কর্ত্তৃপদ 'যমুনা' ইহা পূরণীয়। অথবা বাক্যটির অন্বয় এইপ্রকার হইতে পারে—যথা কৃষ্ণইতি নামাঽয়ং ব্রহ্মচারী ইতি বাক্যং যমুনায়ামুক্ত্বা ব্রজত যাত অর্থাৎ 'কৃষ্ণনামা এই ব্রহ্মচারী' এই বাক্যটি বলিয়া যমুনা-জলমধ্যে যাইও, তাহা হইলে, 'বঃ'—তোমাদিগকে, মার্গং যমুনা দাস্যতি অর্থাৎ—যমুনা পথ দিবে। কি কারণে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যং মাং স্মৃত্বেত্যাদি বাক্য। যে আমাকে স্মরণ করিয়া থাকিবে, তাহার পক্ষে, অগাধা—অতলস্পৃশ্যা হইয়াও যমুনা, গাধা অর্থাৎ তলস্পৃশ্যা হয়। ইদং যৎকিঞ্চিদেব—ইহা তো সামান্য কথা, যেহেতু অপূত দৈত্য প্রভৃতিও পূত অর্থাৎ মুক্ত হয়। অব্রতী—কোনোরূপ ব্রত না লইলেও, ব্রতী ভবতি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ব্রতের ফল পায়। সকামঃ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কামনাযুক্তও নিষ্কামো ভবতি—কামনা-শূন্য হয়, যেহেতু একমাত্র আমার কামনা দ্বারাই সেই সেই কামনা আপনিই চলিয়া যায়। কোনোও গ্রন্থে 'নিষ্কামঃ সকামো-ভবতি' এই পাঠ আছে, তাহার তাৎপর্য্য—যে আত্মারাম সেও সকাম হয় অর্থাৎ আমার দর্শনাদি কামনাবিশিষ্ট হয়। 'কিং বহুনা'—অধিক কি বলিব, অশ্রোত্রিয়ঃ—যাহার শ্রবণেন্দ্রিয় নাই, সেও শ্রবণেন্দ্রিয়বান্ হয়। শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় নহে, যে কোনও ইন্দ্রিয় না থাকিলেও; ইহা দুইপ্রকার। এক আত্মারাম, দ্বিতীয় যাহাদের ইন্দ্রিয় অভিব্যক্ত নহে, যথা—বৃক্ষাদি, সেও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শ্রবণে আর

বেণুবাদ্য প্রভৃতির প্রভাবে শ্রবণেন্দ্রিয় লাভ করে—ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীভাগবতে কথিত আছে, যথা—'পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ-শ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্' (ভাঃ ২।১।৯)। রাজা পরীক্ষিতের আশঙ্কা যে মহর্ষি শুকদেব দ্বাপরের প্রথম ভাগে পিতা দ্বৈপায়নের নিকট হইতে এই ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তো জ্ঞানমার্গের পথিক, সর্ব্বথা নিষ্কাম, তবে কিরূপে এই অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; ইহার উত্তরে শুকদেব বলিলেন,—হে রাজর্ষি! আমি নির্গুণ তত্ত্বে একান্তী, তথাপি শ্রীভগবানের লীলা-শ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া এই ভাগবত-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আরও 'গো-গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদারবেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনু-ভৃৎসু সখ্যঃ। অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং নির্যোগপাশকৃত-লক্ষণয়োর্বিচিত্রম্' (ভাঃ ১০।২১।১৯)। গোপীগণ কৃষ্ণলীলার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া পরস্পর আলাপ করিতেছেন—হে সহচরীগণ! শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্র বনে বনে গো ও গোপগণের সহিত বিচরণকালে অব্যক্ত মধুর যে বেণুশব্দ করেন, তাহাতে প্রাণিবর্গের মধ্যে গতিশীল ব্যক্তিরা তথা হইতে আর নড়িতে পারে না, আর স্থাবর বৃক্ষ-লতাগুলির পুলকসঞ্চার হয়, পশুবন্ধন রজ্জু ও পাশ দ্বারা শিরোবেষ্টন প্রভৃতি ভূষিত গোচারণে নিযুক্ত রামকৃষ্ণের লীলা অতিবিচিত্র ॥৪॥

তত্ত্বকণা—শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন,—হে গোপীগণ! 'শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' এই বাক্য বলিয়া তোমরা যমুনার জলমধ্যে প্রবেশ করিলেই যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন। এই কথা শ্রবণানন্তর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে গোপীবল্লভ! কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই যমুনা আমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন কেন? এবং কিরূপেই বা কৃষ্ণকে ব্রহ্মচারী বলা যায়, যিনি শত শত

কামিনী সম্ভোগ করিতেছেন, তাহাকে ব্রহ্মচারী বলা সঙ্গত হয় কিরূপে? তদুত্তরে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ব্রজস্ত্রীগণ, তোমরা এরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ আমাকে স্মরণ করিলে অতল-স্পর্শা নদীও অল্পতোয়া হইয়া থাকে, আমাকে স্মরণ করিলে পাপাত্মা ব্যক্তিও পবিত্র হয়, এমন কি, দৈত্যাদিও মুক্ত হয়।

এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"সকৃদ্‌যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্। স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভি-ব্যুদস্তমায়ো-হন্তর্গতো হি কিং পুনঃ?" (ভাঃ ১০।১২।৩৯)।

আমাকে স্মরণ করিলে অব্রতীও সর্ব্বব্রতের ফল লাভ করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বকামযুক্ত ব্যক্তিও নিষ্কাম হয়, একমাত্র আমার কামনার দ্বারা অন্যান্য সকল কাম স্বয়ং অপগত হয়। পাঠান্তরে নিষ্কাম সকাম হয়, এরূপ কথাও আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, নিষ্কাম অর্থাৎ আত্মারাম ব্যক্তিও সকাম অর্থাৎ আমার দর্শনাদিকামযুক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

(ভাঃ ১।৭।১০)

অধিক কথা আর কি? অশ্রোত্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াও, ইহাও উপলক্ষণমাত্র অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়রহিত হইয়াও, তাহা আবার দ্বিবিধ। আত্মারাম—একপ্রকার এবং বৃক্ষাদি যাহাদের

ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তি নাই—দ্বিতীয় প্রকার। তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি-শ্রবণ ও বেণুবাদ্যাদি-প্রভাবে শ্রোত্রেন্দ্রিয় লাভ করিয়া থাকে। যেমন শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥" (ভাঃ ২।১।৯)

অর্থাৎ হে রাজর্ষে, আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকিলেও উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের লীলা দ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি।

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"গো-গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-বেণুস্বনৈঃ
কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ। অস্পন্দনং গতিমতাং
পুলকস্তরূণাং নির্য্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্॥"
(ভাঃ ১০।২১।১৯)

অর্থাৎ হে সখীগণ, গোসকলের পাদবন্ধন রজ্জু এবং পাশ লক্ষণ-যুক্ত এই রাম-কৃষ্ণ গোপালগণের সহিত প্রতিবনে গোচারণ-কালে মধুর পদময় উদার বংশীধ্বনি করিলে শরীরিগণের মধ্যে যাহারা গতিশীল তাহারা স্পন্দনশূন্য হইয়া স্থাবরধর্ম্ম এবং যাহারা স্থাবর—তরু তাহাদের পুলকবশতঃ জঙ্গমধর্ম্ম উপস্থিত হয়, ইহা বড়ই বিচিত্র হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমার নাম উচ্চারণ করিয়া যমুনা পার হওয়ায় কোন সন্দেহ নাই, তোমরা আমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গমন করিও। একদিন শ্রীহনুমানও শ্রীরাম-নাম উচ্চারণ-মাত্রে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন॥৪॥

শ্রুতিঃ—শ্রুত্বা তদ্বাচং হি বৈ রৌদ্রং স্মৃত্বা তদ্বাক্যেন তীর্ত্বা তৎ সৌর্য্যাং হি গত্বাশ্রমং পুণ্যতমং হি নত্বা মুনিং শ্রেষ্ঠতমং হি বৈ রৌদ্রঞ্চেতি ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[তাঃ গোপ্যঃ—সেই গোপীগণ] হি বৈ (নিশ্চিতভাবে, স্মৃত হইতেছে) তদ্বাচং (শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া অর্থাৎ উৎসাহজনক শ্রীকৃষ্ণবাক্যে উৎসাহান্বিত হইয়া) রৌদ্রং স্মৃত্বা (রুদ্র পুত্র দুর্ব্বাশাকে প্রথমে স্মরণ করিলেন, যেহেতু তাঁহার নিকট যাইতে হইবে অতএব তাঁহাকে প্রথমে স্মরণ করিলেন) তদ্বাক্যেন ('কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' এই বাক্য বলিয়া) তৎ সৌর্য্যাং হি (অগাধ-জলা যমুনা ক্ষুদ্রাভূত অর্থাৎ তলস্পর্শ যোগ্যা ভূত সূর্য্যাসম্ভবা সেই যমুনাকে) তীর্ত্বা (পার হইয়া) গত্বা আশ্রমং (মুনির আশ্রমে যাইয়া) পুণ্যতমং হি নত্বা মুনিং দুর্ব্বাশসং (পূজ্যতম দুর্ব্বাশা মুনিকে প্রণাম করিয়া) ইতি (ভোজন করাইলেন) [এইরূপে পরিচর্য্যা সমাপ্ত হইল] ॥৫॥

অনুবাদ—অতঃপর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে শক্তি লাভ করিয়া দুর্ব্বাশা মুনির নিকট যাইতে হইবে এই বোধে রুদ্রের অংশস্বরূপ দুর্ব্বাশা মুনিকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক 'কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' বলিয়া 'অগাধ স্পর্শা যমুনায় নামিলেন, যমুনা তখনই ক্ষীণতোয়া হইলে তাহা উত্তীর্ণ হইয়া পবিত্রতম দুর্ব্বাশা মুনির আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন ॥৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—শ্রুত্বা তদ্বাচং হীতি। তাঃ গোপ্যঃ হি নিশ্চিতং বৈ স্মর্য্যতে তস্য বাচং শ্রুত্বা সামর্থ্যবোধকবাক্যেন প্রোৎসাহিতাঃ গন্তব্যতয়া রৌদ্রং রুদ্রাংশং দুর্ব্বাশসং স্মৃত্বা তদ্বাক্যেন কৃষ্ণো-ব্রহ্মচারীত্যেবং রূপেণ বাক্যেন তৎ সৌর্য্যাং হি তাম্ অগাধামপি

গাধাভূতাং সৌর্য্যাং সূর্য্যতনয়াং যমুনাং তীর্ত্বা গত্বা আশ্রমং পুণ্যতমং হি নত্বা মুনিং দুর্ব্বাশসং কীদৃশং শ্রেষ্ঠতমং বৈ প্রসিদ্ধম্। রৌদ্রম্ উক্তার্থম্ ইতিশব্দো ভোজনপূর্ব্বপরিচরণসমাপ্ত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—শ্রুত্বা তদ্বাচং হি ইত্যাদি। তাঃ—গোপীগণ, হি—নিশ্চিত মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্য শুনিয়া অর্থাৎ উৎসাহ, শক্তিবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে উৎসাহান্বিত হইয়া যেহেতু রুদ্রাংশ দুর্ব্বাশা মুনির নিকট যাইতে হইবে সেজন্য মনে মনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তদ্বাক্যেন অর্থাৎ কৃষ্ণের সেই বাক্যে 'কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া, তৎ সৌর্য্যাং হি—সেই অতলস্পর্শা যমুনা তলস্পর্শা হইলে, সৌর্য্যাং—সূর্য্যকন্যা যমুনাকে, তীর্ত্বা—পার হইয়া, গত্বা আশ্রমং পুণ্যতমং—অতি পবিত্র মুনির আশ্রমে যাইয়া, নত্বা মুনিং—মুনিকে প্রণাম করিয়া, কীদৃশমুনিম্—শ্রেষ্ঠতমং—যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই দুর্ব্বাশা মুনিকে এবং যিনি রৌদ্র অর্থাৎ ভগবান্ রুদ্রের অংশ। বৈ শব্দটি প্রসিদ্ধার্থে, রৌদ্রং—ইহার অর্থ পূর্ব্বেই অভিহিত। ইতি শব্দটি ভোজনপূর্ব্ববর্ত্তী পরিচর্য্যা সমাপ্তি অর্থে ॥৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—ততস্তাসাং তদনুরূপং চেষ্টিতমাহ শ্রুত্বা তদ্বাচং হীতি। হি নিশ্চিতং, বৈ স্মরণে, তস্য বাচং শ্রুত্বা সামর্থ্যবোধক-বাক্যেন প্রোৎসাহং লব্ধ্বা গন্তব্য তয়া আদৌ রৌদ্রং রৌদ্রাংশং দুর্ব্বাশসং স্মৃত্বা তদ্বাক্যেন তেন বাক্যেন কৃষ্ণো ব্রহ্মচারীত্যেবংরূপেণ তাং সৌর্য্যাং হি তামগাধামপি গাধাভূতাং সৌর্য্যাং সূর্য্যতনয়াং তীর্ত্বা, হি প্রসিদ্ধম্ পুণ্যতমমাশ্রমং গত্বা রৌদ্রং দুর্ব্বাশসং মুনিং চ নত্বেতি যোজ্যম্। পাঠস্তু বিপর্য্যয়েণৈবাস্তি এবমুক্তত্রত্র চ। ইতি অন্যদপি তদারাধনং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অতঃপর সেই গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের বচনানুসারে কার্য্য বলিতেছেন। 'শ্রুত্বা তদ্বাচং হি' 'হি' নিশ্চিতভাবে, 'বৈ' 'স্মরণার্থে' এইরূপ স্মরণ হয়, 'তস্য বাচং শ্রুত্বা' তাঁহার বাক্য শুনিয়া সামর্থ্যবোধক বাক্য দ্বারা জাত উৎসাহ সহকারে যাইয়া, দুর্ব্বাশার নিকট যাইতে হইবে, এইজন্য প্রথমে, 'রৌদ্র' রুদ্রাংশ-সম্ভূত দুর্ব্বাশা মুনিকে স্মরণ করিয়া, 'তদ্‌বাক্যেন' কৃষ্ণের সেই 'কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী' এইরূপ বাক্য পাঠকরতঃ 'তাং সৌর্য্যাং হি' সূর্য্য হইতে উৎপন্ন সেই যমুনা নদীকে তাহা অতলস্পর্শা হইলেও তৎক্ষণে ক্ষীণতোয়া, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া, 'হি' প্রসিদ্ধ, 'পুণ্যতমম্ আশ্রমং গত্বা' অতি পবিত্র মুনির আশ্রমে যাইয়া, 'রৌদ্রং' রুদ্রাংশ মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাশাকে 'মুনিঞ্চ নত্বা' মুনিকে প্রণাম করিয়া, 'নত্বা মুনিম্' এই দুইটি এইরূপ যোজনীয়, তাহার কারণ শ্রুতির পাঠ বিপরীতভাবেই যথা 'গত্বাশ্রমং হি নত্বা' আছে। এইরূপ পরেও অনেক শ্রুতিতে বিপরীত পাঠ সঙ্গতভাবে যোজনীয়। 'ইতি' শব্দের অর্থ নমস্কার ভিন্ন অন্যপ্রকার আরাধনা করিয়া এই অর্থ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া সামর্থ্য এবং উৎসাহ লাভ করিয়া গমন করা কর্ত্তব্য বিবেচনাকরতঃ রুদ্রাংশস্বরূপ দুর্ব্বাশাকে স্মরণপূর্ব্বক 'কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া অতলস্পর্শা যমুনাতে পদক্ষেপ করিবামাত্র সূর্য্যপুত্রী যমুনা তলস্পর্শা হইলেন, তখন ব্রজগোপীগণ অনায়াসে যমুনা পার হইয়া দুর্ব্বাশার প্রসিদ্ধ আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর গোপীগণ মুনিপ্রবর দুর্ব্বাশাকে প্রণাম করিলেন ॥৫॥

শ্রুতিঃ—দত্ত্বা অস্মৈ ব্রাহ্মণায় ক্ষীরময়ং ঘৃতময়-
মিষ্টতমং হি বৈ ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[তাহার পর গোপীগণ দুর্ব্বাশা মুনির প্রীত্যর্থে ঘৃত পক্কান্নাদি দান করিলেন] দত্ত্বা অস্মৈ ব্রাহ্মণায় (অতঃপর ঐ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাশাকে) ক্ষীরময়ং (পায়সান্ন) ঘৃতময়ম্ ইষ্টতমঞ্চ (এবং হিতকর ঘৃত-পক্কান্ন দিয়া) [আরাধয়ামাসুঃ—সেবা করিলেন] ॥৬॥

অনুবাদ—অতঃপর গোপীগণ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাশাকে পায়সান্ন ও অতিপ্রিয় ঘৃতপক্কান্ন ভোজন করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণকে পায়সান্ন ও ঘৃতপক্কান্ন দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। 'তূষ্ণীং স্থিতাঃ' পদটি উহ্য ॥৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—দত্ত্বা অস্মৈ ব্রাহ্মণায় দুর্ব্বাশসে ক্ষীরময়ং পায়সান্নং ইষ্টতমং হি বৈ হিততমং মিষ্টতমং স্বাদুতমং হি বৈ প্রসিদ্ধং ঈদৃশমন্নং দত্ত্বা আরাধয়ামাসুরিতি শেষঃ ॥৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এই ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাশাকে দুগ্ধ-পক্ক-পায়সান্ন ও ইষ্টতম অর্থাৎ হিততম অতিশয় মিষ্ট যাহা অতি সুস্বাদু বলিয়া প্রসিদ্ধ, এইরূপ অন্ন দিয়া তৃপ্ত করিলেন। এখানে 'আরাধয়ামাসুঃ' এই ক্রিয়াপদটি উহ্য আছে, উহা যোজনীয় ॥৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অথাস্মৈ ব্রাহ্মণায় ক্ষীরময়াদ্যন্নং দত্ত্বা তূষ্ণীং স্থিতা ইতি শেষঃ ॥৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অতঃপর ঐ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাশাকে দুগ্ধপক্কান্ন পায়স প্রভৃতি সুভোজ্য এবং অন্য অন্ন দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এখানে 'তূষ্ণীং স্থিতাঃ' এই দুইটি পদ উহ্য—তাহা যোজনীয় ॥৬॥

তত্ত্বকণা—অনন্তর গোপীগণ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাশাকে যথাবিধি পরিচর্য্যা-পূর্ব্বক অতি প্রিয়তম সুস্বাদু পায়স ও ঘৃতপক্কান্ন প্রদান করিয়া তাঁহার আরাধনাকরতঃ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥৬॥

শ্রুতিঃ—মিষ্টতমং হি বৈ ভুক্ত্বা হিত্বাশিষং প্রযোজ্য-
অন্বাজ্ঞাংত্বদাৎ কথং যাস্যামোঽতীর্ত্বা সৌর্য্যাম্ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[দুর্ব্বাশা মুনিঃ] মিষ্টতমং হি বৈ ভুক্ত্বা (দুর্ব্বাশা মুনি তাহাদের প্রদত্ত পায়সান্ন ও ঘৃত-পক্কান্ন ভোজন করিয়া) [তাহাদের প্রতি স্নেহবশতঃ] হিত্বা (উচ্ছিষ্টভোগীদিগকে উচ্ছিষ্ট অন্ন দিয়া) আশিষং প্রযোজ্য (আশীর্ব্বাদ করতঃ) অনু আজ্ঞাং তু অদাৎ (পরে প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করিলেন) [তাঃ উচুঃ] কথং যাস্যামঃ (গোপীগণ বলিলেন, কেমন করিয়া যাইব ?) অতীর্ত্বা সৌর্য্যাম্ (যমুনা পার না হইয়া) ॥৭॥

অনুবাদ—মুনি তাহাদের প্রতি স্নেহবশতঃ সুমিষ্ট পায়সান্ন ও ঘৃতপক্কান্ন খাইয়া উচ্ছিষ্ট অন্ন রাখিয়া তাহা উচ্ছিষ্টভোজীদিগকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, পরে তাহাদিগকে যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা বলিলেন, কিরূপে যমুনা পার না হইয়া যাইব ? ॥৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—স তু আসাং স্নেহেন ভুক্ত্বা উচ্ছিষ্টমন্নঞ্চ হিত্বা ত্যক্ত্বা উচ্ছিষ্টভোগিভ্যো দত্ত্বা আশিষং প্রযোজ্য দত্ত্বা অনু পশ্চাৎ আজ্ঞাং গমনানুজ্ঞাম্ অদাৎ। তা উচুঃ কথং যাস্যামোঽতীর্ত্বা সৌর্য্যাম্ ॥৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—স তু আসামিতি—মুনিও তাহাদিগের প্রতি স্নেহবশতঃ ভুক্ত্বা—খাইয়া, উচ্ছিষ্টম্ অন্নঞ্চ

হিত্বা—ভোজনাবশিষ্ট অন্নও রাখিয়া, উচ্ছিষ্টভোজিগণকে তাহা দিয়া আশীর্ব্বাদকরতঃ পরে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করিলেন। তা উচুঃ—তাঁহারা বলিলেন, কথমিত্যাদি কিরূপে যমুনা পার না হইয়া যাইব? ॥৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—স তু আভুক্ত্বা সামস্ত্যেন উপভুজ্য হিত্বা পাত্রলীনং তদুচ্ছিষ্টং পরিত্যজ্য আশিষং প্রযোজ্য তাভ্যো বিতীর্য্য অস্বাজ্ঞাং গৃহং গন্তুমনুজ্ঞামদাৎ। পরমাদরাদিনা স কিঞ্চিদ্ভুক্তবানিত্যর্থঃ। আভুক্তেতি ল্যবভাবশ্ছান্দসঃ ॥

অথ তা উচুরিতি জ্ঞেয়ম্। তাসাং বচনমেবাহ কথং যাস্যামো-হতীর্ত্ত্বা সৌর্ধ্যামিতি ॥৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—স তু সামস্ত্যেন—সেই মুনিও সমস্তই পায়সান্ন ও ঘৃতপক্কান্ন খাইয়া, হিত্বা—পাত্রসংলগ্ন ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিয়া গৃহে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। আভুক্ত্বা—পরমপ্রীতিসহকারে মুনি কিছু ভোজন করিলেন, ইহাই অর্থ। আভুক্ত্বা—এখানে ভুক্ত্বাপদে ভুজ্ ধাতুর ক্ত্বাচ্ স্থানে ল্যপ্ হইল না, ইহা বৈদিক প্রয়োগ। এই শ্রুতির অর্থ 'তা উচুঃ কথং যাস্যামঃ' ইহার আদিতে এই বাক্য যোজনীয়। তাঁহারা কি বলিলেন? তাহাই বলিতেছেন—'কথং যাস্যামঃ অতীর্ত্ত্বা সৌর্ধ্যাম্'—কেমন করিয়া যমুনা পার না হইয়া যাইব? ॥৭॥

তত্ত্বকণা—মুনিপ্রবর দুর্ব্বাশা গোপীগণের প্রদত্ত পায়সান্ন ও ঘৃতান্ন ভোজন করিয়া পাত্রেলীন তদুচ্ছিষ্ট পরিত্যাগসহকারে অর্থাৎ উচ্ছিষ্টভোজীদিগকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়া গোপীগণকে

ভোজনে সাতিশয় প্রীতিলাভের বিষয় জ্ঞাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ব্রজে গমনের অনুমতি করিলেন। গোপীগণও গমনে মতি স্থির করিয়া মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভু! আমরা কিরূপে এই অসীম জলপূর্ণা প্রবল স্রোতস্বতী যমুনা পার হইব? ॥৭॥

শ্রুতিঃ—স হোবাচ মুনিঃ দূর্ব্বাশিনং মাং স্মৃত্বা বো-দাস্যতীতি মার্গম্ ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—স হ মুনিঃ উবাচ (তখন মুনি দুর্ব্বাশা উত্তর করিলেন) মাং দূর্ব্বাশিনং স্মৃত্বা (দূর্ব্বামাত্র ভোজী অথবা নিরাহারী আমাকে স্মরণ করিলেই) যমুনা বঃ মার্গং দাস্যতি (যমুনা তোমাদিগকে যাইবার পথ দিবেন) ॥৮॥

অনুবাদ—তখন মুনি প্রত্যুত্তর করিলেন, তোমরা দূর্ব্বাভোজী অথবা নিরাহারী আমাকে স্মরণ করিলেই সূর্য্যকন্যা যমুনা তোমাদিগকে পথ দিবেন ॥৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—স হোবাচ মুনিঃ মাং দূর্ব্বাশিনং দূর্ব্বৈব অশনমস্যাস্তি তং নিরাহারং বা স্মৃত্বা বঃ যুস্মাকং যমুনা মার্গং দাস্যতীতি ॥৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—স হ উবাচ—মুনি উত্তর করিলেন, মাং দূর্ব্বাশিনং—আমি দূর্ব্বামাত্র ভোজনকারী অথবা দূরে যাহার খাদ্য অর্থাৎ নিরাহারী আমাকে স্মরণ করিলেই যমুনা তোমাদিগকে পথ দিবেন। এই কথা বলিলেন ॥৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—সহোবাচেতি দুর্ব্বাশা হ স্ফুটমুবাচ। যথা দুর্ব্বাশিনং দুর্ব্বাভোজিনং দূরে অশনমস্যাস্তীতি বা দুর্ব্বাশিনং নিরাহারং মাং

স্মৃত্বা স্থিতানাং বো যুষ্মাকং দাস্যতীতি মার্গং দাস্যতীতি বিপর্য্যয়েণ যোজ্যম্ ॥৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—সহোবাচ ইতি দুর্ব্বাশা মুনি সুস্পষ্টভাবে বলিলেন। যথা, তাহা এই দুর্ব্বাশিনং দূর্ব্বাভোজী অথবা দূরে যাহার খাদ্য থাকে অর্থাৎ নিরাহার—আহারশূন্য, আমাকে স্মরণ করিয়া থাকিলে তোমাদিগের 'বঃ দাস্যতি মার্গম্' ইহা বিপরীতভাবে যোজনীয় যথা মার্গং বো দাস্যতি ॥৮॥

তত্ত্বকণা—মুনিবর দুর্ব্বাশা ব্রজবাসিনীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, গোপীগণ! তোমরা দুর্ব্বাশা অর্থাৎ দুর্ব্বাভোজী, অথবা নিরাহারী আমাকে স্মরণ করিয়া কালিন্দীর তীরে অবস্থান করিলেই সূর্য্যনন্দিনী যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন ॥৮॥

শ্রুতিঃ—তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বীত্যুবাচ
তং হি বৈ তাভিরেবং বিচার্য্য ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—তাসাং মধ্যে হি (সেই গোপীগণের মধ্যে কোনও একটি) শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বী (গান্ধর্ব্বী নামে শ্রেষ্ঠা গোপী) তাভিঃ এবং বিচার্য্য (তাহাদের সহিত অন্যান্য গোপীদিগের সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়া) তং হি বৈ (সেই মুনিকে) উবাচ (প্রশ্ন করিয়াছিলেন) ॥৯॥

অনুবাদ—সেই গোপীদিগের মধ্যে কোনও এক গান্ধর্ব্বী নাম্নী প্রধানা গোপী অন্যান্য গোপীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বী কাচিৎ তং হি বৈ দুর্ব্বাশসম্। এবম্ উবাচ। কিং কৃত্বা—তাভিঃ অন্যাভিঃ স্ত্রীভিঃ সমং বিচার্য্য ॥৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তাসাং ইত্যাদি তাসাম্—সেই গোপীদিগের মধ্যে, শ্রেষ্ঠা হি গান্ধর্ব্বী—গান্ধর্ব্বীনামে এক প্রধানা গোপী, তং হি বৈ দুর্ব্বাশসম্—সেই দুর্ব্বাশা মুনিকে, এবম্ উবাচ—এইরূপ বলিয়াছিলেন, কি করিয়া? তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সমম্—অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত, বিচার্য্য—আলোচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তাসাং মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বী নাম কাচিৎ তং হ স্ফুটম্ ইতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। গান্ধর্ব্বা হ্যবাচেতি হি শব্দষ্টাবন্তঃ ক্বচিৎ পাঠঃ। কিং কৃত্বা তাভিরন্যাভিঃ সমমেবং বিচার্য্য ॥৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তাসামিতি—ব্রজাঙ্গনাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বী নাম্নী কোনও এক গোপী সেই দুর্ব্বাশা মুনিকে, এবম্ উবাচ—এইপ্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিং কৃত্বা—কি করিবার পর? তাভিঃ—সেই গোপীগণের সহিত বিচার করিয়া অর্থাৎ আলোচনা করিয়া। কোনও গ্রন্থে 'গান্ধর্ব্বা হ্যবাচ' এইরূপ পাঠ আছে। অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব শব্দের উত্তর টাপ্ প্রত্যয়ান্ত, তাভিঃ—অন্য গোপীদের সহিত এইরূপ বিচার করিয়া ॥৯॥

তত্ত্বকণা—দুর্ব্বাশা মুনির বাক্য শ্রবণ করিবার পর গোপীদিগের মধ্যে কোনও এক গান্ধর্ব্বী নাম্নী প্রধানা গোপী অন্যান্য গোপীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দুর্ব্বাশা মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯॥

শ্রুতিঃ—কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী কথং দূর্ব্বাশনো মুনিঃ ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—[বিচারের পর এইরূপ বলিয়াছিলেন] কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী (কৃষ্ণ কিরূপে ব্রহ্মচারী হইলেন?) কথং দূর্ব্বাশনঃ মুনিঃ (আর এই মুনি দূর্ব্বাশন নামে অভিহিত কেন?) ॥১০॥

অনুবাদ—প্রধানা গোপী গান্ধর্ব্বী বিচার করিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলেন, কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী কিরূপে? এবং দুর্ব্বাশাঃ মুনিই বা দূর্ব্বাভোজী হইলেন কিরূপে? ॥১০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কিমুবাচেত্যাহ। কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী কথং চ মুনিঃ দূর্ব্বাশনঃ। এবমুবাচেতি সম্বন্ধঃ ॥১০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—কিমুবাচ ইত্যাহ—গান্ধর্ব্বী কি প্রশ্ন করিলেন? তাহাই বলিতেছেন—'কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী কিরূপে সম্ভব? কথঞ্চ মুনিঃ দূর্ব্বাশনঃ—আর দুর্ব্বাশা মুনিই বা কিজন্য দূর্ব্বাভোজী হইলেন? এবমুবাচ এইরূপ অন্বয় ॥১০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—কিং তৎ যদ্বিচার্য্যোবাচ তত্রাহ। কথং কৃষ্ণো-ব্রহ্মচারী কথং বা মুনিরয়ং দূর্ব্বাশন ইতি। অত্র মুনিং দুর্ব্বাশিনং মাং স্মৃত্বেতি দুকারং হ্রস্বান্তং সিকারঞ্চ দন্ত্যাদি পঠিত্বা কেচিদেবং ব্যাচক্ষতে। দুর্ব্বাসিনং দুর্ব্বাসসং মুনিমাত্মারামমিত্যর্থঃ। এতদূর্দ্ধং চ কথং দুর্ব্বাশিনো মুনিরিতি তেষাং পাঠশ্চ তথা ব্যাখানঞ্চ যুক্তম্। উভয়ত্রাপ্যকারান্ত এব হি দুর্ব্বাশিনশব্দঃ দুর্ব্বাশসো মুনিত্বব্যাখ্যাতশ্চ সন্তোষবহুভোজনাৎ। কৃষ্ণস্যাস্মৎসম্বন্ধেন ব্রহ্মচারিত্বব্যাহতিবদিতি ভাবঃ ॥১০॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—কিন্তদিতি—কি সে কথা? যদ্-বিচার্য্য উবাচ—যাহা বিচার করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তত্রাহ—সেই কথা বলিতেছেন—'কথং কৃষ্ণঃ ব্রহ্মচারী কথং বা মুনিরয়ং দূর্ব্বাশন ইতি'—কৃষ্ণ কিরূপে ব্রহ্মচারী হইলেন এবং দুর্ব্বাশা মুনিই বা দূর্ব্বাশন অর্থাৎ দূর্ব্বাভোজী হইলেন কিজন্য? কেহ কেহ অষ্টম শ্রুতিতে 'মুনিং দুর্ব্বাশিনং স্মৃত্বা' এই হ্রস্বউকারযুক্ত ও র্বাশিনং স্থলে বাসিনং দন্ত্যসকারযুক্ত পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করেন,—

দুর্বাসিন অর্থাৎ দুষ্ট বস্ত্র পরিধায়ী, মুনি আত্মারাম অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে নিমগ্ন। ইহার পর দশম শ্রুতিস্থ 'কথং দুর্বাশনো মুনিঃ' এইরূপ পাঠ ও উক্তরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত হয়। যাহা হউক, উভয় পাঠেই অকারান্ত দুর্ব্বাশিন শব্দ। 'দুর্ব্বাশিনং মাং স্মৃত্বা' এইরূপ হ্রস্বউকারান্ত 'দু' পাঠ এবং 'শি' স্থানে 'সি'কার পাঠ অর্থাৎ দন্ত্যসকার যুক্ত করিয়া কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, দুর্ব্বাসিনং অর্থাৎ মলিন বাসাঃ, ও মুনিং ইহার অর্থ আত্মারাম আত্মচিন্তায় নিমগ্ন। আবার এই পাঠের পর দশম শ্রুতিতে কথং দূর্ব্বাশনো মুনিঃ এইস্থানে 'দূর্ব্বাশিনো মুনিঃ' এইরূপ পাঠও তাঁহাদের আছে ও ব্যাখ্যাও ঐপ্রকার যুক্তিযুক্ত। যাহাই হউক অষ্টম শ্রুতির ও দশম শ্রুতির দুর্ব্বাসিন শব্দ উভয়স্থলেই অকারান্ত। দুষ্ট বাস যাহার এই অর্থে বাস। গোপীদের কাছে দুর্ব্বাশিন কথাটি অসঙ্গত ঠেকিয়াছে, কেননা—তাহাতে দূর্ব্বাশন শব্দই অসঙ্গত হয়, যেহেতু সন্তোষপূর্ব্বক বহুভোজনকারী মুনির উহা যুক্তিযুক্ত নহে। আর কৃষ্ণেরও গোপীদের (আমাদের) সহিত রমণহেতু ব্রহ্মচারিত্বের ব্যাঘাত হইতেছে, এইজন্য উক্ত প্রশ্ন ॥১০॥

তত্ত্বকণা—গোপীগণ পরস্পর বিচার করিয়া এইরূপ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ন্যায় গোপীগণের সঙ্গ করিয়াও কিরূপে ব্রহ্মচারী থাকিতে পারেন? এবং দুর্ব্বাশা মুনিও আমাদের প্রদত্ত পায়সান্ন ও ঘৃতান্ন প্রচুর ভোজন করিলেন, তিনিই বা কি প্রকারে দুর্ব্বাভোজী হইতে পারেন? ॥১০॥

শ্রুতিঃ—তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্ব্বমনুকৃত্বা তুষ্ণীমাস্তুঃ ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—[অপর গোপীগণ তখন কি করিলেন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন] তাং হি (সেই গান্ধর্ব্বী নাম্নী গোপীকে) মুখ্যাং

বিধায় (অগ্রণী করিয়া অর্থাৎ তাহাকে উক্ত কার্য্যে প্রধান ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া) অনু (পরে) পূর্ব্বাং কৃত্বা (অগ্রেসরী করিয়া) তূষ্ণীমাসুঃ (অপরাপর গোপীরা সেবিষয়ে অনুরক্তা হইয়া রহিলেন) ॥১১॥

অনুবাদ—অপর গোপীগণ তখন কি করিলেন, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, তাহারা গান্ধর্ব্বীকে প্রশ্ন-কার্য্যে প্রধানা করিলেন এবং পরে তাহাকে অগ্রেসরী করিয়া উত্তর শ্রবণার্থ অনুরাগিণী হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন ॥১১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অন্যাস্তু কিং চক্রুরিত্যাশঙ্ক্যাহ তাং হীতি। তাং গান্ধর্ব্বীং মুখ্যাং বিধায় মুখ্যব্যাপারবতীং কৃত্বা অনু পশ্চাৎ পূর্ব্বং কৃত্বা অগ্রেসরীং বিধায় অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ তূষ্ণীমাসুঃ অনুরক্তবত্যঃ তস্থুঃ ॥১১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—অন্যাস্তু ইত্যাদি—অপর গোপীরা তখন কি করিতে লাগিলেন—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন তাং হি ইত্যাদি দ্বারা। 'তাং' সেই গান্ধর্ব্বীকে, 'মুখ্যাং বিধায়' প্রধান ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া, 'অনু' পরে, 'পূর্ব্বং বিধায়' অগ্রেসরী করিয়া, 'অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ তূষ্ণীমাসুঃ'—অপরাপর স্ত্রীগণ অনুরাগিণী হইয়া—উত্তর শ্রবণে আগ্রহবতী হইয়া নিঃশব্দে রহিলেন ॥১১॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অন্যাঃ কথমাসংস্তত্রাহ তাং হীতি ॥১১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অন্যাঃ কথমাসন্—অপরাপর রমণীগণ কিভাবে রহিলেন? তত্রাহ তাং হি ইত্যাদি—সেবিষয়ে বলিতেছেন—তাং হি ইত্যাদি গ্রন্থ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—অন্য গোপীগণ কি করিলেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—অপর গোপীগণ গান্ধর্ব্বীকে প্রধানা ও অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া তাঁহার পশ্চাৎভাগে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক উত্তর-শ্রবণে আগ্রহান্বিতা হইয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন? ॥১১॥

শ্রুতিঃ—শব্দবানাকাশঃ ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—[গোপীদের প্রশ্নের উত্তরে মুনি বলিলেন] শব্দবান্ আকাশঃ (আকাশ নামে শব্দগুণযুক্ত একটি পঞ্চভূতান্তর্গত মহাভূত আছে) [এস্থলে একটি আক্ষেপ এই—গোপীদের প্রশ্ন—গোপীসঙ্গী শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মচারীত্ব কিরূপে সম্ভব এবং সন্তোষপূর্ব্বক বহুভোজনশীল মুনির দূর্ব্বাভোজিত্ব কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তরে মুনি বলিলেন—'আকাশ শব্দবান্' ইহা অজিজ্ঞাসিতাভিধান অর্থাৎ অর্থান্তরাভিধান নামক দোষগ্রস্ত হইতেছে না কি? ইহার সমাধানকল্পে শ্রুতির উদ্দেশ্য এইপ্রকার জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় সুতরাং তাঁহার গোপীসঙ্গাদি সমস্তই লৌকিকভাবে মিথ্যা, পরব্রহ্মরূপে তিনি স্থিত হইয়া স্বীয়শক্তির সহিত বিলাস করেন—ইহাই তত্ত্ব] ॥১২॥

অনুবাদ—গান্ধর্ব্বীর প্রশ্নের উত্তরে মুনি বলিলেন, আকাশ শব্দবিশিষ্ট। অভিপ্রায় এই—জীবাত্মা শরীর-মধ্যে হৃদাকাশে থাকিয়াও সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা নহে, বুদ্ধিই ভোক্ত্রী, আত্মাতে তাহা আরোপিত হয়। আধারীভূত হৃদাকাশ সেই আধেয় আত্মাকে জানিতে পারে না, যেহেতু আকাশ সদ্ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অতএব আকাশের অবেদ্য আত্মা অহংপদবাচ্য কিরূপে ভোক্তা হইবে? শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয়, তাহাতে নিঃসঙ্গ, আত্মার সম্পর্কাভাববশতঃ আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইবে? ॥১২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—ভূতভৌতিকান্তর্য্যামিণ আত্মনোঽক্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বমিদং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারীত্যাদিকং যুজ্যতে এবেত্যভিপ্রেত্য ভগবান্ মুনিরাহ শব্দবানিতি ॥১২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—পঞ্চ মহাভূত ও ভৌতিক বিষয়গুলির অন্তর্য্যামী বিজ্ঞানময় পরমাত্মা প্রাকৃত ক্রিয়াহীন, সুতরাং এই সমস্তই—কৃষ্ণব্রহ্মচারী ইত্যাদি উক্তি তাঁহাতে সম্ভব, এই অভিপ্রায়ে ভগবান্ দুর্ব্বাশা বলিলেন, 'শব্দবান্ আকাশ' এই কথা ॥১২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ সহোবাচেতি জ্ঞেয়ম্। তদ্বচনমেবাহ শব্দবানিতি। তত্র জীবভূতস্যাত্মনস্তাবদভোক্তৃত্বং স্থাপয়তি শব্দগুণযুক্ত আকাশো নাম বর্ত্ততে তদুভয়ভিন্নো বিলক্ষণস্তস্মিন দেহস্থে শব্দবত্যাকাশে তিষ্ঠতি যত্র ইতি শেষঃ। স হি আধার আকাশস্তমাধেয়ং ন বেদ সতোঽপি বিলক্ষণস্তদবেদ্য আত্মাহং কথং ভোক্তা ভবামীতি স্বস্য তদনাবেশেন শ্রোত্রেন্দ্রিয়ভোগা নিষিদ্ধাঃ ॥১২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এই শ্রুতির আদিতে 'অথ সহোবাচ' এই বাক্য পূরণীয়। অতঃপর সেই মুনি তাহাদিগকে বলিলেন, সেই বাক্যটি কি? তাহা বলিতেছেন 'শব্দবান্ আকাশঃ' আকাশ শব্দবিশিষ্ট, আকাশের গুণ—শব্দ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় হইতেছে কর্ণশস্কুল্যবচ্ছেদে বর্ত্তমান আকাশ, তাহা স্বোৎপন্ন শব্দকে মাত্র জ্ঞান করে, তাহাতে বর্ত্তমান জীবরূপী আত্মার ভোগকারিত্ব নাই, ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে—শব্দবান্ আকাশঃ এই পদদ্বয়, কিরূপে? তাহা দেখাইতেছেন—শব্দগুণযুক্ত আকাশ নামে একটি পদার্থ আছে, সেই আকাশ ও শব্দ—উভয় হইতে ভিন্ন অর্থাৎ আকাশ ও শব্দ বিলক্ষণ একটি পদার্থ আছে, যাহা দেহস্থিত শব্দবিশিষ্ট আকাশে (হৃৎপুণ্ডরীকস্থিত আকাশে) বর্ত্তমান। অতঃপর 'যত্র' এই পদ গ্রহণীয়, যাহাতে সেই বিলক্ষণ বস্তুর আধার আকাশ নিজের আধেয়কে জানে না, কারণ সৎ আকাশ হইতেও সেই আত্মা বিভিন্ন, অতএব আকাশের অজ্ঞেয় যে আত্মা আমি কিরূপে তাহার ভোক্তা

হইব ? আকাশের আত্মার মধ্যে প্রবেশাধিকার না থাকায় শ্রবণেন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুও আত্মাতে থাকিতে পারে না ॥১২॥

তত্ত্বকণা—গোপীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বাশা মুনি উত্তর করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভূত ও ভৌতিক পদার্থের অন্তর্যামী, পরমাত্মা স্বয়ং অক্রিয় অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এইকথা সুসঙ্গতই হইতেছে। ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই মুনি দৃষ্টান্তসহকারে বলিলেন—যেমন আকাশ শব্দগুণযুক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ' অর্থাৎ আত্মারাম হইয়াও গোপীগণের সহিত রমণ করেন। ইহা তাঁহার চিদ্বিলাস, তৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া
কলাভিঃ।...............তমহং ভজামি ॥" (ব্রঃ সং ৩৭)।

এই শ্লোকের শ্রীল জীবপাদের টীকা আলোচ্য এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-লিখিত 'তাৎপর্য্য' যাহা এই গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগে তত্ত্বকণায় উদাহৃত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥"
(ভাঃ ১১।১৫।১৬)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—যেমন মহাভূত সর্ব্বভূতের বহির্দ্দেশে ও অন্তরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমি স্বয়ংই সর্ব্বপ্রাণিগণের বাহ্যে ব্যাপক এবং অন্তরে অন্তরাত্মারূপে বিরাজিত আছি।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বজীবের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজিত,—"ঈশ্বরো নারায়ণঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যামন্তরো যং

পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" (বৃহদারণ্যক ৩।৭।৩)।

"যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।"

(নারায়ণীয়ে)

'অন্তরোঽনন্তরো ভাতি' (ভাঃ ১।১৩।৪৮)।
"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" (গীঃ ১৫।১৫)।
"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" (গীঃ ১৮।৬১) এবং
"সর্ব্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ" (ভাঃ ৪।৯।৪)।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—

"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।" (ভাঃ ২।৯।৩৫)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভৌতিক দেহের অন্তর পরিচ্ছিন্ন এবং বাহির ব্যাপক। শ্রীভগবান্ সেই দেহের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিলেও তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে পরিচ্ছিন্ন ও ব্যাপক না হইয়াও বিরাজ করেন। কেননা, তিনি মায়িক বস্তুর ন্যায় বাহ্যান্তর-রহিত—'ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপিচাপরম্। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জ্জগতো যো জগচ্চ যঃ।' (ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪)। তাহা ছাড়া, কাল-দেশাদির দ্বারা স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও ভক্তেচ্ছাবশতঃ পরিচ্ছিন্ন অপ্রাকৃতস্বরূপে ব্যাপক এবং ব্যাপক-স্বরূপেও পরিচ্ছিন্ন-লীলাবিশিষ্ট। "যেমন দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি প্রাণিসমূহে আকাশাদি মহাভূতসমূহ পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের মধ্যে তাহারা অনুপ্রবিষ্টও বটে, আবার পৃথক্ অবস্থান হেতু অপ্রবিষ্টও, তদ্রূপ আমি সেই

ভূত ও ভৌতিক বস্তুসমূহে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক স্বধামে বর্ত্তমান বলিয়া অপ্রবিষ্টও থাকি, কিন্তু পার্থক্য এই যে, মহাভূত সমূহ অচেতন বলিয়া তাহাদের ভূতসমূহের মধ্যে প্রবেশে কোন আসক্তি নাই, কিন্তু আমার পূর্ণ-চেতনত্ব থাকিলেও 'ইনি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে নিজগৃহে বাস করেন' এই বাক্যের ন্যায় সেই সমুদয় বস্তুর মধ্যে আমার যে প্রবেশ, ব্যবস্থাপন ও পালনক্রিয়া তাহা আসক্তিরহিত, এইভাবেই মায়িক ভূতসমূহের মধ্যে আমার ক্রীড়া।" শ্রীল বিশ্বনাথ এতৎপ্রসঙ্গে 'ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা'—'ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥' (গী ৯।৪-৫) এবং 'আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে। না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।' চৈঃ চঃ আঃ ৫পঃ—প্রভৃতি বাক্য আলোচ্য। যোগী ও জ্ঞানী হইতে ভক্ত শ্রীভগবানের অত্যধিক প্রিয়। সুতরাং "শ্রীভগবান্ যোগী ও জ্ঞানিগণের ধ্যানাবলম্বনস্বরূপ অব্যক্ত পরমাত্মস্বরূপে তাহাদের হৃদয়ে ও বাহিরে বিরাজিত থাকিলেও 'প্রসিদ্ধ প্রণত ভক্তজনের অন্তঃকরণে দর্শন প্রদান করিবার জন্য আমি তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এবং বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদের নয়নে সৌন্দর্য্য অর্পণ করিবার জন্য, নাসিকায় স্বীয় সৌরভ প্রবিষ্ট করাইবার জন্য, তাঁহাদের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে করিতে তাঁহাদের কর্ণে নিজ মধুর স্বরামৃতলহরী ঢালিবার জন্য, স্পর্শ ও আলিঙ্গনাদি-দানে তাঁহাদের অঙ্গে স্বীয় তরুণ মধুরাদি ভাব অনুভব করাইবার জন্য অপ্রবিষ্ট থাকি।' আমি অন্তরে ও বাহিরে যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, সেই গুণাতীত ভক্তগণের সহিত পরম আসক্তির সহিতই আমার নিত্য বিলাস।"—শ্রীল বিশ্বনাথ। এতৎ সহ শ্রীগোপীগণের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি—'অহং হি সর্ব্বভূতানামাদির-

স্তোঽন্তরং বহিঃ। ভৌতিকানাং যথা খঃ বাভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনা॥ (ভাঃ ১০।৮২।৪৫) শ্লোক এবং "পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে। ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে॥ ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়কমলে। যাঁহা নেত্র পড়ে, তাহা দেখয়ে আমারে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫পঃ)—বাক্যসমূহ আলোচ্য ॥১২॥

শ্রুতিঃ—শব্দাকাশাভ্যাং ভিন্নস্তস্মিন্নাকাশে তিষ্ঠতি, স হ্যাকাশস্তং ন বেদ স হ্যাত্মাঽহং কথং ভোক্তা ভবামি। স্পর্শবান্ বায়ুঃ স্পর্শবায়ুভ্যাংভিন্নস্তস্মিন্ বায়ৌ তিষ্ঠতি বায়ুর্নবেদ তং হি স হ্যাত্মাঽহং কথং ভোক্তা ভবামি। রূপবদিদং হি তেজো রূপাগ্নি-ভ্যাং ভিন্নস্তস্মিন্নগ্নৌ তিষ্ঠতি অগ্নির্নবেদ তং হি স হ্যাত্মাঽহং কথং ভোক্তা ভবামি। রসবত্য-আপোরসাব্ভিন্নস্তাস্বপ্সু তিষ্ঠতি তং হ্যাপো ন বিদুঃ স হ্যাত্মাঽহং কথং ভোক্তা ভবামি। গন্ধ-বতীয়ং ভূমির্গন্ধভূমিভ্যাং ভিন্নস্তস্যাং ভূমৌ তিষ্ঠতি ভূমির্নবেদ তং হি স হ্যাত্মাঽহং কথং ভোক্তা ভবামি ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—শব্দাকাশাভ্যাং ভিন্নঃ (আকাশ বলিয়া একটি পদার্থ আছে, যাহার গুণ—শব্দ, সেই শব্দগুণ ও আকাশ হইতে বিলক্ষণ-স্বরূপ প্রত্যগাত্মা) তস্মিন্ আকাশে (শব্দগুণবান্ আকাশে তাঁহার প্রবেশাধিকার আছে অর্থাৎ আকাশের মধ্যে পরমাত্মা থাকিয়া শব্দ গ্রহণ করাইয়া দেন) স হি আকাশস্তং ন বেদ (কিন্তু সেই আকাশ প্রত্যগাত্মাকে জানে না যে আমার মধ্যে প্রত্যগাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে থাকিয়া কাজ করিতেছেন) স হি আত্মা অহং (সেই

সাক্ষিস্বরূপ আত্মা, তজ্জাতীয়রূপে অহং-পদবাচ্য আমি) কথং ভোক্তা ভবামি (কিরূপে ভোক্তা হইব ?) [এইরূপ উত্তরোত্তর জ্ঞাতব্য যথা] স্পর্শবান্ বায়ুঃ (বায়ু নামে একটি পদার্থ আছে, তাহার গুণ স্পর্শ) স্পর্শবায়ুভ্যাংভিন্নঃ [প্রত্যগাত্মা] তস্মিন্ বায়ৌতিষ্ঠতি (সেই বায়ুতে প্রত্যগাত্মা থাকেন কিন্তু তিনি স্পর্শও নহেন বায়ুও নহেন অথচ) বায়ুর্ন বেদ তং হি (কিন্তু বায়ু সেই সাক্ষী প্রত্যগাত্মাকে জানে না, যেহেতু প্রত্যগাত্মাতে বায়ুর প্রবেশাধিকার নাই) স হি আত্মা অহং (সেই সম্বন্ধীয় অহং পদবাচ্য আমি সেই বায়ুর) কথং ভোক্তা ভবামি (কিরূপে গুণস্পর্শের ভোক্তা হইব ?) রূপবদিদং হি তেজঃ (এই যে তেজঃ বা অগ্নি নামে পদার্থ, ইহার গুণ, রূপ) তস্মিন্ অগ্নৌ (সেই অগ্নির মধ্যে) রূপাগ্নিভ্যাং ভিন্নঃ (রূপ ও অগ্নি হইতে বিভিন্ন প্রত্যগাত্মা বর্ত্তমান) অগ্নিঃ ন তং বেদ (কিন্তু অগ্নি সেই সাক্ষী প্রত্যগাত্মাকে জ্ঞান করিতে পারে না, কারণ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি সমস্তই জড়, চৈতন্য-সংযোগে তাহারা স্ব স্ব কার্য্য প্রকাশ করে) স হি আত্মা অহং (সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন আত্মাই আমি) কথং ভোক্তা ভবামি (কিরূপে সেই 'আমি' রূপের ভোক্তা হইব ?) রসবত্যঃ আপঃ (জল পদার্থের গুণ মধুর-লবণাদি রস) রসাব্ভিন্নঃ (রস ও জল হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ প্রত্যগাত্মা) তাসু অপ্সু তিষ্ঠতি (সেই জলের মধ্যে বর্ত্তমান) হি আপঃ ন বিদুঃ (জল সেই প্রত্যক্ আত্মাকে জানে না) স হি আত্মা অহং (সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন অহং পদবাচ্য আমি) কথং ভোক্তা ভবামি (কিরূপে জলগুণের ভোক্তা হইব ?) গন্ধবতীয়ং ভূমিঃ (এই যে পৃথিবী, ইহার গুণ গন্ধ) তস্যাং ভূমৌ গন্ধভূমিভ্যাং ভিন্নস্তিষ্ঠতি (সেই ভূমি মধ্যে গন্ধ ও ভূমি

হইতে স্বতন্ত্র প্রত্যগাত্মা আছেন) ভূমির্ন বেদ তং (কিন্তু ভূমি তাঁহাকে জানিতে পারে না অর্থাৎ ভূমির মধ্যে চৈতন্য সন্নিহিত, কিন্তু চৈতন্যে ভূমির সন্নিধান নাই অতএব ভূমি জড়, একারণ পৃথিবীর অজ্ঞেয় প্রত্যগাত্মা) স হি আত্মাঽহং (আমি তজ্জাতীয় সেই আত্মা) কথং ভোক্তা ভবামি (তবে গন্ধের ভোক্তা হইব কিরূপে ?) ॥১৩॥

অনুবাদ—শব্দ ও আকাশ হইতে ভিন্ন প্রত্যগাত্মা সেই আকাশ মধ্যে বর্ত্তমান, কিন্তু শব্দগুণযুক্ত আকাশ সেই প্রত্যগাত্মাকে জানিতে পারে না, তবে তজ্জাতীয় অহং পদবাচ্য আমি সেই আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব ? এইরূপ বায়ু স্পর্শগুণযুক্ত, প্রত্যগাত্মা স্পর্শ ও বায়ু হইতে ভিন্ন হইয়া সেই বায়ু-মধ্যে থাকিয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কিন্তু বায়ু তাঁহাকে জানিতে পারে না, সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন অহং পদবাচ্য আমি, কিরূপে স্পর্শগুণের ভোক্তা হইব ? অগ্নি রূপনামক গুণবিশিষ্ট একটি পদার্থ, সেই অগ্নিতে রূপ ও অগ্নি-ভিন্ন বিলক্ষণধর্ম্মা প্রত্যগাত্মা বর্ত্তমান, কিন্তু অগ্নি তাঁহাকে জানে না, সেই সম্বন্ধীয় অহংপদবাচ্য আত্মা কিরূপে রূপের অনুভব কর্ত্তা হইব ? জলপদার্থ মহাভূতের অন্তর্গত, তাহার গুণ—রস, রস ও জল হইতে আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ, সেই জলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে আছেন, কিন্তু জল সেই আত্মাকে জানিতে পারে না, তাঁহার সহিত অভিন্ন অহং-পদবাচ্য আমি কিরূপে রসের ভোক্তা হইব ? এই পৃথিবী আর একটি পদার্থ, তাহার গুণ—গন্ধ, আত্মা গন্ধ ও গন্ধবতী ভূমি হইতে ভিন্ন, যেহেতু ঐ পৃথিবীতে আত্মা থাকিলেও পৃথিবী তাঁহাকে জানে না, তৎসম্বন্ধীয় আত্মাই অহং-পদবাচ্য, কিরূপে পৃথিবীর গুণের ভোক্তা হইব ? ॥১৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—শব্দগুণযুক্তঃ আকাশঃ বর্ত্ততে তদুভয়ভিন্নঃ বিলক্ষণঃ প্রত্যগাত্মা তস্মিন্ শব্দবতি আকাশে তিষ্ঠতি। স হীতি। শব্দবান্

অপি আকাশঃ তং অন্তর্য্যামিণং ন বেদ ময্যসৌ তিষ্ঠতীতি স হ্যাত্মেতি সঃ হি সাক্ষীভূতঃ আত্মা অহং কথং ভোক্তা ভবামি। এবং বায়ুতেজোজলভূমিপর্য্যায়া ব্যাখ্যেয়াঃ ॥১৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—শব্দেতি—শব্দগুণযুক্ত আকাশ নামে একটি পদার্থ আছে, প্রত্যগাত্মা সেই শব্দ ও আকাশ হইতে ভিন্ন, শব্দবিশিষ্ট আকাশে উহা বর্ত্তমান। স হি ইত্যাদি—শব্দবিশিষ্ট আকাশও সেই অন্তর্য্যামী আত্মাকে জানিতে পারে না, সে জানে না যে আমার মধ্যে আত্মা বর্ত্তমান, যেহেতু সাক্ষীভূত আত্মা তাহার সাক্ষীভূত, অহংপদবাচ্য সেই আমি কিরূপে ভোক্তা হইব? এবমিত্যাদি—বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি পর্য্যন্ত শ্রুতিগুলি এই আকাশ শ্রুতির মত ব্যাখ্যাযোগ্য ॥১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—এবং স্পর্শবানিত্যাদিষু ব্যাখ্যেয়ম্ ॥১৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এবমিত্যাদি স্পর্শবান্ বায়ুঃ ইত্যাদি শ্রুতিতেও 'শব্দবান্ আকাশঃ' ইত্যাদি শ্রুতির মত ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—প্রত্যগাত্মা পরম পুরুষ শব্দ ও আকাশ হইতে ভিন্ন হইয়া শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশে বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু সেই শব্দগুণযুক্ত আকাশ উক্ত অন্তর্য্যামী পুরুষকে জানিতে পারে না। সুতরাং সেই প্রত্যগাত্মা ও আমি কিরূপে জড় শব্দগুণের ভোক্তা হইব? বায়ু স্পর্শগুণযুক্ত, প্রত্যগাত্মা অন্তর্য্যামী পুরুষ স্পর্শ ও বায়ু হইতে বিভিন্ন হইয়া স্পর্শগুণযুক্ত বায়ুতে অবস্থিত আছেন কিন্তু বায়ু তাঁহাকে জানিতে পারে না। আমিও সেই প্রত্যগাত্মা সম্বন্ধীয় আত্মা সুতরাং কিরূপে আমি ভোক্তা হইব? তেজঃ রূপ-গুণশালী কিন্তু প্রত্যগাত্মা পুরুষ রূপ ও তেজঃ হইতে পৃথক হইয়া

অগ্নি প্রভৃতি তেজঃ পদার্থে অবস্থিত আছেন, অগ্নি কিংবা অন্য তেজঃ পদার্থ তাঁহাকে জানিতে পারে না। আমি সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন অতএব কিরূপে ভোক্তা হইতে পারি? জল রসগুণশালী প্রত্যগাত্মা পুরুষ রস ও জল হইতে ভিন্ন হইয়াও রসগুণযুক্ত জলে অবস্থিত আছেন কিন্তু জল সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে জানিতে পারে না, আমি সেই সম্বন্ধীয় আত্মা কিরূপে ভোক্তা হইব? ভূমি গন্ধবতী, প্রত্যগাত্মা পুরুষ সেই গন্ধ ও ভূমি হইতে ভিন্ন হইয়াও গন্ধগুণশালিনী ভূমিতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকেন কিন্তু গন্ধ বা ভূমি কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না। অতএব প্রত্যগাত্মা কিরূপে ভোক্তা হইবেন? অথবা দেহমধ্যস্থিত তৎসম্বন্ধীয় আমি কিরূপে জড়ের ভোক্তা হইব? সুতরাং অন্তর্য্যামী-পুরুষ ও দেহমধ্যস্থিত শুদ্ধ জীবাত্মা কেহই জড়ের ভোক্তা নহেন। এস্থলে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা-ভেদে আত্মা দ্বিবিধ। জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত নিত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। প্রত্যগাত্মা বলিতে অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে যেমন বুঝায় সেইরূপ দেহমধ্যস্থিত বাহ্যবৃত্তিরহিত অন্তর্ম্মুখী জীবাত্মাকেও বুঝায়, এস্থলে দুর্ব্বাশা মুনির উক্তিটি জীবভূত শুদ্ধ আত্মারও অভোক্তৃত্ব স্থাপন পূর্ব্বক অভিন্নাত্মকভাবে কথিত হইয়াছে। অতএব পরমাত্মা কখনও জড়ের ভোক্তা নহেন। আত্মদর্শী জীবও জড়ের ভোক্তৃত্বাভিমান করেন না; ইহাই বুঝিতে হইবে। এতৎপ্রসঙ্গে পূর্ব্বের 'তত্ত্বকণা' দ্রষ্টব্য ॥১৩॥

শ্রুতিঃ—ইদং হি মনস্তেষ্বেবং হি মন্যুতে ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, যদি আত্মা ভোক্তা না হন, তবে আপনার মনে হয় কেন? আমি শব্দ শুনিতেছি,

চক্ষুরিন্দ্রিয় মনে করে আমি রূপ দেখিতেছি, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান হয়, এই আক্ষেপের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—ঐ প্রতীতিগুলি আত্মার নহে, মনেরই ঐরূপ প্রতীতি, ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন] তেষু ইদং হি মনঃ—(সেই আকাশাদির মধ্যে বর্ত্তমান এই প্রসিদ্ধ মনঃ) এবং হি মন্যতে (এইরূপ মনে করে, আত্মা নহে) [চৈতন্যের সন্নিধানহেতু মন তখন মনে করে, আমি শুনিতেছি, আমি স্পর্শ করিতেছি ইত্যাদি] ॥১৪॥

অনুবাদ—যদি বল, তবে আপনার আমি শব্দ শুনিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, রূপ দেখিতেছি ইত্যাদি প্রত্যয় হয় কেন? তাহার সমাধান এই—উহা মনেরই কার্য্য। আকাশাদির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ দেহমধ্যস্থ মনঃই এইরূপ মনে করে যে, আমি শুনিতেছি, দেখিতেছি, আঘ্রাণ করিতেছি। যখন মনঃ যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের কাজ মন করে এবং তাহার ফল অনুভব করে। মনের সহিত চেতনের সন্নিধানবশতঃই এইপ্রকার হয় অর্থাৎ মনঃ তখন তাহাদের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয় ॥১৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কথং তর্হি তে ভোক্তাহং শব্দং শৃণোমীত্যাদিপ্রত্যয় ইত্যাশঙ্ক্য মনস এব তথা প্রতীতিরিত্যাহ ইদং হি মন ইতি। তেষু আকাশাদিষু ভূতেষু বর্ত্তমানং ইদং হি প্রসিদ্ধং মনঃ এবং হি অহং ভোক্তা ইত্যেবং হি মন্যতে চিৎসন্নিধানাৎ ॥১৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—যদি আত্মা শব্দাদি অনুভব না করে তবে আপনার ভোক্তা জ্ঞান হয় কেন? আমি শব্দ শুনিতেছি ইত্যাদি প্রত্যয় হয়, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—উহা মনেরই অনুভব। যেহেতু অন্তরিন্দ্রিয় এই প্রসিদ্ধ মনঃই সেই আকাশ প্রভৃতিতে স্থিত ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইয়া 'আমি

ভোগ করিতেছি' ইত্যাদিরূপ মনে করে, চেতনের তাহাতে সন্নিধানবশতঃ জড় মনের অনুভূতি হইয়া থাকে ॥১৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—কথং তর্হি ভোক্তাহং শব্দং শৃণোমি ইত্যাদিপ্রত্যয় ইত্যাশঙ্ক্য মনস এব তথা প্রতীতিরিত্যাহ ইদং হি মন ইতি। তেষু শ্রোত্রাদিষ্বিন্দ্রিয়েষু অধিষ্ঠিতং সৎ এবং শ্রোত্রাদ্যনুসারেণৈব, মনুতে চিত্তাদাত্ম্যাপন্নত্বাচ্ছব্দাদীননুভবতি ॥১৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তবে কিরূপে ভোক্তা আমি শব্দ শুনিতেছি ইত্যাদি জ্ঞান হয়—এই আশঙ্কা করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—মনেরই সেইপ্রকার জ্ঞান হয়, আত্মার নহে, এই কথা 'মনস্তেষু' ইত্যাদি শ্রুতি বলিতেছেন, তেষু—সেই শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েতে অধিষ্ঠিত হইয়া এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়াদি অনুসারেই মনে করে অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ চেতনের তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-সংযোগে শব্দাদি উপলব্ধি করে ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—দুর্ব্বাশার বাক্যশ্রবণে গান্ধর্ব্বী বলিলেন,—যদি এইরূপ হয়, তবে 'আমি ভোক্তা' এইরূপ আপনাদিগের বাক্য শুনিতে পাওয়া যায় কেন? গান্ধর্ব্বীর এই আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত দুর্ব্বাশা কহিলেন,—গান্ধর্ব্বি! শ্রবণ কর, আকাশাদি ভূতে মনঃ অবস্থিত হইয়া চেতনের সন্নিধানবশতঃ ঐরূপ অভিমান করে। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রোত্রাদি-অনুসারে মনঃ চেতনের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি অনুভব করে। জীবাত্মা শুদ্ধাবস্থায় কোন জড় বিষয়ের ভোক্তাভিমান করে না।

শ্রীগীতায় পাই—

"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥" (গীঃ ৩।২৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু র্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ ॥"

(ভাঃ ১১৷২৩৷৪২)

শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন,—

"মনঃ সৃজতে বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ ॥"

(ভাঃ ১২৷৫৷৬) ॥১৪॥

শ্রুতিঃ—তানিদং হি গৃহ্লাতি ॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[তাহার কারণ বলিতেছেন] হি (যেহেতু) ইদং (এই মনঃ) তান্ (সেই শব্দ প্রভৃতি বিষয়) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া চিৎসংযুক্ত মনঃ শব্দাদি বিষয় উপলব্ধি করে) ॥১৫॥

অনুবাদ—ইহার কারণ এই,—মনঃ ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক, যখনই যে ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিবে, তখনই সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলেই শব্দাদি-বিষয় মনঃ গ্রহণ করিয়া থাকে, নতুবা নহে ॥১৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অত্র হেতুমাহ তানিতি। হি যস্মাৎ তান্ শব্দাদীন্ ইদং মনঃ এব তত্তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃভূতং গৃহ্লাতি ॥১৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—অত্রেতি—এবিষয়ে হেতু বলিতেছেন—তান্ ইদং হি গৃহ্লাতি, হি—যেহেতু, তান্—শব্দ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে, ইদং—এই মনঃই, গৃহ্লাতি—সেই সেই বিষয়-গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের পরিচালক হইয়া গ্রহণ করে অর্থাৎ উপলব্ধি করে।

অর্থাৎ মনঃ যখনই যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে তখনই সেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-জ্ঞান হইবে, অতএব মনঃই ভোক্তা ॥১৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তস্মাত্তানাকাশাদীনিদং মন এব কর্ত্তৃ গৃহ্ণাতি ॥১৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তস্মাদিত্যাদি—সেইজন্য, তান্—সেই আকাশ প্রভৃতি সংযুক্ত অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়াদির সহিত সংযুক্ত হইয়া এই মনঃই, জ্ঞান করে, মনঃ পদটি গৃহ্ণাতি ক্রিয়ার কর্ত্তা ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—দুর্ব্বাশা মুনি পূর্ব্বোক্ত বাক্যের হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। মনঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া রূপাদি-বিষয় গ্রহণ করে, অর্থাৎ মনঃ যখন চক্ষুতে অধিষ্ঠিত হয়, তখন রূপ দর্শন করিলাম, কর্ণে অধিষ্ঠান করিয়া আমি শ্রবণ করিলাম, নাসিকায় অধিষ্ঠান করিয়া আমি ঘ্রাণ লইলাম। জিহ্বায় অধিষ্ঠান করিয়া আমি স্বাদ গ্রহণ করিলাম। ত্বকে অধিষ্ঠানকরতঃ আমি স্পর্শ করিলাম ইত্যাকার অভিমান করিয়া থাকে।

শ্রীনারদের বাক্যেও পাই,—

"মমৈতে মনসা যদ্ যদসাবহমিতি ব্রুবন্।
গৃহ্ণীয়াৎ তৎ পুমান্ রাদ্ধং কর্ম্ম যেন পুনর্ভবঃ॥"

(ভাঃ ৪।২৯।৬২) ॥১৫॥

শ্রুতিঃ—যত্র সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তত্র বা কুত্র মনুতে ক বা গচ্ছতীতি স হ্যাত্মা কথং ভোক্তা ভবামি ॥১৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[আপত্তি এই,—যদি মনের কার্য্য ভোক্তৃত্ব আত্মায় আরোপিত হইয়া আমি ভোক্তা এইরূপ প্রতীতি হয়, তবে হে মুনি! আপনার তো অন্য লোকের মত (অজ্ঞ লোকের মত) আরোপিত প্রতীতি হউক, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—দেখ,

ইহা হয়, অজ্ঞান-অবস্থায়, কিন্তু] যত্র (আত্মজ্ঞান-দশায় তত্ত্বজ্ঞানীর) সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ (কারণজাত সমস্ত কার্য্যই অধিষ্ঠান-তত্ত্বজ্ঞান-হেতু আত্মসম্বন্ধীয় হইয়া গিয়াছে) তত্র (সেই তত্ত্বজ্ঞান-দশায়) কুত্র বা মনুতে (কোন্ ধর্ম্মীতে অধিষ্ঠান কোন্ করণ দ্বারা কোন্ মননকারী ব্যক্তি মনে করিবে যে আমি ভোক্তা, যেহেতু তখন সমস্তই সেই এক আত্মার সম্বন্ধই প্রাপ্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় স্বতন্ত্র বস্তু-বিচার নাই) ক্ব বা গচ্ছতি (কোন্ দিকেই বা কোন্ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোন্ ব্যক্তি যাইবে, যেহেতু তখন কর্ম্মেন্দ্রিয়, গন্তব্য দিক্, গমনকারী ব্যক্তি সবই সেই এক আত্মার সম্বন্ধে পর্য্যবসিত। তত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের পক্ষে কোন বস্তুরই অধ্যাস বা আরোপ হয় না, তত্ত্ব-জ্ঞানবলে সমস্ত অধ্যাস চলিয়া যায় সুতরাং মনের কার্য্য—ভোক্তৃত্বাভিমান আত্মায় হইবে কেন?) স হি আত্মা কথং ভোক্তা ভবামি (সেই কার্য্য-কারণের সাক্ষী, অন্তর্য্যামী পরমাত্মা হইতে অভিন্ন প্রাকৃত অভিমানশূন্য আত্মা—আমি কিরূপে ভোক্তা হইব?) ॥১৬॥

অনুবাদ—যদি বল, মহর্ষে! আপনার কেন ভোক্তৃত্ব অভিমান হয় না, যেমন সাধারণ লোকের হইতেছে, তদুত্তরে মুনি দুর্ব্বাশা বলিতেছেন, অরে গান্ধর্ব্বি! এই যে এক বস্তুর উপর অন্য বস্তুর জ্ঞান—ইহা ভ্রম, এই ভ্রম যাবৎকাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ, বিষয় প্রভৃতির পৃথক্-জ্ঞান থাকে, তাবৎ সত্যের উপর মিথ্যাবস্তুর আরোপ হয়, সেই ভ্রমে একটি সত্য অন্যটি তদ্‌ভিন্ন বস্তু থাকে, যেমন শুক্তিতে রজত জ্ঞান, কিন্তু যখন শুক্তি-জ্ঞান হয় তখন আর রজত বলিয়া ভ্রম থাকে না, এইপ্রকার অপরাপর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধেও জানিবে। কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্‌প্রভৃতিও এইপ্রকার যখন আত্মস্বরূপ-সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া যায় তখন কে যাইতেছে, কাহার দ্বারা যাইতেছে,

কোথায় যাইতেছে, কিছুরই পৃথক্-জ্ঞান থাকে না, এই যে জড়ে ভেদজ্ঞান তাহা অবিদ্যাকল্পিত, তাহা নষ্ট হইলে আর প্রাকৃত দ্বৈত বুদ্ধি থাকে না ॥১৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এবং তর্হি ত্বযাপি অস্তি। লোকবদন্তঃকরণাবচ্ছিন্নত্বাদহং ভোক্তেত্যধ্যাসঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য স্বস্মিন্নধ্যাসনিবৃত্তিং দর্শয়তি যত্র সর্ব্বমিতি। যত্র আত্মজ্ঞানদশায়াং বিদুষঃ সর্ব্বং কার্য্যকারণজাতম্ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানাৎ আত্মৈব অভূৎ রজতমিব শুক্তিঃ তত্র চ আত্মজ্ঞানদশায়াং কুত্র ধর্ম্মণি কেন করণেন কঃ মন্তা মনুতে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ান্তরপর্য্যায়া অপ্যধ্যাহর্ত্তব্যাঃ ক বা দিশি কেন করণেন কো বা গচ্ছতি এবং বাগাদিপর্য্যায়া অধ্যাহর্ত্তব্যাঃ। করণাদীনামপ্যাত্মভূতত্বাৎ জ্ঞানিনঃ সর্ব্বাধ্যাসনিবৃত্তের্নভোক্তৃত্বাত্ত্বধ্যাস ইতি ভাবঃ। স হীতি। সঃ কার্য্যকরণসাক্ষী নিবৃত্তাভিমানঃ আত্মা কথং ভোক্তা ভবামি ॥১৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এইরূপ হইলে অর্থাৎ যদি অন্তঃকরণ দ্বারাই ভোক্তৃত্বাভিমান হয়, তবে আপনারও তাহা আছে, যেহেতু সাধারণ লোকের মত আত্মা অন্তঃকরণোপাধিক সকলেরই, তাহা হইলে 'অহং ভোক্তা' ইহাকে অধ্যাস অর্থাৎ আত্মার উপর অন্তঃকরণের ভোক্তৃত্বের আরোপ হয়, এই আশঙ্কা করিয়া নিজেতে সে অধ্যাস নাই, ইহা দেখাইতেছেন—যত্র সর্ব্বমিত্যাদি বাক্য দ্বারা। যেখানে আত্মজ্ঞান-অবস্থায় তত্ত্ব-জ্ঞানী-ব্যক্তির কার্য্য ও কারণ-জাত সমুদয় অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানবশতঃ আত্মাই হইয়াছে, যেমন শুক্তি-(ঝিনুক) তে রজতজ্ঞানের পর যখন সেই রজতকে শুক্তি বলিয়া যথার্থ জ্ঞান হয় তখন আর রজতবোধ থাকে না। রজত তখন শুক্তিই দৃষ্ট হয় আত্মজ্ঞানস্থলেও সেইরূপ কোন্ কার্য্যে কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন্ মননকারী

মনন করিবে, তখন দ্বিতীয় স্বতন্ত্র যে নাই, এইপ্রকার অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষুরাদিপর্য্যায়ভুক্তও উহ্য। সমস্তের উপর আত্মজ্ঞানস্থলে কোন্ দিকে কোন্ ইন্দ্রিয় (কর্ম্মেন্দ্রিয় পদ) দ্বারা কোন্ গন্তা বা যাইবে? এইরূপ বাক্ প্রভৃতি অন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিও উহ্য। কথাটি এই, করণ প্রভৃতি আত্মরূপে অবস্থিত হয় বলিয়া আত্মজ্ঞানীর আত্মার উপর যে যে তত্ত্বের অধ্যাস হইয়াছিল, তৎসমুদয় চলিয়া যায়, সেজন্য সকল বস্তুরই অধ্যাস চলিয়া যায় সুতরাং আর ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির অধ্যাস থাকে না কারণ অধিষ্ঠানজ্ঞানে আরোপণীয় বস্তুর নিবৃত্তি হয়। ইহাই বক্তার অভিপ্রায়। সঃ হি ইতি—সেই কার্য্য-কারণের সাক্ষী আত্মা হইতে অভিন্ন তজ্জাতীয় আমার অভিমান-শূন্য হইয়াছে, তবে কিরূপে আমি ভোক্তা হইব? ॥১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—এবং তবাপ্যন্যলোকবদন্তঃকরণাবচ্ছিন্নত্বাদহং ভোক্তেত্যধ্যাসঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য স্বস্মিন্নধ্যাসনিবৃত্তিং দর্শয়তি যত্র সর্ব্বমিতি। যত্রাত্মজ্ঞানদশায়াং বিদুষঃ সর্ব্বং কার্য্যকারণজাতমধি-ষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানাদাত্মৈবাভূৎ। রজতমিব শুক্তিঃ। তত্র বা তদ্দশায়াং বা কুত্র ধর্ম্মিণি কেন করণেন কো মন্তা মনুতে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়-পর্য্যায়া অপ্যাহর্ত্তব্যাঃ। ক বা দিশি কেন করণেন কো বা গচ্ছতী-ত্যেবং তু বাগাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়পর্য্যায়া অপ্যাহর্ত্তব্যাঃ। অতো জ্ঞানাবস্থ-ত্বান্মম নাস্ত্যেব শরীরসম্বন্ধো ন ভোক্তৃত্বম্। তথাপি নির্ব্বিশেষং সানন্দং চ যদিদং মম ভোক্তৃত্বং তৎ শ্রীভগবৎপ্রিয়তমযুষ্মৎসম্বন্ধেনৈব। 'হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়' ইতিবদিতি ভাবঃ ॥১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে, মহর্ষি! আপনিও তো সাধারণ লোকের মত অন্তঃকরণবিশিষ্ট, তবে আপনার আমি 'ভোক্তা' এইরূপ অধ্যাস (আরোপ) হউক, ইহার উত্তরে

মহর্ষি তাঁহার আত্মায় অধ্যাসের অভাব দেখাইতেছেন। যত্র সর্ব্বমিত্যাদি বাক্য দ্বারা। যত্র—যখন আত্মজ্ঞান হয়, তখন, বিদুষঃ—তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তির, সর্ব্বম্—কার্য্যকারণসমূহ অধিষ্ঠান-(যাহার উপর আরোপ হয়) স্বরূপ-জ্ঞান হইতে আত্মাই হইয়াছে, রজতমিব শুক্তিঃ—যেমন শুক্তিজ্ঞান হইলে রজতজ্ঞান থাকে না, রজতদর্শনও শুক্তি হইয়া যায়, তত্রবা—সেই অবস্থায়, কুত্র—কোন্ ধর্ম্মীতে বা অধিষ্ঠানে, কেন—কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন্ জ্ঞান মনে করিবে। এইপ্রকার অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় যত আছে, তাহাদের সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য। ক বা দিশি গচ্ছতীতি বা—কোন্ দিকেই বা কোন্ করণ দ্বারা (চরণ দ্বারা) কো বা গচ্ছতি—কেই বা যাইবে—এইরূপ বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সম্বন্ধেও অধ্যাসাভাব জ্ঞাতব্য। অতএব আমি যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায় উপনীত তখন আমার শরীরাভিমান নাই অতএব ভোক্তৃত্বও নাই, তথাপি আমার নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নিরভিমান এবং আনন্দময় যে আমার ভোক্তৃত্ব দেখিতেছ, তাহার কারণ—শ্রীভগবদ্ গোবিন্দের পরম প্রিয় তোমাদের সংসর্গবশতঃই জানিবে। যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবতেই আছে—'হরেগু´ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। অধ্যগান্‌মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ (ভাঃ ১।৭।১১)। ভগবান্ বিষ্ণু-ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-পুত্র শুকদেব শ্রীহরির গুণ-শ্রবণাদিতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া এই ভাগবত নামক মহাপুরাণ পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। —ইহাই অভিপ্রায় ॥১৬॥

তত্ত্বকণা—এইপ্রকারে আপনারও অন্য সাধারণ লোকের মত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নত্বহেতু 'আমি ভোক্তা' এই অধ্যাস হউক, এই আশঙ্কার নিরসনার্থ নিজেতে সেইরূপ অধ্যাস নাই, ইহাই দেখাইতেছেন—যখন আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, তখন তত্ত্ববিদের কার্য্য-কারণ-জাত সকল জগৎ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞান হইতে সকলই আত্মা-

সম্বন্ধযুক্ত—এইরূপ প্রতীতি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, শুক্তিতে রজত-জ্ঞান। অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থায় শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকে রজত-জ্ঞান উপস্থিত হইলেও যখন প্রকৃত শুক্তির জ্ঞান উদয় হয়, তখন আর ঐরূপ ভ্রম থাকে না। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপের নামই ভ্রম। সেইরূপ আত্মজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞান উদয় হইলে ইন্দ্রিয়বর্গকে যে আত্মা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, তাহা থাকে না। সে-কারণ ভ্রমবশতঃ যে ভোক্তৃত্বের আরোপ হইয়াছিল, তাহাও থাকে না। তত্ত্ববিদের ঐরূপ ভ্রম থাকে না বলিয়া 'আমি গন্তা,' 'আমি ভোক্তা' এইরূপ অভিমানও থাকে না। আমি সেই নিরভিমান আত্মা সুতরাং কিরূপে ভোক্তা হইব ?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাই,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণ-কর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥" (গীঃ ৩।২৭-২৮)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেষ্বহং কুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ॥"
(ভাঃ ১১।১১।৯)

যদিও আমার ভোক্তৃত্ব নাই তথাপি দুর্ব্বাশা মুনি ইহাও বলিলেন যে, হে গান্ধর্ব্বি! আপনাদের ন্যায় শ্রীভগবৎপ্রিয়তমের সম্বন্ধেই আমি ভোগ স্বীকার করিলাম। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥" (ভাঃ ১।৭।১১) ॥১৬॥

শ্রুতিঃ—অয়ং হি কৃষ্ণো যো বোহি প্রেষ্ঠঃ শরীরদ্বয়কারণং ভবতি ॥১৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[আশঙ্কা এই, মহর্ষে ! আপনি তত্ত্বজ্ঞানী, আপনার ভোগকর্ত্তৃত্বাভিমান না হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও কি সেই-প্রকার ? এই আশঙ্কা করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—যিনি অধিষ্ঠান, তাঁহার অধ্যাস হয় না, শ্রীকৃষ্ণ যে সকল বস্তুর অধিষ্ঠান] অয়ং হি কৃষ্ণঃ (এই কৃষ্ণ) যঃ বঃ প্রেষ্ঠঃ (যিনি আপনাদের সর্ব্বাধিক প্রিয়) হি (যেহেতু তিনি) শরীরদ্বয়কারণম্ (ব্যষ্টি শরীর ও সমষ্টি শরীর—উভয়ের কারণ, সেজন্য তাঁহার ভোক্তৃত্ব হয় না) ॥১৭॥

অনুবাদ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অধিষ্ঠান—তাহার ভোক্তৃত্ব হয় না, অধিষ্ঠানের অধ্যাস না হইবার কারণ, তাহা ভিন্ন অন্য কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নাই, আপনাদের পরম প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ভোক্তৃত্বাভিমান নাই ; যেহেতু তিনি ব্যষ্টিশরীর ও সমষ্টিশরীর—উভয়ের কারণ, এই সর্ব্বকারণত্বনিবন্ধন অর্থাৎ তিনি ভিন্ন কোন কিছুই স্বতন্ত্র নাই সুতরাং কাহার অধ্যাস তাঁহাতে হইবে ? ॥১৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অস্তু তব জ্ঞানিত্বাদভোক্তৃত্বং কৃষ্ণোঽপি কিং তথৈবেত্যাশঙ্ক্য তস্য তু সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতত্বান্নভোক্তৃত্বমিত্যাহ অয়ং হীতি। যো বঃ প্রেষ্ঠঃ অয়ং কৃষ্ণঃ হি যস্মাৎ শরীরদ্বয়স্য কারণং ততো ন ভবতীতি শেষঃ ॥১৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—মহর্ষি ! আপনি তত্ত্বজ্ঞানী, এজন্য আপনার অভিমান অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান না হইতে পারে, কৃষ্ণও কি সেইপ্রকার তত্ত্বজ্ঞানী এজন্য তাঁহার ভোক্তৃত্ব নাই ? এই আশঙ্কার উত্তরে দুর্ব্বাশা মুনি বলিতেছেন,—তিনি সকল বস্তুর অধিষ্ঠান, এজন্য

তাঁহার ভোক্তৃত্ব নাই 'অয়ং হি' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যো বঃ ইত্যাদি—যিনি আপনাদের, প্রেষ্ঠঃ—প্রিয়তম, অয়ং কৃষ্ণঃ হি—সেই এই কৃষ্ণ, যেহেতু, শরীরদ্বয়কারণং—ব্যষ্টি ও সমষ্টি শরীরের কারণ, সেজন্য তাঁহার ভোক্তৃত্বাভিমান নাই। এখানে 'ততো ন ভবতি' এই অবশিষ্ট বাক্যটি যোজনা করিতে হইবে ॥১৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণস্য তু সর্ব্বকারণত্বেন সর্ব্বাতিরিক্তশক্তিত্বাদেব ন তাবৎকার্য্যশক্তিঃ পরাভূতা ইত্যাহ অয়ং হি কৃষ্ণ ইতি। অত্র শব্দস্য অন্যার্থতা পরিহারার্থময়মিতি। যো বো হি প্রেষ্ঠ ইতি চোক্তম্। শরীরদ্বয়কারণং চোপলক্ষণং সর্ব্বস্য কার্য্যস্য এতদপ্যা-পাততঃ বোধার্থং সর্ব্বেষাং নিজাবির্ভাবাদীনামপি কারণত্বাৎ ॥১৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ সকল বস্তুর কারণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিমান, সেজন্য সর্ব্বশক্তিমানের তাবৎ কার্য্যশক্তি পরাভূত নহে, এই কথা বলিতেছেন—'অয়ং হি কৃষ্ণ' এই বাক্য দ্বারা। প্রশ্ন এই—'অয়ং কৃষ্ণঃ' ইহাতে অয়ম্ পদ কেন? তাহার উত্তর—এখানে ইদম্ শব্দ অন্য কাহাকেও বুঝাইতে পারে, সেই আশঙ্কা পরিহারের জন্য 'অয়ং' পদটি কৃষ্ণের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইল, শুধু ইহাই নহে, 'যো বো হি প্রেষ্ঠঃ' আপনাদের যিনি সর্ব্বাধিক প্রিয়, এই বাক্যটিও বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইল। কথাটি এই,—জীবমাত্রের সর্ব্বাধিক প্রিয় আত্মা, সেইরূপ আপনাদের প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের আত্মা—ইহা বুঝাইবার জন্য 'যোবঃ প্রেষ্ঠঃ' ইহাও বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইল। শরীরদ্বয়কারণং অর্থাৎ ব্যষ্টি-সমষ্টি শরীরের কারণ ইহা শুধু নহে, সকল কার্য্যের তিনি কারণ; ইহাও বোদ্ধব্য। একথাও আপাততঃ বুঝাইবার জন্য, কেননা, তিনি তাঁহার যে সকল আবির্ভাব, সে-সমুদয়েরও তিনি মূল ॥১৭॥

তত্ত্বকণা—গোপীগণ বলিলেন,—যদিও আপনি জ্ঞানী, সুতরাং আপনার ভোক্তৃত্বাভিমান না থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভোক্তৃত্বাভিমান থাকিবে না কেন? তদুত্তরে দুর্ব্বাশা মুনি বলিতেছেন,—হে গোপীগণ! শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণের কারণ এবং সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার সেই সর্ব্বাতিরিক্তশক্তিত্বহেতু তাঁহার তাবৎকার্য্যশক্তি পরাভূত হয় না। এই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আপনাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি শরীরদ্বয়ের কারণস্বরূপ, ইহাও একটি উপলক্ষণ, বস্তুতঃ তিনি সকল কার্য্যের কারণ। ইহাও আপাততঃ বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, নতুবা তিনি নিজ আবির্ভাবাদি সকলের কারণ।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকারণ-কারণত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥
বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥
সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৫৫-৫৭)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীঃ ১০।৮) ॥১৭॥

শ্রুতিঃ—দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো ব্রহ্মণোঽংশভূতস্তথেতরো-
ভোক্তা ভবতি, অন্যো হি সাক্ষী ভবতীতি ॥১৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর জীবাত্মা ও পরমাত্মাভেদে যে দুইটি আত্মা আছেন, তাঁহারা পক্ষিরূপে একশরীরকে বা এই সংসাররূপ

বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন, সেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি আত্মাদ্বয়েরও পরস্পর অত্যন্ত পার্থক্য—ইহা দেখাইবার জন্য মূল শ্রুতি 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি'—ইহাই রূপান্তরিত হইয়া উদ্ধৃত হইতেছে। সেই শ্রুতিরই ভাষ্যভূত এই শ্রুতি] দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতঃ (দুইটি পক্ষী আছে, যথা জীব ও ঈশ্বর) ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মের অংশরূপে বর্ত্তমান) তথা (সেই দুইয়ের মধ্যে) ইতরঃ (বিভিন্নাংশগত জীবাত্মা) ভোক্তা ভবতি (কর্ম্মফলের ভোগকারী হইয়া থাকে) হি (ইহা নিশ্চিত) অন্যঃ (আর একটি পক্ষী—স্বাংশ-তত্ত্ব—ঈশ্বর নামে আছেন, তিনি) সাক্ষী ভবতি (কেবল সব দর্শন করিতেছেন) ইতি (মন্ত্র-সমাপ্তি হইল) ॥১৮॥

অনুবাদ—এক জীবদেহরূপ বৃক্ষে জীব ও ঈশ্বর নামে দুইটি পক্ষী বাস করে, ইহারা পরস্পর সহচর, উভয়ই পরব্রহ্মের অংশভূত। তাহাদের মধ্যে জীব-নামক বিভিন্নাংশ কেবল কর্ম্মফল ভোগ করে, ইহা সুনিশ্চিত, অপর অংশ স্বাংশতত্ত্ব—ঈশ্বর তিনি কেবল দ্রষ্টা। এইখানে মন্ত্র-সমাপ্তি হইল ॥১৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এবমধিষ্ঠানত্বাদভোক্তৃত্বমিত্যুক্তম্ অথান্তর্য্যামিত্বাদপি তদাহ দ্বৌ সুপর্ণাবিতি। ব্রহ্মণঃ চিন্মাত্রাৎ দ্বৌ সুপর্ণ ইব সহচরৌ জীবেশ্বরৌ ভবতঃ বর্ত্তেতে। তথাভূতয়োস্তয়োর্মধ্যে ইতরঃ অংশভূতঃ-জীবঃ ভোক্তা ভবতি হি নিশ্চিতং, অন্যঃ ঈশ্বরঃ সাক্ষী কেবলমীক্ষিতৈব ভবতি ইত্যর্থঃ। ইতিশব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ ॥১৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—পূর্ব্ব শ্রুতিতে উক্তরূপে আত্মার অধিষ্ঠানত্ব-নিবন্ধন ভোক্তৃত্বাভাব বলা হইয়াছে, এক্ষণে অন্তর্য্যামী বলিয়াও তাঁহার অভোক্তৃত্ব, **সেই কথাই** বলিতেছেন—'দ্বৌ সুপর্ণৌ'

ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা। ব্রহ্মণঃ—চিন্ময় পরব্রহ্ম হইতে, দুইটি সহচর পক্ষীর মত জীব ও ঈশ্বর প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই সহচর দুইটির মধ্যে, ইতরঃ—অন্যতর একটি পরব্রহ্মের অংশভূত জীবাত্মা সে কর্ম্মফল ভোগ করিবে, ইহা সুনিশ্চিত। আর অন্যঃ—অপরটি অর্থাৎ ঈশ্বর, তিনি সাক্ষী, কেবল দর্শন করিয়াই থাকেন, কর্ম্মফল ভোগ করেন না। শ্রুতির অন্তস্থিত ইতি শব্দটি মন্ত্র-সমাপ্তির সূচক ॥১৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র সমষ্টিব্যষ্টিরূপয়োঃ শরীরয়োর্মধ্যে ব্যষ্টিবিচারেঽপি সমাসস্থয়োরপি মদ্বিধজীবতদ্বিধতদন্তর্য্যামিণোর্মহদেবান্তরমিত্যাহ। দ্বাবিতি সহচরাবিত্যর্থঃ। সুপর্ণাবিতি চৈতাবিত্যর্থঃ। ভবত ইত্যনাদি তয়া তথৈব বর্ত্তেতে ইত্যর্থঃ। তত্র তয়োরুভয়োর্মধ্যে ব্রহ্মণঃ সমষ্টিজীবান্তর্য্যামিণো মণ্ডলস্থানীয়স্যাংশভূতো রশ্মিপরমাণুস্থানীয়-ইতরো জীবো ভোক্তা ভবতি দেহে ভোক্তৃত্বমবিদ্যয়াত্মানং মন্যতে। অন্যঃ সাক্ষাত্তদংশস্ত্বীশ্বরঃ সাক্ষী কেবলমীক্ষিতা ভবতীত্যর্থঃ। ইতি-শব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ। তথা তথা তথাত্বং চ ব্রহ্মণঃ শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাদিতি ন্যায়েনাচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাৎ। অবিদ্যাকল্পিতত্বাদিত্যেকে। তত্তু ন সম্ভবতি ব্রহ্মণি তদাশ্রয়ত্ববিষয়ত্বয়োর্দ্বয়োরপ্যসম্ভবাৎ ইত্যাস্ত তাবদিয়ং মহতী বার্ত্তা ॥১৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তত্রেতি—সেই ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ দুইটি শরীরের মধ্যে ব্যষ্টিশরীর-বিচারকার্য্যেও দেখা যায়—যদিও মিলিতভাবে স্থিত উভয় আত্মা অর্থাৎ আমার মত জীবাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণের মত অন্তর্য্যামী পরমাত্মা—ইহাঁদের অনেক প্রভেদ—এই কথাই এই শ্রুতি দ্বারা বলিতেছেন 'দ্বৌ'—অর্থাৎ দুইটি সহচর, সুপর্ণৌ—পক্ষীভূত, পক্ষীর মত সঙ্গে সঙ্গেই আছে, ভবতঃ—বর্ত্তমান

কাল নির্দ্দেশহেতু অনাদি, সঙ্গী উভয়ে, তত্র—সেই দুইটি পক্ষীর মধ্যে, ব্রহ্মণঃ—যিনি সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী মণ্ডলাধিপতির অংশস্বরূপ, জীবাত্মা যেমন রশ্মিপরমাণুস্থানীয়, ইতরঃ—এই উভয়ের অন্যতর জীবাত্মা, ভোক্তা ভবতি অর্থাৎ দেহমধ্যে থাকিয়া অবিদ্যা-প্রভাবে নিজেকে ভোক্তা মনে করে। অন্যঃ—অপরটি সাক্ষাৎভাবে (সোজাসুজি) কিন্তু সেই পরব্রহ্মের অংশ, তিনি ঈশ্বর, সাক্ষী—কেবল সমস্ত দর্শন করিতেছেন। ইতি শব্দটি মন্ত্র-সমাপ্তির সূচক। যদি বল, পরমেশ্বর তো নিরংশ, তবে, তাঁহার দুইটি অংশ জীব ও ঈশ্বর, তন্মধ্যে জীবের ভোক্তৃত্ব আর ঈশ্বরের দ্রষ্টৃত্ব—ঈশ্বরের সাক্ষিত্ব, এসব কল্পনা কিরূপে হইতে পারে? বিচারে দেখা যায়—ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় নাই! হাঁ, সে কথা সত্য কিন্তু শ্রুতি শব্দমূলক—এই যুক্তিবশে শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় শক্তিপ্রভাবে সমস্তই সঙ্গত, কিছুই কল্পনা নহে। অপরে কেহ কেহ বলেন—অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মের জীবরূপে ভোক্তৃত্ব, কিন্তু তাহাও বলা যায় না, যেহেতু ব্রহ্মে অবিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয়ত্ব—দুইটিই অসম্ভব। যাহাই হউক, বিচার করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, তাহা এক্ষণে থাক ॥১৮॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বশ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাধিষ্ঠান বলিয়া তাঁহার অভোক্তৃত্ব প্রতিপাদিত হওয়ার পর, এইক্ষণে তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়াও তাঁহার অভোক্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। পরতত্ত্ব চিন্ময় পরব্রহ্ম হইতে সহচররূপে দুইটি পক্ষীর বিষয় অবগত হওয়া যায়। ইহাদিগকে জীব ও ঈশ্বর বলা হয়। ইহাদিগের মধ্যে একটি পক্ষী অর্থাৎ জীব কর্ম্মফল ভোগ করে আর অপরটি ঈশ্বর—অন্তর্য্যামী, কেবল সাক্ষীস্বরূপ, তিনি কর্ম্মফল-ভোগের অভোক্তা হইয়া কেবল দ্রষ্টামাত্র।

সমষ্টিজীবান্তর্য্যামী ব্রহ্মের মণ্ডলস্থানীয়ের অংশভূতো রশ্মিপরমাণু-স্থানীয় ইতর জীব ভোক্তা হয়, অর্থাৎ অবিদ্যার আশ্রয়ে দেহে আত্মবুদ্ধিকরতঃ ভোক্তৃত্বাভিমান করে, অন্যটী সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের অংশ—ঈশ্বর অভোক্তা থাকিয়া কেবল দ্রষ্টা বা সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনি কোন কর্ম্মফল ভোগ করেন না। তিনি ঐ জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া নিজে চিদানন্দে তৃপ্ত থাকেন।

মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥"
(শ্বেঃ ৪।৬, মুণ্ডক ৩।১।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৬) ॥১৮॥

শ্রুতিঃ—বৃক্ষধর্ম্মে তৌ তিষ্ঠতঃ, অতো ভোক্তা-ভোক্তারৌ ॥১৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[সুপর্ণ-শব্দের অর্থ যেমন পক্ষী হয়, সেইরূপ উত্তমপর্ণযুক্ত বৃক্ষও হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পূর্ব্বশ্রুতিস্থ সুপর্ণ শব্দটি বৃক্ষ-অর্থেই প্রযুক্ত। তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন] বৃক্ষধর্ম্মে তৌ তিষ্ঠতঃ (সেই জীব ও ঈশ্বর বৃক্ষের যে ধর্ম্ম অর্থাৎ বৃশ্চ্যতে ছিদ্যতে ইতি বৃক্ষঃ, যাহা ছেদন-ধর্ম্মবিশিষ্ট তাহাতে বর্ত্তমান; ব্যষ্টি-শরীর ও সমষ্টি-শরীরে বর্ত্তমান) [কিন্তু—] অতঃ ভোক্তাভোক্তারৌ (ঈশ্বরত্ববশতঃ

ঈশ্বর অভোক্তা, আর অনীশ্বরত্ব-নিবন্ধন জীব ভোক্তা) [ঋকারান্ত পূর্ব্বপদের সহিত দ্বন্দ্বসমাসে পূর্ব্বপদের ঋকারস্থানে 'আ' হইয়া ভোক্তাভোক্তারৌ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহা জ্ঞাতব্য] ॥১৯॥

অনুবাদ—জীবাত্মা ও ঈশ্বর এই উভয়কে সুপর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—একই দেহরূপ বৃক্ষে তাঁহারা বাস করেন এবং বৃক্ষের মত দেহ—ছেদন অর্থাৎ ধ্বংসশীল, তাঁহারা একটি ঈশ্বর আর অপরটি ঈশ্বরভিন্ন অর্থাৎ জীব; সেকারণ জীব কর্ম্মফলের ভোক্তা ও ঈশ্বর অভোক্তা হইয়া থাকেন ॥১৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—তয়োঃ সুপর্ণত্বং কুত ইত্যাশঙ্ক্য বৃক্ষে বর্ত্তমানত্বা-দিত্যাহ বৃক্ষধর্ম্মে তাবিতি। বৃক্ষস্য ধর্ম্মো ব্রশ্চনাখ্যো যস্য তস্মিন্ বৃক্ষধর্ম্মে বিনাশিনি সংসারাখ্যে অশ্বত্থে তিষ্ঠতঃ। অত ইতি। অতঃ ঈশ্বরানীশ্বরত্বাৎ তৌ ভোক্তাঽভোক্তারৌ ॥১৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তাঁহাদের সুপর্ণ সংজ্ঞা কেন? এই আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু বৃক্ষে তাঁহারা বর্ত্তমান, কোন্ বৃক্ষে? এবং কেন সেটি বৃক্ষ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—বৃক্ষের ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বরূপ ছেদন, সেই ছেদন-ধর্ম্ম বিনাশশীল সংসার-নামক অশ্বত্থবৃক্ষে তাঁহারা বাস করেন, বৃক্ষে বাস, পক্ষীরাই বাস করে বলিয়া সুপর্ণ বলা হইয়াছে। অতঃ ইতি—অতঃ এই পদের অর্থ—ঈশ্বরত্ব ও অনীশ্বরত্ব হেতু, 'তৌ' তাঁহারা দুইটি, 'ভোক্তা অভোক্তারৌ'—একটি কর্ম্মফল ভোগকারী, অপরটি জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করান, স্বয়ং সাক্ষীস্বরূপ, দ্রষ্টামাত্র ॥১৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণাভেদেন তদন্তর্য্যামিণস্তাদৃশমিতি বক্তুং পুনস্তদেবানুবদতি বৃক্ষধর্ম্ম ইতি বৃক্ষস্য ধর্ম্মো ব্রশ্চনাখ্যো ধর্ম্মো

যস্মিন্ তস্মিন্ বৃক্ষধর্ম্মে ব্যষ্টৌ সমষ্টৌ বা শরীরে তিষ্ঠতঃ। অত ইতি। যদ্যপি বৃক্ষধর্ম্মে তিষ্ঠতস্তথাপ্যতঃ। পূর্ব্বোক্তাদীশ্বরত্বাভাবে-শ্বরত্বসদ্ভাবহেতোরেব তৌ ভোক্তাভোক্তারৌ ভবতঃ ॥১৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—দেহের মধ্যে যিনি অন্তর্য্যামী, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন অর্থাৎ একই ; এইজন্য তাঁহার, তাদৃশমিতি—অভোক্তৃত্ব ইহা বলিবার জন্য, 'পুনস্তদেবানুবদতি'—আবার সেই অভোক্তৃত্বের উল্লেখ করিতেছেন—বৃক্ষধর্ম্মে এই পদটি দ্বারা, বৃক্ষধর্ম্ম অর্থাৎ বৃক্ষের ধর্ম্ম ছেদন নামক ধর্ম্ম যাহাতে আছে, তাহাই বৃক্ষধর্ম্ম, বিনাশী ব্যষ্টি (ব্যক্তি) ও সমষ্টি (সমুদয়) শরীরের নাম বৃক্ষধর্ম্ম—তাহাতে উহাঁরা বর্ত্তমান। অত ইতি—যদিও বৃক্ষ-ধর্ম্মা দেহে তাঁহারা বর্ত্তমান, তাহা হইলেও, অতঃ এইজন্য—অর্থাৎ জীবের ঈশ্বরত্বের অভাব আর অপর পক্ষীর ঈশ্বরত্বের সদ্ভাব-বশতঃই যথাক্রমে জীব ও ঈশ্বর ভোক্তা ও অভোক্তা হইয়া থাকেন ॥১৯॥

তত্ত্বকণা—জীব ও ঈশ্বরকে পক্ষিস্বরূপে বর্ণন করিবার অভিপ্রায় এই যে, উহাঁরা উভয়েই দেহরূপ বৃক্ষে বাস করেন। তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন,—বিনাশধর্ম্মশীল দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষে জীব ও ঈশ্বর—পক্ষিদ্বয় বাস করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে জীব কর্ম্মফলের ভোক্তা এবং ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া স্বয়ং অভোক্তা, কেবলমাত্র সাক্ষিস্বরূপে দ্রষ্টা।

সংসারের মূল-আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব অন্তর্য্যামী পুরুষ ঈশ্বর। জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। জীব অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া নানাবিধ কর্ম্মফল ভোগের সহিত এই সংসার পরিভ্রমণ করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—'কৃষ্ণভুলি'

সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥' (চৈঃ চঃ মধ্য বিংশপরিচ্ছেদ)। কিন্তু শ্রীভগবান্ একাংশে অন্তর্য্যামিস্বরূপে জীবের সহচররূপে অথবা সখারূপে জীবের দেহরূপ বৃক্ষে বা সংসাররূপ বৃক্ষে একসঙ্গে বাস করেন কিন্তু জীব যেরূপ কর্ম্মফল ভোগ করে, ঈশ্বর তদ্রূপ কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন। তিনি জীবের বন্ধুরূপে জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া অনাদি-বৈমুখ্যস্বভাব সংশোধনকরতঃ ভগবদুন্মুখী করিবার জন্য অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন।

এবিষয়ে—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির "দ্বা সুপর্ণা············মহিমানমেতি বীতশোকঃ।" (শ্বেঃ ৪।৬-৭) মন্ত্রদ্বয় এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ" (ভাঃ ১১।১১।৬) শ্লোক এবং কঠোপনিষদের (২।৩।১) "উর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" মন্ত্র ও শ্রীগীতার "উর্দ্ধমূল-মধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্" (১৫।১) শ্লোক আলোচ্য ॥১৯॥

শ্রুতিঃ—পূর্ব্বো হি ভোক্তা ভবতি তথেতরোঽভোক্তা কৃষ্ণো ভবতীতি ॥২০॥

অন্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে কে ভোক্তা আর কে অভোক্তা, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন—] পূর্ব্বো হি ভোক্তা ভবতি (জীব ও ঈশ্বর ইহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ-কারী হয়) তথা ইতরঃ অভোক্তা (কিন্তু দ্বিতীয় যিনি অর্থাৎ আর দ্বিতীয়—ঈশ্বর—তিনি অভোক্তা, দ্রষ্টামাত্র) [ইহাতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে কি বলা হইল ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন] কৃষ্ণো ভবতি ইতি (কৃষ্ণই সেই ঈশ্বররূপে বর্ত্তমান, তিনি অভোক্তা) ॥২০॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রুতি জীব ও ঈশ্বরকে বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন—জীব ও ঈশ্বর—ইহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ জীব

ভোক্তা হয়, আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ঈশ্বর অভোক্তা—ভোগ করেন না। কৃষ্ণ সেই ঈশ্বর, তিনি অভোক্তা ॥২০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এতদ্বিবিনক্তি। পূর্ব্বো হি ভোক্তা ভবতি তথা ইতরঃ কৃষ্ণঃ ঈশ্বর ইতি কারণাৎ অভোক্তা ভবতি ॥২০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এতদ্বিবিনক্তি—ইহাই বিভাগ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ জীব ভোক্তা, কর্ম্মফল ভোগ করে, আর অন্যটি অর্থাৎ কৃষ্ণ, তিনি ঈশ্বর, এই কারণে অভোক্তা, জড় ভোগ করেন না, সর্ব্বদা চিদানন্দে থাকেন ॥২০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদেব বিবিনক্তি। পূর্ব্বো ভোক্তা ভবতি। তথেতি তু শব্দার্থে, ইতরঃ ঈশ্বরঃ পুনরভোক্তা ভবতি। নমু ভবতু তাবদীশ্বরস্যা-ভোক্তৃত্বং কৃষ্ণস্য কিমায়াতি তত্রাহ কৃষ্ণ ইতি। কৃষ্ণ এব তত্রাংশেন তদ্রূপেণ বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদি'তি তদুক্তেঃ ॥২০॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তদেব বিবিনক্তি ইতি—তাহাই পৃথক্ করিয়া দেখাইতেছেন, কি? উত্তর—পূর্ব্বোহি ভোক্তা ভবতি—সেই দুইটি—জীব ও ঈশ্বর—এই দুইটির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ জীবাত্মাই ভোক্তা। তথা-শব্দটি 'তু' শব্দার্থে অর্থাৎ কিন্তু, ইতরঃ—ঈশ্বর, তিনি ভোগ করেন না, তিনি দ্রষ্টা, জীবকে ভোগ করাইয়া দেখিতেছেন। এক্ষণে আপত্তি এই,—বেশ, ঈশ্বর অভোক্তা হন, হউন, আপত্তি নাই, কৃষ্ণের পক্ষে কি আসিল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কৃষ্ণো ভবতীতি—কৃষ্ণ কিন্তু সেই তৎস্বরূপে অংশরূপে বর্ত্তমান অর্থাৎ তিনিই পরমাত্মা—অন্তর্য্যামী। শ্রীগীতাতেই কথিত আছে—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" শ্রীকৃষ্ণ

বলিতেছেন,—'অর্জ্জুন! আমি এক অংশ দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত।' (গীঃ ১০।৪৮) ॥২০॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে জীবের ভোক্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের অভোক্তৃত্ব কথিত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে পুনরায় বিবৃত করিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে জীব ভোক্তা অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করে আর ঈশ্বর তদন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিয়া অভোক্তা অর্থাৎ জড়ভোগে বা কর্ম্মভোগে লিপ্ত নহেন। শ্রীকৃষ্ণ অংশরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব অতএব তাঁহাকেও অভোক্তা জানিতে হইবে। অন্তর্য্যামি-পুরুষ ঈশ্বর যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহা শ্রীগীতায় কথিত আছে,—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥" (গীঃ ১০।৪২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেবস্ত্রৈকালিকং
স্থিরচরেষ্বনুবর্ত্তিতাংশম্। তং জীবকর্ম্মপদবীমনুবর্ত্তমানাস্তা-
পত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম ॥" (ভাঃ ৩।৩১।১৬)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ব্যতীত আমাকে ত্রৈকালিক জ্ঞান দান করিতে আর কেই বা সমর্থ? পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে চরাচর নিখিল বস্তুতে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব কর্ম্মফলস্বরূপ বদ্ধজীবরূপা পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিতাপ জ্বালা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ভজনা করি ॥২০॥

শ্রুতিঃ—যত্র বিদ্যাবিদ্যে ন বিদামো বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ,
বিদ্যাময়ো হি যঃ স কথং বিষয়ী ভবতীতি ॥২১॥

অন্বয়ানুবাদ—[ঈশ্বর যে ভোক্তা নহেন, তাহার একমাত্র প্রমাণ—তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যারহিত] যত্র (যে ঈশ্বরে) বিদ্যা-

বিদ্যে (বিদ্যা ও অবিদ্যা—জীবের সংসার-বন্ধনের কারণ অজ্ঞান ও অযথা জ্ঞানরূপ মায়াবৃত্তি এই উভয়ই) ন বিদামঃ (মানিতে পারি না, যেহেতু তিনি মায়াধীশ এবং সর্ব্ববিদ্, তাঁহাকে মায়ার কার্য্য—এই বিদ্যা ও অবিদ্যা স্পর্শ করে না, কারণ তাহারা ঈশ্বরেরই অধীন) [আপত্তি এই—বেশ, তিনি অবিদ্যাবশবর্ত্তী না হইতে পারেন, কিন্তু বিদ্যা তাহাতে নাই, একথা মানিব কেন? হাঁ, তাহা বলিতে পার, কিন্তু বিদ্যা বলিতে ব্রহ্মাকার-অন্তঃকরণবৃত্তি, তিনি তাহার প্রকাশক, ইহাই বলিতেছেন] বিদ্যা-বিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ (ঈশ্বর বিদ্যার প্রকাশক সুতরাং বিদ্যার বিষয় হইতে পারেন না এবং অবিদ্যার বিষয়ও নহেন, যেহেতু তাহা কাম-কর্ম্ম-প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া জন্মে, ঈশ্বর কাম-কর্ম্ম-বাসনার অতীত—এই কথাই বলিতেছেন) যঃ বিদ্যাময়ঃ (যিনি বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মাকার-অন্তঃকরণবৃত্তির প্রকাশক, যে যাহার প্রকাশক, তাহা তাহার বিষয় হয় না, যেমন ঘটের প্রকাশক আলোক, সেই আলোক ঘটাদির বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ্য হইতে পারে না) স কথং বিষয়ী ভবতি (সেই প্রকাশক কিরূপে বিষয়ী হইবে?) [কথাটি এই—এখানে বিদ্যা বলিতে মহা বিদ্যা বিবক্ষিত অর্থাৎ যাহাকে চিচ্ছক্তি বলা হয়, সম্পূর্ণাংশে যিনি সেই চিচ্ছক্তিশালী, তাঁহাতে জড় বিষয়ের সম্পর্ক কিরূপে থাকিবে?] ॥২১॥

অনুবাদ—অবিদ্যার ফল ভোগ, ঈশ্বর যে ভোক্তা নহেন, তাহার কারণ তাঁহাতে অবিদ্যা নাই এবং বিদ্যারও অধিকার নাই। এই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন, যে শ্রীভগবানে বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মাকার-অন্তঃকরণবৃত্তি যাহা মায়ার কার্য্য, (বৃত্তিমাত্রই মায়ার কার্য্য, শ্রীভগবান্ মায়াধীশ এবং সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ মায়াময় অতএব বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই মায়ার বৃত্তি, এইজন্য সংসার মায়াস্বরূপ) সেই বিদ্যা ও

অবিদ্যা যে শ্রীভগবানে আমরা মানিতে পারি না, কেননা, তিনি মায়া ও মায়ার কার্য্য হইতে ভিন্ন অর্থাৎ তদতীত, তাহার কারণ যিনি সমগ্রাংশে বিদ্যা বলিতে মহা বিদ্যা অর্থাৎ চিচ্ছক্তিময়, প্রকাশক, তিনি কিরূপে বিষয়ী হইবেন অর্থাৎ মায়া-কার্য্য বিষয়াকার-বৃত্তিমান্ হইবেন ? এইজন্য তিনি ভোক্তা নহেন। ভোগ বলিতে বিষয়াকার-চিত্তবৃত্তি, তাহা গুণ-কার্য্য, গুণ—মায়াময় অতএব নির্গুণ সেই ঈশ্বরে ভোগ থাকিতে পারে না ॥২১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—ঈশ্বরস্যাভোক্তৃত্বে অবিদ্যারহিতত্বং হেতুমাহ। যত্র ঈশ্বরে বিদ্যাঽবিদ্যাভ্যাং ভিন্নো ঘটাদিবৎ বিষয়ঃ ন ভবতীত্যর্থঃ। বিদ্যাবিষয়ত্বাভাবে হেতুমাহ বিদ্যাময়ো হীতি। বিদ্যা নাম ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ তন্ময়ঃ তৎপ্রকাশকঃ হি যঃ স কথং বিষয়ী ভবতি। ন হি ঘটাদি-প্রকাশক আলোকো ঘটাদিবিষয়ঃ ॥২১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—ঈশ্বরস্য ইত্যাদি—ঈশ্বর যে ভোগ করেন না, তাহার কারণ—তাঁহাতে অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ার কোন প্রভাব নাই। যত্র—যে ঈশ্বরে বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয় হয় না, কারণ ঐ উভয় হইতে তিনি ভিন্ন, ঘটাদির মত বিষয় হয় না। সেই বিদ্যা ও অবিদ্যাও তাঁহার বিষয় নহে। যেহেতু ঈশ্বর অবিদ্যার কার্য্যের অতীত. আবার বিদ্যার বিষয়ও তিনি নহেন, তাহার কারণ শ্রুতি বলিতেছেন,—যঃ—যিনি, বিদ্যাময়ঃ—বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মাকার-অন্তঃকরণ-বৃত্তি, তাহার প্রকাশক, স কথং বিষয়ী ভবতি—সেই অন্তঃকরণ-বৃত্তিমান্ বিষয়ী কিরূপে তিনি হইবেন ? যেমন আলোক ঘটাদির প্রকাশক, সে ঘটাদির বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ্য হয় না ॥২১॥

শ্রীবিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণে তু ততোঽপ্যতিশয়মাহ যত্রেতি। বিদ্যা-বিদ্যে মায়াবৃত্তিরূপে। 'বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধবশরীরিণাম্।

বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥' ইত্যেকাদশস্থ বচনাৎ। তে যত্র যস্য সমীপেঽপি ন বিদামো ন মন্যামহে। তদংশস্যান্তর্য্যামিণ এব তদধিষ্ঠাতৃত্বাৎ। 'যস্যাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতে'তি বিষ্ণুপুরাণাৎ। তদেবাহ। বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ পৃথগ্ ভূয়স্থিত ইত্যর্থঃ। 'ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনী'তি প্রথমে শ্রীঅর্জ্জুনবাক্যাৎ। তথৈব হেতুমাহ। বিদ্যা এব মহা বিদ্যা চিচ্ছক্তিস্তৎপ্রাচুর্য্যবান্ ততশ্চ স কথং বিষয়ী ভবতি ॥২১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণে তু ইত্যাদি—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যা ও অবিদ্যা-ভিন্ন আরও উৎকর্ষ আছে—ইহাই যত্র ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছেন। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই মায়ার বৃত্তি (কার্য্য-অবস্থা-বিশেষ) এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যথা—"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব-শরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥" হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইটি আমার শক্তি, এই দুইটিই মায়ার কার্য্য, এজন্য মায়া-বৃত্তিস্বরূপ। তাহারা অনাদিরূপে জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইয়া আছে। 'তে'—সেই বিদ্যা ও অবিদ্যা, যাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নিকটেও আছে, মনে করি না। কেননা, শ্রীকৃষ্ণের অংশ অন্তর্য্যামী পরমাত্মা সেই বিদ্যা ও অবিদ্যার অধিষ্ঠাতা। যেহেতু বিষ্ণুপুরাণেই কথিত আছে—'যস্যাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তি-রিয়ং স্থিতা।' যে মহাবিষ্ণুর দশসহস্র পরিমিত অংশের অংশরূপে এই বিশ্বশক্তি বিদ্যমান। সেই কথাই এখানে বলিতেছেন, 'বিদ্যা-বিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ' শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ পৃথগ্ভাবে স্থিত। শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের বাক্য হইতে জানা যায় যে—'ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ

পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি' (ভাঃ ১।৭।২৩)। হে কৃষ্ণ! তুমিই আদিপুরুষ, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, যেহেতু প্রকৃতি হইতে অতীত, কিন্তু জগতের উৎপত্তির কারণ, তাই বলিয়া তোমাতে মায়ার প্রভাব নাই, চিৎশক্তিদ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া কৈবল্য-স্বরূপ আত্মভাবে তুমি অবস্থিত। সেই ভাবেই এখানেও বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে পার্থক্যে হেতু দেখাইতেছেন। বিদ্যাময়ঃ—বিদ্যা অর্থাৎ মহা বিদ্যা—যাহা চিচ্ছক্তি, সম্পূর্ণভাবে সেই চিদ্‌ঘনস্বরূপ, তাহা হইলে তিনি জড় বিষয়বিশিষ্ট অর্থাৎ ভোক্তা হইবেন কেন? ॥২১॥

তত্ত্বকণা—ঈশ্বর অবিদ্যারহিত, সে কারণও তিনি অভোক্তা, একথা শ্রুতি এক্ষণে বলিতেছেন। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটিই মায়ার বৃত্তি। ঈশ্বর মায়াতীত বলিয়া ঈশ্বরে উক্ত বৃত্তিদ্বয় নাই। সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ঈশ্বর ভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়,—যেমন আলোক ঘটকে প্রকাশ করে,—তাই বলিয়া সেই আলোক ঘটের বিষয় হয় না। সেইরূপ ঈশ্বর সকলের প্রকাশক হইলেও বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় হন না। শ্রীকৃষ্ণে তাহা অপেক্ষা অতিশয়তা আছে। ইহাই বর্ত্তমান শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধবশরীরিণাম্।
> মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥"
>
> (ভাঃ ১১।১১।৩)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,—হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই আমার মায়া-নির্ম্মিত, অনাদি এবং আমার শক্তিস্বরূপ ও দেহধারী জীবগণের বন্ধন ও মোক্ষের হেতু বলিয়া জানিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—"মায়ার তিনটি বৃত্তি,—প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা। 'প্রধানে'র দ্বারা মহদাদি পৃথিব্যান্ত সর্ব্ব তত্ত্ব সৃষ্ট হয়। তৎসমুদয় সত্য। যে সকলের দ্বারা সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপ জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়া জীব-মোহিনী 'অবিদ্যা' দ্বারা জীব সম্বন্ধে অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভি-নিবেশাত্মক তমঃ অর্থাৎ পঞ্চবিধ অজ্ঞান সৃষ্ট হয়, উহা অসত্য। এই প্রকারে প্রধান ও অবিদ্যা দ্বারা সত্যমিথ্যাত্মক এই জগৎ সৃষ্ট হয়। তৃতীয়া 'বিদ্যা' দ্বারা কিন্তু পঞ্চবিধ অজ্ঞান-নিবর্ত্তক জ্ঞান সৃষ্ট হয়।"

অতএব সেই বিদ্যা ও অবিদ্যা তাঁহার সমীপেও বর্ত্তমান, তাহা মনে করি না। শ্রীকৃষ্ণের অংশ অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই তাহার অধিষ্ঠাতা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণও বলেন,—যাঁহার অযুতাংশের অংশে এই বিশ্বশক্তি স্থিতা। তাই এস্থলে শ্রুতিও বলিতেছেন,—পরমেশ্বর বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন হইয়া অবস্থিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে অর্জ্জুনের বাক্যেও পাই,—

"ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥"

(ভাঃ ১।৭।২৩)

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! তুমিই কারণ, তুমিই প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অতএব নির্লিপ্ত বা অবিকারী, তুমি স্বরূপশক্তি-প্রভাবে বহিরঙ্গা মায়া-শক্তিকে দূরে রাখিয়া কেবল স্ব-স্বরূপে অবস্থান কর। শ্রুতিতে এখানে বলিয়াছেন,—পরমেশ্বর "বিদ্যাময়" এই বিদ্যা-শব্দের তাৎপর্য্যও মহা বিদ্যা চিচ্ছক্তি-প্রচুর। অর্থাৎ নিজ স্বরূপশক্তি-বলে তিনি কখনও মায়ার কার্য্যের বিষয়ী অর্থাৎ প্রকাশ্য নহেন ॥২১॥

শ্রুতিঃ—যো হ বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি।
যো হ বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে
সোঽকামী ভবতি॥২২॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ব শ্রুতিতে অবিদ্যা-সম্পর্ক-রহিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোক্তৃত্বের অভাব বলা হইয়াছে, এক্ষণে কামনার অভাবেও তাঁহার ভোক্তৃত্ব নাই, বলিতেছেন—যো হ বৈ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা।] যঃ হ বৈ—(ইহাই প্রসিদ্ধ যে, সাধারণ লোক ইচ্ছার প্রেরণায় স্রক্-চন্দন-বনিতাদি-বিষয় ভোগ করে) স কামী ভবতি (ঐরূপ কামনাবান্ ব্যক্তিকে কামুক বলা হয়) যঃ হ বৈ (কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণ) অকামেন (অনিচ্ছায়) কামান্ (কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন) স তু অকামী ভবতি (জগতে তিনি অকামী বলিয়াই প্রসিদ্ধ)॥২২॥

অনুবাদ—জগতে দুই প্রকার লোক আছে, কেহ কামনার বশবর্ত্তী, কেহ বা কামনাতীত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কামনাতীত, এজন্য তিনি ভোক্তা নহেন। দেখা যায়, যে ব্যক্তি কামনার বশে ভোগ্য বস্তু-সমূহ কামনা করে, সে কামী, আর যিনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অনিচ্ছায় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন অতএব তিনি যথার্থ অকামী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন॥২২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এবমবিদ্যারহিতত্বাদভোক্তৃত্বমুক্তম্ অথাকামত্বাদপ্য-ভোক্তৃত্বমাহ যো হেতি। যঃ হ বৈ কিল কামেন ইচ্ছয়া কামান্ বিষয়ান্ কাময়তে সঃ কামী কামুকঃ ভবতি। যঃ হ বৈ কৃষ্ণঃ তু অকামেন অনিচ্ছয়া কামান্ স্বীকরোতি সঃ তু অকামী লোকে প্রসিদ্ধঃ ভবতি॥২২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এই প্রকারে পূর্ব্বে অবিদ্যা-সম্পর্কাভাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভোক্তৃত্বাভাব বলা হইয়াছে। অতঃপর

এই শ্রুতিতে কামনা-হীনত্বপ্রযুক্তও ভোক্তৃত্বাভাব বলিতেছেন—যো হ ইত্যাদি—যে ব্যক্তি ইচ্ছার প্রেরণায় ভোগ্য বিষয়সমূহ কামনা করে, সে কামুক হয়, আর যিনি কিন্তু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অনিচ্ছায় উপস্থিত কাম্যবস্তু স্বীকার করিয়া লন, তিনি অকামী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন ॥২২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—নম্বস্য অস্মাসু বিষয়ত্বমেবানুভূয়তে তত্রাহ যোহেতি কামেন ভোগাভিলাষেণ কামান্ কামী বিষয়ী অকামেন কেবলে-নানুকূল্যময়েন প্রেম্ণা। অত্রৈতদুক্তং ভবতি। 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ'। 'প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা' ইত্যাদি শ্রীশুকবাক্যাৎ। 'নাহং তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে' ইতি। 'যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্। মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া' ইত্যাদেশ্চ তদ্বচনাদকামেনৈব যুস্মৎ কামনাস্তস্য বিষয়িত্বমেব প্রেমলক্ষণম্। সোঽয়ঞ্চ গুণঃ সর্ব্বাশ্রয়ত্বে পরমভজনীয়ত্বেন সম্মতে তস্মিন্ অবশ্যং মন্তব্যঃ। যুস্মাকঞ্চ তস্মিংস্তাদৃশত্বমেব দৃশ্যতে। 'যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভ-বদায়ুষাং নঃ' ইতি ভগবদ্বচনাৎ। ততো ভবত্যোঽপি ন কামিন্য ইতি বিষয়সাধারণ্যং ন বহন্তি। অত উভয়েষাং সম্বন্ধঃ সোঽয়ং মুমুক্ষুমুক্ত-ভক্তানামপি সুখপ্রদ ইতি শ্রীমদুদ্ধবোপি বক্ষ্যতি। 'বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চে'তি। 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ' ইতি চ। তস্মাত্তস্মিন্ যুস্মাসু চ বয়ং বিলক্ষণত্বমেব লক্ষয়ামহ ইতি ॥২২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—আপত্তি এই—শ্রীকৃষ্ণ তো আমাদের ভোগে বিষয়ী হইতেছেন, দেখা যাইতেছে, তবে তিনি অবিষয়ী কিরূপে? এবিষয়ে বলিতেছেন—যো হ বৈ ইত্যাদি—কামেন—ভোগাভিলাষবশবর্ত্তী হইয়া কাম্যবস্তুকে বিষয় করিয়া বিষয়ী

হয়, সে কামী; কিন্তু অকামের দ্বারা অর্থাৎ কেবল (স্বেচ্ছায় অনধীন) আনুকূল্যময় প্রেমবশে প্রদত্তবস্তু গ্রহণ করেন, তিনি অকামী। কথাটি হইতেছে এই—এখানে বলা হইল যে, শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ' (ভাঃ ১০।২৯।৪২)। 'প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা' (ভাঃ ১০।৩৩।২০)। শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাসক্রীড়া-প্রসঙ্গে অন্যথা-বুদ্ধিসম্পন্ন রাজা পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—'মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—তিনি আত্মারাম, পূর্ণকাম, কাম না থাকিলেও প্রেমিকা গোপীগণের প্রেম স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে রাসক্রীড়ার আনন্দ দিয়াছিলেন, এখানে আনুকূল্য দেখান হইয়াছে আবার ভক্তের সেবাও শ্রীকৃষ্ণের দেখান হইয়াছে, যখন গোপীগণ রাসক্রীড়ায় অত্যধিক বিহারে শ্রান্ত হইয়াছিলেন তখন দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবান্ স্বেদসিক্ত-খিন্ন তাঁহাদের মুখগুলি স্নিগ্ধ নিজ হস্তদ্বারা মুছাইয়া দিলেন। এখানে ভক্তের প্রতি ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ পাইতেছে। আরও শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখেই ভক্তানুকূল্য ব্যক্ত হইয়াছে, যথা শ্রীভাগবতে (১০।৩২।২০) 'নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে' যখন রাসক্রীড়ায় ভগবদ্বিরহার্ত্ত হইয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অভিযোগ করিয়াছিলেন যে আমরা তোমাকে পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগপূর্ব্বক এই গভীর রাত্রে এই দুর্গম বনমধ্যে আসিয়াছি এবং তোমার অন্তর্ধানে কতই না বিলাপ, কত অন্বেষণ, কত অভাবজনিত আর্ত্তনাদ করিয়াছি, তবু তো সেজন্য তুমি কিছু প্রতিদান কর নাই। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, দেখ সখীগণ! এই জগতে তিন শ্রেণীর লোক আছে, যথা—১। প্রথম—ভজনানুসারে ভজনানুকারী, ইহারা স্বার্থপর, ২। দ্বিতীয়—ভজনহীনকেও ভালবাসে যেমন পিতামাতা ও দয়ালু ব্যক্তিগণ, ৩। আর তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি—ইহারা ভজনকারীকেও ভজন করে না, যেমন আপ্তকাম,

আত্মারাম অথবা কৃতঘ্ন ও গুরুদ্রোহী। সখীগণ! তন্মধ্যে আমি প্রথম নহি, কারণ আমি কাহাকেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসি না, তবে আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য, কারুণিক, কেবল কারুণিক নহি, পরম কারুণিক, তোমরা আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগী, তোমাদের ভজনার আনুকূল্যে আমি চিরঋণী। এই সকল কথায় পাওয়া যাইতেছে যে, তাঁহার অসাধারণ ভক্তানুকূল্য। আর এক কথা—'যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্। মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥'—(ভাঃ ১০।৪৭।৩৪)। 'হে গোপীগণ! তবে যে তোমাদের চক্ষু'র এত প্রিয় আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দূরে থাকি, তাহার উদ্দেশ্য তোমরা আমাকে নিরন্তর ধ্যান করিতে পারিবে, যেহেতু তাহাতে মনের সন্নিকর্ষ হইবে' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতেও পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি অকাম হইলেও গোপীগণের প্রতি ভালবাসারূপ কামনায় যে সকামত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রেম—ইহা কামুকতা নহে। ইহা তাঁহার সর্ব্বকালের আশ্রয়ণীয়তা-বিষয়ে গুণ, দোষ নহে, কারণ সর্ব্বাপেক্ষা তিনি সাতিশয় ভজনীয়, এজন্য উহা অবশ্যই স্বীকরণীয়। উদ্ধব-গোপীসংবাদে উদ্ধবও ইহা বলিয়াছেন, হে কৃষ্ণ-প্রেমিকাগণ! তোমাদেরও সেই শ্রীকৃষ্ণে ঐরূপ প্রেমিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যথা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের উক্তি "যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতি-ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ" (ভাঃ ১০।৩১।১৯)। 'হে প্রিয়তম! তোমার অতি-কোমল চরণপদ্মকে যখন আমরা সন্তপ্ত কামোদ্রেকে কঠিন স্তনের উপর তাপদূরীকরণার্থ সন্মর্দ্দন ভয়ে ধীরে ধীরে কত শঙ্কিত হইয়া ধারণ করি, সেই চরণ লইয়া যখন তুমি প্রস্তরসঙ্কুল বনমধ্যে বিচরণ কর তখন সেই চরণ সূক্ষ্মপাষাণকণাদিযোগে কতই না ব্যথিত হয়!

তুমি আমাদের জীবনস্বরূপ, আমাদের মন সেইজন্য কেবলই অস্থির হয়' এইরূপ ভগবানের প্রতি তাঁহাদের উক্তি থাকায় বুঝা যায় যে, ইহা প্রেমের কথা, কামুকতার পরিচয় নহে, অতএব গোপীগণ ! আপনারাও কামুকী নহেন, এইজন্য সাধারণ কামের সহিত ইহার ঐক্য প্রাপ্ত হইতেছেন না, অতএব এই যে ভগবানের ও প্রেমিকের পরস্পর কাম-সম্বন্ধ, সেই কাম মুক্তিকামী, মুক্তপুরুষ ও ভক্ত-দিগেরও আনন্দপ্রদ" একথা শ্রীমান্ উদ্ধবও বলিবেন। যথা—'এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথারসস্য' (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)। উদ্ধবের এই উক্তিতে পাওয়া যায়, মুনিগণও সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া যে শ্রীভগবান্‌কে একমাত্র কামনা করেন, ইহাতে মুনিদেরও শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজনের কথা পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বুঝা যায় এই—ভজন আর লৌকিক বস্তু-কামনা এক নহে। আরও দেখ—'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ' (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন যে, শ্রীদেবী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বাস করিয়াও এই গোপীদের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই। অতএব এই সকল কথা হইতে বুঝা যায়—শ্রীভগবানে তোমাদিগের এবং তাঁহারও তোমাদিগের প্রতি ভালবাসা লৌকিক ভালবাসা হইতে বিশেষ বিলক্ষণ ॥২২॥

তত্ত্বকণা—যদি প্রশ্ন হয় যে, শ্রীকৃষ্ণও তো গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে অকামী বা অবিষয়ী হইতেছেন ? তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—কামের দ্বারা চালিত হইয়া যিনি ভোগাভিলাষ করেন, তিনি কামী বা বিষয়ী হন আর যিনি অকামভাবে অর্থাৎ কেবল আনুকূল্যময় প্রেমের দ্বারা বিষয় স্বীকার করেন, তাহাকে কামী বা বিষয়ী বলা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে

পাওয়া যায়,—"আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" (ভাঃ ১০।২৯।৪২) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম অর্থাৎ স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত হইয়াও সদয়ভাবে গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। গোপীগণের প্রেমের এতাদৃশী মহিমা। অন্যত্র পাওয়া যায়,—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" এই পদ্যে "ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ" অর্থাৎ শ্রীহরির এই প্রকারই গুণ, এইপ্রকার গোপীগণের তদীয় স্বরূপভূত হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিত্ব-হেতু তাঁহারাও 'আত্মনঃ' ইতি আত্মভূত—তাঁহাদিগের সহিত রমণ সম্ভব হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যে ইহাও পাওয়া যায়,—

"তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥"

(ভাঃ ১০।৩৩।২০)

অর্থাৎ হে রাজন্। কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ রতিক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত গোপীদিগের বদনমণ্ডল পরম সুখকর হস্তের দ্বারা প্রীতির সহিত মার্জ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্-
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তি-বৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ॥" (ভাঃ ১০।৩২।২০)।

অর্থাৎ হে সখীগণ! ধনহীন ব্যক্তি দৈবক্রমে লব্ধ-ধন বিনষ্ট হইলে যেরূপ সেই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কিছুই জানিতে পারে না,—কেবল সেই নষ্টধন-বিষয়েই চিন্তা করে, তদ্রূপ আমার ভজনকারীজনের আমার ধ্যানের অবিচ্ছেদের নিমিত্তই আমি কিন্তু ভজনকারীগণকে ভজন করি না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—হে সখীগণ! আত্মারাম পূর্ণকাম নারায়ণ হইয়াও নন্দপুত্রত্ব স্বীকারেই অনাত্মারাম ও অপূর্ণকাম হইয়াছি। আমি গোপালবালক সুতরাং নীতিশাস্ত্রাদি পরিজ্ঞাত হইবার অভাবে কার্য্যাকার্য্যের বোধ আমার নাই। আমি অকৃতজ্ঞ, একথা তোমরা সকলেই একবাক্যে বলিবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি নারায়ণ ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কি একবারও আমার প্রতি দৃষ্টি করিবে না ? অবশ্য তোমাদের চিত্তের সন্তোষ না হইতে হইতেই আমি একবার অন্তর্হিত হইয়াছিলাম বটে, সেই অপরাধে আমাকে দ্রোহাচারী বলিতেছ। কিন্তু পুনরায় তোমাদের সমক্ষে আগমন করিয়া যে, এত আনন্দ প্রদান করিতেছি, তাহাতে কি আমার সে কলঙ্কের নিবারণ হইবে না? তখন গোপীকাগণ যেন ইঙ্গিত সহকারে জানিতে চাহিতেছেন যে, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি কে? এবং কেনই বা আমাদিগকে এত যাতনা দিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন, হে অবলাগণ! তোমরা এখনও আমার তত্ত্ব অবগত হইতে পার নাই। আমি কখনও কাহাকেও ক্লেশ দেই না। সকলেরই মঙ্গলসাধন করি। তবে যাহাকে ক্লেশ বলিয়া তোমরা অনুমান করিতেছ, উহা কেবল মচ্চিন্তনের উপকরণমাত্র। যখন তোমরা মনে কর যে, হায় হায়! কৃষ্ণসঙ্গের প্রাপ্তি-কামনায় যে কোন উপায় অবলম্বন করিলাম, সকলই বিফল হইল। ইহাতে নিশ্চয়ই অনুমান হইতেছে যে, অপরাধিণী-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি কণামাত্রও অনুগ্রহ করিলেন না; আমাকে ধিক্! এই বলিয়া তোমাদের মনে যে নিরন্তর নির্ব্বেদ ও দৈন্যাদি উদয় হইয়াছিল, তাহাতে কামক্রোধাদির অপগমে তোমাদের হৃদয়ে অনুপমা ভক্তি ক্রমশঃ উদ্দীপিত হইয়াছে। আমার প্রতি আসক্তিই পরম প্রেমের কারণ। সুতরাং সেই

আসক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে ভজনা করি নাই। এবং দর্শন দিয়াও অন্তর্হিত হইয়াছি। দেখ! মিলনের অপেক্ষা বিরহে প্রেম বর্দ্ধিত হয়। আমাতে জাতপ্রেমের অনুবৃত্তি মদাসক্তি। আমাকে ভজিতে হইলে বাহ্য-ভজনে কোন ফল হইবে না। আন্তরিক ভজনের প্রয়োজন। এরূপ ভক্তি করিতে হইবে যে, আমার চিন্তায় তাহার আত্মভাবও লুপ্ত হইয়া যায়। জগৎ-সংসার কেবল কৃষ্ণময় দর্শন করে। তবে তাহার ভজন সিদ্ধ হইল। অতএব সেরূপ ভজন যাহাতে তোমাদের সত্বর ঘটে, সেই নিমিত্ত একবার দর্শন দিয়াই আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। আমার অনুধ্যানে তোমাদের মন সকল চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মভাব পর্য্যন্ত বিস্মৃত করিয়াছে। আমাকে যে যে ভাবে প্রার্থনা করে, আমি তাহার তদনুরূপ কামনার পূরণ করিয়া থাকি। অতএব সর্ব্বতোভাবে তোমাদের এই প্রাপ্তির পূরণ করায়, আমি কি যথার্থ তোমাদের সম্বন্ধে কারুণিক নহি?

আরও পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবের দ্বারা ব্রজে গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদানের নিমিত্ত কিছু বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৩৪)

অর্থাৎ আমি তোমাদের নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াও যে দূরে অবস্থান করিতেছি, সে কেবল আমার প্রতি তোমাদের অনুক্ষণ চিন্তা উৎপাদনের নিমিত্তই জানিবে, তাদৃশ চিন্তা দ্বারা মানসিক সন্নিকর্ষ ঘটিয়া থাকে। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই— এই কথা শ্রবণের পর গোপীগণ উদ্ধবকে বলিলেন, হে উদ্ধব!

এই সংবাদ দ্বারা তুমি আমাদের বিরহানলকে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত করিলে; এরূপ সংবাদ শ্রবণ করাইতে যিনি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি দেশ, কাল এবং পাত্রবিচারে যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহা তোমার ন্যায় ব্যবহারানভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রেরণেই যথেষ্ট পরিচয় লাভ হইয়াছে। যাহাই হউক, এজন্য আর তোমাকে দোষ দিব না। কিন্তু তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, এই ব্রজভূমে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান ক্রয় করিবার লোক কে আছে যে, তাহার ভার তুমি এতদূর হইতে আনয়ন করিয়াছ? যাহারা জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যামৃত-পানে অভ্যস্তা হইয়া আসিয়াছে, তুমি কি মনে করিয়াছ যে, সম্প্রতি সেই গোপীজনেরা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ নিম্বরস-পানে বাসনা করিবে? যদি সেরূপ দুর্ভিক্ষ প্রকৃতই উপস্থিত হয়, তখন এই নারীগণ বরং প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তথাপি কখন ঘাস-ভোজনে জীবন রক্ষা করিবে না। অহে ব্যবহারানভিজ্ঞ উদ্ধব! শ্রবণ কর! এই ব্রহ্মজ্ঞান ভবরোগের উত্তম ঔষধি বটে, কিন্তু তাহা ভিষকশিরোমণি মহামুনিগণের হৃদয়রূপ পর্ণশালাতেই পাওয়া যায়; ইহা কি কখন কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহারোগের ঔষধি হইতে পারে? তাদৃশ চিকিৎসকগণ এ-রোগের স্বরূপ অবধারণেও কখন সক্ষম নহেন। এই দেখ! সান্দীপনি মুনির সমীপে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, সেই কঠিন প্রাণ তোমাকে আবার এমনই সেই বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছেন যে, তোমার ব্যবস্থায় আমাদের প্রেমজ্বালা নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক, হৃদয় কৃষ্ণবিরহে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিতেছে। যাও, আর তোমার ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমাদের ব্যবস্থা তুমি গ্রহণ কর! তুমি আমাদের প্রদত্ত এই ঔষধি লইয়া গিয়া তোমার উপদেষ্টাকে প্রদান কর। তিনি পান করিয়া আমাদের প্রেমজ্বালা

একবার উপশমিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে এই অবশিষ্ট রোগ তিনি নিবারণ করিতে পারিবেন। যদি তিনি নিতান্তই নিবারণ না করেন, শতজন্মে আমাদের হৃদয় এইরূপ প্রেমানলে দগ্ধ হউক্ তথাপি তোমার প্রদত্ত ঔষধি সেবন করিব না। অরে! দাবানল-নির্ব্বাপণে সমর্থ অম্বুরাশি কি কখন বজ্রানলকে নিভাইতে সমর্থ হয়? ব্রজবনিতাগণ উদ্ধবকে এইপ্রকার বলিয়া মনে মনে যেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহারা পরস্পরে বলিতে লাগিলেন যে, উদ্ধবের কথার তাৎপর্য্যের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই আমরা এরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। যে যখন কথা কহে, তখন তাহার নিজের অনুকূল উক্তিরই প্রয়োগ করিয়া থাকে; কিন্তু বিবেচক ব্যক্তির বিচার করা কর্ত্তব্য যে, তন্মধ্যে তাঁহার অনুকূলে কোন কথা পাওয়া যায় কিনা। এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে উদ্ধব তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে রমণীগণ! ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য বার্ত্তাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দিয়াছেন; ধৈর্য্যাবলম্বনে তোমরা তাহা শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন যে, হে প্রেয়সীগণ! আমি তোমাদের নয়নের আনন্দপ্রদ হইয়াও যে দূরে অবস্থান করিতেছি, সে কেবল তোমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায় মাত্র। অতএব, আমি তোমাদের দৃষ্টির যতই বহির্ভূত থাকিব, ততই তোমাদের মনের নিকটবর্ত্তী হইব এবং তোমরাও যত দূরে থাকিবে, ততই আমার মনের নিকটবর্ত্তীণি হইবে। সুতরাং দৃষ্টির সমীপবর্ত্তী হইলে, মনের দূরবর্ত্তী এবং মনের সমীপবর্ত্তী হইলে যদি দৃষ্টির দূরবর্ত্তী হইতে হয়, তখন এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রার্থনীয়, তাহা তোমরা আপনারাই বিবেচনা করিয়া লহ। আমার বিবেচনায় কিন্তু প্রেমের সামগ্রীকে হৃদয়ের মধ্যেই রাখা কর্ত্তব্য, দৃষ্টির অনুরোধে

তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করা, কোন মতে সঙ্গত নহে। এইসকল শ্রীকৃষ্ণের বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, তিনি অকাম হইলেও গোপীগণের প্রতি তাঁহার ভালবাসারূপ যে সকামত্ব প্রকাশ পাইয়েছে, তাহা কিন্তু প্রেম। প্রাকৃত কাম নহে। ইহা তাঁহার সর্ব্বকালের আশ্রয়ণীয়ত্ব-সম্বন্ধে গুণ, দোষ নহে। কারণ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা পরম ভজনীয়, সে-কারণ উহা অবশ্যই স্বীকরণীয়। তোমাদিগেরও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের উক্তিতেও পাই,—

> "যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
> ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
> তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
> কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥" (ভাঃ ১০।৩১।১৯)

অর্থাৎ হে প্রিয়! আমরা তোমার সুকুমার পাদপদ্ম ভীতা হইয়া ধীরে ধীরে আমাদের কর্কশ স্তনপ্রদেশে ধারণ করিয়া থাকি, সেই চরণ বনে ভ্রমণ করিতেছে, অতএব সেই চরণকমল তীক্ষ্ণ ও সূচাগ্র শিলাদি দ্বারা ব্যথিত হয় না কি? তুমি আমাদের জীবনস্বরূপ। তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত ব্যথিত হইতেছে। —এইরূপ ভগবানের প্রতি গোপীগণের উক্তি থাকায়, ইহাই বুঝা যায় যে, গোপীগণের ইহা প্রেমের পরিচায়ক কথা। ইহার মধ্যে প্রাকৃত কামুকতার কোন কথাই নাই। সুতরাং আপনাদের মধ্যেও প্রাকৃত কামুকতার গন্ধ না থাকায় প্রাকৃত স্ত্রীগণের কামুকতার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইতেছে না। গোপীগণের কামের নামই অপ্রাকৃত প্রেম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

> "সহজ গোপীর প্রেম,—নহে প্রাকৃত কাম।
> কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম' নাম।

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২১৪-২১৭)

ভক্ত ও ভগবানের এই পরস্পর প্রেম-সম্বন্ধ মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্তগণেরও সুখপ্রদ। শ্রীমান্ উদ্ধবও বলিয়াছেন,—

"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথারসস্য॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)

অর্থাৎ নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই গোপীগণের অনন্যগত পরম প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহারাই কেবলমাত্র সার্থক জন্ম লাভ করিয়াছেন। মুমুক্ষু, মুনিগণ এবং মাদৃশ ভক্তগণ সর্ব্বদা এতাদৃশ পরম প্রেমভাব প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকথা-রসিক ব্যক্তিগণের শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক—এই ত্রিবিধ জন্মেই বা কি? অথবা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মেই বা কি? যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহারা সর্ব্বোত্তম।

শ্রীউদ্ধব আরও বলিলেন,—

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজ-দণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)

অর্থাৎ রাসলীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় ভুজদণ্ড দ্বারা গোপীগণের কণ্ঠ আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ দ্বারা যাদৃশ অনুগ্রহ

প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদীয় বক্ষস্থলে একান্তাসক্তা লক্ষ্মীদেবী বা পদ্মসদৃশ অঙ্গসৌরভ এবং কান্তিবিশিষ্টা অপ্সরাগণও তাদৃশ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? এই কারণে বুঝা যায় যে, গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এবং শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের প্রতি যে প্রেম তাহা প্রাকৃত কাম হইতে বিলক্ষণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২।৪৩)

আরও পাই,—

"কৃষ্ণ-প্রেমা সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সে প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২।৪৮) ॥২২॥

শ্রুতিঃ—জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ং যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গাঃ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈর্গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি স বো হি স্বামী ভবতি ॥২৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[এইরূপে অকামিত্ব-হেতু তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) ভোক্তৃত্বাভাব কথিত হইল, অতঃপর ছয়প্রকার ঊর্ম্মি অর্থাৎ ভাব-

বিকার যেমন--ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু, শোক ও মোহ-বিকার না থাকা-হেতু এবং কৃষ্ণশব্দের লভ্য অর্থবশতঃও তিনি অভোক্তা— ইহাই এই শ্রুতিতে বলিতেছেন] জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ (তিনি উৎপত্তিহীন ও বার্দ্ধক্যহীন) অয়ং (ইনি শ্রীকৃষ্ণ) স্থাণুঃ (সর্ব্বদা একরূপ অর্থাৎ অন্যের মত সাময়িক অস্তিত্ব তাঁহার নাই এবং পরিণামও নাই, সুতরাং মৃত্যুও নাই) অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ (তিনি অপক্ষয় শূন্য) [এবং কৃষ্ণশব্দের বুৎপত্তি-লভ্য অর্থ-বিচার করিয়াও দেখা যায় যে, তিনি ভোক্তা নহেন, গোবিন্দ-শব্দার্থবশতঃও তিনি ভোক্তৃত্বহীন, ইহা বলিতেছেন] যঃ অসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি (যিনি গোশব্দবাচ্য সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত) যঃ অসৌ গোষু তিষ্ঠতি (যিনি কামধেনুর প্রীত্যর্থে ধেনুদিগের মধ্যেও বর্ত্তমান) যঃ অসৌ গাঃ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি (যিনি গোবিন্দ-শব্দার্থ-লভ্য-অর্থানুসারে গোপদের মধ্যে থাকিয়া গো-গণকে পালন এবং গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বর্গকে পরিচালনা করিতেছেন) যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি (যিনি সকল বেদ-মধ্যেও অবস্থিত আছেন) যঃ অসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে (যিনি সকল বেদে গীত হইতেছেন অর্থাৎ বেদান্তবেদ্য পুরুষ) যঃ অসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষু আবিশ্য ভূতানি বিদধাতি (যিনি সকল ভূতের অন্তরে থাকিয়া অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বমধ্যে থাকিয়া সকলকে পালন করিতেছেন) [তিনি ভোক্তা কিরূপে হইতে পারেন] স হি বঃ স্বামী (তিনি যে তোমাদিগের স্বামী, সুতরাং অভোক্তা) ॥২৩॥

অনুবাদ—উক্তপ্রকারে তিনি অকামী—ইহা প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে ছয়প্রকার ভাববিকার-শূন্যতাবশতঃও তিনি অকামী—ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, জন্ম ও জরারহিত শুধু ইহাই নহে, এইজন্য তিনি ছয়প্রকার উর্ম্মি অর্থাৎ ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু, শোক ও মোহরূপ তরঙ্গহীন, তিনি সর্ব্বদা একরূপ,

তিনি অপক্ষয়রহিত, যিনি সূর্য্যমণ্ডলের-মধ্যবর্ত্তী, যিনি কামধেনুকে প্রীত করিবার জন্য গোমণ্ডলী-মধ্যে থাকিয়া গোসমূহ পালন করিতেছেন, সকল বেদমধ্যে থাকিয়া সকল বেদকর্ত্তৃক তিনি উদ্‌ঘোষিত হইতেছেন, সমস্ত চরাচরভূত-মধ্যে আবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেছেন। এইপ্রকারে তিনি গোবিন্দ, তোমাদিগের স্বামী, তাহা হইলে কিরূপে তিনি ভোক্তা হইলেন ? ॥২৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এবমকামিত্বাদভোক্তৃত্বম্ উক্তম্। অথ ষড়ূর্ম্মি-ভাববিকারশূন্যত্বাৎ কৃষ্ণশব্দার্থত্বাদপি তদাহ জন্মেতি। জন্মজরাভ্যাং-ভিন্নঃ রহিতঃ ইত্যনেন ষড়ূর্ম্মিরহিতত্বং জন্মাখ্যপ্রথমবিকাররহিতত্বঞ্চ স্থাণুঃ সর্ব্বদা স্থিরঃ ইত্যনেন কিঞ্চিৎকালাস্তিত্ববিপরিণামাভ্যাং শূন্যত্বং বিনাশশূন্যত্বঞ্চোক্তং ভবতি। অচ্ছেদ্যোঽয়মিতি অপক্ষয়শূন্যত্ব-মুক্তং বেদিতব্যম্। কৃষ্ সত্তায়ামিতি ধাতুবলাদয়ং কৃষ্ণশব্দার্থ ইতি স্থাণুশব্দেন সূচিতম্। অথ গোবিন্দশব্দার্থরূপত্বাদপ্যভোক্তৃত্বমাহ যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি ইতি। যোঽসৌ গোশব্দার্থভূতে সূর্য্যমণ্ডলে বিদ্যতে তিষ্ঠতি সঃ গোবিন্দঃ স এবাধুনা কামধেন্বনুগ্রহার্থং ধেনুষু বিদ্যতে তিষ্ঠতীতি গোবিন্দশব্দার্থমাহ যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতীতি। লক্ষণয়া গোশব্দেন গোপাঃ তে চ গা ইন্দ্রিয়াণি পালয়ন্তীতি বুৎপত্ত্যা গোপেষু বিদ্যতে তিষ্ঠতীতি গোবিন্দশব্দার্থমাহ যোঽসৌ গোপেষু ইতি। স এব গোষু বেদেষু বিদ্যত ইতি। গোবিন্দশব্দার্থমাহ যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষ্বিতি গোভির্ব্বেদৈর্গীয়ত ইতি গোবিন্দশব্দার্থমাহ যোঽসৌ সর্ব্বৈরিতি। গোষু বিনাশং গচ্ছৎসু স্থাবরজঙ্গমেষ্বাবিষ্টঃ সন্ ভূতানি বিদধাতি ইতি গোবিন্দঃ ইতি গোবিন্দশব্দার্থমাহ যোঽসৌ সর্ব্বেষ্বিতি। যঃ ঈদৃশঃ কৃষ্ণঃ গোবিন্দঃ সর্ব্বস্বামী ততঃ অসৌ কথং ভোক্তা ইত্যাশয়েনাহ স বো হীতি। সঃ কৃষ্ণঃ গোবিন্দঃ যৎ বঃ স্বামী তস্মাৎ অভোক্তেত্যর্থঃ ॥২৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এবমিত্যাদি এইরূপে অকামিত্ব-হেতু শ্রীকৃষ্ণের ভোক্তৃত্বাভাব কথিত হইল। অতঃপর ছয়প্রকার ঊর্ম্মি অর্থাৎ অবস্থা, যেমন—ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু; শোক ও মোহ ও ছয়প্রকার বিকার, যথা—জন্ম, সত্তা, উপচয়, অপচয়, বিপরিণাম ও মৃত্যু—এই সমস্ত রহিতত্বই কৃষ্ণশব্দার্থ; এজন্য তিনি অকামী, ইহা বলিতেছেন—'জন্মজরাভ্যাম্' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা, তাঁহার জন্ম ও বার্দ্ধক্য নাই, ইহা দ্বারা ছয়প্রকার ঊর্ম্মি অর্থাৎ অবস্থা-ভেদরাহিত্য এবং জন্মনামক প্রথম বিকার-রাহিত্য বলা হইল, স্থাণুঃ—সর্ব্বদা স্থির, এই উক্তি দ্বারা তাঁহার কিছুকালের জন্য অস্তিত্ব নাই এবং বিপরিণামও নাই, ইহা বলা হইল, বিনাশ-রহিতত্বও সেই কথায় প্রতিপাদিত হইল। অচ্ছেদ্যোঽয়ম্—তিনি ছেদনের অযোগ্য, ইহাতে তাঁহার অপক্ষয়শূন্যত্ব অভিহিত হইয়াছে জানিবে। কৃষ্ণশব্দের প্রকৃতীভূত কৃষ্ ধাতুর অর্থ—সত্তা, ধাত্বর্থ-শক্তিতে ইনি কৃষ্ণশব্দবাচ্য, ইহা স্থাণু-শব্দ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অতঃপর সেই কৃষ্ণ গোবিন্দশব্দবাচ্য, এজন্যও তাঁহার ভোক্তৃত্ব হইতে পারে না, ইহা 'যোঽসৌ সৌর্য্যে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা দেখাইতেছেন। যে ঐ তোমাদের স্বামী শ্রীকৃষ্ণ গোশব্দার্থ সূর্য্য-মণ্ডলরূপ বিখ্যাত স্থানে বর্ত্তমান। তিনিই গোবিন্দ, তিনিই এক্ষণে কামধেনুকে অনুগৃহীত করিবার জন্য ধেনুদের মধ্যে আছেন; এই গোবিন্দ-শব্দের অর্থ বলিতেছেন 'যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি' এই বাক্য দ্বারা। এখানে গোশব্দটি লক্ষণাবাচ্য, ইহা 'যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি' এই বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন। এখানে গো-শব্দ দ্বারা লক্ষণাবৃত্তিবশে গোপসমূহ বুঝাইতেছে। সেই গোপশব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য যাহারা গোসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ পালন করে, সেই জীবাত্মা প্রভৃতির মধ্যে তিনি বর্ত্তমান অর্থাৎ গোবিন্দ বলিতে জীবাত্মা,

বুদ্ধি, মনঃ, অহঙ্কার প্রভৃতির তিনি অন্তর্য্যামী। অতঃপর গোবিন্দ-শব্দ-লভ্য অর্থ বলিতেছেন 'যোঽসৌ গোষু' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোমধ্যে ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে বর্ত্তমান বলিয়া গোবিন্দ শব্দবাচ্য সেইরূপ গোশব্দার্থ বেদ, তাহাতে বিদ্যমান বলিয়াও তিনি গোবিন্দ-শব্দবাচ্য, ইহা যোঽসৌ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈরিত্যাদি দ্বারা দেখাইতেছেন। আরও গোবিন্দ-শব্দের বুৎপত্তি-লভ্য অর্থ এই যে, গো সকল বিনষ্ট হইতে থাকিলে যিনি স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত ভূত-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভূতবর্গকে পরিচালনা করেন, ইহা 'যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বি'ত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। যিনি এইরূপ শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সর্ব্বস্বামী গোবিন্দ, তবে কিরূপে তিনি ভোক্তা হইবেন? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 'স বো হি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। সেই শ্রীকৃষ্ণ, সেই গোবিন্দ যেহেতু তোমাদের স্বামী, সেইজন্য অভোক্তা,—ইহাই তাৎপর্য্য ॥২৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—লক্ষ্ম্যা নারায়ণ ইব ভবতীতি নিত্যমেব সম্বন্ধঃ। সোঽয়মিতি তদ্বদেব স্বরূপশক্তিভির্ভবতীতি নিত্যমেব পূর্ণকামত্বাৎ কামিত্বং বক্তুং ন যুজ্যত ইতি বদংস্তদেব সপরিকরং স্থাপয়তি জন্মজরাভ্যামিতি। তত্র জন্মেতি প্রারভ্য স বো হি স্বামী ভবতীত্যন্তেন। ষড়্ভাববিকাররহিত ইত্যর্থঃ। 'একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণ' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। অতএব স্থাণুঃ স্বীয়রূপগুণলীলাধামস্বব্যভিচারী। তদেব বিবৃণোতি। যোঽসৌ সৌর্য্যে সূর্য্যমণ্ডলে কামগায়ত্রীধ্যেয়ত্বেন প্রতিরূপতয়া তিষ্ঠতি। যদ্বা সৌরী যমুনা তস্যা' অদূরভবে দেশে ইত্যর্থঃ। সঙ্কাশাদিত্বাণ্ণ্যপ্রত্যয়ঃ সৌর্য্যাত্র কৃষ্ণবনং ভদ্রবনমিতি বক্ষ্যমাণাৎ। তস্যাস্তীরবিশেষদ্বয়রূপদেশেঽত্র বিবক্ষিতঃ। সহস্রনাম্নি সুযামুন ইত্যত্র যামুনশব্দেন যথা তদ্ভাষ্যকারৈস্তদ্ব্রজবাসিনো ব্যাখ্যাতাঃ। তদেতৎপর্য্যন্তেন তস্য কৃষ্ণত্বং ব্যজ্য গোবিন্দত্বং ব্যনক্তি। যোঽসৌ

গোষু তিষ্ঠতি ইত্যাদিনা গোষু শ্রীমন্নন্দগোকুলস্থাসু। গোপা অপি তত্রস্থাঃ প্রসক্তত্বাৎ। 'বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি কেশবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃত' ইতি পূর্ব্বতাপন্যুক্ত গোবিন্দ-পদনিরুক্তেরন্তরঙ্গমর্থং প্রদর্শ্য বহিরঙ্গমপি প্রদর্শয়তি। সর্ব্বেষু বেদে-ষিত্যাদিত্রয়েণ তত্র তৃতীয়েণ তু ভূমিবেদিতত্বং ব্যাখ্যেয়ম্। অত্রা-বেশো দ্বিবিধঃ। অপ্রাকট্যসময়ে শক্ত্যা প্রাকট্যসময়ে তু সাক্ষা-দেবেতি। বিদধাতীত্যত্র তু করোতি বিশিষ্টতয়া স্থাপয়তীত্যাদিরর্থো যথাযোগং যোজনীয়ঃ। অথ তৃতীয়নামার্থং ব্যঞ্জয়ন্ পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধান্তমেব দর্শয়তি। স বো হি স্বামী ভবতীতি যচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টানাং তচ্ছব্দ এব তাৎপর্য্যাৎ। হি শব্দোঽবধারণে। স চ সর্ব্বত্রান্বেতি। স এব যুষ্মাকমেব স্বামী বল্লভ এব ভবত্যেবেতি দাম্পত্যেন পরস্পর-অব্যভিচারীত্বং সম্মতম্। সম্প্রত্যন্যসম্বন্ধস্ত মায়িকস্বরূপেণৈবেতি ভাবঃ। যথোপলক্ষিতং রাসকথনান্তে। 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্ব-পার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকস' ইতি। বিয়োগশ্চ কাদাচিৎক এবেত্যভিপ্রেতম্। 'ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃত-ত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপন' ইতি তাঃ প্রতি শ্রীভাগবতে দৃষ্টং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেনৈবোক্তমিতি ॥২৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—'লক্ষ্যানারায়ণেতি' নারায়ণে যেমন লক্ষ্মীর নিত্যসম্বন্ধ অর্থাৎ অবচ্ছিন্নসঙ্গ সেইরূপ 'ভবতি' পদের সহিত নিত্যসম্বন্ধ। পূর্ব্বশ্রুতিস্থ 'সোঽয়ম্ ভবতি' সেইপ্রকার অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের যেরূপ নিত্যসম্বন্ধ সেইরূপ স্বরূপশক্তি গোপীগণের সহিত তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নিত্যসম্বন্ধ। নিত্যই তিনি পূর্ণকাম এজন্য তাঁহাকে কামী বলিতে পারা যায়.না। এই বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাই 'জন্মজরাভ্যামি'ত্যাদি শ্রুতি দ্বারা স্থাপন করিতেছেন। তন্মধ্যে 'জন্ম' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'স বো হি স্বামী' ইত্যন্ত গ্রন্থ

দ্বারা। তাহার অর্থ—তিনি ছয়প্রকার ভাব-বিকার-রহিত। যেহেতু ইহা 'একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ' (ভাঃ ১০।১৪।২৩) ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে পাওয়া যায়। যেহেতু তিনি ছয়প্রকার বিকার-রহিত, এইজন্য তিনি স্থাণু অর্থাৎ নিজরূপে, গুণে, লীলায় ও ধামে অব্যভিচারী—অপ্রচ্যুত স্বভাব। তদেব বিবৃণোতি—সেই অব্যভিচারিত্ব দেখাইতেছেন—যোঽসৌ সৌর্য্যে ইত্যাদি বাক্যে—সৌর্য্যে অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলে কামগায়ত্রীর ধ্যেয়রূপে প্রতিরূপ হইয়া আছেন। অথবা সৌরী সূর্য্যকন্যা যমুনা তাঁহার অদূরবর্ত্তীস্থানে, সৌরী-শব্দের উত্তর অদূরভব-অর্থে সঙ্কাশাদিমধ্যপঠিত শব্দের 'ণ্য' হয়, এইরূপে 'সৌর্য্য' পদটি নিষ্পন্ন, তাহার অর্থ কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন—এই দুইটি এখানে বিবক্ষিত, কারণ—তাহাই পরে বলিবেন। অতএব সেই যমুনার তীর-বিশেষদ্বয় এখানে গ্রাহ্য। যেমন সহস্রনাম্নি 'সুযামুনে' এই বাক্যান্তর্গত যামুন-শব্দদ্বারা তথাকার ভাষ্যকার তদ্‌ব্রজবাসিগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব এইপর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা যেমন তাঁহার কৃষ্ণত্ব ব্যঞ্জিত হইল সেইরূপ গোবিন্দত্ব অর্থও অভিব্যক্ত করিতেছেন। যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি ইত্যাদি দ্বারা, ইহার অর্থ শ্রীমান্ গোপরাজ নন্দের গোকুলচরী গাভীর মধ্যে পালকরূপে স্থিত। শুধু তাহাই নহে, 'গোপা অপি তত্রস্থাঃ'। সেই গোকুলবাসী গোপগণও গোশব্দ দ্বারা গ্রাহ্য, কারণ তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরক্ত। যেহেতু পূর্ব্বতাপনীতে বলা আছে—'বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি কেশবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্যুতঃ।' ইহার দুইটি অর্থ—বাহ্যতঃ অর্থ; অন্তরঙ্গ অর্থ—তিনি বৃন্দাবন-মধ্যে বলভদ্রের সহিত রাখাল বালক সমভিব্যাহারে গোবৎস এবং বৎসতরীগুলি লইয়া সদা বিহার করিয়া থাকেন। এইরূপ কৃষ্ণপদের ব্যুৎপত্তি-অনুসারে লভ্য অন্তরঙ্গ অর্থ অর্থাৎ রহস্য দেখাইয়া বহিরঙ্গ অর্থ—বাহ্য তাৎপর্য্যও দেখাইতেছেন—

'সর্ব্বেষু বেদেষু' ইত্যাদি তিনটি বাক্য দ্বারা। তন্মধ্যে তৃতীয় বাক্য 'যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি'। তিনি সকল ভূত-মধ্যে আবিষ্ট বলায় তাঁহার ভূমিবেদিত্বের ব্যাখ্যা আবশ্যক। এখানে আবেশ দুইপ্রকার যথা—অপ্রাকট্যকালে শক্তিদ্বারা আবেশ আর প্রাকট্যকালে সাক্ষাদ্রূপে। শ্রুতিস্থ বিদধাতি শব্দের অর্থ 'করোতি' বিশিষ্টভাবে স্থাপন করিতেছেন,—এই অর্থ যথাযথভাবে যোজনা করিতে হইবে। অতঃপর তৃতীয় নামার্থ গোপীজনবল্লভ-শব্দার্থ প্রকাশপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দেখাইতেছেন। অথেতি—অতঃপর তৃতীয় নাম 'গোপীজনবল্লভ' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই দেখাইতেছেন—স বো হি স্বামী ভবতীতি বাক্য দ্বারা। যেখানে যেখানে তৎশব্দ প্রযুক্ত আছে, তৎসমুদয় ক্ষেত্রে যদ্‌শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নামের তাৎপর্য্য, এজন্য এখানে 'যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বোধিত সৌরমণ্ডলাদি স্থিত পুরুষ প্রভৃতি ধর্ত্তব্য। স বো হি ইত্যাদি—হি শব্দের অর্থ অবধারণ, এই অবধারণার্থ 'হি' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত সকল বাক্যে অন্বিত হইবে, যথা—'যঃ অসৌ সৌর্য্যে মণ্ডলে তিষ্ঠতি স হি বঃ হি স্বামী হি' এইরূপ 'যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি স হি বঃ হি স্বামী হি' ইত্যাদিরূপ। অবধারণ এইপ্রকার, যথা সঃ হি সঃ এব, বঃ এব যুষ্মাকমেব স্বামী এব বল্লভএব ভবতি এব অর্থাৎ তিনিই—অন্য কেহ নহে, তোমাদেরই—অন্যের নহে, স্বামীই—বল্লভ ভিন্ন অন্য নহে, হইয়া থাকেন, ইহার ব্যতিক্রম নাই। দাম্পত্যবশতঃ কখনও ইহার ব্যতিক্রম সম্মত নহে। এইখানেই তো গোপীদের অন্য স্বামী, অন্য পুত্রাদির সহিত সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তবে কিরূপে ঐরূপ অবধারণোক্তি হইতে পারে? এই আপত্তির সমাধান—সম্প্রতি অন্য সম্বন্ধ কিন্তু মায়িকস্বরূপেই—ইহাই অভিপ্রায়। যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাসলীলা-

বর্ণনান্তে দেখা গিয়াছে যথা—'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য-মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ" (ভাঃ ১০।৩৩।১৭)। গোপীদের নিজ ভর্ত্তৃবর্গ রাসলীলায় নিজ নিজ পত্নীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ মত্ত থাকিলেও তাঁহার উপর কেহ ঈর্ষ্যা-কোপ পরায়ণ হয় নাই, যেহেতু তাহারা শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিতই ছিল, সেজন্য গোপেরা নিজ নিজ পত্নীকে স্ব স্ব পার্শ্বে শয়িতই মনে করিয়াছিল। যদি বল, বিয়োগও তো কৃষ্ণের সহিত দেখা যায়, তাহা নহে; উহা কদাচিৎ ক্ষেত্রে। ইহা উক্ত অব-ধারণার্থক 'হি' শব্দের অভিপ্রেত। ইহা শ্রীভাগবতে গোপীদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে স্বমুখে বলিয়াছেন—ইহাতেই দেখা যাইতেছে—যথা 'ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্ মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ' (ভাঃ ১০।৮২।৪৪)। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—দেখ গোপীগণ! আমাতে যে কোন প্রাণীর ভক্তি-মাত্রই মুক্তির কারণ হয়, ইহা সত্ত্বেও বড়ই সৌভাগ্যের কথা যে, আপনারা আমাকে প্রেমবশে বাধ্য করিয়াছেন, যাহাতে আমার সহিত অবিচ্ছেদ ঘটিবেই ॥২৩॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বশ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণ অকামী বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় তাঁহার অভোক্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্রুতিতে কৃষ্ণ-শব্দার্থ দ্বারা তিনি যে, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু শোক ও মোহরূপ—ষড় বিকার-রহিত, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্ম ও জরারহিত সুতরাং তাঁহার কোনরূপ বিকার নাই। তিনি স্থাণুর ন্যায় সর্ব্বত্র স্থিরভাবে বিদ্যমান থাকেন, সুতরাং অপক্ষয়ও নাই। তিনি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত থাকেন, যিনি গো-সমূহে বিদ্যমান, যিনি গোগণকে প্রতিপালন করেন, যিনি গোপগণ-মধ্যে অধিষ্ঠিত এবং যিনি সকল বেদে অবস্থিত ও বেদসমূহ সর্ব্বদা যাঁহার গান

করিয়া থাকেন আর যিনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভূতগণকে পালন করিয়া থাকেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের স্বামী; অতএব তিনি অভোক্তা, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের যেরূপ নিত্যসম্বন্ধ, সেরূপ গোপীগণের সহিতও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তিবিলাস গোপীগণের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণকাম বলিয়া তাঁহার কামীত্ব বলা যুক্তিযুক্ত নহে অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত কামীর ন্যায় নহেন বলিয়াই শ্রুতি তাঁহাকে অকামী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে তাহাই বদ্ধপরিকর হইয়া স্থাপন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ষড়্ভাব-বিকার-রহিত, এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৩)

অর্থাৎ আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা, আপনি পরমাত্মা এবং এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি জগজ্জন্মাদির মূল-কারণ। পুরাণ-পুরুষ ও সনাতন। আপনি পূর্ণ, নিত্যানন্দময়, কূটস্থ, অমৃতস্বরূপ এবং উপাধিমুক্ত। নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িক গুণশূন্য, বিশুদ্ধ ও অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বয়।

শ্রীনারদের বাক্যে আরও পাই,—

"বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥" (ভাঃ ১০।৩৭।২২)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা, ধাম ও পরিকর সকলই অপ্রচ্যুতস্বরূপ। যিনি সূর্য্যমণ্ডলে কামগায়ত্রীর ধ্যেয়রূপে অবস্থান করেন, যমুনার তীরে কৃষ্ণবনে ও ভদ্রবনে যিনি লীলা করেন, সেই কৃষ্ণ ব্রজবাসি-গণের নিত্য আশ্রয়। সেই শ্রীকৃষ্ণই গোবিন্দ। যিনি গোগণের মধ্যে অবস্থান করেন অর্থাৎ শ্রীনন্দগোকুলে অবস্থান করিয়া যিনি গোচারণলীলা করেন, গোসকলকে পালন করিয়া থাকেন এবং গোপগণও যাঁহার প্রতি একান্ত আসক্ত। পূর্ব্বতাপনীতে গোবিন্দ-শব্দের অন্তরঙ্গ অর্থ "বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি কেশবঃ।" মন্ত্রে ব্যক্ত করিয়া এক্ষণে বহিরঙ্গ অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন। গো-শব্দের অর্থে গাভী, ভূমি ও বেদ বুঝায়। এস্থলে সর্ব্ব বেদে যিনি অবস্থিত, সর্ব্ববেদ যাঁহাকে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন এবং যিনি সর্ব্বভূতে আবিষ্ট হইয়া ভূতসমূহকে পালন করেন। এস্থলে আবেশ বলিতে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলায় শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক এবং প্রকটকালে সাক্ষাদ্ভাবেই তিনি বিশিষ্টরূপে সকল স্থাপন করিয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই তোমাদের নিশ্চিতরূপে নিত্য স্বামী অর্থাৎ বল্লভ। দাম্পত্য-সহকারে পরস্পর অব্যভিচারিরূপে সম্মত। তবে যে গোপীগণের সহিত অন্য পতি-সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহা কিন্তু মায়িকস্বরূপেই।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলা-বর্ণনান্তে পাওয়া যায়,—

"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্ব-পার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥"
(ভাঃ ১০।৩৩।৩৭)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজগোপীগণের পতি, পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ নিজ নিজ পত্নী, কন্যাদিগকে

নিজ নিজ পার্শ্বস্থিত মনে করিয়া কৃষ্ণের প্রতি কোন হিংসা প্রকাশ করেন নাই।

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—গোপবধূগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সমস্ত রাত্রি নির্ব্বাধে রাসক্রীড়া করিলেন কিন্তু গোপীগণের পতি ও শ্বশুরাদি নিজ নিজ গৃহে তাঁহাদের স্ব-বধূকে দেখিতে না পাইয়া ভগবানের প্রতি কেন ক্রুদ্ধ হইলেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহাতে তাঁহারা ক্রোধপরায়ণ না হন, সেই নিমিত্তই যোগমায়া সেই সেই গোপরমণীর অনুরূপ তত্তৎসংখ্যক গোপী প্রকাশ করিয়া তত্তৎস্থানে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের পতি প্রভৃতিকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। শ্লোকোক্ত 'মায়া'-শব্দে যোগমায়াকেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু মায়া বলিতে বহিরঙ্গ মায়াকে বুঝাইবে না। কারণ বহিরঙ্গা মায়ার ভগবৎপরিবারের প্রতি প্রবেশাধিকার নাই। তদ্ব্যতীত উহা যে বহিরঙ্গ মায়া নহে, তাহার প্রমাণও আছে। যাহারা বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা মোহিত, তাহাদের ভগবদ্বৈমুখ্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গোপগণের অণুমাত্রও ভগবদ্বৈমুখ্য দেখা যায় না। বরং তাঁহাদের ন্যায় ভগবদুন্মুখ আর কে আছে? সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ভগবানের চিৎশক্তিস্বরূপা যোগমায়াই এইরূপে ব্রজবাসিগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে অভিসারে গমন করিলেন, তখন যোগমায়া স্বীয় অবিচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে গোপাঙ্গনাবৃন্দের ছায়ারূপিনী গোপীবৃন্দ সৃষ্টি করিয়া তত্তৎস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক পতি ও পিতৃবর্গকে মায়ামোহিত করিলেন। অতএব ব্রজবাসিগণ স্ব-স্ব পত্নী ও কন্যাগণকে নিজেদের নিকট মনে করিলেন বলিয়া আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন অসূয়াভাব প্রকাশ করেন নাই।

উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থেও পাওয়া যায়,—

"মায়াকল্পিততাদৃক্-স্ত্রী-শীলনেনানুস্যূয়ুভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥"

অর্থাৎ মায়াকল্পিত তাদৃশ স্ত্রীগণের দর্শনে মায়ামোহিত হইয়া যে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই, সেই তত্তৎ পতি-গণের সহিত সেই মায়াবশেই ব্রজদেবীগণের কদাপি সম্ভোগরূপ মিলন সম্ভব হয় নাই। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, যোগমায়া চিচ্ছক্তিবৃত্তি; সুতরাং তাঁহার কার্য্যকলাপও নিত্য সত্য। উহা প্রতীতি বা মননমাত্র মনে করা যায় না। অতএব মায়িক প্রপঞ্চ-সমূহের বিনাশ হইলেও ব্রজবাসিগণের পার্শ্বস্থ পত্নীগণের প্রতি যে তাঁহাদের স্ব স্ব ভার্য্যাজ্ঞান, উহা নিত্য সত্য ও অবিনাশ্য। তবে তাঁহারা যে মায়াকল্পিত গোপীপ্রতিনিধি মায়াগোপীগণকে নিজ নিজ পত্নী মনে করিতেন, তাহা কিন্তু অভিমানমাত্র। কারণ যোগমায়াকল্পিত সেই রমণীগণেরও তত্তৎপতিগণের সহিত কদাচ সম্ভোগ হয় নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গোপীগণের যাঁহারা সর্ব্বাংশে প্রতিকৃতিস্বরূপ—সেই রমণীগণের অন্য-সম্ভোগ ন্যায্য নহে। অতএব মায়াকল্পিত রমণীগণ যে নিজ পার্শ্বস্থ ছিল বলিয়া ব্রজবাসিগণ মনে করিতেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা একশয্যাগত ছিলেন এবং যোগমায়াই এইরূপ বিধান করিয়াছেন। কারণ তিনিই তত্তৎপত্নীগণের প্রতি ব্রজবাসিগণের কামভাব বিলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আবার রাসবিহারান্তে গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া মায়িক গোপী-গণকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিতেন—ইহাও বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদীয় শক্তিবর্গের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিলেও কদাচিৎ

যে বিয়োগ দেখা যায়, তাহাও বিরহ-রসের উদ্দীপনার্থ যোগমায়া দ্বারা সংঘটিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যেই পাওয়া যায়,—

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥"

(ভাঃ ১০।৮২।৪৪)

অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তিলাভ হইলেই প্রাণিগণের অমৃতত্ব লাভ হয়। অধিকন্তু তোমরা মৎপ্রাপক উপায়স্বরূপ পরম প্রেম লাভ করিয়াছ বলিয়া তাহা অতিশয় কল্যাণজনক হইয়াছে।

অতএব শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণের জড়ভোগ অস্বীকার-করতঃ চিল্লীলা-বিলাস স্থাপন করিলেন, ইহাই জ্ঞাত হওয়া যায় ॥২৩॥

শ্রুতিঃ—সা হোবাচ গান্ধর্ব্বী কথং বাঽস্মাসু জাতোঽসৌ গোপালঃ কথং বা জ্ঞাতোঽসৌ ত্বয়া মুনে! কৃষ্ণঃ কো বা অস্য মন্ত্রঃ কিংবাঽস্য স্থানং কথং বা দেবক্যাং জাতঃ। কো বাঽস্য জ্যায়ান্ রামো ভবতি কীদৃশী পূজাঽস্য গোপালস্য ভবতি সাক্ষাৎ-প্রকৃতিপরো যোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথন্ত্ববতীর্ণো-ভূম্যাং হি বৈ স হোবাচ তাং হ বৈ ॥২৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[ইহা শুনিয়া সেই গান্ধর্ব্বী (প্রধানা গোপী) সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন] সা হ উবাচ গান্ধর্ব্বী (তখন সেই গান্ধর্ব্বী—প্রধানা গোপী প্রশ্ন করিলেন) কথং বা অস্মাসু জাতঃ অসৌ গোপালঃ মুনে! (মুনে! এবংবিধ শ্রীকৃষ্ণ —গোবিন্দ কিরূপে আমাদের মধ্যে গোপালরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন?)

কথং বা অসৌ কৃষ্ণঃ ত্বয়া জ্ঞাতঃ (এবং ঐরূপ মহিমান্বিত অচিন্ত্য-শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণকে আপনি স্বরূপতঃ কেমন করিয়া জানিলেন ?) অস্য কো বা মন্ত্রঃ (তাঁহার উপাসনার মন্ত্র কি ?) কিংবা অস্য স্থানম্ (তিনি কোথায় অবস্থান করেন ?) কথং বা দেবক্যাং জাতঃ (তিনি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন কেন ?) কঃ বা অস্য জ্যায়ান্ রামঃ ভবতি (ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেবের কি রূপ এবং কি গুণ ?) কীদৃশী পূজা অস্য গোপালস্য ভবতি (ঐ গোপালের পূজার প্রকার কি ?) সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরঃ (সাক্ষাৎ মূর্ত্তিধারী, প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর) যঃ অয়ম্ আত্মা (যিনি পরমাত্মা-স্বরূপ) গোপালঃ (এবং পৃথিবীর পালক হইয়া) কথং তু অবতীর্ণঃ ভূম্যাং (পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন কেন ?) হি বৈ (ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে) [মুনি দুর্ব্বাশাঃ এইসকল প্রশ্ন শুনিয়া] তাং হ বৈ (সেই গান্ধর্ব্বীকে) স উবাচ হ বৈ (তিনি বলিয়াছিলেন, ইহাও প্রসিদ্ধ) ॥২৪॥

অনুবাদ—এই সমুদয় আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া সেই প্রধানা গোপী—গান্ধর্ব্বী মুনিকে প্রশ্ন করিলেন। মুনে ! সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী অচিন্ত্যশক্তিশালী ঐ গোপালদেব আমাদের এই গোপগৃহে জন্ম-গ্রহণ করিলেন কেন ? এবং আপনি কি প্রকারে সেই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইলেন ? ইঁহার পূজার মন্ত্র কি ? কোথায় তাঁহার নিবাস-স্থান ? যশোদাতনয় হইয়া দেবকীর গর্ভে কিরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন ? ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের রূপ, প্রকৃতি, বিক্রম কিরূপ ? গোপালের পূজা কি প্রকারে করিতে হয় ? যিনি সাক্ষাৎ প্রকৃতির অতীত মায়াধীশ পরমাত্মা তিনি কেন এই ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন ? এইসকল প্রশ্ন শুনিয়া মুনি গান্ধর্ব্বীকে বলিলেন ॥২৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এবং বিদিতবৃত্তান্তা গান্ধর্ব্বী পৃচ্ছতীত্যাহ সা হোবাচেতি। সা গান্ধর্ব্বী মুনিম্ উবাচ—কিম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ কথমিতি। এবম্বিধঃ কৃষ্ণো গোবিন্দঃ অস্মাসু গোপালঃ কথং বা জাতঃ কথং বা হে মুনে অসৌ কৃষ্ণঃ ত্বয়া জ্ঞাতঃ কো বাঽস্য মন্ত্রঃ কিং বাঽস্য স্থানং কথং বা দেবক্যাং জাতঃ অস্য জ্যায়ান্ জ্যেষ্ঠঃ রামঃ কো বা কিং রূপাদিঃ ভবতি ইত্যর্থঃ। কীদৃশী পূজা অস্য গোপালস্য ভবতি সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরঃ মায়েশঃ যঃ পরমাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণঃ ভূম্যাং হি বৈ প্রসিদ্ধং স হোবাচ তাং হ বৈ একো হীতি। সঃ মুনিঃ হ কিল বৈ প্রসিদ্ধৌ তাং গান্ধর্ব্বীম্ উবাচ ॥২৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এবমিত্যাদি—এইরূপ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গান্ধর্ব্বী জিজ্ঞাসা করিলেন—সা হ উবাচ ইত্যাদি। সা—সেই গান্ধর্ব্বী, মুনিকে বলিলেন, কি বলিলেন—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—কথমিতি, এবংবিধঃ—এইপ্রকার অচিন্ত্যশক্তিমান্ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ অর্থাৎ গোপালরূপে আমাদের মধ্যে কেন জন্মগ্রহণ করিলেন? কথং বা ইত্যাদি হে মুনিবর! আপনি উঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া জানিলেন কিরূপে? তাঁহার মন্ত্র কি? তিনি কোথায় অবস্থান করেন? তিনি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন কেন? ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম কি স্বরূপ অর্থাৎ কিপ্রকার গুণাদিসম্পন্ন? এই গোপালের পূজা কিরূপ হইবে? যিনি সাক্ষাৎ প্রকৃতির অতীত মায়াধীশ্বর পরমাত্মা গোপাল, তিনি কোন্ অভিপ্রায়ে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন? ইহা সকলেরই বিদিত, এইসকল প্রশ্ন শুনিয়া সেই মুনি গান্ধর্ব্বীকে বলিলেন। এখানে 'হ' 'কিল' ও 'বৈ' শব্দ দুইটি প্রসিদ্ধ অর্থে ॥২৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদেব তাবদভীষ্টং শ্রুত্বা সা পুনরপৃচ্ছদিত্যাহ সা হোবাচেতি। প্রশ্নাস্তু স্পষ্টা এব। দেবক্যাং জাত ইতি তু

'প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাতস্তবাত্মজ' ইতি শ্রীনন্দং প্রতি গর্গবাক্য-শ্রবণাৎ। স দুর্ব্বাশাঃ হ স্ফুটং তাং গান্ধর্ব্বীং হ বৈ প্রসিদ্ধৌ ॥২৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তদেব তাবদিতি—গান্ধর্ব্বী তাহাই জানিতে চাহিতেছেন—সেই অভীষ্ট কথা শ্রবণ করিয়া গান্ধর্ব্বী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—সা হোবাচ ইত্যাদি—প্রশ্নগুলির অর্থ সুস্পষ্ট। আপত্তি এই—গান্ধর্ব্বী যে প্রশ্ন করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে দেবকীর গর্ভে জাত? তাহার উত্তর—নন্দের কাছে গর্গ মুনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে এই তোমার পুত্র কোন এক জন্মে বসুদেবের পুত্র হইয়াছিলেন। এই কথা গান্ধর্ব্বীর শোনা, স হ—সেই দুর্ব্বাশাঃ মুনি, হ—সুস্পষ্টভাবে বিশদভাবে গান্ধর্ব্বীকে বলিয়াছিলেন। হ বৈ—এই দুইটি অব্যয় প্রসিদ্ধার্থে ॥২৪॥

তত্ত্বকণা—গান্ধর্ব্বী মুনির নিকট এই সকল অভীষ্ট বিষয় অবগত হইয়া মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে! এবংবিধ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে আমাদিগের গোপকুলে গোপালরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন? আপনি কিরূপেই বা সেই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জ্ঞাত হইলেন? তাঁহার উপাসনার মন্ত্র কি? তাঁহার ধ্যান কি? কিরূপেই বা তিনি দেবকীর গর্ভে জাত হইলেন? তাঁহার জ্যেষ্ঠ বলরামই বা কে? অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি? এই গোপালদেবের পূজা কিরূপ? তিনি সাক্ষাৎ প্রকৃতির অতীত ও পরমাত্মা হইয়া কিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। মুনিবর দুর্ব্বাশা গান্ধর্ব্বীর এইসকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বসুদেবের গৃহে জন্ম-সম্বন্ধে গর্গমুনি নন্দমহারাজকে বলিয়াছিলেন,—

"প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥"
(ভাঃ ১০।৮।১৪)

অর্থাৎ তোমার এই পরম সৌন্দর্য্যময় পুত্র কোন কারণে পূর্ব্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইঁহাকে বাসুদেব বলিয়া জানেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ নন্দেরই নিত্যপুত্র। কোন কারণে নন্দ-নন্দনই বসুদেবে প্রকটিত হইয়াছিলেন ॥২৪॥

শ্রুতিঃ—একো হ বৈ পূর্ব্বং নারায়ণো দেবঃ ॥২৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[একসময় শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মার মধ্যে সংলাপ হয়, তাহাতে প্রশ্ন ও উত্তর আছে, সেই বৃত্তান্তটি আরম্ভ করিবার জন্য এখানে প্রথমে কৃষ্ণের স্বরূপ বলিতেছেন] বৈ পূর্ব্বং—(শুনা যায়—এই বিশ্ব-সৃষ্টির আদিতে) একঃ হ নারায়ণঃ দেবঃ (একমাত্র দেবতা নারায়ণ) [আসীৎ—ছিলেন] ॥২৫॥

অনুবাদ—মহর্ষি দুর্ব্বাশা প্রশ্নোত্তরপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মসংবাদ উত্থাপন করিবার জন্য কৃষ্ণ-স্বরূপ বলিতেছেন। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র দেবতা নারায়ণ ছিলেন ॥২৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—প্রশ্নোত্তরগর্ভাং কৃষ্ণ-ব্রহ্মণঃ কথামবতারয়িতুং কৃষ্ণ-স্বরূপমাহ। একঃ হ কিল পূর্ব্বং সৃষ্টেরাদৌ নারায়ণো দেবঃ আসীৎ ইতি শেষঃ ॥২৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—প্রশ্নোত্তরেতি—ব্রহ্মা ও কৃষ্ণের সংবাদের মধ্যে যে প্রশ্ন ও উত্তর আছে, সেই বৃত্তান্তের অবতারণার জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিতেছেন। একঃ—প্রসিদ্ধ যে, পূর্ব্বং—সৃষ্টেঃ—

সৃষ্টির আদিতে, নারায়ণ দেবমাত্র ছিলেন। এখানে 'আসীৎ' ক্রিয়াটি উহ্য আছে ॥২৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—একোহীহ ইতি ইহ মায়িকে লোকে আসীদিতি শেষঃ ॥২৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—একোহি ইহ ইত্যাদি ইহ এই মায়ারচিত লোকে। এখানে আসীৎ এই ক্রিয়া উহ্য ॥২৫॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে প্রশ্নোত্তর দ্বারা পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের কথা অবতারণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। মুনিবর কহিলেন, হে গান্ধর্ব্বী! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র কেবল নারায়ণই ছিলেন ॥২৫॥

শ্রুতিঃ—যস্মিন্ লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ তস্য হৃৎপদ্মা-জ্জাতোঽব্জযোনিস্তপিত্বা তস্মৈ হি বরং দদৌ ॥২৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[সৃষ্টির পূর্ব্বে যে নারায়ণ দেব ছিলেন, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নারায়ণত্ব কিরূপে হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন] যস্মিন্ (যে দেবতাতে) লোকাঃ (এই সমস্ত জগৎ) ওতাশ্চ (পটে দীর্ঘ তন্তুর মত ওত অর্থাৎ গ্রথিত) প্রোতাশ্চ (এবং তির্য্যক্ তন্তুসমূহের মত প্রোত অর্থাৎ আবদ্ধ) তস্য হৃৎপদ্মাৎ (সেই দেবতার হৃদপদ্ম হইতে) অব্জযোনিঃ জাতঃ (পদ্মসম্ভব ব্রহ্মা জন্মিয়া পরে) তপিত্বা (তপস্যা করিলেন, কারণ তিনি জন্মিয়াই কোনদিকে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তিনি উৎপত্তি-ক্ষেত্র পদ্মের দণ্ডমূলের অন্বেষণার্থ বহু বর্ষ তপস্যা করিলেন) তস্মৈ হি বরং দদৌ (ঐ দেবতা তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন) ॥২৬॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবতা নারায়ণ-নামে অভিহিত হইলেন কেন? তাহাই বিবৃত করিতেছেন, যাঁহাতে এই সকল ভুবন পটে তন্তুর মত ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ, সেই দেবতার নাভিপদ্ম হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া তপস্যায় রত হইলেন। তপস্যাকারী সেই ব্রহ্মাকে নারায়ণ অভিপ্রেত বর দিলেন ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—নারায়ণত্বং তস্য কুত ইত্যত আহ যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ দেবে লোকাঃ ওতাঃ দীর্ঘতন্তুষু পটবৎ প্রোতাঃ তির্য্যকতন্তুষু পটবৎ তস্য হৃৎপদ্মাজ্জাতোঽজযোনিঃ তপিত্বা স্থিতায় তস্মৈ ব্রহ্মণে নারায়ণঃ বরং দদৌ ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—নারায়ণত্বং তস্য কুতঃ ইতি—তিনি নারায়ণ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন কিরূপে? সে-বিষয়ে বলিতেছেন—যস্মিন্ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা, যস্মিন্ দেবে—যে দেবতাতে সমস্ত ভুবন ওত অর্থাৎ দীর্ঘতন্তুতে পটের মত—কারণে-কার্য্যরূপে অবস্থিত এবং বক্রতন্তুতে প্রোত কার্য্যে-কারণরূপে নিহিত হইয়া আছে, সেই দেবতার হৃৎপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা তপিত্বা স্থিতায়—তপস্যায় রত হইলেন, এখানে স্থিত পদটি না থাকিলেও তপিত্বা পদের ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের এককর্ত্তৃকত্ব রক্ষার জন্য অধ্যাহার করা হইয়াছে। তস্মৈ—সেই পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে, নারায়ণঃ বরং দদৌ—নারায়ণ বর দিতে চাহিলেন ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—নারায়ণত্বং তস্য কুতস্তত্রাহ তস্মিন্নিতি। নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ইতি বচনাৎ।

নাভিপদ্মাদিতি বক্তব্যে হৃৎপদ্মাদিত্যুক্তিঃ প্রথমং তেন হৃদা সংকল্পিতঃ পশ্চান্নাভিপদ্মাদাবির্ভাবিত ইতি ॥

তপিত্বা তপঃ কৃত্বা স্থিতায় তস্মৈ। যদ্বা। তপিত্বা সংপ্রকাশ্য তস্মৈ বরং দদৌ তং বরেণ ছন্দয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—নারায়ণত্বং তস্য কুত ইতি—তাঁহার নারায়ণ-সংজ্ঞা কোথা হইতে হইল ? সে-বিষয়ে বলিতেছেন, 'নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ' ইতি—পণ্ডিতগণ জানেন—যে নর হইতে সমস্ত তত্ত্ব জন্মিয়াছে, সেই তত্ত্বগুলি ঐ সৃষ্টির আদিতে দেবের আশ্রিত হইয়াছিল, এজন্য তাঁহার নাম নারায়ণ, ইহা কথিত হইয়া থাকে। —এই বচন তাহার প্রমাণ। নাভিপদ্ম হইতে জাত, ইহা না বলিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণের হৃৎপদ্ম-জাত একথা বলিবার উদ্দেশ্য—প্রথমে ব্রহ্মা নারায়ণের হৃৎপদ্মে সঙ্কল্পরূপে গৃহীত হন, পরে নাভিপদ্ম হইতে জন্মিলেন। তপিত্বা—তপস্যা করিয়া অবস্থিত সেই ব্রহ্মাকে, অথবা তপিত্বা সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত করিয়া, তস্মৈ—ব্রহ্মাকে, বরং দদৌ, বর দ্বারা অভিমুখীন করিলেন, এই অর্থ ॥২৬॥

তত্ত্বকণা—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব কিরূপ ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন। যেমন পটস্থ সূত্রসকল দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিস্তৃত হইয়া ওতপ্রোত আছে, সেইরূপ এই লোকসমূহ তন্তুর ন্যায় যাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে, তাঁহার হৃৎপদ্মে প্রথমে সঙ্কল্পরূপে উদিত হইয়া পরে নাভিপদ্ম হইতে কমলযোনি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি বর গ্রহণ কর। তখন ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের নিকট বর গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং তবৈব মায়া ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।১৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ॥
ইহোঁত দ্বিভুজ তিহোঁ ধরে চারি হাত।
ইহোঁ বেণু ধরে তিহোঁ চক্রাদিক সাথ ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ২।২৮-২৯)

অতএব কৃষ্ণ ও নারায়ণের অভেদসত্ত্বেও লীলাগত-ভেদ।

আরও পাই,—

"শিশু বৎস হরি' ব্রহ্মা করি' অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয় ॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ ॥
কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে গোপের নন্দন ॥
ব্রহ্মা বলেন, তুমি কিনা হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্ট্যে যত জীব রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥
নার-শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয়।
অয়ন-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥

অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ॥
জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।
তাঁহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার॥

অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তাঁরা জগৎ-রক্ষিতা॥
নারের অয়ন যাতে করহ 'পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ॥

তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ইথে যত জীব, তার ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম॥

তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতি গতি॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ॥

কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব হৃদি, জলে বৈসে সেই নারায়ণ,
ব্রহ্মা কহে, জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ,—এ সত্য বচন॥

কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়া দ্বারা সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥
এ সবার দর্শনে ত' আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥
"বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ পদং বিদুঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৫।১৬ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকা)

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি, সবে মায়া পার॥

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥"(ভাঃ ১।১১।৩৮)

সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয়॥

সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার প্রকাশ, তুমি মূল নারায়ণ॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহো কৃষ্ণের প্রকাশ—এই তত্ত্ব-বিবরণ॥

এই শ্লোকতত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবত-সার।
পরিভাষারূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার॥
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি' মূর্খ অর্থ করে আর॥"
(চৈঃ চঃ আদি ২।৩১-৬০) ॥২৬॥

শ্রুতিঃ—স কামপ্রশ্নমেব বব্রে তং হাস্মৈ দদৌ ॥২৭॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ কামপ্রশ্নমেব (ব্রহ্মা ইচ্ছামত প্রশ্ন করিবার অধিকার অর্থাৎ আমার অভিলষিত প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিন, —এই বর) বব্রে (প্রার্থনা করিলেন) তং (তাহার পর সেই বর) হ—অস্মৈ দদৌ (নারায়ণ স্বাচ্ছন্দভাবে ব্রহ্মাকে তাহাই দিলেন) ॥২৭॥

অনুবাদ—অতঃপর বর প্রার্থনা করিবার আদেশ পাইয়া ব্রহ্মা যাচ্ঞা করিলেন 'আমি যাহা চাহি—ইচ্ছামত সেই প্রশ্ন করিবার অধিকাররূপ বর আমাকে দিউন'। নারায়ণ তাঁহাকে সুস্পষ্টভাবে অর্থাৎ অসঙ্কোচে সেই বর দিলেন ॥২৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—স ইতি। সঃ ব্রহ্মা কামপ্রশ্নম্ ইচ্ছয়া প্রশ্নম্ এব বরং বব্রে তং হাস্মৈ দদৌ ॥২৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—স ইতি—সেই ব্রহ্মা, কামপ্রশ্নং—ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন করিবার অধিকাররূপ বর প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে তিনি তাহাই দিলেন ॥২৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—স চ ব্রহ্মা কামং স্বাভিলষিতমেব প্রশ্নং বরং বব্রে। মমাভিলষিতস্য প্রশ্নস্য করণার্থমনুজ্ঞাং দেহীতি যাচিতবানিত্যর্থঃ। ততস্তং বরং হ স্ফুটং তস্মৈ দদৌ নারায়ণ ইতি শেষঃ ॥২৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—সচেতি—ব্রহ্মা, কামং—নিজ অভিলষিত প্রশ্ন করিবার কামনা করিলেন অর্থাৎ আমার অভিলষিত প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিন,—ইহাই যাচ্ঞা করিলেন। ততস্তং—তাহার পর সেই বর, স্ফুটং—অকপটে, তস্মৈ দদৌ—ব্রহ্মাকে তিনি দিলেন। কে? নারায়ণ, এই কর্ত্তৃপদটি পূরণ করিতে হইবে ॥২৭॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে কহিলেন,—হে ভগবন্‌! আমি আপনাকে আমার অভিলষিত প্রশ্নরূপ বর প্রার্থনা করিব, আপনি আমাকে তাহা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করুন। তখন নারায়ণ তাহাকে 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহারই উত্তর আমি প্রদান করিব ॥২৭॥

শ্রুতিঃ—স হোবাচাব্জযোনির্যোঽবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽবতারঃ কো ভবতি যেন লোকাস্তুষ্টা দেবাস্তুষ্টা ভবন্তি যং স্মৃত্বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাৎ ভবন্তি কথং বাঽস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি ॥২৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[ব্রহ্মা নারায়ণের নিকট সেই বরই পাইয়া] স হ উবাচ (তিনি অকপটে প্রশ্ন করিলেন) [কে ?] অব্জযোনিঃ (নারায়ণের নাভিপদ্ম-প্রসূত ব্রহ্মা) [কি প্রশ্ন করিলেন ?—] যোঽবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽবতারঃ (হে বিশ্বাশ্রয়ঃ! অবতার-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবতার) কো ভবতি (কোন্‌টি ?) যেন লোকাঃ তুষ্টাঃ (যে অবতার-নিমিত্ত সকল ভুবন তুষ্ট হয়) দেবাঃ তুষ্টাঃ ভবন্তি (দেবতারা পরিতৃপ্ত হন) যং স্মৃত্বা (যাঁহাকে স্মরণ করিলে) অস্মাৎ সংসারাৎ মুক্তাঃ ভবন্তি (স্মরণকারিগণ এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন) কথং বা অস্য অবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি (আর কিরূপে ঐ অবতারের পরব্রহ্মস্বরূপতা ?) ॥২৮॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা নারায়ণের বর পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিশ্বাশ্রয়! অবতারসমূহের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ অবতার, তাহা কোন্‌টি ? যে অবতারের জন্য লোকসকল নিরাপদ, তুষ্ট,

দেবগণ পরিতৃপ্ত, যে অবতারকে স্মরণ করিলে স্মরণকারিগণ এই সংসার হইতে মুক্ত হন এবং কেনই বা ঐ অবতারের পরব্রহ্মস্বরূপতা ॥২৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—স হেতি। লব্ধবরঃ অব্জযোনিঃ নারায়ণম্ উবাচ যোঽবতারানামিতি। হে বিশ্বাশ্রয় তব অবতারাণাং মধ্যে যঃ শ্রেষ্ঠোঽবতারঃ সঃ কো ভবতি। যেনেতি। যেন অবতারেণ হেতুনা লোকাস্তুষ্টাঃ দেবাস্তুষ্টা ভবন্তি যৎ স্মৃত্বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাৎ ভবন্তি। কথং বা অস্য শ্রেষ্ঠস্য অবতারস্য ব্রহ্মস্বরূপতা ভবতি বর্ত্ততে ॥২৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—সহেত্যাদি লব্ধবরঃ—নারায়ণ হইতে বর পাইয়া, তাঁহার নাভিপদ্ম-সম্ভূত ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, যোঽবতারাণামিত্যাদি—হে বিশ্বাশ্রয়! আপনার বহু অবতার আছে, সেগুলির মধ্যে যে অবতারকে আপনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, সে অবতার কোন্‌টী? যেন ইত্যাদি যে অবতারের জন্য লোক বিপন্মুক্ত হইয়া তৃপ্ত হইয়াছে, যে অবতারের জন্য দেবতারা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ; যে অবতার স্মরণ করিলে এই সংসার হইতে মুক্তি হয়, কথং বা অস্য ইত্যাদি কেনই বা এই শ্রেষ্ঠ অবতারকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়? ॥২৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—স হোবাচেত্যাদ্যনন্তরং যোঽবতারাণামিতি। যোঽবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ সোঽবতারঃ কো ভবিতা ইত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠত্বে লিঙ্গং যেন লোকা ইতি। তেষু চ যস্য শ্রেষ্ঠত্বং তস্য বা কথং ব্রহ্মতা সর্ব্ববৃহত্তমতা স্বয়ং ভগবত্তমতা। অবতারত্বে সতি সর্ব্ববৃহত্তমত্বাভাবস্তদভাবে চ শ্রেষ্ঠত্বাভাবঃ স্যাদিতি ॥২৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—স হোবাচেতি—স হ উবাচ অব্জ-যোনিঃ—সেই লোকপিতামহ প্রশ্ন করিলেন—ইহার পর ‘যোঽবতা-

রাণামি'ত্যাদি—যিনি সর্ব্বপ্রকার অবতারগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই অবতার কোন্‌টি হইবেন? ইঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিবার হেতু যে, যাঁহার দ্বারা লোকসকল, সকল ভুবন নিরুদ্বেগ, পরিতৃপ্ত, দেবগণ নিঃশঙ্ক হইয়াছেন। সেই সকল অবতার-মধ্যে যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অভিমত, তাঁহার ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তমত্ব এবং নিরপেক্ষ (অন্যানধীন) স্বয়ং ভগবত্তমত্ব কিরূপে? এই প্রশ্নের হেতু এই,—তিনি অবতার হইলে আর সর্ব্ববৃহত্তমত্ব তাঁহার থাকিতে পারে না, আবার সর্ব্ববৃহত্তমত্ব না থাকিলে শ্রেষ্ঠত্বও থাকিবে না, এই আশঙ্কার জন্য ব্রহ্মার এই শেষ প্রশ্ন,—কিরূপে সেই অবতার পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ হইবেন? ॥২৮॥

তত্ত্বকণা—পদ্মযোনি ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! অবতারসমূহের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি কে? যাঁহার অবতারে সকল লোক এবং সকল দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যাঁহাকে স্মরণ করিলে স্মরণকারী সংসার হইতে মুক্ত হন। আর সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতারকে কিরূপে পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইবে? অনেকের ধারণা অবতার হইলেই তাঁহার সর্ব্ব-বৃহত্তমত্বের অভাব ঘটে এবং তদভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বেরও অভাব ঘটিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥" (ভাঃ ১।৩।২৬)

অর্থাৎ সূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! যেরূপ অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহ নির্গত হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময়, চিদানন্দসমুদ্র ভগবান্ শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকটিত হন ॥২৮॥

শ্রুতিঃ—স হোবাচ তং হি নারায়ণো দেবঃ সকাম্যা মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি তথা নিষ্কাম্যাঃ সকাম্যা ভূগোলচক্রে সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপাল-পুরী হীতি ॥২৯॥

অন্বয়ানুবাদ—স হ নারায়ণঃ দেবঃ তং হি উবাচ (অতঃপর ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে দেবনারায়ণ তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) বলিলেন—) মেরোঃ শৃঙ্গে (সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে) যথা সকাম্যাঃ সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি (কামনার ফলদায়িনী সাতটি পুরী আছে) তথা নিষ্কাম্যাঃ (সেইপ্রকার মুক্তিদায়িনী) সকাম্যাঃ (অধিকারিবিশেষে অভীষ্টফলদায়িনী) ভূগোলচক্রে (এই ভূমণ্ডলের মধ্যে) সপ্তপুর্য্যঃ ভবন্তি (সাতটি পুরী আছে) তাসাং মধ্যে (তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ সেই সপ্ত পুরীর মধ্যে) সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী হি ইতি (গোপালবেশ-ধারী শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয়ভূতা অথবা গোচক্রের দ্বারা পালিতা মথুরা-পুরী সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান, ব্রহ্মের প্রকাশক বলিয়া উহা মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মপুরী, ইহা নিঃসন্দেহ) ॥২৯॥

অনুবাদ—দেব নারায়ণ ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন,—সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে যেমন কাম্যফলদায়িনী সাতটি পুরী বিদ্যমান, সেইপ্রকার এই ভূমণ্ডলের মধ্যে মুক্তিদায়িনী ও অধিকারি-বিশেষে কাম্যফল-প্রসবিনী সাতটি পুরী বা ধাম আছে, তাহাদের মধ্যে গোপালপুরী বর্ত্তমান, ইহা গোপালবেশধারী শ্রীভগবানের নিবাসস্থান মথুরা পুরী, এজন্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অথবা গোসমূহের দ্বারা পরিপালিত, এজন্য উহার নাম গোপালপুরী, ইহা সত্যকথা ॥২৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—স হোবাচ তং হি নারায়ণো দেবঃ। কিম্। সকাম্যাঃ কামফলেন সহিতাঃ মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি তথা নিষ্কাম্যাঃ মোক্ষদাঃ সকাম্যাঃ কামফলদাঃ অধিকারিতারতম্যেন ভূগোলচক্রে সপ্তপুর্য্যঃ অযোধ্যামথুরাদয়ঃ ভবন্তি তাসাং পুরীণাং মধ্যে গোপালপুরী গোপালবেশস্য বিষ্ণোরাশ্রয়ভূতা পুরী। যদ্বা। গবাং চক্রেণ পালিতা গোপালপুরী মথুরা হি নিশ্চিতং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ভবতি ব্রহ্মপ্রকাশকত্বাৎ ॥২৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—স হোবাচ—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেব নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, কিং—কি বলিলেন? তাহা বলিতেছেন,—সকাম্যাঃ—কাম্যা অর্থাৎ কামনার ফল—অভীষ্ট ফলের সহিত বর্ত্তমান, যথা ইতি যেমন সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে সাতটি পুরী আছে, তথা সেইপ্রকার নিষ্কাম্যাঃ কাম্যফলহীন অর্থাৎ মুক্তি-দায়িনী, সকাম্যাঃ—অধিকারিভেদে কাম্যফলদায়িনী, ভূগোলচক্রে—এই ভূমণ্ডল-মধ্যে, সপ্তপুর্য্যঃ—সাতটি পুরী অর্থাৎ অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারাবতী বা দ্বারকা নামে সাতটি ধাম আছে, তাসাং—সেই সাত পুরীর মধ্যে গোপালপুরী মথুরা বিদ্যমান; ইহা গোপালবেশধারী বিষ্ণুর আশ্রয়ভূত নিবাসস্থান, যদ্বা—অথবা গোচক্র দ্বারা পালিতা এজন্য গোপালপুরী বা মথুরাপুরী, ব্রহ্মপুরী নামে অভিহিত, বাস্তবিকপক্ষে পরব্রহ্মের প্রকাশক বলিয়া—ইহা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মস্বরূপ ॥২৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—স হোবাচ তং হি নারায়ণো দেব ইতি। অত্র কথং বা অস্মাস্বিত্যস্য গান্ধর্ব্ব প্রশ্নস্যোত্তরম্। যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতীত্যাদি পূর্ব্বোক্তেরেব সেৎস্যতীতি পৃথক্ নাস্তব্যম্। নিত্য-মেবাসৌ ভবদ্ভিঃ সহ বিহরতি। সম্প্রতি তু ভবদ্ভিঃ সহ ক্রমেণ

প্রকটীভবজ্জন্মনা ভবত্যস্তু তত্তল্লীলাবেশাদেবানুসন্ধাতুং শক্নুবন্তি ইত্যভিপ্রায়াৎ। সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোঽয়মাত্মা গোপালঃ স কথং ভূম্যামিত্যুত্তরং ব্রহ্মপ্রশ্নেনৈব জ্ঞেয়ম্। যেন লোকাস্তুষ্টা ভবন্তি ইত্যাদিনা। লোকাদিতোষার্থ এবাবতার ইত্যভিপ্রায়াৎ। অথ শিষ্টানামেব তৎ প্রশ্নানামুত্তরং দাতব্যম্ ইতি স্থিতে তেষু প্রথমং তাবৎ কিং তস্য স্থানমিত্যস্য চ তস্যাং প্রশ্নোত্তরং স্বতঃসিদ্ধং কৈমুত্যেন তু শ্রীকৃষ্ণস্য পরব্রহ্মত্বব্যঞ্জিতসর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠত্বং তু ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীনারায়ণো দর্শিতবানিতি তদ্বাক্যমুদাহরতি সকাম্য ইত্যারভ্য সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরীত্যন্তেন। সকাম্যাঃ ভোগময্যঃ। মেরোঃ শৃঙ্গ ইত্যূর্দ্ধলোকোপলক্ষণম্। সর্ব্বোপরিষ্টাৎ পরমবৈকুণ্ঠ ইত্যর্থঃ। যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতা ইতি স্কান্দবচনাৎ। পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ ত্বেতদ্ব্যক্ত-মেবাস্তি। নিষ্কাম্যাঃ সকাম্যাশ্চেতি মোক্ষদা ভোগদাশ্চেত্যর্থঃ। ভোগস্তত্র সার্ষ্ট্যাদিময় এব জ্ঞেয়ঃ। উভয়ত্রাপি সপ্তপুর্য্যঃ অযোধ্যা-মথুরা-মায়া ইত্যাদয়ঃ। বিবক্ষিতমাহ তাসাং মধ্য ইতি। তাসামপি মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম পরমাশ্রয়স্বরূপৈব গোপালপুরী ॥২৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—স হোবাচ তং হি নারায়ণো-দেবঃ—দুর্ব্বাশামুনি গান্ধর্ব্বীকে বলিলেন, ব্রহ্মার প্রশ্নোত্তরে দেব নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন। গান্ধর্ব্বী যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যে আমাদের (গোপেদের মধ্যে) কেন ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন, এই প্রশ্নের উত্তর এই শ্রুতি। ঐ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গোপের মধ্যে আছেন, দুর্ব্বাশার ইত্যাদি উক্তি হইতেই তাহার নিষ্পত্তি হইত সুতরাং পৃথক্‌ভাবে ইহা গ্রহণীয় নহে। গান্ধর্ব্বী! ভগবান্ তোমাদিগের সহিত নিত্যই—সকলকালেই বাস করিতেছেন, বিশেষ এই—বর্ত্তমানে তোমাদের সহিত ক্রমে ক্রমে জন্মগ্রহণ তাঁহার প্রকটিত

হওয়ায়। এ-তত্ত্বতো—তোমরাই তাঁহার সহিত লীলার আবেশ হইতেই অনুসন্ধান করিতে পারিতেছ—এই অভিপ্রায়ে 'নিত্যমেবাসৌ ভবদ্ভিঃসহ' (গোপ ও গোপী উভয়ের সহিত) বিহরতি—এই উত্তর হইল। আর যে গান্ধর্ব্বীর প্রশ্ন হইয়াছে, এই গোপাল শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ প্রকৃতির অতীত, তিনি কিরূপে ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন? ইহার উত্তর পরবর্ত্তী শ্রুতিস্থ ব্রহ্মার প্রশ্নের দ্বারাই জ্ঞাতব্য যথা—'যেন লোকাস্তুষ্টা ভবন্তি' লোকের তুষ্টি কোন্ অবতার হইতে হইয়াছে ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রশ্ন দ্বারা, তবেই বুঝাইতেছে যে, লোকের তুষ্টির জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। অতঃপর গান্ধর্ব্বীর অবশিষ্ট প্রশ্নের উত্তরই দাতব্য, এমতাবস্থায় সেই সব গান্ধর্ব্বীর প্রশ্নের মধ্যে 'তাঁহার অবস্থান কোথায়'? এই প্রশ্নের উত্তর তো গান্ধর্ব্বীর কাছে স্বভাব-সিদ্ধ অর্থাৎ সে প্রশ্নের উত্তর দুর্ব্বোধ নহে, অধিক কি বলিব, শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম এবং বাঞ্ছিত সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ; ব্রহ্মাকে নারায়ণ তাহাও দেখাইলেন অর্থাৎ ইহা প্রয়োজন ছিল না, এ উত্তরও স্বতঃসিদ্ধ। তাহাই ব্রহ্মবাক্যে দেখাইতেছেন 'সকাম্যা' ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া 'সাক্ষাদ্ ব্রহ্মগোপালপুরী' এতৎ পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা। সকাম্যাঃ অর্থাৎ ভোগময়ী। মেরোঃ শৃঙ্গ ইতি। মেরুর শৃঙ্গ এবং তাহার উর্দ্ধে যে সকল লোক আছে, তৎসমুদায়ও। সমস্ত লোকের উপরে পরম বৈকুণ্ঠধাম—ইহাই তাৎপর্য্য। ইহা স্কন্দপুরাণের বচন হইতে পাওয়া যাইতেছে; যথা—'যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তা স্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ' ইতি—ভগবানের প্রিয় যে যে পুরী এই ভূমণ্ডলে যেভাবে আছে, বৈকুণ্ঠধামে সেই সমস্ত ভগবৎপ্রিয় পুরী সেই সেই রূপে তাঁহার লীলার জন্য আদৃত হইয়া আছে। পাদ্মোত্তর খণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থেও এই কথাই বিশদভাবে ব্যক্ত

হইয়াছে। নিষ্কাম্যাঃ—অর্থাৎ মোক্ষদায়িনী, সকাম্যাঃ—ভোগদায়িনী, বৈকুণ্ঠধামে ভোগ—সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্যাদিস্বরূপ জ্ঞাতব্য। মেরুর শিখর ও ভূমণ্ডল উভয় স্থানেই অযোধ্যা, মথুরা, মায়া ইত্যাদি পুরী বর্ত্তমান। অতঃপর ব্রহ্মার বিবক্ষিত কি অর্থাৎ প্রশ্নের কি উদ্দেশ্য? তাহাই বলিতেছেন—তাসাং মধ্যে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা, সে সকলেরও মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ এই গোপাল-পুরী পরব্রহ্মস্বরূপই ॥২৯॥

তত্ত্বকণা—দেব নারায়ণ ব্রহ্মার প্রশ্ন শ্রবণ করিবার পর তাহাকে বলিলেন,—যেমন সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে সর্ব্ব কাম্যফল প্রদায়িনী সাতটি পুরী আছে, সেই এই ভূমণ্ডল-মধ্যেও অধিকারী-ভেদে মুক্তিদায়িনী সাতটি পুরী আছে, যথা—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা। ইহাদিগের মধ্যে গোপালাখ্য অথবা বিষ্ণুর আশ্রয়ভূতা কিংবা গোসমূহের প্রতিপালিতা যে মথুরা নাম্নী পুরী আছে, তাহা ব্রহ্ম-প্রকাশিকা বলিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ।

পূর্ব্বে গান্ধর্ব্বী যে দুর্ব্বাশা মুনিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমাদের গোপকুলে স্বয়ং ভগবান্ কেন অবতীর্ণ হইলেন? তাহার উত্তরও বর্ত্তমান শ্রুতিতে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপগণের নিত্যসম্বন্ধ এবং তাঁহারা নিত্যলীলানুরক্ত। সম্প্রতিও শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সহিতই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন। গোপীগণ সেই লীলার আবেশবশতঃই এই তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আরযে গান্ধর্ব্বী প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, প্রকৃতির অতীত, পরমাত্মা কিরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন? তাহারও উত্তর ব্রহ্মার এই প্রশ্নের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। যে

অবতারের দ্বারা লোকসমূহ ও দেবতা সমূহের সন্তোষ উৎপন্ন হয়। এই কথায় জানা যায় যে, লোকসমূহের ও দেবতাগণের সন্তোষ অর্থাৎ নিত্যমঙ্গল বিধানার্থই শ্রীকৃষ্ণের অবতার।

ইহার পর গান্ধর্ব্বীর অবশিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত বিবেচনায়, সেই কৃষ্ণের অবস্থান কোথায়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর তো গান্ধর্ব্বীর নিকট স্বভাবসিদ্ধ বা স্বতঃসিদ্ধ, কোনমতেই দুর্ব্বোধ্য নহে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্মস্বরূপ এবং সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ, তাহাই ব্রহ্মাকে শ্রীনারায়ণ প্রদর্শন করিলেন।

পরম বৈকুণ্ঠে যেরূপ সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরী বর্ত্তমান, ভূমণ্ডলেও সেইরূপ বর্ত্তমান।

স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীতে শ্রীভগবানের প্রিয় যে সকল পুরী আছে, বৈকুণ্ঠেও শ্রীভগবানের লীলায় আদৃত হইয়া সেই সকল পুরী বর্ত্তমান। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারকা প্রভৃতি মোক্ষদায়িকা-পুরী; তারমধ্যে মথুরা নাম্নী অর্থাৎ মথুরামণ্ডল বা ব্রজমণ্ডল গোপালপুরী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থান। উহা গোপ-গোপীগণেরও নিবাসভূতা। ইহা পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশক বলিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং
বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্।
নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা
স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ॥" (ভাঃ ২।৪।১৪)

অর্থাৎ সেই ইষ্টদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। তিনি ভক্তগণের পালক এবং ভক্তিহীন মানবগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয়। তাঁহার সমান বা তাহা-

অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য আর কাহারও নাই। তিনি সেই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দ্বারা স্বধাম মথুরা-মণ্ডল এবং ব্রহ্মস্বরূপ গোপালপুরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"নিরস্তং সাম্যমতিশয়শ্চ যস্য—যদপেক্ষয়া অন্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তি তেন; রাধসা ঐশ্বর্য্যেণ। স্বধামনি মথুরামণ্ডলে। রংস্যতে রমমাণায়। রমণোচিতজনৈঃ সহেত্যর্থতো গম্যম্। স্বধামনি কীদৃশে? ব্রহ্মণি ব্রহ্মস্বরূপে। "তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হি" গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। অত্র রাধসেত্যৈশ্বর্য্যম্, রংস্যত ইতি মাধুর্য্যম্।" ॥২৯॥

শ্রুতিঃ—সকাম্যা নিষ্কাম্যা দেবানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভবতি যথা হি বৈ সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা-ভূম্যাং তিষ্ঠতীতি চক্রেণ রক্ষিতা হি মথুরা তস্মাৎ গোপালপুরী ভবতি ॥৩০॥

অন্বয়ানুবাদ—[পুনশ্চ গোপালপুরীর উৎকর্ষ জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—] সকাম্যা (কাম্যফলভোগবিশিষ্টা) নিষ্কাম্যা (নিষ্কাম-দিগের মুক্তিদায়িনী) সর্ব্বেষাং দেবানাং ভূতানাং চ ভবতি (সকল দেবতার ও সকল প্রাণীর কাম্যফলদায়িনী ও মোক্ষদায়িনী ভজনানুকূল পুরী আছে) যথা হি বৈ সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি (যেমন নাকি সরোবরে পদ্ম বিরাজ করে) তথা ভূম্যাং (সেইপ্রকার এই ভূমণ্ডলে) গোপালপুরী তিষ্ঠতি (গোপালপুরী বিরাজ করিতেছেন) চক্রেণ রক্ষিতা হি মথুরা (যেহেতু এই মথুরাপুরী—সর্ব্বপ্রসিদ্ধনাম্নী পুরী চক্র দ্বারা রক্ষিতা হইতেছে) তস্মাৎ গোপালপুরী ভবতি

(সেইজন্য অর্থাৎ পরমব্রহ্মধামহেতু ও চক্রবেষ্টিত,—এজন্য ইহার নাম গোপালপুরী) ॥৩০॥

অনুবাদ—ইহার উৎকর্ষাতিশয় প্রদর্শনার্থ পুনশ্চ ইহার মাহাত্ম্য বলিতেছেন,—যেমন দেবগণ ও অন্যান্য প্রাণীদিগের কাম্য ফলভোগ-ক্ষেত্র এবং মোক্ষদায়িনী ক্ষেত্র আছে। যেমন সরোবরের মধ্যে পদ্ম বিরাজ করে, সেইরূপ এই ভূমণ্ডলের মধ্যে প্রসিদ্ধ মথুরা নগরী চক্রবেষ্টিতা হইয়া আছেন, ইহাই গোপালপুরী—শ্রীগোপালরূপী পরব্রহ্মের নিবাসস্থান ॥৩০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—সকাম্যা নিষ্কাম্যা দেবানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং চ যথা ভজনং ভবতি যথা সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং গোপাল-পুরী তিষ্ঠতি ইতি গোপালপুরীত্যস্য ব্যুৎপত্তিং বদন্ সর্ব্বসিদ্ধসংজ্ঞাং দর্শয়তি। চক্রেণ রক্ষিতা হি মথুরা তস্মাদ্গোপালপুরী ভবতি ॥৩০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—সকাম্যেতি—সকাম্যা—কামফল-দায়িনী, নিষ্কাম্যা—মোক্ষদায়িনী, সকল দেবতা ও প্রাণিবর্গের ভজনানুকূল, যথেতি যেমন সরোবরে পদ্ম থাকে অর্থাৎ সরোবরে পদ্ম ফুটিয়া সরোবরকে উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ ভূমিস্থিত এই গোপালপুরী। অতঃপর গোপালপুরী-শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শনমুখে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ তাহার নাম দেখাইতেছেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, মথুরাপুরী বিষ্ণুচক্রের দ্বারা রক্ষিত, সেজন্য গোপালপুরী ব্রহ্মক্ষেত্র ॥৩০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—পুনঃ সকাম্যেত্যতিশয়ার্থঃ। তত্র ভৌমত্বদৃষ্টিং নিবারয়তি যথা হীতি। যস্মাদেবং তস্মাদেব গোপালপুরী ভবতি নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ শ্রীগোপালস্য পুরী সাক্ষাদ্ব্রহ্ম তাসামপি মধ্যে স্বরূপেণৈব গোপালপুরী পরমাশ্রয়ো ভবিতুং যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥৩০॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—পুনঃ সকামেতি—আবার সকাম্যা ইত্যাদি উৎকর্ষাতিশয় প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—সেই পুরী ভৌম, এই ধারণা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই বলিতেছেন যথা হি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। যস্মাদিতি—যেহেতু এ পুরী এইরূপ কাম-ফলভোগ-দাত্রী ও মোক্ষদাত্রী অতএব ইহা গোপালপুরী হইতেছে। নররূপ-ধারী পরব্রহ্ম শ্রীগোপালের পুরী তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তন্মধ্যে বিশেষভাবে স্বরূপতঃই গোপালপুরী পরমাশ্রয় হইবার উপযুক্ত,—ইহাই তাৎপর্য্য ॥৩০॥

তত্ত্বকণা—যেরূপ দেবগণ ও ভূতগণের সকামা ও নিষ্কামা পুরী আছে, যেরূপ সরোবরের মধ্যে পদ্ম আছে, সেইরূপ ভূমণ্ডলের মধ্যে এই মথুরাপুরী বর্ত্তমান। এই মথুরা পুরী সর্ব্বদা বিষ্ণুচক্রের দ্বারা রক্ষিতা সুতরাং ঐ পুরীই গোপালপুরী নামে প্রসিদ্ধ ॥৩০॥

শ্রুতিঃ—বৃহদ্বৃহদ্বনং মধোর্মধুবনং তালস্তালবনং কাম্যং কাম্যবনং বহুলা বহুলাবনং কুমুদং কুমুদবনং খদিরঃ খদিরবনং ভদ্রো ভদ্রবনং ভাণ্ডীর ইতি ভাণ্ডীর-বনং শ্রীবনং লোহবনং বৃন্দায়া বৃন্দাবনমে-তৈরাবৃতা পুরী ভবতি ॥৩১॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই গোপালপুরীকে দ্বাদশটি বন বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে] [যথা—] বৃহৎ বৃহদ্বনম্ (অতি বিস্তীর্ণ এজন্য বৃহৎ, বৃহদ্বন (১)) মধোঃ মধুবনম্ (মধুদৈত্য-সম্বন্ধী বন বলিয়া মধুবন (২)), তালস্তাল-বনম্ (তালবৃক্ষের আধার অথবা তথায় লীলাবিশেষ হইয়াছিল, এজন্য তালবন (৩)), কাম্যং কাম্যবনম্ (কামদেবের নিবাস—এজন্য কাম্যবন (৪)), বহুলা বহুলাবনম্ (বহুলা-নামে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী তথায় অবস্থিতা, এজন্য বহুলাবন (৫)), কুমুদং কুমুদবনম্ (কুমুদ প্রচুর

থাকায় কুমুদবন (৬)), খদিরঃ খদিরবনম্ (খয়ের গাছ থাকায় খদিরবন (৭)), ভদ্রঃ ভদ্রবনং (ভদ্র নামক বৃক্ষ থাকায় ভদ্রবন (৮)), ভাণ্ডীর ইতি ভাণ্ডীরবনম্ (ভাণ্ডীর বট থাকায় ভাণ্ডীরবন (৯)), শ্রীবনং (লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানবশতঃ শ্রীবন (১০)), লোহবনং (লোহ নামক অসুর এইস্থানে তপস্যা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এজন্য লোহবন (১১)), বৃন্দায়া বনম্ (বৃন্দাদেবীর বন, এজন্য বৃন্দাবন (১২)), এতৈঃ আবৃতা পুরী ভবতি (এই দ্বাদশটি বনে বেষ্টিত হইয়া এই পুরী বর্ত্তমান) ॥৩১॥

অনুবাদ—সেই মথুরা বৃহদ্বন প্রভৃতি বারটি বনে বেষ্টিত হইয়া আছে। যথা, বৃহৎ অর্থাৎ বিশালত্ববশতঃ বৃহদ্বন, মধুদৈত্যের অধিকৃত বন বলিয়া মধুবন, প্রচুর তালবৃক্ষ থাকায় তালবন, সকলের কমনীয় শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থান বলিয়া কাম্যবন, বহুলা নাম্নী শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীর স্থান, এজন্য বহুলা বন, প্রচুর কুমুদ থাকায় কুমুদবন, খদির-বৃক্ষ-স্থিতিহেতু খদিরবন, ভদ্র বৃক্ষ থাকায় ভদ্রবন, ভাণ্ডীর বৃক্ষ থাকায় ভাণ্ডীরবন, লক্ষ্মীর উপাসকগণের সমীপে অচিরে লক্ষ্মীর আবির্ভাবহেতু শ্রীবন, লোহ-নামক দৈত্যের তপস্যা সিদ্ধির ক্ষেত্র লোহবন, বৃন্দাদেবীর বন, এজন্য বৃন্দাবন—এই সকল বন দ্বারা এই গোপালপুরী বেষ্টিত হইয়া আছে ॥৩১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—সা চ মথুরা দ্বাদশবনৈরাবৃতা ভবতীত্যাহ বৃহদিতি। বৃহৎ মহদ্ভূতম্ ইতিকারণাৎ বৃহদ্বনম্ একম্ (১)। মধোঃ দৈতস্য সম্বন্ধি ইতিকারণাৎ মধুবনং দ্বিতীয়ম্ (২)। তালঃ বর্ত্তত ইতিকারণাৎ তালবনং তৃতীয়ম্ (৩)। কাম্যং কামদেবঃ বর্ত্তত ইতিকারণাৎ কাম্যবনং চতুর্থম্ (৪)। বহুলা বর্ত্তত ইতি বহুলা বনং পঞ্চমম্ (৫)। কুমুদং বর্ত্তত ইতিকারণাৎ কুমুদবনং ষষ্ঠম্ (৬)। খদিরঃ

বর্ত্তত ইতিকারণাৎ খদিরবনং সপ্তমম্ (৭)। ভদ্রঃ বৃক্ষবিশেষঃ বর্ত্তত ইতিকারণাৎ ভদ্রবনং অষ্টমম্ (৮)। ভাণ্ডীর ইতি নাম বটঃ বর্ত্ততে ইতিকারণাৎ ভাণ্ডীরবনং নবমম্ (৯)। শ্রীঃ রমা তস্যাঃ তস্মিন্ সাধকানাং শীঘ্রমাবির্ভাবাৎ তদ্বনং শ্রীবনং দশমম্ (১০)। লোহঃ নাম কশ্চিদসুরঃ সঃ তপসা যত্র সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ তৎ লোহবনম্ একাদশম্ (১১)। বৃন্দায়াঃ বনং বৃন্দাবনং দ্বাদশম্ (১২) ॥৩১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—সা চ মথুরা ইত্যাদি—সেই মথুরাপুরী নিম্নোক্ত দ্বাদশটি বনে বেষ্টিত হইয়া আছে। যথা, বৃহৎ মহৎস্বরূপ এইজন্য বৃহদ্বন এক; মধু নামক দৈত্যের অধিকৃত, এজন্য মধুবন দ্বিতীয়; তালবৃক্ষ আছে বলিয়া তালবন তৃতীয়; কামদেব বর্ত্তমানহেতু কাম্যবন চতুর্থ; বহুলানাম্নী শ্রীহরির পত্নীর বন, এজন্য বহুলাবন পঞ্চমবন; কুমুদ থাকায় কুমুদবন ষষ্ঠ; খদির বৃক্ষ আছে বলিয়া খদির বন সপ্তম, ভদ্র নামক বৃক্ষ থাকায় ভদ্রবন অষ্টম; ভাণ্ডীর নামে বট আছে বলিয়া ভাণ্ডীর বন নবম; শ্রীলক্ষ্মী দেবীর আরাধকগণের এইখানে শীঘ্র সিদ্ধি হয়, এজন্য শ্রীবন দশম; লোহনামক অসুর এইস্থানে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করায় লোহবন একাদশ ও বৃন্দাদেবীর বন, এজন্য বৃন্দাবন দ্বাদশ ॥৩১॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদেবমুপাসনানুসারেণৈব তাসামূর্দ্ধাধস্তাৎ প্রতীয়মানত্বেনোভয়বিধত্বম্। যথা শ্রীগোপালস্য নানাত্বমিতি ভাবঃ। তস্মাত্তদধিষ্ঠাতুঃ শ্রীগোপালস্য। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। তদ্বচনরীত্যা ব্রহ্মত্বে সিদ্ধে তত্র স্থিতস্য তস্যাবির্ভাব এবাবতারত্বমিতি চ ব্যক্তম্। এবং পূর্য্যাস্ততঃ স্থানত্বং প্রতিপাদ্য তদ্বহিঃস্থিতানাং বনানামপি প্রতিপাদয়তি বৃহদিত্যাদিনা। তত্র তেষ্বেব গহনেষ্বেবমিত্যন্বয়েন তত্র বৃহদিত্যাদিকং তত্তন্নামনির্ব্বচনং বৃহত্বাদ্বিস্তীর্ণত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণ-গোকুল-

লীলায়াঃ প্রথমবৃত্ত্যা মহত্ত্বাদ্বা বৃহদ্বনমিত্যর্থঃ (১)। মধোর্মধুনামদৈত্যস্য কদাচিত্তত্র কৃতনিবাসস্য বধলীলাস্থানত্বাৎ মধুবনমিত্যর্থঃ। কেশিতীর্থবৎ মধুবংশনিবাসত্বাদ্বা (২)। তালস্তজ্জাতিঃ তদাধারত্বেন তল্লীলাবিশেষস্থানত্বাত্তালবনম্ (৩)। কাম্যঃ সর্ব্বেষাং কমনীয়ঃ কৃষ্ণস্তত্র বিহরতীতি কাম্যবনম্ (৪)। বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নীতি স্কান্দাত্তস্যাঃ স্থানবিশেষত্বেন বনমপি বহুলা তস্মাদ্বহুলাবনমিত্যর্থঃ। বহুলো বহুলবনমিতি পাঠে বহুলাস্মিন্নস্তীতি বহুলঃ প্রদেশবিশেষঃ সচাসৌ বনঞ্চেতি বহুলাবনম্। মিশ্রকাবনমিতিবৎ সংজ্ঞায়াং পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ (৫)। কুমুদং নিত্যপুষ্পিততজ্জাতিবিশেষঃ স চ তল্লীলাবিশেষকৌতুকাবহঃ। তদ্যোগাত্তদেব কুমুদবনম্ (৬)। এবং খদির ইতি (৭)। ভদ্রঃ শ্রীবলভদ্রঃ কৃষ্ণসাহিত্যেন কৃষ্ণবনং ভদ্রবনমিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। তস্য লীলাবিশেষণাবিত্বাৎ তদভিন্নমেব ভদ্রবনমিতি (৮)। ভাণ্ডীরো নাম শ্রীকৃষ্ণলীলারসপ্রবাহস্ফীতো বটবিশেষঃ। সোঽত্র বর্ত্তত ইতি হেতোর্ভাণ্ডীরবনম্ (৯)। শ্রীবনমিতি স্পষ্টত্বায় নিরুক্তং শ্রিয়ো বনং শ্রীবনমিতি (১০)। লোহবনমিতি লোহজঙ্ঘস্য বনত্বাৎ মধুবনবদেব (১১)। বৃন্দায়া লীলাখ্যমহাশক্তিপ্রাদুর্ভাববিশেষরূপায়াঃ। পাদ্মকার্ত্তিকমাহাত্ম্যে। প্রসিদ্ধায়াঃ সম্বন্ধীতি সর্ব্বশ্রীকৃষ্ণলীলাস্পদত্বব্যক্ত্যা মাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিতঃ (১২)। অতো মধুরেণ সমাপয়েদিতি ন্যায়েন সর্ব্বান্তএবোদ্দিষ্টম্। বনতীর্থভ্রমণবিধানঞ্চ শ্রীবারাহে তথৈব দৃশ্যতে ॥৩১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তদেবমিত্যাদি—সেই পুরীসমূহের উপাসনানুসারে উর্দ্ধে বা অধোভাগে প্রতীতিবশতঃ উভয়বিধত্ব, যেমন শ্রীগোপালের নানারূপতা—ইহাই অভিপ্রায়। সেইজন্য অধিষ্ঠাতা শ্রীগোপালের স্থিতিহেতু—ইহা ব্রহ্মপুরী, শ্রীগীতায় তাহা উক্তই আছে, যথা—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়। সেই বচনানুসারে শ্রীগোপালপুরীও ব্রহ্মপুরী,

তাহাতে অবস্থিত গোপালের আবির্ভাবই অবতারত্ব বুঝিতে হইবে, ইহাঁও ব্যক্ত হইল। এইপ্রকারে গোপালপুরী তাঁহার অধিষ্ঠানক্ষেত্র ইহা প্রতিপাদন করিয়া সেই গোপালপুরীর বহিঃস্থিত বনগুলিরও শ্রীকৃষ্ণস্থানত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন বৃহদিত্যাদি দ্বারা। তত্র তেষেব গহনেষু এব ইত্যন্ত বাক্য দ্বারা। পরে তাহাদের মধ্যে বৃহদিত্যাদি বাক্য ব্যপদেশের হেতুর উক্তি। যথা বৃহত্বাৎ—অতিবিস্তীর্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-লীলার প্রথম বৃতি দ্বারা অথবা মহত্ত্বশতঃ এই বনের নাম বৃহদ্বন (১), মধোঃ—মধু নামক দৈত্যের কোনো একসময় তথায় বাসকালে ভগবান্ তাহাকে বধ করিয়াছিলেন, সেই বধলীলা-স্থানত্ব-নিবন্ধন মধুবন—এই অর্থ। কেশিতীর্থের মত মধুদৈত্যবংশের নিবাসস্থান বলিয়াও মধুবন (২), তাল-নামক একজাতীয় বৃক্ষ তাহার আধার, তাহা লীলাবিশেষ-স্থল—এজন্য তালবন (৩), কাম্যবন অর্থাৎ সকলের কমনীয় শ্রীকৃষ্ণ তথায় বিহার করেন, এজন্য কাম্যবন (৪), বহুলা শ্রীহরির পত্নী—ইহা স্কন্দপুরাণে আছে, ইহা তাঁহার একটি নিবাসস্থান এজন্য বনের নামও বহুলা, সেকারণ বহুলাবন, এই অর্থ (৫), কোন গ্রন্থে 'বহুলো বহুলবনম্' এইরূপ পাঠ আছে, তাহার অর্থ 'বহুলা' যথায় আছেন; এজন্য বহুল একটি প্রদেশবিশেষ, পরে বহুল এমন বন এই কর্ম্মধারয় সমাস-নিষ্পন্ন বহুলবন। যেমন 'মিশ্রকা বন' এই শব্দটি সংজ্ঞা বুঝাইতেছে বলিয়া পূর্ব্বপদের শেষস্বরের দীর্ঘ দ্বারা নিষ্পন্ন। কুমুদং যথায় সর্ব্বদা কুমুদ নামক জলজ পুষ্প ফুটিয়া থাকে, ইহাও ভগবানের লীলাবিশেষ কৌতুকজনক তাহার সম্পর্কে সেই বন কুমুদবন (৬), খদিরবনও ঐরূপে জ্ঞাতব্য (৭)। ভদ্রশব্দের অর্থ বলভদ্র—বলরাম তিনি কৃষ্ণসহচর, এজন্য কৃষ্ণবনই ভদ্রবন বলিয়া খ্যাত, একথা পরে বলা হইবে, সেই বলরামের লীলা-বিশেষাধার,

এজন্য কৃষ্ণবনও অভিন্নভাবে ভদ্রবন হইয়াছে (৮), ভাণ্ডীর নামক বৃক্ষটি শ্রীকৃষ্ণের লীলারস-প্রবাহে বর্দ্ধিত একটি বটবৃক্ষ, তাহা এইস্থানে আছে, এজন্য ভাণ্ডীরবন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত (৯)। শ্রীবন—ইহা স্পষ্টার্থ, এজন্য শ্রুতি কোন নির্ব্বচন করেন নাই, অর্থাৎ শ্রী'র বন শ্রীবন (১০), লোহবনম্ লোহজঙ্ঘদৈত্যের বন, মধুবনের মতই নির্ব্বচনীয় (১১)। বৃন্দার অর্থাৎ যিনি ভগবানের লীলাখ্য মহাশক্তির প্রাদুর্ভাবস্বরূপ, তিনি পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধা, তাঁহার সম্বন্ধী বন (১২)। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্পদত্ব ব্যক্ত করায় মাহাত্ম্যবিশেষ দেখান হইল। শাস্ত্র-কথায় আছে—'মধুরেণ সমাপয়েৎ' অতি সুরসবস্তু দ্বারা সমাপন করিবে—ইহা কথিত থাকায় সকল শেষে বৃন্দাবনের উল্লেখ হইল। এই দ্বাদশ বনতীর্থে ভ্রমণের বিধি শ্রীবরাহপুরাণে উক্তরূপই দেখা যায়।৩১।

তত্ত্বকণা—পুনরায় শ্রীনারায়ণ বলিতেছেন,—এই ব্রহ্মস্বরূপ মথুরাপুরী দ্বাদশবনে পরিবেষ্টিতা। যথা—অতিশয় বৃহৎ বলিয়া বৃহদ্বন (১); মধুদৈত্য কদাচিৎ বাস করিতেন বলিয়া এবং তাহার বধলীলাস্থান বলিয়া মধুবন (২); তাল বৃক্ষ থাকার দরুণ এবং একটি লীলাবিশেষ স্থান বলিয়া তালবন (৩); সকলের কাম্য কামদেব কৃষ্ণের বিহারস্থলী বলিয়া কাম্যবন (৪); বহুলানাম্নী শ্রীহরির পত্নী বাস করেন বলিয়া বহুলা বন (৫); নিত্যপুষ্পিত বহু কুমুদ আছে বলিয়া এবং লীলাবিশেষ কৌতুকাবহ বলিয়া কুমুদ বন (৬); খদির বৃক্ষ আছে বলিয়া খদির বন (৭); ভদ্র নামক অনেক বৃক্ষ থাকা হেতু ভদ্রবন এবং শ্রীবলভদ্র কৃষ্ণের সহিত লীলাসহচর বলিয়া এই কৃষ্ণবনকেও ভদ্রবন বলা হয় (৮); ভাণ্ডীর নামে বটবৃক্ষ আছে বলিয়া ভাণ্ডীর বন (৯); শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান বলিয়া শ্রীবন (১০); লোহ নামক কোন অসুর তপস্যাবলে সিদ্ধি

লাভ করে বলিয়া ইহাকে লোহবন বলে (১১); আর বৃন্দার তপস্যাতে নির্ম্মিত বলিয়া এই বনের নাম বৃন্দাবন, এস্থান বৃন্দা নাম্নী লীলাখ্য মহাশক্তির প্রাদুর্ভাববিশেষরূপ (১২)। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব লীলার আস্পদ এই বৃন্দাবন ॥৩১॥

শ্রুতিঃ—তত্র তেষ্বেব গহনেষ্বেবং দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা নাগাঃ কিন্নরা গায়ন্তীতি নৃত্যন্তীতি ॥৩২॥

অন্বয়ানুবাদ—তত্র (সেই মথুরামণ্ডলে) তেষু গহনেষু (সেই দ্বাদশ বনমধ্যে) এবমেব (এইরূপ গোপালপুরী সেই পরব্রহ্মস্বরূপে আছে) [যেখানে] দেবাঃ মনুষ্যাঃ গন্ধর্ব্বা নাগাঃ কিন্নরাঃ গায়ন্তি ইতি নৃত্যন্তি ইতি (যেখানে দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও কিন্নরগণ গান করে ও নৃত্য করে, ইহা প্রসিদ্ধ) ॥৩২॥

অনুবাদ—সেই মথুরামণ্ডলে সেই দ্বাদশ বনমধ্যে দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও কিন্নরগণ গান করে ও নৃত্য করে ॥৩২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—তত্র তেষ্বেবেতি। তত্র মথুরাসমীপে তেষ্বেব দ্বাদশস্বপি এবম্বিধেষু প্রাগুক্তপ্রকারেষু গহনেষু দেবাঃ মনুষ্যাঃ গন্ধর্ব্বাঃ নাগাঃ কিন্নরাঃ ইতি প্রসিদ্ধং গায়ন্তি প্রসিদ্ধং নৃত্যন্তীতি ॥৩২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তত্র তেষ্বেব ইতি, তত্র—সেই মথুরা-সমীপে এইপ্রকার বারটি বনমধ্যেই দেবগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, নাগগণ ও কিন্নরগণ প্রসিদ্ধরূপে গান করেন, প্রসিদ্ধরূপে নৃত্য করেন ॥৩২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র তেষ্বেবেতি তত্র মথুরামণ্ডলে তেষু গহনেষ্বেবমেব পুরী তদ্ব্রহ্মস্বরূপেণ নিত্যধামত্বমেব জ্ঞেয়মিতি শেষঃ। দেবা ইতি যত্র দেবাদয়স্তৎপরিকরা গায়ন্তীতি গানং কুর্ব্বন্তি নৃত্যন্তীতি নৃত্যাদিকং

কুর্ব্বন্তি। যথোক্তং বৃহদ্গৌতমীয়ে। 'যত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।' ইতিশব্দৌ হি প্রকারার্থে ৷ ॥৩২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তত্র তেষেব ইতি, তত্র সেই মথুরামণ্ডলে 'তেষু গহনেষু' সেই সকল বনমধ্যে 'এবমেব' পুরী— এইপ্রকারে ব্রহ্মস্বরূপে গোপালপুরী বর্ত্তমান, ইহাতে বুঝিবে যে, ইহা নিত্যধাম। জ্ঞেয়ম্ এই পদটি যোজনীয়। দেবা ইতি—যত্র— যেখানে দেবাদি—সেই ভগবান্ গোপালের পারিষদবর্গ, গায়ন্তি অর্থাৎ গান করিয়া থাকেন, নৃত্যন্তি ইতি এবং নৃত্য প্রভৃতিও করিয়া থাকেন। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে সেইরূপ কথিত আছে, যথা— 'যত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ' যে মথুরামণ্ডলে দেবতা এবং অন্যান্য প্রাণিগণ সূক্ষ্মরূপ ধরিয়া বর্ত্তমান। গায়ন্তি ইতি, নৃত্যন্তি ইতি—এই দুইটি ইতি শব্দ প্রকারার্থে অর্থাৎ এই- প্রকার মথুরামণ্ডল যাহা দেবাদিগণের গীতস্থান, যাহা তাঁহাদের নৃত্যস্থান ॥৩২॥

তত্ত্বকণা—সেই মথুরামণ্ডলে দ্বাদশ বনমধ্যে এইপ্রকার গোপাল- পুরী নিত্যধামরূপে বর্ত্তমান, ইহাই জানিতে হইবে। যেখানে দেবগণ অর্থাৎ ভগবৎ পরিকরগণ গান ও নৃত্যাদি করিয়া থাকেন। দেবগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, নাগগণ ও কিন্নরগণ সর্ব্বদা নৃত্যগীতপরায়ণ।

বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্রেও পাওয়া যায়,—

দেবতাগণ, ভূতসমূহ সূক্ষ্মরূপে যেখানে অবস্থান করেন ॥৩২॥

শ্রুতিঃ—তত্র দ্বাদশাদিত্যা একাদশ রুদ্রা অষ্টৌ বসবঃ সপ্ত-
মুনয়ো ব্রহ্মা নারদশ্চ পঞ্চ বিনায়কা বীরেশ্বরো
রুদ্রেশ্বরো অম্বিকেশ্বরো গণেশ্বরো নীলকণ্ঠেশ্বরো
বিশ্বেশ্বরো গোপালেশ্বরো ভদ্রেশ্বরঃ অন্যানি
লিঙ্গানি চতুর্বিংশতির্ভবন্তি ॥৩৩॥

অন্বয়ানুবাদ—তত্র দ্বাদশাদিত্যাঃ (সেই দ্বাদশ বনে আবার দ্বাদশ আদিত্য) একাদশ রুদ্রা (এগারটি রুদ্র) অষ্টৌ বসবঃ (আটটি বসু) সপ্ত মুনয়ঃ (সাত মুনি) ব্রহ্মা নারদশ্চ (ব্রহ্মা ও নারদ) পঞ্চ বিনায়কাঃ (পাঁচ বিনায়ক) বীরেশ্বরঃ রুদ্রেশ্বরঃ অম্বিকেশ্বরঃ গণেশ্বরঃ নীলকণ্ঠেশ্বরঃ বিশ্বেশ্বরঃ গোপালেশ্বরঃ ভদ্রেশ্বরঃ অন্যানি লিঙ্গানি চতুর্বিংশতির্ভবন্তি (বিরেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ এবং রুদ্রেশ্বর, অম্বিকেশ্বর, গণেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, গোপালেশ্বর, ভদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ এবং আরও চব্বিশটি লিঙ্গ আছেন) ॥৩৩॥

অনুবাদ—সেই দ্বাদশ বন-মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, যথা—বরুণ (১), সূর্য্য (২), বেদাঙ্গ (৩), ভানু (৪), ইন্দ্র (৫), রবি (৬), গভস্তিমান্ (৭), যম (৮), হিরণ্যরেতাঃ (৯), দিবাকর (১০), মিত্র (১১), বিষ্ণু (১২)। একাদশ সংখ্যক রুদ্র, যথা—বীরভদ্র (১), শম্ভু (২), গিরীশ (৩), অজৈকপাদ্ (৪), অহিব্রধ্ন (৫), পিনাকী (৬), ভুবনাধীশ্বর (৭), কপালী (৮), দিক্‌পতি (৯), স্থাণু (১০), ভগ (১১)। অষ্টবসু, যথা—ধ্রুব (১), ধর (২), সোম (৩), আপ (৪), অনিল (৫), অনল (৬), প্রত্যূষ (৭), প্রভাব (৮)। সপ্তর্ষি, যথা—কশ্যপ (১), অত্রি (২), ভরদ্বাজ (৩), বিশ্বামিত্র (৪), গৌতম (৫), জমদগ্নি (৬), বশিষ্ঠ (৭) এবং ব্রহ্মা, নারদ, পাঁচটি বিনায়ক, যথা—মোদ (১), প্রমোদ (২), আমোদ (৩), সুমুখ (৪), দুর্ম্মুখ (৫), আর বীরে-

শ্বরাদি অষ্ট শিবলিঙ্গ, যথা—বীরেশ্বর (১), রুদ্রেশ্বর (২), অম্বিকেশ্বর (৩), গণেশ্বর (৪), নীলকণ্ঠেশ্বর (৫), বিশ্বেশ্বর (৬), গোপালেশ্বর (৭), ভদ্রেশ্বর (৮), এতদ্ভিন্ন আরও চব্বিশটি শিবলিঙ্গ তথায় বর্ত্তমান ॥৩৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—তত্র তেষু দ্বাদশসু অপি বনেষু দ্বাদশাদিত্যা ইতি। বরুণঃ (১) সূর্য্যঃ (২) বেদাঙ্গঃ (৩) ভানুঃ (৪) ইন্দ্রঃ (৫) রবিঃ (৬) গভস্তিমান্ (৭) যমঃ (৮) হিরণ্যরেতাঃ (৯) দিবাকরঃ (১০) মিত্রঃ (১১) বিষ্ণু (১২)।

একাদশ রুদ্রা ইতি।

"বীরভদ্রশ্চ শম্ভুশ্চ গিরিশশ্চ তৃতীয়কঃ।
অজৈকপাদহিব্রধ্নঃ পিনাকী চ তথাপরঃ॥
ভুবনাধীশ্বরশ্চৈব কপালী চ দিশাং পতিঃ।
স্থাণুর্ভগ ইতি প্রোক্তা রুদ্রা একাদশাভুতাঃ॥

অষ্টৌ বসব ইতি।

"ধ্রুবো ধরশ্চ সোমঃ স্যাদাপশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাবশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

সপ্ত মুনয় ইতি—

"কশ্যপোঽত্রির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
জমদগ্নির্বশিষ্ঠশ্চ সপ্তৈতে মুনয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

ব্রহ্মা নারদশ্চ। পঞ্চ বিনায়কাঃ—মোদঃ (১) প্রমোদঃ (২) আমোদঃ (৩) সুমুখঃ (৪) দুর্ম্মুখঃ (৫) তথা ইতি প্রোক্তাঃ। বীরেশ্বরঃ (১) রুদ্রেশ্বরঃ (২) অম্বিকেশ্বরঃ (৩) গণেশ্বরঃ (৪) নীল-কণ্ঠেশ্বরঃ (৫) বিশ্বেশ্বরঃ (৬) গোপালেশ্বরঃ (৭) ভদ্রেশ্বরঃ (৮) ইতি অষ্টৌ লিঙ্গানি। তথা অন্যানি চতুর্বিংশতির্লিঙ্গানি ভবন্তি ॥৩৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তত্রেতি—সেই দ্বাদশ বনমধ্যে আবার দ্বাদশ আদিত্য আছেন, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, সপ্তমুনি,

পঞ্চ বিনায়ক, বীরেশ্বরাদি অষ্টলিঙ্গ এবং অন্যান্য চতুর্বিংশতি সংখ্যক লিঙ্গ আছেন।

সেই মথুরামণ্ডলে দ্বাদশ বনমধ্যেও দ্বাদশ আদিত্য, যথা—বরুণ, (১) সূর্য্য (২) বেদাঙ্গ (৩) ভানু (৪) ইন্দ্র (৫) রবি (৬) গভস্তিমান্ (৭) যম (৮) হিরণ্যরেতাঃ (৯) দিবাকর (১০) মিত্র (১১) বিষ্ণু (১২)। একাদশ রুদ্র, যথা—বীরভদ্র (১) শম্ভু (২) গিরীশ (৩) অজৈকপাদ্ (৪) অহির্ব্রধ্ন (৫), অপর একটি পিনাকী (৬) ভুবনাধীশ্বর (ভুবনেশ্বর) (৭) কপালী (৮) দিশাংপতি (দিক্-পতি) (৯) স্থাণু (১০) ও ভগ (১১) এই এগারটি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন রুদ্র। অষ্ট বসু, যথা—ধ্রুব (১) ধর (২) সোম (৩) আপ (৪) অনিল (৫) অনল (৬) প্রত্যূষ (৭) প্রভাব (৮)—ইঁহারা অষ্ট বসু বলিয়া অভিহিত। সপ্ত মুনি, যথা—কশ্যপ (১) অত্রি (২) ভরদ্বাজ (৩) বিশ্বামিত্র (৪) গৌতম (৫) জমদগ্নি (৬) ও বশিষ্ঠ (৭)—এই সাতটি মুনি কথিত আছেন। পরে ব্রহ্মা ও নারদ, তৎপরে পাঁচটি বিনায়ক, যথা—মোদ (১) প্রমোদ (২) আমোদ (৩) সুমুখ (৪) দুর্ম্মুখ (৫)—এই পাঁচটি বিনায়ক কথিত। তৎপরে আটটি শিব-লিঙ্গ, যথা—বীরেশ্বর (১) রুদ্রেশ্বর (২) অম্বিকেশ্বর (৩) গণেশ্বর (৪) নীলকণ্ঠেশ্বর (৫) বিশ্বেশ্বর (৬) গোপালেশ্বর (৭) ভদ্রেশ্বর (৮)। এইরূপ আরও চব্বিশটি লিঙ্গ আছেন ॥৩৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অন্যাংশ্চ কাংশ্চিদ্গণয়তি তত্রেত্যাদিনা বিনায়কা ইত্যন্তেন॥ তত্র লিঙ্গরূপাণি রুদ্রাধিষ্ঠানানি চ তান্যেব বর্ত্তন্ত ইত্যাহ বীরেশ্বর ইত্যাদিনা ভবন্তীত্যন্তেন। অত্র বীরেশ্বর ইত্যা-দ্যষ্টৌ গণয়িত্বাহ অন্যানীতি ইত্যাদীনীত্যর্থঃ ॥৩৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অন্যাংশ্চ কাংশ্চিদ্গণয়তি—আরও অন্য কতকগুলি গণনা করিয়া তাহাদের নাম বলিতেছেন—

তত্র ইত্যাদি বিনায়কা ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা। তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী যাঁহারা রুদ্রের অধিষ্ঠান তাঁহারাও আছেন, ইহাই বীরেশ্বর ইত্যাদি হইতে ভবন্তি ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা। এখানে বীরেশ্বর প্রভৃতি আটটির নাম গণনা করিবার পর অন্যানি অর্থাৎ অন্য চব্বিশটি বলিতেছেন ॥৩৩॥

তত্ত্বকণা—সেই মথুরা-মণ্ডলের দ্বাদশ বনমধ্যে বরুণ, সূর্য্য, বেদাঙ্গ, ভানু, ইন্দ্র, রবি, গভস্তিমান্, যম, হিরণ্যরেতা, দিবাকর, মিত্র ও বিষ্ণু নামধারী দ্বাদশাদিত্য বাস করেন। বীরভদ্র, শম্ভু, গিরীশ, অজৈকপাদ্, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ভুবনেশ্বর, কপালী, দিক্পতি, স্থানু ও ভগ—এই একাদশ রুদ্র নিরন্তর মথুরাতে বাস করিয়া থাকেন। আর ধ্রুব, ধর, সোম, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাব—এই অষ্টবসুও মথুরামণ্ডলে অবস্থান করেন; এবং কশ্যপ, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি এই সপ্ত ঋষি তথায় বাস করেন এবং ব্রহ্মা ও নারদ, আর মোদ, প্রমোদ, আমোদ, সুমুখ এবং দুর্ম্মুখ প্রভৃতি পঞ্চ বিনায়ক; বীরেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, অম্বিকেশ্বর, গণেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর বিশ্বেশ্বর, গোপালেশ্বর ও ভদ্রেশ্বর—এই অষ্টলিঙ্গও তথায় বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত চতুর্ব্বিংশতি লিঙ্গও সেই মথুরামণ্ডলে নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকেন ॥৩৩॥

শ্রুতিঃ—দ্বে বনে স্তঃ কৃষ্ণবনং ভদ্রবনং তয়োরন্তর্দ্বাদশ-
বনানি পুণ্যানি পুণ্যতমানি তেষ্বেব দেবাস্তিষ্ঠন্তি
সিদ্ধাঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[পুনরায় সেই বনগুলিকে সামান্যের মধ্যে ও বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন] দ্বে বনে স্তঃ কৃষ্ণবনং ভদ্রবনং (কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন নামে দুইটি বন আছে) তয়োঃ অন্তঃ

(তাহাদের মধ্যে) দ্বাদশ বনানি পুণ্যানি [কানিচিৎ] পুণ্যতমানি (কতিপয় বন পবিত্র ও কতিপয় অতিপবিত্র) তেষু এব দেবাঃ তিষ্ঠন্তি (তাহাদের মধ্যেই আদিত্যাদি দেবগণ বাস করেন) সিদ্ধাঃ (নিত্যসিদ্ধ গোপাদিরূপ) সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ (সিদ্ধিপ্রাপ্ত কৃষ্ণপরিকর ও অন্যান্য সাধকশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট চন্দ্রধ্বজাদি) ॥৩৪॥

অনুবাদ—সেই দ্বাদশ বনের আশ্রয় কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন নামে দুইটি বন আছে। সেই দুইটির মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পবিত্র আর কতিপয় বন পবিত্রতম, সেই সমস্ত বনমধ্যে সিদ্ধ নামক দেবতা থাকেন ও নিত্যসিদ্ধ গোপরূপ এবং যাঁহারা সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত ॥৩৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—দ্বে বনে ইতি। দ্বে বনে স্তঃ বর্ত্তেতে একং কৃষ্ণবনম্। দ্বিতীয়ং ভদ্রবনং তয়োঃ-দ্বয়োর্বনয়োঃ অন্তর্মধ্যে দ্বাদশ বনানি ভবন্তি। কানিচিৎ পুণ্যানি কানিচিৎ পুণ্যতমানি তেষু সমস্তেষু অপি সিদ্ধাঃ জাতিবিশেষাঃ দেবাঃ তিষ্ঠন্তি। কীদৃশাঃ সিদ্ধাঃ দেবাঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ ॥৩৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—দ্বে বনে ইত্যাদি দুইটি বন আছে—তন্মধ্যে একটির নাম কৃষ্ণবন, দ্বিতীয় ভদ্রবন, সেই দুইটি বনের মধ্যে বারটি বন আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি পবিত্র আর কতিপয় বন পুণ্যতম (অধিক পবিত্র) সেই সমস্ত বনের মধ্যেও সিদ্ধগণ, দেবযোনিবিশেষ দেবতারা বাস করেন। কি প্রকার সিদ্ধদেব অর্থাৎ যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥৩৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—পুনর্বনান্যেব সামান্যবিশেষত্বেন বোধয়ন্ সোপলক্ষিত-পূর্ব্বোক্তনিত্যদেবাদীনাং স্থিতিমনুবদন্ সাধনসিদ্ধানামপি তেষাং

তাং কথয়তি দ্বে বনে ইত্যাদিনা সিদ্ধিং প্রাপ্তা ইত্যন্তেন। তয়োর্দ্বয়োরন্তরমিতি। ভদ্রবনান্তশ্চতুর্থানি চত্বারি ভদ্র শ্রী লোহ বৃহৎ সংজ্ঞানি। কৃষ্ণবনান্তরাণ্যষ্টৌ তেষু কানিচিৎ পুণ্যানি কানিচিৎ পুণ্যতমানি। দেবা আদিত্যাদয়ঃ। সিদ্ধা নিত্যসিদ্ধা গোপাদিরূপাঃ। শ্রীকৃষ্ণপরিকরাঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তাশ্চান্যসাধকবরাস্তদন্তঃপ্রবিষ্টাশ্চন্দ্রধ্বজাদয়ঃ ॥৩৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—পুনর্বনান্তেব ইতি—আবার সেই বনগুলিকেই সামান্য ও বিশেষরূপে বুঝাইতে পূর্ব্বোক্ত উপলক্ষিতগণের সহিত নিত্যদেবপ্রভৃতির স্থিতি-বলিয়া সাধনায় সিদ্ধগণেরও স্থিতি বলিতেছেন—'দ্বে বনে' ইত্যাদি হইতে 'সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ' এই পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা, তয়োঃ—সেই দুই বনের মধ্যে, প্রথমতঃ ভদ্রবনের মধ্যে, চতুর্থানি—চারিটি যথা—ভদ্রবন, শ্রীবন, লোহবন ও বৃহদ্বন নামক বন, আর কৃষ্ণবনের মধ্যে অবশিষ্ট আটটি বন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্যবন আর কতিপয় পুণ্যতম বন। দেবাঃ—আদিত্যাদি দেবগণ, সিদ্ধাঃ—নিত্যসিদ্ধ গোপাদিরূপধারী, আর যাঁহারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের পারিষদবর্গ; এবং অপরাপর সাধকশ্রেষ্ঠ তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট চন্দ্রধ্বজ রাজা প্রভৃতি ॥৩৪॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত মথুরামণ্ডলে কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন-নামে যে দুইটি বন আছে, তাহার মধ্যেই দ্বাদশ বন বিরাজিত। ভদ্রবনের মধ্যে চারিটি বন, যথা—ভদ্র, শ্রী, লোহ ও বৃহৎ। কৃষ্ণবনের মধ্যে বাকী আটটি বন আছে। ইহাদের মধ্যে কতিপয় পুণ্যপ্রদ এবং কতিপয় পুণ্যতম অর্থাৎ অতিশয় পুণ্য প্রদান করে। এই সকল বনে আদিত্যাদি দেবগণ বাস করেন। নিত্যসিদ্ধ গোপরূপধারী ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত কৃষ্ণপরিকর এবং সাধকপ্রবরগণ ও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট চন্দ্রধ্বজাদি ॥৩৪॥

শ্রুতিঃ—তত্র হি রামস্য রামমূর্ত্তিঃ প্রদ্যুম্নস্য প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি-রনিরুদ্ধস্যানিরুদ্ধমূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[এ-বিষয়ে কারণ-কথন-প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ অবতার-বিষয়ে বলিতেছেন] তত্র হি (সেই সকল বনে) রামস্য (বলদেবের) রামমূর্ত্তিঃ (বলরাম নামক মূর্ত্তি) প্রদ্যুম্নস্য প্রদ্যুম্নাখ্যা মূর্ত্তিঃ (প্রদ্যুম্নের প্রদ্যুম্ন-নামে মূর্ত্তি) অনিরুদ্ধস্য অনিরুদ্ধাখ্যা মূর্ত্তিঃ (অনিরুদ্ধের অনিরুদ্ধ-সংজ্ঞক মূর্ত্তি) কৃষ্ণস্য কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ (কৃষ্ণের কৃষ্ণাখ্যা মূর্ত্তি আছে) ॥৩৫॥

অনুবাদ—সেই সকল বনে বলরামের রাম নামক মূর্ত্তি, প্রদ্যুম্নের প্রদ্যুম্ন-সংজ্ঞক মূর্ত্তি, অনিরুদ্ধের অনিরুদ্ধ নামে মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণাখ্যমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছেন ॥৩৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অত্র হেতুং বদন্নেব শ্রেষ্ঠাবতারমাহ তত্র হীতি। হি যস্মাৎ তত্র তেষু রামস্য বলদেবস্য রামাখ্যা মূর্ত্তিঃ প্রদ্যুম্নস্য প্রদ্যুম্নাখ্যা মূর্ত্তিঃ অনিরুদ্ধস্য অনিরুদ্ধাখ্যা মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাখ্যা মূর্ত্তিঃ অস্তীত্যর্থঃ ॥৩৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—অত্র হেতুমিত্যাদি—এবিষয়ে কারণ দেখাইতে, তৎপ্রসঙ্গেই শ্রেষ্ঠ-অবতার-সম্বন্ধে বলিতেছেন। তত্র হি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। হি—যেহেতু, তত্র—সেই সকল বনে; রামস্য—বলদেবের, রাম নামক মূর্ত্তি, প্রদ্যুম্নের প্রদ্যুম্ন নামক মূর্ত্তি, অনিরুদ্ধের অনিরুদ্ধ সংজ্ঞক মূর্ত্তি, কৃষ্ণের কৃষ্ণাখ্যমূর্ত্তি আছে ॥৩৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—চতুর্ব্যূহাত্মকস্য শ্রীভগবতোঽপি তত্র নিত্যস্থিতিং দর্শয়তি। তত্রেত্যাদিনা কৃষ্ণমূর্ত্তিরিত্যন্তেন। তত্রেতি তস্যাং পূর্য্যাং তেষু বনেষু চেত্যর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। রামমূর্ত্তিরিতি রামাখ্যা যা

মূর্ত্তিঃ সৈব ন তু শেষাদ্যাখ্যেত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি। স্থিতিস্তেষাং যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ম্। ন তু সর্ব্বেষাং সর্ব্বত্র। শ্রীমথুরাদৌ চতুর্ণামপি শ্রীবৃন্দাবনাদৌ রামকৃষ্ণয়োরেব যুক্তত্বাৎ ॥৩৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—চতুর্ব্ব্যূহাত্মকস্যেতি—চারিটি ব্যূহ লইয়া শ্রীভগবান্ গোপালেরও তথায় নিত্য স্থিতি দেখাইতেছেন—তত্র ইত্যাদি হইতে কৃষ্ণ মূর্ত্তি ইত্যন্ত বাক্য দ্বারা। তত্র—সেই পুরীতে ও সেই সকল বনে, হি—প্রসিদ্ধি-অর্থে, রামমূর্ত্তিরিতি রামাখ্য যে মূর্ত্তি তাহাই, কিন্তু শেষ প্রভৃতি সংজ্ঞক নহে। এইরূপ প্রদ্যুম্নাদি বিষয়েও জানিবে। তাঁহাদের স্থিতিও সম্ভব মত জ্ঞাতব্য। নতুবা তাঁহাদের সকল স্থানে সকলের স্থিতি নহে। শ্রীমথুরা প্রভৃতিতেও চারিটি মূর্ত্তির আর শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতিতে কেবল কৃষ্ণ ও বলরামের স্থিতির যুক্তত্ব হেতু ॥৩৫॥

তত্ত্বকণা—উক্ত মথুরামণ্ডলে চতুর্ব্ব্যূহাত্মক শ্রীভগবানেরও নিত্য-স্থিতি। মথুরাতে চতুর্ব্ব্যূহের লীলা এবং শ্রীবৃন্দাবনে বলরাম ও কৃষ্ণের লীলা। কোথায়ও রামমূর্ত্তি বলরামাখ্যা মূর্ত্তি, কিন্তু শেষাখ্য-মূর্ত্তি নহে, পুরী ও বনে সর্ব্বত্র সকলের লীলা-স্থিতি নাই বুঝিতে হইবে। বলরামের যেমন রামাখ্য-মূর্ত্তি, প্রদ্যুম্নের সেইরূপ প্রদ্যুম্ন-নামক মূর্ত্তি, আর অনিরুদ্ধের অনিরুদ্ধ-সংজ্ঞক এবং কৃষ্ণের কৃষ্ণাখ্য-মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাদের যেখানে যে লীলার স্থিতি সম্ভব। শ্রীবৃন্দাবনাদিতে কৃষ্ণ ও বলরামের লীলারই যুক্তত্বহেতু স্থিতি আর মথুরাদিতে চতুর্ব্ব্যূহের স্থিতি ও লীলা ॥৩৫॥

শ্রুতিঃ—বনেষ্বেবং মথুরাস্বেবং দ্বাদশমূর্ত্তয়ো ভবন্তি ॥৩৬॥

অন্বয়ানুবাদ—বনেষু এবং মথুরাসু এবং (যেমন বনগুলির মধ্যে তেমন মথুরামণ্ডলেও) দ্বাদশমূর্ত্তয়ঃ ভবন্তি (বারটি মূর্ত্তি আছে) ॥৩৬॥

অনুবাদ—যেপ্রকার দ্বাদশ বনমধ্যে সেইপ্রকার মথুরা প্রদেশেও দ্বাদশ মূর্ত্তি আছেন। যথা—রৌদ্রী (১), ব্রাহ্মী (২), দৈবী (৩), মানবী (৪), বিঘ্ননাশিনী (৫), কাম্যা (৬), আর্ষী (৭), গান্ধর্ব্বী (৮), গৌঃ (৯), অন্তর্ধানস্থা (১০), স্বপদঙ্গতা (১১), ভূমিষ্ঠা (১২) ॥৩৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এবম্প্রকারাঃ তেষ্বেব বনেষু তথা এবম্প্রকারাঃ মথুরাসু মথুরাপ্রদেশেষু দ্বাদশমূর্ত্তয়ঃ। রৌদ্রী (১) ব্রাহ্মী (২) দৈবী (৩) মানবী (৪) বিঘ্ননাশিনী (৫) কাম্যা (৬) আর্ষী (৭) গান্ধর্ব্বী (৮) গৌঃ (৯) অন্তর্দ্ধানস্থা (১০) স্বপদঙ্গতা (১১) ভূমিষ্ঠা (১২) ॥৩৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এবম্প্রকারাঃ ইত্যাদি সেই সকল বনে যে প্রকার, সেই প্রকার মথুরাপ্রদেশে দ্বাদশটি মূর্ত্তি আছে। যথা—রৌদ্রী (১) ব্রাহ্মী (২) দৈবী (৩) মানবী (৪) বিঘ্ননাশিনী (৫) কাম্যা (৬) আর্ষী (৭) গান্ধর্ব্বী (৮) গৌঃ (৯) অন্তর্দ্ধানস্থা (১০) স্বপদঙ্গতা (১১) ভূমিষ্ঠা (১২) ॥৩৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—মল্লানামশনিরিত্যাদিবদ্রুদ্রাদীনাং ভেদাভেদেন তত্রৈব দ্বাদশধা স্ফুরন্তীত্যাহ বনেষ্বেবমিতি। এবং প্রকারাঃ তেষু বনেষু তথা এবম্প্রকারা মথুরাসু মথুরাপ্রদেশেষু দ্বাদশমূর্ত্তয়ো ভবন্তি ॥৩৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—'মল্লানামশনির্ন্ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্। গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ' (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)। যখন অগ্রজ বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন তখন শৃঙ্গারাদি দ্বাদশ রসের বিষয় স্বয়ং ভগবান্‌কে বিভিন্ন রসমূর্ত্তিতে বিভিন্ন লোক দেখিল, যথা—মল্লগণ তাঁহাকে বজ্র মনে করিল, (ইহাতে রৌদ্ররস স্ফূর্ত্তি), মনুষ্যদের মধ্যে নরশ্রেষ্ঠ (অদ্ভুতরস),

স্ত্রীগণের পক্ষে মূর্ত্তিমান্ কামস্বরূপ—ইহাতে (উজ্জ্বলরস), গোপগণের পক্ষে স্বজন—ইহাতে (সখ্য ও হাস্যরস), অসৎ রাজাদের দণ্ডবিধাতা (রৌদ্ররসাভাস), নিজ পিতামাতার কাছে তিনি শিশু (বাৎসল্য ও করুণরস), কংসের পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ (ভয়ানকরসাভাস), অজ্ঞদের পক্ষে বিরাট্ পুরুষ (বীভৎসরসাভাস), যোগীদের নিকট পরমব্রহ্ম (শান্তরস), যাদবদিগের পরমদেবতা (দাস্যরস)—এই একটি শ্লোকে—সম্পস্থিত দশবিধ লোকের মধ্যে চারিপ্রকার বিমুখলোকে 'রসাভাস' এবং ছয় প্রকার লোকে অষ্টবিধ রসাস্বাদন প্রকাশ পাইয়াছে, আর রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত তাঁহার ভেদাভেদে দ্বাদশ মূর্ত্তি তথায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাই 'বনেষেবম্' ইত্যাদি বাক্যে দেখাইতেছেন। এবংপ্রকার, তেষু—সেই সকল বনে, তথা—এই প্রকার, মথুরা-প্রদেশে বারটি মূর্ত্তি আছে ॥৩৬॥

তত্ত্বকণা—যেরূপ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বনে উপরিউক্ত মূর্ত্তিসমূহ আছেন, সেইরূপ মথুরাতে রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, দৈবী, মানবী, বিঘ্ননাশিনী, কাম্যা, আর্ষী, গান্ধর্ব্বী, গো-শক্তি, অন্তর্ধানস্থা, স্বপদগতা ও ভূমিষ্ঠা —এই দ্বাদশ মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন।

শ্রীল-চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"মল্লানামশনিঃ" এই শ্লোক-বর্ণিত বিভিন্ন লোকের অধিকারানুযায়ী বিভিন্নরূপে প্রতীতিবৎ ভেদাভেদ-রূপে রুদ্রাদিরও দ্বাদশ প্রকারে স্ফুরণ হইয়া থাকে। যেরূপ দ্বাদশ বনমধ্যে দ্বাদশমূর্ত্তি, সেইরূপ মথুরা-প্রদেশেও দ্বাদশ মূর্ত্তি আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ॥
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্।
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥" (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল-চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"অথ তত্র রঙ্গভূমৌ স্থিতেষু নানাবিধজনসমুদায়েষু শ্রুতিপ্রথিত-মহারসস্বরূপঃ স্বয়ং ভগবানমন্তঃকরুণাস্বরূপমেব স্ফুরতিস্মেতি বদন্নয়মেব সর্ব্বোপনিষৎসারার্থো মূর্ত্ত ইতি সাক্ষাদিব দর্শয়তি মল্লানাং পর্ব্বতোপশরীরাণাং চাণূরাদীনাং অশনিরিব বিদিতোঽ-ভূদিত্যেবমেব সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। ক্বচিৎ তৃতীয়ার্থে ক্বচিৎ সম্বন্ধে চ ষষ্ঠ্যঃ। অতিসুকুমার-সুশীতল-সুমধুরাঙ্গোঽপি স পর্ব্বতৈর্মহাকঠোর-সুসন্তাপক-কটুতরাঙ্গো বজ্র ইব মল্লৈর্দ্বেষ-দুষ্টান্তঃকরণৈরনুভূতঃ পিত্তদূষিত-রসনৈর্মৎস্যাণ্ডিকাপিণ্ড ইবাতিতিক্ত ইতি তৈস্তৎসবাসনৈস্তত্রত্যৈঃ সভ্যৈরপি দৃষ্ট্বাপি ভগবতঃ স্বরূপং নাস্বাদিতমিতি তেষু রসাভাস এব ন তু রসঃ। নৃণাং মাথুরাণাং দ্বেষাদিরাহিত্যাদুৎপত্ত্যৈব প্রেম-সামান্যবতাং নরবরঃ নরেষ্বসাধারণৈরতিচমৎকারকরূপগুণলীলাদিভিঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তৈঃ, শুদ্ধসত্ত্বময়ান্তঃকরণৈস্তস্য নরবরত্বং স্বরূপমেবাস্বা-দিতমিতি তেষু বিস্ময়রসঃ। স্ত্রীণাং জনন্যাদিব্যতিরিক্তানাং যুবতী-নাং স্মর ইতি কৃষ্ণবিষয়ককামস্য প্রাকৃতত্বাভাবাৎ তাসাং মাথুরত্বেন প্রেমবত্ত্বাত্তাভিস্তস্য সাক্ষান্মন্মথমন্মথত্বং স্বরূপমেবাস্বাদিতমিতি তাসূ-জ্জ্বলো রসঃ। অত্রৈব মূর্ত্তিমানিতি বিশেষণোপন্যাসেনাস্যৈব স্বরূপস্যা-ঙ্গিত্বং ধ্বনিতং, গোপানাং স্বজন ইতি তৈরপি স্বরূপমাস্বাদিতং যতো গোপমিত্রত্বং খলু তস্য স্বরূপমেব ইতি তেষু সখ্যরসো হাস্যরসশ্চ। অসতামসাধূনাং ক্ষিতিভূজাং শ্লেষেণ সজ্জনবতীং পৃথিবীং গ্রসতামিব ভক্তাপরাধিনাং তেষাং শাস্তা অন্তকঃ ইত্যন্তকত্বং সর্ব্ব-সুহৃদঃ সর্ব্বানন্দকস্য কৃষ্ণস্য ন স্বরূপমত স্তৈর্মল্লৈরিব তন্নাস্বাদিত-মিতি তেষু রৌদ্ররসাভাস এব। স্বপিত্রোর্নন্দবসুদেবয়োর্বসুদেবদেব-ক্যো-র্বা শিশুরিতি তাভ্যাঞ্চ স্বরূপমাস্বাদিতং যতো নন্দাত্মজত্বং বসুদেবাত্মজত্বঞ্চ তস্য স্বরূপমেবেতি। তত্র বাৎসল্যরসো বিজিষাং-

স্বশোকদর্শনাৎ করুণরসশ্চ। ভোজপতেঃ কংসস্য মৃত্যুরিতি মৃত্যুত্বং মাধুর্য্যসুধাবর্ষুকস্য কৃষ্ণস্য ন স্বরূপমতস্তেন তস্য তন্নাস্বাদিতমিতি তস্মিন্ ভয়ানকরসাভাসঃ। অবিদুষাং কংসপুরোহিতাদীনামপরাধিনাং বিরাড্ব্যষ্টিঃ প্রাকৃতো মনুষ্যঃ। হংহো অয়মেব কিং পরমেশ্বর ইত্যুচ্যতে ভ্রাস্তৈরয়স্ত্ব পারদারিকত্বেন গবাদিঘাতিত্বেন চ শ্রুতচরঃ, সংপ্রতি প্রাণ্যস্থিরক্তকলিলগাত্রো মনুষ্যেষ্বপ্যনাচারো ঘৃণাস্পদীভবত্যস্ম-ন্নেত্রানামিতি ব্যাহরৎসু মহাপাপিষ্ঠেষ্বাবেশাভাবাৎ কংসাদিভ্যোঽপ্যধ-মেষু মন্দভাগ্যেষু তেষু বীভৎসরসাভাসঃ; যোগিনাং সনকাদীনাং পরং তত্ত্বং মূর্ত্তং পরং ব্রহ্মেতি তস্য স্বরূপং তৈরাস্বাদিতমিতি তেষু শান্তরসঃ। বৃষ্ণীনাং পরদেবতা উপাস্যপরমেশ্বর ইতি তৎ-স্বরূপং তৈরাস্বাদিতমিতি তেষু দাস্যরস ইত্যেবং তত্র দশবিধেষু জনসমুদায়েষু চতুর্ণাং বিমুখত্বেন তদ্রসাস্বাদনাসামর্থ্যাৎ ষড়্ভিরষ্টৌ রসাঃ স্বাদিতা ইত্যতো "রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী"তি বৈ নিশ্চিতমেব সঃ শ্রীভাগবতীয়দশমস্কন্দদর্শিতায়াং মাথুররঙ্গভূমৌ প্রসিদ্ধঃ কৃষ্ণ এব রসঃ। তং রসং কৃষ্ণএবায়মানন্দময়োঽপি লব্ধ্বানন্দী আনন্দভূমবান্ ভবতীতি রসশ্রুতিরেবং ব্যাখ্যেয়া।" ॥৩৬॥

শ্রুতিঃ—একাং হি রুদ্রা যজন্তি, দ্বিতীয়াং হি ব্রহ্মা যজতি, তৃতীয়াং ব্রহ্মজা যজন্তি, চতুর্থীং মরুতো যজন্তি, পঞ্চমীং বিনায়কা যজন্তি, ষষ্ঠীং বসবো যজন্তি, সপ্তমীমৃষয়ো যজন্তি, অষ্টমীং গন্ধর্ব্বা যজন্তি, নবমীমপ্সরসো যজন্তি, দশমী বৈ হ্যন্তর্দ্ধানে তিষ্ঠতি, একাদশমেতি স্বপদং গত্বা, দ্বাদশমেতি ভূম্যাং তিষ্ঠতি ॥৩৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর দ্বাদশ মূর্ত্তির প্রত্যেকের উপাসক নির্দ্দেশ করিতেছেন] একাং হি রুদ্রা যজন্তি (একটি মূর্ত্তি রুদ্রগণ অর্চ্চন

করেন, এজন্য ইহার নাম রৌদ্রী) দ্বিতীয়া মূর্ত্তি ব্রহ্মা পূজা করিয়া থাকেন, সে-কারণ ইহার নাম ব্রাহ্মীমূর্ত্তি) তৃতীয়াং ব্রহ্মজা যজন্তি (সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ তৃতীয়া মূর্ত্তির উপাসনা করেন, এজন্য ইহা দৈবীমূর্ত্তি) চতুর্থীং মরুতো যজন্তি (চতুর্থী মূর্ত্তি মরুদ্গণ পূজা করেন, ইহা মারুতী মূর্ত্তি) পঞ্চমীং বিনায়কা যজন্তি (পঞ্চমী মূর্ত্তিকে বিনায়কগণ অর্চ্চন করেন, ইহা বৈনায়কী বা বিঘ্ননাশিনী মূর্ত্তি) ষষ্ঠীং বসবো যজন্তি (বসুগণ ষষ্ঠী মূর্ত্তির উপাসনা করেন, এজন্য ইহা বাসবী মূর্ত্তি) সপ্তমীমৃষয়ো যজন্তি (সপ্তমী মূর্ত্তির উপাসক ঋষিগণ, ইহা আর্ষীমূর্ত্তি) অষ্টমীং গন্ধর্ব্বা যজন্তি (গন্ধর্ব্বগণ অষ্টমী মূর্ত্তির যাজক, ইহা গান্ধর্ব্বী মূর্ত্তি) নবমীমপ্সরসো যজন্তি (অপ্সরাগণ নবমী মূর্ত্তির পূজক, ইহা গৌঃ) দশমী বৈ হি অন্তর্দ্ধানে তিষ্ঠতি (দশমী মূর্ত্তি গুপ্ত মূর্ত্তি, এইহেতু ইহা গুপ্তা মূর্ত্তি বা অন্তর্ধানগতা মূর্ত্তি, ইহার নাম অপ্রকাশিনী) একাদশমেতি স্বপদংগতা (স্বপদঙ্গতা অর্থাৎ আকাশগতা মূর্ত্তি একাদশ সংখ্যা প্রাপ্ত) দ্বাদশমেতি ভূম্যাং তিষ্ঠতি (দ্বাদশী মূর্ত্তি ভূমিস্থিত)। ইহাদের নামকরণ পরে অষ্টসপ্ততিতম শ্রুতিতে কথিত হইবে ॥৩৭॥

অনুবাদ—উক্ত দ্বাদশ মূর্ত্তির প্রত্যেকের ভিন্ন উপাসক আছেন, তন্মধ্যে একটি মূর্ত্তির রুদ্রগণ পূজা করেন, দ্বিতীয় মূর্ত্তির উপাসক ব্রহ্মা, তৃতীয়া মূর্ত্তির সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ, চতুর্থ মূর্ত্তির মরুদ্গণ উপাসক, পঞ্চমী মূর্ত্তিকে বিনায়কগণ, ষষ্ঠী মূর্ত্তিকে বসুগণ, সপ্তমী মূর্ত্তিকে ঋষিগণ, অষ্টমী মূর্ত্তিকে গন্ধর্ব্বগণ, নবমী মূর্ত্তিকে অপ্সরাগণ পূজা করেন। দশমী মূর্ত্তি স্বয়ং গুপ্তা হইয়া আছেন, একাদশী মূর্ত্তি নিজপদ (বিষ্ণুপদ) আকাশগতা, দ্বাদশী মূর্ত্তি ভূমিতে থাকেন ॥৩৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—দ্বাদশমূর্ত্তীনাং প্রত্যেকমুপাসকানাহ। একাং হি রুদ্রা যজন্তি। দ্বিতীয়াং ব্রহ্মা যজতি। তৃতীয়াং ব্রহ্মজাঃ সনৎ-কুমারাদয়ঃ যজন্তি। চতুর্থীং মরুতঃ মরুদ্গণাঃ যজন্তি। পঞ্চমীং বিনায়কা যজন্তি। ষষ্ঠীং বসবো যজন্তি। সপ্তমীমৃষয়ো যজন্তি। অষ্টমীং গন্ধর্ব্বা যজন্তি। নবমীমপ্সরসো যজন্তি। দশমী বৈ অন্তর্দ্ধানে তিষ্ঠতি গুপ্তা তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ। একাদশমেতি যা প্রসিদ্ধা সা স্বপদং বিষ্ণুপদং আকাশাখ্যং গতা প্রাপ্তা। দ্বাদশমেতি যা প্রসিদ্ধা সা ভূম্যাং তিষ্ঠতি ॥৩৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—দ্বাদশ মূর্ত্তিসমূহের প্রত্যেকের উপাসক বর্ণন করিতেছেন। একটি মূর্ত্তি রুদ্রগণ পূজা করেন, দ্বিতীয়া মূর্ত্তিকে ব্রহ্মা অর্চ্চন করেন, ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার প্রভৃতি মুনিগণ তৃতীয়া মূর্ত্তির পূজক, চতুর্থী মূর্ত্তির মরুদ্গণ (দেবগণ) অর্চ্চক, বিনায়কগণ পঞ্চমী মূর্ত্তির উপাসক, বসুগণ ষষ্ঠী মূর্ত্তির যাজক, ঋষিগণ সপ্তমী মূর্ত্তির আরাধক, গন্ধর্ব্বগণ অষ্টমী মূর্ত্তিকে, অপ্সরাগণ নবমী মূর্ত্তিকে পূজা করিয়া থাকেন, দশমী মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধানে স্থিত অর্থাৎ গুপ্তা হইয়া আছেন। একাদশ সংখ্যা পরিমিত প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি বিষ্ণুপদ আকাশগতা, দ্বাদশী মূর্ত্তি—তিনি ভূমিতে থাকেন ॥৩৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—দ্বাদশানাং মূর্ত্তীনাং প্রত্যেকমুপাসকানাহ একাং হীত্যাদিনা। অন্তর্দ্ধানে তিষ্ঠতি গুপ্তা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। একাদশীতি যা প্রসিদ্ধা সা প্রসিদ্ধা সা স্বধাম স্বপদং গতা প্রাপ্তা। দ্বাদশমা দ্বাদশীতি যা প্রসিদ্ধা সা ভূম্যাং হি তিষ্ঠতি বিশেষব্যাখ্যা অগ্রে কর্ত্তব্যা ॥৩৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—দ্বাদশ মূর্ত্তির প্রত্যেকটির উপাসক নির্দ্দেশ করিতেছেন—'একাং হি' ইত্যাদি দ্বারা। অন্তর্দ্ধানে

লোকের অগোচরে অর্থাৎ গুপ্ত হইয়া থাকেন। একাদশী ইতি যা প্রসিদ্ধা একাদশী মূর্ত্তি বলিয়া যিনি আছেন, তিনি প্রসিদ্ধা, তিনি তাঁহার নিজধাম আকাশে গিয়াছেন। দ্বাদশমা দ্বাদশী বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধা তিনি ভূমিতেই থাকেন। ইহাদের বিশেষ ব্যাখ্যা পরে করা হইবে ॥৩৭॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে দ্বাদশ মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে ঐ দ্বাদশ মূর্ত্তির উপাসক নিরূপণ করিতেছেন। প্রথমা রৌদ্রী মূর্ত্তিকে রুদ্রগণ পূজা করেন, দ্বিতীয়া ব্রাহ্মী মূর্ত্তিকে ব্রহ্মা, তৃতীয়া দৈবী মূর্ত্তিকে সনৎকুমারাদি, চতুর্থী মানবী মূর্ত্তিকে মরুদ্গণ, পঞ্চমী বিঘ্ননাশিনী মূর্ত্তিকে বিনায়কগণ, ষষ্ঠী কাম্যা মূর্ত্তিকে বসুগণ, সপ্তমী আর্ষী মূর্ত্তিকে ঋষিগণ। অষ্টমী গান্ধর্ব্বী মূর্ত্তিকে গন্ধর্ব্বগণ, নবমী গো মূর্ত্তিকে অপ্‌সরাগণ, দশমী অন্তর্দ্ধানস্থা মূর্ত্তি স্বয়ং গুপ্তা থাকেন, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, একাদশী স্বপদংগতা মূর্ত্তি আকাশাখ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ তিনি আকাশে বিদ্যমান আছেন, দ্বাদশী ভূমিষ্ঠা মূর্ত্তি স্বয়ং ভূমি অধিষ্ঠিতা আছেন। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা পরে পাওয়া যাইবে ॥৩৭॥

শ্রুতিঃ—তাং হি যে যজন্তি তে মৃত্যুং তরন্তি মুক্তিং লভন্তে। গর্ভজন্মজরামরণতাপত্রয়াত্মকং দুঃখং তরন্তি ॥৩৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে সেই মূর্ত্তির পূজকগণের বিশেষ ফল বলিতেছেন] তাং হি যে যজন্তি (সেই মূর্ত্তিকে যাঁহারা পূজা করেন) তে মৃত্যুং তরন্তি (তাঁহারা মৃত্যু অর্থাৎ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মকে উত্তীর্ণ হয়েন) মুক্তিং লভন্তে (মুক্তি লাভ করেন) গর্ভ-জন্ম-জরা-মরণ-তাপত্রয়াত্মকং দুঃখং তরন্তি (তাঁহারা গর্ভবাস.

জন্ম, বার্দ্ধক্য, মরণ, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক— এই ত্রিতাপজনিত দুঃখ হইতে মুক্ত হন) ॥৩৮॥

অনুবাদ—যাঁহারা সেই সকল মূর্ত্তিকে পূজা করেন, তাঁহারা অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মরূপ মৃত্যু হইতে মুক্ত হন এবং গর্ভবাস, জন্ম, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু এবং ত্রিতাপজনিত দুঃখ উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ মুক্ত হন ॥৩৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—তৎ পূজকানাং ফলাতিশয়মাহ তাং হীতি। তাং ভূমিষ্ঠাং মূর্ত্তিং যে যজন্তি তে মৃত্যুং অবিদ্যাকামকর্ম্মাখ্যং তরন্তি তদ্বিমুক্তা ভবন্তি ইত্যর্থঃ। মুক্তিং লভন্তে। গর্ভজন্মজরামরণতাপত্রয়াত্মকম্ আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকতাপত্রয়োত্থং দুঃখং তরন্তি দুঃখহেতুনামবিদ্যাদীনাং নিবৃত্তত্বাদিত্যর্থঃ ॥৩৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তৎপূজকানামিত্যাদি—সেই ভূমিস্থিত দ্বাদশী মূর্ত্তির উপাসকগণের বিশেষ ফল বলিতেছেন। তাং হি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। তাং—সেই ভূমিষ্ঠা মূর্ত্তিকে, যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহারা মৃত্যু অর্থাৎ অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মসংজ্ঞক মৃত্যুকে, তরন্তি—তাহা হইতে মুক্ত হন, ইহাই অর্থ। মুক্তিং লভন্তে—গর্ভবাস, জন্ম, বার্দ্ধক্য, মরণ ও তাপত্রয়স্বরূপ দুঃখ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ হইতে উৎপন্ন দুঃখ উত্তীর্ণ হন, কারণ ঐ সকল দুঃখের হেতু অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম প্রভৃতি একান্তভাবে নিবৃত্ত হইয়া যায়। —ইহাই তাৎপর্য্য ॥৩৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তামিতি তাং ভূমিষ্ঠাং সর্ব্বামেবেতি বা মৃত্যুং তৎপরম্পরাং তরন্তি। যতো মুক্তিম্ অবিদ্যাবিমোকং লভন্তে। তদ্বিমোকাচ্চ গর্ভাদিদুঃখং তরন্ত্যেবেতি ॥৩৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তামিত্যাদি—সেই ভূমিস্থিতা দ্বাদশী মূর্ত্তি অথবা তৎ শব্দের অর্থ ঐ সমস্ত মূর্ত্তিই, মৃত্যুং অর্থাৎ মৃত্যু, তাহার পর আবার গর্ভবাস-যন্ত্রণা, জন্ম-কষ্ট, পরে বার্দ্ধক্য, আবার মরণ, ত্রিতাপজনিত দুঃখ—এই পর পর কষ্ট হইতে উত্তীর্ণ হন। তাহার কারণ, যেহেতু তাঁহারা মুক্তি অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং সেই অবিদ্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইলে গর্ভাদি দুঃখ উত্তীর্ণ হইবেনই ॥৩৮॥

তত্ত্বকণা—শ্রীমথুরা প্রদেশে যে দ্বাদশ মূর্ত্তি আছেন, সেই সকল মূর্ত্তির পূজার বিশেষ ফল বলিতেছেন,—যাঁহারা মথুরাতে অবস্থিতা মূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারা অবিদ্যা, কামকর্ম্মাখ্য মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম কিছুই থাকে না; যেহেতু তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন। আর দুঃখের মূলীভূত অবিদ্যাই যখন নিবৃত্তি লাভ করে, তখন গর্ত্ত, জন্ম, জরা, মরণ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিকরূপ তাপত্রয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেনই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥
কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্বর্গনক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ।"(ভাঃ ৪।২২।৩৯-৪০) ॥৩৮॥

শ্রুতিঃ—তদপ্যেতে শ্লোকা ভবন্তি ।—

প্রাপ্য মথুরাং পুরীং রম্যাং সদা ব্রহ্মাদিসেবিতাম্ ।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-রক্ষিতাং মুষলাদিভিঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[উক্ত বিষয়ে মন্ত্রেরও সম্মতি আছে] তদপি এতে শ্লোকা ভবন্তি—(তৎ—সেবিষয়ে অর্থাৎ মথুরা যে কৃষ্ণের নিবাসস্থান এবং সেস্থান ব্রহ্মা প্রভৃতিরও সেবিত, এ-বিষয়ে, এতে শ্লোকাঃ—এই সকল মন্ত্রও আছে) প্রাপ্য মথুরাং পুরীং রম্যাং (সেই রমণীয় মথুরা পুরী আশ্রয় করিয়া দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্বাদি বাস করেন) [কিরূপ সেই পুরী ?] সদা ব্রহ্মাদি-সেবিতাম্ (ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা সেই পুরীর সেবা করিয়া থাকেন) [আর কি প্রকার ?] শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গরক্ষিতাং (শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানকে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ-ধনুঃ প্রভৃতির দ্বারা রক্ষা করিতেছেন) [শুধু তাহাই নহে] মুষলাদিভিঃ (বলদেবাদির মুষল প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারাও উহা রক্ষিত) ॥৩৯॥

অনুবাদ—এবিষয়ে মন্ত্রও বলিতেছেন যে, মথুরা পুরী অতি রমণীয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে স্থানের সর্ব্বদা সেবা করিয়া থাকেন, বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা ও শৃঙ্গ-নির্ম্মিত ধনুঃ যাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন, শুধু ইহাই নহে, বলদেবের মুষল প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারাও উহা পরিরক্ষিত ॥৩৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—উক্তার্থে মন্ত্রসম্মতিমাহ তদপীতি । তৎ তত্র মথুরায়াঃ কৃষ্ণাশ্রয়ত্বে ব্রহ্মাদিসেবিতত্বে চ এতে শ্লোকাঃ মন্ত্রা অপি ভবন্তি ইত্যর্থঃ । প্রাপ্য মথুরাং পুরীং রম্যামিতি । তাং মথুরাং পুরীং প্রাপ্য দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বাদয়স্তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ । কীদৃশীং শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গরক্ষিতাং তথা মুষলাদিভিঃ বলদেবাদ্যায়ুধৈঃ উপলক্ষিতাম্ ইত্যর্থঃ ॥৩৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—উক্তার্থে মন্ত্রসম্মতিমাহ—উক্ত বিষয়ে মন্ত্রও একমত ; ইহা বলিতেছেন,—'তদপি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। তৎ—তথায় সে-বিষয়ে অর্থাৎ মথুরার কৃষ্ণাশ্রয়ত্ব-বিষয়ে ও ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক সেবিতত্ব-বিষয়ে এইসকল মন্ত্রও বিদ্যমান। 'প্রাপ্য মথুরাং পুরীম্' ইত্যাদি সেই মথুরা পুরীকে আশ্রয় করিয়া দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবযোনিবিশেষ অবস্থান করিতেছেন, এখানে ক্রিয়া পদ নাই, সেজন্য 'তিষ্ঠন্তি' এই ক্রিয়া পদ অধ্যাহার করিতে হইবে। কীদৃশী সেই পুরী? তাহাই বলিতেছেন—বিষ্ণুর পাঞ্চজন্য শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা, শৃঙ্গ-নির্ম্মিত শরাসন তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে, সেইপ্রকার বলদেবাদির মুষল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রসমূহ কর্ত্তৃকও উহা পরিবেষ্টিত ॥৩৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—উক্তার্থে মন্ত্রসম্মতিমাহ তদপীতি ॥

প্রাপ্য মথুরামিতি মথুরাং প্রাপ্য কৃতার্থা ভবন্তীতি শেষঃ ॥৩৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—উক্তার্থে ইতি—মথুরার উৎকর্ষ-সম্বন্ধে মন্ত্রও অনুমোদন করিতেছেন—যথা, তদপি ইত্যাদি, প্রাপ্য মথুরামিতি—মথুরা পুরীকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃতার্থ হয়েন। এখানে পুরীম্ পদে দ্বিতীয়া বিভক্তির অন্বয়ের জন্য প্রাপ্য ক্রিয়া প্রযুক্ত কিন্তু কর্ত্তৃ পদ নাই ও তাহার সমাপিকা ক্রিয়া নাই, সে-কারণ 'দেবাদয়ঃ কৃতার্থা ভবন্তি' এই অংশ সংযুক্ত জানিবে ॥৩৯॥

তত্ত্বকণা—মথুরা পুরী শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিবাস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই মথুরাতে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও এই মথুরা পুরীর সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা ও শার্ঙ্গধনুঃ প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বদা

এই পুরী রক্ষা করিয়া থাকেন এবং শ্রীবলদেবের মুষলাদি দ্বারাও সর্ব্বদা পরিরক্ষিত। এই মথুরা পুরীকে আশ্রয় করিয়া দেব, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বাদিও সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।"

(ভাঃ ১০।১।২৮) ॥৩৯॥

শ্রুতিঃ—যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ।
রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈরুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ ॥৪০॥

অন্বয়ানুবাদ—যত্র (যে মথুরা পুরীতে) অসৌ বিভুঃ কৃষ্ণঃ ত্রিভিঃ রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈঃ সমাহিতঃ (ভগবান্ বিভু শ্রীকৃষ্ণ—বলরাম, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই তিনসঙ্গে চতুর্ব্ব্যূহরূপে) শক্ত্যা রুক্মিণ্যা সহিতঃ (মহাশক্তি রুক্মিণী দেবী ও অন্য সমস্ত পট্টমহিষীর সহিত) সংস্থিতঃ (বর্ত্তমান আছেন) [সেই মথুরা পুরী দেবতা প্রভৃতিরও আশ্রয়-ক্ষেত্র] ॥৪০॥

অনুবাদ—যে মথুরা পুরীতে ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ—বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই তিনটি ও রুক্মিণী—ইঁহাদের সহিত সম্যক্ সেই সেই লীলা-সৌষ্ঠব লইয়া অবস্থিত। সেই রম্যা পুরী দেবতা প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া আছেন ॥৪০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—যত্রাসাবিতি। ত্রিভিঃ বলদেবাদিভিঃ শক্ত্যা রুক্মিণ্যা সহিতঃ কৃষ্ণঃ যত্র সংস্থিতঃ তাং পুরীং প্রাপ্য দেবাদয়স্তিষ্ঠন্তীতি সম্বন্ধঃ। ইদমেব বিবৃণোতি রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈরিতি ॥৪০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—যত্রাসৌ ইতি, ত্রিভিঃ—বলদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই তিন সঙ্গে, শক্ত্যা—মহালীলা-শক্তি রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ যেখানে অবস্থিত, সেই পুরীকে আশ্রয়

করিয়া দেবগণ অবস্থিত, এখানে 'তিষ্ঠন্তি' এই বাক্যাংশের সহিত অন্বয়। ইদমেব বিবৃণোতি—ইহাই বিবৃত করিতেছেন, 'রামানিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্নৈঃ' ইত্যাদি বাক্যের সহিত ॥৪০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—ত্রিভির্বলরামাদিভিঃ শক্ত্যা চ রুক্মিণ্যা উপলক্ষণত্বাৎ সমস্ত যদুবৃন্দৈরশেষপট্টমহিষীভিশ্চ সহ যত্র সমাহিতঃ সাবধান এব সন্ সম্যক্‌কৃততল্লীলাসৌষ্ঠবেন স্থিত ইত্যর্থঃ। তাবৎ সুসমাহিততায়াং হেতুমাহ বিভুরিতি। তদেবং রামস্য তদ্ব্যূহতাং নির্বিশ্য কো বাস্য জ্যায়ান্ রামো ভবতীতি শ্রীগান্ধর্বীপ্রশ্নস্যোত্তরং দদতঃ প্রদ্যুম্নাদয়োঽপি তাদৃশত্বেন দর্শিতাঃ। তদুপলক্ষিতায়াং দেবক্যামপি তদাবির্ভাবশক্ত্যা প্রকটং বসুদেবস্য ইত্যাদ্যনুসারেণ চতুর্ভুজতয়া প্রকটীভূত ইত্যভিপ্রায়েণ কথং বা দেবক্যাং জাত ইতি তৎপ্রশ্নস্যোত্তরং চ লব্ধং যথৈব কথং বাস্মাসু জাত ইত্যস্য চ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরং পুনঃ সূচিতম্। তেষ্বপি ভবৎস্বপি নিত্যং পুত্রাদিরূপেণাস্তীতি তেষু চতুর্ভুজতয়া ভবৎসু চ দ্বিভুজতয়াবির্ভাব এব জন্মেত্যভিপ্রায়াৎ তদেবং কৃষ্ণাবতারোঽবতারাণাং শ্রেষ্ঠ ইতি ব্রহ্মণো মাথুরমণ্ডলং চাস্য স্থানমিতি শ্রীগান্ধর্ব্যাঃউত্তরমায়াতম্ ॥৪০॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—ত্রিভির্বলরামাদিভিরিত্যাদি—বলরাম প্রভৃতি তিন সঙ্গে এবং মহাশক্তি রুক্মিণীর সহিত, এখানে রামাদি পদ উপলক্ষণ, সেজন্য সমস্ত যদুবৃন্দকে বুঝিতে হইবে, এইরূপ রুক্মিণ্যা চ ইহাও পট্টমহিষীগণের উপলক্ষণ, তাঁহাদের সহিত যে গোপাল পুরীতে, সমাহিতঃ—সাবধান অর্থাৎ সম্যগ্‌ভাবে সেই সেই সুষ্ঠু লীলা লইয়া অবস্থিত। তাবৎ পদটির দ্বারা সুসমাহিত-তার হেতু বলিতেছেন—'বিভুঃ' এই পদটি তদেবমিত্যাদি—এইরূপে বলরাম সেই ব্যূহের মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া 'কোবাঽস্যজ্যায়ান্' এই

'শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কে?' গান্ধর্ব্বীর এই প্রশ্নের উত্তর দান করিবার কালে দুর্ব্বাশাঃ প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিকেও তাদৃশ ব্যূহান্তঃপ্রবিষ্টরূপে দেখাইলেন। রুক্মিণী পদে উপলক্ষণ হেতু দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবশক্তি লইয়া প্রকট দেখাইলেন এবং তৎসৎ 'প্রকটং বসুদেবস্থ' ইত্যাদি উক্তি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপে প্রকাশ বলিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন হইয়াছে—'কথং বা দেবক্যাং জাতঃ' কি ভাবে তিনি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন? ইহারও উত্তর পাওয়া গেল এবং ঐ প্রকার 'কথং বা অস্মাসু জাতঃ' তিনি আমাদিগের (গোপীদের) মধ্যে জন্মিলেন—এই প্রশ্নের উত্তর পুনঃ সূচিত হইল। সেই গোপগণের মধ্যেও তিনি নিত্যই পুত্র প্রভৃতিরূপে আছেন, এই কথায় তাঁহাদের মধ্যে চতুর্ভুজরূপে আবির্ভাব এবং গোপীদের মধ্যে দ্বিভুজরূপে তাঁহার আবির্ভাব, ইহাই তাঁহার জন্ম—এইটি বলিবার অভিপ্রায় হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণাবতারই সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ,—এই উত্তর ব্রহ্মার প্রশ্নের পক্ষে; আর গান্ধর্ব্বীর প্রশ্ন—'তাঁহার নিবাস স্থান কি?' —ইহার উত্তর—মথুরা-মণ্ডল, ইহা পাওয়া গেল॥৪০॥

তত্ত্বকণা—শ্রীকৃষ্ণ—বলরাম, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নকে লইয়া সমস্ত যাদবগণের সহিত, রুক্মিণ্যাদি শক্তি ও পট্টমহিষীবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সম্যক্ লীলা-সৌষ্ঠবসহকারে মথুরাতে অবস্থিত থাকেন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইহারা চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ-রূপে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত, আবার দ্বিভুজরূপে যশোদাতনয়রূপেও প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ, স্বয়ং অবতারী।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" (ভাঃ ১।৩।২৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যে পাই;—

"কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্ রুদ্রমন্যুনা।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত॥
স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্য্যসমুদ্ভবঃ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বতোঽনবমঃ পিতুঃ॥"

(ভাঃ ১০।৫৫।১-২)

এই শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—"তত্র স্বয়ং ভগবতো নিত্যলীলাপরিকরাণাং প্রপঞ্চে প্রাকট্যং খলু ভগবদিচ্ছয়া স্বস্মিন্ প্রবিষ্টানাং স্ব স্ব বিভূতীনামেব প্রথামাশ্রিত্য দৃশ্যতে নতু সাক্ষাৎ স্ব স্ব প্রথয়া বহির্ম্মুখানাং নানাবাদানামুৎখাতাভাবার্থং ভক্তিযোগসিদ্ধান্তস্য রহস্যত্বরক্ষণার্থঞ্চ। "পরোক্ষবাদা-ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়মি"তি ভগবদুক্তেঃ। যথা দ্রোণ এব নন্দোঽভূৎ, ধরৈব যশোদা। বসুদেব উদ্ধবঃ। ইন্দ্র এবার্জ্জুনঃ, যম এব বিদুরঃ। গুহ এব শাম্ব ইত্যেবং কিং বহুনা স্বয়ং ভগবতোঽপি স্বপ্রবিষ্টস্বাংশপ্রথয়ৈব জন্ম যথা বৈকুণ্ঠনাথ এবাগত্য বসুদেবগৃহে জাতঃ কচিদ্বামন এব কচিদৃষির্নারায়ণ এব ক্ষীরোদনাথ এবেত্যেবং তস্য তৃতীয়ো ব্যূহো যঃ প্রদ্যুম্নস্তস্যাপি স্বপ্রবিষ্টপ্রাকৃতকন্দর্পাখ্যস্ববিভূতিপ্রথয়ৈবাবির্ভাবমাহ,—কামস্ত্বিতি। বাসুদেবাংশঃ 'প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্প' ইতি গীতোক্তের্বাসুদেব বিভূতিরিত্যর্থঃ। দেহস্য উপপত্তিঃ। স্বাশ্রয় শ্রীপ্রদ্যুম্নদেহপ্রবিষ্টত্বেনৈব যা প্রাপ্তিস্তস্যৈ তমেব বিচিত্রলীলানিধেস্তস্যৈবেচ্ছয়া তং প্রত্যপদ্যত নতু স্বশক্ত্যৈব তং প্রাপেত্যর্থঃ॥১॥ স এব কাম এষ প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ লোকে প্রথামেব প্রাপ্তঃ। বস্তুতস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ প্রদ্যুম্ন এব তৃতীয়ো ব্যূহঃ নতু কামো নাম কেবলজীববিশেষ এব। যদুক্তং শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতৌ,—'যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈরুক্মিণ্যা সহিতো

বিভু'রিতি প্রথমে চ নারদোপাস্য মন্ত্রো যথা,—'নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চে'তি। অত্রাপি শ্লোকে পিতুঃ কৃষ্ণাৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বপ্রকারেণৈব অনবমঃ অন্যূনঃ। নহীন্দ্রভৃত্যঃ প্রাকৃতঃ কাম এবং ব্যাখ্যাতুমুচিতস্তস্মাত্তস্মিন্ প্রদ্যুম্নে তদিচ্ছয়া স প্রবিশ্য স্থিতো ভগবতি জগদিবেত্যেবং শ্রীনন্দাদিষ্বপি শ্রীদ্রোণাদীনাং স্থিতির্ব্যাখ্যেয়া"॥৪০॥

শ্রুতিঃ—চতুঃশব্দো ভবেদেকো হোঙ্কারঃ সমুদাহৃতঃ ॥৪১॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর 'শ্রীগোপালের পূজা কি প্রকার হইবে ?' এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে—পূর্ব্বোক্তরূপে গান্ধর্ব্বীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অবতারের শ্রেষ্ঠ এবং মথুরাপুরীই তাঁহার বাসভূমি, ইহা জানা গিয়াছে। তাহার পর 'শ্রীগোপালের পরব্রহ্মত্ব কিরূপ ?' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর বলিবার জন্য প্রথমতঃ প্রণবের অর্থ দেখাইতেছেন] চতুঃশব্দঃ ভবেৎ (রাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ —এই চারিটি শব্দ যাহার বাচক সেই চতুর্ব্ব্যূহ) একঃ (এক ঈশ্বর হইয়া থাকেন) [কিরূপে ?] হি ওঙ্কারঃ সমুদাহৃতঃ (যেহেতু ওঙ্কারের চারিটি অংশ অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্ররূপ অংশ রাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও কৃষ্ণাভিধেয়—এই চতুর্ব্ব্যূহ হইয়া থাকে এবং ওঙ্কারই সর্ব্ববেদাত্মক) ॥৪১॥

অনুবাদ—এক ওঙ্কার রাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ—এই চতুর্ব্ব্যূহের বাচক অকার, উকার, মকার এবং অর্দ্ধমাত্রাত্মক চারিটি শব্দ, অতএব ওঙ্কার সর্ব্ববেদমূল এক ঈশ্বরস্বরূপ ॥৪১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—তদেবং কৃষ্ণাবতারোঽবতারাণাং শ্রেষ্ঠো মথুরা চাস্য স্থানমিত্যুক্তং ভবতি। কথং বৈ অস্য ব্রহ্মতা ভবতীত্যাদেঃ

উত্তরং বক্তুং প্রণবার্থত্বমাহ চতুরিতি। চত্বারঃ শব্দাঃ রামানিরুদ্ধাদয়ো বাচকাঃ যস্য চতুঃশব্দঃ চতুর্ব্ব্যূহঃ। একঃ ঈশ্বরঃ ভবেৎভবতি। অত্র হেতুমাহ হ্যোঙ্কারস্যেতি। হি যস্মাৎ কারণাৎ ওঙ্কারস্য অকারোকার-মকারার্দ্ধমাত্ররূপৈঃ অংশৈঃ কৃতঃ রামপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধকৃষ্ণাভিধেয়ো ব্যূহ-সমুদায় ইত্যর্থঃ ॥৪১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তদেবমিত্যাদি—অতএব এই প্রকারে কৃষ্ণাবতার সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ এবং মথুরা তাঁহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র—এই কথা পূর্ব্ব শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, এক্ষণে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মস্বরূপ হইবেন ? ইত্যাদি গান্ধর্ব্বীর প্রশ্নের উত্তর বলিবার জন্য তাঁহার প্রণববাচ্যতার উত্তর বলিতেছেন—'চতুঃ শব্দঃ' ইত্যাদি কথা দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ —এই চারিটি যাঁহার (যে চতুর্ব্ব্যূহের) বাচক, সেই চতুঃশব্দ অর্থাৎ চতুর্ব্ব্যূহ এক ঈশ্বর হইতেছেন-অর্থাৎ উক্ত চতুর্ব্ব্যূহই এক ঈশ্বর। তাহার কারণ বলিতেছেন—'হ্যোঙ্কারস্য ইতি' এই বাক্য দ্বারা, হি যেহেতু ওঙ্কারের যে অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রা (অনুচ্চারিত অংশ) এই চারিটি অংশ আছে, তাহাই এই চতুর্ব্ব্যূহ যথা—রাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ—এই মিলিত চারিটির সমষ্টির অভিধেয় ব্যূহসমুদয়,—এই তাৎপর্য্য ॥৪১॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ কীদৃশী পূজাস্য গোপালস্য ভবতীত্যস্মিন্ শ্রীগান্ধর্ব্বী-প্রশ্নে পূজোৎকর্ষার্থং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি স্নেহবিশেষসম্পাদনায়। স্বাভেদোপাসনাং শ্রীনারায়ণবাক্যেনৈবোপদিশন্ কো বাস্য মন্ত্র ইত্যস্য তৎপ্রশ্নস্যোত্তরত্বেন প্রণবমেবোপদিশতি চতুঃশব্দ ইত্যাদিনা বিশ্বসংস্থিত ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। ওঙ্কারস্য কৃতস্তস্মাদ্বীজাদ্বৃক্ষ ইব ব্যক্তশ্চতুঃশব্দশ্চতুঃ-সংখ্যাকো বেদ এক এব ভবেৎ। যদর্থমাত্রতাৎপর্য্যো ভবেদিত্যর্থঃ।

তস্মাৎ স এব মহামন্ত্র ইতি ভাবঃ। শব্দো হ্যেকো ভবেদোঙ্কার উদাহৃত ইতি পাঠে। একো একোঽঙ্কারো যঃ স এব শব্দঃ সর্ব্বোঽপি বেদো ভবেদিত্যর্থঃ। তদীয় শব্দার্থয়োস্তদাত্মকত্বাৎ। তথাপি তদেব তাৎপর্য্যম্ ॥৪১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অথেতি গান্ধর্ব্বীর যে প্রশ্ন হইয়াছে—'সেই ভগবান্ গোপালব্রহ্মের পূজা কি প্রকার হইবে' তাহার উৎকর্ষ বলিবার জন্য বলা হইতেছে 'নারায়ণোপনিষদুক্ত' পূজকের আত্মার সহিত অভেদ-জ্ঞানে উপাসনা, ইহা বলিবার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমাতিশয় সম্পাদন, ইহা বলিবার প্রসঙ্গে ইহার পূজামন্ত্র কি? এই প্রশ্নের উত্তররূপে প্রণবকে উপদেশ করিতেছেন—চতুঃশব্দোভবেদেক ইত্যাদি বাক্য। বিশ্বনাথ ধৃত পাঠ 'চতুঃশব্দোভবেদেকো হ্যোঙ্কারো বিশ্বসংস্থিতঃ' ইত্যন্ত বাক্য দ্বারা। চতুঃশব্দ ওঙ্কারের কার্য্য, সেই ওঙ্কার হইতে বীজ হইতে বৃক্ষের মত চতুঃশব্দ অর্থ চারিবেদ ব্যক্ত, উহা একই হইবে যেহেতু ওঙ্কারের অর্থমাত্র-তাৎপর্য্য বেদ,—ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব সেই ওঙ্কার মহামন্ত্র—ইহা অভিপ্রায়। কোনো কোনও গ্রন্থে 'শব্দোহ্যেকোভবেদোঙ্কার উদাহৃতঃ' এইরূপ পাঠ আছে, তাহার অর্থ, একঃ—এক যে ওঙ্কার তাহাই শব্দ অর্থাৎ সমস্তবেদস্বরূপ হইবে, কেননা, বেদের যে শব্দ ও অর্থ তাহা ওঙ্কারস্বরূপ ॥৪১॥

তত্ত্বকণা—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারের শ্রেষ্ঠ এবং মথুরা পুরীই তাঁহার নিত্য বাসস্থান, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে গান্ধর্ব্বী যে শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত দুর্ব্বাশা মুনি প্রণবের অর্থ প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধচন্দ্র—এই চারিবর্ণের বাচক বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও কৃষ্ণ। এই চতুর্ব্ব্যূহই প্রণবরূপী পরমেশ্বর।

পরব্রহ্ম শ্রীগোপালের উপাসনা কি প্রকার? এই গান্ধর্ব্বীর প্রশ্নানুসারে পূজার উৎকর্ষ বিধানার্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবিশেষ-সম্পাদনের নিমিত্ত নিজ অভেদ উপাসনার কথা শ্রীনারায়ণ-বাক্যে উপদেশ-প্রদানমূলে তাঁহার উপাসনার মন্ত্র কি? এই গান্ধর্ব্বীর প্রশ্নের উত্তরে প্রণবের উপদেশ করিতেছেন। ওঙ্কারের চতুঃশব্দ হইতে—বীজ হইতে বৃক্ষের ন্যায় চারিবেদ উৎপন্ন। ওঙ্কারের অর্থই বেদ। সর্ব্ববেদের মূল এক ওঙ্কার। সেইজন্য ওঙ্কারকে মহামন্ত্র বলা হয়। এক ওঙ্কার শব্দ হইতেই সর্ব্ববেদ। অতএব সমস্ত বেদের যে শব্দ ও অর্থ, তাহাই ওঙ্কারস্বরূপ।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৪);

"'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্বধাম॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৮);

সুতরাং ওঁ বা প্রণবই বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। প্রতি বৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব নিহিত। 'প্রণব'-ঈশ্বরস্বরূপ॥৪১॥

শ্রুতিঃ—তস্মাদ্দেবঃ পরো রজসেতি সোঽহমিত্যবধার্য্যাত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ ॥৪২॥

অন্বয়ানুবাদ—["যাঁহাকে স্মরণ করিলে স্মরণকারিগণ এই সংসার হইতে মুক্ত হন, তিনি কে?" গান্ধর্ব্বীর এই প্রশ্নের উত্তরে

বলিতেছেন] তস্মাৎ (যেহেতু ভগবান্ চতুর্ব্যূহাত্মক ও ওঙ্কারবাচ্য, সেই হেতু) রজসঃ পরঃ যঃ দেবঃ (যিনি কাম ও কর্ম্মাত্মক রজোগুণের অতীত অর্থাৎ রজোগুণে অসংপৃক্ত, এইপ্রকার দেবতা) সঃ অহম্ ইতি অবধার্য্য ('তিনি আমি' অর্থাৎ তাঁহার আমি—ইহা মনে মনে নিশ্চয় করিয়া) আত্মানম্ গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ (আত্মাকে 'গোপাল আমি' অর্থাৎ সূর্য্যের যেরূপ রশ্মি সেইরূপ গোপালের আমি, ইহা ধ্যান করিবে) ॥৪২॥

অনুবাদ—অতঃপর "যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীব সংসার হইতে মুক্ত হয়, তিনি কে ?" গান্ধর্ব্বীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু সেই ওঙ্কারবাচ্য দেব কাম-কর্ম্মাত্মক রজোগুণ-উপলক্ষিত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অতীত, সেইজন্য 'আমি সেই পরদেবতা শ্রীগোপালের চিৎকণস্বরূপ', ইহা নিজেকে (জীবাত্মাকে) মনে মনে নিশ্চয় করিয়া 'সেই গোপালের আমি' এই বোধে সেই গোপালের উপাসনা করিবে ॥৪২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—যং চ স্মৃত্বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাদিত্যস্যোত্তরমাহ তস্মাদিতি। তস্মাৎ প্রণবাভিধেয়ত্বাৎ রজসঃ কামকর্ম্মাত্মকাৎ পরঃ ইত্যেবং বিধো যঃ দেবঃ সোঽহমিতি অবধার্য্য মনসা নিশ্চিত্য আত্মানং গোপালোঽহমিতিভাবয়েৎ। রজসেতি সন্ধিশ্ছান্দসঃ। আত্মস্বরূপ গোপালাত্মাঽহমিত্যুপাসীতেতি বাক্যার্থঃ ॥৪২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—'যং স্মৃত্বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাৎ' যাঁহাকে স্মরণ করিলে এই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে, তিনি কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—তস্মাদিত্যাদি। তস্মাৎ—যেহেতু তিনি প্রণবের বাচ্য সেইজন্য, রজসঃ—কাম-কর্ম্মাত্মক রজোগুণের অতীত, এইরূপ যে দেবতা তাঁহারই আমি, ইহা মনের দ্বারা অবধারিত করিয়া নিজ আত্মাকে 'গোপাল আমি' অর্থাৎ চিজ্জাতীয়ত্বে

অভেদ, ইহা চিন্তা করিবে। শ্রুতিস্থ রজসেতি পদে সন্ধি বৈদিক প্রয়োগ, রজস ইতি, ইহাই হয়। আত্মস্বরূপ ও গোপাল অভিন্ন, সেই গোপাল আমি অর্থাৎ চিন্ময়ত্বহেতু অভিন্ন, এই বোধে তাঁহার উপাসনা করিবে; ইহাই বাক্যার্থ ॥৪২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মাদেবং হেতোঃ পরো রজসেতি অসাবদোমিত্যজপগায়ত্র্যর্থানুসারেণ স গোপালোঽহমিত্যবধার্য্য সূর্য্য-সত্তয়া রশ্মিসত্তাবৎ তৎ সত্তয়ৈব মৎসত্তেতি নিশ্চিত্য গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ মূলতৃপ্ত্যা হি সুষ্ঠু পল্লবতৃপ্তির্ভবতীতি যৎকিঞ্চিৎ স্বস্মিন্ কর্ত্তব্যং তত্তস্মিন্নেব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি ন্যায়েনাত্যন্ত-সাম্যস্যাসম্ভবাৎ। তত্রাজপার্থো যথা। অসৌ পরোক্ষঃ সর্ব্বকারণ-ভূত ঈশ্বরঃ শ্রীগোপালাখ্যঃ পরমাবস্থো রজসো রজ উপলক্ষিত ত্রিগুণ-প্রকৃতিতঃ পরঃ। তথৈব প্রতিপাদিতত্বাৎ। স এব অদঃ স এতৎ অপরোক্ষতয়া ভাসমানং জীবাখ্যং প্রত্যক্ চৈতন্যং কথমিদং তত্রাহ ওমিতি সন্ধিশ্ছান্দসঃ। তস্যৈব প্রণবার্থত্বেন মূলস্বরূপাদিত্যর্থঃ। দর্শয়িষ্যতে প্রণবার্থপর্য্যবসানং শ্রীগোপাল এব। রোহিণীতনয়ো রাম ইত্যাদিনা। তদেব পুনশ্চ তস্যাবতারস্য ব্রহ্মত্বং সাধিতম্ ॥৪২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—'যস্মাদিত্যাদি' যেহেতু গোপাল ওঙ্কারবাচ্য সেকারণ তিনি রজোগুণের অতীত, সেই গোপাল 'অসাবদোমিত্যজপ' গায়ত্রীর অর্থানুসারে 'সেই গোপালের আমি' ইহা অবধারণ করিয়া যেমন সূর্য্য থাকিলেই তাহার রশ্মি থাকিবে, এই সূর্য্য-সত্তায় রশ্মি-সত্তার মত তিনি (পরমাত্মা) থাকিলেই আমি (জীবাত্মা) থাকিব, তাঁহার সত্তাদ্বারাই আমার সত্তা, ইহা নিশ্চয় করিয়া 'গোপালের আমি' ইহা ধ্যান করিবে। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে মূলের তৃপ্তিতে তাহার পল্লবেরও সুষ্ঠু জলসেক-জন্য তৃপ্তি হয়,

সেইরূপ যাহা কিছু নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, যাহা কিছু কাম্য, তৎসমুদয় তাঁহার উদ্দেশে করিবে, ইহাই তাৎপর্য্য। সর্ব্বপ্রকারে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাদৃশ্য না থাকায় কেবল তৎসদৃশ চিন্তা বা সর্ব্বপ্রকারে অভেদ চিন্তা হইতেই পারে না; যেহেতু বেদান্তসূত্রেই বলিতেছেন,—'জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জম্' ভগবানের জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি-ব্যাপার-ব্যতিরিক্ত অন্যকার্য্যে জীবের ঈশ্বর-সাদৃশ্য—এই ধারণা লইয়া সমস্ত কার্য্য করিবে। পূর্ব্বোক্ত অজপামন্ত্রার্থ যথা 'অসৌ' আমাদের পরোক্ষ, সমস্ত কার্য্যের কারণ-স্বরূপ ঈশ্বর শ্রীগোপালনামা তিনি পরমাবস্থ অর্থাৎ তুরীয়দশাপন্ন, রজসঃ রজোগুণ হইতে অর্থাৎ রজঃ শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে অতীত, যেহেতু এইরূপই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত আছে। 'স এব অদঃ' তিনিই এই প্রত্যক্ চৈতন্য যাহা আমাদের অপরোক্ষরূপে অহং প্রতীতি-বিষয় জীব-নামক। কিরূপে ইহা সম্ভব? যেহেতু পরমাত্মা পরোক্ষ আর জীবাত্মা অপরোক্ষ রজোগুণে লিপ্ত। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অসাবদোমিতি' অদঃ ওম্—সন্ধিতে অদওম্ ইহাই হয়, 'অদোম্' হইল কিরূপে? তাহার উত্তর—উহা বৈদিক প্রয়োগ। তিনিই সেই পরোক্ষ দেবতাই প্রণবপদবাচ্য এইজন্য তিনি মূলস্বরূপ। যেহেতু শ্রীগোপালই প্রণবার্থে পর্য্যবসিত, ইহা পরে দেখাইবেন। "রোহিণী-তনয়ো রামঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। ইহাতে সেই গোপালাবতারের আবার সেই ব্রহ্মত্ব সাধিত হয় ॥৪২॥

তত্ত্বকণা—কাঁহাকে স্মরণ করিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়? গান্ধর্ব্বীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—যিনি প্রণবাভিধায়ক এবং কাম-কর্ম্মাত্মক রজোগুণের অতীত, তিনি শ্রীগোপাল-দেব। তিনিই আমি অর্থাৎ তাঁহারই আমি; যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণকণ অভিন্ন, সেইরূপ অভিন্নবোধে শ্রীগোপালদেবকে উপাসনা

করিতে হইবে। কেবলাভেদজ্ঞানে কিন্তু নহে। সূর্য্যের সত্তাতেই রশ্মির সত্তার ন্যায় তাঁহার সত্তাতেই আমার সত্তা—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমি গোপালের—এই ভাবনা সম্ভব নতুবা উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্পূর্ণ অভেদ ঘটিলে উপাসনার স্থিতি কোথায়? বেদান্ত-সূত্রের—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" (বেঃ সূঃ ৪।৪।১৭) সূত্রটি আলোচ্য। মুক্তজীবও ভগবানের সহিত সর্ব্বতোভাবে অভেদ নহে।

আমাদের পরাৎপর গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত জৈবধর্ম্মে পাই,—"জীবের কৃষ্ণ হইতে অভেদ ও কৃষ্ণ হইতে ভেদ—এই তত্ত্ব নিত্যসিদ্ধ; ইহাই চিদ্ব্যাপারের বিলক্ষণ পরিচয়। জড়ে কেবল একটি প্রাদেশিক উদাহরণ পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন, তাহা এই,—কনকের একটী বৃহৎ পিণ্ড আছে। সেই পিণ্ড হইতে একখণ্ড কনক লইয়া একটি বলয় গঠিত হইল; বলয়টি কনকাংশে কনকপিণ্ড হইতে অভেদ, কিন্তু বলয়-অংশে কনকপিণ্ড হইতে পৃথক; এই উদাহরণটি সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া করে না। কিন্তু ইহার একদেশে ক্রিয়া আছে—চিৎসূর্য্যের চিৎতত্ত্বে অভেদ এবং পূর্ণচিৎ ও অণুচিৎ উভয়ের অবস্থাভেদে ভেদ। 'ঘটাকাশ মহাকাশ' এই উদাহরণটি চিৎতত্ত্বে নিতান্ত অসংলগ্ন।"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার 'শক্তি' হয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮-১০৯)

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তদ্‌রচিত ভগবৎসন্দর্ভে (১৬ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—

"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থ-তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত-রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণে নৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভব-রূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয়তদীয়বহিরঙ্গ-বৈভব-জড়াত্ম-প্রধানরূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্বম্। অতএব তদাত্মকত্বেন জীব-স্যৈব তটস্থশক্তিত্বং প্রধানস্য চ মায়ান্তর্ভূতত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং বিষ্ণুপুরাণে গণিতম্। অবিদ্যা কর্ম্ম কার্য্যং যস্যাঃ সা তৎ-সংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমা-বরিতুং সামর্থ্যমস্তীতি। তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু দেহেষু লঘুগুরুভাবেন বর্ত্ততে। যয়ৈব অচিন্ত্যমায়য়া চিদ্রূপতা নির্ব্বিকারতাদিগুণরহিতস্য প্রধানস্য জড়ত্বং বিকারিত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। "অত্রান্তরঙ্গত্ব-তটস্থত্ব-বহিরঙ্গত্বাদিনাং তেষামেকাত্মকানাং তত্তৎসাম্যং, ন তু সর্ব্বাত্মনেতি তত্তৎস্থানীয়ত্বমেবোক্তং, ন তু তত্তদ্রূপত্বং তত-স্তত্তদ্দোষা অপি নাবকাশং লভন্তে"।

ঈশোপনিষদের ১৬শ মন্ত্রে দেখিতে পাই,—"পুষন্নেকর্ষে......... সোঽহমস্মি।" (ঈশ ১৬); এস্থলেও 'সোঽহমস্মি' কথাটি পাঠ করিয়া কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, শ্রুতি যখন বলিয়াছেন—"সোঽহমস্মি" তখন জীব নিশ্চয়ই ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত কেবলাভেদ। কিন্তু এস্থলে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে যে, শ্রুতিমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, আমি তোমার কৃপা হইলে

তোমায় কল্যাণতম 'রূপ' দর্শন করিতে পারিব। যদি জীব শ্রীভগবানের সহিত কেবলাভেদ হইবে, তাহা হইলে এই ভেদসূচক বাক্যের সঙ্গতি কোথায়? সেইজন্য শ্রীমহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত এই যে, জীবের সহিত শ্রীভগবানের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ অর্থাৎ চিত্তত্ত্বে জীব শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন হইলেও শ্রীভগবান্ বিভুচিৎ; জীব অনুচিৎ—তাঁহার বিভিন্নাংশ; শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, জীব মায়া-বশযোগ্য; এইজন্যই জীব শ্রীভগবানের নিত্যদাস, আর শ্রীভগবান্ জীবের নিত্যপ্রভু। অতএব ভেদ ও অভেদ যুগবৎ সিদ্ধ এবং ইহা শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-বলে সম্ভব, যাহা মানব-চিন্তার অতীত। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, সমস্ত শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত এবং ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। শ্রীভগবানের কৃপা হইলেই এই তত্ত্ব জানিতে পারা যায়;—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাঁহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ পঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

শ্রীকঠোপনিষদেও পাই,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন·········আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥"
(কঠ ১।২।২৩)

শ্রীশ্বেতাশ্বতরেও পাই,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" (শ্বেঃ ৬।২৩)

শ্রীভগবানের কৃপা হইলেই এস্থলে শ্রুতিমন্ত্রে বর্ণিত "সোঽহম্" "গোপালোঽহম্" মন্ত্রের তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারিব। এই শ্রুতিমন্ত্রেই শ্রীগোপালকে রজ-উপলক্ষিত ত্রিগুণের অতীত বলা হইয়াছে এবং তিনিই যে আরাধ্য তত্ত্ব তাহা বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার ধ্যানময়ী উপাসনার উল্লেখ "ভাবয়েৎ" শব্দের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার স্মরণ করিলেই জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে, একথা জানান হইয়াছে। যদি জীব গোপালের সহিত কেবলাভেদ হন, তাহা হইলে এই উপাসনার সার্থকতা কোথায়? এবং মুক্তিলাভের সঙ্গতি কোথায়? এই বিষয়টি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। অমুক্ত জীব যাঁহাকে স্মরণ করিয়া মুক্তি পাইতে পারে, সেই জীব কখনও আরাধ্যের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। এমন কি, মুক্ত জীবও ভগবানের সহিত সমান নহে, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। বেদান্তের "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" সূত্র আলোচনা করিলেই ভেদের তত্ত্ব জানিতে পারা যায় ॥৪২॥

শ্রুতিঃ—স মোক্ষমশ্নুতে স ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি স ব্রহ্মবিদ্ ভবতি ॥৪৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[এইরূপ বিশিষ্ট উপাসনার ফল কি? তাহা বলিতেছেন] সঃ মোক্ষম্ অশ্নুতে (সেই উপাসক অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম হইতে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়) স ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি (তিনি শুদ্ধ চিদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করেন) [তাহার পর] স ব্রহ্মবিদ্ ভবতি (তিনি নরাকৃতি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ অনুভব প্রাপ্ত হন) ॥৪৩॥

অনুবাদ—ঐরূপ বিশিষ্ট উপাসনার ফলে সাধক অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন। তাহার পর শুদ্ধচিৎস্বরূপে ব্রহ্মসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া নরাকৃতি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন ॥৪৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—বিশিষ্টোপাস্তেঃ ফলানি দর্শয়তি। সঃ উপাসকঃ মোক্ষম্ অবিদ্যাকামকর্ম্মবিয়োগং অশ্নুতে সঃ ব্রহ্মত্বং সর্ব্ববৃহত্বং অধিগচ্ছতি। অত্র হেতুমাহ স ব্রহ্মবিদ্ভবতীতি ॥৪৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—বিশিষ্টোপাস্তেঃ ফলানি দর্শয়তি—সেই বিশিষ্ট উপাসনার ফল প্রদর্শন করিতেছেন—সেই উপাসক মোক্ষ অর্থাৎ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পান, তিনি ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ-বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—সেই সাধক যেহেতু ব্রহ্মবিদ্ হন ॥৪৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদেতদুপাসনস্য ফলমাহ স মোক্ষমিত্যাদিনা স গোপালো ভবতীত্যন্তেন। প্রথমং তাবন্মোক্ষমবিদ্যাবিমোকমশ্নুতে। ততশ্চ ব্রহ্মত্বং শুদ্ধচিদ্রূপত্বেন ব্রহ্ম-সমানরূপত্বম্। ততশ্চ ব্রহ্মবিৎ নরাকৃতিপরব্রহ্মানুভবী ভবতি ॥৪৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—সেই এই উপাসনার ফল বলিতেছেন—'স মোক্ষম্' ইত্যাদি 'গোপালোভবতি' এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা। তন্মধ্যে প্রথমে অবিদ্যা হইতে মুক্তি লাভ করেন তৎপরে ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ দোষনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ চিৎস্বরূপতাবশতঃ ব্রহ্মের সমানরূপতা (-ব্রহ্মস্বরূপ) তাহার পর ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি নরাকৃতি পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারী হয়েন ॥৪৩॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে সেই উপাসনার ফল বলিতেছেন। তিনি মোক্ষ লাভ করেন অর্থাৎ কাম, কর্ম্ম ও অবিদ্যা হইতে নির্ম্মুক্ত হন। তৎপরে শুদ্ধচিৎরূপে ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করেন। অবশেষে নরাকৃতি পরব্রহ্মের অনুভবী হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

(গীঃ ১৮।৫৫)

শ্রীগীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (গীঃ ১৮।৫৪) শ্লোকের টীকায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত-চৈতন্যস্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নিগু́ণা ভক্তি লাভ করেন" ॥৪৩॥

শ্রুতিঃ—যো গোপান্ জীবান্ বৈ আত্মত্বেনাসৃষ্টিপর্য্যন্ত-মালাতি স গোপালো ভবতি ওঁ তদ্ যৎ সোঽহং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ সোঽহ-মোম্। তদ্ গোপাল এব পরং সত্যমবাধিতং সোঽহমিত্যাত্মানমাদায় মনসৈক্যং কুর্য্যাদাত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েদিতি স এবাব্যক্তোঽন-ন্তো নিত্যো গোপালঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর গোপাল-শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া তাঁহার গোপালত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন] যো গোপান্ জীবান্ বৈ আত্মত্বেন (যিনি গোপসমূহ অর্থাৎ জীবগণকে পরমস্নেহে আত্মাভিন্নরূপে) আ সৃষ্টি পর্য্যন্তম্ আলাতি (সর্গ ও প্রলয়োপলক্ষিত সর্ব্বকালকে ব্যাপিয়া আলাতি অর্থাৎ স্বীকার করেন) স গোপালঃ ভবতি (তিনি গোপাল হইয়া থাকেন, গোপসমূহের ন্যায় স্নেহাদি দ্বারা তদভিন্নরূপে তন্নিকটে অবস্থান করেন) [এইরূপে 'গোপাল' শব্দের ব্যুৎপত্তি

দেখাইয়া বাক্যার্থ বলিলেন গোপালস্বরূপে ধ্যান করিবার পর কৃষ্ণস্বরূপে ধ্যান বলিতেছেন] ওঁ তদ্ যৎ ('ওঁ' ও 'তদ্' এই দুইটি শব্দের বাচ্য অর্থ যে পরব্রহ্ম) সোঽহং পরং ব্রহ্ম (তিনিই আমি অর্থাৎ তাঁহারই আমি, ইহা আমাকে তৎ-সম্বন্ধে অবধারণ করিয়া তাহার পর) কৃষ্ণাত্মকঃ নিত্যানন্দৈকরূপঃ (আমি কৃষ্ণাত্মক অর্থাৎ কৃষ্ণেরই এবং নিত্যানন্দরূপী—ইহা চিন্তা করিবে) সঃ অহম্ ওঁ তদ্ গোপাল এব (আত্মাকে ব্রহ্মৈকত্ব ভাবনার পর এইরূপে গোপালৈক্য ভাবনা করিবে যে আমি সেই গোপালের অর্থাৎ গোপালের জন) পরং সত্যমবাধিতং সোঽহম্ (ওঁ ও তদ্ শব্দবাচ্য পরম্ সত্য যিনি অবাধিত সেই ব্রহ্ম গোপাল, আমি সেই গোপাল-সম্বন্ধীয়) ইতি আত্মানম্ আদায় (এইরূপ মনে মনে আত্মাকে জানিয়া উভয়ের সম্বন্ধ চিন্তা করিবে; তাহা কিরূপ চিন্তা? তাহা বিবৃত করিতেছেন) আত্মানং গোপালোঽহম্ ইতি ভাবয়েৎ (আত্মাকে ধ্যান করিবে 'যে গোপালের আমি', অর্থাৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, আত্মা ও গোপাল অভিন্ন হইলেও তাহার বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন— স এবাব্যক্তোঽনন্তো নিত্যো গোপালঃ (তিনিই অব্যক্ত, তিনিই অনন্ত, তিনিই নিত্য, তিনিই গোপাল ; ইহাতে বুঝাইতেছে—পরমপুরুষার্থ স্বীয় প্রেমদানে তিনিই সমর্থ) ॥৪৪॥

অনুবাদ—অতঃপর গোপাল-শব্দের বুৎপত্তি অর্থাৎ পদের অর্থ ও বাক্যের অর্থানুসারে অর্থ দেখাইতেছেন—যিনি সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রলয়াবধি সমস্ত কাল ব্যাপিয়া জীবগণকে পরম স্নেহে নিজ হইতে অভিন্নবোধে আপনার করিয়া অঙ্গীকার করেন, তিনিই গোপাল, সেই গোপালভাবে আত্মাকে চিন্তা করিবার কথা বলিয়া

কৃষ্ণভাবে ভাবনা করিতে বলিতেছেন—ওঁ ও তদ্ শব্দের অর্থ যে পরমব্রহ্ম তাহাই আমি অর্থাৎ তাঁহারই আমি, তাঁহা হইতে অভিন্ন, পরমব্রহ্ম কৃষ্ণস্বরূপ, যিনি নিত্য, আনন্দময় ও অচ্যুত—এইরূপ তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে ধ্যান করিবে, পরে ওঁ ও তদ্ শব্দবাচ্য গোপালই যিনি পরম সত্য, অবাধিত, ব্রহ্ম গোপাল, সেই গোপাল আমি অর্থাৎ সেই গোপালের আমি—এইভাবে মনে মনে আত্মাকে তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান করিয়া উভয়ের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ চিন্তা করিবে। যেহেতু তিনি অব্যক্ত, অনন্ত এবং নিত্য, সেইহেতু পরম পুরুষার্থ-দাতা ॥৪৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—ব্যুৎপত্তিপূর্ব্বকং গোপালকত্বং দর্শয়তি। গোপান্ জীবান্ আত্মত্বেন আসৃষ্টিপর্য্যন্তম্ আলাতি আদত্তে স্বীকরোতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ স গোপালো ভবতীতি। গোপালত্বেন বিশিষ্টভাবনামুক্ত্বা কৃষ্ণত্বেন তামাহ ওঁ তৎ যৎ সোঽহমিতি। ওঁ তচ্ছব্দাভ্যাং বাচ্যং যৎ পরং ব্রহ্ম সোঽহম্ ইত্যবধার্য্যাত্মানম্ ইত্যনুবর্ত্তনীয়ং ততঃ কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ অহম্ ইতি ভাবয়েদিতিশেষঃ। কৃষ্ণাত্মক ইত্যস্যৈব ব্যাখ্যানং নিত্যানন্দৈকরূপ ইতি। কৃষ্ সত্তায়ামিতি ধাত্বর্থান্তশব্দস্য চানন্দার্থত্বাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যভাবনপূর্ব্বকং গোপালৈক্যভাবনামাহ ওঁ তদ্গোপাল এব পরং সত্যমিতি। ওঁ তচ্ছব্দবাচ্যং পরং সত্যমবাধিতং ব্রহ্ম গোপাল এব সঃ গোপালঃ অহম্ ইতি আত্মানং মনসা আদায় জ্ঞাত্বা ঐক্যং কুর্য্যাৎ। তদেব বিবৃণোতি আত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েদিতি গোপালাত্মৈক্যভাবনে হেতুমাহ। স এবাব্যক্তোঽনন্তঃ তং ভাবয়েদিত্যর্থঃ। মায়ামমতিব্যাপ্তিং বারয়তি অনন্ত ইতি। দেশতোঽনন্তত্বং মায়ায়ামপীত্যত আহ নিত্য ইতি। পুরুষার্থহেতুত্বমাহ গোপাল ইতি ॥৪৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—গোপালের গোপালত্ব ধাতু-অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন। গোপ যুক্ত আ যুক্ত ল তন্মধ্যে

গোপশব্দের অর্থ জীবাত্মা, তাহাদিগকে যাবৎ-সৃষ্টি গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ অভিন্নরূপে স্বীকার করিয়া আছেন, এজন্য তিনি গোপাল, এই হইল প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে লভ্য পদার্থ, ইহা বলিয়া পরে বাক্যার্থ বলিতেছেন, তিনিই গোপাল হইতেছেন। এই গোপালস্ব-রূপে বিশেষভাবে ধ্যান কর্ত্তব্য বলিয়া কৃষ্ণত্বরূপে ধ্যান বলিতেছেন। ওঁ তদ্ যৎ সোঽহম্ এই বাক্য দ্বারা—তন্মধ্যে 'ওঁ তদ্' এই দুইটি শব্দের দ্বারা অভিধেয় অর্থ যিনি পরব্রহ্ম তিনিই আমি অর্থাৎ তাঁহারই আমি, ইহা আত্মাকে অবধারণ করিয়া 'আত্মানম্ অবধার্য্য' এই দুইটি পদ ৪২ শ্রুতি হইতে আনিতে হইবে। তাহার পর আত্মাকে কৃষ্ণস্বরূপ—যিনি নিত্য ও আনন্দৈকস্বরূপ তাঁহারই সম্বন্ধীয় আমি—এইরূপ ভাবনা করিবে, এই বাক্যে 'ভাবয়েৎ' এই পদটি উহ্য। কৃষ্ণাত্মক এই পদের ব্যাখ্যা নিত্য আনন্দৈকরূপ। যেহেতু কৃষ্ ধাতু সত্তা অর্থে, ন প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দ, দুইটি মিলিয়া নিত্যানন্দ কথাটি হইয়াছে। ব্রহ্মের ও আত্মার ঐক্য চিন্তা করিয়া গোপাল ও আত্মার ঐক্য-সম্বন্ধ চিন্তা করণীয়, ইহা বলিতেছেন ওঁ তদ্ গোপাল এব পরং সত্যমিত্যাদি বাক্যে। 'ওঁ তদ্' এই দুইটি শব্দবাচ্য পরম সত্য ব্রহ্ম যিনি অবাধিত অর্থাৎ সর্ব্বত্র যাঁহার সত্তা সেই ব্রহ্ম গোপালই, 'সেই গোপাল আমি' এইভাবে আত্মাকে তৎ-সম্বন্ধে মনে মনে জানিয়া উভয়ের ঐক্যাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, তাহাই বিশদ করিয়া বলিতেছেন—'আত্মানং গোপালমিতি ভাবয়েৎ' এই বাক্য দ্বারা। গোপাল ও আত্মার ঐক্য ভাবনার হেতু কি? তাহা বলিতেছেন, স এব অব্যক্তঃ—তিনিই অব্যক্ত, তিনিই অনন্ত, এইভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিবে। অনন্ত বলিবার হেতু মায়াকে নিষেধ করিবার জন্য। মায়াও সর্ব্বত্র আছে সেই হিসাবে মায়ার অনন্তত্ব বারণের জন্য নিত্য—এই বিশেষণটি দেওয়া হইল। তিনিই যে পরমপুরুষার্থ—ইহা গোপাল এই পদের দ্বারা উক্ত হইল ॥৪৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—ততশ্চ গোপান্ জীবান্ স্বানুজীবিনে স্ব আত্মত্বেন পরমস্নেহাদাত্মাভেদেন আসৃষ্টিপর্য্যন্তং সর্গপ্রলয়োপলক্ষিতং কালং সর্ব্বমেব ব্যাপ্য আলাতি স্বীকরোতি গোপালঃ স এব ভবতি গোপবর্গবৎ স্নেহাদিনা তদভিন্ন ইতি তন্নিকটে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যথা 'ত্বং সহ পুত্রৈস্তু যথা রুদ্রো গণৈঃ সহ। যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ' ইতি হি বক্ষ্যতে। লক্ষণং বিনা তু পরম-তমপি নাভাসতে। সৃষ্টিঃ সর্গাদিকঃ কালঃ পর্য্যন্ত প্রলয়াদিকঃ তয়োর্দ্বন্দৈক্যং সৃষ্টিপর্য্যন্তম্। তদভিব্যাপ্যাসৃষ্টিপর্য্যন্তমিতি গোপান্ জীবান্ বৈ ইতি ক্বচিৎ- নন্বেবং চেৎ শ্রীকৃষ্ণস্য কো বিশেষস্তত্রাহ স গোপালো ভবতি হীতি। হি এব স শ্রীকৃষ্ণাখ্য গোপালো ভবতি নত্বন্যোঽপীত্যর্থঃ। 'অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্। অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ত্ত' ইতি স্মৃত ইতি শ্রীদেবকীং প্রতি তদ্বাক্যাৎ। তর্হি ভবান্ কস্তত্রাহ ওঁ তদিতি প্রণবাচ্যং তদ্যৎ পরং ব্রহ্ম সোঽহমিত্যর্থঃ। নমু তৎ কিং পরং ব্রহ্ম নাম নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ কৃষ্ণাদন্যৎ নেত্যাহ। পরংব্রহ্মশব্দাভিধেয়ো যঃ কৃষ্ণস্তদাত্মকস্তদনন্য এব সোঽহং অতএব নিত্যানন্দৈকরূপোঽহমিত্যর্থঃ। তথৈবোপসংহরতি ওঁ তদিতি। তস্মাদোং তদ্যৎ সোঽহং পরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। গোপাল এব পরং সত্যমবাধিতমিতি তথাপি তন্মূলত্বেনৈব মম তদ্রূপত্বমিত্যর্থঃ॥

সোঽহমিতি তথাপ্যন্যোঽপি সগোপালোঽহমিত্যাত্মানমাদায় বিভাব্য মনসা ঐক্যং কুর্য্যাদৈক্যভাবনয়োপাসীতেত্যর্থঃ। তদেব ব্যনক্তি। আত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েদিতি। পুনর্গোপালস্যৈব স্বস্মাদপি শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি স এবাব্যক্ত ইতি ন কেনাপি ব্যজ্যত ইতি স্বয়ং সিদ্ধ-ইত্যর্থঃ॥৪৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—ততশ্চেতি—তবেই দেখ—গোপাল কে? উত্তর—যিনি গোপ অর্থাৎ জীবসমূহকে, যাহারা তাঁহার অনুজীবি—আশ্রিত তাহাদিগকে আত্মভাবে অর্থাৎ পরম স্নেহ লইয়া সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত কেবল সৃষ্টি নহে—সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত সমস্ত কাল ব্যাপিয়া, আলাতি অর্থাৎ আপনবোধে অভিন্নরূপে স্বীকার করেন, তিনিই গোপাল-পদবাচ্য, গোপসমূহের মত জীবগণ স্নেহাদি দ্বারা নিজ হইতে অভিন্ন এজন্য জীবের নিকটেই তিনি থাকেন—এই তাৎপর্য্য, একথা পরেই বলা হইবে, যথা,—'যথা ত্বং সহ পুত্রৈস্তু যথা রুদ্রোগণৈঃ সহ। যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ' (উত্তরতাপনী ৫৩ শ্রুতিঃ) ব্রহ্মার প্রতি নারায়ণ শ্রীভগবানের উক্তি—হে অজযোনে! তুমি যেমন সনকাদি নিজ পুত্রগণের সহিত সর্ব্বদা অভিন্নভাবে স্থিত, যেমন রুদ্র নিজ পার্ষদ প্রমথগণকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন এবং যেমন আমি (নারায়ণ) শ্রীমতী লক্ষ্মী আমার প্রিয়, সেই প্রকার ভক্ত আমার প্রিয়। সুতরাং ভক্তকে তিনি নিজের সহিত অভিন্ন বোধ করেন, ইহা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার পরিচয় কি? যেহেতু লক্ষণ ব্যতীত শ্রেষ্ঠমতও স্থিতি লাভ করে না। কোনো কোনও গ্রন্থে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে—সৃষ্টি বলিতে সৃষ্টি হইতে পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত বলিতে প্রলয়াদিকাল, সৃষ্টিশ্চ পর্য্যন্তশ্চ সৃষ্টিপর্য্যন্তং দ্বন্দ্ব-সমাসে সমাহার হেতু একবচন, এইরূপ কালকে ব্যপিয়া ('আ' অব্যয়ের অর্থ অভিব্যাপ্তি) গোপ অর্থাৎ জীবগণকে যিনি আপন বোধ করিয়া গ্রহণ করিয়া আছেন। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে—বেশ, গোপাল যদি এইরূপ ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ ব্রহ্ম হন, হউন, কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষত্ব (মহিমা) কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন 'স গোপালো ভবতি হি' সেই শ্রীকৃষ্ণই গোপাল, হি

শব্দের অর্থ 'এব' অবধারণ অর্থাৎ অন্য নহে, সেই গোপালই শ্রীকৃষ্ণ-নামা গোপাল, তদভিন্ন, অন্য কেহ নহেন—ইহাই অর্থ। একথা শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্দে তৃতীয়াধ্যায়ে দেবকীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে পাওয়া যায়। যথা—'অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্। অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ' দেখ দেবকি! যখন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সুতপা ও পৃশ্নি—এই প্রজাপতি দম্পতিকে ব্রহ্মা সন্তান সৃষ্টির জন্য আদেশ করিলেন তখন তাঁহারা দ্বাদশ দিব্যসহস্র বর্ষকাল ঘোর তপস্যায় রত হইলেন, সেই তপস্যায় প্রীত হইয়া আমি বরদান করিতে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলে তাঁহারা আমার সদৃশ পুত্র পাইতে চাহিলেন, কিন্তু আমি আমার সদৃশ অন্য কাহাকেও না দেখিয়া আমিই তোমাদের পুত্র হইলাম। সেই পুত্রের নাম পৃশ্নিগর্ভ। পুনশ্চ প্রশ্ন এই—যদি শ্রীকৃষ্ণ গোপালই হন, তবে আপনি কে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—'ওঁ তদিতি'। ওঁ তদ্—এই প্রণববাচ্য যে পরব্রহ্ম তিনিই আমি অর্থাৎ তদভিন্ন—ইহাই অর্থ। পুনরপি আশঙ্কা, তাহা হইলে কি সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা নরাকৃতিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন? উত্তর,—না, পরব্রহ্ম শব্দের বাচ্য অর্থ যে শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই সেই পরব্রহ্ম, তাহা হইতে অন্য নহেন। তদাত্মক বলিয়া 'সোঽহম্' আমি সেই পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এইজন্য বলিতেছি—'নিত্য আনন্দৈকস্বরূপ আমি'—ইহাই তাৎপর্য্য। উপসংহারে (কথা-সমাপ্তিতে) সেইরূপই বলিতেছেন, ওঁ তৎ—'প্রণববাচ্য পরব্রহ্ম আমি' অর্থাৎ 'ওঁ তৎ' এই দুইটি শব্দবাচ্য যিনি, সেই পরব্রহ্ম আমি। শ্রীগোপালই পরম সত্য, তিনি অবাধিত তাহা হইলেও আমি তন্মূলক অর্থাৎ তিনিই আমার মূল, অতএব তন্মূলকত্ব-নিবন্ধনই আমার পরব্রহ্মরূপতা,—এই

তাৎপর্য্য। জীবপক্ষে ব্যাখ্যা এই—যদিও আমি সেই, তাহা হইলেও তিনি অন্য হইলেও 'সেই গোপালের আমি' এইভাবে নিজেকে ধ্যান করিয়া মন দ্বারা ঐক্য সাধন করিবে অর্থাৎ নিজের ও শ্রীকৃষ্ণের ভেদাভেদসম্বন্ধ লইয়া উপাসনা করিবে। —ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন—যথা 'আত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ' ইতি। পুনরায় শ্রীগোপালেরই নিজ আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন—'সঃ এব অব্যক্ত' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা, জীব ও পরব্রহ্ম এক জাতীয় হইলেও পরব্রহ্ম অব্যক্ত, কেহ তাঁহাকে ব্যক্ত করে নাই, তিনি স্বয়ং সিদ্ধ—এই অর্থ ॥৪৪॥

তত্ত্বকণা—গোপাল-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখাইতেছেন,—যিনি গোপগণকে অর্থাৎ জীবগণকে, যাহারা তাঁহার আশ্রিত অনুজীবি, তাহাদিগকে পরম স্নেহে আত্মাভিন্নরূপে আপনবোধে স্বীকার করেন, তিনিই গোপাল। গোপকুলের ন্যায় জীবগণও স্নেহাদি-সূত্রে তাঁহার অভিন্ন। এইহেতু জীবের অন্তর্য্যামিরূপে ও সখারূপে তিনি জীবহৃদয়ে বাস করেন। 'যথা ত্বহং' মন্ত্রটি ব্রহ্মার প্রতি নারায়ণের যে উক্তি, তাহা এই উত্তরতাপনীতে ৫৩ শ্রুতিতে পরে পাওয়া যাইবে। তাৎপর্য্য এই যে—ভক্তকে ভগবান্ অত্যন্ত আপন বলিয়া স্বীকার করেন এবং এই প্রিয়তমত্বহেতু ভক্তকে ভগবানের অভিন্ন বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণই গোপালরূপে লীলা করেন।

দেবকীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে পাই,—

"অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ ॥" (ভাঃ ১০।৩।৪১)

অর্থাৎ আমি ইহলোকে সচ্চরিত্র ও সরলতা-বিষয়ে অন্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পৃশ্নিগর্ভ নামে বিখ্যাত হইয়া তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।

তাহা হইলে যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনি কে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ওঁ তদ্' এই প্রণববাচ্য যে পরব্রহ্ম, তাঁহাই আমি। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই প্রণববাচ্য পরব্রহ্ম অন্য? তদুত্তরে বলিতেছেন যে,—না, পরব্রহ্ম শব্দের অভিধেয় যিনি, তিনিই কৃষ্ণ, অন্য নহে, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমি। নিত্য ও আনন্দস্বরূপ আমি। কৃষ্ণশব্দে যিনি নিত্য সত্তাযুক্ত এবং আনন্দময়, তাঁহাকেই বুঝায়।

উপসংহারেও ইহাই পাওয়া যায়,—'ওঁ তদিতি' বাক্যে যিনি, সেই পরব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহারই গোপালস্বরূপ, তিনি পরম, সত্য-স্বরূপ। তথাপি কৃষ্ণই আমার অর্থাৎ নারায়ণের মূল বলিয়া নারায়ণের (আমারও) তদ্রূপত্ব।

এই শ্রুতি-মন্ত্রে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত-বিচারে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে, আর শুদ্ধভক্তকে শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তমজ্ঞানে কোথায়ও অভেদোক্তি প্রয়োগ দেখা যায়। জীবের ভগবদ্ভজনকালে নিজেকে ভগবৎস্বরূপের সহিত তাদাত্ম্যবোধে গ্রহণ করার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, যাহাতে নিজের শুদ্ধ চিৎ-স্বরূপের উদয়হেতু কৃষ্ণদাস্যসূচক সম্বন্ধ উদয় হয়। কিন্তু উহার তাৎপর্য্য কখনও কেবলাভেদবাদ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে কেবলাভেদবাদরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সমস্ত শ্রুতি-বচনের সার নির্ণয়-পূর্ব্বক 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'

তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে কেহ কেহ শ্রীনারায়ণের কৃষ্ণের সহিত অভেদোক্তিসমূহকে জীবের সহিত কৃষ্ণের অভেদপর বিচার করিয়া ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

শাস্ত্রে যে কোথায়ও জীবকে ভগবানের অভিন্ন বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য—জীবের চিৎস্বরূপে—চিৎতত্ত্বে অভিন্ন-অভিপ্রায়ে। সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, ইহা কুত্রাপি কোন শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই; বরং খণ্ডিতই হইয়াছে। এজন্য কোন মহাজনই কেবলাভেদ-বিচার গ্রহণ করেন না। জীবকে শ্রীকৃষ্ণের তাদাত্ম্যভাব গ্রহণ করিতে হইলে আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই আমি, অন্যের নহে। —এই বিচার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগোপাল—একথা শুদ্ধভক্ত কখনও ভাবিবেন না। আবার শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-রহিত নিজেকে জানিলে মায়িক উপাধিতে আত্ম-বুদ্ধিকরতঃ ভজন করিতে পারিবেন না। সেইজন্য শ্রুতি কোথাও কোথাও অভেদ-চিন্তনের উপদেশ দিয়া ভগবানেরই আমি, আমার আমিত্ব তদধীন, ইহা চিন্তা করিবার শিক্ষা দিয়া জড়-বন্ধন-মোচনের উপায় করিয়াছেন।

আমাদের পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্ব-রচিত জৈবধর্ম্মে পাই,—

"হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলম্। হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্য-বিষয়ে" (দশমূল ৮ম মন্ত্রে)।

সমস্ত চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি; বিবর্ত্তবাদ সত্য নয়, তাহা কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞানবিরুদ্ধ; অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বই শ্রুতিসম্মত সুবিমলতত্ত্ব, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব হইতে সর্ব্বদা নিত্য-তত্ত্বে প্রেমসিদ্ধি হয়।

উপনিষদ্ বাক্যগুলিকে 'বেদান্ত' বলা হয়, সেই বেদান্তকে সুন্দররূপে অর্থ করিবার জন্য বিষয়বিভাগক্রমে অধ্যায়চতুষ্টয়সংযুক্ত 'ব্রহ্মসূত্রে' নামে শ্রীবেদব্যাস যে যে সূত্রসকল রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই 'বেদান্তসূত্র' বলা যায়। বিদ্বজ্জগতে বেদান্তসূত্রগুলি বিশেষ সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সকল বেদান্তসূত্রে যাহা উপদিষ্ট আছে, তাহাই যথার্থ বেদার্থ। মতাচার্য্যগণ বেদান্তসূত্র হইতে স্বীয় স্বীয় মৎপোষক সিদ্ধান্ত বাহির করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্র হইতে 'বিবর্ত্তবাদ' উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণতি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না; অতএব পরিণামবাদ ভাল নয়, বিবর্ত্তবাদই ভাল। বিবর্ত্তবাদের অন্য নাম 'মায়াবাদ'। তিনি বেদমন্ত্রসকল আবশ্যকমত সংগ্রহকরতঃ বিবর্ত্তবাদের পোষকতা করিয়াছেন; ইহাতে বোধ হয়, পরিণামবাদ পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত। শ্রীশঙ্কর বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়া পরিণামবাদকে কুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিবর্ত্তবাদ একটি মতবাদ; তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'দ্বৈতবাদ' সৃষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ-স্থাপক বেদমন্ত্রসকল সজ্জিত হইয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছে। এইরূপে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য কতকগুলি বেদমন্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। আবার, শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য অনেকগুলি শ্রুতিবচন অবলম্বনপূর্ব্বক 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' স্থাপন

করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী কতকগুলি শ্রুতিবচন অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই বেদান্তসূত্র হইতে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা ভক্তি-তত্ত্ববিরুদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচার করিয়াও তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ভক্তিমূলক করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত শ্রুতিবচনের সম্মানপূর্ব্বক যেমন সিদ্ধ হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন; তাহার নাম 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-তত্ত্ব—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াও তাঁহার মতের সারমাত্র স্বীকার করিয়াছেন"।।৪৪।।

শ্রুতিঃ—মথুরায়াং স্থিতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বদা মে ভবিষ্যতি।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবৃতস্ত বৈ ॥৪৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[আশঙ্কা এই যে, এই অবতারের কোন্‌টি নিত্য অবস্থান-ক্ষেত্র? ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে এই প্রশ্ন করিলে তিনি তাঁহাকে উত্তর দিতেছেন] ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মন্!) মে (আমার অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপ নারায়ণ, আমার) সর্ব্বদা (নিত্যকাল) মথুরায়াং স্থিতির্ভবিষ্যতি (শ্রীমথুরায় অবস্থান হইবে) [কোন্ মূর্ত্তিতে?] শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালা-বৃতস্ত বৈ (যে আমি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালাধারী হইয়া প্রসিদ্ধ, সেই মূর্ত্তিতেই) ॥৪৫॥

অনুবাদ—এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই শ্রীকৃষ্ণাবতারের নিত্য অবস্থান কোথায়? তাহার সমাধান—ব্রহ্ম-নারায়ণ-সংবাদ হইতেই জানা যাইতেছে। ব্রহ্মা ঐ প্রশ্নই নারায়ণকে করিয়াছিলেন, শ্রীনারায়ণ লোকস্রষ্টা ব্রহ্মাকে তদুত্তরে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি যে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালাশোভিতরূপে প্রসিদ্ধ আছি, সেই-রূপেই আমার শ্রীমথুরায় নিত্যকাল অবস্থান হইবে ॥৪৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কো বাস্যাবতারস্যাশ্রয়ো নিত্যমিত্যাশঙ্ক্য নারায়ণো ব্রহ্মাণং প্রত্যাহ মথুরায়াং স্থিতিরিতি। যোঽহং শঙ্খচক্রাদিভিরাবৃতঃ তু বৈ প্রসিদ্ধং তস্য মে সর্ব্বদা মথুরায়াং স্থিতির্ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ ॥৪৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ— কো বাঽস্যেতি—ব্রহ্মা নারায়ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—এই শ্রীকৃষ্ণাবতারের নিত্য নিবাস কোথায়? এই আশঙ্কার পর নারায়ণ ব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তর করিলেন। 'মথুরায়াং স্থিতিঃ' ইতি—মথুরাতেই আমার নিত্য স্থিতি। যে আমি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালাদি-সম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই মূর্ত্তিতে আমার সর্ব্বদা মথুরাধামে স্থিতি হইবে ॥৪৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদেবং শ্রীগোপালস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বমুক্ত্বা পদ্মনাভঃ স্বস্যাপি তদনুগতিং দর্শয়তি। মথুরায়ামিতি। সর্ব্বদা ভবিষ্যতীতি এতদুত্তরকালেঽপি সর্ব্বদৈব ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। তদাবরণদেবতাত্বেনেতি শেষঃ। পূর্ব্বতাপন্যাং হি যন্ত্রপ্রসঙ্গে বাসুদেবাদয়োঽপি তদাবরণত্বেন দর্শিতাঃ। বাসুদেবাদীত্যাদিনা ॥৪৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তদেবমিত্যাদি—এইরূপে শ্রীগোপালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া পদ্মনাভ নারায়ণ ব্রহ্মাকে নিজের তাঁহার আনুগত্য দেখাইতেছেন। মথুরায়ামিত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা, অভিপ্রায় এই—যেমন এখন আমার মথুরায় অবস্থান, এই সময়ের পরেও, সর্ব্বদা 'ভবিষ্যতি' উত্তরের অর্থ। ইহার অবশিষ্ট বাক্য তদাবরণদেবতাত্বেন, অর্থাৎ এই মূর্ত্তির অপ্রকট হইলেও শ্রীকৃষ্ণবতারের আবরণ-দেবতারূপে অবস্থান হইবে, যেহেতু পূর্ব্বতাপনীতে শ্রীকৃষ্ণ-পূজাযন্ত্রের নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে, বাসুদেব প্রভৃতিও তাঁহার আবরণ, ইহা বাসুদেবাদি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ॥৪৫॥

তত্ত্বকণা—এই শ্রীকৃষ্ণাবতারের নিত্য নিবাসস্থান কোথায়? ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনারায়ণ বলিতেছেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ও বনমালা দ্বারা বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা এই মথুরাতেই অবস্থান করিব। আমিই—শ্রীকৃষ্ণই সকল অবতারের আশ্রয়। আমার—শ্রীকৃষ্ণাবতারের অপ্রকটেও আমার বাসুদেবাদি-আবরণদেবতারূপে অবস্থিতি হইবে ॥৪৫॥

শ্রুতিঃ—বিশ্বরূপং পরং জ্যোতিঃস্বরূপং রূপবর্জ্জিতম্।
হৃদা মাং সংস্মরন্ ব্রহ্মন্ মৎপদং যাতি নিশ্চিতম্ ॥৪৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[সেই মথুরায় তাঁহার উপাসনা-প্রকারও শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন] ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মন্) বিশ্বরূপং পরং জ্যোতিঃ-স্বরূপং (আমি বিশ্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত রূপ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং সর্ব্বোত্তম, জ্যোতিঃস্বরূপ, চিন্ময়স্বরূপ, স্বপ্রকাশ) [কিন্তু আমি] রূপবর্জ্জিতং (প্রাকৃতরূপহীন) মাং হৃদা সংস্মরন্ (মনে মনে এইরূপ আমাকে স্মরণ করিয়া যে ব্যক্তি আমার উপাসনা করেন) মৎপদং নিশ্চিতং যাতি (সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে আমার বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন) ॥৪৬॥

অনুবাদ—সেই মথুরাধামে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-প্রকার ব্রহ্মাকে শ্রীনারায়ণ এইপ্রকার বলিয়াছেন,—আমি বিশ্বরূপ কিন্তু প্রাকৃতরূপরহিত এবং চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বোত্তম, আমাকে মনে মনে এইরূপ স্মরণ করিয়া যিনি উপাসনা করেন, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥৪৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—বিশ্বরূপমিতি। বিশ্বরূপং পরং উৎকৃষ্টং নিত্যং জ্যোতিঃস্বরূপং স্বপ্রকাশং চৈতন্যাত্মকং বস্তুতঃ রূপবর্জ্জিতং মাং হৃদা সংস্মরন্ পুরুষঃ নিশ্চিতং মৎপদং যাতি ॥৪৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—বিশ্বরূপমিত্যাদি—বিশ্বরূপ—সমস্ত রূপই (বস্তুই) যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, পরং—যিনি সর্ব্বোত্তম এবং নিত্য জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু বস্তুতঃ প্রাকৃত রূপবর্জ্জিত আমাকে মনে স্মরণকরতঃ সাধক নিশ্চিত আমার পদ প্রাপ্ত হন ॥৪৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র স্বস্যাপ্যুপাসনমাহ বিশ্বরূপমিতি। বিশ্বং সর্ব্বমেব রূপং যস্মিন্। চিৎস্বরূপমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ পরংজ্যোতিঃ পরমতেজঃ-স্বরূপং অতএব স্বমসাধারণং রূপং যস্য তৎ। রূপবর্জ্জিতং প্রাকৃত-রূপরহিতং মৎপদং মৎস্থানম্ ॥৪৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—সেই মথুরাধামে নারায়ণ ব্রহ্মাকে নিজেরও উপাসনা বলিয়াছেন,—'বিশ্বরূপমিত্যাদি' বাক্য দ্বারা। বিশ্ব অর্থাৎ সমস্ত রূপই (বস্তু) যাঁহাতে আছে, কোনো কোনও গ্রন্থে 'চিৎস্বরূপম্' এই পাঠ বর্ত্তমান, পরজ্যোতিঃ পরম তেজঃস্বরূপ, স্বরূপং—অতএব স্ব-অসাধারণ যাঁহার রূপ, কিন্তু রূপবর্জ্জিতং—প্রাকৃত-রূপবর্জ্জিত, মৎপদং—আমার স্থান—বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয় ॥৪৬॥

তত্ত্বকণা—এস্থলে শ্রীনারায়ণ নিজের উপাসনাও বলিতেছেন। হে পদ্মযোনে! যে ব্যক্তি আমাকে বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত রূপ বা বস্তু যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে, জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ পরম তেজস্বরূপ, কিন্তু প্রাকৃত রূপবর্জ্জিত বলিয়া 'অরূপ' নামেও শাস্ত্রে কথিত, উক্তরূপে স্মরণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার ধামে গমন করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে পাই,—

"ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদা-
স্ত উত ভবৎপদাম্বুজহৃদোঽঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ।
দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৩৫)

শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥"

(গীঃ ১৮।৫৮)॥৪৬॥

শ্রুতিঃ—মথুরামণ্ডলে যস্তু জম্বুদ্বীপে স্থিতোঽপি বা।
যোঽর্চ্চয়েৎ প্রতিমাং মাঞ্চ স মে প্রিয়তরো ভুবি ॥৪৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—ঐ গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণের পূজা কি প্রকার? তাহার উত্তরে শ্রীনারায়ণ বলিলেন) যঃ তু মথুরামণ্ডলে (যে সাধক মথুরাপ্রদেশে) অপি বা জম্বুদ্বীপে (এমন কি, জম্বুদ্বীপ-মধ্যে যে কোনও স্থানে) স্থিতঃ (থাকিয়া) প্রতিমাং মাঞ্চ (শিলাদিময়ী প্রতিমারূপী আমাকে) যঃ অর্চ্চয়েৎ (যে ব্যক্তি পূজা করিবে) ভুবি (এই পৃথিবীতে) সঃ মে প্রিয়তরঃ (সেই ব্যক্তি আমার অতি প্রিয় হইবে)॥৪৭॥

অনুবাদ—'সেই গোপালের পূজার নিয়ম কি?' ব্রহ্মার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনারায়ণ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি মথুরামণ্ডল-মধ্যে, এমন কি, জম্বুদ্বীপের যে কোনও স্থানে থাকিয়া শিলাদিময়ী প্রতিমারূপী আমাকে পূজা করিবে পৃথিবীতে সে আমার অতি প্রিয় হইবে॥৪৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কীদৃশী পূজাস্যেত্যস্যোত্তরমাহ মথুরেতি। মথুরা-মণ্ডলে যস্তু জম্বুদ্বীপে স্থিতোঽপি বা প্রতিমাং শিলাদিময়ীং মাঞ্চ ধ্যানভাবিতং ভুবি সম্যক্ অর্চ্চয়েৎ সঃ মে মম প্রিয়তরঃ বল্লভঃ ভবতি ॥৪৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—কীদৃশী পূজাঽস্যেত্যাদি—এই শ্রীগোপালের পূজা কি প্রকার হইবে? ব্রহ্মার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনারায়ণ বলিতেছেন—মথুরা ইত্যাদি বাক্য। মথুরা প্রদেশে থাকিয়া অথবা জম্বুদ্বীপে থাকিয়াও যে ব্যক্তি গোপালরূপী আমাকে প্রতিমায় অথবা ধ্যানলব্ধ-স্বরূপে যথাবিধি পূজা করিবে, পৃথিবীতে সে ব্যক্তি আমার অতি প্রিয় জানিও ॥৪৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—উপাসনায়ামপি প্রতিমোপাসনায়াঃ শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি মথুরেতি। জম্বুদ্বীপমাত্রেঽপি স্থিতোঽপি যোঽর্চ্চয়েৎ কিমুত মথুরা-মণ্ডল ইত্যর্থঃ। প্রতিমাং মাঞ্চেতি প্রতিমারূপং মাঞ্চেত্যর্থঃ ॥৪৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—উপাসনায়ামপি ইত্যাদি—উপাসনার মধ্যেও প্রতিমায় উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন—মথুরা ইত্যাদি বাক্যে। জম্বুদ্বীপ-মাত্রে থাকিয়াও যে ব্যক্তি আমাকে পূজা করে, মথুরামণ্ডলে স্থিত ব্যক্তির কথা কি বলিব,—ইহাই অর্থ। প্রতিমাঞ্চ—ইহার অর্থ প্রতিমারূপী আমাকে ॥৪৭॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মা পূর্ব্বে শ্রীনারায়ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পূজার প্রকার কি? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি মথুরা প্রদেশে, এমন কি, জম্বুদ্বীপের যে কোন স্থানে থাকিয়া আমার শিলাদিময়ী শ্রীমূর্ত্তির যথাবিধি পূজা করেন অথবা মদ্গতচিত্তে আমার ধ্যান করেন সেই ব্যক্তি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে পাই,—

"অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাঽপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥"

(ভাঃ ১১।২৭।৯)

শ্রুতিস্তবে আরও পাই,—

"স্বকৃতপুরেষমীষ্বহিরন্তরসংবরণং তব
পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮৭।২০)॥৪৭॥

শ্রুতিঃ—তস্যামধিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণরূপী পূজ্যস্ত্বয়া সদা।
চতুর্দ্ধা চাস্যাধিকারভেদত্বেন যজন্তি মাম্॥৪৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে আরও বলিলেন—হে ব্রহ্মন্—পদ্মযোনে!] তস্যাম্ অধিষ্ঠিতঃ (সেই মথুরাতে অধিষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণরূপে আমি আছি) কৃষ্ণরূপী [অহং] ত্বয়া সদা পূজ্যঃ (তুমি সেই কৃষ্ণরূপী আমাকে সর্ব্বদা পূজা করিও) [কেহ কেহ ব্যূহভেদেও শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করে] অস্য চ (এই উপাসনার) অধিকার-ভেদত্বেন (অধিকারী বিশেষ ভেদ থাকায়—সেই অনুসারে) চতুর্দ্ধা মাং যজন্তি (বিভিন্ন অধিকার অনুসারে চারিপ্রকারে চতুর্ব্ব্যূহ-রূপী আমাকে পূজা করে)॥৪৮॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই মথুরায় কৃষ্ণমূর্ত্তিতে আমি সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিয়া আছি, এই ধারণা লইয়া তুমি আমাকে পূজা করিবে এবং অধিকারিভেদে চারিমূর্ত্তিতে চতুর্ব্ব্যূহরূপী আমাকে উপাসকগণ আবার পূজা করিয়া থাকে॥৪৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—তস্যামিতি। হে ব্রহ্মন্ তস্যাং মথুরায়াং অধিষ্ঠিতঃ অধিষ্ঠায় স্থিতঃ কৃষ্ণরূপী অহং ত্বয়া সদা পূজ্যঃ। চতুর্ব্যূহপূজনোপদেশমভিপ্রেত্য তত্র সম্প্রদায়ং দর্শয়তি চতুর্দ্ধা চেতি। পূজ্যত্বেন অধিক্রিয়ন্ত ইতি অধিকারাঃ অস্য রূপাণি তেষাং ভেদত্বেন ভিন্নত্বেন মাং চতুর্দ্ধা যজন্তি ॥৪৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তস্যামিত্যাদি—হে ব্রহ্মন্! সেই মথুরাতে অধিষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণরূপী আমি বিরাজমান, তুমি আমাকে সেই মূর্ত্তির সর্ব্বদা পূজা করিও। চতুর্ব্যূহ পূজার ব্যবস্থা বলিবার অভিপ্রায়ে সেই পূজা-বিষয়ে সম্প্রদায়-বিশেষ দেখাইতেছেন চতুর্দ্ধা ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। যে সকল শ্রীকৃষ্ণের রূপ পূজ্যরূপে অধিকৃত তাহা বিভিন্ন, এজন্য কোনো কোনো সম্প্রদায় চতুর্ব্যূহভেদে আমাকে পূজা করে ॥৪৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র তত্র কীদৃশী পূজাস্যেতি শ্রীগান্ধর্ব্বী-প্রশ্নস্যোত্তরং বিশেষেণ বদন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্য পূজ্যত্বে পরমাধিক্যমাহ তস্যামিতি। ত্বয়া তু পরমাধিকারিণা কৃষ্ণরূপ্যেব তস্যাং পূজ্যোঽহম্। নত্বেতৎ পদ্মনাভাদিরূপঃ।

অথ শ্রীকৃষ্ণমপি কেচিদ্ব্যূহভেদেন উপাসতে তদাহ চতুর্দ্ধা চাস্যেতি। অস্যোপাসনস্যাধিকারিভেদত্বেন তদ্ভেদেন ইত্যর্থঃ। মাং শ্রীকৃষ্ণরূপিণম্ ॥৪৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—গান্ধর্ব্বী মহামুনি দুর্ব্বাশাকে প্রশ্ন করিলেন, সেই সেই মূর্ত্তিতে কিভাবে গোপালের পূজা হইবে? ইহার উত্তর বিশেষভাবে দিবার সময় প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির পূজার উৎকর্ষাতিশয় দেখাইতেছেন, তস্যামিত্যাদি বাক্য দ্বারা। অতঃপর

শ্রীনারায়ণ বলিলেন—ব্রহ্মন্! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিকারী, তুমি মথুরায় কৃষ্ণরূপী আমাকে পূজা করিবে, তদ্‌ভিন্ন আমার পদ্মনাভাদিরূপ নহে। আর শ্রীকৃষ্ণাবতারেও কোন কোন উপাসক ব্যূহভেদে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির উপাসনা করে, তাহা চতুর্দ্ধা চাস্য ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন—এই উপাসনার অধিকারী বিভিন্ন থাকায় সেইজন্য তদনুসারে। শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকে তাহারা পূজা করে ॥৪৮॥

তত্ত্বকণা—হে ব্রহ্মন্! আমি মথুরাতে কৃষ্ণরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বদা তোমার পূজ্য হইয়াছি। তুমি পরম অধিকারী বলিয়া আমার এই শ্রীকৃষ্ণরূপের উপাসনায় অধিকার পাইয়াছ। অধিকারি-ভেদে চতুর্ব্ব্যূহোপাসকগণ চতুর্ব্ব্যূহরূপে আমার ভেদ কল্পনা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"আদি-চতুর্ব্ব্যূহ কেহ নাহি ইহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ)

"পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥
তাঁহা হইতে পুনঃ চতুর্ব্ব্যূহ পরকাশ।
আবরণরূপে চারিদিকে যাঁর বাস ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৯২-১৯৩) ॥৪৮॥

শ্রুতিঃ—যুগানুবর্ত্তিনো লোকা যজন্তীহ সুমেধসঃ।
গোপালং সানুজং রাম রুক্মিণ্যা সহ তৎপরম্ ॥৪৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে এই চতুর্ব্ব্যূহের কথা বিশদভাবে বলিতেছেন] যুগানুবর্ত্তিনঃ (যুগধর্ম্মানুসারী) সুমেধসঃ লোকাঃ

(সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ) ইহ (এই জম্বুদ্বীপে) গোপালং সানুজং রামরুক্মিণ্যা সহ (পরে জাত প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সহিত এবং বলরাম ও রুক্মিণীর সহিত গোপালরূপী আমাকে) তৎপরং (একাগ্রচিত্তে) যজন্তি (পূজা করিয়া থাকে) ॥৪৯॥

অনুবাদ—চতুর্ব্ব্যূহ-শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় বিশদভাবে বর্ণন করিতেছেন—যুগধর্ম্মানুসারী সুমেধাগণ এই জম্বুদ্বীপে গোপাল, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও বলরাম এই চতুর্ব্ব্যূহ মূর্ত্তিকে রুক্মিণীর সহিত আমাকেই নিষ্ঠা-সহকারে পূজা করিয়া থাকে ॥৪৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—এতদেব বিবৃণোতি যুগানুবর্ত্তিনঃ সুমেধসঃ লোকাঃ ইহ জম্বুদ্বীপে গোপালাদিকং মাং যজন্তি। চতুর্ব্ব্যূহং বিবৃণোতি গোপালমিতি। অনু পশ্চাৎ জায়তে তৌ অনুজৌ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধৌ তাভ্যাং সহিতং সানুজং গোপালম্। কীদৃশং রামরুক্মিণ্যা সহ বর্ত্তমানম্। তথা চ গোপাল সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাত্মকচতুর্ব্ব্যূহঃ শক্ত্যা সহিত উক্তো ভবতি। পুনঃ কীদৃশং তৎপরং রামাদিষু অনুরক্তম্। যদ্বা তৎপরম্ একাগ্রং যথা স্যাত্তথা যজন্তীতি সম্বন্ধঃ ॥৪৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এতদেব বিবৃণোতি—ইহাই বিশদ করিতেছেন; যুগানুবর্ত্তী—যুগধর্ম্মানুসারী, বিজ্ঞ লোকেরা এই জম্বুদ্বীপে গোপাল প্রভৃতি মূর্ত্তিতে আমাকে অর্চ্চনা করে। চতুর্ব্ব্যূহ কি? তাহা বিবৃত করিতেছেন—গোপালমিত্যাদি দ্বারা। সানুজম্—কোন্ অনুজ তাহা বলিতেছেন—অনু অর্থাৎ পরে যাহারা জন্মিয়াছে সেই প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই দুইটির সহিত বর্ত্তমান সানুজ গোপাল। তিনি কিরূপ? বলরাম ও রুক্মিণীর সহিত বর্ত্তমান। অতএব তাহাই বলা হইতেছে—গোপাল, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্ব্যূহ শক্তি রুক্মিণীর সহিত—ইহাই কথিত হইতেছে। পুনশ্চ

তিনি কিরূপ? তৎপরং—রামাদিতে অনুরাগী। অথবা তৎপরং—একাগ্রভাবে, যজন্তি—পূজা করিয়া থাকে—এই অন্বয় ॥৪৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অনু পশ্চাজ্জায়তে ইতি অনুজৌ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধৌ তাভ্যাং সহিতং সানুজং গোপালম্। কীদৃশম্? রামরুক্মিণ্যা সহ বর্ত্তমানং সর্ব্বোঽপি দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ভবতীতি স্মৃতেরেকবচনম্। তৎপরং যথা স্যাত্তথার্চ্চয়েৎ। স এব পরঃ পুরুষার্থো যত্রেতি ॥৪৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অনুজ শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরে জন্মিয়াছেন। তাহাদের সহিত বর্ত্তমান সানুজ। শ্রীকৃষ্ণ, কিরূপ? রাম ও রুক্মিণীর সহিত স্থিত, তাহা হইলে দ্বন্দ্ব-সমাসে ইতরেতর হইলেই সেইরূপ বচন হইয়া থাকে কিন্তু এখানে 'রামরুক্মিণ্যা' হইয়াছে কেন? উত্তর—'দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ ভবতি' ব্যাকরণ শাস্ত্রে বলা আছে—সমস্ত দ্বন্দ্বসমাসই বিকল্পে একবচনান্ত হয়, এজন্য একবচন। তৎপরং পদটি ক্রিয়ার বিশেষণ তৎপরভাবে একনিষ্ঠভাবে অর্চ্চনা করিবে, ইহার অর্থ তাহাই হইতেছে—পরমপুরুষার্থ যেখানে ॥৪৯॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে চতুর্ব্ব্যূহের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাহাই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন, হে ব্রহ্মন্! এই জম্বূদ্বীপে যুগানুবর্ত্তী সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ গোপালাদিরূপে আমাকে পূজা করিয়া থাকেন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইহারাই আমার চতুর্ব্ব্যূহ। রুক্মিণী ও বলরামের সহিত চতুর্ব্ব্যূহাত্মক আমাকে অর্চ্চনা করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ আমি সর্ব্বদা বলরামাদিতে অনুরক্ত, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া পূজা করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

'প্রাভববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন ॥' (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৮৬) ॥৪৯॥

শ্রুতিঃ—গোপালোঽহমজোনিত্যঃ প্রদ্যুম্নোঽহং সনাতনঃ।
রামোঽহমনিরুদ্ধোঽহমাত্মানমর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥৫০॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই চতুর্ব্যূহ এক বিষ্ণুই, শ্রীবিষ্ণু হইতে উঁহারা ভিন্ন নহেন] গোপালঃ অহম্ (আমি শ্রীবিষ্ণুই শ্রীগোপাল) অজঃ নিত্যঃ (যেহেতু গোপাল জন্মরহিত ও ধ্বংসহীন) অহং প্রদ্যুম্নঃ (শ্রীবিষ্ণুই আমি প্রদ্যুম্ন) [যেহেতু] সনাতনঃ (নিত্যপুরুষ) অহং রামঃ (আমি শ্রীবিষ্ণুই বলরাম) অহম্ অনিরুদ্ধঃ (শ্রীবিষ্ণুই অনিরুদ্ধ) [অতএব] আত্মানং (শ্রীবিষ্ণু—আমাকে চতুর্ব্বিধ মনে করিয়া) বুধঃ অর্চ্চয়েৎ (বিজ্ঞ ব্যক্তি অর্চ্চনা করিবেন) ॥৫০॥

অনুবাদ—এই যে চতুর্ব্যূহ বলিলাম—এই চারিটিই এক বিষ্ণু-স্বরূপ, শ্রীবিষ্ণু হইতে ইঁহাদের পার্থক্য নাই। আমি (বিষ্ণু) জন্মরহিত, নির্ব্বিকার, গোপাল, আমিই শাশ্বতপুরুষ প্রদ্যুম্ন, আমিই বলভদ্র, আমিই অনিরুদ্ধ। বুধগণ শ্রীবিষ্ণু আমাকে চারি মূর্ত্তি মনে করিয়া পূজা করিয়া থাকেন ॥৫০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অয়ং চতুর্ব্যূহ একো বিষ্ণুরেব ন তু বিষ্ণোঃ পৃথগিত্যাহ গোপালোঽহমিতি। গোপালাদয়শ্চত্বারোঽপি অহং বিষ্ণুরেব ততঃ আত্মানং বিষ্ণুং মাং চতুর্ব্বিধং বুধঃ বিদ্বান্ অর্চ্চয়েৎ ইত্যর্থঃ ॥৫০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—অয়ং চতুর্ব্যূহ ইতি—এই যে চতুর্ব্যূহ বলিলাম—ইঁহারা সকলেই এক শ্রীবিষ্ণুই, কিন্তু তাঁহা হইতে

পৃথক্ নহেন—এই কথাই গোপালোঽহমিত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। গোপাল প্রভৃতি চারিটিই আমি অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, সেইজন্য শ্রীবিষ্ণু আমাকে চতুষ্প্রকার জানিয়া অর্চ্চনা করিবে। —এই অর্থ ॥৫০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অত্র চ পূর্ব্ববদভেদেনোপাসনং দর্শয়তি গোপালোঽহমিতি। আত্মানং পরমাত্মানম্ ॥৫০॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এই শ্রুতিতেও পূর্ব্বোক্তের মতই অভেদ উপাসনা দেখাইতেছেন—গোপালোঽহমিত্যাদি বাক্য দ্বারা। আত্মানম্ অর্থে পরমাত্মা মনে করিয়া ॥৫০॥

তত্ত্বকণা—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে কহিলেন,—এই চতুর্ব্ব্যূহ আমিই। আমা হইতে ভিন্ন নহে। হে ব্রহ্মন্! আমিই সেই চতুর্ব্ব্যূহাত্মক গোপাল, আমার জন্ম নাই, বিনাশ নাই, আমি নিত্য, সনাতন-বস্তু, আমিই প্রদ্যুম্ন, আমিই গোপাল, আমিই অনিরুদ্ধ, আমিই সঙ্কর্ষণ (বলরাম)। বুধগণ এই চতুর্ব্ব্যূহরূপে আমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ॥
ইঁহো ত' দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক সাথ॥" (চৈঃ চঃ আদি ২।২৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥" (ভাঃ ১০।১৪।১৪) ॥৫০॥

শ্রুতিঃ—ময়োক্তেন স্বধর্ম্মেণ নিষ্কামেণ বিভাগশঃ।
তৈরয়ং পূজনীয়ো বৈ ভদ্রকৃষ্ণনিবাসিভিঃ ॥৫১॥

অন্বয়ানুবাদ—[মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যেরূপ বিভাগ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিবৃত করিয়াছেন, সেই অনুসারে সকাম সাধারণ মানবগণ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া থাকেন] ময়া উক্তেন স্বধর্ম্মেণ নিষ্কামেণ বিভাগশঃ (শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বয়ং আমি যে স্ব-প্রাপক নিষ্কাম উপাসনার বিষয় বিভাগক্রমে বিবৃত করিয়াছি) তৈঃ (তদ্দারা) ভদ্রকৃষ্ণনিবাসিভিঃ (ভদ্রবন ও কৃষ্ণবননিবাসিগণ কর্ত্তৃক) অয়ং (চতুর্ব্ব্যূহাত্মক শ্রীকৃষ্ণ) বৈ পূজনীয়ঃ (পূজিত হন) [সকাম উপাসনা বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে আর নিষ্কাম-উপাসনা কেবল শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত—ইহাই তাৎপর্য্য] ॥৫১॥

অনুবাদ—মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকার মূর্ত্তিতে আমি বিভাগক্রমে বর্ণাশ্রমাদি-ভেদে সাধারণের জন্য সকাম ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছি; আর স্বমুখে মৎপ্রাপক নিষ্কাম উপাসনার কথা বলিয়াছি, তদনুসারে ভদ্রবন ও কৃষ্ণবনবাসিগণ নিষ্কামভাবে এই চতুর্ব্ব্যূহাত্মক কৃষ্ণকে পূজা করিবেন ॥৫১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—ময়োক্তেনেতি। ময়া মন্বাদিরূপিণা বিভাগশো বর্ণশ্রমাদিভেদপ্রোক্তেন স্বধর্ম্মেণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ ভদ্রকৃষ্ণবনয়োঃ নিবাসিভিঃ তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্মৈঃ অয়ং চতুর্ব্বিধঃ কৃষ্ণঃ পূজনীয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥৫১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—ময়োক্তেন ইত্যাদি—ময়া—আমি পদ্মনাভ শ্রীনারায়ণ মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকাররূপে, বিভাগশঃ—বর্ণাশ্রমাদিভেদে, উক্তেন—বর্ণিত, স্বধর্ম্মেণ—নিজ নিজ বর্ণাশ্রম-বিহিত

ধর্ম্ম দ্বারা ভদ্রবন ও কৃষ্ণবনে নিত্য নিবাসিগণ, তৈঃ—প্রসিদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুসারে, অয়ং—এই চতুর্ব্যূহধারী কৃষ্ণকে পূজা করিবেন। —ইহাই তাৎপর্য্য ॥৫১॥

শ্রীবিশ্বনাথ—পূর্ব্বোক্তবনদ্বয়বাসিভিস্তু ময়োক্তেনেতি। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রাদৌ ময়া শ্রীকৃষ্ণরূপেণ স্বয়মুক্তেন স্বধর্ম্মেণ স্বপ্রাপকেনোপাসনেন ভদ্রেতি ভদ্রবনকৃষ্ণবননিবাসিভিরিত্যর্থঃ ॥৫১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—পূর্ব্ব বর্ণিত কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন —এই উভয় বনবাসীরা কিন্তু ময়োক্তরূপে—যে প্রকার বৃহদ্-গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতিতে ময়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে আমি নিজে বলিয়াছি যে স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আমার প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ উপাসনা দ্বারা ভদ্রবন ও কৃষ্ণবন-নিবাসিগণ—এই অর্থ ॥৫১॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবান্ মন্বাদিরূপে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং স্বয়ং শ্রীমুখে যে স্বপ্রাপক ভক্তিধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, সকাম ও নিষ্কাম-ভেদে উপাসকগণ তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন।

ভদ্রবন ও কৃষ্ণবনের অধিবাসিগণ চতুর্ব্যূহাত্মক শ্রীকৃষ্ণকেই পূজা করিয়া থাকেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতি-স্তবে পাওয়া যায়,—

"ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়োর্গুণবিগুণা-
ন্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ।
অনুযুগমন্বহং সগুণগীতপরম্পরয়া শ্রবণভৃতো
যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৪০)

এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য ॥৫১॥

শ্রুতিঃ—তদ্ধর্ম্মগতিহীনা যে তস্যাং ময়ি পরায়ণাঃ।
কলিনা গ্রসিতা যে বৈ তেষাং তস্যামবস্থিতিঃ ॥৫২॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর মথুরার বিশেষ মাহাত্ম্য বলিতেছেন] তদ্ধর্ম্মগতিহীনাঃ যে (যাহারা ভগবদ্ ভক্তিহীন) [যে] তস্যাং ময়ি পরায়ণাঃ (যাঁহারা মথুরায় থাকিয়া আমার অনন্য ভক্ত) যে বৈ কলিনা গ্রসিতাঃ (কলির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যাহারা পাপাত্মা, ভাগবতধর্ম্মহীন ও বর্ণাশ্রমাচাররহিত) তেষাং (তাহাদের সকলের) তস্যাম্ অবস্থিতিঃ [ভবতি] (সেই পুরীতে বাস হয়) ॥৫২॥

অনুবাদ—যাহারা কলির প্রভাবে বর্ণাশ্রমাচার ভ্রষ্ট, অথবা আমার অনন্য ভক্ত, তাহাদের সকলেরই সেই মথুরা পুরীতে বাস হয়। ধামের কৃপায় হয়, অন্যথা নহে ॥৫২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—স্বধর্ম্মবিহীনানামপি মৎপরায়ণামেব মৎপূর্য্যামবস্থিতির্নত্বভক্তানামিত্যাহ তদ্ধর্ম্মগতিহীনা ইতি। কলিনা গ্রসিতাঃ গ্রস্তাঃ সন্তঃ তদ্ধর্ম্মগতিহীনাঃ আশ্রমাচাররহিতা অপি যে তস্যাং পূর্য্যাং মৎপরা ভবন্তি বৈ তেষাম্ এব তস্যাং পূর্য্যাম্ অবস্থিতিঃ নান্যেষামিত্যর্থঃ ॥৫২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তদ্ধর্ম্মেত্যাদি তদ্ধর্ম্মগতিহীনানামিত্যাদি স্বধর্ম্মবিহীন অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার ভ্রষ্ট হইলেও যাঁহারা মদ্ভক্ত তাঁহাদেরও আমার পুরী—মথুরাতে বাস হয়, অভক্তের নহে; ইহাই তদ্ধর্ম্মগতিহীনাঃ—ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রায়। কলিনা গ্রসিতাঃ—গ্রস্ত—কলিপ্রভাবে আক্রান্ত হইয়া তদ্ধর্ম্মগতিহীনাঃ—আশ্রমাচাররহিত হইলেও সেই মথুরা পুরীতে বাসের ফলে তাঁহারা আমার

ভক্ত হয়, ইহা সুনিশ্চিত। তেষামেব ইতি—তাঁহাদেরই সেই পুরীতে অবস্থিতি ঘটে, অন্যের নহে ;—ইহাই অর্থ ॥৫২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—মথুরায়া মহিমাধিক্যমাহ—তদ্ধর্ম্মেতি। ভগবদ্ধর্ম্ম-রূপা যা গতিস্তয়া হীনা যে তথা যে চ তস্যাং স্থিত্বা ময়ি পরায়ণাস্তথা যে কলিনা গ্রসিতাঃ পাপাত্মানঃ তেষাং সর্ব্বেষামেব অবিশেষেণ তস্যাং মথুরায়ামবস্থিতিঃ তদধিকারো ভবতি। নান্যতীর্থবৎ পুণ্যাত্মনামেবেত্যর্থঃ। যথোক্তমাদিবারাহে—'যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং মধুপুরী গতিরি'তি ॥৫২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তদ্ধর্ম্মগতিহীনা ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মথুরা পুরীর মহিমাতিশয় বর্ণনা করিতেছেন। তদ্ধর্ম্মগতি-হীনাঃ—তদ্ধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্মরূপ যে গতি ভবোত্তরণ-পথ তাহাহীন, তথা যে চ এবং যাহারা, তস্যাং স্থিত্বা সেই পুরীতে বাস করিয়া, ময়ি পরায়ণাঃ—আমার একান্ত ভক্ত, তথা যে কলিনা গ্রসিতাঃ—এবং যাহারা কলিগ্রস্ত হইয়া পাপাচারী, তেষাং সর্ব্বেষামেব—তাহাদের সকলেরই, তস্যাম্—সেই পুরীতে, অবস্থিতিঃ—বাস হয় অর্থাৎ মথুরা-বাসে অধিকার হয়। অন্যান্য তীর্থে যেমন পুণ্যাত্মারই মাত্র হয়, এস্থানে তাহা নহে ;—ইহাই অভিপ্রায়। আদি বরাহ-পুরাণে বর্ণিত আছে,—যাহাদের কোথায়ও গতি নাই, তাহাদের মধুপুরীই গতি ॥৫২॥

তত্ত্বকণা—স্বধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিহীন হইলেও যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত হয়, তাঁহার শ্রীভগবানের প্রিয় পুরী মথুরাতে অবস্থিতি হইবে। কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াও যদি শ্রীভগবানে ভক্তি-হীন হয়, তাহা হইলে তাহাদের কখনও মধুপুরীতে বাস হইবে না। আর কলিগ্রস্থ ব্যক্তিগণ বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াও যদি

মথুরায় বাসকরতঃ শ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক ঐকান্তিক ভক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও মথুরা-ধামে অবস্থিতি হয়। অর্থাৎ তদ্ধাম প্রাপ্তি হয়। কিন্তু শ্রীভগবানে ভক্তি না থাকিলে কোন ধর্ম্ম ও পুণ্য-বলে মথুরা পুরীতে অবস্থিতি হইবে না বা অন্য কোন ধর্ম্মবলে সদ্গতিও হইতে পারে না।

অন্যান্য তীর্থে যেরূপ পুণ্যবানের অধিকার, এখানে কিন্তু সেরূপ নহে। আদি বরাহপুরাণে আছে—যাহাদের কুত্রাপি গতি নাই, তাহাদের মথুরা-ধামই গতি।

যেমন শ্রীভাগবতে পাই,—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং
স্বধর্ম্মতঃ॥" (ভাঃ ১।৫।১৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে তারা রৌরবে পড়ি মজে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"
(ভাঃ ১১।৫।২-৩) ॥৫২॥

শ্রুতিঃ—যথা ত্বং সহ পুত্রৈস্তু যথা রুদ্রো গণৈঃ সহ।
যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ ॥৫৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[ইহার কারণ কৃষ্ণভক্তি, ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন। নারায়ণ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্!] যথা পুত্রৈঃ সহ ত্বং প্রিয়ঃ (যেমন পুত্র সনকাদির সহিত মিলিত হইয়া তুমি প্রীতিলাভ কর) যথা রুদ্রঃ গণৈঃ সহ (যেমন প্রমথগণের সহিত যুক্ত হইলে রুদ্র প্রীতি প্রাপ্ত হয়) যথা শ্রিয়া অভিযুক্তঃ অহম্ (যেমন লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া আমি আনন্দ অনুভব করি) [সেই প্রকার] ভক্তঃ মম প্রিয়ঃ (সেই প্রকার ভক্ত আমার প্রীতিহেতু হয়) [প্রিয় শব্দটি প্রীত হওয়া ও প্রীতির কারণ উভয়কেই বুঝায়, সেইজন্য 'সহিত' ও 'অভিযুক্ত' কথাটি উভয়ে অন্বিত, যথা পুত্রৈঃসহ যুক্তঃ ত্বম্, গণৈঃসহ যুক্তঃ রুদ্র ইত্যাদি জ্ঞেয়।] ॥৫৩॥

অনুবাদ—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—দেখ ব্রহ্মন্! তুমি পুত্র সনকাদির সহিত মিলিত হইয়া কত আনন্দ অনুভব কর, রুদ্র তাঁহার পার্ষদগণের সহিত যুক্ত হইলে কতই সন্তুষ্ট হন এবং আমি লক্ষ্মীর সহিত সমন্বিত হইয়া যেমন আনন্দিত হই, সেইরূপ ভক্ত আমার প্রীতির কারণ হয় ॥৫৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অত্র হেতুমাহ যথেতি। যথা পুত্রৈঃ সনকাদিভিঃ সহ ত্বং যথা চ গণৈঃ সহ রুদ্রঃ যথা চ শ্রিয়া অভিযুক্তঃ সহিতঃ অহং মম প্রিয়ঃ তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ অতস্তত্র পুরি ভক্তানামেবাবস্থিতিরিতি শেষঃ ॥৫৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এ-বিষয়ে কারণ কি? তাহা বলিতেছেন,—যথা ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা—হে ব্রহ্মন্! যেমন তুমি

সনক-সনন্দ-সনাতন ও সনৎকুমার নামক পুত্রগণের সহিত থাকিতে ভালবাস এবং রুদ্র যেমন প্রমথগণের সমভিব্যাহারে থাকেন এবং আমি যেমন শ্রীদেবী-সমন্বিত হইয়া প্রীত হই, সেইপ্রকার ভক্তও আমার প্রিয়, এইজন্য সেই মথুরাপুরীতে ভক্তগণেরই স্থিতি। এস্থলে 'স্থিতিঃ' এই পদটি নাই কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে হইবে ॥৫৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র ভক্তানাং বৈশিষ্ট্যং বদন্ গতিঞ্চ দর্শয়তি—যথা ত্বমিতি ॥৫৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তত্র ভক্তানাং ইত্যাদি—সেই মথুরায় বাস বলিয়া ভক্তের বিশেষত্ব ও সদ্গতি দেখাইতেছেন, যথা—ত্বমিত্যাদি বাক্য দ্বারা ॥৫৩॥

তত্ত্বকণা—শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের মথুরাপুরীতে অবস্থিতির কারণ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি যেরূপ সনকাদি পুত্রগণের সহিত অবস্থান কর, রুদ্র যেরূপ প্রমথগণের সহিত বিদ্যমান থাকেন, আমি যেরূপ লক্ষ্মীর সহিত অবস্থান করি, ইহা দ্বারা বুঝা যায়,—সনকাদি ব্রহ্মার প্রিয়, প্রমথগণ রুদ্রের প্রিয়, লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণ আমার প্রিয়, সেইরূপ ভক্তগণও আমার প্রিয়, সেইজন্য ভক্তবৃন্দের সহিতে আমি মথুরাতে বাস করিয়া থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥"
(ভাঃ ৯।৪।৬৪)

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥" (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥" (ভাঃ ১১।১৪।১৫)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"শেষ, রমা, অজ, ভব, নিজ দেহ হইতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়,—কহে ভাগবতে॥" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪ পঃ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৬ পঃ) ॥৫৩

শ্রুতিঃ—স হোবাচাব্জযোনিশ্চতুর্ভির্দ্দেবৈঃ কথমেকো-
দেবঃ স্যাদেকমক্ষরং যদ্বিশ্রুতমনেকাক্ষরং
কথং ভূতং স হোবাচ তং হি বৈ পূর্ব্বং হি
একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ তস্মাদব্যক্ত-
মব্যক্তমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষরাৎ মহত্তত্ত্বং
মহতো বৈ হঙ্কারস্তস্মাদেবাহঙ্কারাৎ
পঞ্চতন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃত-
মক্ষরং ভবতি অক্ষরোঽহমোঙ্কারোঽহমজরো-
ঽমরোঽভয়োঽমৃতো ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ স
মুক্তোঽহমস্মি-অক্ষরোঽহমস্মি সত্তামাত্রং
বিশ্বরূপং প্রকাশং ব্যাপকং তথা এক-
মেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম মায়য়া তু চতুষ্টয়ম্ ॥৫৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে এইরূপ চতুর্ব্ব্যূহাত্মক কৃষ্ণের একত্ব বুঝাইয়া দিলে ব্রহ্মা সন্দেহে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন]

সঃ (নারায়ণ কর্তৃক প্রবোধিত ব্রহ্মা) হ (যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ) অব্জযোনিঃ উবাচ (নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে প্রসূত ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন) চতুর্ভির্দ্দেবৈঃ কথম্ একো দেবঃ স্যাৎ (প্রভু! আপনি যে বলিলেন—বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও বাসুদেব এই চারিটি মিলিত চতুর্ব্ব্যূহ এক গোপাল, ইহা কিরূপে সম্ভব? অনেকের একত্বও তো যুক্তিবিরুদ্ধ) [আবার আরও দেখুন—] একং যদ্ বিশ্রুতম্ অক্ষরম্ (প্রণব বলিয়া প্রসিদ্ধ যে একটি অক্ষর [ওঁ] উহাইবা) অনেকাক্ষরং কথং ভূতম্ (রাম, গোপাল, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধাদি অনেকাক্ষর হইলেন? অর্থাৎ যেমন অনেকের একত্ব অসম্ভব, সেইপ্রকার অনেকের-একস্বরূপ হওয়াও অসম্ভব) স হ উবাচ তং হি বৈ (এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন) [প্রথমতঃ একের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা অনেকরূপতা—ইহা শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করিতেছেন] পূর্ব্বং হি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ (বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন কিন্তু পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তির সহিত নিত্যলীলা ছিলই) তস্মাৎ (সেই একমাত্র ব্রহ্ম হইতে) অব্যক্তং (সকল কার্য্যকারণশক্তি যাহা লীন ছিল, তাহা প্রকাশ পাইল) অব্যক্তমেব অক্ষরং (সেই শক্তিস্বরূপ অব্যক্ত ব্রহ্মই, যেহেতু অব্যক্ত ব্রহ্মের শক্তি,. সেই শক্তিমান্ ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি উভয় অভিন্ন), [সে-কারণ], তস্মাৎ অক্ষরাৎ (সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে) মহত্তত্ত্বং (মহত্তত্ত্ব জন্মিল) মহতো বৈ অহঙ্কারঃ (মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার প্রকাশ পাইল) তস্মাদেবাহঙ্কারাৎ (সেই অহঙ্কার হইতেই) পঞ্চ তন্মাত্রাণি (সূক্ষ্ম পাঁচটি তন্মাত্র উৎপন্ন হইল) তেভ্যঃ (পঞ্চ তন্মাত্র হইতে) ভূতানি (ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত জন্মিল) তৈঃ (সেই মহৎ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা) আবৃতম্ অক্ষরং ভবতি (অব্যক্ত ব্যাপ্ত আছে, যেমন ঘটশরাবাদি দ্বারা মৃত্তিকা ব্যাপ্ত) অক্ষরঃ

অহম্ (অব্যাকৃত অক্ষরাত্মক বিষ্ণু আমি) ওঙ্কারঃ (প্রণব, উভয় একই) [যেহেতু ওঙ্কার-মধ্যে ব্রহ্মের সমস্ত ধর্ম্ম আছে, তাহাই দেখাইতেছেন] অজরঃ অমরঃ অভয়ঃ অমৃতঃ (জরা ও মৃত্যুশূন্য, অবিদ্যা, কাম, কর্ম্মরহিত, আনন্দঘন ওঙ্কার, যেহেতু ওঙ্কার ব্রহ্মের প্রতীক সেই হেতু ওঙ্কারে এই সকল ব্রহ্ম-ধর্ম্ম আছে) ব্রহ্ম অভয়ং হি বৈ সঃ (অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর, অভয় ব্রহ্ম, যেহেতু অব্যাকৃত ব্রহ্ম ও শক্তি মিলিত স্বরূপ) [অতঃপর ব্রহ্ম-ধর্ম্মগুলি বলিতেছেন—] অহং মুক্তঃ অস্মি (আমি অবিদ্যা-সম্পর্কশূন্য হইতেছি) অক্ষরঃ অহমস্মি (আমি অবিনাশী হইতেছি) [ওঙ্কার ব্রহ্মস্বরূপ যেহেতু ব্রহ্মের প্রতীক ওঙ্কার] [আর অব্যাকৃত নামক তত্ত্ব ব্রহ্মস্বরূপ, কারণ অব্যাকৃত (প্রধান) ব্রহ্মের শক্তি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—কৃষ্ণ যদি ব্রহ্মস্বরূপ, তবে তিনি চারিটি ব্যূহ কিরূপে হইলেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] সত্তামাত্রং (ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ) বিশ্বরূপং (তাহা হইলেও তিনি শক্তি দ্বারা বিশ্বরূপ, অনন্তরূপ-লীলা-বৈভব তাঁহাতে আছে) [যেহেতু] প্রকাশং (প্রকাশশক্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ নিজ ও পরের গুণ-প্রকাশক) [এইজন্য] ব্যাপকম্ (বিশ্বব্যাপক বিভু সেই ব্রহ্ম) একম্ (এক) অদ্বিতীয়ম্ এব (অদ্বিতীয়ই) মায়য়া তু (কিন্তু উপাসকগণের প্রতি কৃপাবশতঃ) চতুষ্টয়ং (চতুর্ব্যূহ হইয়াছেন) ॥৫৪॥

অনুবাদ—পদ্মযোনি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহত্বে সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। রাম প্রভৃতি চারি দেব লইয়া চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণ এক কিরূপে হইলেন ? আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ একাক্ষর প্রণব-স্বরূপ, বিশ্ববিখ্যাত, তাহা অনেকাক্ষর রামাদিস্বরূপ কিরূপে হইতে পারেন ? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীনারায়ণ পদ্মযোনিকে বলিলেন— ব্রহ্মন্ ! একের অচিন্ত্যশক্তিবলে অনেক হওয়া অসম্ভব নহে ; ইহা

সৃষ্টি-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক সদ্ ব্রহ্মই ছিলেন তখন তাঁহার নিজের চিন্ময় নিত্যলীলা থাকিলেও তাঁহার বিজাতীয় মায়া-রচিত বিশ্ব-প্রপঞ্চের কোন নাম-রূপ ব্যক্ত ছিল না। সৃষ্টির ইচ্ছায় তাঁহা হইতে অব্যক্ত—সমস্ত কার্য্য ও কারণের শক্তি প্রকাশ পাইল। সেই অব্যক্ত ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, যেহেতু—অব্যক্ত ব্রহ্মের শক্তি, শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে মহৎ নামে একটি পদার্থ উৎপন্ন হইল, মহৎ হইতে অহঙ্কার জন্মিল, তাহা হইতে পাঁচটি তন্মাত্র বা পঞ্চ মহাভূতের পঞ্চ সূক্ষ্মাংশের উদ্ভূতি, তাহা হইতে ক্রমে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে অব্যক্ত সেই মহদাদিতত্ত্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। যেমন ঘটশরাবাদি অনেকরূপে এক মৃত্তিকা ব্যাপ্ত হয়। আমি অব্যাকৃত অক্ষরাত্মক বিষ্ণু এবং ওঙ্কারাত্মক বিষ্ণু আমি। ওঙ্কার ও ব্রহ্ম যেহেতু অভিন্ন। তাহার কারণ ওঙ্কারে ব্রহ্ম-ধর্ম্ম সমস্তই আছে। কিরূপে ? তাহাও দেখাইতেছি —ওঙ্কার ব্রহ্মের মত জরা ও মরণশূন্য ও অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম-রহিত ও আনন্দময় সুতরাং ব্রহ্মের প্রতীক। আবার অব্যাকৃত-সংজ্ঞক অক্ষর তাহা অভয় ব্রহ্মস্বরূপ, যেহেতু উহা ব্রহ্মের স্বকীয় শক্তিস্বরূপ। অতঃপর ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিতেছি। আমি মুক্ত— অর্থাৎ অবিদ্যা-সম্পর্করহিত, আমি অক্ষর অর্থাৎ অপ্রচ্যুত স্বভাব, তাহার পর যাহা অব্যাকৃত (অব্যক্ত · প্রধান বা প্রকৃতি) তাহা ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এমতাবস্থায় যদিও ব্রহ্ম একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তথাপি বিশ্বরূপ, শক্তিভেদে অনন্ত, একারণ উহা ব্যাপক, প্রকাশস্বরূপ হইয়া প্রকাশক। প্রশ্ন হইতেছে—যদি কৃষ্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে চতুর্ব্যূহ হইতেছেন কিরূপে ? ইহার উত্তর—মায়া অর্থাৎ কৃপাবশে তিনি চারি প্রকার ॥৫৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—সঃ এবং প্রবোধিতঃ হ প্রসিদ্ধঃ অব্জযোনিঃ উবাচ। কিম্? চতুর্ভির্দ্দেবৈঃ গোপালরামাদিভিঃ কথমেকো দেবঃ স্যাৎ অনেকেষামেকত্বং ব্যাহতমিত্যর্থঃ। একমক্ষরং যৎ প্রণবাখ্যং বিশ্রুতং তর্হি কথং গোপালরামাদ্যনেকাক্ষরং ভূতং জাতম্? স হেতি। এবং পৃষ্টঃ হ প্রসিদ্ধঃ বিষ্ণুঃ তং হি বৈ উবাচ। একস্যানেকাত্মকত্বমুপপাদয়িতুং তস্য জগন্মূলকারণত্বং বক্তুমাহ পূর্ব্বং হি একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদি। পূর্ব্বং সৃষ্টেঃ প্রাক্ একং সজাতীয়-ভেদরহিতম্ এব শব্দাৎ স্বগতভেদরহিতম্ অদ্বিতীয়ং বিজাতীয়ভেদরহিতং ব্রহ্ম আসীৎ। তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ অব্যক্তং সর্ব্বকার্য্যকারণশক্তিঃ অব্যক্তম্ আসীৎ। অব্যক্তমেবেতি। যৎ অব্যক্তং তৎ অক্ষরং ব্রহ্ম এব তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ। তস্মাদক্ষরান্মহত্তত্ত্বং মহতো বৈহঙ্কারঃ। অহঙ্কার বর্ণলোপশ্ছান্দসঃ। তস্মাদেবাহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি ভূতসূক্ষ্মাপরপর্য্যায়াঃ তেভ্যঃ ভূতানি পঞ্চ মহাভূতানি ইত্যর্থঃ। তৈরাবৃতমিতি। তৈঃ মহদাদিভিঃ কার্য্যভূতৈঃ আবৃতং ব্যাপ্তম্ অক্ষরং চেতি ঘটশরাবাদিভিরিব মৃৎ। অক্ষরোঽহমিতি। অব্যাকৃতাক্ষরাত্মকো বিষ্ণুঃ ওঙ্কারশ্চ অহম্। ওঙ্কারাক্ষর ব্রহ্মণ ঐক্যোপপাদনায় ওঙ্কারো ব্রহ্মধর্ম্মানাহ অজর ইতি। অজরোঽমরঃ জরামরণশূন্যঃ অভয়ঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মশূন্যঃ অমৃতঃ আনন্দাত্মকঃ ওঙ্কার ইতি শেষঃ। তথাবিধ ব্রহ্মপ্রতীকত্বাৎ। অথ অক্ষরধর্ম্মানাহ ব্রহ্মেতি। অক্ষরঃ অব্যাকৃতাখ্যঃ। অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম-ব্রহ্মশক্তিসমুদায়রূপত্বাৎ। অথ ব্রহ্মধর্ম্মানাহ। মুক্তোঽহমিতি। অহং মুক্তঃ অবিদ্যাস্পর্শরহিতঃ অস্মি অক্ষরোঽহং অবিনাশী অহম্ অস্মি ইত্যর্থঃ। ওঙ্কারঃ ব্রহ্ম তৎপ্রতীকত্বাৎ। তথাক্ষরমব্যাকৃতং ব্রহ্ম তচ্ছক্তিরূপত্বাদিতি বিবক্ষিতার্থঃ। নম্বেবং ব্রহ্ম চেৎ কথং চতুষ্টয়ং সম্পন্নমিত্যাশঙ্ক্য মন্ত্রমাহ—বিশ্বরূপং প্রকাশং ব্যাপকং তথা একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম মায়য়া তু চতুষ্টয়ম্ ইতি স্পষ্টম্ ॥৫৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—স এবমিত্যাদি—ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া, সেই প্রসিদ্ধ পদ্মযোনি শ্রীনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিং—কি জিজ্ঞাসা করিলেন?—চতুর্ভির্দেবৈঃ—রাম, গোপাল, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি দেব মিলিয়া চতুর্ব্যূহ কিরূপে এক দেবতা হইবেন? কথা এই—তাঁহারা অনেক, অনেকের তো একত্ব থাকে না, এবমক্ষরং যৎ—এইরূপ প্রণব অক্ষরতো একটি, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ, তবে কিরূপে সেই প্রণব গোপাল, রাম প্রভৃতি অনেকাক্ষর সম্পন্ন হইলেন? স হেতি—এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই শ্রীবিষ্ণু সেই অজযোনিকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এক অনেক হইতে পারে, ইহা প্রমাণসিদ্ধ, কিরূপে? তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহার (শ্রীবিষ্ণুর) বিশ্বপ্রপঞ্চের আদি-কারণতা বলিবার জন্য 'পূর্ব্বং হি একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন। পূর্ব্বং—সৃষ্টির আদিতে, একং—সজাতীয়-ভেদহীন, এব শব্দ দ্বারা স্বগত-ভেদরহিত, অদ্বিতীয়ম্—বিজাতীয়-ভেদরহিত অর্থাৎ ব্রহ্মের সজাতীয় অন্য ব্রহ্ম ছিল না। ব্রহ্মের বিজাতীয় প্রকৃতি প্রভৃতি ছিল না (অনভিব্যক্ত ছিল) এবং ব্রহ্মেরও নিজ ভিন্ন অন্য স্বরূপ ছিল না; এক ব্রহ্মই তখন ছিলেন। সেই ব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত যাহা কার্য্য ও কারণসমুদয় শক্তিস্বরূপ তাহা অভিব্যক্ত হইলেন। অব্যক্তমেবাক্ষরমিতি যিনি অব্যক্ত নামক তিনি ব্রহ্মই, যেহেতু অব্যক্ত ব্রহ্মের শক্তি। সেই অক্ষর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি হইতে মহত্তত্ত্ব প্রকাশ পাইল। মহৎ হইতে হঙ্কার অর্থাৎ অহঙ্কার, অকার লোপ বৈদিক প্রয়োগবশতঃ (মহৎ ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্ব রজঃ তমোময়, সুতরাং তাহার কার্য্য অহঙ্কারও ত্রিগুণাত্মক, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে প্রকাশনশক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়াধিদেবতার উৎপত্তি, রাজসিক অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, তামসিক অহঙ্কার হইতে

সূক্ষ্ম মহাভূতের উৎপত্তি জানিবে। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উদয়, সেই মহদাদি কার্য্য দ্বারা এই অব্যাকৃত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, যেমন ঘটশরাবাদি দ্বারা মৃত্তিকা ব্যাপ্ত। আমি অক্ষরাত্মক শ্রীবিষ্ণু। এবং ওঙ্কারও আমি। ওঙ্কার ও অক্ষরব্রহ্ম এক কিরূপে? তাহাও উপপাদনের জন্য ওঙ্কারে ব্রহ্ম-ধর্ম্মের সন্নিবেশ দেখাইতেছেন। দেখ, ওঙ্কার অজর ও অমর অর্থাৎ জরা-মরণশূন্য। তিনি অভয় অর্থাৎ অবিদ্যা-কাম ও কর্ম্ম-সম্পর্করহিত, তিনি অমৃত—আনন্দময়। ওঙ্কার কথাটি শ্রুতিতে না থাকিলেও তাহা পূরণ করিতে হইবে। কারণ ব্রহ্মের প্রতীক ওঙ্কার সেইজন্য। অতঃপর অক্ষরধর্ম্মও কি? তাহা বলিতেছেন। ব্রহ্ম অভয়ং হি বৈ—দেখ, ওঙ্কারের মত ব্রহ্মও অভয় অর্থাৎ অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম-সম্পর্কশূন্য, এই ব্রহ্ম বলিতে অব্যাকৃতনামা ব্রহ্ম গ্রহণীয়। সেই ব্রহ্ম অভয়, যেহেতু ব্রহ্ম—ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তিসমুদায়স্বরূপ। অতঃপর পরমাত্মরূপ ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিতেছেন—মুক্তোঽহমিত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। অহং অর্থাৎ পরমাত্মা আমি শ্রীবিষ্ণু অবিদ্যা-সম্পর্করহিত হইতেছি। আমি অর্থাৎ বিনাশরহিত আমি। ওঙ্কার ব্রহ্মস্বরূপ, যেহেতু তাহা ব্রহ্মের প্রতীক। আবার অব্যাকৃত ব্রহ্মের স্বরূপ, যেহেতু উহা ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ। ইহাই অভিপ্রেত অর্থ। ইহাতে আপত্তি এই—যদি ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় ও স্বগত ভেদরহিতই হন, তবে তিনি রামকৃষ্ণাদি চারিরূপ হইলেন কেন? তাহার উত্তরে সত্তামাত্রমিত্যাদি মন্ত্র দেখাইতেছেন। ওঙ্কার কেবল সৎস্বরূপ, অর্থাৎ তাহাতে বিশ্ব বর্ত্তমান, সেই ওঙ্কার প্রকাশাত্মক, ব্যাপক। আর একটি মন্ত্র—'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম মায়য়া তু চতুষ্টয়ম্'। ব্রহ্মও ওঙ্কারের মত এক অদ্বিতীয় সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত ও স্বগত-ভেদবর্জ্জিত—ইহা স্পষ্টই আছে ॥৫৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র **শ্রীকৃষ্ণ** চতুর্দ্ধাত্বে সন্দিহ্য পৃচ্ছতীত্যাহ স

হোবাচেতি চতুর্ভিঃ। রামাদিসংজ্ঞৈর্দ্দেবৈঃ কথমেকঃ কৃষ্ণাখ্য এব দেবঃ স্যাৎ, তত্র যৎ কারণং তদুচ্যতামিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, প্রণবস্যৈকাক্ষরত্বেন প্রসিদ্ধেস্তদ্বাচ্যোঽসাবেক এব স্যাৎ, ন তু চতুষ্টয়ঃ। ততস্তস্য চতুষ্টয়াক্ষরাত্মকং বক্তব্যমিত্যাহ। —যৎ প্রণবাখ্যমেকমেবাক্ষরং বিশ্রুতম্। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি শাস্ত্রাদবগতং তৎ খলনেকাক্ষরং কথং কেন প্রকারেণ ভূতং বভূবেতি॥

তত্র স শ্রীনারায়ণস্তং হ স্ফুটমুবাচ। একস্মিন্নপি বস্তুনি অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বোঽপি ভেদঃ সংপদ্যত ইতি বক্তব্যমুপদিষ্টবানিত্যর্থঃ॥

অথ যৎ পৃষ্টমেকমক্ষরং যদ্বিশ্রুতমিতি তদ্বিধাপি সংগচ্ছতে, অনশ্বরসর্ব্বকারণবস্তুগতত্বেন প্রণবাখ্যবর্ণবিশেষত্বেন চেতি। তত্র চাস্তাং তাবৎ অনতিবিলক্ষণানাং চতুর্ণাং ব্যূহানাং বার্ত্তা। অতিবিলক্ষণস্য জগতোঽপি তথাত্বে সৈব কারণমিত্যাহ। পূর্ব্ব হীতি পূর্ব্বং সৃষ্টেঃ প্রাক্ হি প্রসিদ্ধৌ একমেব ব্রহ্মাসীৎ অত্র স্বরূপশক্তির্ব্যক্তত্বেঽপি সলক্ষণত্বাদেকমেব ইত্যুক্তম্, বিলক্ষণায়াঃ মায়া মায়াশক্তেঃ সকার্য্যায়া লীনত্বেনাদ্বিতীয়মিতি। তস্মাদ্ব্রহ্মণস্তব্যক্তং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডকারণশক্তিসমাহাররূপম্। তথা প্রাকৃতাকাশাদি নাম বাচ্যং ব্যক্তমাসীৎ। অব্যক্তমেবৈকাক্ষরমিতি তচ্চাব্যক্তং শক্তিত্বাদদ্বদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যুক্তমেকরূপমক্ষরং শক্তিমদ্ব্রহ্ম তদভিন্নমেব শক্তিশক্তিমতোরভিন্নবস্তুত্বাদিত্যর্থঃ। তস্মাদব্যক্ততাদাত্ম্যাপন্নাদক্ষরান্মহন্মহস্তত্ত্বম্। 'মহতো বৈ হকারঃ'। ইত্যত্রাকারলোপশ্ছান্দসঃ। তস্মাদেবেত্যাদি সুগমম্। তৈরাবৃতমিতি বহির্ম্মুখতাকারকৈস্তৈবাচ্ছন্নং ভবতীত্যর্থঃ। 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতী'ত্যাদি শ্রুতেঃ।

তত্র শ্রীপদ্মনাভঃ স্বস্য পূর্ব্বোক্তাক্ষররূপত্বেন প্রণবাক্ষররূপত্বেন চাক্ষরত্বং ব্যঞ্জয়ন্ প্রণবস্যাপি তদ্দ্বয়রূপেণাক্ষরত্বং দর্শয়তি। অক্ষরো-

২হমোঙ্কারোঽহমিতি। তত্র ওঙ্কারস্য তদ্রূপত্বমাহ অজর ইতি। হি যস্মাৎ স ওঙ্কারঃ অজরস্তথা অভয়ামৃতঃ নির্ভরপরমানন্দৈকরূপঃ। হি যস্মাৎ অভয়ং যদ্ব্রহ্ম তদেব স ইতি। স্বস্য চ তদ্রূপত্বমুপ-সংহরতি মুক্তোঽহমস্মি, অক্ষরোঽহমস্মীতি ॥

তদেবং জগদগুরূপং ভেদং দৃষ্টান্তয়িত্বা দার্ষ্টান্তিকং চতুর্ব্যূহরূপ-মপি দর্শয়ন্ ওঙ্কারস্য বর্ণরূপত্বেনাপি ভেদং দর্শয়তি—সত্তামাত্রমিতি শ্লোকদ্বয়েন। সত্তা ভাবঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ, তত্র চিত্ত্বং জড়প্রতি-যোগিত্বম্ আনন্দত্বং দুঃখপ্রতিযোগিত্বমিতি তদ্দ্বয়প্রতিযোগি কিমপি যদ্বস্তুঃ তন্মাত্রং তৎস্বরূপমিত্যর্থঃ। শক্ত্যা তু বিশ্বরূপং বিশ্বমনন্তং রূপং রূপ-গুণ-লীলাবৈভবং যত্র তৎ। যতঃ প্রকাশং প্রকাশবৎ। স্বপরগুণপ্রকাশকম্ অতএব ব্যাপকং তদীদৃশমেকমিত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তং যদ্ব্রহ্ম তদেব মায়য়া স্বোপাসকান্ প্রতি কৃপয়া সামান্যতস্তাব-চ্চতুষ্টয়ং ভবৎচতুর্ধা ব্রহ্ম আবির্ভবতি। 'মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চে'তি বিশ্বপ্রকাশাৎ। একস্যৈব তস্য ব্রহ্মতত্ত্বস্য মায়োপাধিত্বেন মল্লক্ষণ-পুরুষনামাক্ষররূপত্বং স্বতঃ পূর্ণভগবদ্রূপত্বমুপাসনানুসারেণ বিভক্ততয়োদি-তত্বং চেতি ভাবঃ ॥৫৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তত্রেত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ, ইহাতে ব্রহ্মা সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ইহাই সহোবাচ ইত্যাদির অর্থ। চতুর্ভিঃ—বলরামাদি নামধারী চারিটি দেবতা মিলিয়া কিরূপে এক কৃষ্ণনামক দেবতা হইবেন অর্থাৎ চতুর্ব্যূহরূপত্বে কারণ কি? তাহাই বলুন। আর একটি সন্দেহের বিষয়—প্রণবতো একটি অক্ষররূপে প্রসিদ্ধ সুতরাং তাহার বাচ্য অর্থ একই হওয়া উচিত, চারিটি হইতে পারে না, অতএব তাহা সেই প্রণব চারি অক্ষরাত্মক কিরূপে হইতে পারে? ইহাও বক্তব্য—এই কথাই

বলিতেছেন—একমক্ষরম্ ইত্যাদি যে প্রণব নামে একটি অক্ষর বিখ্যাত, শাস্ত্রেও তাহা অবগত হওয়া যায়, যথা—'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম' গীতায় এই শ্রীভগবদুক্তি, তবে সেই একাক্ষর প্রণব অনেকাক্ষর (চতুর্ব্ব্যূহবাচী) কি প্রকারে হইয়াছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ পদ্মযোনিকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইলেন এক অক্ষরের মধ্যেও অচিন্তনীয় ঐশী শক্তিবলে সর্ব্বপ্রকার ভেদ থাকিতে পারে, এই বক্তব্য তিনি উপদেশ করিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে এই যুক্তি দেখাইলেন— হে ব্রহ্মন্! এক অক্ষর বলিয়া যাহা বিখ্যাত (প্রণব) সেই সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা দুই প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে, এক— অবিনশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ বস্তুগতরূপে, দ্বিতীয়—প্রণবসংজ্ঞক বর্ণ-বিশেষরূপে। যে-বিষয়ে চারিব্যূহের যাহারা পরস্পর খুব বেশি বিভিন্ন নহে, তাহাদের কথা এখন থাক, এই জগৎ দেখ, কত পরস্পর বিভিন্ন, তাহারও কারণ সেই এক সর্ব্বকারণ-কারণ—ইহাই দেখাইতেছেন—পূর্ব্বং হি ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। পূর্ব্বং—সৃষ্টির পূর্ব্বে, হি—ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। একই ব্রহ্মমাত্রই ছিলেন। যদি বল, স্বরূপশক্তি তো তখন ছিল, তবে এক কিরূপে? তাহা বলিতে পার না, যেহেতু তাহার সমানলক্ষণ এক তিনিই, এজন্য এক বলা হইয়াছে, মায়াশক্তি তাঁহার বিলক্ষণ, সুতরাং মায়া ও তাহার কার্য্য তখন তাহাতে লীন থাকায় তিনি অদ্বিতীয়ই ছিলেন। তস্মাৎ— সেই ব্রহ্ম হইতে, তদব্যক্তং—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কারণশক্তিসমুদয়স্বরূপ ইহা অব্যক্ত ছিল। যদি বল, প্রাকৃত আকাশাদি নামবাচ্য বস্তু তো ছিল, তাহা নহে, অব্যক্তই অর্থাৎ যাহা একাক্ষর (ওকার) তাহা ব্রহ্মের শক্তি। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তি-হেতু অব্যক্ত, যদেক-মেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম যাহাকে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ কথিত হইয়াছে, প্রাকৃত আকাশাদি নহে। একরূপ অক্ষর-শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম সেই

অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, বিশিষ্ট হইলে অভিন্ন কিরূপে? আবার যদিও অক্ষর বলিতে শক্তিমান্ ব্রহ্ম বুঝায়, তবে এক হইবে কিরূপে? ইহা বলিতে পার না, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, এইজন্য ঐক্যোক্তি সম্ভব। তস্মাৎ অর্থাৎ সেই অব্যক্তের (শক্তির) সহিত অভিন্ন ব্রহ্ম হইতে মহান্—মহত্তত্ত্ব হইল, পরে মহৎ হইতে অহঙ্কার জন্মিল। অহঙ্কার শব্দের অকার লোপ করিয়া 'হঙ্কার' হইয়াছে, ইহা বৈদিক প্রয়োগ। তস্মাদেব ইত্যাদি গ্রন্থ দুর্বোধ নহে, সুতরাং ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তৈঃ আবৃতমিতি বহির্ম্মুখতার জনক সেই মহদাদিদ্বারা আচ্ছন্ন অর্থাৎ অপ্রকাশ হইয়াছিল, কঠশ্রুতিতেও একথা পাওয়া যায়, 'পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণোৎস্বয়ম্ভূস্তস্মাৎপরাঙ্ পশ্যতি'। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে পরমাত্মা বহির্ম্মুখ করায় তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মাকে নিজের অক্ষররূপতা ও প্রণবাক্ষর-রূপতাহেতু অক্ষরত্ব প্রমাণিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রণবকেও ঐ দুইরূপে অক্ষরস্বরূপ দেখাইতেছেন—'অক্ষরোঽহম্' এই বাক্য দুইটি দ্বারা। তন্মধ্যে প্রথমে প্রণবের অক্ষররূপতা (ব্রহ্মরূপতা) প্রতিপাদন করিতেছেন—'ওঙ্কারোঽহম্' 'অজরোঽহমি'ত্যাদিদ্বারা। হি—যেহেতু সেই ওঙ্কার, অজর—জরারহিত, সেইরূপ অভয়ামৃতঃ—নির্ভয় ও পরমানন্দস্বরূপৈকরস। তাহার কারণ—অভয় যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রণব। শ্রীনারায়ণ নিজের ব্রহ্মত্ব প্রমাণিত করিতেছেন—আমি মুক্ত, আমি অক্ষর—ইহা দ্বারা। এই উক্ত প্রকারে ভগবান্ পদ্মনাভ ব্রহ্মাকে একব্রহ্ম হইতে বিভিন্নাকার ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দার্ষ্টান্তিক কৃষ্ণে চতুর্ব্যূহত্ব ও প্রণবে চতুর্ব্যূহরূপ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া ওঙ্কারের বর্ণরূপতাদ্বারাও ভেদ দেখাইতেছেন সত্তামাত্রমিত্যাদি দুইটি শ্লোকে। সত্তা অর্থাৎ ভাব যাহা সচ্চিদানন্দলক্ষণস্বরূপ, সেই সচ্চিদানন্দে দুইটি অংশ আছে—একটি চিত্ত্ব, অপরটি আনন্দত্ব, তন্মধ্যে চিত্ত্ব—যাহা জড়ের

প্রতিপক্ষ, আনন্দত্ব—দুঃখের প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই দুইটি প্রতিপক্ষসমন্বিত যে বস্তুস্বরূপ, তাহাই ব্রহ্মস্বরূপ—এই তাৎপর্য্য। শক্তিদ্বারা কিন্তু তিনি বিশ্বরূপ—ইহার অর্থ যাঁহাতে অনন্তরূপ, অনন্তলীলা-বৈভব আছে, তাহাই তিনি। যেহেতু তিনি প্রকাশবৎ ও প্রকাশবিশিষ্ট অর্থাৎ স্বগুণ-প্রকাশক হইয়া পরগুণ-প্রকাশক। অতএব ব্যাপক, এতাদৃশ একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদি বাক্যদ্বারা বোধিত পূর্ব্বোক্ত যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই (এক অদ্বিতীয়) মায়াবশে অর্থাৎ নিজ ভক্তগণের প্রতি কৃপাবশে সমানভাবে উক্ত চারি অবয়বসম্পন্ন হইয়া চারি প্রকারে ব্রহ্ম আবির্ভূত হইলেন। মায়া শব্দের অর্থ—দম্ভ ও দয়া, ইহা বিশ্বপ্রকাশ নামক অভিধান হইতে পাই। একই সেই ব্রহ্মতত্ত্ব মায়োপাধিত্বহেতু মদ্রূপ (কৃষ্ণ) পুরুষনামক অক্ষররূপতা প্রাপ্ত। স্বতঃ কিন্তু পূর্ণ ভগবদ্রূপত্ব, কেবল উপাসনার অনুসারে বিভক্ত হইয়া থাকেন, এইরূপে তাঁহার তত্ত্ব কথিত—ইহাই অভিপ্রায়॥৫৪॥

তত্ত্বকণা—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহাত্মকত্ব-বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হইয়া কমল-যোনি ব্রহ্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! বলরামাদি-সংজ্ঞক চতুর্ব্যূহ দেবগণ কিরূপে কৃষ্ণাখ্যদেবের সহিত অভিন্ন হইলেন? কারণ অনেকের একত্ব ত' কখনও সম্ভব নহে; আর একটি প্রশ্ন করিলেন যে, প্রণবাখ্য যে এক অক্ষর প্রসিদ্ধ আছে, শ্রীগীতায় পাওয়া যায়,—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" তাহার বাচ্য এই এক অক্ষরই হইবেন, তাহা গোপালরামাদি চতুষ্টয়ে কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—একই বস্তুতে অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার ভেদ থাকিতে পারে। এই বক্তব্যই প্রথমে উপদেশ করিলেন। পরে তিনি আরও বলিলেন যে, ব্রহ্মা, তুমি যে প্রসিদ্ধ একাক্ষরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা দুই প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে, এক—অনশ্বর সর্ব্বকারণ-

কারণ বস্তুগতরূপে আর দ্বিতীয়—প্রণবাখ্য বর্ণবিশেষরূপে। অতএব অনতিবিলক্ষণ চতুর্ব্ব্যূহের কথা এখন থাক, অতিবিলক্ষণ অর্থাৎ পরস্পর বিভিন্ন এই পরিদৃশ্যমান্ জগতেরও কারণ, সেই সর্ব্বকারণ-কারণ অদ্বিতীয় বস্তু। তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন। যদিও তখন স্বরূপশক্তির ক্রিয়া বর্ত্তমান তথাপি স্বরূপশক্তি তাঁহার সমান-লক্ষণ বলিয়া এক অর্থাৎ অভিন্ন, "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" (বেদান্তসূত্র) সেইজন্যই এক বলা হইয়াছে। আর মায়াশক্তি তাহা হইতে বিলক্ষণ কিন্তু মায়া ও তৎকার্য্য তখন ব্রহ্মে লীন ছিল বলিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কারণ-শক্তি, তাহাও তখন অব্যক্ত ছিল। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, আকাশাদি পদার্থ তখন ছিল, তদুত্তরে বলিতেছেন—অব্যক্তই একাক্ষরই, সেই অব্যক্ত শক্তিত্বহেতু "একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম" বলা হয়, একরূপ অক্ষর বস্তুই শক্তিমদ্ ব্রহ্ম এবং তদভিন্ন তদীয় শক্তি। যেহেতু শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বস্তু। সেই হেতু অব্যক্ত-তাদাত্ম্যাপন্ন অক্ষর হইতেই মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয় এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সেই মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারই জীবের বহির্ম্মুখতার জনক, আবরকস্বরূপ, এ-বিষয়ে কঠোপনিষদে কথিত হইয়াছে,—

> "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-
> স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
> কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
> দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" (কঠ ২।১।১)

অর্থাৎ স্বতন্ত্রেচ্ছ ভগবান্ স্ববিমুখ জীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়াভিমুখ হইবার যোগ্যরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এইজন্য জীব

বাহ্য বিষয়ই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। কোন ভাগ্যবান্ বিবেকী ব্যক্তি মুক্তি বা পরমপদ ইচ্ছা করিয়া সেই জড় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যাহার করে এবং অন্তরস্থিত শ্রীভগবান্কে দর্শন করে।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীপদ্মনাভ নারায়ণ স্বকীয় পূর্ব্বোক্ত অক্ষরস্বরূপতা এবং প্রণবাক্ষরস্বরূপতাহেতু অক্ষরত্ব প্রতিপাদন-মানসে প্রণবেরও সেই দুই রূপেই অক্ষরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। 'অক্ষর আমি' 'ওঙ্কার আমি' এই বাক্য দ্বয়ের দ্বারা। প্রথমে ওঙ্কারের অক্ষরত্ব দেখাইতে-ছেন—অজর, অমর, অভয়, অমৃত ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। তদনন্তর নিজের অক্ষরত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, 'মুক্ত আমি' 'অক্ষর আমি' ইত্যাদি বাক্যে।

এক ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক দার্ষ্টান্তিক শ্রীকৃষ্ণে চতুর্ব্ব্যূহত্ব ও প্রণবেরও চতুর্ব্ব্যূহ-রূপ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ওঙ্কারের বর্ণরূপত্বের দ্বারাও ভেদ দেখাইতেছেন। 'সত্তামাত্রম্' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা। সত্তা শব্দের অর্থ ভাব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণস্বরূপ, সেই সত্তার দুইটি অংশ আছে, একটি 'চিৎ' অপরটি 'আনন্দ'—চিৎ শব্দে জড়-প্রতিযোগিত্ব এবং আনন্দ-শব্দে দুঃখ-প্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ প্রতিপক্ষ। এই দুইটি প্রতিযোগিপক্ষ-সমন্বিত যে বস্তু, তাহাই তাঁহার স্বরূপ, —ইহাই তাৎপর্য্য। শক্তি দ্বারা তিনি অনন্তরূপ অর্থাৎ অনন্তরূপ-গুণ ও লীলা-বৈভব যাঁহাতে আছে, তাহাই তিনি। যেহেতু তিনি প্রকাশক ও প্রকাশবৎ, সেইহেতু স্বগুণ ও পরগুণ-প্রকাশক। অতএব তিনি ব্যাপক। তাদৃশ এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যাঁহার বিষয়ে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই তিনি। সেই তিনিই নিজ

উপাসকগণের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া সমানভাবে উক্ত চারি-অবয়বসম্পন্ন হইয়া চতুর্দ্ধা অর্থাৎ চারি প্রকারে ব্রহ্ম আবির্ভূত হইলেন। একই পরব্রহ্মতত্ত্বের শক্তিপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণনামক পুরুষে অক্ষর-রূপতা ও স্বতঃ পূর্ণভগবৎস্বরূপত্ব; তিনিই আবার উপাসনানুসারে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া উদিত হন। ইহাই অদ্বিতীয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্ব্যূহের তত্ত্ব কথিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অপিস্বিদাস্তে ভগবান্ সুখং বো
যঃ সাত্বতাং কামদুঘোঽনিরুদ্ধঃ।
যমামনন্তি স্ম হি শব্দযোনিং
মনোময়ং সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বম্॥" (ভাঃ ৩।১।৩৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন;—

"সাত্বতাং যাদববিশেষাণাং ভক্তানাং বা। শব্দযোনিং নিশ্বাস-ব্যঞ্জিতবেদবৃন্দং "এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসি-তমেতদ্যদৃগ্বেদ" ইত্যাদি (বৃঃ ২।৪।১০) শ্রুতেঃ। মনো ময়তে ইতি মনোময়ং মনসঃ প্রবর্ত্তকং তথা সত্ত্বস্য শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য চতুর্ব্ব্যূহস্য তুরীয়ং চতুর্থং তত্ত্বং তদপ্যস্য বাণযুদ্ধাদৌ বন্ধনাদিকমচিন্ত্যাত্মেচ্ছাময়ী লীলৈব শ্রীরামচন্দ্রাদিবৎ। অত্রাস্য চতুর্ব্ব্যূহত্বে প্রমাণং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বজ্রপ্রশ্নে মার্কণ্ডেয়োত্তরং যথা—'ভূয়ো-ভূয়স্তসৌ দৃষ্টো ময়া দেবো জগৎপতিঃ। কল্পক্ষয়ে ন বিজ্ঞাতঃ স ময়া মোহিতেন বৈ। কল্পক্ষয়ে ব্যতীতে তু তস্ত দেবং পিতামহাৎ। অনিরুদ্ধং বিজানামি পিতরং তে জগৎপতিমি'তি। ভীষ্মপর্ব্বণি দুর্য্যোধনং প্রতি ভীষ্মশিক্ষায়াং শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারারম্ভে গন্ধমাদনমাগতস্য ব্রহ্মণস্তদাবির্ভাবং মনসি পশ্যতস্তবানস্য তদিদং ব্রহ্মবচনম্।—'স্রষ্টা সঙ্কর্ষণং দেবং স্বয়মাত্মা-

নমাত্মনা। কৃষ্ণত্বমাত্মনাস্রাক্ষীঃ প্রদ্যুম্নং হ্যাত্মসম্ভবম্। প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধস্ত্বং বিভুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্। অনিরুদ্ধোঽস্সৃজন্মাং বৈ ব্রহ্মাণং লোকধারিণম্। বাসুদেবময়ঃ সোঽহং ত্বয়ৈবাস্মি বিনির্ম্মিত' ইতি।"

এই শ্লোকের বিবৃতিতে মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম লিখিয়াছেন;—

"এই শ্লোকে অনিরুদ্ধতত্ত্বের কুশল-জিজ্ঞাসা। অনিরুদ্ধতত্ত্ব চতুর্ব্ব্যূহের অন্যতম, সুতরাং তুরীয়তত্ত্ব। পুরুষাবতারত্রয়ের মূল ব্যূহচতুষ্টয়কে 'তুরীয়তত্ত্ব' কহে; উহা বাসুদেবময়। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন—এই অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; সেজন্য অনিরুদ্ধ মনোময় চতুর্থ তত্ত্ব। এই মনোময় তত্ত্বস্বরূপ অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি। বেদ বলিয়াছেন, মন পূর্ব্বরূপ, শব্দ বা বাক্য উত্তররূপ। মহাভারত-ভীষ্মপর্ব্বে অনিরুদ্ধ বিরিঞ্চির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত আছেন। অনিরুদ্ধ হইতেই সাত্বত বৈষ্ণবগণ কামসকলের সফলতা লাভ করেন। ব্যষ্টি-বিষ্ণু অনিরুদ্ধই বেদযোনি—তাঁহার নিঃশ্বাস হইতেই শব্দ বা বেদশাস্ত্র উদ্গত হইয়াছে" ॥৫৪॥

শ্রুতিঃ—রোহিণীতনয়ো রামো অকারাক্ষরসম্ভবঃ।
তৈজসাত্মকঃ প্রদ্যুম্ন উকারাক্ষরসম্ভবঃ ॥৫৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[তিনি কিরূপে চারি প্রকার হইলেন, তাহা বিবৃত করিতেছেন—] রোহিণীতনয়ঃ রামঃ (রোহিণী-নাম্নী বসুদেব-স্ত্রীর গর্ভজাত বলরাম) অকারাক্ষরসম্ভবঃ (অকার, উকার, মকার ও মাত্রা—এই চারি অক্ষর-ঘটিত প্রণবের আদ্যাক্ষর অকার হইতে উৎপন্ন) [ইনি জাগ্রৎকালীন বিশ্বাত্মক অর্থাৎ জাগ্রদধিষ্ঠাতৃ-সমষ্টিস্বরূপ, প্রণবের যে অকারাক্ষর, তাহা হইতে তাঁহার আবির্ভাব]

প্রদ্যুম্নঃ তৈজসাত্মকঃ (চতুর্ব্ব্যূহের অন্তর্গত প্রদ্যুম্ন—ইনি তৈজস আত্মা অর্থাৎ নিদ্রাকালীন অধিষ্ঠাতৃ আত্মসমষ্টিস্বরূপ) উকারা-ক্ষরসম্ভবঃ (প্রণবের দ্বিতীয় অক্ষর উকার হইতে ইঁহার উদ্ভব) ॥৫৫॥

অনুবাদ—প্রণবের ঘটক অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রা—এই চারিটি অংশ হইতে চতুর্ব্ব্যূহের উৎপত্তি তাহা বিশদ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বসুদেব-পত্নী রোহিণীদেবীর গর্ভসম্ভূত বলরাম প্রণবের অকারাক্ষর হইতে আবির্ভূত, ইনি জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতৃ বিশ্বাত্মানামধারী পুরুষ। দ্বিতীয় অক্ষর হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন প্রদ্যুম্ন, ইনি তৈজসনামক আত্মা, যাহা নিদ্রাবস্থার অধিষ্ঠাতা (পরিচালক বা দ্রষ্টা) ॥৫৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—মায়য়া চতুষ্টয়ত্বং বিবৃণোতি রোহিণীতনয় ইতি। অকারাক্ষরাবচ্ছিন্নয়া মায়য়া সম্ভবঃ আবির্ভাবোযস্য সঃ। অকারা-ক্ষরসম্ভবঃ রোহিণীতনয়ঃ রামঃ বিশ্বাত্মকো জাগ্রদবস্থাধিষ্ঠাতৃসমষ্টিরূপ ইত্যর্থঃ। তৈজসাত্মক ইতি উকারাক্ষরাবচ্ছিন্নয়া মায়য়া প্রাদুর্ভূতঃ প্রদ্যুম্নঃ তৈজসাত্মকঃ। স্বপ্নাবস্থাধিষ্ঠাতৃসমষ্টিরূপ ইত্যর্থঃ ॥৫৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—মায়য়েত্যাদি—পূর্ব্বশ্রুতি-কথিত মায়া অর্থাৎ কৃপাদ্বারা চতুষ্টয়মূর্ত্তি কি প্রকার? তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন। রোহিণীতনয় ইত্যাদি দ্বারা। প্রণবের প্রতি অক্ষর মায়া অর্থাৎ কৃপাধিষ্ঠিত, সেই অকারাক্ষরাংশে যে মায়া অর্থাৎ কৃপা অধিষ্ঠান করিতেছেন সেই মায়া দ্বারা যাঁহার সম্ভব অর্থাৎ আবির্ভাব, তিনিই অকারাক্ষরসম্ভূত, রোহিণীদেবীর গর্ভজাত রাম, তিনি বিশ্বাত্মক অর্থাৎ জাগ্রদ্দশাধিষ্ঠাতৃ সমষ্টিঅভিমানী আত্মা। তৈজসাত্মক ইতি উকারাবচ্ছেদে বর্ত্তমান মায়া অর্থাৎ কৃপা কর্ত্তৃক প্রাদুর্ভাবিত প্রদ্যুম্ন, ইনি তৈজসাত্মক অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতৃ সমষ্টিস্বরূপ তৈজসনামধেয় ॥৫৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ তচ্চতুষ্টয়বিভাগং বদন্ তত্র বর্ণরূপত্বেনাপ্যক্ষর-শব্দবাচ্য-তদ্ব্যঞ্জকস্যোঙ্কারস্য বিভাগমপি দর্শয়তি—রোহিণীতি। অত্র রোহিণীতনয়তয়া নির্দ্দেশশ্চতুর্ব্যূহান্তরভ্রমনিরাসার্থম্। অকারাক্ষরেতি তেন প্রণবাদ্যক্ষরেণ জপ্তেন সম্ভবঃ প্রাদুর্ভাবো যস্য সঃ। সোঽয়ঞ্চ বিশ্বাত্মকো জ্ঞেয়ঃ ॥৫৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অথ তচ্চতুষ্টয়েতি—অতঃপর চতুর্ব্যূহকে বিভাগক্রমে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে সেই চতুর্ব্যূহ যে চারি বর্ণাত্মক, সেজন্য অক্ষরশব্দবাচ্য হইতেছে, তাহার ব্যঞ্জক ওঙ্কার, তাহার বিভাগও দেখাইতেছেন, রোহিণী ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। এখানে যে অকারাক্ষরসম্ভূত রাম বলা হইয়াছে তাঁহাকে রোহিণীতনয় বলিয়া বিশেষিত করা হইল কেন? এই আপত্তির নিরাসার্থ বলিতেছেন, দাশরথি রামও চতুর্ব্যূহ,—ইহা যেন কেহ ভুল না করে, সেই ভ্রম নিরাসের জন্য এই উক্তি। অকারাক্ষরসম্ভবঃ।—ইহার অর্থ সেই প্রণবের আদ্য-অক্ষর অকার জপ করিলে তাহার দ্বারা রামের প্রাদুর্ভাব হয়। ইনি সেই বলরাম—বিশ্বাত্মা বলিয়া জ্ঞাতব্য ॥৫৫॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই চতুর্ব্যূহরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। তাহাই বর্ত্তমান শ্রুতিতে বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছেন। সেই চতুর্ব্যূহের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন—বর্ণরূপত্বেও অক্ষরশব্দবাচ্য এবং তদ্ব্যঞ্জক ওঙ্কারের বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন। ওঙ্কারে যে অকার, উকার ও মকার—এই সকল বর্ণ আছে, তাহাদিগের মধ্যে অকার হইতে রোহিণীতনয় বলরাম উদ্ভূত হইয়াছেন। ইনি বিশ্বাত্মক, জাগ্রতাবস্থার অধিষ্ঠাতা সমষ্টি-

স্বরূপ, আর ঐ প্রণবগত উকার হইতে প্রদ্যুম্ন আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি তৈজসাত্মক ; স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে বিস্তারিত আলোচনা দৃষ্ট হয় ॥৫৫॥

শ্রুতিঃ—প্রাজ্ঞাত্মকোঽনিরুদ্ধো বৈ মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[মকারকে আশ্রয় করিয়া অনিরুদ্ধ আবির্ভূত] অনিরুদ্ধঃ প্রাজ্ঞাত্মকঃ, মকারাক্ষরসম্ভবঃ বৈ (প্রণবের ঘটক মকারাক্ষর হইতে অনিরুদ্ধ প্রাদুর্ভূত হইলেন—ইনি সুষুপ্তি-দশাধিষ্ঠাতৃ সমষ্টিস্বরূপ, প্রাজ্ঞ আত্মা) কৃষ্ণঃ অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ (কৃষ্ণ অবস্থাত্রয়াতীত তুরীয় (চতুর্থ) ধামবাচক, তিনি অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপ যাহা বিশেষ করিয়া অনুচ্চার্য্য) যস্মিন্ (যে শ্রীকৃষ্ণে) বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ (সেই অর্দ্ধমাত্রা-প্রকাশক সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত) ॥৫৬॥

অনুবাদ—প্রণবের মকার হইতে অনিরুদ্ধের প্রাদুর্ভাব, ইনি সুষুপ্তিদশাধিষ্ঠাতৃ সমষ্টিস্বরূপ প্রাজ্ঞ নামধারী। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অবস্থা-ত্রয়াতীত তুরীয় ধাম তিনি পূর্ণ? প্রণবের অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপ। যাঁহাতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে ॥৫৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—প্রাজ্ঞাত্মক ইতি। মকারাবচ্ছিন্নয়া মায়য়া প্রাদুর্ভূতঃ অনিরুদ্ধঃ প্রজ্ঞাত্মকঃ সুষুপ্ত্যবস্থাধিষ্ঠাতৃরূপ ইত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণস্তু অবস্থাত্রয়াতীতং তুরীয়ং ধামেত্যাহ অর্দ্ধমাত্রাত্মক ইতি অর্দ্ধমাত্রাবিশেষতোঽনুচ্চার্য্যা। 'অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যাঽনুচ্চার্য্য বিশেষতঃ'। —ইতি স্মৃতেঃ। তদাত্মকঃ কৃষ্ণঃ যস্মিন্ সদানন্দাত্মকে কৃষ্ণে বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ অধ্যস্তম্ ॥৫৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—প্রাজ্ঞাত্মক ইতি—মকারাধিষ্ঠান-মায়াদ্বারা প্রাদুর্ভূত অনিরুদ্ধ, ইনি প্রাজ্ঞাত্মক অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থাধিষ্ঠাতৃসমষ্টিস্বরূপ প্রাজ্ঞনামক আত্মা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবস্থাত্রয়াতীত তুরীয় ধাম—এই কথাই অর্দ্ধমাত্রাত্মক, ইহার দ্বারা বলিতেছেন—অর্দ্ধমাত্রা বলিতে উদাত্তাদি বিশেষ বিশেষ স্বরে যাহার উচ্চারণ করা যায় না। ইহা শ্রীসপ্তশতী গ্রন্থে বলা আছে, যথা—'অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যাযাঽনুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ' অর্দ্ধমাত্রা বিশেষ স্বরে উচ্চারণের অযোগ্য, ইহা নিত্য। তদাত্মক অর্থাৎ তাহার প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণ। যাহাতে অর্থাৎ সদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ॥৫৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তৈজসঃ প্রাজ্ঞাত্মকতয়া প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োর্ব্বক্ষমাণত্বাৎ। বিশ্বশব্দেনাত্র প্রস্ফুটমৈশ্বর্য্যম্, তৈজস-প্রাজ্ঞশব্দাভ্যাঞ্চ ততো ন্যূনন্যূনম্ জাগ্রদাদ্যবস্থাভেদেন জীবস্যৈব তত্তদাত্মকত্বাৎ। রামস্ত তৃতীয়োর্দ্ধ-বক্ষ্যমাণত্বেন প্রাজ্ঞাত্মকতায়া এব ব্যবস্থাপনীয়ত্বাৎ। অর্দ্ধমাত্রাত্মক ইতি সেয়মর্দ্ধমাত্রা নাদ উচ্যতে। তস্যৈব চতুর্থত্বাৎ। অর্দ্ধমাত্রা-শব্দশ্চাজহল্লক্ষণয়া এতদন্তঃ সর্ব্বোঽপি প্রণব উচ্যতে। কেবলস্য তজ্জপস্যাসম্ভবাৎ। অতএব পূর্ণপ্রণবব্যঙ্গত্বেন কৃষ্ণস্য পূর্ণত্বং দর্শিতম্। তদেবাহ। —যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতমিতি। তথাত্র সম্ভবপদমনুক্ত্বাত্ম-পদোক্তিঃ প্রণবমাহাত্ম্যায় পুনস্তদভেদ উক্তঃ। সোঽয়ং প্রণবঃ শব্দরূপঃ শ্রীভগবদবতার এব মন্তব্য ইতি ॥৫৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তৈজস ও প্রাজ্ঞআত্মরূপে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে বলা হইবে, এজন্য 'বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্' এই বিশ্বশব্দের অর্থ—প্রকটঐশ্বর্য্য, তৈজস তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন, প্রাজ্ঞ তাহা হইতে আরও ন্যূন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই ত্রিবিধ অবস্থা-ভেদে জীবেরই সেই সেই স্বরূপ, এজন্য তাহাতে ন্যূন ঐশ্বর্য্য বলা

হইল। বলরাম-সম্বন্ধে পরে তৃতীয়দশার উপবিস্থিতি বলা হইবে, এজন্ত তাঁহাকে প্রাজ্ঞাত্মকরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে, এইসব কারণে বিশ্ব-শব্দের অর্থ প্রস্ফুট ঐশ্বর্য্য ধর্ত্তব্য। অর্দ্ধমাত্রাত্মক ইতি এই অর্দ্ধমাত্রাকে নাদ বলা হয়, এজন্য সে চতুর্থ। অর্দ্ধমাত্রা শব্দটি অজহল্লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা এই নাদ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রণববোধ্য। যেহেতু শুধু নাদ জপ করা অসম্ভব, অতএব চারি অক্ষরাত্মক পূর্ণ প্রণবদ্বারা ব্যঙ্গ্য (সূচনীয়) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন—'যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্' যাঁহাতে সমস্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। এখানে একটি প্রণিধানগম্য বিষয় আছে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যে যেমন সম্ভব পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, কৃষ্ণপক্ষে তাহা বলা হয় নাই, তাহার পরিবর্ত্তে 'অর্দ্ধমাত্রাত্মক' এই আত্মপদ যে বলা হইয়াছে, উহার উদ্দেশ্য প্রণবের মাহাত্ম্য-প্রকাশ, আবার তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভেদ কথিত হইয়াছে। সেই এই শব্দরূপ প্রণব একমাত্র শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-অবতারেই জ্ঞাতব্য ॥৫৬॥

তত্ত্বকণা—ওঙ্কারের মকারাক্ষর হইতে অনিরুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই অনিরুদ্ধ প্রাজ্ঞ, অর্থাৎ সুষুপ্তি-অবস্থায় অধিষ্ঠাতা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবস্থাত্রয়ের অতীত তুরীয় পদার্থ, তিনিই অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপ, তাঁহাতেই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্দ্ধমাত্রা নাদস্বরূপ, উহা কেবলমাত্র জপ করা সম্ভব হয় না, সুতরাং চারি অক্ষরাত্মক পূর্ণ প্রণব-ব্যঙ্গ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥৫৬॥

শ্রুতিঃ—কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিরুক্মিণী।
ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গতঃ ॥৫৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[ঐ প্রণবের অন্তে অর্দ্ধমাত্রা ও বিন্দু আছে—ইহারা উচ্চারণ করিবার অযোগ্য, পূর্ব্ব শ্রুতিতে শ্রীবিষ্ণুকে অর্দ্ধমাত্রা

বলা হইয়াছে, এক্ষণে বিন্দুর পরিচয় দেওয়া হইতেছে—] কৃষ্ণাত্মিকা মূলপ্রকৃতিরুক্মিণী (বিন্দু-প্রতিপাদ্যা রুক্মিণী দেবী মূল প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, যেহেতু তিনি কৃষ্ণশক্তিরূপিণী এবং শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন সুতরাং তিনি কৃষ্ণস্বরূপা) জগৎকর্ত্রী (বিশ্বসৃষ্টিকারিণী) [তিনি কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন—] ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূত শ্রুতিভ্যঃ ব্রহ্মসঙ্গতঃ (নন্দ-ব্রজবাসিনী গোপী-প্রতিপাদিকা যে সকল প্রসিদ্ধ শ্রুতি আছে, তাহা হইতে নির্ণীত ব্রহ্মসঙ্গবশতঃ তিনি কৃষ্ণস্বরূপা) ॥৫৭॥

অনুবাদ—আর এক কথা, প্রণবের অন্তে যে বিন্দু বা অনুস্বার আছে, তন্মধ্যে অনুস্বারটি মকার স্থানীয় উহা অনিরুদ্ধস্বরূপ, বিকল্পে যে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার দেখা যায়, তিনি হইতেছেন—রুক্মিণীদেবী, যিনি আদ্যাশক্তি মূলপ্রকৃতি যাঁহাকে বলা হয়, মহদাদি সাতটি তত্ত্বও প্রকৃতি তবে উহারা প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়স্বরূপ, কারণ তাহারা নিছক প্রকৃতিও নহে—বিকৃতিও নহে, যিনি কেবল প্রকৃতি স্বরূপিণী তিনিই সৃষ্টির কারণ কৃষ্ণশক্তিস্বরূপা, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, এজন্য তিনি কৃষ্ণই। কথিত আছে 'মূল প্রকৃতি রবিদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তা ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ'। ইতি। সেই রুক্মিণী দেবী শ্রীভগবানের নিত্য মূর্ত্তিমতী শক্তি, এবিষয়ে এই শ্রুতিই বলিতেছেন। সুতরাং প্রণবব্যঙ্গ্যা রুক্মিণী, কিরূপে তিনি প্রণব ব্যঙ্গ্যা এবং প্রণবই বা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে হেতু তাহার প্রমাণ ব্রহ্মসঙ্গতঃ অর্থাৎ যেহেতু নরাকৃতি পরব্রহ্মের প্রকাশ করিয়া দিতেছে, ব্রজস্ত্রীগণের প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন হইতে প্রাকট্য প্রাপ্ত যে সকল এই তাপনী শ্রুতি তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব প্রমাণিত হয় এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিও তৎসহ প্রমাণিত ॥৫৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—বিন্দুপ্রতিপাদ্য রুক্মিণী মূলপ্রকৃতিরূপেত্যাহ কৃষ্ণাত্মিকেতি। কৃষ্ণশক্তিরূপত্বাৎ শক্তিশক্তিমতোশ্চাভেদাৎ কৃষ্ণস্বরূপা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতি র্জ্ঞাতব্যা। ইতি শেষঃ। কীদৃশী রুক্মিণীত্যাহ ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতেতি। ব্রজস্ত্রীজনে সম্ভূতাঃ প্রসিদ্ধাঃ যাঃ শ্রুতয়ঃ তাভ্যঃ প্রসিদ্ধঃ যো ব্রহ্মসঙ্গঃ তস্মাৎ হেতোঃ ॥৫৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—বিন্দুপ্রতিপাদ্যা ইত্যাদি—প্রণবের শেষে যে বিন্দু (চন্দ্রাকার বিন্দু বা চন্দ্রবিন্দু) তাহার প্রতিপাদ্য শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী, ইনি মূল প্রকৃতিস্বরূপা—এই কথা বলিতেছেন—কৃষ্ণাত্মিকা ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। কৃষ্ণশক্তিস্বরূপ-হেতু এবং শক্তি ও শক্তিমান্ উভয়ের অভিন্নতাবশতঃ তিনি কৃষ্ণস্বরূপা, জগৎকর্ত্রী, তাঁহাকে জগতের মূলপ্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। 'জ্ঞাতব্যা' এই পদটি শ্রুতিতে না থাকিলেও উহা পূরণীয়। তিনি কে? তিনি রুক্মিণীনামধারিণী। সেই রুক্মিণী দেবী কি প্রকার? তাহা ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূত ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন—ব্রজাঙ্গনাগণে যে সকল প্রসিদ্ধ শ্রুতি ব্যক্ত হইয়াছিল, সেই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ হইতেছে—প্রণব বিন্দুপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মসঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপী কৃষ্ণের সঙ্গহেতু তিনি মূলপ্রকৃতি, ইহা বুঝা যায় ॥৫৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অত্র কেচিদ্ যে মায়াশব্দেনাসদর্থব্যঞ্জকং কলাবিশেষং বাচয়ন্তি তে ন সম্যগ্দর্শিনঃ। মায়াশব্দেন খলু চিচ্ছক্তিরপ্যুচ্যতে। 'স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ'। 'অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমি'তি তত্ত্ববাদভাষ্যধৃতচতুর্ব্বেদশিখাখ্যশ্রুতেঃ। 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরমি'তি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। 'প্রকৃতিশ্চ স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চে'ত্যমরঃ। অতএব তৃতীয়স্কন্ধে চতুঃসনস্য বৈকুণ্ঠগমনে যোগমায়াশব্দেন চিচ্ছক্তিরেবাভিযুক্তৈর্ব্যাখ্যাতা। যচ্চ 'মায়া তু বয়ুনং জ্ঞানমি'তি নির্ঘণ্টে পঠ্যতে। তত্র চ জ্ঞানশব্দেন চিচ্ছক্তিসমানার্থত্বম্।

'মায়া স্যাচ্ছাম্বরী-বুদ্ধ্যোরি'তি ত্রিকাণ্ডশেষশ্চ। তথা। যচ্চ বিশ্ব-প্রকাশান্মায়া রূপোচ্যতে। তেন চ তদাত্মকচিচ্ছক্তিরেবেতি সমান এবার্থঃ। অথ তামেব শক্তিং মূর্ত্তিমতীং দর্শয়তি—কৃষ্ণাত্মিকেতি। শক্তি-শক্তিমতোরভিন্নবস্তুত্বাৎ জগৎকর্ত্রী সর্ব্বসম্পাদয়িত্রী। মূলপ্রকৃতিঃ স্বরূপশক্তিশ্চাসৌ রুক্মিণী তন্নাম্নী চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। অতঃ শ্রীকৃষ্ণান্ত-র্ভাবেন সাপি প্রণবব্যঙ্গ্যা ভবতীতি ভাবঃ। রুক্মিণীত্যুপলক্ষণং 'রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি স্কান্দ-মাৎস্যাদিভ্যঃ। 'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু' ইতি ঋকৃপরি-শিষ্টাচ্চ। শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রণবব্যঙ্গত্বং নিশ্চিনোতি ব্রজস্ত্রীতি। তত্র প্রণবস্য কথং তদাবির্ভাবে হেতুত্বম্? 'তত্রাহ—ব্রহ্মসঙ্গতঃ। নরাকৃতি-পরব্রহ্মণঃ সঙ্গমাৎ-সঙ্গমনাৎ প্রকাশনাদিত্যর্থঃ। নম্বনেনাসৌ সব্যূহঃ স্পষ্টং ন প্রকাশ্যতে, বিষ্ণু-ব্রহ্ম-রুদ্রা এব হি তৎপ্রকাশ্যত্বেন শ্রূয়ন্তে? তত্রাহ ব্রজেতি। ব্রজস্ত্রীজনাৎ তৎপ্রশ্নাদ্ধেতোঃ সংভূতাঃ প্রাকট্যং প্রাপ্তাঃ যাঃ শ্রুতয়স্তাপনীলক্ষণাঃ। রোহিণীতনয়ো রাম ইত্যাদ্যাস্তাভ্যঃ সর্ব্বশ্রুতি-শিরোমণিভ্য ইতি। এতৎপর্য্যবসান এব সর্ব্বশ্রুত্যার্থ ইতি ভাবঃ। অনেন ব্রহ্মস্ত্রীজনস্য মহিমবিশেষো দর্শিতঃ। তাদৃশ্যা অপি শ্রুতেস্তৎপ্রশ্নব্যঙ্গত্বাৎ। অন্যথা সোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণস্তাদৃশত্বেন ন প্রকাশ্যেতৈবেতি ভাবঃ ॥৫৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এই শ্রুতি-প্রসঙ্গে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, মায়া শব্দটি মিথ্যা অর্থব্যঞ্জক ব্রহ্মের কলা-বিশেষ, কিন্তু তাঁহারা যথার্থদর্শী নহেন, মায়া শব্দদ্বারা চিচ্ছক্তিও বাচ্য হয়, যেহেতু 'স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়াযুতঃ', 'অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্'—এই তত্ত্ববাদিভাষ্যধৃত চতুর্ব্বেদশিখানামক শ্রুতি হইতে পাওয়া যায়। মায়া পরব্রহ্মের নিত্যা স্বরূপশক্তি, এইজন্য মায়াময় শ্রীবিষ্ণু নিত্যপুরুষ—ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। তদ্ ভিন্ন আরও শ্রুতি আছে, যথা—'মায়া তু

প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনস্তু মহেশ্বরম্' প্রকৃতির নাম মায়া, মায়ী পরমেশ্বর। সুতরাং দেখা যাইতেছে—নিত্যা মায়া চিচ্ছক্তি, তিনি অসদ্ভূত কলা-বিশেষ হইতে পারেন না। যদি বল, স্বরূপভূত চিচ্ছক্তি প্রকৃতি হইবেন কেন? তাহাও নহে, অমরকোষে ধরা আছে—'প্রকৃতিশ্চ স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ' এইজন্যই শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে যখন 'সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার' এই চারিটি 'সন' নামধারীর বৈকুণ্ঠ-গমন বর্ণিত হইতেছে, তখন 'আপুঃ পরাং মুদমপূর্ব্বমুপেত্য যোগমায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠম্' (৩।১৫।২৬) এই শ্লোক ধৃত যোগমায়া শব্দদ্বারা চিচ্ছক্তিই পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে যে নিরুক্তগ্রন্থে যাস্কের নিঘণ্টু প্রকরণে 'মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্' ইত্যাদি পাঠ জ্ঞানার্থে দেখা যায়—তাহার সঙ্গতি জ্ঞান-শব্দটি চিচ্ছক্তির সমানার্থক, অমরসিংহের ত্রিকাণ্ডশেষগ্রন্থেও বলা আছে যে, 'মায়াস্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যোঃ' মায়া-শব্দের শম্বরাসুরের ইন্দ্রজাল ও জ্ঞান। আরও যে আছে—বিশ্বপ্রকাশ-হেতু মায়া কৃপা-অর্থে, তাহাও কৃপাত্মক চিচ্ছক্তিই সুতরাং সমানই অর্থ। এখানে সেই মূর্ত্তিমতী চিচ্ছক্তি দেখাইতেছেন—'কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী' ইত্যাদি গ্রন্থে, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্নবস্তু, এজন্য সেই মায়া জগৎকর্ত্রী অর্থাৎ সমস্ত সম্পাদনকারিণী। মূলপ্রকৃতি রুক্মিণী, মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি, তিনিই রুক্মিণী নাম ধারিণী, 'মূলপ্রকৃতিশ্চাসৌ রুক্মিণী চেতি' বাক্যে কর্ম্মধারয় সমাস অতএব যেহেতু তিনি চিচ্ছক্তি সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ প্রণবব্যঙ্গ্য হওয়ায় রুক্মিণীও প্রণবব্যঙ্গ্যা হইতেছেন। রুক্মিণী কেবল নহেন 'রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে' এই স্কন্দপুরাণ ও মৎস্যপুরাণাদি হইতে রাধিকাও প্রণব-ব্যঙ্গ্যা। ঋক্‌পরিশিষ্টে রাধা ও কৃষ্ণের অভেদোক্তি হইতেও উহা বুঝা যায়, যথা 'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে

জনেষু' ইত্যাদি রাধা মাধব ছাড়া নহেন, মাধবও রাধা বিচ্যুত নহেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণই যে প্রণবব্যঙ্গ্য তাহা নিশ্চয় করিয়া দিতেছেন। ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতেত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যদি বল, প্রণব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে কারণ কিরূপে হইলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'ব্রহ্মসঙ্গতঃ' অর্থাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীহরির সঙ্গমবশতঃ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এজন্য। প্রশ্ন হইতেছে যে, এই প্রণবদ্বারা ব্যূহ সহিত শ্রীকৃষ্ণ তো স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতেছেন না, কেবল বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র—এই তিন মূর্ত্তিই মাত্র প্রণবের প্রকাশ্য শুনা যায়, তদুত্তরে বলিতেছেন—ব্রজস্ত্রী ইত্যাদি ব্রজস্ত্রীজনের (গান্ধর্ব্বীর) প্রশ্ন হইতে যে সকল শ্রুতি প্রকটতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা—এই তাপনী শ্রুতি। আরও 'রোহিণীতনয়ো রামঃ' ইত্যাদি শ্রুতিসকল শ্রুতির শিরোমণি, তাহা হইতে জানা যায় যে, চতুর্ব্যূহ প্রণবব্যঙ্গ্য। অন্যান্য সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য এই প্রণবেই পর্য্যবসিত। ইহার দ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণের মহিমাতিশয় দেখান হইয়াছে। সেই প্রকার শ্রুতিও সেই প্রশ্ন হইতে উদ্ভূত, তাহা না হইলে সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণও প্রণবব্যঙ্গ্যরূপে প্রকাশ পাইতেন না ; ইহা স্থির সিদ্ধান্ত—ইহাই ইহার অভিপ্রায় ॥৫৭॥

তত্ত্বকণা—প্রণবের বিন্দু-প্রতিপাদ্যা রুক্মিণী দেবী মূল প্রকৃতি-স্বরূপা, ইনি কৃষ্ণ-শক্তি অতএব ইঁহাকে কৃষ্ণস্বরূপা বলিয়া জানিতে হইবে। যেহেতু শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ বলিয়া শুনা যায়। ব্রজরামাগণের প্রশ্ন-হেতু যে সকল শ্রুতির প্রাকট্য হয়, তদ্দ্বারা প্রসিদ্ধ যে নরাকৃতি পরব্রহ্ম, তাঁহার সঙ্গবশতঃ শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদহেতু জগৎকর্ত্রী বিন্দু-প্রতিপাদ্যা রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণরূপা মূল-প্রকৃতি।

কেহ কেহ এই শ্রুতির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মায়াশব্দের দ্বারা অসদ্-অর্থব্যঞ্জক ব্রহ্মের কলাবিশেষ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কিন্তু সম্যক্-

তত্ত্বদর্শী নহেন। মায়াশব্দে চিচ্ছক্তিকেও বলা হয়। তত্ত্ববাদিভাষ্যধৃত চতুর্ব্বেদশিখানামক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—'পরমেশ্বর স্বরূপভূতা নিত্য-শক্তি মায়ার সহিত যুক্ত, অতএব পণ্ডিতগণ সনাতন পুরুষ বিষ্ণুকে মায়াময় বলিয়া থাকেন', আবার অন্য শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,— 'মায়াকে প্রকৃতি জানিবে এবং মহেশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বরকে মায়ী-অর্থে মায়াধীশ জানিবে।' অমরকোষেও আছে—প্রকৃতি, স্বরূপ ও স্বভাব একার্থবোধক।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"তদ্বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং
দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ।
আপুঃ পরাং মুদমপূর্ব্বমুপেত্য যোগ-
মায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠম্॥" (ভাঃ ৩।১৫।২৬)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—

"অথ তত্র সনকাদীনাং গমনং বর্ণয়তি—অথো তদ্বিকুণ্ঠং যোগ-মায়ায়া ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তিন্যা ভগবচ্ছক্তের্বলেন, ন তু স্ববলেন উপেত্য ভগবৎকৃপয়া পরাং মুদম্ অপূর্ব্বং যথা স্যাত্তথা আপুঃ। অত্র পরামপূর্ব্বমিতি পদাভ্যাং তদীয় ব্রহ্মানুভবমুদোঽপি সকাশাৎ বৈকুণ্ঠীয়-মুদ আধিক্যং দর্শিতম্। বৈকুণ্ঠং কীদৃশম্? তেনৈব বিশ্বগুরুণা হরিণা স্বয়মধিকৃতমিতি নাত্র মায়াশক্তেরধিকার ইত্যর্থঃ। স্বীয়ভক্তিমুপ-দেষ্টুমেব মুনীনপ্যানিনায়েতি বিশ্বগুরুপদব্যঙ্গং বস্তু বিচিত্রাণি বিবুধাগ্র্যাণাং বিমানানি তেষাং শোচির্যত্র তৎ।"

নিরুক্ত গ্রন্থে নিঘণ্টু-প্রকরণে মায়াশব্দে জ্ঞানার্থ দেখা যায়, তাহাও জ্ঞানশব্দটি চিচ্ছক্তির সমানার্থে প্রয়োগ। বিশ্বপ্রকাশহেতু মায়াকে কৃপা অর্থেও বলা হয়। তদ্দ্বারাও তদাত্মক চিচ্ছক্তিই বুঝায়।

এস্থলে সেই শক্তিকে মূর্ত্তিময়ীরূপে প্রদর্শন করিতেছেন। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বস্তু বলিয়া তিনি কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী অর্থে সকল-সম্পাদনকারিণী। এই রুক্মিণীদেবী শ্রীভগবানের মূলপ্রকৃতি বা স্বরূপশক্তি সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় প্রণববাচ্যা। শুধু কেবল রুক্মিণীদেবী নহেন, দ্বারকায় রুক্মিণী আর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা—ইহা স্কন্দ ও মৎস্যপুরাণে পাওয়া যায়। ঋক্ পরিশিষ্ট বচন হইতেও জানা যায় যে, শ্রীরাধার সহিত মাধব এবং শ্রীমাধবের সহিত শ্রীরাধা বিরাজিতা। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া নহেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—

"আলোকরহিত সূরয নাহি মানি।
রাধাবিরহিত কৃষ্ণ নাহি জানি॥"

আরও পাই,—

"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহন।"

শ্রীকৃষ্ণ যে প্রণববাচ্য, তাহা "ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূত" শ্রুতি নিশ্চয় করিতেছেন। প্রণব কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের হেতু, তাহা বলিতেছেন যে, 'ব্রহ্মসঙ্গভঃ' নরাকৃতি পরব্রহ্মের সঙ্গবশতঃ।

কেহ যদি বলেন যে, প্রণবের দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রকাশ্য, চতুর্ব্ব্যূহাত্মক শ্রীকৃষ্ণ তো প্রণবের প্রকাশ্য নহেন। তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন যে, ব্রজস্ত্রীগণের প্রশ্ন হইতে যে সকল শ্রুতি প্রকটতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা এই তাপনীলক্ষণা, ইহা সর্ব্বশ্রুতিশিরোমণির পর্য্যবসানে সর্ব্বশ্রুত্যর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, চতুর্ব্ব্যূহাত্মক শ্রীকৃষ্ণই প্রণবব্যঙ্গ। ইহাতে ব্রজরামাগণেরও মহিমাতিশয় প্রদর্শিত হইয়াছে ॥৫৭॥

শ্রুতিঃ—প্রণবত্বেন প্রকৃতিং বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তস্মাদোঙ্কারসম্ভূতো গোপালো বিশ্বসম্ভবঃ ॥৫৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর প্রণবত্বরূপে প্রকৃতির বর্ণনা করিতেছেন] ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবাদিগণ) প্রকৃতিং (স্বরূপশক্তিকে) প্রণবত্বেন বদন্তি (প্রণবস্বরূপ বলিয়া থাকেন) তস্মাৎ (যেহেতু প্রণব সকল স্তুতির শ্রেষ্ঠ সেইহেতু) [বিশ্বসংস্থিতঃ—সর্ব্বব্যাপী] [অথবা] বিশ্বসম্ভবঃ (বিশ্বের উৎপত্তি-কারণ) গোপালঃ (পরব্রহ্মরূপ গোপাল) ওঙ্কারসম্ভূতঃ (ওঙ্কার হইতে প্রাদুর্ভূত) ॥৫৮॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবাদি পণ্ডিতগণ বলেন—শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি যিনি মূলপ্রকৃতি, তিনি প্রণবস্বরূপ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ অথবা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞাদি চতুর্দ্ধারূপে স্থিতির হেতু সুতরাং মূলপ্রকৃতি-প্রতিপাদ্য কৃষ্ণরূপী গোপাল—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ, তিনি প্রণব হইতে প্রাদুর্ভূত ॥৫৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—প্রণবত্বং প্রকৃষ্টস্তুতিত্বং অসৎসত্ত্বাদি-গুণারোপহেতুত্বং তেন হেতুনা ব্রহ্মবাদিনঃ। যদ্বা বিশ্বতৈজসাদিরূপেণ চতুর্দ্ধা সংস্থিতম্ ইত্যর্থঃ। তস্যাঃ প্রকৃতিত্বং বদন্তি। তস্মাৎ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ ওঙ্কারেণ সম্ভূতঃ প্রকৃতিপ্রতিপাদ্যত্বাৎ প্রাদুর্ভূতঃ গোপালঃ বিশ্বসংস্থিতঃ ইত্যর্থঃ ॥৫৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—প্রণবত্বমিত্যাদি—প্রণব-অক্ষরই গোপালের প্রকৃষ্ট স্তুতিস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মের উপর যে অসৎ, সদ্ভিন্ন সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের আরোপ হয়, সেইজন্য প্রণবকে ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। অথবা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও কৃষ্ণ—এই চারিরূপে গোপাল অবস্থিত—এই অর্থেই প্রকৃতির প্রকৃতিত্ব বলিয়া থাকেন। তস্মাৎ—সেহেতু

প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ; সেইজন্য গোপাল ওঙ্কার হইতে প্রাদুর্ভূত, তাহার কারণ—তিনি প্রকৃতি-প্রতিপাদ্য, এই গোপাল বিশ্বের কারণরূপে অবস্থিত ॥৫৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—নন্থ প্রকৃতি-শব্দেন স্বরূপশক্তিরুক্তা, তদ্রূপত্বং চ তস্যাঃ কথম্? তত্রাহ—প্রণবত্বেন শ্রীকৃষ্ণান্তর্ভূততয়া প্রণববাচ্যত্বে-নেত্যর্থঃ। উপসংহরতি—তস্মাদিতি। বিশ্বসংস্থিতঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্তঃ ॥৫৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—নন্থ ইত্যাদি প্রশ্ন হইতেছে—প্রকৃতি বলিতে তো স্বরূপশক্তিকে বলা হইয়াছে, তবে প্রকৃতি প্রণবস্বরূপ কিরূপে? সে বিষয়ে উত্তর করিতেছেন—যেহেতু মূল-প্রকৃতি প্রণবরূপে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত অর্থাৎ প্রকৃতিশক্তি ও তিনি অভিন্ন এবং তিনি প্রণববাচ্য অতএব বিশ্বস্রষ্টা গোপাল প্রণব হইতে আবির্ভূত। তস্মাৎ ইত্যাদি দ্বারা প্রণব ব্রহ্মপক্ষ উপসংহার করিতেছেন। বিশ্বসংস্থিত-শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপী ॥৫৮॥

তত্ত্বকণা—প্রণবে সত্ত্বাদিগুণের আরোপ হয় এবং বিশ্বতৈজসাদি চতুর্দ্ধারূপে সংস্থিত সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞগণ প্রণবকে মূলপ্রকৃতি বলিয়া থাকেন। সেইজন্য শ্রীগোপালও প্রকৃতি-শব্দের প্রতিপাদ্য; যেহেতু এই গোপাল হইতেই বিশ্বের সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিই মূলপ্রকৃতি; সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রণববাচ্য সেইরূপ তাঁহার স্বরূপশক্তিও প্রণববাচ্য ॥৫৮॥

শ্রুতিঃ—ক্লীমোঙ্কারস্যৈক্যত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
মথুরায়াং বিশেষেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে ॥৫৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[ক্লীম্ এই বীজ ও প্রণব অভিন্ন] ক্লীম্ ওঙ্কারস্য (শ্রীকৃষ্ণবীজ ক্লীম্ ও ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার এই উভয়ত্র বীজের)

ঐক্যত্বং (ঐক্য—অভেদ) ব্রহ্মবাদিভিঃ (ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্তৃক) পঠ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) [গোপাল পূজায় ধ্যান ও গোপালের স্থানবিশেষ বলিতেছেন—] মথুরায়াং (মথুরামণ্ডলে) [ইহার দ্বারা বিশিষ্টস্থান কথিত হইল, ইহার কারণ—যেহেতু] মাং ধ্যায়ন্ (বক্ষ্যমাণরূপে আমাকে ধ্যানকারী) বিশেষেণ (শীঘ্র) মোক্ষম্ অশ্নুতে (মুক্তি লাভ করে) ॥৫৯॥

অনুবাদ—ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'ক্লীম্' এই বীজ ও ওঙ্কার উভয়কে একই মনে করেন অর্থাৎ উক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের আদিতে উক্ত দুই বীজের অন্যতরযোগে পাঠ করিয়া থাকেন। মথুরামণ্ডলে আমাকে ধ্যান করিলে শীঘ্র মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥৫৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—ক্লীমোঙ্কারস্যৈক্যত্বমিতি। ক্লীমোঙ্কারয়োঃ ঐক্যত্বং ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি। অতঃ তৎ পঠ্যতে—বীজাদ্যঃ সমন্ত্র ইত্যর্থঃ। উক্ত-গোপালভজনং মথুরায়ামতিশয়েন ঝটিতি মোক্ষফলদমিত্যাহ—মথু-রায়ামিতি। মথুরায়াং মাং ধ্যায়ন্ বিশ্বাকারেণ সংস্থিতঃ কিং পুনর্ব্বক্তব্যং চতুর্দ্ধা সংস্থিতঃ বিশেষেণ শীঘ্রং মোক্ষং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৫৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—ক্লীম্ ওঙ্কারস্যেতি—ক্লীম্ ও ওঙ্কার—এই দুই বীজের একতা অর্থাৎ অভেদ—ইহা ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন। অতএব তৎপঠ্যতে—সেই বীজ—যে কোনও একটি বীজ পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণায়েত্যাদি মন্ত্রের আদিতে যোগ করিয়া তাহা পঠিত হয়, ইহাই অর্থ। উক্ত গোপালের ভজন মথুরাতে অতিশয় ফলদান করে এবং শীঘ্র মোক্ষফলদান করে; ইহাই 'মথুরায়াং বিশেষেণ' ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। মথুরায়াং মাং ধ্যায়ন্ ইতি। কিরূপে ধ্যান? তাহা বলিতেছেন 'আমি বিশ্বমূর্ত্তিতে অবস্থিত, এমন কি, চারিরূপে অবস্থিত' এ-ধ্যান যে করণীয়, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। বিশেষেণ অর্থাৎ শীঘ্র মোক্ষ লাভ করে—ইহা বাক্যার্থ ॥৫৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—নম্ন ক্লীঁকারস্যৈব তন্মহামন্ত্রবীজত্বম্ প্রসিদ্ধম্, স কথং নোপদিশ্যতে? তত্রাহ—ক্লীমিতি। ক্লীঁকারোঙ্কারয়োরিত্যর্থঃ। এক এবৈকাং স্বার্থে ষ্যঞ্ তস্য ভাব ঐকাত্ম্যমেকত্বমিত্যর্থঃ। দ্বয়মিদং তুল্যস্বরূপং তুল্যশক্তিকং তুল্যপ্রতিপাদ্যঞ্চেতি।

অথ পূজাপ্রস্তাবে ধ্যানং তস্য ধ্যাতস্য স্থানবিশেষঞ্চাহ—মথুরায়ামিতি। 'শৃঙ্গবেণুধরং তু বে'ত্যন্তেন। মোক্ষমশ্নুতে মৎপ্রাপ্তিবিঘ্নাদ্বিমোকং প্রাপ্নোতি ॥৫৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—নম্ন ক্লীমিত্যাদি প্রশ্ন এই—আচ্ছা, 'ক্লীম্' এই বীজটিই তো পূর্ব্বোক্ত মহামন্ত্রের বীজ বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাহা কেন শ্রুতি বলিলেন না; ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ক্লীমিত্যাদি 'ক্ল' তাহার অর্থ ক্লীঁকার আর ওঙ্কারও—এই আক্ষেপ ইহাতে 'ঐক্যত্বং' কথাটি তো নির্দ্দোষ নহে, যেহেতু ঐক্য একের ভাব (ধর্ম্ম বা স্বরূপ) সেই ভাবার্থে প্রত্যয়ের পর ভাবার্থে প্রত্যয় হয় না, 'ন ভাবপ্রত্যয়োভাবাৎ' এই নিষেধ আছে; এখানে কিরূপে তাহা হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এক শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্যঞ্ (য) প্রত্যয় তাহার ভাব—এইরূপে ঐক্যত্ব ও ঐক্য একই অর্থ। তাৎপর্য্য এই,—দুইটি বীজের একই স্বরূপ, একই শক্তি ও একই প্রতিপাদ্য। তাহার পর পূজাপ্রকরণে ধ্যান ও ধ্যাতদেবতার নিবাসস্থানবিশেষ বলিতেছেন—'মথুরায়াং বেণুশৃঙ্গধরন্তুবা' ইত্যন্ত (৬৩ শ্রুতি) গ্রন্থদ্বারা। 'মোক্ষমশ্নুতে' ইহার অর্থ—আমার প্রাপ্তিলাভের প্রতিবন্ধক হইতে বিমুক্তি সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় ॥৫৯॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মবিৎগণ 'ক্লীং' এই বীজ ও প্রণব—এই উভয়ের ঐক্য বলিয়া থাকেন। সুতরাং ক্লীং বীজ ও প্রণব 'শ্রীকৃষ্ণায়' এই মন্ত্রের সহিত পাঠ করা উচিত। ক্লীং ও প্রণব একতাৎপর্য্যপর

বলিয়া গ্রহণীয় ; কারণ দুইটিই তুল্যস্বরূপ, তুল্যশক্তিযুক্ত, তুল্য বস্তুকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে চতুর্ব্যূহরূপে-অবস্থান করেন বলিয়া মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে শীঘ্র ফল লাভ হয়। সেইজন্যই কথিত হইয়াছে,—যে ব্যক্তি মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যানপূর্ব্বক উপাসনা করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির বিঘ্নাদি অতিক্রম করতঃ শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন।

দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকেও বলিয়াছেন,—

"তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥"

(ভাঃ ৪।৮।৪২)

অতএব হে বৎস! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যমুনাতটস্থিত পরম পাবন মধুবনে গমন কর। কারণ শ্রীহরি সেই মধুবনেই নিত্য অবস্থান করেন।

এস্থলে টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"মধুবনমিতি সর্ব্বেষু সিদ্ধক্ষেত্রেষু তস্যৈব মুখ্যত্বাৎ" ॥৫৯॥

শ্রুতিঃ—অষ্টপত্রং বিকসিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতম্।
দিব্যধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ম্ ॥৬০॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ব শ্রুতিদ্বারা সূচিত ধ্যানকে বিশদ করিয়া বলিতেছেন] অষ্টপত্রং বিকসিতং হৃৎপদ্মং (উপাসকগণ নিজ-হৃদয়ে ধ্যান করিবেন যে একটি পদ্ম আছে, তাহার আটটি পত্র এবং ঐ পদ্ম বেশ বিকসিত) তত্র সংস্থিতম্ (সেই পদ্মে অবস্থিত) চরণদ্বয়ং (আমার চরণ দুইটি) [তাহা] দিব্যধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং (দিব্য ধ্বজ ও ছত্র দ্বারা চিহ্নিত) [ধ্যায়েৎ—ধ্যান করিবে] ॥৬০॥

অনুবাদ—উপাসক নিজ-হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিবেন যে, একটি অষ্টদল পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে দিব্য ধ্বজ ও ছত্র-চিহ্নিত আমার (শ্রীকৃষ্ণের) দুইটি চরণ অবস্থিত ॥৬০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—মাং ধ্যায়ন্ ইত্যনেন সূচিতং ধ্যানং বিশদয়তি অষ্টপত্রং বিকসিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতং দিব্যধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়মিতি। অষ্টপত্র-বিকশিত-হৃদয়কমল-সংস্থিতং মাং নিত্যং যো ধ্যায়েদিত্যগ্রে তেন সম্বন্ধঃ। তত্রাদৌ দিব্যধ্বজাতপত্রৈঃ চিহ্নিতং চরণদ্বয়ং ধ্যায়েৎ ॥৬০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—মাং ধ্যায়ন্ ইত্যনেনেত্যাদি পূর্ব্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, আমাকে ধ্যান করিবে, সেই ধ্যান কিরূপ ? তাহা বিশদ করিয়া বলিতেছেন—অষ্টপত্রং—অষ্টদলসমন্বিত ; বিকশিতং—প্রস্ফুটিত, হৃৎপদ্মং—হৃদয়মধ্যে ধ্যেয়পদ্ম; তত্র সংস্থিতং—সেই পদ্মমধ্যে অবস্থিত, দিব্যধ্বজাতপত্রৈঃ চিহ্নিতম্—অলৌকিক ধ্বজ ও ছত্রচিহ্নিত, চরণদ্বয়ম্—আমার দুইটি চরণ। অষ্টপত্র, বিকশিত হৃদয়পদ্মে অবস্থিত আমাকে যে নিত্য ধ্যান করে, এই কথা পরে বলা হইবে, সেই 'ধ্যায়েৎ' পদের সহিত সম্বন্ধ। সেই ধ্যানে প্রথমে অলৌকিক ধ্বজ ও ছত্রে চিহ্নিত চরণ দুইটি ধ্যান করিবে ॥৬০॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিলে শীঘ্র কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়। এক্ষণে সেই ধ্যানের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছেন।

প্রথমে আরাধককে চিন্তা করিতে হইবে যে, তাহার হৃদয়মধ্যে অষ্টদল পদ্ম বিকশিত রহিয়াছে, সেই প্রস্ফুটিত অষ্টদল পদ্মের মধ্যে

শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত, প্রথমে তাঁহার চরণ দুইটী চিন্তা করণীয়। সেই 'চরণ' কমলদ্বয় দিব্য ধ্বজ-ছত্রাদিচিহ্নে চিহ্নিত। মথুরাতে সেই চরণদ্বয়ের ধ্যান সর্ব্বাগ্রে নিজহৃদয়ে করা কর্ত্তব্য ॥৬০॥

**শ্রুতিঃ—শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তভং প্রভয়া যুতম্।
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশার্ঙ্গপদ্মগদান্বিতম্ ॥৬১॥**

অন্বয়ানুবাদ—[আর—] হৃৎস্থং শ্রীবৎসলাঞ্ছনং (আমার বক্ষঃস্থিত শ্রীবৎসলাঞ্ছনং—শ্রীবৎসচিহ্ন) প্রভয়া যুতম্ (প্রভাযুক্ত) কৌস্তভং (কৌস্তভমণি) [চিন্তা করিবে] চতুর্ভুজম্ (চারি সংখ্যাগুণিত এক হস্ত অর্থাৎ চারিটি হস্ত চিন্তা করিবে যে) শঙ্খ-চক্র-শার্ঙ্গ-পদ্ম-গদান্বিতম্ (শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও মহাপদ্ম—এই পাঁচটি অস্ত্র চারিটি হস্তে বিরাজমান চিন্তা করিবে) ॥৬১॥

অনুবাদ—পরে চিন্তা করিবে—তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং দ্যুতিশালী কৌস্তভমণি শোভা পাইতেছে, তাঁহার চারিটি হাত, সেই চারি হাতের তিন হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও অপর হাতে শার্ঙ্গ ধনুঃ ও পদ্ম আছে ॥৬১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—হৃৎস্থং শ্রীবৎসলাঞ্ছনং প্রভয়া যুতং চ কৌস্তভং ধ্যায়েৎ। চতুর্ভুজং চতুর্ভিগুর্ণিতং ভুজং শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গপদ্মান্বিতং ধ্যায়েৎ। শার্ঙ্গপদ্ময়োরেককরে স্থিতিরিতি বোধ্যম্। তেন করচতুষ্টয়ে পঞ্চধারণমুপপন্নম্ ॥৬১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—হৃৎস্থং—বক্ষের উপরেস্থিত শ্রীবৎসচিহ্ন এবং প্রভাযুক্ত কৌস্তভমণি চিন্তা করিবে। চতুর্ভুজং—চারিটি হস্ত, একবচন কিরূপে হইল? উত্তর—একটি ভুজ যাঁহার চারিগুণিত। সেগুলি আবার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, পদ্মান্বিতং

শঙ্খ, চক্র, গদা তিন হস্তে আর এক হস্তে শার্ঙ্গ ও পদ্মস্থিত। শার্ঙ্গ ও পদ্ম এক হস্তেস্থিত, এজন্য চারি হস্তে পাঁচ আয়ুধ বলা অসঙ্গত হইল না ॥৬১॥

শ্রুতিঃ—সুকেয়ূরান্বিতং বাহুং কণ্ঠং মালাসুশোভিতম্।
দ্যুমৎকিরীটবলয়ং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥৬২॥

অন্বয়ানুবাদ—বাহুং চ সুকেয়ূরান্বিতং (তাঁহার বাহুগুলি অঙ্গদভূষিত) কণ্ঠং মালা-সুশোভিতম্ (তাঁহার কণ্ঠদেশ বনমালায় সুশোভিত) দ্যুমৎ কিরীট-বলয়ং (দ্যুতিবিশিষ্টমুকুট ও বলয় তাঁহার আছে) স্ফুরন্ মকর-কুণ্ডলম্ (তাঁহার মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্যুতি বিকিরণ করিতেছে, এই প্রকার ধ্যান করিবে) ॥৬২॥

অনুবাদ—আমার বাহু উত্তম অঙ্গদালঙ্কারভূষিত, কণ্ঠদেশে সুশোভন বনমালা বিরাজিত, মুকুট ও বলয় দ্যুতিমান্, মকরাকৃতি কুণ্ডল দ্যুতি বিকিরণ করিতেছে ॥৬২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—বাহুং চ সুকেয়ূরৈঃ অঙ্গদৈঃ অন্বিতং ধ্যায়েৎ। বাহুমিত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়েণ। তথা কণ্ঠং মালাসুশোভিতং ধ্যায়েৎ। তথা দ্যুমন্ দীপ্তিমান্ কিরীটঃ মুকুটঃ তং স্মরেৎ। তথা স্ফুরন্তী মকরাকারে কুণ্ডলে তয়োর্দ্বয়মিত্যর্থঃ ॥৬২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—বাহুঞ্চেতি—বাহুগুলি উত্তম-অঙ্গদসমূহ-সমন্বিত চিন্তা করিবে। চারি বাহু বহু বচনান্ত না হইয়া এক বচনান্ত হইয়াছে, জাত্যভিপ্রায়ে। আমার বনমালা দ্বারা সুশোভিত কণ্ঠ ধ্যান করিবে, সেইপ্রকার দীপ্তিমান্ মুকুট স্মরণ করিবে, মকরাকার কুণ্ডলদ্বয় বিরাজ করিতেছে, ইহা ধ্যান করিবে ॥৬২॥

শ্রুতিঃ—হিরণ্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্তায়াভয়প্রদম্।
ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরং তু বা ॥৬৩॥

অন্বয়ানুবাদ—হিরণ্ময়ং (দেদীপ্যমান) সৌম্যতনুং (সুন্দর মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুকে) স্বভক্তায় অভয়প্রদম্ (নিজ ভক্তকে অভয়দান করিতেছেন) মাং (সেই আমাকে) মনসি (মনোমধ্যে) নিত্যং ধ্যায়েৎ (সর্ব্বদা ধ্যান করিবে) বেণুশৃঙ্গধরং তু বা [ধ্যায়েৎ] (অথবা আমাকে মুরলীধর ও শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর—এই দ্বিভুজরূপধারী ধ্যান করিবে) ॥৬৩॥

অনুবাদ—উপাসক জ্যোতির্ম্ময় মনোহরাঙ্গ আমাকে নিত্য হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিবে যে আমি আপন ভক্তগণকে অভয়দান করিতেছি। অথবা আমি মুরলীধর ও শার্ঙ্গী—এইরূপ দ্বিভুজ চিন্তা করিবে ॥৬৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—হিরণ্ময়ং দেদীপ্যমানং বিষ্ণুং তথা সৌম্যতনুং প্রসন্নমধুরাকৃতিং স্বভক্তায় স্বভক্তেভ্যঃ অভয়প্রদং মোক্ষদমিত্যর্থঃ। অথবা দ্বিভুজং ধ্যায়েদিত্যাহ—বেণুশৃঙ্গধরং তু বেতি ॥৬৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—হিরণ্ময়ং—দেদীপ্যমান বিষ্ণুকে চিন্তা করিবে, তিনি প্রসন্নমধুরাকৃতিসম্পন্ন এবং নিজ ভক্তগণকে অভয় প্রদান করিতেছেন—অর্থাৎ মোক্ষদায়ী। অথবা আমাকে দ্বিভুজ চিন্তা করিবে—এই কথা বলিতেছেন—'বেণুশৃঙ্গধরং তু বা' এই কথা দ্বারা, তিনি দুই হস্তে মুরলী ও শার্ঙ্গ ধনুঃ লইয়া আছেন ॥৬৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—ধ্যানং বিশদয়তি—অষ্টপত্রমিতি। হৃৎপদ্মমিতি উপাসকানাং হৃদি ধ্যেয়ং পদম্, তত্র মথুরায়াং সংস্থিতং ধ্যায়েদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। তেনৈব পর পরত্রাপি যথা শঙ্খাদিচিহ্নিতং যস্য চরণদ্বয়ং তং মাং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। এবং সুকেয়ূরান্বিতং বাহুং ধ্যায়েন্মমেতি শেষঃ। একবচনং জাত্যা, শেষং বহুব্রীহিণা মামিত্যস্যৈব বিশেষণম্,

চতুর্ভুজত্বে পঞ্চায়ুধধারণমনুপপন্নমিতি। শার্ঙ্গস্য অগ্রে স্থিতির্জ্ঞেয়া। দ্যুমৎ দেদীপ্যমানং হিরণ্ময়ং প্রকাশবহুলং সৌম্যতন্বং প্রসন্নমধুরাকৃতিং বেণুশৃঙ্গধরং তু বেতি। মথুরাপ্রদেশবিশেষে ধ্যানবিশেষো দর্শিতঃ ॥৬০-৬৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—ধ্যানং বিশদয়তি—ধ্যানকে সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—অষ্টপত্রমিত্যাদি বাক্য দ্বারা, হৃৎ-পদ্মম্—উপাসকদিগের হৃদয়ে ধ্যেয় পদ্ম, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত 'মথুরায়াং সংস্থিতং', ইহা হইতে চতুর্থ শ্রুতিস্থ 'ধ্যায়েৎ' ইহার সহিত অন্বয়। সেই 'ধ্যায়েৎ' পদের সহিতই পরেও অন্বয়, অর্থাৎ যাঁহার চরণ দুইটি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ প্রভৃতি চিহ্নিত, তাদৃশ আমাকে ধ্যান করিবে। এইরূপ আমার বাহু দিব্য কেয়ুর সমন্বিত, ইহা ধ্যান করিবে, এই বাক্যে 'মম' পদটি না থাকিলেও উহা উহ্য করিয়া অন্বয় কর্ত্তব্য। পর শ্রুতিস্থ 'চতুর্ভুজং' পদের অর্থ আমার চারিটি হস্তের ধ্যান করিবে, প্রশ্ন এই—চতুর্ভুজান্ না হইয়া চতুর্ভুজম্ এই এক বচনান্ত কেন? তাহার উত্তর—জাতি ধরিয়া একবচন, শ্রীবৎস লাঞ্ছনং, দ্যুমৎ কিরীটবলয়ম্ ইত্যাদি পদে বহুব্রীহি সমাসবশতঃ 'মাম্' ইহারই বিশেষণ। আপত্তি এই—চারিভুজে শঙ্খ প্রভৃতি পাঁচটি অস্ত্র ধারণতো অসঙ্গত, ইহার উত্তর—এই শ্রুতিস্থ শার্ঙ্গ এই অস্ত্রের স্থিতি পরবর্ত্তী শ্রুতিতে ধর্ত্তব্য। দ্যুমৎ ইত্যাদি দেদীপ্যমান, হিরণ্ময়ং—প্রকাশবহুল, সৌম্যতন্বং—প্রসন্ন ও মধুর আকৃতিসম্পন্ন, বেণু-শৃঙ্গ-ধরস্তবা অথবা কেবল বেণু ও শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধর। মথুরাপ্রদেশ-বিশেষে এই বিশেষ বিশেষ ধ্যান দেখান হইল ॥৬০-৬৩॥

তত্ত্বকণা—অতঃপর শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, প্রভাশালী কৌস্তুভমণি ধ্যানকরতঃ শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও ধনু এই পঞ্চ

অস্ত্র-সমন্বিত ভুজচতুষ্টয়ের ধ্যান করা কর্ত্তব্য। তৎপরে ক্রমান্বয়ে বাহু চতুষ্টয় অঙ্গদালঙ্কৃত এবং কণ্ঠদেশ বনমালাশোভিত ও শীর্ষদেশ সাতিশয় দীপ্তিশালী মুকুট এবং কর্ণযুগলে মকরাকৃতি কুণ্ডল বর্ত্তমান রহিয়াছে, এইরূপ ভাবনা করিবে। তদনন্তর শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ হিরণ্ময় অর্থাৎ প্রতপ্ত স্বর্ণ সদৃশ দেদীপ্যমান ও সৌম্যমূর্ত্তি, যাহা ভক্তদিগকে মোক্ষ ও অভয় প্রদান করিয়া থাকে, তাহার ধ্যান করা কর্ত্তব্য। সেই পদ্মে বেণু ও শৃঙ্গযুক্ত দ্বিভুজরূপকে সর্ব্বদা হৃদয়-মধ্যে ধ্যান করিতে হইবে।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীল ধ্রুব মহারাজ-কৃত শ্রীহরির ধ্যানমূর্ত্তি উল্লিখিত হইতেছে।—

"প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ প্রসন্নবদনেক্ষণম্।
সুনসং সুভ্রুবং চারু-কপোলং সুরসুন্দরম্॥
তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণোষ্ঠেক্ষণাধরম্।
প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্ণং শরণ্যং করুণার্ণবম্॥
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরভিব্যক্তং চতুর্ভুজম্॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতম্।
কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীতকৌশেয়বাসসম্॥
কাঞ্চীকলাপপর্য্যস্তং লসৎকাঞ্চননূপুরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্॥
পদ্ভ্যাং নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্ভ্যাং সমর্চ্চতাম্।
হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যমাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতম্॥
স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনম্।
নিয়তেনৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম্॥"

(ভাঃ ৪।৮।৪৫-৫১) ॥৬১-৬৩॥

শ্রুতিঃ—মথ্যতে তু জগৎসর্ব্বং ব্রহ্ম জ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্ যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে ॥৬৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর মথুরাপুরী উপাসনার প্রধান স্থান; ইহা মথুরা-শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা দেখাইতেছেন—] সর্ব্বং জগৎ যেন জ্ঞানেন [তত্ত্বজ্ঞানেন] (সমস্ত জগতের মধ্যে অবগাহন করিয়া যে তত্ত্ব-জ্ঞান) ব্রহ্ম মথ্যতে (ব্রহ্ম নামক ভগবৎতত্ত্ব মথিত অর্থাৎ ব্যক্ত করিয়া থাকে, যেমন দধি মধ্যে প্রবিষ্ট মন্থানদণ্ড নবনীত উদ্ধৃত করে) বা [অথবা ভক্তিযোগেন] (ভক্তি যোগদ্বারা যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব করতলগত হয়) তৎ (সেই তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিযোগ—এই দুইটি) যস্যাং সারভূতং (তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি-নামক সার বস্তুদ্বয় যে পুরীতে আছে অর্থাৎ ব্রহ্ম-লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি—যেখানে মথিত হয়, তাহার নাম মথুরা) [যাহার দ্বারা মথিত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি-নামক সাধন যেখানে আছে, তৎসম্বন্ধীয় স্থান মথুরা, মথ্ ধাতুর উত্তর উর, পশ্চাৎ স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ এইরূপে মথুরা পদটি সিদ্ধ]। সা মথুরা নিগদ্যতে (ঐরূপ ব্যুৎপত্তি লভ্য সেই মথুরাপুরী—ইহা কথিত হয়) ।৬৪।

অনুবাদ—অতঃপর মথুরা-শব্দের অর্থ বলিতেছেন—সমস্ত জগৎকে মন্থন করিয়া যে ব্রহ্মাখ্য ভগবত্তত্ত্ব অথবা গোপালস্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়; তাহার নাম মথুরা; সেই ব্রহ্মজ্ঞান অথবা গোপাল-স্বরূপ, জগতের সারভূত। সেই ব্রহ্মজ্ঞান ও গোপালমূর্ত্তি যেখানে বিদ্যমান—সেই পুরীর নাম মথুরাপুরী ।৬৪।

শ্রীবিশ্বেশ্বর—অথ মথুরাশব্দার্থমাহ। মথ্যতে সর্ব্বং জগৎ অনেনেতি মথং ব্রহ্মজ্ঞানং গোপালস্বরূপঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞানেন মদনগোপাল-

স্বরূপেণ বা ইতি সম্বন্ধঃ। যৎ অধিষ্ঠানং হি সম্যক্ জ্ঞানং জগদ্-ভ্রমং নিবর্ত্তয়তি তৎসারভূতং যস্যাং সা মথুরাপুরীত্যর্থঃ ॥৬৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—অতঃপর মথুরা শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছেন, সমস্ত জগৎকে মন্থন করিয়া যে সার উত্তোলন করে, তাহার নাম মথ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও শ্রীগোপাল-স্বরূপ অথবা এইরূপ অন্বয় করা যাইতে পারে, যথা—যে ব্রহ্মজ্ঞান অথবা মদনগোপাল স্বরূপ দ্বারা যে অধিষ্ঠানটি অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মের উপর জগৎ আরোপিত—এই ভ্রমকে দূরীভূত করে, অতএব সেই সারভূত বস্তু যেখানে আছে, সেই পুরীর নাম মথুরাপুরী—ইহাই অর্থ ॥৬৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—মথুরাপদ-নিরুক্ত্যা ধ্যানস্থানস্য মাহাত্ম্যবিশেষং দর্শয়তি—মথ্যতে ইতি। জগৎ সর্ব্বমবগাহমানেন যেন জ্ঞানেন ব্রহ্মেতি ব্রহ্মাখ্যং ভগবত্তত্ত্বং মথ্যতে। দধ্যবগাহমানেন মন্থানেন নবনীতমিব ব্যক্তীক্রিয়তে। বা শব্দানুক্তসমুচ্চয়ার্থাদ্ভক্তিযোগেন বা যেন তদ্দ্বয়ং যস্যাং সারভূতং সর্ব্বোৎকৃষ্টং সা মথুরা নিগদ্যতে। মথ্যতে যেন তন্মথুরং জ্ঞানভক্ত্যাখ্যং সাধনম্। তদ্যোগান্মথুরেত্যর্থঃ। ঔণাদিকেন মত্বর্থীয়েন চ সিদ্ধেঃ ॥৬৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—মথুরাপদের নির্ব্বচনদ্বারা ধ্যান-স্থানের মাহাত্ম্য-বিশেষ দেখাইতেছেন, মথ্যতে ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। সমস্ত জগৎকে আলোড়ন করিয়া যে জ্ঞান ব্রহ্মাখ্য ভগবত্তত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া থাকে; যেমন দধি-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মন্থানদণ্ড তাহা আলোড়নকরতঃ নবনীত উদ্ধৃত করে। শ্রুতিস্থ 'বা' এই নিপাতটি অনুক্ত সমুচ্চয়ার্থে অর্থাৎ যাহা কথিত হয় নাই, সেই ভক্তিযোগও গৃহীত হইল, যেন—সেই ভক্তিযোগদ্বারা তদ্দ্বয়ং বা—সেই তত্ত্বজ্ঞান

ও ভক্তিযোগ যে পুরীতে সর্ব্বাধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার নাম মথুরাই নির্ব্বাচিত হয়, সেই নির্ব্বাচন এইপ্রকার যথা 'মথ্যতে যেন' যে জ্ঞান বা ভক্তিযোগ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব উদ্ধৃত হয়। এইরূপ করণবাচ্যে মথ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক উরচ্ সেই মথুর অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তি-নামক সাধন যাহাতে আছে, এই অর্থে অর্শ-আদিভ্যোঽচ্ এই অচ্ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় সিদ্ধ হওয়ায় জ্ঞান-ভক্তিযুক্তা পুরী—মথুরা—ইহা বোধিত হইল ॥৬৪॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে শ্রীভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে মথুরা-শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ প্রকাশ করিয়া ধ্যানস্থান মথুরার মাহাত্ম্য-বিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন।

যেরূপ মন্থনদণ্ডদ্বারা দধি মন্থন করিলে তাহার সারভূত নবনীত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সমগ্র জগৎ মন্থন করিয়া তদীয় সারস্বরূপ শ্রীমদনগোপালমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া থাকেন, সেই কারণে সেই স্থানের নাম মথুরা।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।"

(ভাঃ ১০।১।২৮)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এস্থলে টীকায় লিখিয়াছেন,—

"নিত্যং সন্নিহিত ইত্যনেন স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণঃ কৃষ্ণস্তত্র স্বধামনি সদা বর্ত্তমান এবাবির্ভূয় প্রপঞ্চ-গোচরী ভবতি, ন তু কুতশ্চিদ্বৈকুণ্ঠাদিভ্য আগত্যাবতরতীতি ব্যঞ্জিতম্।"

আরও পাই,—

"অজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ।" (ভাঃ ৩।২।১৫)

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকাটীও দ্রষ্টব্য ॥৬৪॥

শ্রুতিঃ—অষ্টদিক্‌পালিভির্ভূমিঃ পদ্মং বিকসিতং জগৎ।
সংসারার্ণবসঞ্জাতং সেবিতং মম মানসে ॥৬৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[হৃদয়স্থিত-বিকসিতঅষ্টপত্রযুক্ত পদ্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন] অষ্টদিক্‌পালিভিঃ (অষ্টদিক্‌পালকগণ কর্ত্তৃক) [যৎ] ভূমিঃ পদ্মং বিকসিতং (যে ভূমিরূপ পদ্ম প্রকাশ পাইতেছে) সংসারার্ণবসঞ্জাতং (সংসাররূপ সাগরে উৎপন্ন) [তৎ] জগৎ (সেই জগৎ সমুদায়ই) মম মানসে (আমার মনের মধ্যে) সেবিতং (উপাসিত যে হৃদয়কমলাখ্য পদ্ম, তাহা ঐরূপে উপাসনা করিবে) ॥৬৫॥

অনুবাদ—আটটি দিক্‌পাল যে ভূমিরূপ অষ্টদল পদ্ম বিকসিত করিয়াছেন, সেই সংসারসাগরোৎপন্ন পদ্ম, জগৎ আমার মনোমধ্যে সেবিত হৃৎকমল। এইরূপ চিন্তা করিয়া উপাসনা করিবে ॥৬৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—হৃদয়স্থিতং বিকসিতমষ্টপত্রং পদ্মং ব্যাকরোতীতি অষ্টদিক্‌পালিভিরিতি। অষ্টদিক্‌পালৈরেব পত্রৈঃ সেবিতং পদ্মং মম মানসে অন্তঃকরণে বিকসিতং সৎ ভূমিঃ এব জগৎ জগদাশ্রয়ং সংসারার্ণবং সঞ্জাতং উৎপন্নমিত্যর্থঃ ॥৬৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—হৃদয়স্থিতমিত্যাদি—হৃদয়স্থিত বিকসিত অষ্টদল পদ্ম কি? তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন—'অষ্টদিক্‌-পালিভিঃ' ইত্যাদি শ্রুতি। অষ্টদিক্‌পাল (ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান) যাহার আট্‌টি পত্রস্বরূপ, সেই পত্রগুলি যাহাতে আছে, এইরূপ পদ্মই আমার অন্তঃকরণ-মধ্যে বিকসিত হইয়া ভূমিই জগতের আশ্রয়, উহাই সংসারসাগর হইতে উৎপন্ন ॥৬৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ মন্দাধিকারিণাং বিরাড়ুপাসকানামপি স্বপূজাঙ্গধ্যানত্বেন কল্পয়তি—অষ্টেতি। অষ্টভির্দিক্‌পালিভির্দিক্‌পালৈর্ধ-

ভূমিরূপং পদ্মং বিকসিতং প্রকাশমানং তদেব সংসারার্ণবসঞ্জাতং প্রপঞ্চসমুদ্রোদ্ভবং তজ্জগৎ সর্ব্বমেব মম মানসে সেবিতং যৎ পদ্মং হৃৎকমলাখ্যং তদ্রূপেণোপাস্যমিতি শেষঃ। দিক্‌পালভিরিতি পাঠে ভিস ঐসভাবশ্ছান্দসঃ। এত্বাভাবশ্চ ॥৬৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অতঃপর অধম অধিকারী বিরাট্ উপাসকগণেরও পূজার অঙ্গ ধ্যানবিষয় কল্পনা করিতেছেন—অষ্টদিক্‌পালিভিঃ ইত্যাদি শ্রুতি—অষ্টদিক্‌পালরূপী পত্রের দ্বারা যে ভূমিরূপ পদ্ম বিকসিত অর্থাৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই সংসার-সাগরোৎপন্ন জগৎ, এ সমস্তই আমার অন্তঃকরণে ধ্যাত হৃৎকমলনামক যে পদ্ম, তাহাই, সেইরূপেই হৃৎকমল উপাস্য। 'তদ্রূপেণ উপাস্যম্' এ অংশটি উহ্য রহিয়াছে। কোনো কোনও গ্রন্থে 'দিক্‌পালভিঃ' এইরূপ পাঠ আছে, তাহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ—দিক্‌পাল শব্দের উত্তর তৃতীয়া বহুবচনে ভিস্ বিভক্তি, কিন্তু বৈদিক প্রয়োগে সেই ভিস্ স্থানে ঐস্ হয় নাই এবং 'বহুবচনে ঝল্যেৎ' সূত্রানুসারে ভিস্ পরে পূর্ব্ববর্ত্তী অকার স্থানে একারও বৈদিক প্রয়োগবশতঃ হয় নাই ॥৬৫॥

তত্ত্বকণা—মন্দাধিকারী বিরাট্ উপাসকগণেরও স্বপূজাঙ্গধ্যানদ্বে কল্পনা দৃষ্ট হয়। অষ্টদিক্‌পাল-সেবিত অষ্টদল পদ্ম যাহাকে আমি সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করি, সেই অষ্টদল পদ্মই জগতের আশ্রয়। উহা সংসারসাগর হইতে উৎপন্ন। ঐ পদ্ম সর্ব্বদা বিকসিত ॥৬৫॥

শ্রুতিঃ—চন্দ্রসূর্য্যত্বিষো দিব্যধ্বজা মেরুর্হিরণ্ময়ঃ।
　　আতপত্রং ব্রহ্মলোকমধোর্দ্ধং চরণং স্মৃতম্ ॥৬৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[ব্রহ্মাকে শ্রীনারায়ণ দিব্যধ্বজ ও আতপত্র চিহ্নিত চরণদ্বয় ব্যাখ্যা করিতেছেন] চন্দ্র-সূর্য্যত্বিষঃ (চন্দ্র ও সূর্য্যের যে

কিরণরাশি—সেইগুলিই) দিব্যাধ্বজাঃ (আমার অসাধারণ অলৌকিক ধ্বজসমূদয়) মেরুঃ হিরণ্ময়ঃ (সুমেরুপর্ব্বতই জ্যোতির্ম্ময় ছত্রের দণ্ড) আতপত্রং ব্রহ্মলোকং (দণ্ডস্থানীয় মেরুর উপরে বর্ত্তমান ব্রহ্মলোক তাঁহার ছত্র) অধোর্দ্ধং চরণং স্মৃতম্ (ব্রহ্মাণ্ডের অধোভাগ ও উর্দ্ধভাগ তাঁহার দুইটি চরণ বলিয়া স্মৃত হয়) ॥৬৬॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত দিব্যধ্বজ, ছত্র-চিহ্নিত চরণদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিতেছেন, চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ তাঁহার অলৌকিক ধ্বজ, সুমেরু-পর্ব্বতই তাঁহার সুবর্ণময় ছত্রদণ্ড, ব্রহ্মলোক ছত্র, ব্রহ্মাণ্ডের অধঃ-খণ্ড ও উর্দ্ধখণ্ড দুইটি চরণ ॥৬৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—দিব্যধ্বজাতপত্রৈশ্চিহ্নিতং চরণদ্বয়ং ব্যাকরোতি—চন্দ্র-সূর্য্যত্বিষ ইতি। চন্দ্রসূর্য্যত্বিষঃ এব দিব্যাঃ ধ্বজাঃ। মেরুরিতি মেরুঃ পর্ব্বতঃ স এব হিরণ্ময়ঃ ছত্রদণ্ডঃ। আতপত্রমিতি। ব্রহ্ম-লোকঃ—এব আতপত্রং দণ্ডস্থানীয় মের্ব্বুপরি বর্ত্তমানত্বাৎ অধোর্দ্ধ-মিতি। ব্রহ্মাণ্ডস্য অধঃ উর্দ্ধং চরণং চরণদ্বয়ং স্মৃতমিত্যর্থঃ। অধোর্দ্ধমিতি সন্ধিঃ চরণমিতি ক্লীবত্বঞ্চ ছান্দসম্ ॥৬৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—দিব্যধ্বজা ও ছত্র চিহ্নিত তাঁহার চরণদ্বয় ব্যাখ্যা করিতেছেন—চন্দ্রসূর্য্যত্বিষ ইত্যাদি দ্বারা—চন্দ্র-সূর্য্যত্বিষঃ—চন্দ্র-সূর্য্যের আলোকই. তাঁহার দিব্য ধ্বজস্বরূপ। মেরু-হিরণ্ময়ঃ ইতি সুমেরু পর্ব্বত তাহাই জ্যোতির্ম্ময় ছত্রের দণ্ড। আতপত্রং ব্রহ্মলোকমিতি—ব্রহ্মলোকই ছত্রস্বরূপ দণ্ডস্থানীয় মেরুর উপরিভাগে যেহেতু ঘুরিতেছে। অধোর্দ্ধং চরণমিতি ব্রহ্মাণ্ডের অধঃ-খণ্ড ও উর্দ্ধখণ্ড—ইহাই দুইটি চরণ বলিয়া কথিত আছে। অধঃ উর্দ্ধং সন্ধি করিলে অধউর্দ্ধং হয়, তবে অধোর্দ্ধং হইল কেন?

বৈদিক প্রয়োগ এইজন্য। এইরূপ চরণ-শব্দ পুংলিঙ্গ, চরণঃ হওয়া উচিত, কিন্তু 'চরণম্' ক্লীবলিঙ্গতা ইহাও বৈদিক প্রয়োগ ॥৬৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—চন্দ্রসূর্য্যাত্বিষশ্চন্দ্রসূর্য্যাদীনাং জ্যোতীংষি তানি মম দিব্যা অলৌকিক্যঃ ত্বিষ ইত্যুপাস্যমিত্যর্থঃ। মেরুস্তু মম হিরণ্ময়-ধ্বজারূপেণ উপাস্য ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকং মমাতপত্রমুপাসীত। অধোর্দ্ধম্ অধ উর্দ্ধভাবেন বর্ত্তমানং সপ্তপাতালং চরণং স্মৃতম্। সন্ধি-ক্লীবত্বে ছান্দসে ॥৬৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—চন্দ্র-সূর্য্যাত্বিষঃ অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতির জ্যোতিঃ সমুদয়, সেগুলি আমার অলৌকিক কান্তি, ইহা চিন্তা করিয়া উপাসনা করিবে। মেরুস্তু মম—আর মেরু পর্ব্বতকে আমার ধ্বজারূপে উপাসনা করিবে—এই তাৎপর্য্য। ব্রহ্মলোককে আমার ছত্র মনে করিয়া উপাসনা করিবে। অধোর্দ্ধমিতি অধঃ ও উর্দ্ধ ভাবে বর্ত্তমান সপ্ত পাতাল (অতল, বিতল, সুতল, রসাতল; তলাতল, মহাতল ও পাতাল) ইহা একটি চরণ আর ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য—এই সাতটি দ্বিতীয় চরণ মনে করিবে। অধোর্দ্ধম্ পদে ঐরূপ সন্ধি ও চরণং পদে ক্লীবলিঙ্গ বৈদিক প্রয়োগ ॥৬৬॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধ্বজ-ছত্রাদি চিহ্নে অলঙ্কৃত। এক্ষণে তাহাই বিস্তারিতভাবে বলিতেছেন। চন্দ্র ও সূর্য্যের যে দীপ্তি দেখা যায়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের চরণের ধ্বজ। আর সুমেরু পর্ব্বত ছত্রের হিরণ্ময় দণ্ড। ব্রহ্মলোকই তাঁহার ছত্র। ব্রহ্মাণ্ডের অধঃভাগ অতলাদি এবং উর্দ্ধভাগ ভূর্ভুবাদি-লোক তাহার চরণদ্বয়। ইহাদিগের উপাসনাও কর্ত্তব্য ॥৬৬॥

**শ্রুতিঃ—শ্রীবৎসঞ্চ স্বরূপঞ্চ বর্ত্ততে লাঞ্ছনৈঃ সহ।
শ্রীবৎসলাঞ্ছনং তস্মাৎ কথ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর আমার শ্রীবৎসলাঞ্ছনের স্বরূপ শুন] [যস্মাৎ—যেহেতু] **শ্রীবৎসঞ্চ স্বরূপঞ্চ** লাঞ্ছনৈঃ সহ বর্ত্ততে (আমার শ্রীবিগ্রহে চন্দ্রের মত স্বতঃ শুভ্রবর্ণ শ্রী অর্থাৎ বক্ষঃপ্রদেশে লক্ষ্মী-চিহ্ন ধারণ করিয়া শ্রীবল্লভ, অথবা দক্ষিণাবর্ত্ত রোমরূপের সহিত এবং বিরাট্ শরীরে বৈরাজ জীবাত্মকস্বরূপ বিরাটের অবয়বের সহিত বর্ত্তমান) তস্মাৎ (সে-কারণ) ব্রহ্মবাদিভিঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) শ্রীবৎসলাঞ্ছনং কথ্যতে (আমাকে শ্রীবৎসলাঞ্ছন বলিয়া থাকেন) ॥৬৭॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে শ্রীবৎসলাঞ্ছনের স্বরূপ বলিতেছেন—যেহেতু স্বাভাবিক শুভ্রবর্ণ চন্দ্রাকৃতি দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী আমার বিগ্রহে ও বক্ষে শ্রী-রেখা এবং বিরাট্ শরীরে বৈরাজ জীবরূপে বর্ত্তমান, সেইজন্য ব্রহ্মবাদিগণ আমাকে শ্রীবৎসচিহ্ন বলিয়া থাকেন ॥৬৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—শ্রীবৎসলাঞ্ছনশব্দার্থমাহ। ব্রহ্মবাদিভিঃ তস্মাৎ হেতোঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনং কথ্যতে যস্মাৎ লাঞ্ছনৈঃ সহিতং শ্রীবৎসং শ্রীবল্লভম্ স্বরূপম্ এব পরমেশ্বরস্য বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। আহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎ শ্রীবৎসশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ ॥৬৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—শ্রীবৎসেত্যাদি—শ্রীবৎসলাঞ্ছন এই শব্দের অর্থ বলিতেছেন,—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই কারণে শ্রীবৎস-লাঞ্ছন বলিয়া থাকেন, যেহেতু লাঞ্ছনপুষ্ট লক্ষ্মীর প্রিয় পরমেশ্বরের স্বরূপ আছে। লাঞ্ছন (রোমাবর্ত্ত) সহিত শ্রীবৎস যাঁহার এইরূপ বিগ্রহবাক্যে বহুব্রীহিসমাস দ্বারা লাঞ্ছনশ্রীবৎস হয়, তাহা না হইয়া

শ্রীবৎসলাঞ্ছন হইল, 'বাহিতাগ্ন্যাদিষু' সূত্রানুসারে বৈভাষিকপূর্ব্ব-নিপাত ॥৬৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—শ্রীবৎসমিতি শ্রীবৎসং তাবত্তন্নিজবিগ্রহে গৌতমীয়াদিদৃষ্ট্যা স্বতঃ শুভ্রবর্ণং চ চন্দ্রবল্লাঞ্ছনৈর্ভাবার্থদীপিকাদিসম্মত্যা। দক্ষিণাবর্ত্তরোমকূপৈঃ সহ বর্ত্ততে। বিরাড়্‌বিগ্রহে চ স্বরূপঞ্চ বৈরাজজীবলক্ষণং লাঞ্ছনৈর্বিরাড়বয়বৈঃ সহ বর্ত্ততে। অতঃ সাম্যাভাসাজ্জীবাত্মনোঽপি শ্রীবৎসত্বং কল্প্যতে। তস্মাদ্বৈরাজজীবলক্ষণং স্বরূপং শ্রীবৎসাঙ্কনং কথ্যতে। লাঞ্ছনসহিতং শ্রীবৎসং শ্রীবৎসলাঞ্ছনমিতি রাজদন্তবৎ পূর্ব্বনিপাতঃ ॥৬৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—শ্রীবৎসমিত্যাদি—শ্রীবৎস অর্থাৎ লক্ষ্মীর প্রিয়স্বরূপ ইহা পরমেশ্বরের নিজ শরীরে আছে—গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া বুঝা যায় যে, তাঁহার স্বাভাবিক শুভ্রবর্ণ তাহা চন্দ্রের মত চিহ্নরাজির অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত রোমগুলির সহিত বর্ত্তমান; ইহা ভাবার্থ দীপিকা প্রভৃতির সম্মতি-অনুসারে কথিত হইল। ভগবানের যে বিরাট্‌ শরীর আছে—তাহাতে বৈরাজজীবময়স্বরূপ বিরাড়বয়বের সহিত বর্ত্তমান, অতএব কতকটা সাদৃশ্যের আভাস থাকায় জীবাত্মাকেও শ্রীবৎস কল্পনা করা হয়, সুতরাং বৈরাজজীবনামক স্বরূপকে শ্রীবৎসলাঞ্ছন বলা হইয়া থাকে। এখানে বিগ্রহবাক্য লাঞ্ছন (বিরাড়বয়ব) সহিত শ্রীবৎস; তবে শ্রীবৎস পদটি যে পূর্ব্বে বসিয়াছে তাহার কারণ 'রাজদন্তাদিষু পরম্' রাজদন্ত প্রভৃতিতে পূর্ব্বনিপাত হয়, এইজন্য ॥৬৭॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে যে 'শ্রীবৎসলাঞ্ছন' শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে শব্দার্থ বর্ণন-মুখে বলিতেছেন। যিনি লাঞ্ছন অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ চন্দ্রাকৃতি লোম-চিহ্নের সহিত এবং বক্ষে

শ্রী-রেখা ধারণ করিয়া শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর বল্লভরূপে বিরাজমান, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্রীবৎসলাঞ্ছন বলিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।" (ভাঃ ৩।২৮।১৪)

আরও পাই,—

"শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মৈরভিব্যক্তং চতুর্ভুজম্॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূর-বলয়ান্বিতম্।
কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীতকৌশেয়বাসসম্॥"

(ভাঃ ৪।৮।৪৭-৪৮) ॥৬৭॥

শ্রুতিঃ—যেন সূর্য্যাগ্নিবাক্‌চন্দ্রং তেজসা স্ব-স্বরূপিণা।
বর্ত্ততে কৌস্তুভাখ্যং হি মণিং বদন্তীশমানিনঃ ॥৬৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে কৌস্তুভ-শব্দের পরিচয় দিতেছেন—] যেন স্ব-স্বরূপিণা তেজসা (যে শ্রীভগবানের চিৎস্বরূপ তেজের বশে) সূর্য্যাগ্নি-বাক্-চন্দ্রং (সূর্য্য, অগ্নি, বাগিন্দ্রিয় ও চন্দ্র এই সমুদয়) বর্ত্ততে (প্রকাশশক্তিশালী হইয়া থাকে) তৎ (সেই চিৎস্বরূপকে) ঈশমানিনঃ (ঈশ্বরের উপাসকগণ) কৌস্তুভাখ্যং হি মণিং বদন্তি (কৌস্তুভনামক মণি বলিয়া থাকেন) ॥৬৮॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি দ্বারা সমস্ত প্রকাশমান হয়, সেই প্রকাশনশক্তিই কৌস্তুভ মণি, ইহা পরমেশ্বরের উপাসকগণ বলিয়া থাকেন। যেহেতু সূর্য্য, অগ্নি, বাগিন্দ্রিয় ও চন্দ্র—এই তেজোময় পদার্থসমষ্টি প্রত্যেকেই ঈশ্বরের তেজে প্রকাশ দান করে, এইজন্য শ্রীভগবানের চিৎস্বরূপের নাম কৌস্তুভ ॥৬৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কৌস্তুভশব্দার্থমাহ—যেন সূর্য্যাগ্নিবাগিতি। কঃ অর্কঃ অঃ বাক্ ঔঃ চন্দ্রাগ্নী ইত্যস্য একস্য একদেশসাম্যাৎ অকারস্তু-বর্ণসাম্যাৎ বাক এতৎ সর্ব্বং স্তোভতি পরতন্ত্রতয়া যেন স্বস্বরূপিণা তেজসা প্রবর্ত্ততে তং চিৎস্বরূপমেব ঈশমানিনঃ ঈশ্বরারাধকাঃ কৌস্তুভাখ্যং মণিং বদন্তি ॥৬৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—কৌস্তুভেত্যাদি—অতঃপর শ্রীনারায়ণ কৌস্তুভ-শব্দের অর্থ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—যেন সূর্য্যাগ্নি ইত্যাদি দ্বারা। ক্ কারের অর্থ সূর্য্য, অ কারের অর্থ বাক্‌শক্তি, ঔ শব্দে চন্দ্র ও অগ্নি—সন্ধি করিয়া 'কৌ' পদ হইয়াছে। এই সমষ্টির মধ্যে সূর্য্যাদি তিনটির একদেশের সাম্য ধরিয়া আর বাক্ শব্দে অকার সাম্য ধরিয়া ঐরূপ অর্থ হইতেছে। যথা অর্ক শব্দের ক ও কৌস্তুভের 'ক' একই, গ্নৌ শব্দের অর্থ চন্দ্র, তাহার একদেশ ঔ ইহার সহিত সাম্য ধরিয়া ঔকার বলিতে চন্দ্র এবং অগ্নি, অকারের সহিত বাক্ শব্দের সাম্য বর্ণের আদিত্বহিসাবে এইরূপে এই সমষ্টিকে যিনি ধারণ করিয়া আছেন যেহেতু উহারা পরাধীন প্রকাশনশক্তিসম্পন্ন, এইজন্য যে ঈশ্বরস্বরূপবিশিষ্টতেজ অর্থাৎ প্রকাশনশক্তি লইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, সেই চিৎস্বরূপকে ঈশ্বরারাধনাকারী ব্যক্তিগণ কৌস্তুভ নামক মণি বলিয়া থাকেন ॥৬৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—যেন স্বস্বরূপিণা সর্ব্বেষাং জীবস্বরূপস্যাশ্রয়েণ তেজসা সূর্য্যাগ্নিবাক্‌চন্দ্রাণাং সমাহারো বর্ত্ততে স্ফুরতি তং কৌস্তুভাখ্যং মণিং সূর্য্যাদিরূপমেব বদন্তি সূর্য্যাদিকং কৌস্তুভাভেদেনোপাসতে ইত্যর্থঃ। কে? ঈশমানিনঃ, বিরাড়ীশ্বরবুদ্ধয়ঃ ইত্যর্থঃ। নিরুচ্যতে চ— কঃ সূর্য্যস্তৎসমত্বাদগ্নিশ্চ। 'অঃ' বাক্, বাচঃ প্রথমত্বাৎ, ঔশ্চন্দ্রশ্চ। গ্লৌপদস্যৈকদেশেন তদ্ধারণত্বাৎ। অপ্যক্ষরসাম্যেন

নিরুর্য্যাদিতি নৈরুক্তাঃ। তত্তদ্রূপং তেজস্তু ভাতি স্বস্বরূপেণ ব্যাপ্নোতীতি ॥৬৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ--যেনেতি—যে, স্বস্বরূপিণা—নিজের অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের স্বরূপ অর্থে জীব-স্বরূপের আশ্রয় তেজঃ প্রকাশনশক্তি তাহার দ্বারা। সূর্য্যশ্চ অগ্নিশ্চ বাক্ চ চন্দ্রশ্চ এবাং সমাহারঃ এই বাক্যে সমাহার দ্বন্দ্বে সূর্য্যাগ্নি বাক্ চন্দ্রের সমষ্টি বোধিত হইতেছে। কৌস্তভ নামক মণিকে পণ্ডিতগণ সূর্য্যাদি-স্বরূপ বলিয়া থাকেন, এজন্য সূর্য্যাদি তেজকে কৌস্তভের সহিত অভিন্নবোধে উপাসনা করেন। কাহারা? ঈশমানিব্যক্তিগণ অর্থাৎ বিরাট্ ঈশ্বর—এই অভিমানিগণ। এ বিষয়ে নিরুক্তিও আছে—যথা কঃ অর্থ সূর্য্য তৎ সাম্যহেতু অগ্নিও, অ অর্থ বাক্ যেহেতু বাক্ প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল 'অ' বর্ণটিও বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, ঔ চন্দ্র, কারণ গ্লৌ শব্দের একাংশ ঔকার, তাহার দ্বারা সেই ধারণার্থ প্রকাশিত হইতেছে। নিরুক্তকার যাস্ক প্রভৃতি মুনিগণ বলেন—বর্ণসাম্য ধরিয়াও শব্দের ব্যুৎপত্তি বলিবে। তেজঃ—চিচ্ছক্তি সূর্য্য, অগ্নি, বাক্ ইন্দ্রিয়কে তেজঃ নিজস্বরূপে প্রকাশনশক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত করে ॥৬৮॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার নিকট কৌস্তভ-শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহার তেজঃ-প্রভাবে সূর্য্য, অগ্নি, বাক্ ও চন্দ্র প্রভৃতি তেজঃযুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, সেই ভগবত্তেজকে ঈশ্বরোপাসকগণ কৌস্তভ মণি বলিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মহামণিব্রাতকিরীটকুণ্ডল-
প্রভাপরিক্ষিপ্তসহস্রকুন্তলম্।

প্রলম্বচার্ব্বষ্টভুজং সকৌস্তুভং
শ্রীবৎসলক্ষ্মং বনমালয়াবৃতম্।" (ভাঃ ১০।৮৯।৫৫) ॥৬৮॥

শ্রুতিঃ—সত্ত্বং রজস্তম ইতি অহঙ্কারশ্চতুর্ভুজঃ।
পঞ্চভূতাত্মকং শঙ্খং করে রজসি সংস্থিতম্॥৬৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[শ্রীনারায়ণের চতুর্ভুজের বিবরণ হইতেছে—] সত্ত্বং রজঃ তমঃ অহঙ্কারঃ চতুর্ভুজঃ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও অহঙ্কার—এই চারিটি চারি হস্ত) [তন্মধ্যে] পঞ্চভূতাত্মকং শঙ্খং রজসি করে সংস্থিতম্ (পঞ্চভূতাত্মকশঙ্খ, রজোগুণরূপ হস্তে বর্ত্তমান) [বুধাঃ বিদুঃ— ইহা পণ্ডিতগণ অবগত হন] ॥৬৯॥

অনুবাদ—সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণ ও অহঙ্কার—এই চারিটি আমার চতুর্ভুজ। তন্মধ্যে পঞ্চভূতস্বরূপ শঙ্খ আমার রজোগুণরূপ হস্তে অবস্থিত ॥৬৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—চতুর্গুণিতং ভুজং বিবৃণোতি—সত্ত্বং রজস্তম ইতি অহঙ্কারশ্চতুর্ভুজ ইতি। গুণত্রয়ম্ অহঙ্কারশ্চেতি চতুর্ভুজ ইত্যর্থঃ। গুণক্রমেণ সত্ত্বস্যাদৌ নির্দ্দিষ্টত্বেঽপি আয়ুধক্রমমনুরুধ্যাদৌ রজঃ। করস্থিতং শঙ্খং বিবৃণোতি পঞ্চভূতাত্মকমিতি। পঞ্চভূতাত্মকং শঙ্খং রজোগুণরূপে করে সংস্থিতং বুধা বিদুঃ। রজোগুণজন্যক্রিয়োৎপাদ্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥৬৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এক ভুজকে চার গুণ করিলে চতুর্ভুজ হয়, সেই চতুর্গুণিত ভুজের বিবরণ দিতেছেন সত্ত্বং...... ইত্যাদি অহঙ্কারশ্চতুর্ভুজ ইত্যন্ত গ্রন্থে। গুণত্রয়ং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও অহঙ্কার—ইহাই চারিটি হস্ত। গুণের ক্রম ধরিয়া সত্ত্ব গুণ

আদিতে নির্দ্দিষ্ট হইলেও অস্ত্রের ক্রমানুসারে প্রথমে রজঃ গুণ উল্লেখ্য। তাঁহার হস্তস্থিত শঙ্খের পরিচয় দিতেছেন 'পঞ্চভূতাত্মকম্' ইহা বলিয়া পঞ্চভূতাত্মক শঙ্খ রজোগুণরূপ হস্তে অবস্থিত, ইহা পণ্ডিতগণ অবগত হন। তাহার কারণ—কার্য্যমাত্রই রজোগুণজন্য ক্রিয়া (চেষ্টা) দ্বারা উৎপাদ্য ॥৬৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—সত্ত্বং রজস্তম ইতি অহঙ্কারশ্চেতি চতুর্ভির্ভুজত্বেন কল্পিতৈস্তৈরেবাঙ্গপি চতুর্ভুজ ইত্যর্থঃ। তস্মাচ্চত্বারস্তে ভগবদ্ভুজত্বেনো-পাস্যা ইতি ভাবঃ ॥৬৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ ও অহংকার এই চারিটিকে হস্তরূপে কল্পনা করিয়া তাহার দ্বারা বিরাট্ মূর্ত্তিও চতুর্ভুজ, ইহাই তাৎপর্য্য। সেইজন্য সেই চারিটি শ্রীভগবানের হস্তরূপে ধ্যান করিয়া উপাস্য ; ইহাই অভিপ্রায় ॥৬৯॥

তত্ত্বকণা—শ্রীনারায়ণের চতুর্ভুজের চিন্তা করা কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ভুজচতুষ্টয়ের বিবরণ দিতেছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও অহঙ্কার—এই চারিটীকে চতুর্ভুজরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বিরাট্ও চতুর্ভুজ, ইহা বলা হয়। পঞ্চ-ভূতাত্মক শঙ্খ রজোগুণরূপ হস্তে বিরাজিত থাকে। এই চারিটী ভগবদ্ভুজরূপে উপাস্য, ইহাই বলিতেছেন ॥৬৯॥

শ্রুতিঃ—বালস্বরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রং নিগদ্যতে।
আদ্যা মায়া ভবেচ্ছার্ঙ্গং পদ্মং বিশ্বং করে স্থিতম্ ॥৭০॥

অন্বয়ানুবাদ—[অবশিষ্ট তিন অস্ত্রের পরিচয় দিতেছেন—] অত্যন্তং বালস্বরূপম্ (অত্যধিক বালকের প্রকৃতির মত অত্যন্ত চঞ্চল কিন্তু বিশুদ্ধ, সত্ত্বগুণময়) মনঃ চক্রং নিগদ্যতে (মনকে চক্র

বলিয়া থাকেন) আদ্যা (জগতের মূল কারণ) মায়া (মহামায়া) শার্ঙ্গং ভবেৎ (তিনি শৃঙ্গ নির্ম্মিত ধনুঃ) পদ্মং বিশ্বং (বিশ্বনামক পদ্ম) করে স্থিতং (তমোগুণময় হস্তে অবস্থিত) ইহা কথিত হয় ॥৭০॥

অনুবাদ—অবশিষ্ট তিনটি অস্ত্র শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের পরিচয় দিতেছেন। অত্যন্ত বালকের মন যেমন অত্যন্ত চঞ্চল কিন্তু বিশুদ্ধ সেইরূপ বিশুদ্ধ মনঃ তাঁহার সত্ত্বময় হস্তে চক্ররূপে বর্ত্তমান। ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। জগতের মূলকারণ যে মায়া, তাহাই তমোগুণময় হস্তে শার্ঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছে এবং বিশ্বনামক পদ্মও তমোগুণময় অপর হস্তে শোভা পাইতেছে ॥৭০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—বালস্বরূপমিতি। অত্যন্তং যঃ বালঃ তদ্বদ্বিশুদ্ধং মনঃ এব সত্ত্বাখ্যে করে স্থিতং চক্রং নিগদ্যতে ইতি। আদ্যা জগন্মূলকারণং মায়া সা এব শার্ঙ্গং বিশ্বাখ্যং পদ্মং চ তমোগুণলক্ষণে করে স্থিতং নিগদ্যতে। তমোগুণায়ত্তস্থিতিকত্বাৎ ॥৭০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—'বালস্বরূপমিতি' অত্যন্ত যে বালক তৎস্বরূপ বিশুদ্ধমনঃই সত্ত্বগুণনামক হস্তে অবস্থিত সুদর্শন চক্র, ইহা কথিত হইয়া থাকে। যে মায়া হইতে জগতের উৎপত্তি তাহাই শার্ঙ্গ ধনুঃ, এবং বিশ্বনামক পদ্ম তমোগুণস্বরূপ হস্তে অবস্থিত বলিয়া কথিত হয়, কারণ—স্থিতি তমোগুণাধীন, সেজন্য তমোগুণস্বরূপ হস্তে উহা বিদ্যমান ॥৭০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—এবং রজসঃ করবিশেষত্বেন পঞ্চভূতানি চ শঙ্খত্বেনোপাস্যানি। এবমুত্তরত্রাপি। গুণত্রয়মহঙ্কারশ্চ করবিশেষত্বেন কল্প্যম্। বালস্বরূপমিতি। অত্যন্তং যো বালস্তদ্বচ্চঞ্চলং মন এব চক্রং নিগদ্যতে চক্রত্বেনোপাস্যতে। চলস্বরূপমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥

সৃষ্টি-স্থিত্যাদিক্রমপ্রাপ্তত্বাৎ করে সহেতি জ্ঞেয়ম্। আদ্যা বিক্ষেপ-শক্তিরূপা মায়া। সৈব শার্ঙ্গং তদ্রূপত্বেনোপাস্যমিত্যর্থঃ। বিশ্বমেব করে স্থিতং যৎ পদ্মং তদ্রূপেণোপাস্যং তম এবাত্র করত্বেন কল্প্যম্॥৭০॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এইরূপে রজোগুণকে হস্তবিশেষরূপে এবং পঞ্চভূতকে শঙ্খরূপে উপাসনা করিবে। এইরূপ পরে বক্ষ্যমাণ সত্ত্বগুণকে চক্র ও তমোগুণকে শার্ঙ্গ ও পদ্মরূপে উপাসনা করিবে। সত্ত্ব ও তমঃ এই দুইটি গুণ ও অহঙ্কারকে হস্তবিশেষরূপে চিন্তা করিবে। বালস্বরূপমিত্যাদি—অত্যন্ত যে বালক তাহার মত চঞ্চল মনঃই চক্র বলিয়া বিবেচিত হয় অর্থাৎ চক্ররূপে উহা আরাধিত হইয়া থাকে, কোনো কোনো গ্রন্থে বালস্বরূপম্ ইহার পরিবর্তে চল-স্বরূপম্ এই পাঠ আছে।

সৃষ্টি-স্থিত্যাদিক্রমপ্রাপ্তত্বাৎ করে সহেতি জ্ঞেয়ম্। তাঁহার কোন্ হাতে কোন্ আয়ুধ তাহা সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতি ক্রমে বলা আছে সুতরাং 'করে' কথাটি পুনশ্চ নিষ্প্রয়োজন, এজন্য ইহা 'সহ' অর্থে জ্ঞেয় অর্থাৎ বিশ্বরূপী পদ্ম ও শার্ঙ্গ—এই দুইটি সহভাবে এক হস্তে ধ্যেয়। আদ্যা অর্থাৎ মায়ার যে বিক্ষেপশক্তি ও আবরণী শক্তি ক্রমে দুইটি শক্তি আছে, তাহার মধ্যে প্রথমা বিক্ষেপশক্তিরূপা মায়া তাহাই শার্ঙ্গ আয়ুধ, তদ্রূপে উহা উপাস্য, ইহাই অর্থ। তাঁহার করস্থিত যে পদ্ম উহা বিশ্বই, তদ্রূপে উপাস্য, তমোগুণই ইহাতে কররূপে কল্পনীয়॥৭০॥

তত্ত্বকণা—যাঁহার বালকের মত মনঃ সত্ত্বগুণরূপ হস্তে বিরাজিত হইয়া চক্র সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে আর জগতের মূলকারণস্বরূপা যে মায়া, তাহা শার্ঙ্গরূপে তমোগুণরূপ হস্তে অবস্থিত আর বিশ্বাখ্য পদ্মও সেই করে অবস্থিত। এসকলও উপাস্য॥৭০॥

শ্রুতিঃ—আদ্যা বিদ্যা গদা বেদ্যা সর্ব্বদা মে করে স্থিতা।
ধর্ম্মার্থকামকেয়ূরৈর্দিব্যৈর্দিব্যমহীরিতৈঃ ॥৭১॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর গদা ও কেয়ূরের নির্বচন হইতেছে] আদ্যা বিদ্যা গদা বেদ্যা (আদ্যা বিদ্যা আৎভবা অর্থাৎ বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে ভক্তসমূহের হৃদয়ে সংসার-নিবৃত্তির জন্য-আবির্ভূত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ যে আদ্যা বিদ্যা 'আমি ব্রহ্মের দাস' এই জ্ঞান—তাহাই গদা বলিয়া জ্ঞাতব্য) সর্ব্বদা মে করে স্থিতা (উহা আমার—নারায়ণের অহঙ্কার-নামক করে—হস্তে সর্ব্বদা বর্ত্তমান) দিব্যৈঃ ধর্ম্মার্থকামকেয়ূরৈঃ (অলৌকিক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই তিন পুরুষার্থরূপ কেয়ুর-সমন্বিত) [যাহা] দিব্যমহীরিতৈঃ (স্বয়ং অলৌকিক—অপ্রাকৃত এবং দিব্য মহিমান্বিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত) ॥৭১॥

অনুবাদ—আমার গদা ও কেয়ূরের পরিচয় বর্ণন করিতেছি। শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হইলে ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে সংসার-নিবৃত্তির জন্য যে 'আমি ব্রহ্মের দাস' এইরূপ জ্ঞান উদ্ভূত হয়, সেই বিদ্যাই গদা জানিবে, উহা আমার অহঙ্কারনামক হস্তে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। আর অলৌকিক, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অপ্রাকৃত ও অলৌকিক মহিমান্বিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত। কেয়ুর চারিহস্তে বিরাজমান, ইহা ধ্যান করিয়া তাহাদের উপাসনা করিবে ॥৭১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—আদ্যা বিদ্যেতি। আৎ প্রসন্নাৎ বিষ্ণোঃ ভক্তানাং হৃদি সংসারনিরসনায়াবির্ভবতীতি প্রসিদ্ধা যা আদ্যা বিদ্যা ব্রহ্মা-হমস্মীতি বিদ্যা সৈব গদা বেদ্যা সর্ব্বদা মে মম করে অহঙ্কারাখ্যে স্থিতা অহং বৃত্তিরূপত্বাৎ। কেয়ূরৈরন্বিতং বাহুং বিবৃণোতি ধর্ম্মার্থকামেতি। পুরুষার্থত্রয়লক্ষণৈঃ কেয়ূরৈঃ অন্বিতম্ ইত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ কেয়ূরৈঃ দিব্যামহ্যাম্ ঈরিতৈঃ প্রবর্ত্তিতৈঃ ॥৭১॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—আদ্যা বিদ্যা ইতি—অ অর্থাৎ বিষ্ণু তিনি প্রসন্ন হইলে ভক্তগণের হৃদয়ে সংসার-নিরাসের যোগ্য যে বিদ্যা অর্থাৎ 'ব্রহ্মের আমি'—ইত্যাকার জ্ঞান—তাহাই গদা বলিয়া জানিবে, উহা সর্ব্বদা আমার অহঙ্কারনামক হস্তে অবস্থিত; কারণ ঐ বিদ্যা 'অহম্‌ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার 'অহম্' ইহার বৃত্তি। অতঃপর কেয়ূর-সমন্বিত বাহুর পরিচয় দিতেছেন—ধর্ম্মার্থকাম ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নামক তিনটি পুরুষার্থরূপ কেয়ূর সমন্বিত হস্ত, ইহাই অর্থ। কি প্রকার কেয়ূর? তাহা বলিতেছেন—কেয়ূর অপ্রাকৃত এবং দিব্য-ভূমিতে প্রবর্ত্তিত (ব্যবহৃত) ॥৭১॥

শ্রীবিশ্বনাথ—আদ্যা বিদ্যেত্যত্র করত্বেনোপাস্যাহঙ্কার ইতি জ্ঞেয়ম্। ধর্ম্মার্থকামরূপৈঃ তদুপলক্ষণত্বেন মোক্ষপর্য্যবসানৈঃ কেয়ূরৈঃ কেয়ূরত্বেনো-পাস্যৈরন্বিতো বিরাড়ুপাস্য ইত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ? স্বয়ং দিব্যৈরলৌ-কিকৈর্দিব্যমহিমভিস্তাদৃশমহিমভিশ্চ ঈরিতৈঃ স্তুতৈঃ ॥৭১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—আদ্যা বিদ্যা এইস্থলে কররূপে উপাস্য, অহঙ্কার আদ্যা বিদ্যা জানিবে। ধর্ম্মার্থকামরূপ—ইহা নিত্যবস্তুর উপলক্ষণ, এজন্য মুক্তিতে পর্য্যবসিত অর্থাৎ চতুর্বর্গ—চারিটি কেয়ূর, কেয়ূরধ্যানে উপাস্য, তাহার দ্বারা অন্বিত—যুক্ত বিরাট্ পুরুষ উপাস্য—ইহা অর্থ। কি প্রকার সেই কেয়ূর? তাহা বলিতেছেন—স্বয়ং দিব্যৈঃ অর্থাৎ কেয়ূরগুলি নিজেরা অলৌকিক এবং দিব্য মহিমান্বিত ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত—স্তুত ॥৭১॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার নিকট গদা ও কেয়ূরের পরিচয় দিতেছেন। বিষ্ণুভক্তের সংসার-নিবৃত্তিহেতু তাঁহাদের হৃদয়ে যে, 'শ্রীভগবানের আমি' এইরূপ বিদ্যার উদয় হয়, তাহাই গদারূপে

শ্রীভগবানের অহঙ্কারাখ্য-হস্তে অবস্থিত থাকে বলিয়া তাহা উপাস্য। আর দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ মোক্ষপ্রাপকপুরুষার্থত্রয় তাঁহার দিব্য কেয়ূররূপে বাহুতে অবস্থিত হইয়া দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত মহিমা প্রকাশ করিতেছে। দিব্য মহিমান্বিত পুরুষগণ কর্ত্তৃকই উহা উপাস্য ॥৭১॥

শ্রুতিঃ—কণ্ঠস্তু নির্গুণং প্রোক্তং মাল্যতে আদ্যয়াহজয়া।
মালা নিগদ্যতে ব্রহ্মংস্তব পুত্রৈস্তু মানসৈঃ ॥৭২॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, তিনি কণ্ঠমালা সুশোভিত, সেই কণ্ঠমালা কি ? তাহার পরিচয় দিতেছেন] প্রোক্তং কণ্ঠং (পূর্ব্বোক্ত কণ্ঠকে) নির্গুণং (ব্রহ্ম) [জানীয়াৎ—নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিবে] [তৎ ব্রহ্ম] আদ্যয়া অজয়া (আদিভূত—নিত্যা মায়া কর্ত্তৃক) মাল্যতে (প্রপঞ্চাত্মক আভরণে ভূষিত হইতেছে) [এইজন্য হে ব্রহ্মন!] তব মানসৈঃ পুত্রৈঃ (হে পিতামহ! তোমার মানসপুত্র সনকাদিকর্ত্তৃক) মালা নিগদ্যতে (সেই আদ্যা মায়া মালানামে অভিহিত হয় অর্থাৎ উপাসনার জন্য বিহিত হয়) ॥৭২॥

অনুবাদ—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিষ্ণুর কণ্ঠ নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত, তাহা আদিশক্তি মায়ার দ্বারা মালারূপে অলংকৃত করিয়াছে। তোমার মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই মায়াকে মালা বলিয়া থাকে ॥৭২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কণ্ঠমালাসুশোভিতমিতি ব্যাকরোতি—কণ্ঠস্থিতি। প্রোক্তং প্রাগুক্তং কণ্ঠং নির্গুণং ব্রহ্ম জানীয়াৎ ইতি শেষঃ। তৎ ব্রহ্ম আদ্যয়া অজয়া মায়য়া মাল্যতে প্রপঞ্চাভরণেন ভূষ্যতে অতো

হেতোঃ তব মানসৈঃ পুত্রৈঃ সনকাদিভিস্তু আদ্যা মায়া মালা নিগদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥৭২॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—কণ্ঠং মালাসুশোভিতমিতি। যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহার কণ্ঠকে মালাদ্বারা সুশোভিত ধ্যান করিবে, এক্ষণে উহা ব্যাখ্যা করিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত কণ্ঠকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। এখানে 'জানীয়াৎ' ক্রিয়া উহ্য তাহা যোজনা করিতে হইবে। তৎ—সেই ব্রহ্ম, আদ্যয়া—আদিভূতা, অজয়া—নিত্যমায়া কর্ত্তৃক, মাল্যতে প্রপঞ্চাভরণ দ্বারা ভূষিত হইয়া থাকে, এইজন্য তব মানসৈঃ পুত্রৈঃ—হে ব্রহ্মন্! তোমার মানসপুত্র, সনকাদিভিস্তু—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—ইহারা সেই আদ্যা মায়াকে মালা নামে অভিহিত করে,—এই অর্থ ॥৭২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—নির্গুণং যদ্ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং জ্ঞানং তৎ কণ্ঠতয়োপাস্য-মিত্যর্থঃ। তচ্চাদ্যয়া অজয়াবরণশক্তিরূপয়া যয়া মাল্যতে আব্রিয়তে সৈব মালা নিগদ্যতে, মাল্যতয়োপাসিতুং বিধীয়ত ইত্যর্থঃ ॥৭২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—নির্গুণং যদ্ ব্রহ্ম—নির্ব্বিশেষ জ্ঞান—তাহা কণ্ঠবোধে উপাস্য—এই অর্থ। তচ্চ—আর সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞান ব্রহ্ম, আদ্যয়া অজয়া—আদিভূত আবরণশক্তিরূপিণী মায়া কর্ত্তৃক, মাল্যতে—আবৃত হইয়া থাকে, সৈব মালা নিগদ্যতে—সেই আবরণ শক্তিকেই মালা বলা হয় অর্থাৎ মালারূপে উপাসনা করিবার জন্য বিহিত হয় ॥৭২॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, তাঁহার কণ্ঠ বনমালায় বিভূষিত, তাহাই এক্ষণে বিবৃত করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম, যাহাকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বলা হয়, তাহাকে কণ্ঠ বলিয়া উপাসনা করিবে। আর সেই কণ্ঠ আদ্যা অজা—মায়া-শক্তি, যিনি প্রপঞ্চরূপ-

আভরণে বিভূষিতা, তদ্বারা মালারূপে আবৃত। তাহাকে মালা বলা হয় এবং তাহাকে মালারূপে উপাসনার বিধান।

ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি চতুষ্টয় সেই আদ্যা শক্তি মায়াকে মালারূপে বর্ণনা করিয়াছেন ॥৭২॥

শ্রুতিঃ—কূটস্থং যৎস্বরূপঞ্চ কিরীটং প্রবদন্তি মাম্।
ক্ষরোত্তমং প্রস্ফুরন্তং কুণ্ডলং যুগলং স্মৃতম্ ॥৭৩॥

অন্বয়ানুবাদ—(পূর্ব্বে ধ্যান-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে—'স্ফুরৎ কিরীটসংলগ্নং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্' এক্ষণে সেই কিরীটের ও কুণ্ডলের পরিচয় দিতেছেন) [বুধাঃ] কূটস্থং যৎস্বরূপঞ্চ মাং (পণ্ডিতগণ নির্ব্বিকারস্বরূপ আমাকে) কিরীটং প্রবদন্তি (কিরীটস্বরূপ বলিয়া থাকেন) ক্ষরোত্তমং (স্থির ও জঙ্গম প্রাণিবর্গ ও উত্তম অর্থাৎ জীব—এই দুইটি) যুগলং কুণ্ডলং স্মৃতম্ (দুইটি জোড়া কুণ্ডল বলিয়া কথিত) ॥৭৩॥

অনুবাদ—শ্রীগোবিন্দের ধ্যানে বর্ণিত কিরীট ও মকরকুণ্ডল-যুগল কি? তাহা বলিতেছেন, পণ্ডিতগণ বলেন—শ্রীনারায়ণের (আমার) কিরীট কূটস্থ (নির্ব্বিকারস্বরূপ) আর স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত বস্তু ও জীবাত্মা—এই দ্বিবিধ তত্ত্ব আমার দুইটি কুণ্ডল ॥৭৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—স্ফুরৎ কিরীটমিতি ব্যাকরোতি— বুধাঃ কূটস্থং সৎস্বরূপং মাং কিরীটং প্রবদন্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বাদিতি শেষঃ। স্ফুরন্মকরকুণ্ডলমিতি ব্যাকরোতি—ক্ষরোত্তমমিতি। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি। ভূতানি স্থিরজঙ্গমানি উত্তমঃ জীবশ্চ এতৎযুগলং দ্বয়ং স্মৃতং প্রসিদ্ধং কুণ্ডলং প্রবদন্তি ইতি সম্বন্ধঃ ॥৭৩॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—পূর্ব্বে শ্রীগোপালের ধ্যানে যে

'দ্যুমৎ কিরীটম্' বলা হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। বুধাঃ পণ্ডিতগণ, কূটস্থ অর্থাৎ সৎ (অবিকারী) স্বরূপ আমাকে কিরীট নামে অভিহিত করেন। ইহার হেতু—যেহেতু আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু এই হেতুবাচক শব্দ শ্রুতিতে নাই, সেজন্য ইহা পূরণীয়। 'স্ফুরন্-মকরকুণ্ডলম্' যে বলা হইয়াছে, তাহা কি? ব্যাখ্যা করিতেছেন—'ক্ষরোত্তমম্' এই পদ দ্বারা। ক্ষর অর্থাৎ সমস্ত ভূত—স্থাবর ও জঙ্গমবস্তু, উত্তম বলিতে জীবাত্মা—এই দুইটি প্রসিদ্ধ কুণ্ডল, 'প্রবদন্তি' ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ ॥৭৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—কূটস্থমবিকৃতং যৎস্বরূপং সর্ব্বকারণমক্ষরশব্দেনোক্তম্। মাং নারায়ণং কিরীটং প্রবদন্তি, কিরীটরূপত্বেনোপাস্যত ইত্যর্থঃ। ক্ষরে জগতি উত্তমং সাঙ্খ্যং যোগশ্চেত্যেতদ্‌যুগলং দ্বয়ং স্মৃতং প্রসিদ্ধং কুণ্ডলং প্রবদন্তীতি সম্বন্ধঃ। তথাচ শ্রীভাগবতে। 'বিভর্ত্তি সাঙ্খ্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে' ইতি। যত্র ত্বন্য এব পন্থাঃ স্পষ্টশ্রুতি-পুরাণয়োস্তত্র তু সম্প্রদায়ভেদেন পার্থক্যং মন্তব্যম্ ॥৭৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার (জন্ম, সত্তা, উপচয়, অপচয়, পরিণাম ও মৃত্যুরহিত) যাহাকে শ্রীগীতায় নিজ-মুখে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন অক্ষর, তাহার অর্থ—সকল তত্ত্বের কারণ, মাং—নারায়ণকে কিরীট-নামে অভিহিত করেন। অর্থাৎ কিরীটরূপে উপাসনা করেন। ক্ষরোত্তম-শব্দের অর্থ ক্ষর অর্থাৎ জগতে যাহা উত্তম—সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র—এই দুইটি প্রসিদ্ধ কুণ্ডল, প্রবদন্তি ক্রিয়ার সহিত তাহার সম্বন্ধ, তাহার অর্থ পণ্ডিতগণ ইহা বলিয়া থাকেন। সেইরূপ নির্দ্দেশ শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, যথা—'বিভর্ত্তি সাংখ্যং যোগঞ্চ দেবো মকর-কুণ্ডলে' (১২।১১।১২)। যেস্থলে শ্রুতি ও পুরাণে বিভিন্ন পন্থা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত তথায় সম্প্রদায়-ভেদে পার্থক্য জ্ঞাতব্য ॥৭৩॥

—

তত্ত্বকণা—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন যে, আমিই কূটস্থ অর্থাৎ অবিকৃতস্বরূপ। সর্ব্বকারণ-কারণ অক্ষর-শব্দে কথিত। শ্রীনারায়ণ আমাকে পণ্ডিতগণ কিরীট বলিয়া উপাসনা করেন। এই জগতে উত্তম দর্শনরূপে সাঙ্খ্য ও যোগ প্রসিদ্ধ। সেইজন্য এই দুইটিকে বুধগণ কুণ্ডল বলিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।
বাসশ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎস্বরম্॥
বিভর্ত্তি সাঙ্খ্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে।
মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্ব্বলোকাভয়ঙ্করম্॥"

(ভাঃ ১২।১১।১১-১২)

অর্থাৎ তিনি বিবিধ গুণময়ী নিজ মায়াকে বনমালারূপে, ছন্দোরাশি পীতবনসরূপে, ত্রিমাত্রক প্রণবকে ব্রহ্মসূত্ররূপে, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রকে মকরাকৃতিকুণ্ডলদ্বয়রূপে এবং ব্রহ্মলোককে সর্ব্বাভয়প্রদ শিরোভূষণরূপে ধারণ করিতেছেন॥৭৩॥

শ্রুতিঃ—ধ্যায়েন্মম প্রিয়ো নিত্যং মোক্ষমধিগচ্ছতি।
স মুক্তোভবতি তস্মৈ আত্মানঞ্চ দদামি বৈ ॥৭৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর কুণ্ডলের অভ্যন্তরে বিশিষ্টস্বরূপ ধ্যান ও তাহার ফল বলিতেছেন] [যঃ] মম প্রিয়ঃ (আমার ভক্ত) [মাং] নিত্যং ধ্যায়েৎ (যে প্রিয়ভক্ত সেই কুণ্ডলের মধ্যে স্থিত বিশিষ্টস্বরূপ আমাকে নিত্য ধ্যান করে) [সঃ] মোক্ষম্ অধিগচ্ছতি (সেই ভক্ত মুক্তি লাভ করে) [এই মুক্তির স্বরূপ সর্ব্বপ্রকার অনর্থের ও ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি, ধ্বংস ও পুনরাবৃত্তির অভাব এবং পরমানন্দ লাভ, ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন] সঃ মুক্তোভবতি (সেই ধ্যানকারী ব্যক্তি উক্ত প্রকার

মুক্তি লাভ করে অর্থাৎ অবিদ্যা. কাম ও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়) অহং তস্মৈ আত্মানং চ দদামি বৈ (আমি তাহাকে আমার সদানন্দময় স্বরূপ দান করি অর্থাৎ তাহার প্রেমের বাধ্য হই) ॥৭৪॥

অনুবাদ—যে আমার প্রিয় ভক্ত কুণ্ডলের মধ্যে বিশিষ্টরূপী আমাকে ধ্যান করে, সে সকল অনর্থ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দলাভরূপ মুক্তি লাভ করে, শুধু তাহাই নহে, সেই ব্যক্তিকে আমি আত্মদান করি অর্থাৎ তাঁহার প্রেমে বাঁধা থাকি ॥৭৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কুণ্ডলান্তর্ব্বিশিষ্টস্বরূপধ্যানফলমাহ—ধ্যায়েদিতি। যঃ কুণ্ডলান্তর্ব্বিশিষ্টং মাং ধ্যায়েৎ স মোক্ষমধিগচ্ছতি। মোক্ষস্তু সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তিরূপঃ পরমানন্দাবাপ্তিশ্চেতি ব্যাকরোতি। স মুক্তো ভবতি তস্মৈ আত্মানং দদামীতি দ্বিতীয়পাদঃ ছান্দসত্বাৎ সপ্তাক্ষরঃ। সঃ উক্তো ধ্যাতা অবিদ্যা-কামকর্ম্মভ্যো বিমুক্তো ভবতি অহং তস্মৈ আত্মানং সদানন্দরূপং দদামি ইত্যর্থঃ ॥৭৪॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—কুণ্ডলের মধ্যে শ্রীভগবানের যে বিশিষ্টস্বরূপ আছে, তাহার ধ্যান-ফল বলিতেছেন—'ধ্যায়েদিতি' বাক্যদ্বারা। য ইত্যাদি যে উপাসক কুণ্ডলের মধ্যে বিশেষরূপে অবস্থিত আমাকে ধ্যান করে, সে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই মুক্তির অর্থ সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ, তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন—স মুক্তো-ভবতি তস্মৈ আত্মানং দদামি। এই শ্রুতি অনুষ্টুভ ছন্দে নিবদ্ধ তাহার চারিপাদের প্রত্যেক পাদ অক্ষর গণনায় অষ্টাক্ষর হইবার কথা কিন্তু দ্বিতীয়পাদ যে সপ্তাক্ষর। যথা 'মোক্ষমধিগচ্ছতি' পাঠ আছে—উহা বৈদিক প্রয়োগ, এজন্য দোষাবহ নহে, যদি কোনও গ্রন্থে 'স মোক্ষমধি-গচ্ছতি' পাঠ ধরা থাকে তবে তৃতীয় পাদোক্ত 'স' পদটি পুনরুক্ত হয় এবং ঐ পাদটি সপ্তাক্ষর হইয়া যায়, ইহাও দ্রষ্টব্য। স মুক্তোভবতি ইতি,

সঃ—উক্ত ধ্যাতা অর্থাৎ কুণ্ডলান্তর্ব্বিশিষ্ট-ধ্যাতা, মুক্তোভবতি—অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্ম—এই সকল বন্ধন-হেতু হইতে সর্ব্বথা মুক্ত হয়, অহং তস্মৈ ইত্যাদি আমি তাদৃশ ভক্তকে আত্মাকে অর্থাৎ আমার সদানন্দ-স্বরূপকে দান করি ॥৭৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তদেবং মন্দাধিকারিণাং ধ্যানমুক্ত্বা তস্য চ ফলং সাক্ষাত্তদ্ধ্যানমেবেত্যভিপ্রেত্য তস্য তু ফলমাহ—ধ্যায়েদিতি। মোক্ষাধিগমমেব বিশিষ্টতয়োপদিশতি ॥

স মুক্তো ভবতি সংসারবন্ধং ত্যজতি। ন কেবলমেতাবৎ, তস্মৈ আত্মানঞ্চ দদামি তৎপ্রেমবশো ভবামীত্যর্থঃ ॥৭৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এইরূপে নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে ধ্যান বলিয়া তাহার ফল যে সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার ধ্যানই—ইহা মনে রাখিয়া সেই ধ্যানের ফল বলিতেছেন—ধ্যায়েদিত্যাদি বাক্য দ্বারা। মোক্ষলাভই সেই ধ্যানের বিশিষ্ট ফলরূপে উপদেশ করিতেছেন। প্রথমার্দ্ধে উক্ত মোক্ষ-শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ তাঁহার ধ্যান, শেষার্দ্ধে উক্ত 'মুক্তোভবতি' ইহার অর্থ মুক্তিলাভ অর্থাৎ সংসারবন্ধন—অবিদ্যাকাম-কর্ম্ম-ত্যাগ লাভ করে। কেবল ইহাই নহে, 'তস্মৈ আত্মানঞ্চ দদামি' তাহাকে আমি আত্মদান করি অর্থাৎ তাহার প্রেমের অধীন হই ॥৭৪॥

তত্ত্বকণা—এই প্রকারে মন্দাধিকারিগণের পক্ষে ধ্যানের বিষয় বর্ণনান্তে তাহার ফলস্বরূপ সাক্ষাৎ ধ্যানকে লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল বলিতেছেন।

যে ভক্ত কুণ্ডলবিশিষ্ট আমাকে ধ্যান করেন, তিনি মোক্ষ লাভ করেন অর্থাৎ তিনি সংসারবন্ধন ত্যাগ করেন। কেবল মুক্তি লাভই ভক্তের ভগবদ্ধ্যানের ফল নহে, পরন্তু শ্রীভগবান্ তাঁহাকে নিজ আত্মাকে দান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহার প্রেমের বশীভূত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ" (ভাঃ ১১।২।৩১)॥৭৪॥

শ্রুতিঃ—এতৎ সর্ব্বং ভবিষ্যদ্বৈ ময়া প্রোক্তং বিধে তব।
স্বরূপং দ্বিবিধঞ্চৈব সগুণং নির্গুণাত্মকম্ ॥৭৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[উক্ত ধ্যানের উপসংহার করিতেছেন—শ্রীনারায়ণ বিধাতাকে বলিলেন] বিধে ! ময়া তব প্রোক্তং (হে বিধাতঃ ! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম) এতৎ সর্ব্বং বৈ ভবিষ্যৎ (এই সমস্তই পরে হইবে, তাহা হইলেও ইহা অনুভবনীয় ও উপদেশ্য) [তাহা কি ?] সগুণং (অষ্টদিক্‌পালিগণ কর্ত্তৃক ৬৫ শ্রুতিতে বর্ণিত বিরাড়্ আকার সগুণ) নির্গুণং ('অষ্টপত্রং বিকসিতম্' ইত্যাদি ৬০ শ্রুতিতে ব্যাখ্যাত চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজাকারস্বরূপ—ইহা অনুভবনীয়) ॥৭৫॥

অনুবাদ—পরিশেষে শ্রীনারায়ণ নিজ বক্তব্য দ্বিবিধ ধ্যান উপসংহার করিয়া বলিতেছেন, হে বিধাতঃ ! এই যে তোমাকে সগুণ এবং নির্গুণ-ভেদে দ্বিবিধ ধ্যান বলিলাম—ইহা সমস্তই পরে ঘটিবে ॥৭৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—উক্তং ধ্যানমুপসংহরতি—এতৎ সর্ব্বমিতি। স্পষ্টম্ ॥৭৫॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—উক্ত ধ্যান উপসংহার করিতেছেন 'এতৎ সর্ব্বম্' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ইহার ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট ॥৭৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—উপসংহরতি—এতদিতি। ভবিষ্যৎ অগ্রে ভবিতাপ্যনুভবনীয়মুপদেশ্যঞ্চেত্যর্থঃ। এতদিতি বিবৃণোতি। সগুণং অষ্টদিক্‌পালিভিরিত্যাদিনা প্রোক্তং বিরাড়াকারম্। নির্গুণমষ্টপত্রং বিকসিতমিত্যাদিনা প্রোক্তং চতুর্ভুজদ্বিভুজাকারম্ ॥৭৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—উপসংহরতি—ধ্যান-কথা শ্রীনারায়ণ শেষ করিতেছেন—এতদিত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। ভবিষ্যৎ—অগ্রে—ভাবী তাহা হইলেও উহা সাক্ষাৎ অনুভবনীয় এবং আমারও উপদেশার্হ—ইহাই তাৎপর্য্য। এতৎ শব্দে কি জ্ঞাতব্য? তাহা বিবৃত করিতেছেন—সগুণং—অর্থাৎ 'অষ্টদিক্‌পালিভিঃ' ইত্যাদি ৬৫ শ্রুতিতে ব্যাখ্যাত স্বরূপ বিরাট্‌রূপী ব্রহ্ম, নির্গুণং—যাহা 'অষ্টপত্রং বিকসিতম্' ইত্যাদি ৬০ শ্রুতিতে বর্ণিত চতুর্ভুজ, দ্বিভুজাকার ব্রহ্মস্বরূপ উভয় বর্ণিত হইয়াছে ॥৭৫॥

তত্ত্বকণা—শ্রীনারায়ণ এক্ষণে উভয়বিধ ধ্যানের বিষয় উপসংহার-করতঃ বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্! তোমার নিকট আমি ভবিষ্যদ্বিষয়ও বর্ণন করিলাম। ইহা পূর্ব্বেও তোমাকে বলিয়াছি।

অষ্টদিক্‌পাল কর্ত্তৃক উপাসিত বিরাট্‌রূপের সগুণ-বিচার এবং অষ্টদলপদ্ম বিকসিত-মন্ত্রে কথিত চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজাকারের কথা নির্গুণ স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে ॥৭৫॥

শ্রুতিঃ—স হোবাচাব্জযোনির্ব্যক্তানাং মূর্ত্তীনাং প্রোক্তানাং কথং-ত্বাভরণানি ভবন্তি কথং বা দেবা যজন্তি রুদ্রা যজন্তি ব্রহ্মা যজন্তি ব্রহ্মজা যজন্তি বিনায়কা যজন্তি দ্বাদশাদিত্যা যজন্তি বসবো যজন্তি অপ্‌সরসো যজন্তি গন্ধর্ব্বা যজন্তি স্বপদানু-গাহ্যন্তর্ধানে তিষ্ঠন্তিকা কাং মনুষ্যা যজন্তি ॥৭৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেব শ্রীনারায়ণ তাঁহাকে সদুত্তর দিবেন, এক্ষণে সেই প্রশ্ন কি? তাহা বলিতেছেন—] স হ উবাচ অব্জযোনিঃ (শ্রীনারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে সম্ভূত ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিগুলির আভরণ ও পূজাপ্রকার জানিবার ইচ্ছায় প্রশ্ন করিলেন) ব্যক্তানাং মূর্ত্তীনাং (শ্রীভগবানের যে সকল মূর্ত্তি ব্যক্ত অর্থাৎ উপাসক-

গণের নিকট প্রকট) [তন্মধ্যে] প্রোক্তানাং (রামের রামমূর্ত্তি ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বর্ণিত মূর্ত্তিগুলির) কথং তু আভরণানি ভবন্তি (কি প্রকারে আভরণ কথিত হইল ?) কথং বা দেবাঃ যজন্তি (দেবতারা কাহাকে কি প্রকারে পূজা করেন ?) রুদ্রা যজন্তি (একাদশ রুদ্র কোন্ মূর্ত্তিকে কি ভাবে পূজা করেন ?) ব্রহ্মা যজতি (লোকপিতামহ কাহাকে পূজা করেন ?) ব্রহ্মজাঃ যজন্তি (সনকাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ কোন্ মূর্ত্তির উপাসনা করেন ?) বিনায়কাঃ যজন্তি (গণপতিগণ কোন্ দেবতাকে কি ভাবে পূজা করেন ?) দ্বাদশাদিত্যাঃ যজন্তি (পূর্ব্ব বর্ণিত বারটি আদিত্য কোন্ দেবতাকে কি প্রকারে পূজা করেন ?) বসবো যজন্তি (অষ্টবসুর উপাস্যমূর্ত্তি ও উপাসনার প্রকার কি ?) অপ্সরসো যজন্তি (অপ্সরাগণ কাহাকে কোন্‌রূপে পূজা করেন ?) গন্ধর্ব্বা যজন্তি (এইরূপ গন্ধর্ব্বগণ কাহাকে পূজা করেন ?) স্বপদানুগা (স্বপদানুগামিনী মূর্ত্তি কোন্‌টি ?) অন্তর্ধানে তিষ্ঠতি কা (কোন মূর্ত্তি অন্তর্ধান লইয়া থাকেন ?) কাং মনুষ্যাঃ যজন্তি (মনুষ্যগণ কোন্ মূর্ত্তির উপাসনা করেন ?) ॥৭৬॥

অনুবাদ—পূর্ব্ববর্ণিত মূর্ত্তিগুলির আভরণ কি ? ও তাঁহাদের পূজা কি ? ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্মসম্ভূত ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে প্রশ্ন করিলেন, উপাসকগণের নিকট যে সকল মূর্ত্তি প্রকট, তাঁহাদের আবার আভরণ কি ? এবং তন্মধ্যে রামের রামমূর্ত্তি ইত্যাদি বাক্যে যে সকল মূর্ত্তি কথিত হইয়াছে, তাঁহাদের আভরণ কিরূপে সম্ভব ? দেবতারা কোন্ মূর্ত্তি কি ভাবে পূজা করেন ? এইরূপ রুদ্রগণ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি, বিনায়কগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, অপ্সরাসমূহ, গন্ধর্ব্বগণ কি ভাবে কাঁহাকে পূজা করেন ? যে সকল দেবতা নিজপদের অনুগামিনী, যাঁহারা অন্তর্হিতা হইয়া থাকেন, তাঁহারা কে ? মনুষ্যগণ কোন্ মূর্ত্তির উপাসনা করে ? ॥৭৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—স হোবাচেতি। প্রাগুক্তমূর্ত্তীনামাভরণযজনবিধিং জিজ্ঞাসুঃ সঃ হ অজযোনিঃ ইতি উবাচ ইত্যর্থঃ। ব্যক্তানাং মূর্ত্তীনামিতি। প্রাগুক্তদ্বাদশমূর্ত্তিষু ব্যক্তানাং মূর্ত্তীনাং তু কথম্ আভরণানি ভবন্তি। কথং বা দেবা যজন্তি রুদ্রা যজন্তি ব্রহ্মা যজতি ব্রহ্মজা যজন্তি বিনায়কা যজন্তি দ্বাদশাদিত্যা যজন্তি বসবো যজন্তি অপ্সরসো যজন্তি গন্ধর্ব্বা যজন্তি ইতি স্পষ্টম্। কথং যজন্তি কাং চ যজন্তি ইত্যর্থঃ। স্বপদানুগা চ কা অন্তর্দ্ধানে চ কা তিষ্ঠতি ইতি প্রশ্নার্থঃ। কাং মনুষ্যা ইতি? যজন্তি কাঃ মূর্ত্তিং মনুষ্যাঃ কথং চ ইত্যর্থঃ ॥৭৬॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—স হোবাচেত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিগুলির আভরণ ও পূজন-বিধি জানিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই অজ-যোনি ব্রহ্মা এই প্রশ্ন করিলেন। ইহাই অর্থ। ব্যক্তানাং মূর্ত্তীনা-মিত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মূর্ত্তিমধ্যে প্রকট মূর্ত্তিগুলির আবার আভরণ কিরূপে হইতে পারে? দেবতারা, রুদ্রগণ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মপুত্র সনকাদি, বিনায়কগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, অপ্সরাগণ কিরূপে পূজা করেন? এই সকল বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। বক্তব্য এই— কিরূপে যজন করেন এবং কোন্ মূর্ত্তিকে পূজা করেন? স্বপদানুগামিনী দেবতা কে? এবং কে অন্তর্হিত হইয়াই থাকে? ইহাই প্রশ্ন-বাক্যের অর্থ। 'কাং মনুষ্যা যজন্তি' ইহার অর্থ—কোন্ মূর্ত্তিকে মনুষ্যগণ কি ভাবে পূজা করেন? ॥৭৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র ব্রহ্মণঃ সন্দেহং দর্শয়তি—স হোবাচেতি। ব্যক্তানামুপাসকেষু প্রকটানাং তত্র হি (৩৫) রামস্য রামমূর্ত্তি-রি'ত্যাদিনা প্রোক্তানাং মূর্ত্তীনাং কেন প্রকারেণাভরণানি কথ্যন্তে, কথং দেবা যজন্তীতি কথং যজন্তি কাঞ্চ যজন্তীত্যর্থঃ। ব্যক্তানামিতি পাঠে পৃথগ্ভূতানামিত্যর্থঃ। তত্র পূর্ব্বোক্তা দেবা মরুতঃ। স্বপদানু-

গেতি যা দশমেতি ভূম্যাং হি তিষ্ঠতীত্যুক্ত্বা সা কীদৃশী তাঞ্চ কথং যজন্তীত্যর্থঃ। অন্তর্ধানে তিষ্ঠতীতি চ যা দশমী হ্যন্তর্দ্ধানে তিষ্ঠতীত্যুক্ত্বা সা চ কীদৃশী কাং মনুষ্যা যজন্তীতি। যথা দশধেতি স্বপদং গতেত্যুক্তা। সা চ কীদৃশীত্যাদি। অত্র ব্যক্তমূর্ত্তীনাং কথমাভরণানি ভবন্ত্যেকঃ প্রশ্নঃ প্রথমঃ। কথং দেবা যজন্তীত্যাদি দ্বিতীয়ঃ। কাং মূর্ত্তিং কে যজন্তীত্যাদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নো বা শব্দাদভিমতঃ ॥৭৬॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—শ্রীনারায়ণের বাক্যে ব্রহ্মার সন্দেহ-বিষয় দেখাইতেছেন—'স হোবাচ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ব্যক্তানাম্ অর্থাৎ উপাসকগণের নিকট প্রকট মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তিমধ্যে প্রোক্ত মূর্ত্তি যথা 'রামের রামমূর্ত্তি' ইত্যাদি দ্বারা কথিত মূর্ত্তির কি প্রকারে আভরণ কথিত হইবে? কথং দেবা যজন্তি ইতি ইহার অর্থ দেবতারা কি বিধানে কোন্ দেবতাকে পূজা করেন? কোনো কোনো গ্রন্থে 'ব্যক্তানাম্' এই পাঠ আছে, তাহার অর্থ প্রত্যেকে পৃথক্। পূর্ব্বোক্ত দেবগণ কোন্ মন্ত্রে পূজা করেন? স্বপদানুগা ইতি, যা দশমেতি ভূম্যাংহি তিষ্ঠতি—যাহাকে 'দশমা' বলা হইয়াছে তিনি ভূমিতে থাকেন, এই কথাও বলা হইয়াছে, তিনি কি প্রকার মূর্ত্তিসম্পন্না, এবং তাঁহাকে পূজা করা হয়—ইহাই প্রশ্ন। 'অন্তর্ধানে তিষ্ঠতি' এই কথায় 'যা দশমী' যিনি দশমী মূর্ত্তি তিনি অন্তর্ধান লইয়া থাকেন—এই তাৎপর্য্য বলিয়াছেন, তাহাতে প্রশ্ন এই—তিনি কি প্রকার? 'কাং মনুষ্যা যজন্তি' ইহার অর্থ—মনুষ্যগণ কোন্ মূর্ত্তির উপাসনা করেন? কিন্তু ইহাতে সংশয় এই—যেমন 'দশমী বৈ অন্তর্ধানে তিষ্ঠতি একাদশমেতি স্বপদানুগা, দ্বাদশমেতি যা প্রসিদ্ধা সা ভূম্যাং তিষ্ঠতি' এই ৩৭ শ্রুতিতে যেমন দশমা বলিয়া স্বপদং গতা দ্বারা আকাশগতা এই অর্থ বলিয়া এক্ষণে সেই মূর্ত্তি কি প্রকার? এবং তাহাকে কি বিধানে, কে পূজা করিবে?

ইত্যাদি বোদ্ধব্য। এখানে ব্রহ্মার তিনটি প্রশ্ন পাওয়া যাইতেছে যথা এক 'ব্যক্ত মূর্ত্তিদের আভরণ কিরূপে হইতে পারে? দ্বিতীয়—কিরূপ বিধানে দেবতারা পূজা করেন ইত্যাদি; তৃতীয়—কাহারা কোন্ মূর্ত্তির উপাসনা করেন? 'কথং বা দেবা যজন্তি' ইত্যাদি মধ্যস্থিত 'বা' শব্দ হইতে এই তৃতীয় প্রশ্ন অভিমত বুঝাইতেছে ॥৭৬॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের নিকট পূর্ব্বোক্ত ধ্যান-বিষয় শ্রবণ করিয়া পুনরায় সন্দেহ প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, উক্ত ব্যক্তমূর্ত্তিসমূহের অর্থাৎ উপাসকগণের নিকট প্রকট মূর্ত্তিগণের কিরূপে আভরণাদি প্রদান এবং কিরূপেই বা তাঁহার ধ্যান ও পূজাদি করিতে হইবে? হে ভগবন্! কিরূপে আপনার ব্যক্ত মূর্ত্তিসমূহের আভরণ হইতে পারে?

দেবতারা, রুদ্রগণ, ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি, বিনায়কগণ, দ্বাদশ আদিত্য, গন্ধর্ব্বগণ কি প্রকারে এবং কাহাকে যজন করেন? স্বপদানুগা মূর্ত্তি কে? আর অন্তর্দ্ধানেই বা কোন্ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকেন? আর মনুষ্যগণই বা কিরূপে আপনার কোন্ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন? ॥৭৬॥

শ্রুতিঃ—স হোবাচ তং হি বৈ নারায়ণো দেব আদ্যা অব্যক্তা দ্বাদশমূর্ত্তয়ঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু দেবেষু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু তিষ্ঠন্তি ॥৭৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[তখন দেব শ্রীনারায়ণ উত্তর করিলেন] সঃ হ নারায়ণঃ দেবঃ তং হি বৈ উবাচ (ব্রহ্মার এইরূপ প্রশ্ন হইলে সেই দেব নারায়ণঃ পদ্মযোনিকে নিশ্চয়রূপে বলিলেন) [ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত তিনটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর] আদ্যা অব্যক্তা দ্বাদশমূর্ত্তয়ঃ

(উল্লিখিত দ্বাদশ মূর্ত্তিই অনাদিসিদ্ধ, সুতরাং তাঁহাদের আভরণ থাকিতে পারে না) [ইহাঁরা—] সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু দেবেষু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু তিষ্ঠন্তি (সকল জগতে, সকল দেবতা-মধ্যে ও সকল মনুষ্য-হৃদয়ে আছেন) ॥৭৭॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেব শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে নিশ্চিতরূপে বলিলেন, ব্রহ্মন্! তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর শুন—উল্লিখিত দ্বাদশ মূর্ত্তিই অনাদিসিদ্ধ, অব্যক্ত হইলেও সকল ভুবনে, সকল দেবমধ্যে ও মনুষ্যদিগের হৃদয়ে বিরাজমান ॥৭৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—স হোবাচেতি। স এব ব্রহ্মণা পৃষ্টঃ নারায়ণঃ দেবঃ তং ব্রহ্মাণং নিশ্চিতম্ উত্তরম্ উবাচ ইত্যর্থঃ। তত্রাব্যক্তমূর্ত্তীনাং কথমাভরণানি ভবন্তি ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ। কথং দেবা যজন্তি ইতি দ্বিতীয়ঃ। কাং মূর্ত্তিং কে যজন্তি ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নো বাশব্দাদভিমতঃ। তত্র আদ্যপ্রশ্নে মূর্ত্তীনামব্যক্তত্বান্নাভরণানি বক্তব্যানি ইত্যুত্তরমভিপ্রেত্যাহ—আদ্যা অব্যক্তা দ্বাদশমূর্ত্তয়ঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু দেবেষু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু তিষ্ঠন্তীতি। আদ্যাঃ অনাদয়ঃ ইত্যর্থঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥৭৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—স হোবাচেত্যাদি—এই সেই ব্রহ্মা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত দেবনারায়ণ ব্রহ্মাকে নিশ্চিত উত্তর বলিলেন। ব্রহ্মার তিনটি প্রশ্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন—অব্যক্ত মূর্ত্তিদের আভরণ কিরূপে হইবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন—দেবতারা কি ভাবে পূজা করেন? তৃতীয় প্রশ্ন হইতেছে—কাহারা কোন্ মূর্ত্তির উপাসক? ইহা কথং বা দেবা যজন্তি এই শ্রুত্যন্তর্গত বা শব্দের দ্বারা অভিপ্রেত। সেই প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই—মূর্ত্তিগুলি অব্যক্ত সুতরাং তাঁহাদের আভরণ বক্তব্য হইতে পারে না—এই উত্তর-অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—দ্বাদশ মূর্ত্তি অনাদি সিদ্ধ, ইহাঁরা সকল ভুবনে, সকল দেবমধ্যে এবং

সকল মনুষ্যে অবস্থিত। আদ্য শব্দের অর্থ—অনাদি—ইহাদের উৎপত্তি নাই। অবশিষ্ট শ্রুত্যংশ সুস্পষ্ট, সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন ॥৭৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ—তত্র প্রথমস্যোত্তরমন্তর্ভাবয়ন্নন্যয়োরাহেত্যাহ—স হোবাচেতি ॥

আদ্যা অনাদি-সিদ্ধাস্তদুপাসকাদন্যত্রানভিব্যক্তা অপি সর্ব্বেষু লোকেষু ঊর্দ্ধেষু সর্ব্বেষু দেবেষু মধ্যলোকেষু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু তললোকেষু তল্লোক-বাসিষু সর্ব্বত্রৈ-বেত্যর্থঃ। তিষ্ঠন্তি তত্তদুপাসকেষু স্ফুরন্তীত্যর্থঃ। যদ্যপি পূর্ব্বপূর্য্যাং দ্বাদশ-বনান্যেব, তাসামস্তিত্বং (৩৪) 'তেম্বেব দেবাস্তিষ্ঠন্তী' ত্যাদিনা নির্দ্ধারিতং তথাপি তত্তৎস্থানধ্যানেনান্যৈরপ্যন্যত্রোপাস্যন্ত ইতি তথোক্তম্ ॥৭৭॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর অবশিষ্ট দুইটি প্রশ্নের মধ্যে রাখিয়া বলিতেছেন—'স হোবাচ' ইত্যাদি দ্বারা। আদ্যা মূর্ত্তি অর্থাৎ অনাদি সিদ্ধা মূর্ত্তি, তাঁহাদের উপাসকদিগের মধ্যেই প্রকট, অন্য উপাসকে অনভিব্যক্ত হইলেও তাঁহারা সকললোকে অর্থাৎ উর্দ্ধস্থিত সকল ভুবনে, সর্ব্বেষু দেবেষু, মধ্যলোকেষু মধ্যলোক-সমুদয়ে, সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু, তললোক—অতল, বিতল, সুতলাদি সর্ব্বত্রই। তিষ্ঠন্তি অর্থাৎ সেই সেই উপাসক-মধ্যে প্রকট। যদিও পূর্ব্ব পুরীতে (মথুরায়) বর্ণিত দ্বাদশ বনেই তাঁহাদের অস্তিত্ব 'তেম্বেব দেবাস্তিষ্ঠন্তি' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া আছে, তাহা হইলেও সেই সেই স্থান ধ্যান করিয়া অন্য উপাসকগণ অন্যস্থানে উপাসনা করেন। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় ॥৭৭॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব-বর্ণিত শ্রুতিতে ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে তিনটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—(১) অব্যক্ত মূর্ত্তিসমূহের আভরণ কিরূপে হয়? (২) দেবাদি কি প্রকারে ঐ সকল মূর্ত্তির পূজা করেন? এবং (৩) কে কে

শ্রীনারায়ণের কোন্ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন? ব্রহ্মা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীনারায়ণ প্রথম প্রশ্নের উত্তর অপর দুইটি প্রশ্নের মধ্যে ভাবনা পূর্ব্বক বলিলেন। অনাদিসিদ্ধা মূর্ত্তিগুলি তাঁহাদের উপাসকদিগের মধ্যেই প্রকট অতএব অন্য উপাসকগণের নিকট অভিব্যক্ত না হইলেও সর্ব্বলোকে, সর্ব্বদেবে, সর্ব্বমনুষ্যে, সর্ব্বতললোকে, সর্ব্বত্রই সেই সেই উপাসকের মধ্যে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন. যদিও পূর্ব্ব-বর্ণিত মথুরা পুরীতে দ্বাদশ বনেই তাঁহাদের অস্তিত্ব শ্রুতি কর্তৃক নির্দ্ধারিত, তথাপি অন্য উপাসকগণ সেই সেই স্থানের ধ্যান করিয়া অন্যত্র উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাও শ্রুতির অভিপ্রায় ॥৭৭॥

শ্রুতিঃ—রুদ্রেষু রৌদ্রী ব্রহ্মণ্যেবং ব্রাহ্মী দেবেষু দৈবী মানুষেষু মানবী বিনায়কেষু বিঘ্ননাশিনী, আদিত্যেষু জ্যোতির্গন্ধর্ব্বেষু গান্ধর্ব্বী অপ্সরঃস্বেবং গৌর্বসুম্বেবং কাম্যা অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনী ॥৭৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[কোন্ মূর্ত্তি কাঁহারা উপাসনা করেন, এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর নামোল্লেখ পূর্ব্বক কথন-প্রসঙ্গে পূর্ব্ব শ্রুত্যুক্ত 'সকল দেবের মধ্যে তাঁহারা থাকেন' এই প্রশ্নোত্তর বিবৃত করিতেছেন] রুদ্রেষু রৌদ্রী (একাদশ রুদ্রমধ্যে রৌদ্রী মূর্ত্তি আছেন) [ইহার দ্বারা রুদ্রগণ রৌদ্রী মূর্ত্তির উপাসনা করেন, এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল] এবং ব্রহ্মণি ব্রাহ্মী (এই প্রকার ব্রহ্মলোকে ব্রাহ্মী-নাম্নী মূর্ত্তি আছেন, ইহাতে বলা হইল যে ব্রাহ্মী মূর্ত্তির উপাসক ব্রহ্মা) দেবেষু দৈবী (এই প্রকার দেবলোকে দৈবী মূর্ত্তি) মানুষেষু মানবী (মনুষ্য-লোকে মানবী মূর্ত্তি) বিনায়কেষু বিঘ্ননাশিনী (গাণপত্যলোকে বিঘ্ননাশিনী) আদিত্যেষু জ্যোতিঃ (সূর্য্যলোকে আদিত্য মূর্ত্তি) গন্ধর্ব্বেষু গান্ধর্ব্বী (গন্ধর্ব্বলোকে গান্ধর্ব্বী মূর্ত্তি) অপ্‌সরঃসু এবম্

(অপ্সরোলোকে আপ্সরসী মূর্ত্তিঃ গৌর্বসুষু (এই প্রকার বসুগণের মধ্যে বাসবী), এবং কাম্যা (তিনি সকলের কাম্যফলপ্রদা, এজন্য কাম্যা) অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনী (অন্তর্দ্ধানে কোন্ মূর্ত্তি থাকেন? ইহার উত্তর অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনী মূর্ত্তি) ॥৭৮॥

অনুবাদ—কোন্ মূর্ত্তিকে কে পূজা করেন? এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর নামোল্লেখ দ্বারাই বলিতেছেন, তন্মধ্যে পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে— 'দ্বাদশ মূর্ত্তিসকল দেবমধ্যে থাকেন' ইহাই বিবৃত হইতেছে। রুদ্রগণের মধ্যে যে রৌদ্রী মূর্ত্তি আছেন, রুদ্রগণ তাঁহার উপাসনা করেন, এই প্রকার ব্রহ্মলোকে ব্রাহ্মী মূর্ত্তির উপাসক ব্রহ্মা, দেবগণমধ্যে দৈবীমূর্ত্তি, দেবতারা তাঁহার উপাসক, মনুষ্যলোকে মানবী মূর্ত্তি, তাঁহার উপাসক মনুষ্যগণ, বিনায়ক অর্থাৎ বিঘ্ননাশক দেবগণ—গণেশ প্রভৃতিমধ্যে বিঘ্ননাশিনী মূর্ত্তি, গাণপত্যগণ তাঁহার উপাসক। সৌরলোকে দ্বাদশাদিত্য-মধ্যে জ্যোতির্নাম্নী মূর্ত্তি, আদিত্যগণ তাঁহার উপাসক, গন্ধর্ব্বলোকে গান্ধর্ব্বী মূর্ত্তি, ইঁহার উপাসক গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোলোকে অপ্সরাগণ আপ্সরসী মূর্ত্তির উপাসক। ঐ আপ্সরসী মূর্ত্তি গানে প্রকটা এজন্য গো-নামধেয়া। অষ্টবসুর মধ্যে তিনি বাসবী মূর্ত্তি, তিনি সর্ব্বাধিক কামনার পূরক। আর অন্তর্দ্ধানে যে মূর্ত্তি বলা হইয়াছে, তাঁহার নাম প্রকাশিনী, তিনি অন্তর্দ্ধানে ও প্রকাশনে বিরাজমানা ॥৭৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কাং মূর্ত্তিং কে যজন্তি ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরং সংজ্ঞাকীর্ত্তনেন বদন্নেব সর্ব্বেষু দেবেষু তিষ্ঠন্তি ইত্যেতৎ বিবৃণোতি রুদ্রেষু রৌদ্রী ব্রহ্মণ্যেবং ব্রাহ্মী দেবেষু দৈবী মানুষেষু মানবী বিনায়কেষু বিঘ্ননাশিনী আদিত্যেষু জ্যোতিঃ গন্ধর্ব্বেষু গান্ধর্ব্বী অপ্সরঃস্বেবং গৌর্ব্বসুষ্বেবং কাম্যা অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনী আবির্ভাবাতিরোভাবা

স্বপদে তিষ্ঠতি তামসী রাজসী সাত্ত্বিকীতি। রুদ্রেষু দেবেষু রৌদ্রীনাম্নী মূর্ত্তিঃ তিষ্ঠতি ইতি ব্রুবতা রৌদ্রীং মূর্ত্তিং রুদ্রা যজন্তি ইতি দ্বিতীয়-প্রশ্নস্য উত্তরমুক্তং ভবতি। এবং ব্রহ্মণি ব্রহ্মলোকে ব্রাহ্মীনাম্নী মূর্ত্তিঃ তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ। অত্রাপি ব্রাহ্মীনাম্নীং মূর্ত্তিং ব্রহ্মা যজতীতি দ্বিতীয়-প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তং ভবতি। এবমন্যত্রাপি বোদ্ধব্যম্। অন্তর্দ্ধানে চ কা মূর্ত্তিস্তিষ্ঠতীত্যস্যোত্তরমাহ—অন্তর্দ্ধান ইতি। প্রকাশিনীনাম্নী মূর্ত্তিঃ অন্তর্দ্ধানে তিরোধানে তিষ্ঠতি প্রকাশপূর্ব্বকত্বাৎ তিরোধানস্যেত্যর্থঃ॥৭৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—কোন্ মূর্ত্তিকে কাঁহারা পূজা করেন ? এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর নাম-কথন দ্বারা বলিতেছেন এবং এতৎ-প্রসঙ্গে দ্বাদশ মূর্ত্তি যে-সকল দেবতা-মধ্যে থাকেন, ইহারও বিবরণ করিতেছেন। যথা রুদ্রেষু রৌদ্রী ইত্যাদি অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনী—ইহার অর্থ আবির্ভাব ও তিরোভাবে নিজপদে অবস্থিত, ইহা তামসী রাজসী ও সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি। রুদ্রেষু ইত্যাদি রুদ্র নামক দেবগণে রৌদ্রীনাম্নী মূর্ত্তি আছেন একথা বলায় রুদ্রগণ যে রৌদ্রীমূর্ত্তির উপাসনা করেন—দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কথিত হইল। এই প্রকার ব্রহ্মণি—ব্রহ্মলোকে ব্রাহ্মী নাম্নী মূর্ত্তি আছেন, এই অর্থ। এখানেও ব্রহ্ম-লোকে ব্রাহ্মীনাম্নী মূর্ত্তিকে ব্রহ্মা পূজা করেন, এইরূপ দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কথিত হইল। এই প্রকার অন্যত্রও বোদ্ধব্য। প্রশ্ন হইয়াছিল যে 'অন্তার্দ্ধানে কোন্ মূর্ত্তি থাকেন' ইহার উত্তর দিতেছেন—'অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনী' এই কথার দ্বারা। ইহার অর্থ অন্তর্দ্ধানে অর্থাৎ তিরো-ধানে থাকেন, এই কথা বলিবার হেতু প্রকাশ না থাকিলে তিরোধান হয় না সুতরাং অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনী মূর্ত্তির উল্লেখ সঙ্গত হইল॥৭৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ—রুদ্রেষু রৌদ্রীত্যাদিনা তু তত্তদ্ভাবেন রূপগুণাদি-স্ফূর্ত্তিভেদাত্তদ্বিধা। 'মল্লানামশনির্'ত্যাদিবৎ ইতি কাং মূর্ত্তিমিতি

প্রশ্নস্যোত্তরম্। তদেবমাভরণপ্রশ্নোঽপি সোত্তরিতঃ। তত্র ব্রাহ্মণে- ষ্বিতি ব্রহ্মণি ব্রহ্মলোকবাসিষু চেত্যর্থঃ। দেবেষ্বিতি প্রশ্নস্য বিপর্য্যয়েণোত্তরং গৌণত্বাপেক্ষয়া। মানবেষ্বিতি ব্রহ্মজ-সনকাদিগণমুত্তরম্। তেষু হি দেবত্বং মানবত্বঞ্চ মন্যতে। অপ্সরঃস্বেবমিতি। আপ্সরসীত্যর্থঃ গৌরিতি গীয়তে ইতি গৌঃ। গানে স্ফুরদ্রূপা ইত্যর্থঃ। বসুষেবমিতি বসুষু বাসবীত্যর্থঃ। সাচ সর্ব্বকাম্যা সর্ব্বকামপ্রদা অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনীতি তত্র যা তিষ্ঠতি সা পুনরপ্রকাশিনী কেষাঞ্চিৎ শ্রবণমাত্রগতত্বেন তথোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥৭৮॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—রুদ্রগণের মধ্যে রৌদ্রী ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, সেই সেই অবস্থার দ্বারা রূপ, গুণ, প্রভৃতির স্ফুরণ বিভিন্ন হওয়ায় তাঁহারা তদ্বিধ, যেমন 'মল্লানামশনিঃ' ইত্যাদি বাক্যে একের বহুত্ব। অতঃপর 'কোন্ মূর্ত্তিকে কোন্ ব্যক্তি পূজা করে' এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে। এই প্রকার আভরণ প্রশ্নেরও উত্তর উক্ত হইল। সেই উত্তরগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণেষু এই পাঠে ব্রহ্মার এবং ব্রহ্মলোকবাসীদের মধ্যে এই অর্থ। দেবেষু এই প্রশ্নের উত্তর বৈপরীত্যক্রমে প্রদত্ত হইবার হেতু তাঁহাদের গৌণত্ব (অপ্রাধান্য- হিসাবে) মানবেষু ইহার অর্থ—ব্রহ্মার পুত্র সনকাদিচতুষ্টয়। কেননা, তাঁহাদের দেবত্ব ও মানবত্ব উভয়ই আছে—এই অভিপ্রায়ে। অপ্‌সরঃসু এবমিতি শব্দের অর্থ আপ্‌সরসী। তাঁহাকে গো বলিবার হেতু গীয়তে—যাহা গীত হয় অর্থাৎ গানে যাহা প্রকট স্বরূপ। বসুষু এবমিতি —বসুদের মধ্যে বাসবী মূর্ত্তি—এই অর্থ। সেই মূর্ত্তি কাম্যা- অর্থাৎ সর্ব্বকাম্যা সর্ব্বকামপ্রদা—এই অর্থ। অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনী ইতি— সেই মূর্ত্তিতে যে দেবতা আছেন, তিনি থাকিয়াও প্রকাশরহিতা। তাঁহার স্থিতিতে প্রমাণ—কোনো কোনো উপাসকের শ্রুতিমাত্রগত

—এই কারণে প্রকাশিনী বলা হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য্য ॥৭৮॥

তত্ত্বকণা—অতঃপর কোন্ কোন্ মূর্ত্তি কে কে পূজা করিয়া থাকেন? ব্রহ্মার এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনারায়ণ বলিতেছেন।

রুদ্রলোকে রৌদ্রীমূর্ত্তি ইত্যাদি বাক্যে সেই সেই অবস্থার দ্বারা রূপ, গুণাদির স্ফূর্ত্তিভেদহেতু তাহা তদ্বিধ, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ" (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) ইত্যাদির ন্যায় কে কোন্ মূর্ত্তির পূজা করেন, এই প্রশ্নের উত্তর। তাহাতে আভরণ প্রশ্নেরও উত্তর প্রদত্ত হইল। ঐ উত্তরের মধ্যে ব্রহ্মার ও ব্রহ্মলোকবাসীদিগের মধ্যে, এবং দেবেন্দ্রাদিগণের মধ্যে এই প্রশ্নে বিপর্য্যয়ক্রমে উত্তর প্রদানের তাৎপর্য্য গৌণ বা অপ্রাধান্য-বিচারে। মানবগণের মধ্যে এই প্রশ্নে ব্রহ্মার সন্তান সনকাদির মধ্যে বলার তাৎপর্য্য উহাদিগেতে দেবত্ব ও মানবত্ব উভয়ই আছে। অপ্সরাগণের মধ্যে 'গৌ, বলার তাৎপর্য্য—যাহা গীত হয় অর্থাৎ গানে যাঁহার স্ফূর্ত্তি। বসুগণের মধ্যে 'বাসবী' বলার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি কাম্যা অর্থাৎ সর্ব্বকামপ্রদা; আর অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনী মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিতে তিনি থাকিয়াও অপ্রকাশিনী, তবে তাঁহার স্থিতির প্রমাণ কি? তাহা বলিতেছেন—কোনো কোনো উপাসকের শ্রবণেমাত্র প্রকাশ পান, এই অভিপ্রায়ে প্রকাশিনী বলা হইয়া থাকে ॥৭৮॥

শ্রুতিঃ—আবির্ভাবাঽতিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ॥৭৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর স্বপদানুগা মূর্ত্তির পরিচয় দিতেছেন] আবির্ভাবা অতিরোভাবা (যাঁহার আবির্ভাব আছে অথচ তিরোভাব

নাই অর্থাৎ কোনো কোনও সময় জগতে অবতীর্ণ হন আবার কোন সময়ে তিরোভূত হইয়া থাকেন, তিনিই স্বপদানুগা। [এই প্রকারে রৌদ্রী প্রভৃতি একাদশ মূর্ত্তি এক এক প্রকার জ্ঞেয়, যেহেতু তন্মধ্যে আদিস্থ নয়টি মূর্ত্তি এক একটি গুণকে গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান, অপর দুইটি নিরুপাধি, দ্বাদশী মূর্ত্তি মনুষ্য-মধ্যে প্রকট, এজন্য সত্ত্বাদিগুণ-ভেদে উহা তিন প্রকার] তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী (স্বপদানুগা মূর্ত্তি তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী ত্রিবিধ) [এই মূর্ত্তি কৈলাস, সত্যলোক ও বৈকুণ্ঠ নামক লোকে থাকেন] [মানুষী মূর্ত্তি কোথায় থাকেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন] মানুষী বিজ্ঞানঘন-আনন্দঘন-সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি (মানুষী মূর্ত্তি বিজ্ঞানময়, পূর্ণানন্দময়, অবিমিশ্র সচ্চিদানন্দৈকস্বরূপ যে ভক্তিযোগ তাহাতে প্রকট হন) ॥৭৯॥

অনুবাদ—পরিশেষে স্বপদানুগা মূর্ত্তির স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—যাঁহার আবির্ভাব আছে কিন্তু তিরোভাব নাই, ইনিই আবির্ভাবা-ঽতিরোভাবা নাম্নী মূর্ত্তি ইনি স্বপদ অর্থাৎ নিজস্থান কৈলাস, সত্যলোক ও বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন। তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী-ভেদে তিন প্রকার। মানষী মূর্ত্তির স্থিতি বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন ও সচ্চিদানন্দরসময় ভক্তিযোগে প্রকট হন ॥৭৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ—যাতু কদাচিদাবির্ভাবা জগত্যবতীর্ণা কদাচিত্তিরো-ভাবা ততোঽন্তর্হিতা চ ভবতি সৈব স্বপদে গোলোকাখ্যে। বৃন্দাবন-স্যৈব প্রকাশবিশেষে নিজধাম্নি তিষ্ঠতি। যথা বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্। "ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্। পঞ্চযোজন-মেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃত-বাহিনী। তত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ॥ সর্ব্বদেবময়শ্চাহং

ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষাম্" ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। —"আনন্দ-
চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক-
এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি" ইতি অস্য।
সর্ব্বোর্দ্ধত্বেনোক্তিস্তূপাসকভাবাপেক্ষয়া তত্র স্ফূর্ত্তেঃ, বস্তুতস্তত্রৈব দর্শিতঃ
শ্রীভগবতা ব্রহ্মহ্রদাদুদ্ধৃতান্ শ্রীগোকুলবাসিনঃ প্রতি, " দর্শয়ামাস লোকং
স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্ " ইত্যাদি শ্রীভাগবতাৎ। অত্রৈব মে স্বপদে
তিষ্ঠতীত্যুক্তে রম্যা এব তথা স্ফূর্ত্তিঃ পূর্ণপ্রকাশত্বপ্রাপ্ত্যর্থা। তদেবং
রৌদ্রাদয় একাদশাপ্যেকৈকবিধা জ্ঞেয়াঃ। আদি নবানামেকৈক-
গুণোপাধিত্বাৎ অন্ত্যদ্বয়স্য চ নিরুপাধিত্বাৎ। দ্বাদশী তু মনুষ্যাণাং
স্ফুরন্তীতি ত্রিবিধা জ্ঞেয়া ইত্যাহ তামসীতি "মল্লানামশনিরি"ত্যাদি-
বদেব।

শুদ্ধভক্তিযোগে তু তত্র তত্রান্যত্র চ যথাস্বরূপমেব স্ফুরতীতি
স্বপদবাসিনাং তু সুতরামিতি বদন্ ভক্তিযোগস্যাপি স্বরূপং বক্ষ্যন্নাহ—
বিজ্ঞানঘন ইতি। বিজ্ঞানং তত্তদ্রূপগুণাদিভির্বিশিষ্টং যজ্জ্ঞানং জড়প্রতি-
যোগি যদ্বস্তু তদেব ঘনো বিগ্রহো যস্য সঃ। তাদৃশবিগ্রহস্বরূপ এব বা।
তথা দুঃখ-প্রতিযোগিত্বাদানন্দ এব ঘনো যস্য স শ্রীকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দৈকরস-
স্বরূপো যো ভক্তিযোগস্তত্র তিষ্ঠতি স্ফুরতীত্যর্থঃ ॥৭৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—যাহা নাকি কোন সময়
জগতে অবতীর্ণা হইতেছেন, আবার কোন সময় তিরোভূতা হইয়া
থাকেন। তিনিই স্বপদ অর্থাৎ গোলোক-নামক ধামে যাহা বৃন্দাবনের
এই প্রকাশবিশেষ নিজধামে আছেন। যেমন বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্। পঞ্চ-

যোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী। তত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ'। এই মধুর বৃন্দাবন আমার সর্ব্বদাই নিবাসস্থান, —স্বরূপতঃ। 'সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষাম্।" ইহা পঞ্চযোজন পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া আছে। এই বন আমার দেহের প্রতিমূর্ত্তি। এই যে সুষুম্না নাড়ীতে প্রবহমানা কালিন্দী (যমুনা) ইহা সেই পরমানন্দ বহন করিতেছে, সেই যমুনায় সকল দেব ও সকল প্রাণী সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান। সর্ব্বদেবময় আমি এই বৃন্দাবন কোনো সময় ত্যাগ করি না। প্রতি যুগে এইখানে আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। ইহা পরব্রহ্ম শক্তিময়, চর্ম্মচক্ষুর্বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ইহাকে দেখিতে পায় না। ব্রহ্মসংহিতায় আছে— "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্যএব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো-গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" যে শ্রীভগবান্ আনন্দময় ও চিন্ময়রসকর্ত্তৃক প্রতিভাবিতা স্বীয় অনুরূপা সেই সব কলা (অংশ) লইয়া নিজস্বরূপে গোলোকেই বাস করিতেছেন, তিনি সর্ব্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপ, আমি সেই আদিপুরুষ অর্থাৎ সর্ব্বকারণকারণ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করিতেছি। এই গোলোকধামকে সর্ব্বলোকাতিশায়ী লোক বলিয়া যে উক্তি আছে, উহা উপাসকের ভক্তি-অনুসারে সেই ধামে শ্রীভগবানের প্রাকট্য। বাস্তবিকপক্ষে সেই গোলোকেই আবির্ভাব, ইহা শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মহ্রদ হইতে উদ্ধার করিবার পর শ্রীগোকুলবাসীদিগের প্রতি দেখাইয়াছেন। যথা শ্রীমদ্ ভাগবতে—'দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্ত গোপদিগকে প্রকৃতি বা মায়ার অতীত নিজলোক—গোলোকধাম দেখাইলেন। এই গ্রন্থেই

'মে স্বপদে তিষ্ঠতি ' এই উক্তি থাকায় সেই মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি বা প্রকটতা যে রম্য তাহা কথিত হইল, ইহা পূর্ণপ্রকাশতা প্রাপ্তির জন্য। এইরূপে রৌদ্রী প্রভৃতি এগারটি মূর্ত্তিই এক এক রূপাবলম্বন করিয়া আছে, ইহা জ্ঞাতব্য। কারণ ইহাদের প্রথমোক্ত নয়টি মূর্ত্তি এক একটি সত্ত্বাদিগুণ লইয়া, শেষ দুইটি মূর্ত্তি নিরুপাধি, দ্বাদশী মূর্ত্তি মনুষ্য-মধ্যে প্রকট হয়, এজন্য ত্রিবিধ জ্ঞাতব্য। এই কথাই তামসী রাজসী ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছেন—একের নানারূপতা 'মল্লানামশনিঃ' ইত্যাদি উক্তির মত জ্ঞাতব্য। যাঁহারা শুদ্ধভক্তিযোগাবলম্বী সেই সেই পুরুষে এবং অপর ভক্তেও ভক্তির স্বরূপানুসারে মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাঁহারা স্বরূপ-ধ্যানকারী তাঁহাদের পক্ষে যে স্বরূপানুসারে তিনি প্রকট এ-কথা বলাই বাহুল্য—ইহা বলিবার প্রসঙ্গে ভক্তিযোগেরও স্বরূপ বলিবার পূর্ব্বে বলিতেছেন—বিজ্ঞানঘন ইত্যাদি ইহার অর্থ—সেই সেই রূপ ও সেই সেই গুণাদি বিশিষ্ট যে জ্ঞান, জড়প্রতিদ্বন্দ্বী যে বস্তু (চৈতন্য) তাহাই যাঁহার ঘন অর্থাৎ বিগ্রহ তাহাই বিজ্ঞানঘন অথবা তাদৃশ বিগ্রহাত্মক শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ; আনন্দঘন শব্দের অর্থ ত্রিবিধ দুঃখের প্রতিকূল-হেতু আনন্দ যাঁহার বিগ্রহ, সেই শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে ভক্তিযোগ, তাহাতে প্রকট হন, ইহাই অর্থ॥৭৯॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, স্বপদানুগা মূর্ত্তি কে? তদুত্তরে শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—যাঁহার আবির্ভাব আছে কিন্তু তিরোভাব নাই, সেরূপ মূর্ত্তিকেই স্বপদানুগা বলা হয়। শ্রীভগবান্ কদাচিৎ জগতে আবির্ভূত হন আবার কদাচিৎ তিনি অন্তর্হিত হন। তিনি স্বপদে—গোলোকাখ্য-ধামে বর্ত্তমান থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনেরই প্রকাশবিশেষ নিজধামে অবস্থান করেন। বৃহদ্গৌতমীয় শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—এই পরম মনোহর শ্রীধাম বৃন্দাবন

কেবল আমারই নিবাসস্থান। এই শ্রীবৃন্দাবন ধাম পঞ্চযোজন বিস্তৃত। এই বন আমার দেহস্বরূপ। সুষুম্না নাড়ীতে কালিন্দী প্রবহমাণা। তাহা পরমামৃতবাহিনী, সেই যমুনাতে সকল দেব ও সকল প্রাণী সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করেন। সর্ব্বদেবময় আমি কখনও এই শ্রীবৃন্দাবন-ধাম পরিত্যাগ করি না। যুগে যুগে এস্থলে আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র। আমার এই ধাম পরম তেজোময় ও চর্ম্মচক্ষু-বিশিষ্ট লোকের অদৃশ্য।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

" আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" (ব্রঃ সং ৩৭)

অর্থাৎ আনন্দ-চিন্ময়-রস-কর্ত্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি কলাযুক্তা হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহ-রূপা সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোক-ধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজন করি।

পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে লিখিয়াছেন,—

" শক্তি ও শক্তিমান্ একাত্মা হইয়াও হ্লাদিনীশক্তি কর্ত্তৃক রাধা ও কৃষ্ণ-রূপে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নিত্য অবস্থান করেন। সেই আনন্দ (হ্লাদিনী) ও চিৎ (কৃষ্ণ), উভয়েই অচিন্ত্য শৃঙ্গার-রস বর্ত্তমান। সেই রসের বিভাব দ্বিবিধ, অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন। তন্মধ্যে আলম্বন দ্বিবিধ অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয়; আশ্রয়—স্বয়ং রাধিকা ও

তৎকায়ব্যূহগণ, এবং বিষয়— স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই গোলোক-পতি গোবিন্দ। সেই রসের প্রতিভাবিত-আশ্রয়ই গোপীগণ; তাঁহাদের সহিতই গোলোকে কৃষ্ণের নিত্যলীলা।

"নিজরূপতয়া" অর্থাৎ হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তি-প্রকটিতরূপিণী কলা-সকলের সহিত; সেই চতুঃষষ্টি কলা, যথা—নৃত্য, গীত,বাদ্য, নাট্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুল-কুসুম-বর্লি-বিকার পুষ্পাস্তরণ, দশন-বসনাঙ্গরূপ, মানভূমিকা-কর্ম্ম, শয্যা-রচন, উদক-বাদ্য, উদকঘাত, চিত্রাযোগ, মাল্য-গ্রন্থন-বিকল্প, শেখরাপীড়-যোজন, নেপথ্য-যোগ, কর্ণ-পত্র-ভঙ্গ, গন্ধ-যুক্তি, ভূষণ-যোজন, ঐন্দ্রজাল, কৌ-মার-যোগ, হস্ত-লাঘব, চিত্র-শাকপূপ-ভক্ষ্যবিকার-ক্রীড়া, পানক-রসরাগাসব-যোজন, সূচী-বাপ-কর্ম্মাদি, সূত্র-ক্রীড়া, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্ব্বচক-যোগ, পুস্তক-বাচন, নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন, কাব্যসমস্যা-পূরণ, পট্টিকা-বেত্রবাণ-বিকল্প, তর্ক্‌কর্ম্ম, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, রৌপ্যরত্ন-পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগ-জ্ঞান, আকরজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-যোগ, মেষ-কুক্কুট-শাবক-যুদ্ধ-বিধি, শুক-শারিকা-প্রপালন, উৎসাদন, কেশমার্জ্জন-কৌশল, অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন, ম্লেচ্ছিতক-বিকল্প, দেশভাষা-জ্ঞান, পুষ্প-শকটিকা-নিমিত্ত-জ্ঞান, যন্ত্র-মাতৃকা, ধারণ-মাতৃকা, লাম্পট্য, মানসী-কার্য্য-ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিকল্প, ছলি-তক-যোগ, কোষচ্ছন্দে-জ্ঞান, বস্ত্র-গোপন, দ্যূত, আকর্ষ-ক্রীড়া, বালক-ক্রীড়নক, বৈনায়িকী-বিদ্যা, বৈজয়িকী-বিদ্যা এবং বৈতালিকী বিদ্যা।

এই সমস্ত বিদ্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া রস-প্রকরণরূপে গোলোকধামে নিত্য-প্রকট এবং জড়জগতে চিচ্ছক্তি-যোগমায়া-দ্বারা ব্রজলীলায় প্রশস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এইজন্য শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—"সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি। তত্রৈকেন প্রকাশেন

কদাচিজ্জগদন্তরে। সহৈব স্বপরিবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ। কৃষ্ণ-ভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা। তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তংভাবং বিভাবয়েৎ। প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা। অন্যাস্ত-প্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ। তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ। গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ। যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ।" অর্থাৎ গোলোকে সর্ব্বদা স্বীয় অনন্ত-লীলা-প্রকাশের সহিত কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন। কখনও জগতের মধ্যে সেই লীলার প্রকাশান্তর হয়। শ্রীহরি সপরিবারেই জন্মলীলাদি প্রকট করেন।

কৃষ্ণভাবানুসারে লীলা-শক্তি তদীয় পরিকরগণকেও সেই-সেই-ভাবে বিভাবিত করেন। যে-সকল লীলা প্রপঞ্চ-গোচর হয়, তাহাই প্রকট-লীলা, আবার সেইরূপ কৃষ্ণের সমস্ত-লীলাই প্রপঞ্চের অগোচরে অপ্রকটরূপে গোলোকে আছে। প্রকট-লীলায় কৃষ্ণের গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় গতাগতি। যে-সমস্ত লীলা ঐ স্থানত্রয়ে অপ্রকট, তাহা চিদ্ধামে বৃন্দাবনাদি-স্থানে প্রকট হইয়া থাকে। এই সকল সিদ্ধান্ত-বাক্যে ইহাই জানা যায় যে, প্রকট-লীলায় ও অপ্রকট-লীলায় কোন ভেদ নাই। এই শ্লোকের টীকায় এবং উজ্জ্বল-নীলমণির টীকায় ও কৃষ্ণ-সন্দর্ভাদিতে অস্মদীয় আচার্য্যচরণ শ্রীজীব-গোস্বামী বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণের প্রকট-লীলা—যোগমায়া-কৃতা; মায়িক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহাতে মায়া-প্রত্যায়িত কতকগুলি কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বরূপতত্ত্বে থাকিতে পারে না; যথা—অসুর-সংহার, পরদার-সংগ্রহ ও জন্মাদি। গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত-তত্ত্ব, সুতরাং তদীয় স্বকীয়া; তাঁহাদের কিরূপে পরদারত্ব সম্ভব হয়? তবে যে তাঁহাদের প্রকট লীলায় পারদারত্ব, তাহা—কেবল মায়িক-প্রত্যয়-মাত্র। শ্রীজীব গোস্বামিপাদের এই প্রণালীর কথাগুলিতে যে

গূঢ়ার্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে আর সংশয় থাকিবে না। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য্য; সুতরাং শ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগণ্ডে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, অধিকন্তু তিনি—আবার কৃষ্ণলীলায় মঞ্জরী-বিশেষ; অতএব সকল-তত্ত্বই তঁ'হার পরিজ্ঞাত। তাঁহার আশয় বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক স্বকপোল-কল্পিত অর্থ রচনা করত পক্ষ-বিপক্ষভাবে তর্ক করিয়া থাকেন। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে, প্রকটলীলা ও অপ্রকট-লীলা—পরস্পর অভেদ; কেবল একটি—প্রপঞ্চাতীত প্রকাশ, অন্যটি—প্রপঞ্চান্তর্গত প্রকাশ, এইমাত্র ভেদ। প্রপঞ্চাতীত-প্রকাশে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যগত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা আছে। বহু ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকৃপা হইলে যিনি প্রপঞ্চ-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিজ্জগতে প্রবিষ্ট হন, আবার যদি তাঁহার সাধনকালীন রস-বৈচিত্র্যের আস্বাদন-সিদ্ধি থাকে, তবেই তিনি গোলোকের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধলীলা দর্শন ও আস্বাদন করিতে পারিবেন। সেরূপ পাত্র দুর্ল্লভ, আর যিনি প্রপঞ্চে বর্ত্তমান হইয়াও ভক্তিসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণকৃপায় চিদ্রসের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভৌম-গোকুললীলায় সেই গোলোক-লীলা দেখিতে পা'ন। সেই অধিকারিদ্বয়ের মধ্যেও অবশ্য তারতম্য আছে; বস্তুসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই গোলোকলীলা-দর্শনে কিছু কিছু মায়িক প্রতিবন্ধক থাকে। আবার, স্বরূপ-সিদ্ধির তারতম্যক্রমে স্বরূপ-দর্শনের তারতম্যানুসারে ভক্তদিগের গোলোক-দর্শনের তারতম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নিতান্ত মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণই ভক্তিচক্ষুঃ-শূন্য; তন্মধ্যে কেহ-কেহ—কেবল মায়া-বিচিত্রতায় আবদ্ধ আর কেহ-কেহ বা ভগবদ্ বহির্ম্মুখ-জ্ঞানের আশ্রয়ে চরমনাশের প্রত্যাশী; তাহারা ভগবানের প্রকট-লীলা দেখিতে পাইলেও তাহাদের নিকট ঐ প্রকট-লীলায় অপ্রকট-সম্বন্ধশূন্য কেবল জড়-প্রতীতির মাত্র উদয় হয়।

অতএব অধিকারি-ভেদে গোলোক-দর্শনের গতিই এইরূপ। ইহাতে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, গোলোক যেরূপ শুদ্ধতত্ত্ব, গোকুলও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ-রূপে মলশূন্য হইয়াও যোগমায়া চিচ্ছক্তি-কর্তৃক জড়জগতে প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকট-বিষয়ে কিছুমাত্র মায়িক মল, হেয়তা বা অসম্পূর্ণতা নাই; কেবল দ্রষ্টৃ-জীবদিগের অধিকারানুসারেই তাহা কিছু-কিছু-পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়। মল, হেয়ত্ব, উপাধি, মায়া, অবিদ্যা, অশুদ্ধত্ব, ফল্গুত্ব, তুচ্ছত্ব, স্থূলত্ব—কেবল দ্রষ্টৃ-জীবের জড়ভাবিতচক্ষুঃ, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার-নিষ্ঠ, কিন্তু দৃশ্যবস্তু-নিষ্ঠ নয়। যিনি যতদূর তত্তদ্দোষশূন্য, তিনি ততদূর বিশুদ্ধতত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ। শাস্ত্রে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা—মলশূন্য; কেবল তদালোচক-ব্যক্তিদিগের নিকটই প্রতীতিসমূহ তত্তদধিকারিক্রমে মলযুক্ত বা মলশূন্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে চতুঃষষ্টি-কলার বিবৃতি কথিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় মূলতঃ শুদ্ধরূপে গোলোকেই বর্ত্তমান। আলোচকদিগের অধিকারক্রমেই সেই-সেই-বাক্যে হেয়ত্ব, তুচ্ছত্ব ও স্থূলত্বের প্রতীতি হয়। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যত প্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয়ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া-কৃত-সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ, পরদার-ভাবটি—যোগমায়াকৃত, সুতরাং কোনও শুদ্ধতত্ত্বমূলক। সে শুদ্ধ-তত্ত্বটি কি, তাহা বিচার করা যাউক। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্বোক্ত-ধীরোদাত্তাদি-চতুর্ভেদস্য তস্য তু। পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ॥ তত্র পতিঃ স কন্যায়াঃ যঃ পাণিগ্রাহকো-ভবেৎ। রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়া-বলার্থিনা। তদীয়-প্রেম-সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥ লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু, প্রাকৃত-

নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি।” তত্র নায়িকাভেদ-বিচারঃ,—“নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে। তত্তু স্যাৎ প্রাকৃত-ক্ষুদ্র-নায়িকাদ্যনুসারতঃ।” এই সকল শ্লোকে শ্রীজীব-গোস্বামী অনেক বিচার করিয়া পরদার-ভাবকে যোগমায়া-কৃত জন্মাদিলীলার ন্যায় বিভ্রম-বিলাস-রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। “তথাপি পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং” এই ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি স্বীয় গম্ভীর আশয় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন-সিদ্ধান্তেও যোগমায়া-কৃত বিভ্রম-বিলাস স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি শ্রীজীব-গোস্বামী যখন গোলোক ও গোকুলের একত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তখন গোকুলের সমস্ত-লীলায় যে মূল-তত্ত্ব আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যিনি বিবাহ-বিধিক্রমে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই ‘পতি’, এবং যিনি রাগদ্বারা পারকীয়া-রমণীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তদীয় প্রেম-সর্ব্বস্ব-বোধে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন, তিনিই ‘উপপতি’। গোলোকে বিবাহবিধি-বন্ধন-রূপ ধর্ম্মই নাই; সুতরাং তথায় তল্লক্ষণ পতিত্বও নাই; আবার তদ্রূপ স্বীয়-স্বরূপাশ্রিতা গোপীদিগের অন্যত্র বিবাহ না থাকায়, তাঁহাদের উপপত্নীত্বও নাই। তথায় স্বকীয় ও পরকীয়,—এই উভয়বিধি ভাবের পৃথক্-পৃথক্ স্থিতি হইতে পারে না। প্রকট-লীলায় প্রাপঞ্চিক-জগতে বিবাহ-বিধি বন্ধনরূপ ‘ধর্ম্ম’ আছে;—কৃষ্ণ সেই ধর্ম্ম হইতে অতীত। সুতরাং মাধুর্য্যমণ্ডল-রূপ ধর্ম্ম—যোগমায়া-দ্বারা ঘটিত। সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ পরকীয়-রস আস্বাদন করিয়াছেন। এই যে যোগমায়া-কর্ত্তৃক প্রকটিতা ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন-লীলা তাহা প্রপঞ্চেই প্রপঞ্চাচ্ছাদিত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলায় তাদৃশ লঘুত্ব নাই। পরকীয়-রসই সর্ব্ব-রসের নির্য্যাস;

'তাহা গোলোকে নাই',—এই কথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয়। পরমোপাদেয়-গোলোকে পরমোপাদেয়-রসাস্বাদন নাই,—এরূপ নয়। অবতারী-কৃষ্ণ তাহা কোন-আকারে গোলোকে এবং কোন-আকারে গোকুলে আস্বাদন করেন। সুতরাং পরদারত্ব-রূপ ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন-প্রতীতি মায়িক-চক্ষে প্রতীত হইলেও তাহার কোন-প্রকার সত্যতা গোলোকেও আছে। "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" "আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ" "রেমে ব্রজসুন্দরিভির্যথার্ভকঃ প্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন-দ্বারা প্রতীত হয় যে, আত্মারামতাই কৃষ্ণের নিজ-ধর্ম্ম। কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময়-চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া-বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়া-বুদ্ধি প্রবলা থাকায় তথায় দাস্য-রস-পর্য্যন্তই রসের সুন্দর গতি। কিন্তু গোলোকে আত্মশক্তিকে শতসহস্র-গোপী-রূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয়-বিভূতি-প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন। স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত-দুর্ল্লভতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ 'পরোঢ়া'-অভিমান আছে এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য'-অভিমান স্বীকার পূর্ব্বক বংশী-প্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি-লীলা করেন। গোলোক—নিত্যসিদ্ধ, মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমান-মাত্রেরই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়। আবার বাৎসল্য-রসও অবতারীকে আশ্রয়পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই;—ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু জন্ম-ব্যাপার নাই, জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু অভিমান-মাত্র; যথা—"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ" ইত্যাদি। রসসিদ্ধির

জন্ত ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গাররসেও সেইরূপ ‘পরোঢ়াত্ব’ ও ‘ঔপপত্য’—অভিমান-মাত্র, নিত্য হইলে, দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হয় না। ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতে প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়, এইমাত্র ভেদ। বাৎসল্য-রসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু-স্থূলাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয়, এবং শৃঙ্গার-রসে সেই-সেই-গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তা-গত পতিত্ব না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন যে, “ন জাতু ব্রজ-দেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।” এইজন্যই রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, উজ্জ্বল-রসে নায়ক—দুই প্রকার; যথা—“পতিশ্চোপ-পতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ ইতি।” শ্রীজীব তাঁহার টীকায় “পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং” এই কথাতেই বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকাদিতে কৃষ্ণের পতিত্ব এবং গোলোক ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য উপপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গোলোকনাথ ও গোকুলনাথে উপপতি-লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। কৃষ্ণ কর্তৃক স্বীয় আত্মারামত্ব-ধর্ম্মের যে লঙ্ঘন, পরো-ঢ়া-মিলন-জন্য রাগই সেই ধর্ম্মলঙ্ঘনের হেতু। গোপীদিগের নিত্য পরোঢ়াত্ব-অভিমানই সেই পরোঢ়াত্ব। বস্তুতঃ তাঁহাদের পৃথক্-সত্তা-যুক্ত পতি কখনও না থাকিলেও অভিমান সেই-স্থানে তাঁহাদের পরকীয়া-অবলাত্ব সম্পাদন করে। সুতরাং “রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং” ইত্যাদি সকল লক্ষণই মাধুর্য্যপীঠে নিত্য বর্ত্তমান। ব্রজে তাহাই কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপঞ্চিক-চক্ষুঃ ব্যক্তিদিগের নিকট স্থূলাকারে লক্ষিত হয়। সুতরাং গোলোকে

পরকীয় ও স্বকীয় রসের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ, অর্থাৎ ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিলেও হয়। পরকীয়-সার যে স্বকীয়-নিবৃত্তি এবং স্বকীয়-সার যে পরকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ পারকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ বিবাহবিধিশূন্য রমণ, তদুভয়ে এক-রস হইয়া উভয়-বৈচিত্র্যের আধার-রূপে বিরাজমান। গোকুলে সেইরূপই বটে, কেবল প্রপঞ্চগত-দ্রষ্টৃগণের অন্যপ্রকার প্রত্যয়। গোলোকবীর গোবিন্দে ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য পতিত্ব ও উপপতিত্ব নির্ম্মলরূপে বিরাজমান; গোকুলবীরে সেইরূপ হইয়াও যোগমায়াদ্বারা প্রতীতি-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যদি বল,—যোগমায়া যাহা প্রকাশ করেন, তাহা চিচ্ছক্তি-কৃত পরম-সত্য, সুতরাং পরদারত্ব-রূপ প্রতীতিও যথাবৎ সত্য? তদুত্তর এই যে, রসাস্বাদনে সেরূপ অভিমানের প্রতীতি থাকিতে পারে এবং তাহাতেও দোষ নাই; কেননা, তাহা অমূলক নয়। কিন্তু জড়বুদ্ধিতে যে হেয়-প্রতীতি হয়, তাহাই দুষ্ট; তাহা শুদ্ধজগতে থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীজীবগোস্বামী যথাযথই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং প্রতি-পক্ষের সিদ্ধান্তও অচিন্ত্যরূপে সত্য; কেবল স্বকীয়-বাদ ও পরকীয়-বাদ লইয়া বৃথা জড়-বিবাদই মিথ্যা ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ। যিনি শ্রীজীবগোস্বামীর টীকাসমূহ এবং প্রতিপক্ষের টীকা-সকল নিরপেক্ষ-হইয়া ভালরূপে আলোচনা করিবেন,—তাঁহার কোন সংশয়াত্মক বিবাদ থাকিবে না। শুদ্ধ-বৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই; তাঁহাদের বাক্-কলহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি—মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধ-বৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষ-গত দোষের আরোপ করেন। "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" এই রাস-

পঞ্চাধ্যায়ী-শ্লোকের বিচারে শ্রীসনাতন গোস্বামী স্বীয় "বৈষ্ণব-তোষণী'তে যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহা ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিনা-আপত্তিতে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন।

গোলোকাদিচিদ্বিলাস-সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামি-পাদদিগের উপদিষ্ট একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত। তাহা এই,—ভগবত্তত্ত্ব সর্ব্বদা চিদ্‌বিশেষ-দ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ জড়-বিশেষাতীত, কখনই নির্ব্বিশেষ নয়। ভগবদ্রস—'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী' এই চারি-প্রকার বিশেষ-গত বিচিত্রতা-দ্বারা সুন্দর এবং তাহা সর্ব্বদা গোলোক ও বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। গোলোকের রস যোগমায়া-বলে ভক্তদিগের উপকারার্থে জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রজরস-রূপে প্রতীত এবং এই গোকুল-রসে যাহা-যাহা দেখা যাইতেছে, সে-সকলই আবার গোলোক-রসে বিশদরূপে প্রতীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র ভেদ, তত্তৎ জনের রস-বিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্ব্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভী প্রভৃতি সকল গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিত-ভাবে গোলোকে আছে, কেবল জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে জড়-প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই। বিচিত্র-ব্রজলীলায় অধিকার-ভেদে-গোলোকের পৃথক্ পৃথক্ স্ফূর্ত্তি; সেই-সেই স্ফূর্ত্তির কোন্-কোন্ অংশ—মায়িক ও কোন্-কোন্ অংশ—শুদ্ধ, এ-বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হওয়া কঠিন। ভক্তি-চক্ষুঃ প্রেমাঞ্জন-দ্বারা যতই ছুরিত ও শোভিত হইবে, ততই ক্রমশঃ বিশদ-স্ফূর্ত্তির উদয় হইবে। সুতরাং কোনও বিতর্কের প্রয়োজন নাই; বিতর্কের দ্বারা অধিকার উন্নত হয় না; কেননা, গোলোকতত্ত্ব—অচিন্ত্য-ভাবময়। অচিন্ত্য-ভাবকে চিন্তা-দ্বারা অনুসন্ধান করিলে তুষাবঘাতীর নিরর্থক-পরিশ্রমের ন্যায় নিষ্ফল-

চেষ্টা হইবে। সুতরাং জ্ঞান-চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তি-চেষ্টায় অনুভূতি-লাভ করা কর্ত্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্ব্বিশেষ-প্রতীতির উদয় হয়, তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মায়া-প্রতীতি-শূন্য শুদ্ধপরকীয়-রস—অতি দুর্ল্লভ। তাহা গোকুল-লীলায় বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই রাগানুগ-ভক্তগণ সাধন করিবেন; এবং সিদ্ধিকালে অধিকতর উপাদেয় মূল-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের পরকীয়-চেষ্টাময়ী ভক্তি অনেক-স্থলে জড়গত-বৈধর্ম্মারূপে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া আমাদের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীজীব উৎকণ্ঠিত হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন; তাহার সার গ্রহণ করাই শুদ্ধবৈষ্ণবতা। আচার্য্যাবমাননা-দ্বারা মতান্তর-স্থাপন-যত্ন করিলে অপরাধ হয়।"

এই শ্রীগোলোকধামকে যে সর্ব্বলোকাতিশায়ী বলিয়া উক্তি, উহা উপাসকের ভাবানুসারে সেখানে স্ফূর্ত্তি বা প্রাকট্য বলিয়া। বস্তুতঃ-পক্ষে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা শ্রীগোকুলবাসিগণকে দেখাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ।
> দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্॥
> সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
> যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥
> তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ।
> দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা॥"
>
> (ভাঃ ১০।২৮।১৪-১৬)

অর্থাৎ পরম-করুণাময় বিভু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিয়া

গোপগণকে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মস্বরূপ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। সেইস্থান চিন্ময়, অপরিচ্ছিন্ন, সত্য, স্ব-প্রকাশ, নিত্য ও ব্রহ্মস্বরূপ। মুনিগণ নির্গুণতা প্রাপ্ত হইলে সমাধিদশায় সেই স্থান দর্শন করিতে সমর্থ হন। পূর্ব্বে অক্রূর যেস্থানে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নন্দাদি গোপগণ সেই ব্রহ্ম-হ্রদে নীত এবং মগ্ন হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাদিগকে তথা হইতে উদ্ধৃত করিলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল-জীবগোস্বামিপাদ স্ব-রচিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ইহার তাৎপর্য্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে পাই,—

"অনন্তর বৃন্দাবনের কোন্ স্থানে গোপদিগের তাদৃশ দর্শন হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন। ব্রহ্মহ্রদ বা অক্রূরতীর্থ তথায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নীত, আবার সেইস্থানে তাঁহার আজ্ঞায়, নিমগ্ন, পুনরায় তথা হইতে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের গোলোক-নামক ধাম দর্শন করিয়াছিলেন, যে ব্রহ্ম-হ্রদে পূর্ব্বে শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন বা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম-হ্রদেই গোপগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে যে লোক দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা বৈকুণ্ঠা-ন্তর নহে, ইহা "স্বাং গতিং" "গোপানাং স্বং লোকং" এবং "কৃষ্ণঃ—" এই প্রয়োগ তিনটি হইতেই জানিতে হইবে। "স্বাং গতিং" বলায় তদীয়তা নির্দ্দেশ অর্থাৎ ঐ স্থান গোপগণের নিজ-ধাম, "গোপানাং"— এই ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের দ্বারা ঐ লোকের সহিত গোপদিগের সম্বন্ধ আর "স্বং" শব্দে তথায় গোপদিগের অধিকার এবং কৃষ্ণ-শব্দে তথায় শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবস্থিতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং উহা যে বৈকুণ্ঠ বিশেষ নহে, তাহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

গোলোক-দর্শনে তাঁহাদের পরমানন্দে পূর্ণতা এবং বিস্ময়াবিষ্টতা উপযুক্তই হইতেছে, কারণ সেই ধামও পরিপূর্ণস্বরূপ, আবার সেই ধামে আমরা ও আমাদের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিবেন, ইহা পরমানন্দের বিষয়।"

এ-গ্রন্থেই "যে স্বপদে তিষ্ঠতি" এই উক্তি থাকায় সেই মূর্ত্তির প্রাকট্য যে রম্য এবং পূর্ণপ্রকাশত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত, তাহা কথিত হইল। রৌদ্রী প্রভৃতি এগারটি মূর্ত্তি এক এক প্রকার রূপাবলম্বনে তাহা জানিতে হইবে। তন্মধ্যে আদি নয়টি সত্ত্বাদি গুণ গ্রহণ করিয়া আর শেষ দুইটি নিরুপাধিকা, দ্বাদশ মূর্ত্তিটি মনুষ্যমধ্যে প্রকট হন। এই ত্রিবিধ বিষয়ই জানিতে হইবে।

যাঁহারা শুদ্ধা ভক্তিযোগে অবস্থিত, সেই সেই পুরুষে এবং অন্যত্র যাঁহার যেরূপ ভক্তির উদয়, তাহাতে সেইরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এক্ষণে ভক্তিযোগের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। প্রথমে বিজ্ঞানঘন-শব্দের অর্থে পাওয়া যায়,—সেই সেই রূপ-গুণাদি দ্বারা বিশিষ্ট যে-জ্ঞান অর্থাৎ জড়ের প্রতিযোগী যে বস্তু, যাহা চিন্ময় ও বিশুদ্ধ, তাহাই ঘন অর্থাৎ বিগ্রহ যাঁহার, তাদৃশ বিগ্রহস্বরূপই দুঃখের প্রতিযোগী বলিয়া 'আনন্দ' তাহাই ঘন অর্থাৎ বিগ্রহ যাঁহার, সেই সচ্চিদানন্দৈক-রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই ভক্তিযোগে অবস্থান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৩)

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"হে উদ্ধব, সমস্ত মতই বেদ হইতে উত্থিত। সেই সেই বেদের ত' আমার ভক্তিযোগেই তাৎপর্য্য। মদাত্মক অর্থাৎ আমার স্বরূপভূত, যেহেতু ভক্তিযোগের হ্লাদিনীই সারভূত। অথবা আমাতেই আত্মা অর্থাৎ চিত্ত, যেহেতু চিত্তের আমাতে আবিষ্টভাবই আমার ভক্তি দ্বারাই হয়। "একা অর্থাৎ অনন্যা ভক্তি-দ্বারাই আমি গ্রাহ্য" (ভাঃ ১১।১৪।২১) আমার এই বচনানুসারে ভক্তি-দ্বারাই আমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অন্য প্রকারে নয়—তথায় অর্থ দ্রষ্টব্য। আমাতে ভক্তি-যোগ ব্যতীত ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক কথিত অন্য শ্রেয়ঃসমূহ আমাকে প্রাপ্ত হইতে সহায়তা করে না বলিয়া তাহাদের মঙ্গলপ্রদত্ব অমনি, বস্তুতঃ নাই। অতএব তাহারা বিকল্পে প্রধান, না একটী মুখ্য—এই জিজ্ঞাসায় তোমার কি প্রয়োজন? ইহাই ভাবার্থ।"

এই শ্রীগোপালতাপনীর পূর্ব্ববিভাগ ১৫ মন্ত্রতেও পাই, "ভক্তিরস্য-ভজনম্।"

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা............। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো-
অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।"
(গীঃ ১১।৫৩-৫৪)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
'কৃষ্ণ'-প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন।
অভিধেয় নাম—'ভক্তি' 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম-মহাধন।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০পঃ)

শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন,—

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক-কর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥"

(ভাঃ ৩।২৫।৩২-৩৩)

আরও পাই—

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥"
(ভাঃ ৩।২৯।১১-১২) ॥৭৯॥

শ্রুতিঃ—ওঁ তৎ প্রাণাত্মনে ওঁ তৎসদ্ ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ প্রাণাত্মনে নমো নমঃ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর কি প্রকারে তাঁহারা পূজা করেন ? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন—ওঁ তৎ প্রাণাত্মনে ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা]

ওঁ (ওঁ—এই প্রণববাচ্য যিনি) তৎপ্রাণাত্মনে (সেই প্রাণাখ্য-বায়ুর অন্তর্য্যামী তাঁহাকে) ওঁতৎসৎভূর্ভুবঃ স্বঃ (তাঁহারই বৈভবস্বরূপ ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই তিনটি, ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য যিনি, প্রাণাত্মনে—নমঃ নমঃ (সেই প্রাণ-স্বরূপ শ্রীভগবানে আমি ভূয়োভূয়ঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি) ॥৮০॥

অনুবাদ—যিনি প্রণববাচ্য, প্রাণাখ্যবায়ুর অন্তর্য্যামী, ভূঃভুবঃস্বঃ

এই তিন লোক যাঁহার বৈভব, সেই প্রাণাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভূয়োভূয়ঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি ॥৮০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ কথং যজন্তীত্যস্যোত্তরত্বেন তদুপলক্ষকত্বেন মন্ত্রান্ দর্শয়তি। ওঁ প্রাণাত্মন ইত্যাদিনা জাগ্রৎস্বপ্নেত্যাদ্যন্তেন প্রণববাচ্যো যঃ প্রাণাখ্যবায়োরাত্মান্তর্য্যামী তস্মা এব। ওঁ ইত্যভ্যুপগমে তৎসৎ স্বরূপবৈভবং ভূরাদিলোকত্রয়ঞ্চ তস্মা এব যুজ্যতে। তস্মাত্তস্মা এব নমঃ আত্মানং সমর্পয়ামীতি ॥৮০॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অথেতি—অতঃপর কি মন্ত্রে কি-ভাবে সেইসব দেবতাকে পূজা করেন? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে মন্ত্র ও মন্ত্রের দ্বারা উপলক্ষিতবিষয় দেখাইতেছেন। ওঁ প্রাণাত্মনে ইত্যাদি হইতে জাগ্রৎ স্বপ্ন ইত্যাদি পর্য্যন্ত মন্ত্রগুলি দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। যিনি প্রণবদ্বারা বাচ্য, প্রাণনামক বায়ুর যিনি আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী, তাঁহাকেই প্রণাম জানাইতেছি। তাঁহাকে ওঁ বলিয়া স্বীকার করিলেই 'তৎসৎ' এই ব্রহ্মের স্বরূপবৈভব ও ভূঃভুবঃস্বঃ এই ত্রিলোক বৈভবও তৎসহচরিতভাবে তাঁহাতে যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে, সেইজন্য সেই স্বরূপশক্তিসম্পন্ন ও লোকত্রয়সহচরিত প্রণববাচ্য অন্তর্য্যামী আত্মাকে আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি ॥৮০॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে বলিতেছেন যে, কে কিরূপে পূজা করেন? সেই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষ্যে মন্ত্রসমূহ প্রদর্শন করিতেছেন। যিনি প্রাণবায়ুর অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান 'ওঁ তৎসৎ' শব্দের প্রতিপাদ্য এবং ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিলোক যাঁহার বৈভব, সেই স্বরূপশক্তিসম্পন্ন প্রাণাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে আমি আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতেছি ॥৮০॥

শ্রুতিঃ—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় ওঁতৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৮১॥

অন্বয়ানুবাদ—ওঁ (যিনি প্রণববাচ্য) শ্রীকৃষ্ণায় (সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ) গোবিন্দায় (গোশব্দবাচ্য বেদ হইতে বিদিত, ভূমি বেদিতা ও গোপালক) গোপীজনবল্লভায় (গোপী অর্থাৎ পালনশক্তি, তাহার জন অর্থাৎ সমূহ তাহার বাচ্য বিদ্যা ও আবিদ্যা কলা তাঁহাদের তিনি বল্লভ অর্থাৎ প্রেরক ঈশ্বর, যাঁহার জ্ঞানাধীন জ্ঞান হয় যে তিনি সকল প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান) স্বাহা (মায়া যাহার অধীন হইয়া সমস্ত বিশ্ব-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে) ওঁতৎসৎ (তিনিই সেই পরমব্রহ্ম নিত্যস্বরূপ) ভূর্ভুবঃস্বঃ (ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই তিন লোক যাঁহার বৈভবস্বরূপ) তস্মৈ বৈ নমোনমঃ (তাঁহাকেই আত্ম-সমর্পণ করিতেছি) ।৮১।

অনুবাদ—যিনি প্রণবস্বরূপ, যিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, গোশব্দ-বাচ্য বেদ, ভূমি ও গো সমূহের যিনি পালক, পালনী শক্তিসমূহের ও তদ্বাচ্য বিদ্যা ও আবিদ্যাংশের যিনি স্বামী অর্থাৎ প্রেরক পরমেশ্বর, মায়া যাঁহার অধীন হইয়া বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত, ভূঃভুবঃস্বঃ—এই ত্রিলোক যাঁহার বৈভবস্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশে বারবার আত্মসমর্পণ করিতেছি ।৮১।

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ সোঽসৌ কঃ, তত্র স্ফুটমাহ ।—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায়েতি । "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি" 'শ্রীভগবদ্গীতাতেঃ'।৮১।

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অথেতি—অতঃপর সেই প্রণববাচ্য ত্রিলোকাবৈভবসম্পন্ন তৎসদ্রূপী অন্তর্য্যামী আত্মা কে ? তাহা বিশদভাবে দেখাইতেছেন—'ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা। ইহার

প্রমাণ স্বরূপে বলিতেছেন—শ্রীভগবদ্ গীতায় ভগবদ্‌বাণী 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ'—ইহা হইতে পাওয়া যায়। তিনি স্বমুখে বলিতেছেন—আমি সমগ্র এই ভূর্ভুবঃস্বঃ লোকত্রয়কে একাংশদ্বারা অধিকার করিয়া আছি ॥৮১॥

তত্ত্বকণা—সেই উপাস্য তত্ত্ব কে? তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন—"ওঁ শ্রীকৃষ্ণায়েতি" যিনি শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ ও গোপীজনবল্লভ এবং যাঁহার একাংশেই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক-বিভূতি, তিনি পরমোপাস্য তত্ত্ব।

এই বিষয়ে শ্রীব্রহ্মসংহিতার "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" এই প্রথম শ্লোকের "তাৎপর্য্য" পরমারাধ্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"স্বীয় নিত্যধাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ ও নিত্যলীলাবিশিষ্ট এক শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোপরি বিরাজমান পরমতত্ত্ব। 'কৃষ্ণ' নামটিই তাঁহার প্রেমাকর্ষণ-লক্ষণ পরমসত্তা-বাচক নিত্য নাম। সচ্চিদানন্দঘন দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর বিগ্রহই তাঁহার স্বীয় নিত্যরূপ। স্বীয় অচিন্ত্য চিচ্ছক্তি-বলে বিভুত্ব-সত্ত্বেও মধ্যমাকারে সমস্ত (বস্তুর) আকর্ষক চমৎকারী চিন্ময়গুণ-করণাদি-বিশিষ্ট পরমপুরুষত্ব সেই নিত্যরূপে সর্ব্ব-সামঞ্জস্যের সহিতই বিলক্ষিত। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ঘনীভূত হইয়া তাঁহাতেই শোভমান। সেই স্বরূপের জগৎপ্রকাশ-গত অংশই 'পরমাত্মা' 'ঈশ্বর' বা বিষ্ণু। সুতরাং কৃষ্ণই একমাত্র 'পরমেশ্বর'। অনন্ত চিন্ময় করণ ও গুণগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে যথাযথ বিন্যস্ত হইয়া এক পরম-শোভাময় অদ্বিতীয় চিদ্বিগ্রহরূপে নিত্য উদিত। সেই শ্রীবিগ্রহই কৃষ্ণের আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই সেই বিগ্রহ। ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই শ্রীবিগ্রহ। সুতরাং শিথিল-সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বরূপ নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্ম—সেই ঘনীভূত-তত্ত্বেরই—অঙ্গপ্রভা-

মাত্র। সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূত কৃষ্ণবিগ্রহই স্বয়ংরূপে অনাদি এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আদি। লীলা-লক্ষণ-লক্ষিত গোপতি, গোপপতি, গোপীপতি গোকুলপতি ও গোলোকপতি শ্রী-সেবিত সেই কৃষ্ণই গোবিন্দ। তিনিই পুরুষ-প্রকৃতিরূপ সর্ব্বকারণের কারণ। তদংশ পরমাত্ম-পুরুষাবতারের ঈক্ষণ দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার অপরা প্রকৃতি জড়জগৎ প্রসব করেন। সেই পরমাত্মার তটস্থশক্তি-প্রকটিত কিরণ-কণসমূহই অনন্ত জীব। এই গ্রন্থ—সেই কৃষ্ণের প্রতিপাদক, সুতরাং তন্নামোচ্চারণই এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ" ॥৮১॥

শ্রুতিঃ—ওঁ অপানাত্মনে ওঁ তৎ সদ্ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ অপানাত্মনে বৈ নমো নমঃ ॥৮২॥

অন্বয়ানুবাদ—ওঁ (যিনি প্রণববাচ্য) অপানাত্মনে (দেহমধ্যে অবস্থিত অপানবায়ুর অন্তর্য্যামী) ওঁতৎসৎ (যিনি ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য প্রণবরূপী পরব্রহ্ম পরমেশ্বর) ভূর্ভুর্বঃস্বঃ (ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক যাঁহার বৈভব) তস্মৈ অপানাত্মনে বৈ নমো নমঃ (সেই প্রসিদ্ধ অপানবায়ুর অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বরে ভূয়োভূয়ঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি) ॥৮২॥

অনুবাদ—যিনি প্রণববাচ্য পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, অপানবায়ুর যিনি অন্তর্য্যামী, ওঁ তৎসৎ স্বরূপী অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়, ভূরাদিলোকত্রয় যাঁহার বৈভব, সেই অপানাত্মাতে আমি পুনঃ পুনঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি ॥৮২॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতি মন্ত্রে পাই যে, যিনি অপানবায়ুর অন্তর্য্যামী, যিনি ওঁতৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য এবং ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক যাহার বৈভব, সেই অপানাত্মা শ্রীগোপালদেবকে পুনঃ পুনঃ আমি নমস্কার করিতেছি ॥৮২॥

শ্রুতিঃ—ওঁ কৃষ্ণায় রামায় প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় ওঁতৎসদ্ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৮৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[চতুর্ব্যূহও তাঁহার স্বরূপ-বিভূতি, ইহাই বলিতেছেন] কৃষ্ণায় (যিনি নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপী) রামায় (যিনি সঙ্কর্ষণরূপে জগৎকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন) প্রদ্যুম্নায় (যিনি কামদেব প্রকৃষ্টভূমা অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির অধিষ্ঠাতা) অনিরুদ্ধায় (তীব্র ভক্তিপ্রেরণা ব্যতীত যিনি নিরোধের অতীত) ওঁতৎসৎ (স্বয়ং যিনি ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দরূপী) ভূর্ভুবঃস্বঃ (ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব) তস্মৈ বৈ নমোনমঃ (একমাত্র সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম চতুর্ব্যূহাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি) ॥৮৩॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্ব্যূহরূপে স্বরূপবৈভবময়, ভূরাদি ত্রিলোক যাঁহার বিভূতি, সেই সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মাতে আমি ভূয়োভূয়ঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি ॥৮৩॥

শ্রুতিঃ—ওঁ ব্যানাত্মনে ওঁতৎসদ্ ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ ব্যানাত্মনে বৈ নমো নমঃ ॥৮৪॥

অন্বয়ানুবাদ—ওঁ (যিনি প্রণববাচ্য) ব্যানাত্মনে (ব্যানবায়ুর অন্তর্য্যামী) ওঁ তৎসৎ (ওঁতৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ) ভূর্ভুবঃস্বঃ (ভূরাদি ত্রিলোকরূপ বৈভবসম্পন্ন) তস্মৈ ব্যানাত্মনে (জীবের সর্ব্বশরীরব্যাপিরূপে অবস্থিত ব্যানবায়ুর অন্তর্য্যামী সেই পরমাত্মাকে) নমোনমঃ (আমি ভূয়োভূয়ঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি) ॥৮৪॥

অনুবাদ—যিনি প্রণববাচ্য, ব্যানবায়ুর অন্তর্য্যামী সচ্চিদানন্দ-

বিগ্রহ সেই ব্যানবায়ুর অন্তর্য্যামী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে আমি ভূয়োভূয়ঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি ।৮৪।

শ্রুতিঃ—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় রামায় ওঁ তৎসদ্ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৮৫॥

অন্বয়ানুবাদ—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় (যিনি প্রণববাচ্য পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ) রামায় (যিনি সঙ্কর্ষণরূপে সকল জীবকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন—সেই সহকারিণী শক্তিময় সঙ্কর্ষণস্বরূপ) ওঁ তৎসৎ (যিনি ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্যসচ্চিদানন্দময়) ভূর্ভুবঃস্বঃ (ভূরাদি ত্রিলোক যাঁহার বৈভব) তস্মৈ বৈ নমোনমঃ (সেই সঙ্কর্ষণরূপী শ্রীকৃষ্ণতেই ভূয়োভূয়ঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি) ।৮৫।

অনুবাদ—প্রাণবায়ুর মত ব্যানবায়ুও প্রধান, অতএব তাহার অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম; চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ অপেক্ষা রাম ও কৃষ্ণের প্রাধান্য; সেইহেতু প্রণববাচ্য ও ব্যানবায়ুর অন্তর্য্যামী আত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এবং ওঁ তৎসৎ এই স্বরূপবিশিষ্ট, ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ত্রিলোকী বৈভবসম্পন্ন সেই ব্যানাত্মাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতেছি ।৮৫।

শ্রুতিঃ—ওঁ উদানাত্মনে ওঁতৎসদ্ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ উদানাত্মনে নমো নমঃ ॥৮৬॥

অন্বয়ানুবাদ—উদানাত্মনে (যিনি জীবদেহস্থিত উদানবায়ুর অন্তর্য্যামী অর্থাৎ প্রেরক ও পরিচালক) ও তৎসৎ (যিনি ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দময়) ভূর্ভুবঃস্বঃ (ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক যাঁহার বৈভব) তস্মৈ বৈ (সেই তাঁহাকেই অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকেই)

উদানাত্মনে (উদানবায়ুর অন্তর্য্যামীতে) নমো নমঃ (পুনঃ পুনঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি) ॥৮৬॥

অনুবাদ—সেই প্রণববাচ্য ও উদানবায়ুর অন্তর্য্যামী, 'ওঁ তৎসৎ' এই শব্দের প্রতিপাদ্য স্বরূপশক্তিসম্পন্ন 'ওঁ ভূঃভুবঃস্বঃ' এই ত্রিবিধ বৈভব-বিশিষ্ট উদানাত্মাকে আমি ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি ॥৮৬॥

শ্রুতিঃ—ওঁ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ওঁ তৎসদ্ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৮৭॥

অন্বয়ানুবাদ—ওঁ (যিনি প্রণববাচ্য) কৃষ্ণায় (সচ্চিদানন্দস্বরূপ) দেবকীনন্দনায় (বসুদেবপত্নী দেবকীর পুত্ররূপে আনন্দবিধাতা কৃষ্ণ) ওঁ তৎসৎ (স্বরূপতঃ যিনি প্রণববাচ্য ওঁ তৎসৎ পরব্রহ্মস্বরূপ) তস্মৈ বৈ নমো নমঃ (একমাত্র তাঁহাকেই ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতেছি) । ৮৭ ।

অনুবাদ—এই উদানাত্মা অন্তর্য্যামী কে ? তাহাই বলিতেছেন,—ইনি দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ-অপেক্ষা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণে বৈভবের প্রাকট্য অল্প, এজন্য উদানবায়ুকে দেবকীনন্দনস্বরূপ বলা হইল, উদানবায়ু প্রাণবায়ুর প্রায় সমানকার্য্যকারী অতএব তত্তুল্য। সেই প্রণববাচ্য ও উদানবায়ুর অন্তর্য্যামী পরমাত্মা, ওঁ তৎসৎ-স্বরূপ ও ত্রিলোকরূপ বিভূতিসম্পন্ন, তাঁহাকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি । ৮৭ ।

শ্রুতিঃ—ওঁ সমানাত্মনে ওঁ তৎসদ্ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৮৮॥

অন্বয়ানুবাদ—প্রণববাচ্য ও সমান বায়ুর অন্তর্য্যামী 'ওঁ তৎসৎ' স্বরূপী আত্মা, যাঁহার ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিভুবন বৈভব, সেই সমানবায়ুর অন্তর্য্যামী পরব্রহ্মকে ভূয়ো ভূয়ঃ আমি প্রণাম করি । ৮৮ ।

অনুবাদ—সেই সমানবায়ুর অন্তর্য্যামী পরব্রহ্মকে ভূয়োভূয় আমি প্রণাম করি ॥৮৮॥

শ্রুতিঃ—ওঁ গোপালায় নিজস্বরূপায় ওঁ তৎসদ্ ভূর্ভুবঃ-স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৮৯॥

অন্বয়ানুবাদ ও অনুবাদ—যিনি নিজস্বরূপে শ্রীগোপাল শ্রীকৃষ্ণ এবং ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম এবং ভূরাদি তিন লোক যাঁহার বৈভব, তাঁহাতে ভূয়োভূয়ঃ আত্মসমর্পণ করি ॥ ৮৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ—এবং ওঁ অপানাত্মনে নম ইত্যাদি কিন্তু প্রাণস্য হৃদিস্থত্বাদ্ব্যানস্য চ সর্ব্বব্যাপকত্বান্মুখ্যত্বেন তত্র তত্র চ গোবিন্দ-ত্বাদিমুখ্যতদ্বৈভবং যোজিতম্ অপানাদীনাং গৌণত্বেন প্রদ্যুম্নত্বাদিকং গৌণমেবেতি জ্ঞেয়ম্। নিজস্বরূপায়েতি গোপালত্বমেব মুখ্যস্বরূপং বোধয়তি। অতএব ব্রহ্মণা তদেবং পুরুষার্থত্বেন প্রার্থিতং 'নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে' ইত্যাদিনা ॥ ৮২-৮৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এবমিত্যাদি—প্রাণাত্মার মত প্রণববাচ্য পরমাত্মা অপানবায়ুর অন্তর্য্যামী (পরিচালক) ইত্যাদি পূর্ব্বের মতই। প্রভেদ এই—প্রাণবায়ু হৃদয়ে স্থিত, ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীর-ব্যাপক সুতরাং এই দুইটি বায়ু প্রধান, সেই প্রাণবায়ুতে ও ব্যানবায়ুতে গোবিন্দত্বাদি মুখ্য ঐশ্বর্য্য যোজিত হইবে, কিন্তু অপানাদি তিন বায়ু গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান, এজন্য প্রদ্যুম্নত্ব, বলরামত্ব ও অনিরুদ্ধত্ব ইহাঁরা গোবিন্দত্ব অপেক্ষা গৌণ ঐশ্বর্য্যই জানিবে। নিজস্বরূপায়—ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে যে—গোপালত্বই তাঁহার মুখ্য স্বরূপ। একথা শ্রীভাগবতেও

ব্রহ্মকর্ত্তৃক স্তবে পুরুষার্থরূপে গোপাল প্রার্থিত হইয়াছেন যথা "নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়। বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-লক্ষশ্রিয়ে-মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥" ব্রহ্মা স্বকৃত-অপরাধে ভীত হইয়া কম্পমানকলেবরে স্তব করিতে গিয়া যে গোপাল-স্বরূপ দেখিয়াছিলেন সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই বর্ণনা করিলেন॥ ৮২-৮৯॥

তত্ত্বকণা—যিনি কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহাত্মক, যিনি 'ওঁ তৎসৎ' শব্দের প্রতিপাদ্য, ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক যাঁহার বিভূতিস্বরূপ, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক প্রণাম করি ॥ ৮৩॥

যিনি ব্যানবায়ুর অন্তর্য্যামী, যিনি 'ওঁ তৎসৎ' শব্দের প্রতিপাদ্য, ত্রিলোক যাঁহার বিভূতি, তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করি॥ ৮৪॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামরূপে বিদ্যমান, ত্রিভুবন যাঁহার বিভূতি, তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রণাম করি॥ ৮৫॥

যিনি উদানবায়ুর অন্তর্য্যামী, যিনি 'ওঁ তৎসৎ' শব্দের প্রতিপাদ্য এবং ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি॥ ৮৬॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে দেবকীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে অবতীর্ণ, 'ওঁ তৎসৎ' স্বরূপে বিদ্যমান, ত্রিলোক যাঁহার বিভূতি, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি॥ ৮৭॥

যিনি সমানবায়ুর অন্তর্য্যামী, 'ওঁ তৎসৎ' শব্দের বাচ্য, ভূরাদি ত্রিলোক যাঁহার বিভূতি, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার বিধান করিতেছি॥ ৮৮॥

যিনি স্বীয়রূপে গোপাল এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বিভূতিস্বরূপ, 'ওঁ তৎসৎ' শব্দের যিনি প্রতিপাদ্য সেই গোপালদেবকে প্রণাম করি।

প্রাণবায়ু হৃদয়ে স্থিত আর ব্যানবায়ু সর্ব্ব শরীরব্যাপী। সেইজন্য এই বায়ু দুইটি প্রধান বলিয়া ইহাতে গোবিন্দত্বাদি মুখ্য তদ্বৈভব যোজিত, আর অপানাদি তিন বায়ু গৌণ বলিয়া প্রদ্যুম্নত্বাদি তাঁহার গৌণ-ঐশ্বর্য্য জানিতে হইবে, আর গোপালত্ব তাঁহার নিজ স্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবে পাই,—

"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।"
(ভাঃ ১০।১৪।১) ॥৮৯।

শ্রুতিঃ—ওঁ যোঽসৌ প্রধানাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসদ্ভূর্ভুবঃ-স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৯০॥

অন্বয়ানুবাদ ও অনুবাদ—যিনি ওই প্রকৃতি শক্তির আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী গোপাল, তিনিই প্রণববাচ্য, ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য ও ত্রিলোক বৈভবী, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি ॥৯০।

শ্রুতিঃ—ওঁ যোঽসাবিন্দ্রিয়াত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসদ্ভূর্ভুবঃস্ব-স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৯১॥

অন্বয়ানুবাদ ও অনুবাদ—যিনি অন্তর্য্যামিরূপে জীব-হৃদয়ে থাকিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে পরিচালনা করিতেছেন, তিনিই গোপাল। তিনিই

ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম ও ত্রিভুবনবৈভবী তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি। ॥৯১॥

শ্রীবিশ্বনাথ—এবং যোঽসৌ প্রধানাত্মা ইত্যাদি ॥৯০-৯১॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—এবমিত্যাদি—উক্ত প্রকারে যিনি ওই অব্যক্ত প্রধান-তত্ত্বের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী, স্বরূপতঃ গোপালমূর্ত্তি, যিনি সচ্চিদানন্দময়, ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ত্রিলোক-বৈভবসম্পন্ন, তাঁহাতেই ভূয়োভূয়ঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি ॥৯০-৯১॥

তত্ত্বকণা—যিনি পরমাত্মা, প্রধানের অধিষ্ঠাতা, গোপাল, যিনি ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিলোক যাঁহার বিভূতিস্বরূপ, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। যিনি ইন্দ্রিয়গণের অধ্যক্ষ গোপালদেব, ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য, ভূরাদি ত্রিলোক যাঁহার বিভূতি, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নমস্কার বিধান করিতেছি ॥৯০-৯১॥

শ্রুতিঃ—ওঁ যোঽসৌ ভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসদ্ ভূর্ভুবঃ-স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৯২॥

অন্বয়ানুবাদ ও অনুবাদ—যিনি ঐ প্রসিদ্ধ পঞ্চমহাভূতান্তর্য্যামী, ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম, ভূরাদিলোকত্রয়-বৈভবী, তিনি গোপাল। তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি ॥৯২॥

শ্রীবিশ্বনাথ—ভূতাত্মা মহাভূতান্তর্য্যামীতি ॥৯২॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—ভূতাত্মা শব্দের অর্থ পঞ্চমহাভূতের অন্তর্য্যামী অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে থাকিয়া পরিচালক ॥৯২॥

শ্রুতিঃ—ওঁ যোঽসাবুত্তমপুরুষো গোপালঃ ওঁ তৎসদ্ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৯৩॥

অন্বয়ানুবাদ ও অনুবাদ—যিনি শুদ্ধ জীব হইতেও উত্তম অর্থাৎ পুরুষোত্তম বলিয়া কথিত, তিনিই গোপাল, ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম, ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ত্রিলোক তাঁহার বৈভব, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি ॥৯৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ—উত্তমঃ পুরুষঃ শুদ্ধজীবাদপি। 'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ' ইতি শ্রীগীতাতঃ ॥৯৩॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—উত্তমঃ পুরুষঃ অর্থাৎ শুদ্ধ জীব হইতেও যিনি উত্তম তিনিই গোপাল। ভগবদ্গীতা হইতে এই অর্থই পাওয়া যায়, যথা—'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়-মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।' অক্ষরাত্মা জীব হইতে অন্য আত্মাই পুরুষোত্তম বলিয়া অভিহিত, যিনি অব্যয় ঈশ্বর, এই ভুবন তিনটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন ॥৯৩॥

শ্রুতিঃ—ওঁ যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ তৎসদ্ ভূর্ভুবঃস্ব-স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৯৪॥

অন্বয়ানুবাদ ও অনুবাদ—যিনি পরব্রহ্ম তিনি সবিশেষ, তিনিই শ্রীগোপালদেব, সবিশেষ পরব্রহ্মই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, তিনিই সেই গোপাল, প্রণববাচ্য, ওঁ তৎসদ্ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম ও ভূরাদি লোকত্রয়-বিভূতিসম্পন্ন। তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি ॥৯৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষরূপং পরং ব্রহ্ম সবিশেষং তৎ প্রতিষ্ঠা-

রূপঃ। 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমিতি' শ্রীগীতাতঃ ॥২৪॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—ব্রহ্ম—নির্ব্বিশেষরূপ আর যিনি পরব্রহ্ম তিনি সবিশেষ, তিনিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। শ্রীগীতাতে ইহাই কথিত হইয়াছে, যথা 'ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাঽহম্' শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে স্বয়ং বলিতেছেন,—আমি সবিশেষ ব্রহ্ম, আমাতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি ॥২৪॥

তত্ত্বকণা—শ্রীগোপালদেবই পরব্রহ্ম ও সবিশেষ তত্ত্ব, তিনিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে স্বয়ং শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন, আমি সবিশেষ পরব্রহ্মই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়; (গীঃ ১৪।২৭) এবং অব্যয় মোক্ষের, সনাতন ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখেরও আমি—(শ্রীকৃষ্ণ) আশ্রয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—পরম প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত যে ব্রহ্ম, তাঁহারও প্রতিষ্ঠা আমিই।

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌতত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥" (গীঃ ১৫।১২)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীকঠোপনিষদে পাই,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥" (২।২।১৫)

অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র, তারকাও তাঁহার প্রকাশক নহে, বিদ্যুৎসমূহও

তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই দৃশ্যমান অগ্নির কথা আর কি বলিব ? তাঁহারই প্রকাশ-শক্তিতে সূর্য্যাদি সমস্ত বস্তু প্রকাশশক্তি-সম্পন্ন।

শ্রীমুণ্ডকে পাই,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি.........সর্ব্বমিদং বিভাতি"(মুঃ-২।২।১০)

শ্রীশ্বেতাশ্বতরেও পাই,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি......সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (শ্বেঃ-৬।১৪)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" (ব্রঃ-৫।৪০)

অর্থাৎ যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত নির্ব্বিশেষব্রহ্ম কোটিব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি-বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব এই শ্লোকের 'তাৎপর্য্য' লিখিয়াছেন,—

"মায়া-প্রসূত ব্রহ্মাণ্ডনিচয়—গোবিন্দের একপাদ-বিভূতি ; তদুত্তর-তত্ত্বরূপই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম, তাহা—গোবিন্দের ত্রিপাদ-বিভূতিরূপ চিজ্জগতের বহিঃপ্রাকারস্থিত তেজোবিশেষ; তাহা—নিষ্কল অর্থাৎ কলারহিত, সুতরাং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-রূপে প্রতীত ; তাহা—অনন্ত এবং অবশিষ্ট-তত্ত্ব।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" ॥ (আঃ ১।৩)

আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ স্বীয় অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশি-স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।"

ষড়গোস্বামীর অন্যতম মহামহোপাধ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনাচার্য্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু স্বীয় তত্ত্বসন্দর্ভে ৮ম সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—"যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্" ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনাখিলান্।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্" ॥ (ভাঃ ১০।১৩।৫৫)

অর্থাৎ যাঁহার প্রকাশে চরাচর সমগ্র বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্মা

সেই পরমব্রহ্ম ও তদাত্মক নিখিল গো, গোবৎস ও গোপালগণ একবার দর্শন করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই—,

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।" (ভাঃ-১।২।১১) ॥৯২-৯৪॥

শ্রুতিঃ—যোঽসৌ সর্ব্বভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসদ্ ভূর্ভুর্বঃ-স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৯৫॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ অসৌ (যিনি ঐ প্রসিদ্ধ) সর্ব্বভূতাত্মা (সকল জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা, তিনিই গোপাল) ওঁ তৎসৎ (তিনিই ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য) ভূর্ভুর্বঃস্বঃ (ভূঃভুবঃ ও স্বর্লোক তাঁহার বৈভব) তস্মৈ বৈ নমোনমঃ (তাঁহার উদ্দেশে পুনঃপুনঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি) ॥৯৫॥

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী প্রত্যগাত্মা, তিনিই গোপাল, তিনিই পরব্রহ্ম-শব্দবাচ্য, ওঁ তৎসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য, লোকত্রয় তাঁহার বিভূতি, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি ॥৯৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ—সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বজীবান্তর্যামী পৃথক্ পৃথক্ তত্তদধিষ্ঠাতা ॥৯৫॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—সর্ব্বভূতাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রধানাদির অধিষ্ঠাতা ॥৯৫॥

শ্রুতিঃ—ওঁ যোঽসৌ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিমতীত্য তুর্য্যাতীতো গোপালঃ ওঁ তৎসদ্ ভূর্ভুর্বঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৯৬॥

অন্বয়ানুবাদ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিমতীতা (জাগ্রৎকালীন বৈশ্বানরাত্মা, স্বপ্নকালীন তৈজসাত্মা ও সুষুপ্তিকালীন প্রাজ্ঞ আত্মাকে অতিক্রম করিয়া) তুর্য্যাতীতঃ (চতুর্থীদশায় বাসুদেবাত্মাকেও যিনি অতিক্রম করিয়াছেন) গোপালঃ (তিনিই সেই গোপাল) ওঁ তৎসৎ (প্রণববাচ্য পরমাত্মা সচ্চিদানন্দময়) ভূর্ভুবঃস্বঃ (ভূরাদি লোক তাঁহার বৈভব) তস্মৈ বৈ নমো নমঃ (তাঁহাতেই আমি পুনঃপুনঃ আত্মসমর্পণ করিতেছি)। [কথাটি এই, অনিরুদ্ধ বৈশ্বানর মূর্ত্তি জাগ্রদ্দশায় সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার গতি এজন্য অনিরুদ্ধ, নিদ্রাকালীন তৈজস মূর্ত্তিতে তিনি প্রদ্যুম্ন যাঁহার প্রকৃষ্ট বৈভব অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তু বিষয় করিয়া তিনি বিরাজমান, সংকর্ষণ মূর্ত্তিতে তিনি প্রাজ্ঞ কেবল জ্ঞানময়, ইহা সুষুপ্তিকালীন অবস্থার পরিচয়, আর তুরীয় অবস্থা বাসুদেব, ইঁহারও অংশী শ্রীগোপালদেব কৃষ্ণরূপে অবস্থিত] ।৯৬।

অনুবাদ—ঐ যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা—উপাধি পরিত্যাগ করিয়া এবং চতুর্থী অবস্থা যে বাসুদেব, ইহঁাকেও অতিক্রম করিয়া আছেন, তিনি গোপাল। ঐ ওঁ তৎসৎ পরব্রহ্মরূপী এবং ভূঃভুর্বঃস্বঃ—এই ত্রিলোকী বৈভবসম্পন্ন তাঁহাকে বারবার প্রণাম করিতেছি। ।৯৬।

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কা স্বপদানুগা ইত্যস্যোত্তরমাহ—আবির্ভাবো বিদ্যতে যস্যাঃ সা আবির্ভাবা, ন বিদ্যতে তিরোভাবো যস্যাঃ সা অতিরোভাবা আবির্ভাবা চাসৌ অতিরোভাবা চ আবির্ভাবাতিরোভাবা এতন্নাম্নী মূর্ত্তিঃ স্বপদে কৈলাসসত্যলোকবৈকুণ্ঠলোকাখ্যে তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ। তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমাহ—তামসী রাজসী সাত্ত্বিকীতি। মানুষী কুত্র তিষ্ঠতি ইত্যস্যোত্তরমাহ—মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি বিজ্ঞানঘনানন্দঘননাম্নী মানুষী মনুষ্যা প্রসিদ্ধা মূর্ত্তিঃ সচ্চিদা-

নন্দৈকরসঃ যঃ ভক্তিযোগঃ তত্র তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ।৭৯-৯৬।

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—এক্ষণে স্বপদানুগা মূর্ত্তি কি? তাহার উত্তর দিতেছেন। আবির্ভাবা—আবির্ভাব যাঁহার আছে তিনি আবির্ভাবা, তিরোভাব যাঁহার নাই তিনি অতিরোভাবা, যিনি আবির্ভাবা ও অতিরোভাবা উভয়নাম্নী এই মূর্ত্তি' স্বপদানুগা অর্থাৎ স্বপদ নিজ নিবাসস্থান কৈলাস, সত্যলোক ও বৈকুণ্ঠলোকনামক ধামে থাকেন। সেই স্বপদানুগা আবির্ভাবাঽতিরোভাবা মূর্ত্তির তিন প্রকার দেখাইতেছেন তামসী. রাজসী, সাত্বিকী এই কথায়। পরে মানুষী মূর্ত্তি কোথায় থাকেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, মানুষী 'বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ—সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি' এই বাক্যদ্বারা। বিজ্ঞানঘনানন্দঘননাম্নী মানুষী মূর্ত্তি মনুষ্যে প্রসিদ্ধা মূর্ত্তি, সৎ, চিৎ ও আনন্দই একমাত্র রস অর্থাৎ স্বরূপ যাহার, তাদৃশ ভক্তিযোগে থাকে—ইহাই তাহার অর্থ ।৭৯-৯৬।

শ্রীবিশ্বনাথ—তুর্য্য ইতি। বিরাড়্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যু-পাধয়ঃ। ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুরিত্যুক্তম্। তুর্য্যং বাসুদেবাখ্যমপি প্রতীতেঃ ।৯৬।

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—তুর্য্য ইত্যাদি বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—ইহারা যথাক্রমে জাগ্রদ্, নিদ্রা ও সুষুপ্তিদশায় জীবাত্মার তিনটি উপাধি, ঈশ্বরের এই তিন অবস্থাতীত চতুর্থ পদ—ইহা 'ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদম্ বিদুঃ' ইহা শাস্ত্রে বলা আছে। আরও আছে—'তুর্য্যং বাসুদেবাখ্যমপি প্রতীতেঃ' ।৯৬।

তত্ত্বকণা—যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ের অতীত তুরীয়াখ্য তিনিই শ্রীভগবান্ শ্রীগোপালদেব।

বদ্ধ জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ বুদ্ধিবৃত্তিত্রয় গুণজাত এবং শুদ্ধ জীব সেই সকলের সাক্ষিস্বরূপে বিলক্ষণ। আর শ্রীভগবদ্বস্তু তুরীয়। জীব সেই তুরীয় বস্তুকে আশ্রয় করিলে এই গুণ-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

শ্রীবাসুদেব বিষ্ণু তুরীয় আখ্যায় আখ্যাত। তাঁহারও অংশী শ্রীগোপাল—শ্রীকৃষ্ণ পরাৎপর তত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবতের "জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ"।

(ভাঃ ১১।১৩।২৭)

এবং

তথা বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ। তা যেনৈবানুভূয়স্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃপরঃ॥" (ভাঃ ৭।৭।২৫)

শ্লোকগুলি আলোচ্য॥৯৫-৯৬॥

শ্রুতিঃ—একো দেবঃ সর্ব্বভুতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভুতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভুতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥৯৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন, 'আমি সেই গুরু' এইরূপ চিন্তনীয়] একঃ দেবঃ (একই দেব) সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ (সকল প্রাণিমধ্যে আমি প্রবিষ্ট হইয়া গূঢ় অর্থাৎ অজ্ঞাতভাবেই আছি) [তাঁহার এই প্রবেশ সাধারণে যাহাকে ক্রিয়াবিশেষ বলে, সে প্রবেশ নহে, তাহার কারণ তিনি—] সর্ব্বব্যাপী (সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র আছেন) [অতএব সর্ব্বব্যাপীর সাধারণ প্রবেশ হইতে পারে না] [তবে কি তিনি আকাশ, কাল, দিক্ প্রভৃতির মত ? তাহাও নহে, যেহেতু তিনি] সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সমস্ত বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরাত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী,

আকাশ কাহারও অন্তরাত্মা নহে) [তবে কি তিনি পরিণামিস্বভাবহেতু উপাদান কারণ ? না, তাহাও নহে; তিনি] কর্ম্মাধ্যক্ষঃ (কর্ম্মফলদাতা) [তবে কি নৈয়ায়িক সম্মত ? ঈশ্বর, ইহাও বলা যায় না] সর্ব্বভূতাধিবাসঃ (শিশু প্রভৃতিরও তিনি দেহমধ্যস্থিত হইয়া অন্তর্য্যামিরূপে বাস করেন) [অবিদ্যাতুল্যও তিনি নহেন, যেহেতু] সাক্ষী—(ঈক্ষণমাত্রেই সৃষ্টিকর্ত্তা) [জ্ঞানবান্ তিনি নহেন, যেহেতু] চেতাঃ (জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান ও জ্ঞান-কর্ত্তা এক হইতে পারে না) [কেহ কেহ বলেন, তিনি জ্ঞানবান্, উত্তর, না, উহা ভুল ধারণা, তাহাই বারণ করিতেছেন] চেতাঃ (কেবল চৈতন্যস্বরূপ) কেবলঃ (তিনি অদ্বিতীয়, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা,— ইহাই তাহার অর্থ) নির্গুণশ্চ (তিনি সত্বাদি প্রাকৃত গুণরহিত) শ্রুতিতে যে 'চ' শব্দটি প্রযুক্ত আছে, তাহার উদ্দেশ্য—সেই পরমাত্মা শ্রীগোপাল স্বরূপতঃ চিদ্বিলাসময় অর্থাৎ প্রাকৃতিক সকল বিশেষধর্ম্মহীন। এই সমুচ্চয়ার্থে 'চ' শব্দটি প্রযুক্ত ।৯৭।

অনুবাদ—তিনি এক হইয়া অনেকের মধ্যে প্রবিষ্ট। কিন্তু যোগমায়া দ্বারা গূঢ়, এজন্য দর্শনাযোগ্য। প্রদীপাদি যেমন অন্যস্থান হইতে আনীত হয়, তিনি তদ্রূপ নহেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী। আকাশাদির মত সর্ব্বব্যাপী নহেন, তাহা হইলে সকল প্রাণীর অধিষ্ঠান বা কর্ত্তা বা উপাদান হইতেন না। আবার তাঁহাকে উপাদান কারণ বলি না, কারণ তাহা হইলে কর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা তিনি হইতেন না। তিনি সকল প্রাণীর এক অন্তরাত্মা অতএব-নৈয়ায়িক মতসিদ্ধ আত্মা নহেন। তিনি উপাদান কারণ—প্রকৃতি, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু তিনি ঈক্ষণমাত্রে সৃষ্টি কর্ত্তা, প্রকৃতি জড়, তাহার ঈক্ষণ সম্ভব নহে। তিনি চৈতন্যাধায়ক এজন্য তিনি চেতয়িতা অর্থাৎ চিৎ-স্বরূপ, চিচ্ছক্তিসম্পন্ন জড়বিষয়-নিরপেক্ষভাবে নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মা,

তিনি নির্গুণ অর্থাৎ কোনও প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ-সম্বন্ধ তাঁহাতে নাই, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক বিশেষণ শূন্য কিন্তু অপ্রাকৃতবিলাসময় ॥৯৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—নন্বেকস্য কথমনেকাত্মকত্বমিত্যাশঙ্ক্য তস্যৈব তত্র প্রবিষ্টত্বাদিত্যাহ একো দেব ইতি। একঃ এব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ অনুপ্রবিষ্টঃ। 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি শ্রুতেঃ। প্রদীপাদিবদ্দেশান্তরাদাগত্য প্রবেশং বারয়তি সর্ব্বব্যাপীতি। আকাশাদিতুল্যত্বং বারয়তি সর্ব্বভূতাধিবাস ইতি। সর্ব্বভূতানাম্ অধিবাসঃ অধিষ্ঠানং স এব কর্ত্তা স এব চ উপাদানমিত্যর্থঃ। পরিণামিতয়োপাদানত্বং বারয়তি কর্ম্মাধ্যক্ষ ইতি। কর্ম্মফলদাতেত্যর্থঃ। নৈয়ায়িকমতেশ্বরতুল্যত্বং বারয়তি সর্ব্বভূতেতি। সর্ব্বভূতানাং শাবকাদীনামপি অন্তরাত্মা ইত্যর্থঃ। অবিদ্যাতুল্যত্বং বারয়তি সাক্ষীতি ঈক্ষণমাত্রেণৈব কর্ত্তেত্যর্থঃ। জ্ঞানবত্ত্বভ্রমং বারয়তি চেতাতি। চিৎস্বরূপ ইত্যর্থঃ। নন্‌ জ্ঞানস্বরূপশ্চেদাত্মা তদা জ্ঞানস্য বিষয়সম্বন্ধে সত্যোবোদয়ান্মোক্ষদশায়ামাত্মরূপং চৈতন্যং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ কেবল ইতি। বিষয়াদিভিরনপেক্ষো নিত্য চৈতন্যাত্মা ইত্যর্থঃ। ন চাত্মনি স্রষ্টৃত্বাদিশক্তীনাং স্বাভাবিকত্বং চেত্তদা মোক্ষদশায়ামপি সৃষ্টেরপরিহার্য্যত্বাদনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যাহ নির্গুণশ্চেতি। চ শব্দঃ সর্ব্ববিশেষণৈঃ সমুচ্চয়ার্থঃ ॥৯৭॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—নন্বেকস্যেত্যাদি—আপত্তি এই—তিনি এক হইয়াও প্রতি-জীবে কিরূপে ভিন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা শঙ্কনীয় নহে; যেহেতু তিনি একই সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট। শ্রুতি সে বিষয়ে প্রমাণ—'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' জগৎসৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তবে কি প্রদীপাদির মত দেশান্তর হইতে আসিয়া তাঁহার তথায় প্রবেশ; তাহা নহে, যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী। তবে, কি আকাশ কাল প্রভৃতির মত সর্ব্বব্যাপী? না তাহাও নহে, যেহেতু

তিনি সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সকল ভূতবর্গের অধিষ্ঠান, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই উপাদান কারণ। তবে কি পরিণামবিশিষ্ট প্রকৃতি তিনি? না, তাহাও নহে, কারণ তিনি কর্ম্মের-অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা। নৈয়ায়িকগণ যাঁহাকে ঈশ্বর বলেন, তাহাও তিনি নহেন, ইহাই, 'চেতাঃ' এই কথায় বুঝাইতেছে—চেতাঃ অর্থাৎ চেতনস্বরূপ, চিত্ ধাতুর উত্তর 'অসি' প্রত্যয়দ্বারা সিদ্ধ 'চেতাঃ' পদটি 'সর্ব্বধাতুভ্যোঽসিঃ' এই সূত্রে অসি প্রত্যয়সিদ্ধ। কর্তৃত্বই বুঝাইতেছে, করণত্ব নহে সুতরাং প্রকৃতিশক্তি নহে ইহা 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই বেদান্ত সূত্রদ্বারা নিরস্ত। তিনি স্বাভাবিক শক্তিমান্ অতএব নির্ব্বিকার, ইহা 'কেবলঃ' এই পদ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে, বেদান্তসূত্রও তাহার প্রমাণ, যথা 'প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ' যেমন সৌরতেজঃ ও সূর্য্য ভিন্ন নহে, ইহা কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়; যথা 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাঽস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ' তাঁহার শক্তি যে স্বাভাবিক তাহাও যুক্তিযুক্ত করিতেছেন 'নির্গুণশ্চ' এই পদের দ্বারা, আর 'চ' শব্দ দ্বারা, নির্গুণ বলিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণহীন তিনি প্রেরক, সুতরাং গুণ বা গুণকার্য্য নহেন ॥৯৭॥

তত্ত্বকণা—শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার গুরু অতএব ব্রহ্মাকে উপদেশ দিতেছেন। শ্রীভগবান্ এক হইয়া কিরূপে সর্ব্বভূতে প্রবেশ করিলেন? ব্রহ্মার এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—তিনি এক হইয়াও সর্ব্বভূতে নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে গূঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন। প্রদীপাদির ন্যায় তাঁহার প্রবেশ অন্যত্র হইতে আগত নহে, কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আর তিনি আকাশাদির ন্যায় সর্ব্বব্যাপীও

নহেন, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান অর্থাৎ সর্ব্বভূত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তিনি করণও নহেন।

তিনি সর্ব্বভূতের উপাদান-কারণ হইয়াও সকলের অন্তরাত্মা। তিনি সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা, সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ। তিনি সাক্ষী অর্থাৎ ঈক্ষণ-মাত্রেই সৃষ্টিকর্ত্তা, আর তিনি চিৎস্বরূপ, কেবল অর্থাৎ অদ্বিতীয়, তিনি কোন জড় বিষয়ের অপেক্ষা করেন না। তিনি নির্গুণ। এবং 'চ' শব্দের দ্বারা প্রাকৃত বিশেষ-রহিত হইলেও অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসময়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ স্বীয় টীকা-মধ্যে শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব-বিষয়ে আকাশাদির তুল্যত্ব বারণ করিয়াছেন। যেহেতু তিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। আকাশাদি তাহা নহে, পরন্তু আকাশাদি ভূতেরও ইনি অন্তরাত্মা। মীমাংসকগণের মতে তিনি পরিণামবিশিষ্ট নহেন বা উপাদানকারণ নহেন, তিনি সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা বা সর্ব্বকর্ম্মের অধ্যক্ষ। নৈয়ায়িক মতের ঈশ্বরও তিনি নহেন, কারণ তিনি সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়। প্রকৃতিশক্তি জড় তাঁহার ঈক্ষণে কার্য্য করেন, শ্রীভগবান্ সাক্ষী, নির্ব্বিকারস্বরূপে ঈক্ষণ-প্রভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ চিৎস্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার চিচ্ছক্তি নিত্য বর্ত্তমান।

শ্রীভগবান্ শক্তিমান্ তত্ত্ব। শ্রুতিতেই পাওয়া যায়, তাঁহার "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" তিনি নির্গুণস্বরূপ। সেই নির্গুণস্বরূপেই তাঁহার শক্তির স্বাভাবিকত্ব উপপাদিত হয়। 'চ' শব্দে তাঁহার নিত্য চিদ্বিলাস বোদ্ধব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগু´ণাস্তৈ-
র্যু´ক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।

স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি-সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ।"
(ভাঃ ১।২।২৩)

শ্রীশুকবাক্যে আরও পাই,—

"বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥"
(ভাঃ ১০।৮৭।২) ॥৯৭॥

শ্রুতিঃ—রুদ্রায় নমঃ, আদিত্যায় নমঃ, বিনায়কায় নমঃ, সূর্য্যায় নমঃ, বিদ্যায়ৈ নমঃ, ইন্দ্রায় নমঃ, অগ্নয়ে নমঃ, যমায় নমঃ, নির্ঋতয়ে নমঃ, বরুণায় নমঃ, বায়বে নমঃ, কুবেরায় নমঃ, ঈশানায় নমঃ, ব্রহ্মণে নমঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ॥৯৮॥

অন্বয়ানুবাদ—অনুবাদ—[কি প্রকারে রুদ্রাদি দেবগণ পূজা করেন, সেই পূজামন্ত্র বলিতেছেন ও তাঁহার বিভূতিও যে নমস্য তাহা বলিতেছেন] রুদ্রগণ ওঁ রুদ্রায় নমঃ, অথবা ওঁ ঈশ্বরায় নমঃ মন্ত্রে পূজা করেন, এইরূপ মনুপুত্রগণ অর্থাৎ মনুষ্যগণ ওঁ আদিত্যায় নমঃ বা ওঁ আদিত্যায় বিষ্ণবে নমঃ মন্ত্রে, ওঁ বিনায়কায় নমঃ মন্ত্রে বিনায়কগণ, ওঁ সূর্য্যায় নমঃ মন্ত্রে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে আদিত্য (দ্বাদশ) গণ পূজা করেন, দেবতারা ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে নমঃ, ওঁ যমায় নমঃ, ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ কুবেরায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ মন্ত্রে, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ অর্থাৎ ওঁ বসুভ্যো নমঃ, মন্ত্রে অষ্ট বসুগণ, ওঁ গন্ধর্ব্বেভ্যো নমঃ মন্ত্রে গন্ধর্ব্বগণ, ওঁ অপ্সরোভ্যো নমঃ মন্ত্রে অপ্সরোগণ, ওঁ কিন্নরপ্রভৃতিভ্যো নমঃ মন্ত্রে কিন্নরগণ পূজা করিবেন ॥৯৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—কথং রুদ্রা যজন্তীত্যস্যোত্তরমাহ—ওঁ ঈশ্বরায় নম ইতি। মন্ত্রেণ একাদশরুদ্রা যজন্তীত্যর্থঃ। মানবাঃ কথং যজন্তীত্যস্যোত্তরমাহ—ওঁ আদিত্যায় নম ইতি। ওঁ আদিত্যায় বিষ্ণবে নমঃ॥ এবং সর্ব্বত্র নমোঽন্তস্যৈব মন্ত্রত্বং বোধ্যম্। কথং দ্বাদশাদিত্যা যজন্তীত্যস্যোত্তরমাহ—সূর্য্যায় নমঃ ইতি। সূতে সর্ব্বপ্রপঞ্চমিতি সূর্য্যঃ জ্যোতিঃস্বরূপঃ পরমাত্মা ইত্যর্থঃ। অনেন মন্ত্রেণাদিত্যা যজন্তীত্যর্থঃ। কথং দেবা যজন্তীত্যস্যোত্তরমাহ—ইন্দ্রায় নমঃ। অগ্নয়ে নমঃ। যমায় নমঃ। নির্ঋতয়ে নমঃ। বরুণায় নমঃ। বায়বে নমঃ। কুবেরায় নমঃ। ঈশানায় নমঃ। ব্রহ্মণে নমঃ। সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ইতি। সর্ব্বেভ্যঃ বসুগন্ধর্ব্বাপ্সরঃকিন্নরপ্রভৃতিভ্যো নম ইত্যর্থঃ ॥৯৮॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—কথং রুদ্রা ইত্যাদি—রুদ্র দেবতাগণ কি ভাবে পূজা করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। পূর্ব্ববর্ণিত একাদশ সংখ্যক রুদ্র 'ঈশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন। ইহাই উহার অর্থ। মনুপুত্রগণ বা মনুষ্যগণ কি প্রকারে পূজা করিবেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—আদিত্যায় নমঃ এই মন্ত্রে। আদিত্যায় অর্থাৎ আদিত্যায় বিষ্ণবে নমঃ। এইরূপে সমস্ত মন্ত্রেই আদিতে প্রণব অন্তে 'নমস্' শব্দ যোগ করিলে তবে উহা মন্ত্র-শব্দবাচ্য হয়, ইহা জানিবে। দ্বাদশ আদিত্য কোন্ মন্ত্রে পূজা করেন? ইহার উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন 'সূর্য্যায় নমঃ' এই মন্ত্রে। সূর্য্য-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এই—যিনি সমস্ত চরাচর বিশ্বকে সৃষ্টি করেন—এই অর্থে সূর্য্য জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ পরমেশ্বর পরমাত্মা। এই মন্ত্রে দ্বাদশ আদিত্য শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন। কি মন্ত্রে দেবতাগণ পূজা করেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে নমঃ, ওঁ যমায় নমঃ, ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ

কুবেরায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, —এই এক একটি মন্ত্রে ইন্দ্র প্রভৃতি দশ দিক্‌পাল প্রত্যেকে পূজা করেন; যথা, ইন্দ্র— ইন্দ্রায় নমঃ, 'অগ্নি' 'অগ্নয়ে নমঃ' ইত্যাদি। —'অনন্তায় নমঃ', মন্ত্রে অনন্ত সর্প— অধোদিক্‌পাল পূজা করিবেন। মুদ্রিত পুস্তকে অনন্তায় কথাটি না থাকিলেও উহা ধর্ত্তব্য। একসঙ্গে সকল দেবতা— 'ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ' অর্থাৎ বসুগন্ধর্ব্বাপ্‌সরঃ কিন্নর প্রভৃতিভ্যো নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন ॥৯৮॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মার পূর্ব্ব-প্রশ্নানুসারে অর্থাৎ রুদ্রাদি কিরূপে তাঁহার পূজা করেন ? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিতেছেন,—'রুদ্রায় নমঃ' এই মন্ত্রে একাদশ রুদ্র তাঁহাকে পূজা করেন। "আদিত্যায় অর্থাৎ বিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রে মানবগণ পূজা করেন। সমগ্র প্রপঞ্চ যিনি প্রসব করেন— এই অর্থে সূর্য্য অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা, 'সূর্য্যায় নমঃ' এই মন্ত্রে দ্বাদশাদিত্য পূজা করেন। 'বিদ্যায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে বিদ্যাধরগণ, 'ইন্দ্রায় নমঃ' এই মন্ত্রে ইন্দ্র, 'অগ্নয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে অগ্নি, 'যমায় নমঃ' এই মন্ত্রে চতুর্দ্দশ যম, 'নির্ঋতয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে নির্ঋতি, 'বরুণায় নমঃ' এই মন্ত্রে বরুণ, 'বায়বে নমঃ' এই মন্ত্রে বায়ু, 'কুবেরায় নমঃ' এই মন্ত্রে কুবের, 'ঈশানায় নমঃ' এই মন্ত্রে ঈশান, 'ব্রহ্মণে নমঃ' এই মন্ত্রে ব্রহ্মা এবং "সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধর্ব্ব, অষ্ট বসু, অপ্সরাগণ ও কিন্নরগণ পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীনারায়ণের বিভূতিও নমস্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পাই,—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥"
(গীঃ ১১।৩৮-৩৯) ॥ ৯৮ ॥

শ্রুতিঃ—দত্ত্বা স্তুতিং পুণ্যতমাং ব্রহ্মণে স্বস্বরূপিণে।
কর্ত্তৃত্বং সর্ব্বভূতানামন্তর্দ্ধানে বভুব সঃ ॥৯৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই সেই ব্রহ্ম-নারদ সংবাদ দ্বারা মহর্ষি দুর্ব্বাশা গান্ধর্ব্বীকৃত প্রশ্নের উত্তর করিয়া পরে নিজকণ্ঠে গান্ধর্ব্বীর প্রশ্নোত্তরের অবতারণা করিতেছেন] সঃ (সেই বিষ্ণু) স্বস্বরূপিণে (নিজেরই মূর্ত্তিভেদ) ব্রহ্মণে (পিতামহ বিরিঞ্চিকে) পুণ্যতমাং (বিশেষরূপে পাপনাশিনী) স্তুতিং দত্ত্বা (এই উত্তরতাপনী স্তুতি প্রকাশ করিয়া) সর্ব্বভূতানাং কর্ত্তৃত্বং (এবং ব্রহ্মাকে সর্ব্বসৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব-শক্তি দিয়া) অন্তর্দ্ধানে বভূব (অদৃশ্য হইলেন) ॥৯৯॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ নারায়ণ আপনার মূর্ত্ত্যন্তর ব্রহ্মাকে পূর্ব্বোক্ত-পাপনাশিনী স্তুতি ও সর্ব্বসৃষ্টিশক্তি দিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥৯৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—তদেবং ব্রহ্মসংবাদেন গান্ধর্ব্বীপ্রশ্নোত্তরং নিরূপ্যাথ কণ্ঠতো মুনির্গান্ধর্ব্বীপ্রশ্নোত্তরমবতারয়তি— দত্ত্বা স্তুতিমিতি। সঃ বিষ্ণুঃ স্বস্বরূপিণে স্বমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে পুণ্যতমাং প্রাগুক্তাং স্তুতিং দত্ত্বা তথা সর্ব্বলোকানাং কর্ত্তৃত্বং কর্ত্তৃসামর্থ্যং ব্রহ্মণে দত্ত্বা অন্তর্দ্ধানে বভূব অদৃশ্যো বভূব ॥৯৯॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—তদেবম্ ইত্যাদি—এই প্রকারে ব্রহ্মা ও নারায়ণ-আলাপ বর্ণনা করিয়া গান্ধর্ব্বীর প্রশ্নোত্তর বর্ণনা পূর্ব্বক পরিশেষে মুনি দুর্ব্বাশা গান্ধর্ব্বীর প্রশ্নোত্তরের অবতারণা করিতেছেন—দত্ত্বা স্তুতিমিত্যাদি বাক্য দ্বারা। সঃ—সেই বিষ্ণু, স্বস্বরূপিণে—নিজেরই মূর্ত্ত্যন্তর, ব্রহ্মাকে পুণ্যতমাং অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পাপনাশিনী স্তুতির বর্ণনা

করিয়া এবং সমস্ত লোকসৃষ্টির শক্তি ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়া, 'অন্তর্দ্ধানে বভূব' অদৃশ্য হইলেন ॥৯৯॥

শ্রুতিঃ—ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুত্রেভ্যো নারদায় যথাশ্রুতম্।
তথা প্রোক্তন্তু গান্ধর্ব্বি গচ্ছধ্বং স্বালয়ান্তিকম্॥১০০॥

ওঁ ইত্যাথর্ব্বণোপনিষদি শ্রীগোপালতাপন্যুত্তর-ভাগঃ সমাপ্তঃ ॥ ওঁ তৎসৎ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[তখন দুর্ব্বাশা মুনি নিজ উপদেশের প্রামাণ্যের জন্য সম্প্রদায়-শুদ্ধি দেখাইতেছেন] ব্রহ্মণে (প্রথমে ব্রহ্মাকে নারায়ণ এই উপদেশ করেন) ব্রহ্মা পুত্রেভ্যঃ (পরে ব্রহ্মা নিজপুত্র সনকাদি চারিটি পুত্রকে) নারদ তাহাদের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করেন। আমি নারদের নিকট ইহা শুনিয়াছি। আমার নিকট হইতে তোমরা শ্রবণ করিলে। গান্ধর্ব্বি ! এক্ষণে তোমরা নিজ-গৃহসমীপে গমন কর ॥১০০॥

অনুবাদ—অনন্তর মহর্ষি দুর্ব্বাশা এই তাপনী শ্রুতির প্রামাণিকতার জন্য সম্প্রদায়-শুদ্ধি দেখাইতেছেন, যথা—প্রথমে নারায়ণ স্বয়ং ব্রহ্মাকে এই উপদেশ দেন, পরে ব্রহ্মা নিজপুত্র সনকাদিকে উহা উপদেশ করিয়াছিলেন। নারদ তাঁহাদের নিকট হইতে অবগত হইয়া আমাকে উহা উপদেশ করিয়াছেন। হে গান্ধর্ব্বি ! আমি তোমাকে উহা উপদেশ করিলাম। এক্ষণে তোমরা নিজ নিজ আলয়-সমীপে আশ্রমে গমন কর ॥১০০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর—ময়া বেদতৎসম্প্রদায়তো যথাশ্রুতং যুষ্মান্ প্রতি তথা প্রোক্তমিত্যাহ—ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুত্রেভ্য ইতি। হে গান্ধর্ব্বি ! ময়া ইদং ব্রহ্ম-পুত্রেভ্যঃ নারদাৎ যথা শ্রুতং তথা ময়া যুষ্মান্ প্রতি প্রোক্তম্। হে গান্ধর্ব্বি সর্ব্বা যূয়ং স্বালয়ান্তিকং স্বাশ্রমপ্রদেশং প্রতি গচ্ছধ্বম্। আদ্যং 'ব্রহ্মণে' ইতি পদং পূর্ব্বশ্লোকে যোজিতম্। নারদায় ইত্যত্র পঞ্চম্যাঃ

সুপাং সুলুগিতি সূত্রেণ ডাদেশঃ। আদ্যং তথা ইতি পদং যথা ইত্যর্থে ॥১০০॥

"ভবসন্তাপসন্তানশাতনী তাপনী শ্রুতিঃ।
তদর্থবোধনীটীকা জনার্দ্দনবিনির্ম্মিতা ॥"

॥০॥ ইতি শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরবিরচিতায়াং গোপালতাপনীটীকায়া-
মুত্তরতাপনীটীকা সমাপ্তা ॥০॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃত টীকানুবাদ—ময়েত্যাদি—আমি বেদ ও তদধ্যাপক সম্প্রদায় হইতে যেমন শুনিয়াছি, তোমাদিগের কাছে তাহা বলিলাম, এই কথাই বলিতেছেন,—'ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুত্রেভ্যঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। হে গান্ধর্ব্বি ! আমি (দুর্ব্বাশা, ইদং—এই তাপনী-ভাষিত (ব্রহ্ম-পুত্রেভ্যঃ) সনকাদি সমীপ হইতে নারদ পাইয়াছেন, তাঁহা হইতে আমি পাইয়াছি। এক্ষণে গান্ধর্ব্বি ! তোমাদের কাছে তাহা বলিলাম। হে গান্ধর্ব্বি ! তোমরা সকলে নিজ বাসস্থানের নিকটে স্থিত আশ্রমে যাও। এই পূর্ব্বশ্রুতিস্থ প্রথম 'ব্রহ্মণে' পদটি পূর্ব্বশ্লোকে যোজিত জানিবে। 'নারদায়' এই পদটি 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে পঞ্চমীস্থানে 'ডা' আদেশটি, য লোপ দ্বারা 'নারদা' হইবে। ইহার অর্থ নারদ হইতে। প্রথম 'তথা' পদটি যথা অর্থে অর্থাৎ যেমন শুনিয়াছি সেইরূপ বলিলাম।

[ভবসন্তাপেত্যাদি শ্লোকার্থ—এইরূপ সংসারের সন্তাপসমূহের নিবারক এই তাপনী শ্রুতি। তাহার অর্থবোধনী টীকা জনার্দ্দন পণ্ডিত কর্তৃক রচিত। ইতি—শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্ট-বিরচিত-গোপালতাপনী টীকায় উত্তর তাপনী টীকা সমাপ্তা] ॥১০০॥

শ্রীবিশ্বনাথ—অথ নারায়ণঃ 'সোঽহং গুরুস্ত্বেবং চিন্ত্য' ইতি

ব্রহ্মাণমুপদিশতি এক ইতি। এক এব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়োঽনুপ্রবিষ্টোঽহং 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদি'তি শ্রুতেঃ। মুখ্যং প্রবেশং বারয়তি সর্ব্বব্যাপীতি। আকাশাদিতুল্যত্বং বারয়তি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতি। মীমাংসকমতং বারয়তি কর্ম্মাধ্যক্ষ ইতি 'ফলমত উপপত্তেরি'তি ন্যায়েন। নৈয়ায়িকমতেশ্বরতুল্যত্বং বারয়তি। সর্ব্বভূতাধিবাস ইতি। সর্ব্বভূতানাং বাসোঽধিষ্ঠানং স এব কর্ত্তা স এব উপাদানমিত্যর্থঃ। 'প্রকৃতিশ্চ দৃষ্টান্তানুরোধাদি'তি ন্যায়েন। পরিণামিতয়োপাদানত্বং বারয়তি সাক্ষী-নির্ব্বিকার ইত্যর্থঃ। 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদি'তি ন্যায়েন। চিদ্রূপ-ত্বেঽপি স্বস্য চিচ্ছক্তিত্বং দর্শয়তি চেতা ইতি। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসিরিতি কর্ত্তৃপ্রত্যয়াৎ। তাদৃশত্বং 'চেক্ষতের্নাশব্দমি'তি ন্যায়েন। শক্তিমত্ত্বস্য স্বাভাবিকত্বং দর্শয়তি। কেবল ইতি 'প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাদি'তি ন্যায়েন। 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া-চে'তি শ্রুতেঃ। তস্যা শক্তেঃ স্বাভাবিকত্বমেবোপপাদয়তি নির্গুণশ্চেতি। অত্র গুণাঃ স্বত্বাদয়স্তৎপ্রেরকত্বাদিতি ভাবঃ। অথ তদ্বিভূতীরপি নমস্যত্বেনোপদিশতি রুদ্রায়েত্যাদি পঞ্চদশভির্মন্ত্রৈঃ। উপসংহরতি দত্ত্বেতি তদেবং পুণ্যতমামুত্তরতাপনীরূপাং স্তুতিং সর্ব্বভূতানাং কর্ত্তৃত্বঞ্চ দত্ত্বান্তর্হিতবানিত্যর্থঃ। স্বস্য স্বরূপমাবিষ্টতয়া বিদ্যতে যস্মিন্ তস্মৈ। অথ দুর্ব্বাশাঃ স্বোপদেশপ্রামাণ্যায় স্বসংপ্রদায়মাহ ব্রহ্মণ ইতি।

নারদেত্যাকারান্তঃ পাঠঃ পঞ্চম্যাং ছান্দসঃ। সুপাং সুলুক্ পূর্ব্বসবর্ণ আৎশে যা ডাড্যাযা জাল ইতি ডাদেশঃ। আপ্তং তথেতি পদং যথেত্যর্থে উক্তবং তু স্বার্থ এবেতি। ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ ব্রহ্মপুত্রৈঃ শ্রুতং তেভ্যো-নারদেন তস্মাচ্চ ময়া মত্তশ্চ ত্বয়েত্যর্থঃ। স্বালয়স্যান্তিকং নতু স্বালয়মেবেতি শ্রীকৃষ্ণসনাথবনাগমনমভিপ্রেয়তে।

গান্ধর্ব্বী বরগন্ধর্ব্বা গন্ধবন্ধুরশর্ম্মণে।
বৃন্দাবনাবনীবৃন্দ নন্দিনে নন্দতাত্মনঃ ॥৯৭-১০০ ॥
বিশ্বেশ্বরক জনার্দ্দনভট্টাভ্যাং বৈদিকাচার্য্যাভ্যাম্।
তত্ত্বং প্রবোধয়তি নালিখিতং চিত্রমন্ত্রতারতম্যেন ॥

॥০॥ ইতি—শ্রীশ্রীগোপালতাপন্যাঃ টিপ্পনী সমাপ্তা ॥০॥

শ্রীবিশ্বনাথ-কৃত টীকানুবাদ—অথেত্যাদি অতঃপর সিদ্ধান্ত এই—আমিই সেই (শ্রীনারায়ণ) গুরু, গুরুকে এইরূপ চিন্তা করিবে, ইহা ব্রহ্মাকে উপদেশ দিতেছেন—এক ইত্যাদি আত্ম শ্রুতিদ্বারা। একঃ—এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় তত্ত্ব, শ্রুতিপ্রমাণ 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়' আমি সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট আছি। শ্রুতি বলিয়াছেন—'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' জগৎ—সৃষ্টি করিয়া তিনি সেই জগতের সকলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এই প্রবেশ লৌকিক প্রবেশের মত মুখ্য প্রবেশ নহে, তাহার তুল্য, তাহার কারণ যে তিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি সকল স্থানে আছেন, তাঁহার পক্ষে সেই মুখ্যপ্রবেশ সম্ভব কিরূপে হইবে? মুখ্য প্রবেশ বলিলে একস্থান হইতে অন্যত্র যাওয়া বুঝায়। তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও আকাশাদির মত নহেন, তাহাই বলিতেছেন—সর্ব্বভূতান্তরাত্মা এই পদের দ্বারা। তিনি সকল বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া পরিচালক। অতঃপর মীমাংসকগণের মতের প্রতিবাদ করিতেছেন—কর্ম্মাধ্যক্ষ এই বিশেষণ দ্বারা তিনি কর্ম্মফলের দাতা, মীমাংসকরা তাহা বলেন না, তাঁহারা কর্ম্মকে ঈশ্বর বলেন; এই মত নিরসন হইয়াছে, 'ফলমত-উপপত্তেঃ' এই বেদান্ত সূত্র তাহার প্রমাণ, ফল কি কর্ম্মগত? অথবা ঈশ্বর তাহার দাতা? উত্তর—ঈশ্বর সেই কর্ম্মফলদাতা, কারণ যেহেতু কর্ম্ম জড় ও বিনাশী, তাহার ফল কিন্তু কালান্তরে হইয়া থাকে, এই অসঙ্গতির জন্য কর্ম্মকে ফলদাতা বলা যায় না। অতঃপর নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মত-

সিদ্ধ ঈশ্বরতুল্য এই ঈশ্বর নহেন, ইহাই বারণ করিতেছেন 'সর্ব্বভূতাধিবাসঃ' এই পদটি দ্বারা, সকল বস্তুর তিনি অধিষ্ঠান, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই উপাদান কারণ, ইহাই তাৎপর্য্য। পারমর্ষ সূত্রও তাহা বলিতেছেন 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুরোধাৎ' ব্রহ্মকে যে জগৎকারণ বলা হইয়াছে ; এই কারণ কি ? নিমিত্ত কারণ ? অথবা সমবায়ি কারণ ? তন্মধ্যে কেবল নিমিত্ত কারণই তিনি এমন নহে, উপাদানকারণও ব্রহ্ম, যেহেতু তাহাতে প্রতিজ্ঞা বাক্য (তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ যেনাশ্রুতংশ্রুতং ভবতি) এবং তাহার দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে (যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞায়তে ইত্যাদি) ইহাদের কোনো অসঙ্গতি হয় না। যদি বল, পরিণাম থাকায় প্রকৃতিই জগৎ কারণ বলিব, উত্তর—তাহা নহে ; যেহেতু ব্রহ্ম—সাক্ষী, নির্ব্বিকার, প্রকৃতি—সবিকার জড়। এ-বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রও প্রমাণ—যথা 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি ব্রহ্ম—নির্ব্বিকার সেবিষয়ে শ্রুতিও আছে—বিকারব্যতিরেকেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব শ্রুত আছে, অতএব ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ইহা শ্রুতিপ্রমাণ সিদ্ধ। ব্রহ্মের চিৎস্বরূপত্বেও তাঁহার চিৎশক্তিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন 'চেতাঃ' এই পদে। 'সর্ব্বধাতুভ্যোঽসিঃ', এই কর্ত্তৃপ্রত্যয়, তাদৃশত্ব "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই ন্যায়ানুসারে। শক্তিমান্ তাঁহার স্বাভাবিকত্ব দেখাইতেছেন —'কেবলঃ' এই শব্দে। "প্রকাশাশ্রয়তদ্বা তেজস্ত্বাৎ" এই সূত্রানুসারে, শ্রুতি বলেন—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ" তাঁহার কার্য্যও নাই, করণও নাই, তাঁহার সমানও নাই, অধিকও নাই, তাঁহার পরা শক্তি বিবিধা, যথা—জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী। তাঁহার শক্তির স্বাভাবিকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—"নির্গুণঃ" এস্থলে গুণ-শব্দে সত্ত্বাদি, তৎ প্রেরকত্বহেতু এই ভাব। অনন্তর তাঁহার বিভূতিও নমস্য। পঞ্চদশ মন্ত্রে তাহা বলিতেছেন। উপসংহারে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মাকে

অথবা যাহাতে নিজ স্বরূপ আবিষ্টরূপে বর্ত্তমান, তাহাকে উত্তর তাপনীর এই পুণ্যতমা স্তুতি এবং সর্ব্বভূতের কর্ত্তৃত্ব প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

[৯৯ শ্রুতিস্থ 'স্বস্বরূপিণে' ইহার অর্থ ব্রহ্মাতে আবিষ্টরূপে নারায়ণের স্বরূপ যাহাতে আছে, তাদৃশ ব্রহ্মাকে। অথেত্যাদি অতঃপর দুর্ব্বাশাঃ নিজোপদেশের প্রামাণিকতা দেখাইবার জন্য স্ব-সম্প্রদায় বলিতেছেন—'ব্রহ্মণে' ইত্যাদি মন্ত্রে] 'নারদা' ইহা আকারান্ত-পাঠ, 'নারদায়' এইরূপ পাঠ নহে। 'নারদা' ইহার অর্থ নারদ হইতে পঞ্চমী বিভক্তিস্থানে বৈদিক ডাদেশ, তাহার সূত্র—'সুপাং সুলুক্ পূর্ব্বসবর্ণ আৎশে যা ডাড্যাযা জাল'। প্রথম তথা পদটি 'তথাশ্রুতম্' এইরূপ পাঠে উহার অর্থ যথা। দ্বিতীয় তথা শব্দটি স্বার্থে। ব্রহ্মণে ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মপুত্রগণ শুনিয়াছেন, তাহা হইতে নারদ শুনিয়াছেন, নারদ হইতে আমি দুর্ব্বাশা শুনিয়াছি, আমার নিকট হইতে গান্ধর্ব্বি! তুমি শুনিলে এই অর্থে। স্বালয়াস্তিকম্ কথাটির উদ্দেশ্য নিজ আলয় নহে, আলয়-সমীপে, ইহার অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণযুক্ত বনে যাইবার জন্য।

টীকাকারের প্রার্থনা—

১। গান্ধর্ব্বী একজন প্রধানা গন্ধর্ব্বা তাঁহার প্রেমবন্ধুর মঙ্গলময় শ্রীহরিতে যিনি বৃন্দাবনারণ্যরূপ ভূমণ্ডলের আনন্দদায়ক, তাঁহাতে আমার মন রমণ করুক।

২। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্ট ও জনার্দ্দন ভট্ট—ইঁহারা দুইটি বৈদিকাচার্য্য ইঁহারা মন্ত্রবৈচিত্র্য ও তারতম্য-অনুসারে সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অলিখিত যেমন কিছুই গ্রহণ করেন নাই, সেই প্রকার আমাদেরও প্রবোধ জন্মাইতেছে।

ইতি—শ্রীশ্রীগোপালতাপনীর টীকা সমাপ্তা।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতির উপসংহার করিতেছেন—"দত্ত্বা স্তুতিং" ইত্যাদি দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ আবিষ্টরূপে বর্ত্তমান, সেই ব্রহ্মাতে এই পুণ্যতমা উত্তর তাপনীরূপা স্তুতি এবং সর্ব্বভূতের কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দুর্ব্বাশা নিজ-উপদেশের প্রামাণিকতা-স্থাপন-মানসে নিজ সম্প্রদায়ের পরিচয় দিতেছেন। এই গোপালতাপনী শ্রুতির সিদ্ধান্তসমূহ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, তৎপরে ব্রহ্মা নিজপুত্র সনকাদি চতুষ্টয়কে বলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট নারদ শ্রবণ করিয়াছেন এবং শ্রীনারদের সকাশে দুর্ব্বাশা মুনি শ্রবণ করিয়া যথাশ্রুত বিষয় গান্ধর্ব্বীকে উপদেশ করিলেন।

শ্রীগোপালতাপনীর পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগ বর্ণনের পর শ্রীকৃষ্ণ-সংযুক্ত-বনপ্রদেশে নিজালয়ে গমন করিতে বলিলেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীশ্রীগোপালদেবো জয়তি।

গোপালতাপনীনামোপনিষদ্ ব্রহ্মদর্শনম্।
গোপীজনবল্লভস্য কৃষ্ণস্য তত্ত্ববোধনম্॥

তত্র পূর্ব্বোত্তরৌ ভাগৌ পূর্ব্বে কৃষ্ণস্য পূজনম্।
সাঙ্গোপাঙ্গং যথাশাস্ত্রং বর্ণিতং ব্রহ্মণো মুখাৎ॥

উত্তরস্মিন্ গোপিকানাং প্রশ্নোঽয়ং স হরিঃ কথম্।
ব্রহ্মচারী গোপনারী-বিলাসী যন্মুহুর্ম্মুহুঃ।
পরকীয়ারতেঃ শঙ্কা গোপীনামুপনায়কে।
কর্ত্তব্যা নহি, ভেদঃ কিং শক্ত্যা শক্তিমতঃ ক্বচিৎ॥
ব্রহ্মচারী হরিঃ সাক্ষাৎ প্রকটো গোপলীলয়া।
স্বশক্তিষু স্ববিলাসঃ প্রাকৃতো নহি মন্যতাম্॥
শ্রীজীব-বিশ্বনাথাদি তত্ত্বাচার্য্যা মহাপ্রভোঃ।
পদাঙ্কানুগতা ভাষ্যং তত্ত্বার্থং তেন্নুরত্র বৈ॥
ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী তেষাং দাসানুদাস্যভৃৎ।
বিততান তত্ত্বকণাং গুরুবর্গপ্রসাদতঃ॥
খর্ব্বস্যেন্দো জিঘৃক্ষেব পঙ্গো র্বা গিরিলঙ্ঘনে।
কামবত্তস্য কামোঽয়ং ক্ষম্যতাং কৃপয়া বুধৈঃ॥

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়॥

ইতি—শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদের উত্তরবিভাগের তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥১০০॥

গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

উপনিষদ্-গ্রন্থমালা-সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিমত—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ আশুতোষ-অধ্যাপক শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, শাস্ত্রী, এম্, এ ; পি, আর্, এস্ ; ডি, ফিল্; এফ, আর, এ, এস্ (লণ্ডন), স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ মহোদয় কর্তৃক লিখিত—

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মচেতনার মূলে রহিয়াছে বেদোপনিষৎ। পরমকল্যাণরূপ যে নিঃশ্রেয়স—যাহার উপরে আর কোন শ্রেয়ঃ নাই, উপনিষদে তাহারই উপদেশ আছে। যাহাকে লাভ করিলে সমস্ত চাওয়া-পাওয়া চিরতরে চরিতার্থ হয়, উপনিষৎ তাহারই পরিচয় দিয়াছে। পারমার্থিক জ্ঞানের দ্বারাই সেই কল্যাণ লাভ হয়। জ্ঞান বলিতে পরতত্ত্বের জ্ঞান—যথার্থ সত্যের উপলব্ধি। দেশ, কাল বা স্বার্থের কোন সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে নিখিলের সঙ্গে, অসীমের সঙ্গে মিলিত হইবার সে সাধনা। উহাতে বন্ধন নাই। দুঃখ নাই, আছে শুধু বন্ধনহীন স্বরূপ-উপলব্ধির আনন্দ।

এই অমৃততত্ত্বের উপদেশ দিয়াছে বেদের উপনিষদ্ভাগ। উপনিষদে আছে বেদের সার এবং শেষ কথা। তাই ইহার নাম বেদান্ত বা বেদের সারসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের 'উপ' অর্থাৎ নিকটে উপস্থিতি ঘটিলে উহার কিরণ মঞ্জুষায় 'নি' অর্থাৎ নিশ্চিত জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহাতে অজ্ঞান 'অবসাদিত' অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। উপনিষৎ শব্দের ইহাও এক তাৎপর্যার্থ।

ইহা আমাদের বিশেষ আনন্দের কথা যে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন উপনিষদের সেই অমৃতময় তত্ত্বের প্রচার ও প্রসারকল্পে ত্রিদণ্ডি-শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি গোস্বামি মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাসম্ভারে সমৃদ্ধ কয়েকটি উপনিষদ্গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর—এই নয়খানি উপনিষৎ এ পর্যন্ত তাঁহারা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহারা গোপালতাপনীও প্রকাশ করিবেন জানিতে পারিলাম। তাঁহাদের এই সুমহৎ কার্য স্বকীয় গুণগৌরবেই অজস্র প্রশংসার দাবী রাখে। লোকসমাজে এই সমুজ্জ্বল শাস্ত্ররত্নের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার আন্তরিক-ভাবে কামনা করি।

অদ্বৈতবংশ্য
শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ,
আশুতোষ-অধ্যাপক।

২৮।১।৭৩

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারসম্ভূত **ডক্টর শ্রীসীতানাথ গোস্বামী** এম্, এ; ডি, ফিল্; বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত নয়খানি উপনিষদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়সম্মত সংস্করণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন এই গ্রন্থগুলি

প্রকাশিত করিয়াছেন একমাত্র ভগবদিচ্ছায় প্রেরিত হইয়া, অন্যথা এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ এত সুলভমূল্যে বিক্রীত হইত না। শাস্ত্র-প্রচারের পবিত্র ব্রত অবলম্বন করিয়া তাঁহারা যেরূপ নিখুঁত সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত স্বনামধন্য সম্পাদকের এইগুলিই প্রথম শাস্ত্রগ্রন্থ নহে, ইতিপূর্বে এই নাম-দুইটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে তথা দার্শনিকসমাজে সুবিদিত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি 'বেদান্তসূত্রম্' গোবিন্দভাষ্যসহ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা গীতাভূষণভাষ্যসহ। এই গ্রন্থদ্বয়ের উপর যথাক্রমে সিদ্ধান্তকণা ও অনুভূষণ টীকাদ্বয় উক্ত সম্পাদকের অসাধারণ কীর্তি। এই সুপরিচিত সম্পাদকের সম্পাদিত নয়খানি উপনিষদের সংস্করণ যে সুন্দর হইবে তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি মনের আবেগে না বলিয়া পারি না যে, উপনিষদ্‌গুলির উপরে লিখিত 'তত্ত্বকণা' টীকাটি অতি অপূর্ব হইয়াছে।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ দশখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ভাষ্যগুলি জনসমাজে বহুল প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। বর্তমান জগতে মুদ্রাযন্ত্রের যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছে সুতরাং অমুদ্রিত হস্তলিখিত গ্রন্থ অনাদৃতই থাকিয়া যায়। যে-রত্ন পথিপার্শ্বে অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহা বহুমূল্য হইলেও সমাদৃত হয় না, উপযুক্ত রত্নশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে পারেন এবং অনাদৃত রত্নটিকে জনসমাজে উপস্থাপিত করিয়া তাহার মহার্ঘতা বুঝাইয়া দেন। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ সেই অপ্রচলিত টীকাকে প্রকাশিত করিবার পর আজ সর্বত্র ঈশোপনিষদের বলদেবকৃত টীকা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। অবশিষ্ট নয়খানি উপনিষদের উপরে বলদেবকৃত

টীকা আজ অনুপলব্ধ রহিয়া গেল, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। অপর কোনও সময়ে কোনও জহুরী কোন্ সুদূর গ্রাম্য পরিবেশের মধ্য হইতে অপর টীকাগুলি উদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করিবেন—এই আশা মনের মধ্যে রাখিলাম। কিন্তু দুঃখের মধ্যে সুখের কথা এই যে, শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি মহারাজ তাঁহার 'তত্ত্বকণা' নামক টীকার দ্বারা গৌড়ীয় সিদ্ধান্তানুগ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বোধ করি বলদেবের টীকার অভাবটি আংশিক দূরীভূত করিয়াছেন। উপনিষদের সহিত গীতার তত্ত্বের অভেদপ্রতিপাদন, গীতার সহিত ব্যাসসূত্রের, ব্যাসসূত্রের সহিত ভাগবতের এবং ভাগবতের সহিত চৈতন্যচরিতামৃতের একত্ব উপপাদিত করিয়া আমাদের আচার্যগণ যে শাস্ত্রধারার অবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন তাহারই উন্মেষ ও সহজ সমাবেশ দৃষ্ট হইবে এই 'তত্ত্বকণা' টীকাতে। শ্রুত্যর্থবোধিনী টীকাতে পণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ মহাশয় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পরিপালনের জন্য তিনি এই সম্প্রদায়ের সকলের শ্রদ্ধা সমাকর্ষণ করিবেন।

ঈশোপনিষদ্ ব্যতীত কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বলদেবকৃতা টীকা দুর্লভ হওয়ায় রঙ্গরামানুজকৃতা 'প্রকাশিকা' টীকা সংযোজিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এই টীকাটি সাদরে অধ্যয়ন করিবেন, ইহা একটি প্রাচীন টীকা। পরবর্তী গ্রন্থরূপে এই মিশন প্রকাশিত করিতেছেন 'গোপাল-তাপনী' উপনিষদ্। ইহাতে বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদের টীকা, অন্বয়, অনুবাদ প্রভৃতি সংযোজিত থাকিবে। আশা করা যায় যে, ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

এই মিশনের এই প্রয়াস সর্বথা প্রশংসনীয়। গোস্বামিশাস্ত্রের অভিবৃদ্ধির জন্য তাঁহারা যে প্রযত্ন অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র

বঙ্গপ্রদেশ ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় এই মিশনকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহাদিগের সকল প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হউক্।

"কল্যাণী"
৬৩।১এ, সেলিমপুর লেন,
কলিকাতা-৩১
২৫. ১২. ১৯৭২

শ্রীসীতানাথ গোস্বামী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ন্যায়াচার্য শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, এম্, এ ; মহোদয়ের লেখনীতে পাই—

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন ও মিশন হতে ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডূক্য তৈত্তিরীয় ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর এই নয়টি উপনিষদ্ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছেন। এতে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছি। গ্রন্থগুলিকে সুদৃশ্য সুখপাঠ্য ও সুবোধ্য করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদার্হ। আশা করি ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকও এইভাবে অচিরেই লোকলোচন-গোচর হবেন।

ইদানীন্তন মানবসমাজ বিশ্বগ্রাসী ভৌতিক ভোগলালসায় পশুপ্রায়। পরপীড়নপ্রবণতা ও আত্মম্ভরিতা মানবিকতার কণ্ঠরোধে সমুদ্যত। এই উৎকট সংকট সময়ে উপনিষদের প্রসার ও প্রচার সুসঙ্গত, সময়োচিত ও অকৃত্রিম মানববান্ধবতার পরিচায়ক। উপনিষদ্ সীমাশূন্য মহিমায় উদ্ভাসিত। উপনিষদের আলোকে মানবাত্মা স্বীয় মহনীয়-

তম অলৌকিক স্বরূপের সন্ধান পায়। নশ্বর নিঃস্ব বিশ্বে উপনিষদ্ স্বর্ণময় সনাতন সম্পদ্, ভারতের সর্বোত্তম অনুপম নিধি। উপনিষদের প্রভায় সত্যসমীক্ষারত ব'লেই ভারত ভা-রত। উপনিষদ্ অবিরত বর্ষিত শ্রাবণ বারি ধারা, যার দ্বারা সংসারে অহর্নিশ ধূমায়িত প্রজ্বলিত ঈর্ষ্যা হিংসা রাগ দ্বেষ অহঙ্কার সংঘর্ষ দাবানল নিঃশেষে নির্বাপিত হয়, নব নব জীবনসমস্যায় বিবশ মানবনিবহের সকল সন্তাপ অপগত হয়। এই শাস্ত্র অধ্যাত্ম-আকাশে ভাস্বর ভাস্কর, যার পূত প্রখরপ্রকাশে মানুষের আন্তর নিবিড় অজ্ঞানতিমির চিরতরে দূরীভূত হয়। বিষম বিষয়বাসনা-বিষমূর্চ্ছিতের নিকট পীযূষপ্রবাহসম এই উপনিষত্ শাস্ত্র অনাদি ভ্রান্তি-অশান্তিনাশক এবং অনন্ত শাশ্বতশান্তির প্রশান্ত মহাসাগর। উপনিষদের প্রকাশ ও প্রচার সদা বন্দনীয় ও চিরবাঞ্ছনীয়। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন ও মিশনের প্রাণপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপসিদ্ধান্তী মহারাজ এই সর্বজনবরণীয় পুণ্যকর্মে মহাসমারোহে প্রবৃত্ত ও অগ্রসর হয়েছেন, এতে কে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধালু না হবে?

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মপথিক-আচার্য্য প্রস্থানত্রয়ের প্রচার অপরিহার্য্য মনে করেন। অদ্বৈত বেদান্তী শৈবাচার্য্যগণ পরম্পরানুসারে প্রস্থান-ত্রয়ের প্রচারে মনোনিবেশ করেছেন। দ্বৈতবেদান্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরম্পরাক্রমে অনুরূপ প্রয়াস করেন নাই। এইজন্য বৈষ্ণবসমাজে প্রস্থানত্রয়ের বহুল প্রচার হয় নাই। এতে সকলের নির্বেদ ও খেদ হওয়া স্বাভাবিক। ঔপনিষদ পরমপুরুষের প্রেরণায় শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী মহারাজ ঐ সঞ্চিত খেদ নির্বেদের দূরীকরণের জন্য উদ্যত ও উদ্যমরত হয়েছেন। এতে সকলের আশ্বাসিত ও আহ্লাদিত হওয়ারই সুযোগ হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসন্ন্যাসী সিদ্ধান্তী মহারাজ ইতঃপূর্বে শ্রীগোবিন্দভাষ্য-ভূষিত বেদান্তদর্শন সুরম্যরূপে প্রকাশিত করেছেন। তাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসমন্বিত ব্যাখ্যাবিবৃতি যোজনা করে দুরূহ বেদান্ততত্ত্বকে সার্বজনীন বোধগম্য করেছেন। ঐ একটি কার্য্যের জন্যই তিনি সারস্বত সাধকসম্প্রদায়ে সদা সম্মানিত হয়ে থাকবেন। এখন উপনিষদ্ ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়ে তিনি অদম্য উত্‌সাহ, অসীম বৈদুষ্য, সমুচিত মানবহিতৈষিতা ও অনুকরণীয় শাস্ত্র প্রচারব্যসনিতায় সকলের স্তুতির বিষয় হয়েছেন। তদীয় ব্যাখ্যাদিসহিত উপনিষদ্ সমাজে অধ্যাত্ম-জাগরণ আনয়নে সমর্থ হবেন মনে করি। জটিলতত্ত্বকে স্বচ্ছভাষায় সহজবোধ্য করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। আমি তাঁর এই মহতী কীর্তির, এই জ্ঞানপ্রসারব্রতের জন্য সশ্রদ্ধ সাধুবাদ জানাই। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হয়েও তিনি যে মনুষ্যসমাজের প্রকৃত সেবায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার জন্য মনুষ্য সমাজে তিনি চিরস্মরণীয় হবেন। আমি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীচরণদ্বন্দ্বে অকপট কামনা জানাই—শ্রীমত্‌ সিদ্ধান্তী মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট সম্পাদন করে বিশ্ববৈষ্ণবসভায় সভাজিত হোন্।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (শাস্ত্রী) এম্, এ; তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের মন্তব্যে পাই—

সারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন হইতে প্রকাশিত নয়খানি উপনিষদ্ দেখিয়াছি। উহার মধ্যে আটখানি উপনিষদে বিশিষ্টা-

দ্বৈত সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজাচার্য্যের ভাষ্য ও শ্রুত্যর্থ-বোধিনী নামক নব্য একটি টীকা, অন্বয়ানুবাদ, মূলানুবাদ ও তত্ত্বকণা নামক প্রাঞ্জল বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা মুদ্রিত হওয়ায় এই সকল গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমি এই সকল গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদিগণের যে কোন ব্যক্তি ইহা পড়িয়া শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। তত্ত্বকণায় নিজ মত সমর্থনের জন্য যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। সিদ্ধান্ত বিষয়ে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও এবং যুক্তিতর্ক সকলের গ্রহণযোগ্য না হইলেও স্বসম্প্রদায়ে ইহা যে অতুলনীয়, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এ যুগে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রকৃত পাঠক ও সমালোচক অতীব বিরল। তন্মধ্যে যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পড়িবেন, তাঁহারা আনন্দিত হইবেন। আমি এই সকল গ্রন্থের বহুল প্রচার ও সমালোচনা কামনা করি। ইতি

২০।৯।৭৩ শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী
৯ রাজকৃষ্ণ

কলিকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম্, এ; পি, আর, এস্; ডি, লিট মহোদয় লিখিয়াছেন—

'শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন' কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পরম আদরণীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামী মহাশয়

কর্ত্তৃক সম্পাদিত সটিক ও সবিবরণ 'ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তরীয়, ঐতরেয়, প্রশ্ন ও শ্বেতাশ্বতর' নয়খানি উপনিষদ্ গ্রন্থরত্ন পাঠ করিয়া যে কি পরিমাণ আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার ভাষা নাই। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনিষদ্ সাহিত্যের প্রতি সমধিক রুচি জাগিয়াছে। সাক্ষাৎভাবে গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে উপনিষদ্ গ্রন্থের তত্ত্ব বুদ্ধিস্থ করা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা পরম আনন্দের বিষয় যে, গোস্বামী মহোদয়ের সম্পাদনায় বিবরণাংশ এরূপভাবে সহজবোধ্য হইয়াছে যে, অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে অর্থবোধে কোন বাধা হইবে না।

আরও কথা এই যে, বিবৃতিগুলি সর্ব্বত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধান্তানুসারে হওয়ায় উহাদের মর্য্যাদা সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আমার একান্ত বিশ্বাস এই গ্রন্থগুলির প্রকাশে সুধীপাঠকসমাজ সাতিশয় উপকৃত হইবেন। আমি এই অনুপম গ্রন্থরাজির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

কলিকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পরম পণ্ডিত **শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য** এম্, এ; পি, আর, এস্ (লণ্ডন) মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত—

শ্রীস্বারস্বত গৌড়ীয়াসন মিশন হইতে প্রকাশিত ও ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তি গোস্বামি কর্ত্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন উপনিষদ্ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্মত টীকা ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সম্মত তত্ত্বকণা-নাম্নী ব্যাখ্যা এই প্রকাশনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। সর্বসাধারণের বোধ্য প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় এইভাবে উপনিষদের গম্ভীর তত্ত্ব প্রকাশ করা অতিদুরূহ কার্য্য। ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া ধারণা হইল, গ্রন্থসম্পাদক এই কার্য্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

আর্য চিন্তাধারা সুশৃঙ্খলগতিতে প্রবাহিত হইয়া কিভাবে পরমগম্যে বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছিল বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদ্‌ই ঐ তাত্ত্বিক চিন্তার মূল উৎস। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি আত্মার উপাদেয়তা ও জীবের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া যুগে যুগে মানবকুলকে নিঃশ্রেয়সের পথে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। পরম কল্যাণের পথ প্রদর্শক উপনিষদের বাণী যত প্রচারলাভ করে ততই মঙ্গল।

তত্ত্বদর্শী আচার্য্যগণের ভাষ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে উপনিষদ্ তত্ত্বের গূঢ়মর্ম ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বনে রচিত এইরূপ উপনিষদের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীমৎ সিদ্ধান্তি মহারাজের এই অভিনব উদ্যম সুধীসমাজে বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইবে ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইতি—

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা।

১৬. ৩, ৭৩.

কলিকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্চারার **শ্রীযুক্ত কালীচরণ শাস্ত্রী**, এম্, এ; ডবলিউ, বি, এস, ই, এস; এফ, আর, এ, এস, (লণ্ডন) মহোদয়ের অভিমতে পাই—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তি গোস্বামী প্রভুপাদের সুযোগ্য সম্পাদনায় শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যার্ণব, ভক্তিপ্রমোদ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঈশাদি উপনিষদ্ গ্রন্থরাজি পাইয়া পরম পুলকিত হইলাম। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ও শ্রীগোবিন্দভাষ্য সম্বলিত চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ ব্রহ্মসূত্র এই মহাগ্রন্থদ্বয় সম্পাদনা করিয়া উক্ত গোস্বামী প্রভুপাদ বঙ্গীয় দর্শনশাস্ত্রানুরাগি-সমাজের, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমাদের দেশে উপনিষৎ সমূহের শঙ্কর ভাষ্যের পঠন পাঠনই সচরাচর হইয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যাবলী বিলুপ্তপ্রায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুনীন্দ্রকৃত 'প্রকাশিকা' ভাষ্যও আমাদের দৃষ্টি পথে বড় পড়ে না। সম্প্রতি উক্ত গোস্বামী প্রভুপাদের সুযোগ্য সম্পাদনায় ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর এই নয় খানি উপনিষৎ প্রকাশিত হইল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম আদরণীয় গোপালতাপনী শ্রুতি গ্রন্থখানি মুদ্রণ যন্ত্রস্থ; উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আশা করি ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই মহোপনিষদ্দ্বয় আশু প্রকাশ লাভ করিবে। গোস্বামী প্রভুপাদ পরম করুণাময় পরমেশ্বরের বিশেষ কৃপালাভে ধন্য, অন্যথা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এইরূপ মহাগ্রন্থরাজি এইরূপ অতিআধুনিক রীতিতে সুবিন্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিত না।

অদ্বৈত সম্প্রদায়ের উপনিষদ্ গ্রন্থাবলীর তুলনায় এই গ্রন্থাবলী সম্পাদনাকুশলতায় অনেক উচ্চস্তরের। সম্পাদক গোস্বামিমহারাজ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অধুনালুপ্ত ভাষ্যসমূহের মধ্যে ঈশোপনিষদের ভাষ্যখানি উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসহ মাধ্বভাষ্য, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য 'বেদার্কদীধিতি' ও তৎকৃত উহার বঙ্গানুবাদসহ ভাবার্থ এবং পরিশেষে স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের পরম পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সুললিত বঙ্গভাষায় লিখিত 'তত্ত্বকণা' নাম্নী অনুব্যাখ্যা পরপর সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের একটি মহামূল্য সম্পদ্রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। অধিকন্তু পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহোদয়কৃত শ্রীবলদেব ভাষ্যের সুললিত বঙ্গানুবাদে ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থখানি আরও সুসমৃদ্ধ হইয়াছে।

অপর আটখানি উপনিষদে অপ্রাপ্য শ্রীবলদেব ভাষ্যের স্থলে শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুনীন্দ্র বিরচিত 'প্রকাশিকা' ভাষ্য-প্রদত্ত হইয়াছে। তৎসহ সংযোজিত হইয়াছে সুপণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের 'শ্রুত্যর্থ-বোধিনী' নাম্নী সুবিস্তৃত টীকা। আর স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের পরমপাণ্ডিত্যপূর্ণ বাংলা অনুব্যাখ্যা 'তত্ত্বকণা' তো আছেই; এই 'তত্ত্বকণায়' সম্পাদক মহাশয় শ্রুতিসমূহের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ব্যাখ্যা প্রদানের সার্থক প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

প্রতিটি উপনিষদের ভূমিকাংশে উপনিষৎখানির পরিচয় এবং উপনিষৎ পাঠকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্য-সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা, তারপর প্রতিটি মন্ত্রের মর্মকথা প্রাঞ্জল বাংলাভাষায় প্রদত্ত হওয়ায় সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট দুরূহ বেদান্ততত্ত্বে প্রবেশের

দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থরাজি সম্পাদনায় কোন কার্পণ্য বা অবহেলা প্রদর্শিত হয় নাই। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট সবই এককথায় চমৎকার। তদুপরি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের এবং বিভিন্ন শ্রীমন্দিরের নিত্যপূজিত শ্রীবিগ্রহগণের নয়নাভিরাম আলোকচিত্র সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থরাজি অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। মোটের উপর ঈদৃশ সুসম্পাদিত গ্রন্থ সাহিত্যজগতে সুবিরল। গ্রন্থাবলীর বহুল প্রচার একান্ত কাম্য।

কালীচরণ শাস্ত্রী

জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য্য ডক্টর শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ ; ডি, লিট্ মহোদয় লিখিয়াছেন—

কলিকাতার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া একটি বিশেষ মহত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, যে কার্য্যের মূল্য সকল সুধী সহৃদয় বিপশ্চিৎ পণ্ডিতজন একবাক্যে স্বীকার করিবেন, এবং এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃবর্গকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ দিবেন—সেই কার্য্যটি হইতেছে, মুখ্য উপনিষদ্‌গুলির একটি অভিনব সটীক ও সানুবাদ সংস্করণ। এই সংস্করণের বিশেষত্ব হইতেছে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আম্নায় মতে উপনিষদের প্রকাশ। বেদান্ত-চর্চায় প্রস্থানত্রয়ের প্রামাণিক টীকা ব্যতীত, বেদান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত কোনও সম্প্রদায়ের অথবা দার্শনিক ব্যাখ্যার কোনও মর্য্যাদা নাই। শাঙ্কর বেদান্ত—শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ—শঙ্করাচার্য্য-রচিত টীকার উপর স্থাপিত—তদ্রূপ বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের উপর, দ্বৈতবাদ মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকটি

সর্ব্বজন-স্বীকৃত বৈদান্তিক আম্নায়ের নিজস্ব ভাষ্য আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শনের শাস্ত্রীয় স্থাপনা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে আচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের দ্বারা তাঁহার বেদান্ত-সূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যের মাধ্যমে হইয়াছিল, এবং তৎকৃত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার টীকা গীতাভূষণ ও স্মৃতিপ্রস্থান অনুসারে অচিন্ত্যভেদাভেদ মতবাদের প্রতিষ্ঠায় অন্যতম মৌলিক টীকাত্মক শাস্ত্র। ইতিপূর্ব্বেই এই দুই টীকা গ্রন্থের সহিত, প্রচুর ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতির সহযোগে বেদান্ত-সূত্র এবং ভগবদ্ গীতার প্রকাশনা শ্রীগৌড়ীয় মিশন করিয়াছেন। এবং এই দুই অত্যন্ত উপযোগী পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণের জন্য বঙ্গীয় সুধী সমাজ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তি গোস্বামীর নিকট ঋণী। শ্রুতি-প্রস্থানের সম্পূর্ণ উপনিষদাবলীর টীকা শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্ভবতঃ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত দুইখানি উপনিষদের—যথা ঈশা ও গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা-মাত্র উপলব্ধ হইয়াছে, এই দুইটির মধ্যে শ্রীমৎ শ্রীরূপসিদ্ধান্তি গোস্বামী ঈশোপনিষৎখানির বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা ও তাঁহার স্বকীয় ব্যাখ্যা, টীকা, টিপ্পনী সমেত একখানি সুন্দর সংস্করণে প্রকাশিত করিয়াছেন। গোপালতাপনী উপনিষৎ এখন সম্পাদনা এবং প্রকাশনার অপেক্ষায় আছে।

ইতিমধ্যে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মিশন এই প্রধান উপনিষদগুলি কয়েক বৎসরে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে প্রকাশিত করিয়াছেন—ঈশোপনিষৎ ব্যতিরেকে—কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, প্রশ্ন, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয়। এই সমস্তই শ্রীযুক্ত শ্রীরূপসিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠা এবং শ্রমের ফল। এই উপনিষদ্-গুলির মৌলিক অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত প্রতিপাদক টীকা নাই। বিকল্পে রামানুজাচার্য্যের প্রশিষ্য রঙ্গরামানুজাচার্য্য-পাদের টীকা

(শ্রীসম্প্রদায়মতানুসারী হইলেও) সমেত এই উপনিষৎসমূহ সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত শ্রীরূপসিদ্ধান্তী গোস্বামি মহারাজ স্বকৃত "তত্ত্বকণা" ব্যাখ্যায় অচিন্ত্যভেদাভেদ-মূলক গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অভাব নিরসনের সার্থক প্রয়াস করিয়াছেন। উপনিষদের পূর্ণ শাস্ত্রীয় আলোচনায় এখন শ্রীগৌড়ীয় মিশনের এই সংস্করণ অপরিহার্য্য হইবে বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশের অনূচান শাস্ত্রবিৎ সুধী সমাজের নিকট শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসনের অনুষ্ঠিত এই সরস্বতী-সেবা সাধুবাদ পাইবে ইহা আশা করি। ইতি—রাসপূর্ণিমা, অগ্রহায়ণ ; বঙ্গাব্দ ১৩৭১, ২০শে নভেম্বর ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের সচিব ডক্টর শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ ; ডি, ফিল্, মহাশয় লিখিয়াছেন—

নানাপ্রকার আধুনিক গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয়ের পরে সারস্বত গৌড়ীয়াসন মিশনের শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত উপনিষদাবলী (ঈশা, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়) পাঠে মনে হইল, আমি স্বিন্ন অবস্থায় স্নাত হইলাম। যে উপনিষদ্ধেনু হইতে গীতাগোরস দোহন করা হইয়াছিল, তাহার অবশ্য পাঠ্যতা সর্ব্বজন স্বীকৃত। উপনিষদ্ ভারতের চতুঃসীমা লঙ্ঘন করিয়া পাশ্চাত্য দেশেও যে কি প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ জর্মাণ মনীষী শোপেনহাওয়ারের উক্তি "উপনিষদের জন্য আমি জীবিত আছি, মৃত্যুতেও উপনিষদেই শান্তি লাভ করিব।" ইদানীন্তন কালে যখন মানুষের মধ্যে হানাহানি, বিবাদ বিসম্বাদ বিশ্বব্যাপী, যখন জনাকীর্ণ নগরকে হুতবহপরীত

গৃহের ন্যায় মনে হয়, তখন শান্তির ললিতবাণী একমাত্র উপনিষদ্‌ই প্রচার করিতে পারে।

এমন অমূল্য উপনিষদাবলীর নির্ব্বাচিত গ্রন্থসমূহের সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়া উক্ত ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহাশয় বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই যুগে বিজ্ঞানের জয়গানে সব দেশ মুখর। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানও অপরিহার্য্য। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডার যে উপনিষদ্ সমূহে নিহিত, ঐগুলির এত সুন্দর সংস্করণ পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সংস্করণগুলিতে আছে মূলের পরে অন্বয়ানুবাদ, সংস্কৃত ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ। ব্যাখ্যা ও অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল। বর্ণানুক্রমিক মন্ত্রসূচী গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

চৈতন্যমহাপ্রভুপ্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত অনুযায়ী তত্ত্বকণাও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

ইহা পরম পরিতৃপ্তির বিষয় যে, এই প্রতিষ্ঠান কিয়ৎকালপূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্রের বলদেবীয় গোবিন্দভাষ্য প্রকাশিত করিয়া সুধীসমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এত অল্পসময়ের মধ্যে প্রধান উপনিষদ্ সমূহের মনোজ্ঞ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালীর মনোমন্দিরে স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আশা করি, প্রত্যেক গ্রন্থপ্রেমিক বাঙ্গালীর গ্রন্থাগার এই প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রকাশিত উপনিষদাবলীর দ্বারা শোভিত হইবে। ইতি

শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯. ১১. ৭২ সচিব

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য ডক্টর শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস্; ডি, লিট্ মহোদয় লিখিয়াছেন—

ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডূক্য ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন মিশন কর্ত্তৃক বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যসহ চারখণ্ডে সমাপ্ত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়ে সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

এই পথেই মিশন শঙ্করাচার্যের দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির অনুরূপরীতিতে ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছেন এবং এ পর্যন্ত এগারোখানি উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক ব্যতীত বাকি নয়খানির ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন।

বেদান্তের মূল উৎস হল প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি। বাদরায়ণ বা বেদব্যাস তাদের উপর ভিত্তি করে ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্রের আভিজাত্য অসাধারণ। তাই তার ব্যাখ্যা অনেক মনীষী করে গেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যাগুলি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীতে পড়ে শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ যা অখণ্ড দ্বৈতভাব-বিহীন ব্রহ্মে বিশ্বাসী। অপর শ্রেণীতে পড়ে ভক্তিবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা যা দ্বৈতভাবের ভিত্তিতে ঈশ্বরের সহিত ভক্তের সম্পর্ক স্থাপনের অবকাশ দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির ব্যাখ্যা।

এর অতিরিক্তভাবে একাধিক ভাষ্যকার প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির উপরও ভাষ্য লিখেছিলেন। ভক্তিবাদী ভাষ্যকারদের মধ্যে বলদেব

বিদ্যাভূষণ দশটি উপনিষদের ভাষ্য লিখেছিলেন বলে প্রবাদ আছে; কিন্তু ঈশ উপনিষদের ভাষ্য ব্যতীত অন্য ভাষ্যগুলি পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে রামানুজ প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত রঙ্গরামানুজ প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির উপর ভাষ্য লেখেন। সৌভাগ্যক্রমে সেগুলি এখনও পাওয়া যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের অনুগামী। বলদেব বিদ্যাভূষণ এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা রেখে গেছেন। সেই কারণে বর্তমান সংস্করণে ঈশ উপনিষদে তাঁর ব্যাখ্যা অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য উপনিষদগুলির উপর তাঁর রচিত ভাষ্য পাওয়া যায় না বলে রঙ্গরামানুজের ভাষ্য গৃহীত হয়েছে। অতিরিক্তভাবে শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থের সংস্কৃতে রচিত 'শ্রুত্যর্থ-বোধিনী' টীকা সংযোজিত হয়েছে এবং শেষে শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি গোস্বামীর বাংলায় রচিত 'তত্ত্বকণা' ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে। সংস্কৃত টীকা সরল। 'তত্ত্বকণার' ব্যাখ্যা ব্যাপক এবং বিস্তারিত এবং গোস্বামী মহোদয়ের বৈষ্ণবশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য তাতে প্রতিফলিত। উভয়েই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন।

সুতরাং এই গ্রন্থগুলিতে শ্রীচৈতন্যের অনুমোদিত ব্যাখ্যা বিধৃত হয়েছে এবং বাংলা ব্যাখ্যা সংযুক্ত থাকায় সকল বাঙালীর নাগালের মধ্যে বিষয়টি স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং সাধারণভাবে সকল জিজ্ঞাসু মানুষের নিকট গ্রন্থগুলি আদৃত হবার দাবী রাখে।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী, এম্, এ; ডি, ফিল্ (অক্সফোর্ড), এফ্, এ, এস্, বি; মহোদয়া লিখিয়াছেন—

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনাদের সর্ব্বজনবিদিত, সর্ব্বজনসমাদৃত, সর্ব্বজনমংগলজনক, সর্ব্বজনশান্তিদায়ক "শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মিশন" থেকে প্রকাশিত উপনিষদাবলী সর্ব্বদিক থেকেই পণ্ডিতসমাজ ও জনসাধারণকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্ত্তমান জগতে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের শাশ্বত-সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলভিত্তি বেদোপনিষদের সুষ্ঠু-শোভন ব্যাখ্যা এবং স্থির-ধীর মূল্যায়ন বিশেষ প্রয়োজন। সেইদিক থেকে আপনাদের এই সাধুপ্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। আপনাদের এই সুপবিত্র জ্ঞানদানব্রত পূর্ণ হোক—হোক সিদ্ধ হোক আপনাদের জীবন সাধনা, সার্থক হোক আপনাদের প্রাণতপস্যা।

সর্ব্বোপরি, পরমানন্দময়ী পরমা জননীর অতুল কৃপায় আপনাদের পুণ্যধন্য জীবন চিরমধুময়, চিরমংগলমণ্ডিত, চিরশান্তিসমৃদ্ধ হোক।

ইতি—
নিত্য-শুভার্থিনী
রমা চৌধুরী
উপাচার্য্যা

৪ঠা জুলাই ১৯৭৩

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯।